

ওম্



সত্যার্থপ্রকাশ

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী



সত্যার্থ-প্রকাশঃ

(বঙ্গানুবাদ)

—:~:—

বেদাদিবিবিধসচ্ছাস্ত্র প্রমাণসমম্বিতঃ
শ্রীমৎ পরমহংস পরিত্রাজকচার্য
শ্রীমদ্‌য়ানন্দসরস্বতীশ্বামিবিরচিতঃ

—:~:—

—

পঞ্চম সংস্করণ

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

—

আশ্বিন, ১৩৫৩।

প্রকাশক—

মহাত্মা, বঙ্গ-আসাম আৰ্য্য প্রতিনিধি সভা

২৪১২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—

১। বঙ্গ-আসাম আৰ্য্যপ্রতিনিধি সভা

২৪১২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২। আৰ্য্যসমাজ মন্দির

১৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—ফণীভূষণ বসু স্মারটচৌধুরী

হিন্দুস্থান প্রেস

১০, রমেন্দ্র দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশকের ভূমিকা

আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর অমর গ্রন্থ হিন্দী সত্যার্থ প্রকাশের বঙ্গানুবাদ পঞ্চম বার মুদ্রিত হইল। এই গ্রন্থ ১৮টি ভাষায় অনূদিত হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। ইহার বঙ্গানুবাদের প্রথম সংস্করণ আজমীঢ় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ কলিকাতা আর্য্যসমাজ হইতে স্বর্গীয় পণ্ডিত শঙ্করনাথ কর্তৃক এবং চতুর্থ সংস্করণ স্বর্গীয় তুলসী দাস দত্ত কর্তৃক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশে আর্য্যসমাজ কর্তৃক বৈদিক ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ ভাষাভাষী সহস্র সহস্র নরনারী মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ও তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ সত্যার্থপ্রকাশের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। সত্যার্থপ্রকাশের বিগত সংস্করণ পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বেই নিঃশেষ হইয়াছিল। বঙ্গদেশ কেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও এই গ্রন্থের চাহিদা আসিয়াছিল কিন্তু তাহা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কাগজ দুপ্রাপ্য হওয়ায় এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ অসম্ভব ছিল। কলিকাতা আর্য্যসমাজ, বঙ্গ-আসাম আর্য্যপ্রতিনিধি সভা ও আর্য্যসমাজ রিলীফ সোসাইটীর পরিচালক বর্গের সমবেত উত্তম ও প্রচেষ্টায় পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে আর্য্যসমাজের ধনাঢ্য দানবীরগণ অকাতরে ধন দান করিয়াছেন। আর্য্যসমাজের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও প্রচারকগণ গ্রন্থের সংশোধন ও অনুবাদ কার্য্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন। যাহাতে ভাষা নিভুল ও আধুনিক হইতে পারে তজ্জন্য খ্যাতনামা পণ্ডিতেরা ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানা ভাবে নানা জনে যুক্তি পরামর্শ ও উপদেশ দান করিয়াছেন। একজ্ঞ আমরা সকলের নিকটেই কৃতজ্ঞ রহিলাম।

সত্যার্থপ্রকাশ নানা কারণে জনগণের মনপ্রাণকে আকৃষ্ট করে। প্রথমতঃ ইহা পরাধীন ভারতের দাসমনোভাব ও কুসংস্কারের তিক্ত আবহাওয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম ভারতীয় নরনারীকে স্বাধীনতার ও সর্ববিধ কল্যাণের বাণী শুনাইয়াছিল। সত্যার্থপ্রকাশের প্রথম হিন্দী সংস্করণ রাজা জয়কৃষ্ণ দাস দ্বারা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। স্বদেশ, স্বাধীনতা, স্বাদেশিকতা, স্বরাজ্য, সংগঠন, ধর্ম্মরাজ্য ও চক্রবর্ত্তীরাজ্য প্রতিষ্ঠার বাণী এই গ্রন্থ দ্বারাই স্পষ্টভাবে সর্বপ্রথম ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে সর্বপ্রথম আর্য্যসমাজ স্থাপিত হয়। সত্যার্থপ্রকাশের সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণের পাণ্ডুলিপি মহর্ষি দয়ানন্দ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে

তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পরোপকারিণী সভাকর্তৃক ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। ঠিক সেই বৎসরেই বোম্বাই সহরে সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। নিঃসংশয়ে বলা যায় মহর্ষি দয়ানন্দের জ্ঞান আনুভূতি ব্রহ্মচারী, বেদজ্ঞ পণ্ডিত, গৈরিক বস্ত্রধারী, অর্দ্ধনগ্ন, সর্বভ্যাগী সন্ন্যাসী দ্বারাই লোকচক্ষুর অন্তরালে স্বাধীন ভারতের সৌধমালায় ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছিল। এই সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থ লিখিয়াই তিনি নিম্নিত ভারতকে চেতনা দান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ এই গ্রন্থে বৈদিক ধর্মের মানদণ্ডে প্রচলিত বিভিন্ন মত মতান্তরের যুক্তিপূর্ণ তুলনাত্মক সমালোচনা করা হইয়াছে। এই এক খানা গ্রন্থ পাঠ করিলেই জনসাধারণ বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, দর্শন, জৈনমত, বৌদ্ধমত, চারবাকমত, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল ও কুরাণের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কোথায় কোথায় পার্থক্য ও ঐক্য তাহাও জানা যায়। ইহাকে বিভিন্ন মতবাদের কোষগ্রন্থ বলাও চলে।

তৃতীয়তঃ বেদভ্যাগী জনসাধারণের জীবনে কি ভাবে বৈদিক ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার উপায়, ক্রম ও প্রণালী এই গ্রন্থে স্পষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে। চারি বর্ণ, চারি আশ্রম, বোড়শবিধ বৈদিক সংস্কার, জ্ঞান-কর্ম উপাসনা ও মোক্ষ লাভ সম্বন্ধে যথার্থ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ ইহাতে সাংসারিক ও পারমাণ্বিক উন্নতির (অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের) সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। গার্হস্থ্যধর্মের সহিত সন্ন্যাসীর মোক্ষলাভের বিরোধিতা নাই, এক দিকে চক্রবর্তী রাজ্য স্থাপন, শিল্প বাণিজ্য-কৃষির উন্নতি অন্য দিকে ব্রহ্মবিজ্ঞার্জন ও মোক্ষলাভ ইহাদের মধ্যে অসামঞ্জস্য নাই। ত্যাগবাদ ও ভোগবাদের আদর্শের উপর বৈদিক ধর্ম স্থাপিত। এই গ্রন্থে এই সব তথ্য সরল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ মহর্ষি দয়ানন্দ হৃদয়ের উদারতা ও বিশালতা লইয়া বেদবিরোধী মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। সত্যের আলোক দ্বারা তিনি অসত্যকে দূরীভূত করিতে চাহিয়াছেন। বিশ্বের কল্যাণই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। সমাজের পচনশীল ক্ষেত্রে তিনি সমাজের ঈশ্বরী বন্ধুরূপে অশ্রোপচার করিয়া অমৃত প্রলেপ প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে সমাজে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। শত সহস্র লক্ষ লক্ষ নরনারী এই গ্রন্থের সাহায্যে অসত্য মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া সত্য সনাতন বৈদিক ধর্মের আলোক লাভ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রচার যতই অধিক হইবে ততই সাধারণের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

অথ সত্যার্থপ্রকাশন্য তুচীপত্রম্

বিষয়া:	পৃষ্ঠতঃ—পৃষ্ঠম্	বিষয়া:	পৃষ্ঠতঃ—পৃষ্ঠম্
শ্রীমদয়ানন্দ জীবনী	১১/০—১১	পঞ্চাধাপরীক্ষাধ্যাপনম্	৫২—৬৫
ভূমিকা	[১—৮]	পঠনপাঠনবিশেষবিধিঃ	৬৫—৭০
প্রথম সমুদ্রাস:		গ্রন্থপ্রামাণ্য প্রামাণ্যবিধিঃ	৭০—৭৪
ঈশ্বরনামব্যাখ্যা	১—২০	শ্রীশ্রীজ্ঞাননিধিঃ	৭৪—৭৭
মঙ্গলাচরণসমীক্ষা	২০—২২	চতুর্থ সমুদ্রাস:	
দ্বিতীয় সমুদ্রাস:		সমাবর্তন বিষয়ঃ	৭৮—৭৯
বালশিক্ষাবিষয়ঃ	২২—২৫	দূরদেশে বিবাহকরণম্	৭৯—৮০
ভূতপ্রোক্তানিষেধঃ	২৫—২৭	বিবাহে শ্রী-পুরুষ পরীক্ষা	৮০—৮১
জন্মপত্রসূর্যাদি গ্রহসমীক্ষা	২৭—৩২	অল্পবয়সি বিবাহনিষেধঃ	৮১—৮৬
তৃতীয় সমুদ্রাস		গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণব্যবস্থা	৮৬—৯৪
অধ্যয়নানুষ্ঠাপনবিষয়ঃ	৩৩—৫৪	বিবাহলক্ষণানি	৯৪—৯৫
গুরুমন্ত্রব্যাখ্যা	৩৪—৩৬	শ্রীপুরুষ ব্যবহারঃ	৯৫—১০০
প্রাণায়ামশিক্ষা	৩৬—৩৮	পঞ্চ মহাযজ্ঞঃ	১০১—১০৬
যজ্ঞপাত্রাকৃতয়ঃ	৩৮—৩৯	পাখণ্ডিতরক্ষারঃ	১০৬
সন্ধ্যাগ্নিহোত্রোপদেশঃ	৩৯—৪০	প্রাতঃরুখানাди ধর্ম্মকৃত্যম্	১০৬—১০৭
হোমফলনির্ণয়ঃ	৪০—৪১	পাখণ্ডিলক্ষণানি	১০৭—১১০
উপনয়নসমীক্ষা	৪১—৪২	গৃহস্থধর্ম্মাঃ	১১০—১১২
ব্রহ্মচর্যোপদেশঃ	৪২—৪৪	পণ্ডিতলক্ষণানি	১১২—১১৬
ব্রহ্মচর্যকৃতবর্ণনম্	৪৪—৫২	মুখলক্ষণানি	১১৪—১১৫
		বিদ্যার্থি কৃতবর্ণনম্	১১৫—১১৬

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠতঃ—পৃষ্ঠম্
পুনর্বিবাহনিয়োগ বিষয়ঃ	১১৬—১২৭
গৃহাশ্রমশ্রৈষ্ঠ্যম্	১২৭—১২৮

পঞ্চম সমুদ্রাসঃ

বানপ্রস্থবিধিঃ	১২৯—১৩১
সন্ন্যাসাশ্রমবিধিঃ	১৩১—১৪৩

ষষ্ঠ সমুদ্রাসঃ

রাজধর্মবিষয়ঃ	১৪৪—১৮৫
সভাত্রয় কথনম্	১৪৪—১৪৫
রাজলক্ষণানি	১৪৬—১৪৭
দণ্ডব্যবস্থা	১৪৭—১৫১
রাজকর্তব্যম্	১৪৯—১৫০
অষ্টাদশব্যসননিষেধঃ	১৫১—১৫২
মন্ত্রিপুতাদিরাজপুরুষ লক্ষণানি	১৫২—১৫৩
মন্ত্রাদিষু কার্যনিয়োগঃ	১৫৩—১৫৪
দুর্গনির্মাণব্যাখ্যা	১৫৪—১৫৫
যুদ্ধকরণপ্রকারঃ	১৫৬—১৫৭
রাজপ্রজারক্ষণাদিবিধিঃ	১৫৭—১৫৮
গ্রামাধিপত্যাদিবর্ণনম্	১৫৮—১৬৩
করণগ্রহণ প্রকারঃ	১৬৩—১৬৪
মন্ত্রকরণপ্রকারঃ	১৬৪—১৬৫
আসনাদি ষাড়্গুণা ব্যাখ্যা	১৬৫—১৬৬
রাজামিত্রোদাসীন শত্রু বর্ণনম্	১৬৬—১৬৭
শত্রুভিষু দ্বন্দ্বকরণপ্রকারম্	১৬৭—১৬৮
ব্যাপারাদিষু রাজভাগকথনম্	১৬৮—১৭২

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠতঃ—পৃষ্ঠম্
অষ্টাদশবিবাদমার্গেষু ধর্মোণ	
ত্ৰায়করণম্	১৭৫—১৭৬
সাক্ষিকর্তব্যোপদেশঃ	১৭৬—১৭৮
সাক্ষ্যানুভে দণ্ডবিধিঃ	১৭৯—১৮১
চৌর্যাদিষু দণ্ডাদি ব্যাখ্যা	১৮২—১৮৫

সপ্তম সমুদ্রাসঃ

ঈশ্বরবিষয়ঃ	১৮৬—১৮৮
ঈশ্বরবিষয়ে প্রশ্নোত্তরাণি	১৮৮—১৯১
ঈশ্বরস্তুতি প্রার্থনোপাসনা	১৯১—১৯৭
ঈশ্বরজ্ঞান প্রকারঃ	১৯৭—১৯৮
ঈশ্বরস্বাস্থিত্বম্	১৯৮—২০১
ঈশ্বরাবতারনিষেধঃ	২০১—২০৩
জীবন্ত স্বাতন্ত্র্যম্	২০৩—২০৫
জীবেশ্বরয়োর্মিত্ত্ববর্ণনম্	২০৫—২১৩
ঈশ্বরস্ত সপ্তগুণিষ্ঠা কথনম্	২১৩—২১৪
বেদবিষয়ে বিচারঃ	২১৪—২২০

অষ্টম সমুদ্রাসঃ

সৃষ্টীৎপত্ত্যাদিবিষয়ঃ	২২১—২২৫
ঈশ্বরভিন্নায়াঃ প্রকৃতেরুপাদান কারণত্বম্	২২৫—২৩০
সৃষ্টৌ নাস্তিকমতনিরাকরণম্	২৩১—২৪০
মহুত্যানামাদিসৃষ্টেঃ স্থানাদি নির্ণয়ঃ	২৪০—২৪২
আখ্যানেচ্ছাদি ব্যাখ্যা	২৪২—২৪৪
ঈশ্বরস্ত জগদাধারত্বম্	২৪৪—২৪৯

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠতঃ—পৃষ্ঠম	বিষয়ঃ	পৃষ্ঠতঃ—পৃষ্ঠম
মবম সমুদ্রাসঃ		হারিকাক্সালামুখীসমীক্ষা	৩১৩—৩৫৫
বিভাহবিভাবিষয়ঃ	২৫০—২৫১	হরদারবজ্রীনারায়ণাদি	
বন্ধমোক্ষবিষয়ঃ	২৫১—২৬৭	সমীক্ষা	৩৫৫—৩৫৮
দশম সমুদ্রাসঃ		গঙ্গান্নানসমীক্ষা	
আচারাহনাচারবিষয়ঃ	২৭৮—২৮৫	নামস্মরণভীর্ষনকল্পে	
ভক্ষ্যভক্ষ্যবিষয়ঃ	২৮৫—২৯০	ব্যাখ্যা	৩৫৮—৩৬০
ইতি পূর্বাঙ্কঃ		শুরুমাহাত্ম্যসমীক্ষা	৩৬০—৩৬১
উত্তরান্ধ		অষ্টাদশপুরাণসমীক্ষা	৩৬১—৩৬৪
একাদশ সমুদ্রাসঃ		শিবপুরাণসমীক্ষা	৩৬৪—৩৬৮
অনুভূমিকা	২৯৫—২৯৬	ভাগবতসমীক্ষা	৩৬৮—৩৭৪
আর্য্যাবর্তদেশীয় মতমতান্তর		সূর্য্যাদিগ্রহপূজা সমীক্ষা	৩৭৪—৩৭৭
খণ্ডনমণ্ডনবিষয়ঃ	২৯৭—২৯৯	ঔর্দ্ধদৈহিকদানাদি সমীক্ষা	৩৭৭—৩৮৪
মন্ত্রাদিসিদ্ধিনিরাকরণম্	২৯৯—৩০২	একাদশাদি ত্রতদানাদি	
বামমার্গনিরাকরণম্	৩০২—৩১৪	সমীক্ষা	৩৮৪—৩৮৯
অবৈতবাদসমীক্ষা	৩১৪—৩২৪	মারণমোহনোচ্চাটন	
ভগ্নরজ্রাঙ্গ তিলকাদি		বামমার্গসমীক্ষা	৩৮৯—৩৯০
সমীক্ষা	৩২৪—৩২৭	শৈবমতসমীক্ষা	৩৯০—৩৯১
বৈষ্ণবমতসমীক্ষা	৩২৭—৩২৮	শাক্তবৈষ্ণবমতসমীক্ষা	৩৯১—৩৯৭
মূর্ত্তিপূজাসমীক্ষা	৩২৮—৩৪৫	কবীরপন্থসমীক্ষা	৩৯৭—৩৯৮
পঞ্চায়তনপূজাসমীক্ষা	৩৪৫—৩৪৭	নানকপন্থসমীক্ষা	৩৯৯—৪০২
গয়াশ্রদ্ধসমীক্ষা	৩৪৭—৩৪৮	দাদুরামস্নেহাদিপন্থসমীক্ষা	৪০২—৪০৭
জগন্নাথভীর্ষসমীক্ষা	৩৪৮—৩৫১	গোকুলিগোস্থামিমতসমীক্ষা	৪০৭—৪১৬
রামেশ্বরসমীক্ষা	৩৫১—৩৫২	স্বামিনারায়ণমত সমীক্ষা	৪১৬—৪২২
কালিয়াকান্তসোমনাথাদি		মাধলিঙ্গাক্রিতব্রাহ্মপ্রার্থনা-	
সমীক্ষা	৩৫২—৩৫৩	সমাজাদিসমীক্ষা	৪২২—৪২৯
		আর্য্যসমাজবিষয়ঃ	৪২৯—৪৩০
		তন্ত্রাদিবিষয়ক প্রস্তোত্তরাণি	৪৩০—৪৩৭
		ব্রহ্মচারিসংন্যাসিসমীক্ষা	৪৩৭—৪৪৩
		আর্য্যবর্তীয় রাজবংশাবলী	৪৪৩—৪৪৭

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ—পৃষ্ঠম	বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ—পৃষ্ঠম
ষোড়শ সমুদ্রাসঃ		কৃষ্ণতীনমত সমীক্ষা	
অমুভূমিকা	৪৪৮—৪৪৯	লয়ব্যবস্থা পুস্তকম্	৫৫২—৫৫৫
নাস্তিকমতসমীক্ষা	৪৫০—৪৫১	গণনা পুস্তকম্	৫৫৫
চারবাকমতসমীক্ষা	৪৫১—৪৫২	সমুদ্রাণ্যস্ত দ্বিতীয়	
চারবাকাদি নাস্তিকভেদঃ	৪৫২—৪৫৬	পুস্তকম্	৫৫৫—৫৫৬
বৌদ্ধগৌতমমত সমীক্ষা	৪৫৬—৪৬৪	রাজ্ঞাং পুস্তকম্	৫৫৬
সপ্তভঙ্গীস্বাদী	৪৬৪—৪৬৬	কালবৃত্তান্ত ১ পুস্তকম্	৫৫৭
জৈনবৌদ্ধয়োরৈক্যম্	৪৬৬—৪৭১	ঐমুবাখ্যস্ত পুস্তকম্	৫৫৭—৫৫৮
আস্তিকনাস্তিকসংবাদঃ	৪৭১—৪৭৫	উপদেশস্ত পুস্তকম্	৫৫৮
জগতোহনাদিহ সমীক্ষা	৪৭৫—৪৭৯	মন্তীরচিতং ইঞ্জীলাখ্যম্	৫৫৮—৫৭৬
জৈনমতে ভূমিপরমাণম্	৪৭৯—৪৮১	মার্করচিতং ইঞ্জীলাখ্যম্	৫৭৬
জীবাদ্যস্ত জড়ং পুদ্গলানাং পাপে		লুকরচিতং ইঞ্জীলাখ্যম্	৫৭৬—৫৭৭
প্রয়োজনকং চ	৪৮১—৪৮৪	যোহন রচিতং সুসমাচার	৫৭৭—৫৭৯
জৈনধর্ম প্রণাসাদিসমীক্ষা	৪৮৪—৫০৫	যোহন প্রকাশিত বাক্যম্	৫৭৯—৫৯২
জৈনমতমুক্তিসমীক্ষা	৫০৫—৫০৭	চতুর্দশ সমুদ্রাসঃ	
জৈনসাধুলক্ষণসমীক্ষা	৫০৭—৫১৫	অমুভূমিকা	৫৯৩—৫৯৪
জৈনতীর্থঙ্কর (২৪) ব্যাখ্যা	৫১৫—৫২৩	যবনমতকুরাণাখ্যসমীক্ষা	৫৯৫—৬৭১
জৈনমতে জম্বুদ্বীপাদি		স্বমস্তব্যামস্তব্যবিষয়ঃ	৬৭১—৬৮০
বিষয়ঃ	৫২৩—৫২৪	বর্ণানুক্রমিক প্রমাণ সূচী	৬৮১—৬৮৮
ত্রয়োদশ সমুদ্রাসঃ		ইত্যান্তর্যাক্ষঃ	
অমুভূমিকা	৫২৫—৫২৬		



মহাশি দয়ানন্দ সরস্বতী

(১৮২৪—১৮৮০)

শ্রীমদয়ানন্দ জীবনী

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিবারের মোর্তি রাজ্যে টকারা নামক গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। টকারা গ্রাম মোর্তিরাজ্যের প্রধান নগর মোর্তির নিকটে অবস্থিত। দয়ানন্দের পূর্ব নাম ছিল মূলজী শঙ্কর। মূলজী শঙ্করের পিতার নাম কর্ণজী এবং পিতামহের নাম লালজী ত্রিপাড়ী। ইঁহারা উদীচ্য ব্রাহ্মণ। কর্ণজী ছিলেন উচ্চ রাজকর্মচারী। ভূসম্পত্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি ধর্মভীরু ও বেদানুরাগী ছিলেন। পুত্র মূলজী শঙ্করকে তিনি অষ্টম বর্ষে উপনয়ন দিয়াছিলেন, সন্ধ্যা উপাসনা শিক্ষা দিয়াছিলেন। দশমবর্ষ বয়সে মূলজী সমগ্র যজুর্বেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। চতুর্দশ বর্ষ বয়সে পিতার সহিত সারা দিন উপবাস করিয়া শিবরাত্রির প্রহরে প্রহরে শিবপূজা করিতেছিলেন। শিবলিঙ্গের উপর নির্ভয়ে একটি মুখিক আতপ তণ্ডুল খাইতেছে—এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে মুক্তি পূজার সঙ্কে মন্দেহ জাগিয়াছিল। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে সহোদরা ভগ্নীর ও উনবিংশ বর্ষ বয়সে খুল্লতাতে মৃত্যু তিনি স্বচক্ষে দর্শন করায় তাঁহার মনে স্থায়ী বৈরাগ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। মাতা-পিতা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা করিলে পুত্র দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে গৃহত্যাগ করেন। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষিত হইয়া শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মচারী নামে তিনি কাষায় বস্ত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করিলেন। পিতা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সক্ষম হন নাই। নর্ম্মদা প্রদেশের চানোদ-কল্যাণী নামক স্থানে শৃঙ্গগিরি মঠ হইতে আগত পূর্ণানন্দ সরস্বতীর নিকটে সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইয়া তিনি দয়ানন্দ সরস্বতী নাম ধারণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর। তিনি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া জ্ঞান ও যোগবিদ্যা আহরণ করিয়াছিলেন। চানোদ-কল্যাণীতে পরমানন্দ পরমহংসের নিকট বেদান্তসার, কৃষ্ণ শাস্ত্রীর নিকট ব্যাকরণ, কাশীর রামনিরঞ্জন শাস্ত্রীর নিকট কৌমুদী ও ত্রায়শাস্ত্র এবং জ্বালানন্দ পুরী ও শিবানন্দ গিরির নিকট তিনি যোগাভ্যাস শিক্ষা করিয়াছিলেন। টেহরিতে কোন রাজপণ্ডিতের নিকট হইতে তিনি জ্যোতিষ ও তন্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীনগর, রুজপ্রয়াগ, শিবপুরী, কেদারঘাট, ভূঙ্গনাথশৃঙ্গ, উখিমঠ, শুগুকাশী, যোশীমঠ, অলকনন্দার উৎপত্তি স্থল, সিদ্ধপদ, বসুধারা, বদরিনারায়ণ, রামপুর, চিক্কাঘাটী, কাশীপুর, জোণসাগর, প্রভৃতি হিমালয়ের দুর্গম তীর্থক্ষেত্রে তিনি জ্ঞানার্বেষণে ও প্রকৃত যোগীর সঙ্কানেই

পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। হিমালয়ের বিভিন্ন বনে, গুহায়, নদীতটে বা তুষার-বৃত্ত স্থানে ভ্রমণ কালে বহু সময় তাঁহার জীবনও বিপন্ন হইয়াছিল। এই ভাবে ১৭ বৎসর কাল আত্মাবর্তের ও দাক্ষিণাত্যের নানা আশ্রম, মঠ, মন্দির দর্শন করিয়া এবং অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিয়া ৩৯ বর্ষ বয়সে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মথুরায় দত্তা স্বামী, ব্রহ্মবিৎ ও বৈদিক পণ্ডিত স্বামী বিরজানন্দের নিকট উপস্থিত হন। তিনি ছিলেন তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ পণ্ডিত। দয়ানন্দ তাঁহার শিষ্য হইয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট পাণিনি, মহাভাষা, উপনিষৎ, মনুস্মৃতি, ষড়দর্শন, বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন। বিজ্ঞানায়ন সমাপ্তির পর গুরুর নিকট হইতে বিদায় কালে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন—“সত্য শাস্ত্রের উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প থাকিব, অবৈদিক মিথ্যা মতবাদের খণ্ডন করিব ও বৈদিক ধর্মের প্রচারে জীবন অর্পণ করিব”। দয়ানন্দ এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থে ও বিজ্ঞানক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়া বৈদিক ধর্ম প্রচার করিতে থাকিলেন। আগরা, কানপুর, ঢোলপুর, কেরোলি, জয়পুর, আজমীর, হরিদ্বার, কন্বাস, রামঘাট, অনুপমহর প্রভৃতি স্থানে বৈদিক ধর্মের প্রচার করিয়া এবং স্থানবিশেষে তিনি দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, মোলবী ও পাদ্রীগণের সহিত শাস্ত্র বিচার করিয়া দ্বিবিজয়রূপে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। কাশীর পণ্ডিতেরা প্রমাদ গণিলেন। কাশীর সন্মানরক্ষায় কাশীরাজ অগ্রগামী হইলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শাস্ত্র বিচারের তারিখ ও সময় নির্ধারিত হইল। আনন্দবাগে শাস্ত্রবিচারের স্থান নির্দিষ্ট হইল। জনকোলাহলে আনন্দবাগ পরিপূর্ণ হইল। কাশীরেশ স্বয়ং সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পণ্ডিত বালশাস্ত্রী, শিবসহায় শর্মা, মাধবাচার্য্য, বামনাচার্য্য, দেবীদত্ত শর্মা, বিজ্ঞানন্দ সরস্বতী ও অম্বিকা দত্ত প্রভৃতি ৩০ জন প্রকৃতিপণ্ডিত পণ্ডিত এক দিকে, অপর দিকে হিমাচল সদৃশ অটল অটল, স্থিতিচিহ্ন, শাস্ত্র ও গম্ভীর মূর্ত্তি মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী একাকী। বিচার্য্য বিষয়—মূর্ত্তিপূজা বেদানুকূল কিনা। সেই শাস্ত্রবিচারে দয়ানন্দ বিজয় লাভ করিলেন। বিপক্ষ পণ্ডিতেরা কোলাহল করিয়া সভা ত্যাগ করিলেন। বঙ্গের প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত স্বর্গীয় সত্যব্রত সামশ্রমী সেই বিচার সভায় উপস্থিত ছিলেন। দ্বীপ মাসিক পত্র “প্রত্নকমর নন্দিনীতে” তিনি দয়ানন্দের বিজয় ঘোষণা করেন। ইহা ছাড়া “রোহিলাখণ্ড সমাচার”, লাহোরের “জ্ঞানদায়িনী”

পত্রিকা”, কলিকাতার প্রসিদ্ধ “হিন্দু পেট্রিয়ট” পত্রিকায় ও “পায়নিয়ার” পত্রিকায় শাস্ত্রবিচারের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হইল। সব পত্রিকাতেই দয়ানন্দের জয় ঘোষিত হইল। কাশীর পণ্ডিতেরা নিরুপায় হইয়া “দয়ানন্দ পরাভূতি” নামক সংস্কৃত পুস্তক ও “দুর্জয়ন মতমর্দন” নামক হিন্দী পুস্তক এবং গুপ্ত বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দয়ানন্দের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে লাগিলেন। শাস্ত্র বিচারের পর ২৬শে জানুয়ারী দয়ানন্দ এলাহাবাদে রওয়ানা হইলেন। এতদিন তিনি কাশীতেই ছিলেন। কাশীর শাস্ত্রবিচার সভায় “ভূপ্রদক্ষিণ” প্রণেতা ব্রাহ্ম সমাজী ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেনও উপস্থিত ছিলেন। তিনি দয়ানন্দকে কলিকাতায় যাইবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বেদ বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে দয়ানন্দের পূর্ব হইতেই কলিকাতায় যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। ডুমরাও, পাটনা, জামালপুর, মুন্সের ও ভাগলপুরে বৈদিক ধর্ম প্রচার করিয়া তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় উপস্থিত হন। ভাগলপুরের স্থানীয় জমিদার স্বর্গীয় তেজনারায়ণ সিংহ ও তাঁহার আত্মীয় স্বর্গীয় মহাশয় প্রসাদ স্বামীজীর শিষ্য হন। এই মহাবীর প্রসাদ কলিকাতায় থাকিতেন এবং ইনিই সর্বপ্রথমে কলিকাতায় আর্য্যসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি বহুদিন কলিকাতা আর্য্যসমাজের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহার অর্থ সাহায্যেই স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপাদান সংগ্রহ করিয়া দয়ানন্দের জীবনী সর্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করেন। ২০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তিনি কলিকাতায় “আর্য্যাবর্ত্ত প্রেস” স্থাপন ও “আর্য্যাবর্ত্ত” হিন্দী সমাচার পত্র প্রকাশ করেন ও বহু বৈদিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দয়ানন্দকে হাওড়া স্টেশনে অভ্যর্থনা করিয়া স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর সেন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পাথুরিয়া বাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হন। তাঁহার ভ্রাতা শ্যামীন্দ্রমোহন ঠাকুর বরাহনগরের সন্নিকটে নৈনানের বাগানবাড়ীতে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময় কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দয়ানন্দের নিকটে গিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ত্রায়রত্ন, উক্ত কলেজের অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও পণ্ডিত রাজনারায়ণ গোড় তাঁহার সহিত অতি কুট বিষয় লইয়া প্রশ্নোত্তর করিতেন। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, সিটী কলেজের অধ্যক্ষ কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, আদি ব্রাহ্ম সমাজের উপদেশক হেমচন্দ্র চক্রবর্তী,

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু মহাশয় দয়ানন্দের প্রতি অনুরক্ত হন।
 ব্রাহ্মসমাজী হইলেও দ্বিজেন্দ্র নাথ ও রাজনারায়ণ অগ্নিহোত্রের উপযোগিতা স্বীকার
 করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অনুরোধে
 কলিকাতা আৰ্য্য সমাজের পক্ষ হইতে পণ্ডিত শঙ্করনাথ বোলপুর শাস্তি নিকেতনে
 উপাসনার বেদীর সম্মুখে হোম করার জন্ত পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্রকে প্রেরণ
 করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন এবং তাঁহার মৃত্যুর
 পরেও বহুদিন নিয়মিতভাবে সেখানে হোমামুষ্ঠান হইত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
 আমন্ত্রণে দয়ানন্দ ত্রিচহাংরিং মাঘোৎসবের ১১ই মাঘ জোড়াসাঁকো রাজবাড়ীতে
 উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পুত্রগণ দয়ানন্দের সহিত
 বার্তালাপে খুবই আত্মসন্মিত হইয়াছিলেন। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তক
 কেশবচন্দ্র সেন দয়ানন্দের প্রতি খুবই অনুরক্ত হইয়াছিলেন। দয়ানন্দ
 সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিতেন ও কৌশল মাত্র পরিধান করিতেন।
 কেশবচন্দ্রের অনুরোধে তিনি হিন্দীতে বক্তৃতা আরম্ভ করেন ও সাধারণভাবে
 বস্ত্র পরিধান আরম্ভ করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে ব্রহ্মানন্দ
 কেশবচন্দ্রের লিলি কটেজে দয়ানন্দ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী
 স্বর্গীয় গোরাচাঁদ দত্তের গৃহে ও ৯ই মার্চ বরাহনগরের নৈশ বিদ্যালয়ে দয়ানন্দের
 বক্তৃতা হয়। কলিকাতায় আরও অনেক স্থানে তাঁহার বক্তৃতা হয়। তাঁহার
 কলিকাতায় অবস্থিতিকালে কেহ তাঁহার সহিত শাস্ত্রবিচার করিতে সাহস
 করেন নাই। কলিকাতার বাহিরে হুগলী, চুঁচুড়া, নবদ্বীপ, মূল্যাজোড় ও
 মুর্শিদাবাদের অপর পারে বালুচর নামক স্থানে বৈদিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা
 করেন। চুঁচুড়ার স্বর্গীয় বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের গৃহে তাঁহার বক্তৃতা
 হয়। ৩অক্টোবর সরকার সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সর্বসাধারণের
 চাপে পড়িয়া ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কাশ্মীরেশ্বরের সভাপণ্ডিত
 ৩ভারচরণ ভট্টরায় মহাশয় দয়ানন্দের সহিত শাস্ত্রবিচারে অগ্রসর হন ও
 কয়েককাল পরে পরাজয় স্বীকার করেন। ইনিই কাশ্মী শাস্ত্রবিচারে ছিলেন।
 চুঁচুড়ার শাস্ত্রবিচার সভায় ৩ভূদেব মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। ১৮৭৩
 খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করেন। হুগলী
 হইতে তিনি ভাগলপুর যাত্রা করেন। বঙ্গদেশে তিনি চারি মাস কাল
 অবস্থান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় বেদবিদ্যালয় স্থাপনের জন্তও তিনি
 সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। দয়ানন্দের কলিকাতা ভ্রমণের

পর কলিকাতা সিনেট হলে দয়ানন্দের বিরুদ্ধে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র শ্যায়রত্ন, পণ্ডিত তারানাথ বিজ্ঞানচম্পতি, পণ্ডিত রতনময় বিজ্ঞানদ্বার ও নবদ্বীপের পণ্ডিত ভৃগুচন্দ্র তর্করত্ন এই সভার উদ্বোধন ছিলেন। তিন শতাধিক পণ্ডিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মাল্লাজের রাম স্ত্রীকণ্য শাস্ত্রীও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় মল্লিক, রাজা কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি অনেকেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। দয়ানন্দের অনুপস্থিতিতে দয়ানন্দের বিরুদ্ধে সভার আয়োজন হইয়াছে বলিয়া চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞানাগর মহাশয় সে সভায় যোগদান করেন নাই। সভায় দয়ানন্দের বিরুদ্ধে একতরফা বক্তৃতা হইয়াছিল। দয়ানন্দ বঙ্গদেশ হইতে রওয়ানা হইয়া ছাপরা, ফরকাবাদ, এলাহাবাদ, জবলপুর, নাসিক প্রভৃতি স্থানে শাস্ত্রবিচার ও বৈদিক ধর্ম প্রচার করিয়া ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বোম্বাই সহরে উপনীত হন। এই ভ্রমণ কালে তিনি বহু স্থানে বেদবিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন। এলাহাবাদে অবস্থানকালে তিনি “সত্যার্থ-প্রকাশ” গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া রাজা জয়কৃষ্ণ দাসকে তাহা মুদ্রিত করিবার ভার দিয়াছিলেন। যাহাতে বৈদিকধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য দেশব্যাপী প্রচার কার্য স্থায়ীরূপে চলিতে পারে এইজন্য ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল তারিখে তিনি সর্বপ্রথম আর্য্যসমাজ স্থাপন করেন। পৃথক কোন সমাজ, সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা বৈদিক ধর্মের পুনরুদ্ধার হইতে পারিবে—প্রথমে তিনি এই আশাই পোষণ করিয়াছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ও প্রার্থনাসমাজের নেতৃবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহারা রাজা রামমোহনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভিন্ন পথে পরিচালিত হইতেছেন। বোম্বাই সহরে মাত্র ২৩টি ব্যক্তি লইয়া আর্য্যসমাজ স্থাপিত হইল। সভাপতি হইলেন কর্ণ দাস। দয়ানন্দকে সভাপতি পদের জন্য নানাভাবে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি সে পদ গ্রহণ করিলেন না। সাধারণ সদস্য পদ গ্রহণ করিয়াই তিনি তৃপ্ত রহিলেন। এইবার তিনি সমগ্র বেদ মুদ্রিত করিয়া জন সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য ব্রতী হইলেন। রাবণ, মহীধর, উবট, সায়ন প্রভৃতির নবীন বেদভাষ্য বেদের সত্য ধর্ম আবৃত্ত রহিয়াছে, অন্তর্দিকে মোক্ষমূলর,

গ্রীকিথ প্রভৃতির অনুবাদে বেদ সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্তমত প্রচারিত হইতেছে। এই বেদকে দেশের ও বিদেশের ভাষ্য ও অনুবাদের লাজ্জনা হইতে রক্ষা করিবার জন্তই তিনি যাক্সের নিরন্তরকে ভিত্তি করিয়া যৌগিক ব্যাখ্যার সাহায্যে বেদভাষ্য প্রণয়নে ত্রুতী হইলেন। কালীতে তিনি বেদভাষ্য রচনার সূত্রপাত করেন। অযোধ্যার সরযুবাগে তিনি “ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা” প্রণয়ন করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে “ভারত সাম্রাজ্যী” উপাধিতে অভিহিত করার জন্ত রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন যখন দিল্লীতে মহাসমারোহে দরবারের আয়োজন করিতেছিলেন তখন দয়ানন্দ “ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা”র পাণ্ডুলিপি লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভারতভূমি হইতে ধর্মবিरोধ দূরীকরণের জন্ত এক সম্মেলনে সর্বসম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহাতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্মার সৈয়দ আহম্মদ, হরি দেশমুখ, লালু অলখারী, নবীনচন্দ্র রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। সব প্রতিনিধিই স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু সকলে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। বার্ষ মনোরথ হইয়া সকলে সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। দিল্লী হইতে মিরাট যাত্রার সময়ে তিনি এক বাঙ্গালী যুবকের উপর বেদভাষ্য মুদ্রণের ভার দিয়া তাঁহাকে কালীতে পাঠাইয়া দেন। এই বাঙ্গালী যুবকই দয়ানন্দকে মোক্ষমূলর, গ্রীকিথ প্রভৃতির বেদের ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া শুনাইতেন। কেশবচন্দ্র দয়ানন্দকে ইংলণ্ডে বেদপ্রচারের জন্ত উৎসাহ দিয়াছিলেন। তজ্জন্ত তিনি প্রস্তুতও হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ঐতিভাজন ছাত্র শ্যামজী কৃষ্ণবন্দ্য ইংলণ্ডে গমন করিলে তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। শ্যামজী কৃষ্ণবন্দ্য দ্বারা তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ হয় নাই। মীরাট হইতে দয়ানন্দ চাঁদপুরে আগমন করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখে মুন্সি প্যারেলাল চাঁদপুর মেলায় হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মের আলোচনার জন্ত এক বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করেন। তাহাতে স্কট, নোবল, পার্কার ও জন্সন নামক পাদরীচতুষ্টয় খ্রীষ্টানদের পক্ষ হইতে, মোহম্মদ কাশেম ও আব্দুল মন্সুর নামক মোলবীদ্বয় মুসলমানদের পক্ষ হইতে এবং স্বামী দয়ানন্দ বৈদিক মতের বা হিন্দুধর্মের পক্ষ হইতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রবিচারে টিকিতে না পারিয়া মোলবীরা ও পাদরীরা সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। সভায় বৈদিক ধর্মেরই জয় ঘোষিত হইল। লাহোরের ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র রায়, পণ্ডিত অমর

নাথ প্রভৃতি দয়ানন্দকে লাহোরে আনয়ন করিলেন। দয়ানন্দের বক্তৃতায় রক্ষণশীল হিন্দুরা ক্রুদ্ধ হইলেন। ব্রাহ্মসমাজীরাও সুখী হইতে পারিলেন না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অনেকে দয়ানন্দের বৈদিক সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষ দয়ানন্দের আন্দোলনের বিরোধী হইলেন। উপায়াস্তর না দেখিয়া কতিপয় বিশিষ্ট সদস্য ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া লাহোরে আর্য্যসমাজ স্থাপন করিলেন। লালা মূলরাজ আর্য্যসমাজের সভাপতি হইলেন এবং সারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য সহকারী সভাপতি হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের উপকরণাদি লইয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৪ জুন লাহোরের ডাঃ রহিম খাঁর গৃহে আর্য্যসমাজের প্রথম অধিবেশন হইল। সেইদিন ব্রাহ্মসমাজের নির্দিষ্ট উপাসনা পদ্ধতি অনুসারেই আর্য্যসমাজের উপাসনা কার্য্য নির্বাহিত হইয়াছিল। আর্য্যসমাজের জন্ম লাহোরে আর্য্যসমাজ স্থাপনের দিন কোন উদার ব্রাহ্ম বা হিন্দু স্থানদান করেন নাই। এখানে মুসলমান ডাঃ রহিম খাঁর উদারতা উল্লেখযোগ্য। এই ভাবে দয়ানন্দ তাঁহার জীবৎকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু আর্য্যসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। কর্ণেল অলকট ও ম্যাডাম রাভাটস্কি আমেরিকা হইতে ভারতে আসিয়া দয়ানন্দকে সভাপতিরূপে রাখিয়া থিওসফিক সম্প্রদায় স্থাপন করেন। তাঁহাদের গতিবিধি ও উদ্দেশ্য সন্দেহজনক মনে করিয়া কিছুদিন পর দয়ানন্দ তাঁহাদের সংশ্রব ত্যাগ করেন। রাজপুতানার দেশীয় রাজস্ববর্গের মধ্যে বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার কল্পে তিনি আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। উদয়পুরের মহারাণা, মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্রভৃতি ২৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া তিনি পরোপকারিণী সভা স্থাপন করেন এবং তাহাতে তিনি তাঁহার পুস্তক, ধন, বস্ত্রালয় ও যথাসর্ব্বস্ব দান করেন। যোধপুরে ষাকাকালীন আততায়ী তাঁহার খাণ্ড-জব্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দেয়। তাহার ফলে তাঁহার শরীরে ভ্রণ হয়। চিকিৎসার জন্ত তিনি আজমীড়ে চলিয়া আসেন। যজুর্বেদ ভাষ্য তিনি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদের ভাষ্য তিনি চতুর্থাংশ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অসম্পূর্ণ অংশের ভাষ্য কলিকাতার প্রসিদ্ধ দাতা শেঠ জয়নারায়ণজী পোদ্দার ও শেঠ ছাজুরাম চৌধুরীর অর্থব্যয়ে পণ্ডিত শিবশঙ্করজী কাব্যতীর্থ ও পণ্ডিত আর্য্যমুনি দ্বারা সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে অক্টোবর ২২শে অক্টোবর উপাসনাস্থে সমাধিস্থ হইয়া পরে চক্ষুউন্মীলন করিয়া “হে দয়াময়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক” এই কথা বলিতে বলিতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

দয়ানন্দ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নব্বয় বৎসর পরিভ্রমণ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ দেশবাসীকে নিরন্তর প্রেরণা দান করিতেছে। তিনি ভারতবর্ষকে নানাবিধ অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন দেখিয়াছিলেন। ধর্মের নামে, পরকালের নামে ও মুক্তির নামে বহু লোক দেশবাসীকে শোষণ করিতেছে; পূজার নামে জীব বলিহার মন্দির কলুষিত হইতেছে; শ্রী ও শূত্র সর্ব মানবের ধর্মগ্রন্থ অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডার বেদের শিক্ষা দীক্ষা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে; কর্তৃত্ব, গুরুবাদ, অবতারবাদ ও পৌরোহিত্যবাদের শোষণনীতি ও দুর্নীতিতে দেশবাসী বিভ্রান্ত; পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে ও চাকচিক্যে আর্ধ্যসম্মান দলে দলে খ্রীষ্টান মত গ্রহণ করিতেছে; সমাজের অনুদারতা ও অত্যাচারে নির্ধ্যাতিত হইয়া দেশবাসী মুসলমান মত গ্রহণ করিতেছে; বেদের শিক্ষাদীক্ষা বিলুপ্ত। পুরাণ, কুরাণ ও বাইবেলের মতমতান্তরে বৈদিক ধর্ম লোকচক্ষুর অন্তরালে সমাচ্ছন্ন; সর্বোপরি দাসমনোভাবে ও সংকীর্ণতার শৃঙ্খলে দেশের অধিকাংশ নরনারীই আবদ্ধ—দয়ানন্দ দেশের এই ভয়াবহ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। বেদ ও বৈদিক ধর্মের পুনরুদ্ধার ব্যতীত আর্ধ্যসম্মানগণ পূর্বগৌরব ফিরিয়া পাইবে না—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি বেদোদ্ধারে ত্রুটি হইয়াছিলেন। যাহাতে সমগ্র বিশ্বে বৈদিক ধর্মের প্রচার হয় ও আর্ধ্যাবর্তের নরনারী জ্ঞানে গুণে শুদ্ধ হয় এ জন্ত তিনি আর্ধ্য সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। জ্ঞানকাণ্ডের জন্ত তিনি “সত্যার্থ প্রকাশ” ও “ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা”, কর্মকাণ্ডের জন্ত “সংস্কার বিধি” ও উপাসনা বা ভক্তিকাণ্ডের জন্ত “আর্ধ্যাভিবিনয়” গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আর্ধ্যসমাজ মহর্ষি দয়ানন্দের প্রারম্ভ কার্য্য পূরণের জন্তই স্থাপিত হইয়াছিল। শুদ্ধি, সংগঠন, বেদপ্রচার, গুরুকুল স্থাপন, অনাথ অবলা উদ্ধার দ্বারা আর্ধ্যসমাজ আজ ভারতে ও ভারতের বাহিরে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষেত্রে বিপ্লব ও চেতনার সঞ্চার করিয়াছে। এ সবই মহর্ষি দয়ানন্দের দান।

ওঁ
সচ্চিদানন্দেশ্বরায় নমো নমঃ
অথ সত্যার্থ-প্রকাশস্ত ভূমিকা

যে সময় আমি এই “সত্যার্থ-প্রকাশ” গ্রন্থ রচনা করি, সেই সময় ও তাহার পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ করিতাম এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনাতেও সংস্কৃতই বলিতাম। অপিচ আমার জন্মভূমির ভাষা গুজরাটী। এই সব কারণে এই (হিন্দী) ভাষায় আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিলনা। একান্ত ভাষা অশুদ্ধ হইয়াছিল। এখন ভাষা (হিন্দী) বলিবার ও লিখিবার অভ্যাস হইয়াছে। একান্ত এই গ্রন্থকে ভাষা-বাকরণ অনুসারে সংশোধিত করিয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করা হইল। কোথায়ও কোথায়ও শব্দ, বাক্য ও রচনার পার্শ্বকা ঘটিয়াছে। এরূপ করা উচিতই হইয়াছিল। কারণ পরিবর্তন না করিলে ভাষার প্রাণালী সংশোধন করা কঠিন হইত। কিন্তু অর্থের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই, প্রত্যুত বিশেষ রূপেই লেখা হইয়াছে। প্রথম মুদ্রাক্ষেপে স্থানে স্থানে যে সকল ভুল ছিল সে সকল অবশ্য বাহির করিয়া সংশোধন করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ ১৪ চৌদ্দ সমুদ্রাসে অর্থাৎ চৌদ্দ বিভাগে রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দশ সমুদ্রাস লইয়া পূর্বার্ধ এবং চারি সমুদ্রাস লইয়া উত্তরার্ধ রচিত। কিন্তু শেষের দুই সমুদ্রাস এবং পরবর্তী স্বসিদ্ধান্ত কোন কারণ বশতঃ প্রথমে মুদ্রিত হইতে পারে নাই। এখন ঐ সকলও মুদ্রিত করান হইয়াছে।

প্রথম সমুদ্রাসে—ঈশ্বরের ওজারাঙ্গি নামের ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় সমুদ্রাসে—সন্তানদিগের শিক্ষা।

তৃতীয় সমুদ্রাসে—ব্রহ্মচর্য, পঠন পাঠন ব্যবস্থা, সত্য ও অসত্য গ্রন্থসমূহের নাম এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনার রীতি।

চতুর্থ সমুদ্রাসে—বিবাহ ও গৃহাশ্রমের ব্যবহার।

পঞ্চম সমুদ্রাসে—বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের বিধি।

ষষ্ঠ সমুদ্রাসে—রাজধর্ম।

সপ্তম সমুদ্রাসে—বেদ ও ঐশ্বর বিষয়।

অষ্টম সমুদ্রাসে—জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়।

নবম সমুদ্রাসে—বিজ্ঞা, অবিজ্ঞা, বন্ধন ও মোক্ষের ব্যাখ্যা।

দশম সমুদ্রাসে—আচার, অনাচার ও ভক্ষ্যভক্ষ্য বিষয়।

একাদশ সমুদ্রাসে—আর্য্যাবর্ত্তীয় মতমতান্তরের খণ্ডন মণ্ডন বিষয়।

দ্বাদশ সমুদ্রাসে—চাক্ষরিক, বৌদ্ধ ও জৈন মত বিষয়।

ত্রয়োদশ সমুদ্রাসে—খৃষ্টান মত বিষয়।

চতুর্দশ সমুদ্রাসে—মুসলমানদের মত বিষয় এবং চতুর্দশ সমুদ্রাসের শেষে আর্য্যদিগের সনাতন বেদবিহিত মতের বিশেষ ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে, আমিও তাহা যথাবৎ স্বীকার করি।

আমার এই গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য প্রয়োজন—সত্য সত্য অর্থের প্রকাশ করা অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাকে সত্য এবং যাহা মিথ্যা তাহাকে মিথ্যাই প্রতিপাদন করাকে আমি সত্যার্থের প্রকাশ বলিয়া বুঝিয়াছি। সত্যের স্থানে অসত্য ও অসত্যের স্থানে সত্য প্রকাশ করাকে সত্য বলা যায় না। কিন্তু যে পদার্থ যেকোন তাহাকে সেইরূপই বলা, লেখা এবং মানাকে সত্য বলে। যে মনুষ্য পক্ষপাতী, সে নিজের অসত্যকেও সত্য এবং অন্য বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর সত্যকেও অসত্য সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এজন্য সে সত্য মতকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব উপদেশ অথবা লেখার দ্বারা সব মনুষ্যের সম্মুখে সত্যাসত্যের স্বরূপ প্রকাশ করাই বিদ্বান ও আপ্ত-পুরুষদের মুখ্য কর্ম্ম। ইহার পর তাঁহারা সকলে নিজ নিজ হিতাহিত বুঝিয়া নিজেরাই সত্যার্থ গ্রহণ ও মিথ্যার্থ বর্জন পূর্বক সর্বদা আনন্দ কাল যাপন করিতে থাকুন। মনুষ্যের আত্মা সত্যাসত্যের জ্ঞাত। তবুও সে স্বীয় প্রয়োজন-সিদ্ধি, ইষ্টকারিতা, দুরাগ্রহ এবং অবিজ্ঞাদি দোষ বশতঃ সত্য পরিত্যাগ করিয়া অসত্যের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। কিন্তু এই গ্রন্থে সেইরূপ কিছুই রাখা হয় নাই এবং কাহারও মনে বাধা দেওয়া বা কাহারও অনিষ্ট করাও অভিপ্রায়

নহে। কিন্তু বাহ্যতে মনুষ্য জাতির উন্নতি ও উপকার হয় এবং মনুষ্যগণ সত্যাসত্য জানিয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্য পরিত্যাগ করিতে পারে তাহাই অভিপ্রায়। কেননা সত্যোপদেশ ব্যতীত মানবজাতির উন্নতির অপর কোন উপায় নাই।

এই গ্রন্থে যদি কোথায়ও কোথায়ও অনবধানতা বশতঃ অথবা সংশোধনে ও মুদ্রাক্ষণে ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া যায়, তবে তাহা আমি জানিলে অথবা কেহ আমাকে জানাইলে, যেরূপ সত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেইরূপই করা যাইবে। কিন্তু যদি কেহ তাহা না করিয়া পক্ষপাত বশতঃ শঙ্কা বা গুণন মণ্ডন করেন তাহা হইলে সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হইবে না। অবশ্য যদি কেহ মনুষ্য মাত্রেরই হিতৈষী রূপে কিছু জানান, তবে তাহা সত্য বলিয়া বুঝিলে তাঁহার মত গৃহীত হইবে। আজ কাল প্রত্যেক মতেই বহু বিদ্বান্ আছেন। যদি তাঁহারা পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব তত্ত্ব সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ যে সকল বিষয় সকলের অনুকূলে এবং সকল মতে সত্য, সেই সব গ্রহণ করিয়া এবং পরস্পরের বিরুদ্ধ বিষয় সমূহ বর্জন করিয়া প্রীতি পূর্বক আচরণ করেন ও করান, তবে জগতের পূর্ণ হিত সাধিত হইতে পারে। কেননা বিদ্বান্দের মধ্যে বিরোধ হেতু অবিদ্বান্দের মধ্যে বিরোধ বর্দ্ধিত হয়। তাহাতে বহুবিধ দুঃখের বৃদ্ধি ও সুখের হানি ঘটিয়া থাকে। এই হানি স্বার্থপর লোকদিগের পক্ষে প্রীতিকর। ইহা মনুষ্যকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যদি কেহ সার্বজনিক হিত লক্ষ্য করিয়া কার্গো প্রবৃত্ত হন, তখন স্বার্থপর লোকেরা বিরোধ করিতে তৎপর হইয়া নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করে। কিন্তু “সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পত্না বিভতো দেবয়ানঃ” অর্থাৎ সর্বদা সত্যের বিজয় এবং অসত্যের পরাজয় এবং সত্যের দ্বারা বিদ্বান্দের পথ প্রশস্ত হয়। এই দৃঢ় নিশ্চয়ের অবলম্বন দ্বারা আপ্তগণ পরোপকারে উদাসীন হইয়া কখনও সত্যার্থ প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। ইহাও সুনিশ্চিত “যতদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্”। এই গীতাজ্ঞ বচনের অভিপ্রায় এই যে বিদ্ভা ও ধর্ম্য প্রাপ্তির কার্গা সমূহ প্রথমে বিষবৎ কিন্তু পরে অমৃত তুলা হইয়া থাকে। আমি এইরূপ বাক্য সমূহ চিন্তে ধারণ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। শ্রোতৃগণ বা পাঠকগণও প্রথমে প্রীতি সহকারে এই গ্রন্থ দেখিয়া এই গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্গ্য অবগত হইয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিবেন। ইহাতে এই অভিপ্রায় রাখা হইয়াছে বলিয়া মতমতান্তর সমূহের মধ্যে যে সব সত্য বর্ণা আছে সে সবকে সকলের পক্ষে অবিরুদ্ধ হওয়ায় স্বীকার করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন মতের মধ্যে যে সব মিথ্যা কথা আছে তাহার গণন করা

হইয়াছে। মতমতান্তরের গুণ বা প্রকাশ্য গতি বাকা সমূহ প্রকাশ করিয়া বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করাও ইহার অভিপ্রায়। ইহাতে পরস্পর পরস্পরের মত আলোচনা পূর্বক সকলে প্রীতির সহিত একই সত্য মত গ্রহণ করিতে পারে। যদিও আমি আর্যাবর্ত দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং বাস করিতেছি, তথাপি যেমন এদেশীয় বিভিন্ন মতের মিথ্যা বিষয় গুলির প্রতি পক্ষপাত না করিয়া যথার্থরূপে প্রকাশ করিতেছি, সেইরূপ ভিন্ন দেশীয় এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের সহিতও আচরণ করিতেছি। মনুষ্যোন্নতির জন্ত স্বদেশবাসীদের সহিত যেরূপ আচরণ করি বিদেশীদের সহিতও সেইরূপই আচরণ করি। সকল সম্বন্ধেরই এইরূপ করা উচিত। আমিও কোন মহা বিশেষের প্রতি পক্ষপাতী হইলে আধুনিক মতবাদীরা যেমন স্বমতের স্তুতি, মণ্ডন ও প্রচার করে এবং পরমতের নিন্দা, হানি ও প্রতিরোধ করিতে তৎপর হয়, আমিও তেমন হইতাম। কিন্তু এইরূপ কার্য মনুষ্যত্বের বাহিরে। কারণ যেরূপ পশুরা বলবান হইয়া বলহীন প্রাণীদিগকে দুঃখ দেয় এবং মারিয়াও ফেলে, মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ কার্য করিলে তাহারা মনুষ্য-স্বভাব নিশ্চয় নহে, তাহারা পশু তুল্য। যাহারা বলবান হইয়া বলহীনকে রক্ষা করে, তাহাদিগকেই মনুষ্য বলে। যাহারা স্বার্থের বশবর্তী হইয়া কেবল পরের অনিষ্ট সাধন করিতে থাকে তাহাদিগকে পশুরও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানিবে। একাদশ সমুদ্রাসংগ্ৰহে আর্যাবর্তীয়দের বিষয়ে বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। এই সকল সমুদ্রাসংগ্ৰহের মধ্যে যে সত্য মত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা বৈদ্যোক্ত বলিয়া আমার পক্ষে সর্বথা মান্য এবং নবীন পুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থোক্ত যে সকল বাক্যের খণ্ডন করিয়াছি ঐ সকল পরিত্যজ্য। দ্বাদশ সমুদ্রাসংগ্ৰহে যে চার্বাক মত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এখন ক্ষীণ ও লুপ্তপ্রায় বটে এবং অনীশ্বরবাদ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত চার্বাকের ও বৌদ্ধ জৈন মতের সম্বন্ধ আছে। এই চার্বাক সর্বাপেক্ষা বড় নাস্তিক। তাহার প্রচেষ্টার প্রতিরোধ অবশ্য কর্তব্য। কারণ মিথ্যার প্রতিরোধ না হইলে জগতে বহু অনর্থ ঘটে। চার্বাকের যে মত, বৌদ্ধ ও জৈনদের যে মত তাহাও দ্বাদশ সমুদ্রাসংগ্ৰহে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ এবং জৈনদেরও চার্বাক মতের সহিত সাদৃশ্য আছে এবং কিঞ্চিৎ বিরোধও আছে। আবার জৈন মতেরও চার্বাক ও বৌদ্ধ মতের সহিত বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে, কোন কোন বিষয়ে পার্থক্যও আছে। একজন জৈনদিগকে একটি ভিন্ন শাখা বলিয়া গণ্য করা হয়। দ্বাদশ সমুদ্রাসংগ্ৰহে উক্ত পার্থক্য সম্বন্ধে

লিখিত হইয়াছে। সে স্থলে তাহা যথোচিত জানিয়া লইবে। যেখানে পার্থক্য তাহা দ্বাদশ সমুদ্রাসে দেখান হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন মতের বিষয়ও লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্য হইতে বৌদ্ধদিগের “দীপ বংশাদি” প্রাচীন গ্রন্থ হইতে “বৌদ্ধ মত সংগ্রহ” “সর্বদর্শন সংগ্রহে” প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে উক্ত গ্রন্থ হইতে লিখিত জৈনদিগের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ আছে ;—

তন্মধ্যে :—চারি মূল সূত্র, যথা :—

(১) আবশ্যক সূত্র, (২) বিশেষ আবশ্যক সূত্র, (৩) দশবৈকালিক সূত্র, এবং (৪) পান্থিক সূত্র।

একাদশ অঙ্গ, যথা :—

(১) আচারাজ্ঞ সূত্র, (২) স্তুগড়াজ্ঞ সূত্র, (৩) ধানাজ্ঞ সূত্র, (৪) সমবায়াজ্ঞ সূত্র, (৫) ভগবতী সূত্র, (৬) জ্ঞাতাধর্ম্যকথা সূত্র, (৭) উপাসক-দশা সূত্র, (৮) অন্তগড়দশা সূত্র, (৯) অমুস্তরোববাই সূত্র, (১০) বিপাক সূত্র এবং (১১) প্রশ্ন ব্যাকরণ সূত্র।

দ্বাদশ উপাঙ্গ, যথা :—

(১) উপবাজ্ঞ সূত্র, (২) রায়পসেনী সূত্র, (৩) জীবাভিগম সূত্র, (৪) পন্নবণা সূত্র, (৫) কল্পপন্নবণী সূত্র, (৬) চন্দ্রপন্নবণী সূত্র, (৭) সুরোপন্নবণী সূত্র, (৮) নিরিয়াবলী সূত্র, (৯) কল্পিয়া সূত্র, (১০) কপবড়ীসয়া সূত্র, (১১) পুন্নিয়া সূত্র এবং (১২) পুপাচুলিয়া সূত্র।

পঞ্চ কল্প সূত্র, যথা :—

(১) উত্তরাধায়ন সূত্র, (২) নিশীথ সূত্র, (৩) কল্প সূত্র, (৪) বাবহার সূত্র এবং (৫) জীত-কল্প সূত্র।

মট্ছেদ, যথা :—

(১) মহানিশীথ বৃহদ্বাচনা সূত্র, (২) মহানিশীথ লঘুবাচনা সূত্র, (৩) মধ্যম-বাচনা সূত্র, (৪) পিণ্ড-নিরুক্তি সূত্র, (৫) ওষ-নিরুক্তি সূত্র এবং (৬) পর্য্যুষণা সূত্র।

দশ পরমা সূত্র, যথা :—

- (১) চতুস্‌সরণ সূত্র, (২) পচুখাগ সূত্র, (৩) তত্বলবৈয়ালিক সূত্র, (৪) ভক্তিপরিজ্ঞান সূত্র, (৫) মহাপ্রত্যাখ্যান সূত্র, (৬) চন্দাবিজয় সূত্র, (৭) গণীবিজয় সূত্র, (৮) মরণসমাধি সূত্র, (৯) দেবেশ্রস্তমন সূত্র এবং (১০) সংসার সূত্র।

এতদ্ব্যতীত নন্দীসূত্র ও যোগোক্তার সূত্রও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।

পঞ্চাঙ্গ, যথা :—

- (১) পূর্বোক্ত সমস্ত গ্রন্থের টীকা, (২) নিরুক্তি, (৩) চরণী এবং (৪) ভাষ্য। এই চারি অবয়ব এবং সমস্ত মূলভাগ মিলিয়া পঞ্চাঙ্গ কথিত হয়।

চুণ্টিয়াগণ এই সকল গ্রন্থের মধ্যে অবয়বগুলিকে স্বীকার করেন না। এই সকল গ্রন্থ বাতীত বহু গ্রন্থ জৈনগণ মানিয়া থাকেন। দ্বাদশ সমুদ্রাসে ইহাদের মত সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য। জৈন-গ্রন্থ সমূহের মধ্যে লক্ষ লক্ষ পুনরুক্তি দোষ আছে। ইহাদের ইহাও স্বভাব যে, নিজেদের কোন গ্রন্থ কোন ভিন্ন মতাবলম্বীর হাতে থাকিলে বা মুদ্রিত হইলে কেহ কেহ উহাকে অপ্রমাণ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের একথা মিথ্যা। কারণ যে গ্রন্থ কোন জৈন মানেন এবং কোন জৈন মানেন না, তাহা জৈন মতের বহির্ভূত হইতে পারে না। অবশ্য যে গ্রন্থ কোনও জৈনই মানেন না এবং কোন জৈন কখনও মানেন নাই, তাহা অগ্রাহ্য হইতে পারে। কিন্তু কোনও জৈনই মানেন না এমন কোনও জৈন-গ্রন্থ নাই। সুতরাং যিনি যে গ্রন্থ মানেন, সে গ্রন্থ বিষয়ক খণ্ডন মণ্ডনও তাঁহারই জন্ত বৃথিতে হইবে। কিন্তু এমন অনেক জৈন আছেন যে, তাঁহারা ঐ গ্রন্থ মানা এবং জানা সত্ত্বেও সভায় অথবা তর্ক-বিতর্ক স্থলে মত পরিবর্তন করেন। এই কারণ জৈনগণ নিজেদের গ্রন্থগুলি লুকাইয়া রাখেন এবং কোন ভিন্ন মতাবলম্বীকে দেন না, শুনান না এবং পড়ান না। কেননা উক্ত গ্রন্থ সমূহ এইরূপ অসম্ভব কথায় পরিপূর্ণ যে, জৈনদিগের মধ্যে কেহই ঐ সকলের উত্তর দিতে পারেন না। মিথ্যা কথাগুলির বর্জন করাই ইহার উদ্দেশ্য।

ত্রয়োদশ সমুদ্রাসে খৃষ্টানদের মত লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টানগণ বাইবেলকে আপনাদের ধর্মপুস্তক বলিয়া মানেন। ত্রয়োদশ সমুদ্রাসে তাঁহাদের বিশেষ সমাচার ঐষ্টব্য। চতুর্দশ সমুদ্রাসে মুসলমানদের মত সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। মুসলমানগণ কোরাণকে আপনাদের মতের মূল পুস্তক বলিয়া মানেন। ইহাদেরও বিশেষ আচরণ সম্বন্ধে চতুর্দশ সমুদ্রাসে ঐষ্টব্য। ইহার পর বৈদিক মত সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। যিনি গ্রন্থকারের তাৎপর্যের বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া ইহা দেখিবেন, তিনি ইহার কিছুমাত্র তাৎপর্য জানিতে পারিবেন না। কারণ বাক্যার্থ-বোধের চারিটি কারণ আছে, যথা—আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসক্তি এবং তাৎপর্য। যিনি এই চারিটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করেন, তিনি গ্রন্থের অভিপ্রায় যথোচিত অবগত হন। “আকাঙ্ক্ষা” :—কোন বিষয় সম্বন্ধে বক্তা ও বাক্যস্থ পদ সমূহের মধ্যে পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষা থাকে। “যোগ্যতা” :—যাহা দ্বারা যাহা হইতে পারে, তাহাকে তাহার যোগ্যতা বলে, যেমন জল দ্বারা সিঞ্চন। “আসক্তি” :—যে পদের সহিত যাহার সম্বন্ধ, তাহারই সমীপে সেই পদ বলা অথবা লেখার নাম আসক্তি। “তাৎপর্য” :—বক্তা যে অর্থে যে শব্দ উচ্চারণ করেন অথবা লিখেন সেই অর্থের সহিত সেই বচন অথবা লেখাকে যুক্ত করার নাম তাৎপর্য। বহু হঠকারী ও দুরাগ্রাণ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা বক্তার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কল্পনা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ মতাবলম্বীরাই এইরূপ করিয়া থাকেন। কারণ মতের প্রতি আগ্রহ বশতঃ তাঁহাদের বুদ্ধি অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। অতএব আমি যেমন পুরাণ, জৈনগ্রন্থ, বাইবেল এবং কোরাণকে প্রথমে কুদৃষ্টিতে না দেখিয়া ঐ সকলের মধ্য হইতে গুণ সমূহের গ্রহণ, দোষ সমূহের বর্জন এবং মানব জাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছি সকলেরই সেইরূপ করা কর্তব্য। এই সকল মতের দোষ অল্পমাত্রই প্রকাশ করিয়াছি। এই সকল দেখিয়া মনুষ্যাগণ সত্য ও অসত্য মতের নির্ণয় এবং সত্য গ্রহণ ও অসত্য বর্জন করিতে ও করাইতে সমর্থ হউক। কারণ মনুষ্যদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া একই মনুষ্য জাতিতে বিরুদ্ধ বুদ্ধি উৎপাদন করা, পরস্পরকে পরস্পরের শত্রু করা এবং কলহ ও বিবাদ বাধাইয়া দেওয়া বিদ্বানদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। যদিও অবিদ্বানেরা এইগ্রন্থ পাঠ করিয়া অশুভরূপ মনে করিবে, তথাপি যাহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা ইহার অভিপ্রায় যথোচিত উপলব্ধি করিবেন। এইজন্ত আমি নিজের পরিশ্রম সফল মনে করিতেছি এবং নিজের অভিপ্রায় সজ্জনদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। তাঁহারা

ইহা দেখিয়া ও অপরকে দেখাইয়া আমার পরিশ্রম সফল করিবেন। এইরূপে পক্ষপাত না করিয়া সত্যার্থ প্রকাশ করা আমার এবং সকল সদাশয় ব্যক্তির মুখ্য কর্তব্য। সর্বস্বা, সর্বাস্তুর্গামী, সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা নিজ কৃপায় এই উদ্দেশ্যকে প্রসারিত ও চিরস্থায়ী করুন। ইতি—

স্থান :—

মহারাণাজীর উদয়পুর,

ভাদ্রপদ শুক্লপক্ষ সংবৎ ১৯৩৯

অলমতিবিস্তরেণ বুদ্ধিমত্ত্বশিরোমণয়

ইতি ভূমিকা।

(স্বামী) দয়ানন্দ সরস্বতী

মাত্রা, স্বর ও উচ্চারণের সঙ্কেত

‘সত্যার্থ-প্রকাশ’ গ্রন্থে কতকগুলি চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইবে। বেদ মন্ত্রের উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ ভেদ বুঝাইবার জন্য বৈদিক গ্রন্থ সমূহে এই সব চিহ্ন প্রয়োগ করা হয়। উদাত্ত স্বরের সঙ্গিত কোন চিহ্ন প্রযুক্ত হয় না, অনুদাত্ত স্বরের নিম্নে শায়িত একটি রেখা এবং স্বরিতের উপরে লঙ্ঘমান একটি রেখা প্রযুক্ত হয়। সামনেদে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ বুঝাইতে বর্ণের উপরে যথাক্রমে ১, ২ ও ৩ বাবজত হয়। মাত্রা তিন প্রকারের—ব্রহ্ম, দীর্ঘ ও মূলত। মূলত স্বর বুঝাইতে ৩ সংখ্যা বাবজত হয়। ক, খ, গ—এখানে ক উদাত্ত, খ অনুদাত্ত এবং গ স্বরিৎ। ‘নি’ ব্রহ্ম, ‘নী’ দীর্ঘ ও ‘নিত’ মূলত। উদাত্তের উচ্চ কণ্ঠে, অনুদাত্তের নিম্ন কণ্ঠে ও স্বরিতের মধ্য কণ্ঠে উচ্চারণ হইবে। বৈদিক গ্রন্থে অনুস্বার দ্বিবিধ—‘ং’ ব্রহ্ম অনুস্বার ও ‘ঙ্’ দীর্ঘ অনুস্বার। ‘ঙ্’ দীর্ঘ অনুস্বারের উচ্চারণ ‘যুয়ম্’ হইবে।—অনুবাদক।

सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः

— 不 可 不 察 —

अथ प्रथम समुच्चासारम् ।

ওম্ শমো মিত্রঃ শং বরুণঃ শমো ভবত্বৰ্ণমা । শম ইন্দ্রে বৃহস্পতিঃ
 শমো বিষ্ণুরুৰুক্রমঃ ॥ নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বাহো হমৈব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ।
 হমৈব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু
 তদ্বক্তারমবতু । অবতু মামবতু বক্তারম্ ॥ ওম্ শান্তিশ্ শান্তিশ্ শান্তিঃ ॥১॥

ৃ—(ওং), এই ওঙ্কার শব্দ পরমেশ্বরের সর্বোত্তম নাম । কারণ ইহাতে অ, উ এবং ম্ এই তিন অক্ষর মিলিয়া এক (ওং) সমুদায় হইয়াছে । এই একটি নাম হইতে পরমেশ্বরের অনেক নাম সূচিত হয়, যথা—‘অ’কার হইতে বিরাট, অগ্নি এবং বিশ্ব প্রভৃতি ; ‘উ’ কার হইতে হিরণ্যগর্ভ, বায়ু এবং তৈজস প্রভৃতি ; ‘ম’ কার হইতে ঈশ্বর, আদিত্য এবং প্রাজ্ঞ প্রভৃতি নাম সূচিত ও গৃহীত হয় । প্রকরণানুসারে এই সকল যে পরমেশ্বরেরই নাম তাহা বেদাদি সত্য শাস্ত্রে সুস্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

• (প্রশ্ন)—বিরাট প্রভৃতি নাম পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য পদার্থ বাচক নহে কেন ?
ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবীাদি ভূত, ইন্দ্রাদি দেবতা এবং আয়ুর্বেদে শৃঙ্গী প্রভৃতি ঔষধিরও এই

নাম আছে কিনা ? (উত্তর)—আছে । কিন্তু পরমেশ্বরেরও আছে । (প্রশ্ন)—এই সকল নাম হইতে কেবল দেবতা-অর্থ গ্রহণ করেন কিনা ? (উত্তর)—আপনার এইরূপ অর্থ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রশ্ন কি ? (প্রশ্ন)—দেবতাগণ প্রসিদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ । এইজন্য দেবতা অর্থ গ্রহণ করিতেছি । (উত্তর)—পরমেশ্বর কি অপ্রসিদ্ধ ? পরমেশ্বর অপেক্ষাও উত্তম কেহ আছেন কি ?

এইগুলি যে পরমেশ্বরেরও নাম তাহা মানেন না কেন ? যখন পরমেশ্বর অপ্রসিদ্ধ নহেন ও তাঁহার সদৃশও কেহ নাই, তখন কেহ তাঁহার অপেক্ষা উত্তম কিরূপে হইতে পারে ? অতএব আপনার এই বাক্য সত্য নহে । কারণ ইহাতে অনেক দোষ ঘটে । যেমন—

“উপস্থিতং পরিত্যজ্যানুপস্থিতং যাচত ইতি বাধিতম্ভাঃ” ।

কেহ কাহারও জন্ম ভোজ্য বস্তু রাখিয়া বলিল, “আপনি ভোজন করুন”, যদি সেই ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাপ্ত ভোজ্য বস্তুর জন্ম ইত্যন্ততঃ ভ্রমণ করে, তবে তাহাকে বুদ্ধিমান মনে করা যাইতে পারে না । কারণ সে উপস্থিত অর্থাৎ সমীপস্থ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, অনুপস্থিত অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্ম পরিশ্রম করিতেছে । অতএব যেমন সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান নহে, আপনার কথাও সেইরূপ হইল । কারণ, আপনি বিরাট প্রভৃতি নাম সমূহের পরমেশ্বর এবং ত্রক্ষাণ্ড প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও প্রশংসা-সিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অসম্ভব ও অনুপস্থিত দেবাদি অর্থ গ্রহণে পরিশ্রম করিতেছেন । এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন বা যুক্তি নাই । যদি আপনি এইরূপ বলেন যে, “যে স্থলে যাহার প্রকরণ, সে স্থলে তাহাই গ্রহণ করা বিধেয়” যেমন কেহ কাহাকেও বলিল, “হে ভৃত্য ! ত্বং সৈন্ধবমানসঃ” “হে ভৃত্য ! তুমি সৈন্ধব আনয়ন কর” তখন অবশ্যই তাহাকে সময়, অর্থাৎ প্রকরণ বিচার করিতে হইবে । কারণ সৈন্ধব দুইটি পদার্থের নাম—একটি ঘোড়া, অণ্ডটি লবণ । যদি তখন প্রভুর গমন কাল হয় তবে ঘোড়া, আর যদি ভোজন কাল হয় তবে লবণ আনা উচিত । কিন্তু যদি সে গমন কালে লবণ এবং ভোজন কালে ঘোড়া আনয়ন করে, তবে তাহার প্রভু তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিবেন, “তুমি নির্বেথা, গমন কালে লবণ এবং ভোজন কালে ঘোড়া আনিবার প্রয়োজন কি ? তুমি প্রকরণবিৎ নও । তোমার প্রকরণ-জ্ঞান থাকিলে যে সময় যাহা আনা উচিত তাহাই আনিতে । তোমার যে প্রকরণ বিচার করা আবশ্যক ছিল, তুমি তাহা কর নাই, অতএব তুমি মূর্খ, আমার নিকট

হইতে চলিয়া যাও ।” এতদ্বারা প্রমাণিত হইল যে স্থলে যে অৰ্ধ গ্রহণীয়, সে স্থলে তাহাই গ্রহণ করা আবশ্যক । সুতরাং আমাদের ও আপনাদের সকলেরই এইরূপ স্বীকার এবং কার্য্য করা উচিত ।

অথ মন্ত্ৰার্থঃ ।

ওঁ থং ব্রহ্ম ॥ ১ ॥ যজুঃ অং ৪০ । মং ১৭ ॥

দেখুন বেদে এই এই প্রকরণে ওম্ আদি পরমেশ্বরের নাম ।

ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত ॥ ২ ॥ ছান্দোগ্য উপনিষৎ । মং ১ ।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্বং তস্মোপব্যখ্যানম্ ॥ ৩ ॥ মাণ্ডুক্য । মং ১১

সৰ্বের বেদা যৎপদমামনস্তি তপাংসি সৰ্ব্বাণি চ যদ্বদস্তি । যদিচ্ছস্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তভে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমেয়ামিত্যেতৎ ॥৪॥ কঠোপনিষদি বল্লী ২ মং ১৫ ॥

প্রশাসিতারং সৰ্বেষামগীয়াংসমণোরপি । কুস্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরম্ ॥ ৫ ॥

এতমগ্নিং বদন্ত্যেকো মনুমন্তো প্রজাপতিম্ । ইন্দ্রমেকো পরে প্রাণ-মপরে ব্রহ্ম শাস্ততম্ ॥ ৬ ॥ মনু অং ১২ । শ্লোঃ ১২২।১২৩ ।

স ব্রহ্মা স বিষ্ণুঃ স রুদ্রস্ স শিবস্ সোহক্ষরস্ স পরমঃ স্বরাট্ । স ইন্দ্রস্ স কালাগ্নিস্ স চন্দ্রমাঃ ॥ ৭ ॥ কৈবল্য উপনিষৎ ।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যস্ স অপর্য্যো গরুত্মান্ । একং সন্ধিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ ৮ ॥ ঋঃ মং ১ । অনু-২২ সূঃ ১৬৪ । মং ৪৬ ।

ভূরসি ভূমিরশ্বদিতিরসি বিশ্বধায়্যা বিশ্বস্য ভুবনশ্চ ধাত্রী । পৃথিবীং যচ্চ পৃথিবীং দৃশ্য পৃথিবীং মা হিংশীঃ ॥ ৯ ॥ যজুঃ অং ১৩ । মং ১৮ ॥

ইন্দ্রো মত্তা রোদসী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্রঃ সূর্য্যমরোচয়ৎ । ইন্দ্রেহ বিশ্বা
ভুবনানি যেমির ইন্দ্রে স্বানাস ইন্দবঃ ॥ ১০ ॥ সামবেদ প্রপাং ৬ ।
ত্রিক ৮ । মং ২ ॥

প্রাণায় নমো যশ্চ সর্বমিদং বশে । যো ভূতঃ সর্বশ্রেষ্ঠরো যস্মিন্
সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১১ ॥ অথর্ববেদ কাণ্ড ১১ । অঃ ২ । সূঃ ৪ । মং ১ ।

অর্থ—এস্থলে উক্ত প্রমাণ সমূহ উদ্ধৃত করিবার তাৎপর্য্য এই যে ঐদৃশ
প্রমাণ সমূহে ওঙ্কারাদি নামে যে পরমাত্মা অর্থই গৃহীত হয়, তাহা লিখিত হইয়াছে ।
যেমন লাং সমাজে দরিদ্র প্রভৃতির ধনপতি আদি নাম থাকে পরমাত্মার কিন্তু
সেইরূপ কোন নামই নিবর্থক নহে । এতদ্বারা সিদ্ধ হইল—নাম কোন স্থলে
গৌণিক (গুণ-গত), কোন স্থলে কার্ম্মিক (কন্ম-গত) এবং কোন স্থলে স্বাভাবিক
অর্থ বাচক । “ওম্” আদি নাম সার্থক । যেমন—(ওম্ খম্) “অবতীত্যোম্,
আকাশমিব ব্যাপকত্বাৎ ওম্, সর্বৈভ্যো বৃহত্বাদ ব্রহ্ম” । রক্ষা করেন বলিয়া (ওম্)
আকাশের স্থায় ব্যাপক বলিয়া (খম্), এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ‘ব্রহ্ম’
ঈশ্বরের নাম ॥ . ॥ (ওম্ভোতো) ওম্ যাঁহার নাম এবং যিনি কখনও বিনষ্ট
হন না, তাঁহারই উপাসনা করা উচিত, অশ্রের নহে ॥ ২ ॥ (ওম্ভোতো),
বেদাদি শাস্ত্রসমূহে ওম্কে পরমেশ্বরের প্রধান এবং নিজ নাম বলা হইয়াছে ।
অশ্র সমস্ত নাম গৌণিক ॥ ৩ ॥ (সর্বৈ বেদো), সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান
রূপ তপশ্চর্যা যাঁহার বিষয় বর্ণন করে ও যাহাকে মাশ্র করে এবং
যাহার প্রাপ্তি কামনা করিয়া ব্রহ্মচর্যা আশ্রমকে অবলম্বন করা হয় তাঁহার
নাম “ওম্” ॥ ৪ ॥

(প্রশাসিত্যো) যিনি সকলের শিক্ষাদাতা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, স্বপ্রকাশ
স্বরূপ এবং যিনি সমাধিস্থ বুদ্ধিধারা জানিবার যোগা, তাঁহাকে পরম পুরুষ
বলিয়া জানিবে ॥ ৫ ॥ স্বপ্রকাশ বলিয়া “অগ্নি”, বিজ্ঞান স্বরূপ বলিয়া
“মনু”, সকলকে পালন করেন বলিয়া “প্রজাপতি”, পরমমৈশ্বর্য্যবান বলিয়া
“ইন্দ্র”, সকলের জীবন-মূল বলিয়া “প্রাণ” এবং নিরন্তর ব্যাপক বলিয়া
পরমেশ্বরের নাম “ব্রহ্ম” ॥ ৬ ॥ (স ব্রহ্মা স বিষ্ণুঃ) সমস্ত জগৎ সৃষ্টি
করিয়াছেন বলিয়া “ব্রহ্মা”, সর্বত্র ব্যাপক বলিয়া “বিষ্ণু”, চুর্ছদিগকে দণ্ড দিয়া
রোদন করান বলিয়া “রুদ্র”, মঙ্গলময় এবং সকলের কল্যাণকারী বলিয়া

“শিব”। “যঃ সর্বমশ্নুতে ন ক্ষরতি ন বিনশ্চতি তদক্ষরম্” (১), “যঃ স্বয়ং রাজতে স স্বরাট্” (২), “যোহগ্নিরিব কালঃ কলয়িতা প্রলয়কর্তা স কালাগ্নিরীশ্বরঃ” (৩)। (অক্ষর) যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং অবিনাশী, (স্বরাট্) স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ এবং (কালাগ্নি) প্রলয়কালে সকলের কাল এবং কালেরও কাল; এই জন্ত পরমেশ্বরের নাম “কালাগ্নি” ॥ ৭ ॥ (ইন্দ্রং মিত্রং) যিনি এক অদ্বিতীয় সত্য ব্রহ্মবস্তু, ইন্দ্রাদি সমস্ত নাম তাঁহারই। “হ্রস্ব শুক্লেষু পদার্থেষু ভবোঃ দিবাঃ।” “শোভনানি পূর্ণানি পালনানি পূর্ণানি কৰ্ম্মাণি বা যন্ত স সুপর্ণঃ”। “যো গুরুত্বা স গরুত্মান্”। “যো মাতরিখা বায়ুরিব বলবান্ স মাতরিখা”। (দিব্য) যিনি প্রকৃতিাদি দিব্য পদার্থ সমূহে ব্যাপ্ত, (সুপর্ণ) যাঁহার উত্তম পালন এবং পূর্ণ কৰ্ম্ম, (গরুত্মান্) যাঁহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ মহান, (মাতরিখা) যিনি বায়ুর ন্যায় অত্যন্ত বলবান্।—এইজন্ত পরমাত্মার দিবা, সুপর্ণ, গরুত্মান্ এবং মাতরিখা ইত্যাদি নাম। অবশিষ্ট নামগুলির অর্থ পরে লিখিব ॥ ৮ ॥ (ভূমিরসিঃ), ভবন্তি ভূতানি যন্তাঃ সা ভূমিঃ, যাঁহাতে সকল ভূত অর্থাৎ প্রাণী থাকে, এইজন্ত পরমেশ্বরের নাম “ভূমি”। অবশিষ্ট নামগুলির অর্থ পরে লিখিত হইবে ॥ ৯ ॥ (ইন্দ্রোমহ্লাঃ) এই মন্ত্রে ‘ইন্দ্র’ পরমেশ্বরেরই নাম। এইজন্ত এই প্রমাণ উদ্ধৃত হইল ॥ ১০ ॥ (প্রাণায়) যেমন সমস্ত শরীর এবং ইন্দ্রিয় প্রাণের অধীন, সেইরূপ সমগ্র জগৎ পরমেশ্বরের অধীন ॥ ১১ ॥ এই সব প্রমাণের অর্থ যথার্থরূপে জ্ঞাত হইলে এই সকল নামের দ্বারা পরমেশ্বর অর্থই গৃহীত হয়; কারণ “ওম্” এবং অগ্নি আদি নামগুলির মুখ্য অর্থ দ্বারা পরমেশ্বর গৃহীত হন। যেমন ব্যাকরণ, নিকরুত, ত্রাক্ষণ এবং সূত্রাদি ঋষি মুনিদের ব্যাখ্যা হইতে পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ সকলেরই গ্রহণ করা কর্তব্য। কিন্তু “ওম্” কেবলমাত্র পরমেশ্বরেরই নাম; কিন্তু অগ্নি আদি নামে পরমেশ্বর অর্থ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রকরণ এবং বিশেষণই নিয়ামক। ইহাতে সিদ্ধ হইল যে, যে সকল স্থলে স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা প্রভৃতি প্রকরণ হইবে এবং সর্বজ্ঞ, ব্যাপক, শুদ্ধ, সনাতন ও সৃষ্টিকর্তা প্রভৃতি বিশেষণ থাকিবে, সে সকল স্থলে এই নামগুলি দ্বারা পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হইবে আর যে সকল স্থলে এইরূপ প্রকরণ আছে যে :—

ততো বিরাডজায়ত বিরাজে অধিপুরুষঃ ॥** শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ

মুখাদগ্নিরজায়ত ।*** তেন দেবা অযজন্ত ***পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥
যজুঃ অঃ ৩১ ।

তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশ সমুতঃ । আকাশাদ্ভায়ুঃ । বায়োরগ্নিঃ ।
অগ্নেরাপঃ । অদ্ব্যঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ । ওষধিভ্যোহন্নম্ ।
অন্নাদ্রেতঃ । রেতসঃ পুরুষঃ । স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ ॥ তৈত্তিঃ
উপ০ ব্রহ্মাণ্ডবল্লী অ০ ১ ।

(সেই সকল স্থলে) ঐদৃশ প্রমাণ সমূহে বিরাট, পুরুষ, দেব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি প্রভৃতি শব্দ লৌকিক পদার্থের নাম । কারণ যে যে স্থলে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রালয়, অল্পজ্ঞ, জড় এবং দৃশ্য প্রভৃতি বিশেষণাত্মক শব্দও লিখিত থাকে, সে সে স্থলেও পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হয়না । তিনি সৃষ্টি আদি ব্যাপার হইতে পৃথক । কিন্তু উপর্যুক্ত মন্ত্র সমূহে সৃষ্টি আদি ব্যাপার আছে অতএব এস্থলে বিরাট প্রভৃতি নামের দ্বারা পরমাত্মা অর্থ গৃহীত হয়না, কিন্তু জাগতিক পদার্থ গৃহীত হইয়া থাকে । আর যে সকল স্থলে সর্ববজ্র প্রভৃতি বিশেষণ থাকে সে সকল স্থলে পরমাত্মা, কিন্তু যে সকল স্থলে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং অল্পজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণ থাকে সেই সকল স্থলে জীব গৃহীত হইয়া থাকে । এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে । মেহেতু পরমেশ্বরের জন্ম-মৃত্যু কখনও হয়না, এইজন্ত বিরাট প্রভৃতি নাম এবং জন্ম প্রভৃতি গুণ জগতের জড় ও জীবাদি সম্বন্ধে প্রযোজ্য, পরমেশ্বর সম্বন্ধে নহে । এখন কিরূপে বিরাট প্রভৃতি নাম হইতে পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণ সমূহে জানা যাইবে,—

অথ ওঙ্কারার্থঃ ।

বি উপসর্গ পূর্বক (রাজ্ দীপ্তো) এই খাতুর সহিত ‘কিপ্’ প্রত্যয় যোগে “বিরাট” শব্দ সিদ্ধ হয় । “যো বিবিধং নাম চরাচরং জগদ্রাজয়তি প্রকাশয়তি স বিরাট্” । যিনি বিবিধ অর্থাৎ বহু প্রকারের জগৎকে প্রকাশিত করেন, এইজন্ত “বিরাট” নামের দ্বারা পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে । (অকু গতি পুজনয়োঃ), অগ, অগি, ইন্ গত্যর্থক খাতু । এই সব হইতে “অগ্নি” শব্দ সিদ্ধ হয় । “গতেন্নয়োহর্থাঃ জ্ঞানং গমনং প্রাপ্তিশ্চেতি, পুজনং নাম সৎকারঃ” ।

“যোহক্ৰতি অচ্যতেহগত্যাক্ৰতোতি বা সোহয়মগ্নিঃ”। যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সর্বভক্ত, জানিবার, পাইবার এবং পূজা করিবার যোগ্য সেই পরমেশ্বরের নাম “অগ্নি”। (বিশ প্রবেশনে), এই ধাতু হইতে “বিশ্ব” শব্দ সিদ্ধ হয়। “বিশস্তি প্রবিষ্টানি সর্ববাণ্যাকাশাদীনি ভূতানি যস্মিন্, যো বাহকশাদিষু সর্বেষু ভূতেষু প্রবিষ্টঃ স বিশ্ব ঈশ্বরঃ”। ষাঁহাতে আকাশাদি সকল ভূত প্রবেশ করিতেছে, অথবা যিনি এই সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “বিশ্ব”। কেবলমাত্র ‘অ’কার হইতে এই সকল নাম গৃহীত হইয়া থাকে। “জ্যোতির্বৈ হিরণ্যং তেজ্যোবৈ হিরণ্যমিত্যেতরেয়ে, শতপথে চত্বাক্রণে”, “যো হিরণ্যানাং সূর্যাদীনাং তেজসাং গৰ্ভ উৎপত্তিনিমিত্তমধিবরণং স হিরণ্যগৰ্ভঃ,” ষাঁহাতে সূর্যাদি তেজস্বান লোকসমূহ উৎপন্ন হইয়া ষাঁহার আধারে অবস্থিতি করে, অথবা যিনি সূর্যাদি তেজঃস্বরূপ পদার্থ সমূহের গৰ্ভ অর্থাৎ উৎপত্তি ও নিবাস স্থান, সেই পরমেশ্বরের নাম “হিরণ্যগৰ্ভ”। এ বিষয়ে যজুর্বেদের মন্ত্রের প্রমাণ আছে :—

হিরণ্যগৰ্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্ত জাতঃ পতিরেকঃ আসীৎ । স দাধার
থীবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম । (গজুঃ অঃ ১৩। মং ৪) ॥

এইসব স্থলে “হিরণ্য গৰ্ভ” হইতে পরমেশ্বর অর্থই গৃহীত হইয়া থাকে। (বা গতি গন্ধনয়োঃ), এই ধাতু হইতে “বায়ু” শব্দ সিদ্ধ হয়। (গন্ধনং হিংসনম্), “যো বাতি চরাচরং জগদ্ধরতি বলিনাং বলিষ্ঠঃ স বায়ুঃ”। যিনি চরাচর জগতের ধারণ, রক্ষণ ও প্রলয় কর্তা এবং যিনি সকল বলবান্ অপেক্ষা অধিক বলবান্, সেই পরমেশ্বরের নাম “বায়ু”। (তিজ নিশানে) এই ধাতু হইতে “তেজঃ” এবং ইহার সহিত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে “তৈজস” শব্দ সিদ্ধ হয়। যিনি স্বয়ং স্বপ্রকাশ এবং সূর্যাদি তেজস্বান্ লোক সমূহের প্রকাশক, সেই ঈশ্বরের নাম “তৈজস”। কেবল মাত্র ‘উ’ কার হইতে এই সকল এবং অন্যান্য নামার্থ গৃহীত হয়। (ঈশ ঐশ্বর্যো), এই ধাতু হইতে “ঈশ্বর” শব্দ সিদ্ধ হয়। “য ঈষ্টে সর্বৈশ্বর্যাবান্ বর্ত্ততে স ঈশ্বরঃ”। ষাঁহার সত্য বিচারশীল জ্ঞান এবং অনন্ত ঐশ্বর্য আছে, সেই পরমাত্মার নাম “ঈশ্বর”। (দো অবখণ্ডনে), এই ধাতু হইতে “অদ্বিতি” এবং ইহার সহিত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে “আদ্বিতা” শব্দ সিদ্ধ হয়। “ন বিদ্বতে

বিনাশো যন্ত সোহ্যমদিতিঃ, অদিতিরেব আদিত্যঃ”। যাঁহার কখনও বিনাশ হয় না, সেই ঈশ্বরের নাম “আদিত্য”। (জ্ঞা অববোধনে), “প্র” পূর্বক এই ধাতু হইতে “প্রজ্ঞ” হয়, এবং ইহার সহিত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে “প্রাজ্ঞ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ প্রকৃষ্টতয়া চরাচরশ্চ জগতো ব্যবহারং জানাতি স প্রজ্ঞঃ, প্রজ্ঞ এব প্রাজ্ঞঃ”। যিনি অত্যন্ত জ্ঞানসম্পন্ন এবং যিনি সমস্ত চরাচর জগদ্ব্যাপার যথাযথরূপে জানেন, সেই ঈশ্বরের নাম “প্রাজ্ঞ”। কেবলমাত্র ‘ম’ কার হইতে এই সকল নামার্থ গৃহীত হয়। এস্থলে যেরূপে এক এক মাত্রা হইতে তিনটি করিয়া অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ অপর নামার্থও ওঙ্কার হইতে জানা যায়।

(শম্মো মিত্রঃ শং ব০) এই মন্ত্রে মিত্র প্রভৃতি নাম গুলিও পরমেশ্বরের। কারণ স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা শ্রেষ্ঠকেই করা হইয়া থাকে। যাঁহার গুণ-কর্ম-স্বভাব এবং সত্য ব্যবহার সর্বাপেক্ষা মহান্ তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ বলে। শ্রেষ্ঠদিগের মধ্যেও যিনি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই পরমেশ্বর বলে। তাঁহার সদৃশ কেহই হয় নাই, নাই এবং হইবে না। যখন তাঁহার সদৃশ কেহই নাই, তখন কেহ তদপেক্ষা মহান্ কিরূপে হইতে পারে? পরমেশ্বরের যেমন সত্য, জ্ঞায়, দয়া, সর্ব-সামর্থ্য এবং সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি অনন্ত গুণ আছে তদ্রূপ অন্য কোন জড় পদার্থ অথবা জীবের নাই। যে পদার্থ সত্য, তাহার গুণ-কর্ম-স্বভাবও সত্য। এজন্ত মনুষ্যগণ পরমেশ্বরেরই স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করিলে, তন্নিম্ন অন্য কাহারও কখনও করিবে না। কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব নামক পূর্বজ, মহামনা বিদ্বদ্গণ, দৈত্য দানব প্রভৃতি নিকৃষ্ট মনুষ্যগণ এবং অন্য সাধারণ মনুষ্যগণও পরমেশ্বরেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহারই স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করিতেন, তন্নিম্ন অপর কাহারও করিতেন না। আমাদের সকলেরও সেইরূপ করা উচিত। মুক্তি ও উপাসনা বিষয়ে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

প্রশ্নঃ—মিত্র প্রভৃতি নাম হইতে সখা এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের প্রসিদ্ধ ব্যবহার দৃষ্ট হয় বলিয়া ঐ সকল অর্থই গ্রহণ করিবে। উত্তর—এস্থলে ঐ সকল অর্থ গ্রহণ সঙ্গত নহে। কারণ যিনি কাহারও মিত্র, তাঁহাকেই অন্য কাহারও শত্রু এবং কাহারও প্রতি উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্ত মুখ্য অর্থে সখাদি ভাব গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর যেমন নিশ্চিত রূপে সমস্ত জগতের মিত্র, কাহারও শত্রু এবং কাহারও প্রতি উদাসীন নহেন, পরমেশ্বর ব্যতীত কোনও জীব তেমন কখনও হইতে পারে না। স্তবরাং

এস্থলে পরমাত্মা অর্থই গ্রহণীয়। অবশ্য গোণ অর্থে মিত্রাদি শব্দ হইতে সূক্তং প্রভৃতি অর্থও গৃহীত হইয়া থাকে। (ত্রিঃ মিদ্দা স্নেহনে) এই ধাতুর সহিত ঔপাদিক “ক্তু” প্রত্যয় যোগে “মিত্র” শব্দ সিদ্ধ হয়। “মেত্বতি স্নিহতি স্নিহতে বা স মিত্রঃ” যিনি সকলকে স্নেহ করেন এবং যিনি সকলের প্রীতির যোগ্য সেই পরমেশ্বরের নাম “মিত্র”। (বৃঞ্ বরণে, বর ঈশ্লাম্) এই সকল ধাতুর সহিত উপাদি “উনন্” প্রত্যয় যোগে “বরণ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ সর্বান্ শিষ্টান্ মুমুকুন্ ধর্ম্মাঙ্গনো বৃণোত্যথবা যঃ শিষ্টৈর্মুমুকুভিধর্ম্মাঙ্গভিত্তিয়তে বর্ষ্যতে বা স বরণঃ পরমেশ্বরঃ” যিনি আত্মযোগী, বিদ্বান্, মুক্তিকামী, মুক্ত এবং ধর্ম্মাঙ্গাদিগকে স্বীকার করেন, অথবা যিনি শিষ্ট, মুমুকু, মুক্ত এবং ধর্ম্মাঙ্গাদিগের দ্বারা স্বীকৃত হন, সেই ঈশ্বরের নাম “বরণ”। অথবা “বরণো নামঃ বরঃ শ্রেষ্ঠঃ” সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরমেশ্বরের নাম “বরণ”। (ঋ গতিপ্রাপণয়োঃ) এই ধাতুর সহিত “যৎ” প্রত্যয় যোগে “অর্ঘ্য” শব্দ সিদ্ধ হয়। “অর্ঘ্য” পূর্বক (মাঙ্ মানে) এই ধাতুর সহিত “কনিন্” প্রত্যয় যোগে “অর্ঘ্যামা” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যোহর্ঘ্যান্ স্বামিনো জ্ঞায়াধীশান্ মিমীতে মাচ্ছান্ করোতি সোহর্ঘ্যামা” যিনি সত্য ও জ্ঞায়কারীদিগকে সম্মানিত করেন, যিনি পাপ পুণ্যকারীদিগের পাপ পুণ্যের ফলের যথোচিত নিয়ন্তা, সেই পরমেশ্বরের নাম “অর্ঘ্যামা”। (ইদ্রি পরমৈশ্বর্যোঃ) এই ধাতুর উত্তর “রন্” প্রত্যয় যোগে “ইন্দ্র” শব্দ সিদ্ধ হয়। “ন ইন্দ্রতি পরমৈশ্বর্যবান্ তবতি স ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ” যিনি নিখিল ঐশ্বর্যশালী এজম্ব সেই পরমাত্মার নাম “ইন্দ্র”। “বৃহৎ” শব্দ পূর্বক (পা রক্ষণে) এই ধাতুর উত্তর “ভতি” প্রত্যয়, “বৃহৎ” শব্দের ত কারের লোপ এবং সূডাগম হওয়াতে “বৃহম্পতি” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো বৃহতামাকাশাদীনান্ পতিঃ স্বামী পালয়িতা স বৃহম্পতিঃ” যিনি মহানদিগের অপেক্ষাও মহান্ এবং যিনি আকাশাদি ব্রহ্মাণ্ডসমূহের অধিপতি, সেই পরমেশ্বরের নাম “বৃহম্পতি”। (বিষল্ ব্যাপ্তৌ) এই ধাতুর সহিত “ভু” প্রত্যয় যোগে “বিভু” শব্দ সিদ্ধ হয়। “বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি চরাচরং জগৎ স বিভুঃ” চর এবং অচর রূপ জগতে ব্যাপক বলিয়া পরমাত্মার নাম “বিভু”। “উরুর্মহান্ ক্রমঃ পরাক্রমো যন্ত স উরুক্রমঃ” অনন্ত পরাক্রমশালী বলিয়া পরমেশ্বরের নাম “উরুক্রমঃ”। যে পরমাত্মা (উরুক্রমঃ) মহাপরাক্রমশালী, (মিত্র) সকলের সূক্তদ্ব অর্থাৎ অনিরোধী, তিনি (শম্) সুখকারক, (বরণঃ) সর্বোত্তম, তিনি (শম্) সুখস্বরূপ, তিনি (অর্ঘ্যামা) জ্ঞায়াধীশ, তিনি (শম্) সুখ-প্রচারক, তিনি (ইন্দ্রঃ) সর্বৈশ্বর্যশালী, তিনি

(শম্) সর্বৈশ্বর্য-দায়ক, তিনি (বৃহস্পতি) সকলের অধিষ্ঠাতা, (শম্) বিজ্ঞানদাতা এবং (বিষ্ণুঃ) সকলের মধ্যে ব্যাপক পরমেশ্বর। তিনি (নঃ) আমাদের প্রতি কল্যাণকারী (ভবতু) হউন।

(বায়ো তে ত্র্যম্বে নমোহস্ত), (বৃহ বৃহি বৃক্ষৌ) এই সকল ধাতু হইতে “ত্র্যম্বে” শব্দ সিদ্ধ হয়। যিনি সর্বোপরি বিরাজমান, সর্বোপেক্ষা বৃহৎ, অনন্ত বলশালী পরমাত্মা, সেই ত্র্যম্বেকে আমরা নমস্কার করি। হে পরমেশ্বর! (যমেব প্রত্যক্ষং ত্র্যম্বাসি) আপনিই অন্তর্যামিরূপে প্রত্যক্ষ ত্র্যম্বে, (যামেব প্রত্যক্ষং ত্র্যম্বে বদিত্যমি) আমি আপনাকেই প্রত্যক্ষ ত্র্যম্বে বলিব, কারণ আপনি সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া সর্বদা সকলের নিকট প্রাপ্ত হইয়া আছেন। (সত্যং বদিত্যমি) আপনার যে বেদমন্ত্র ঐশ্বর্য আজ্ঞা, আমি সকলকে তাহারই উপদেশ দিব এবং স্বয়ং তদনুসারে আচরণও করিব। (সত্যং বদিত্যমি) সত্য বলিব, সত্য মানিব এবং সত্যই পালন করিব। (তন্মামবতু) অতএব আপনি আমাকে রক্ষা করুন। (তত্ত্বক্তারমবতু) সেই আপু, সত্যবক্তা আমাকে রক্ষা করুন, যেন আমার বুদ্ধি আপনার আজ্ঞাতে স্থির থাকে, এবং কখনও বিরুদ্ধগামী না হয়। কারণ আপনার যাহা আজ্ঞা তাহাই ধর্ম, যাহা তদ্বিরুদ্ধ তাহাই অধর্ম। (অবতু মামবতু বক্তারম্), এই দ্বিতীয়বার পাঠ অধিকার্ষ-সূচক। যেমন “কচ্চিৎ কচ্চিৎ প্রতি বদতি ত্বং গ্রামং গচ্ছ গচ্ছ,” ইহাতে ক্রিয়ার দুইবার উচ্চারণ দ্বারা ভূমি শীঘ্রই গ্রামে যাও, এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে, তেমনই এখানে আপনি অবশ্যই আমাকে রক্ষা করুন, অর্থাৎ আমি সর্বদা যেন ধর্মের দৃঢ় থাকি এবং অধর্মকে ঘৃণা করি, আমার প্রতি এইরূপ কৃপা করুন। আমি ইহা আপনার মহৎ উপকার বলিয়া স্বীকার করিব। (ওম্ শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ), ইহাতে তিনবার শাস্তি পাঠের প্রয়োজন এই যে সংসারে ত্রিবিধ তাপ অর্থাৎ দুঃখ আছে। প্রথম “আধ্যাত্মিক”, আত্মা ও শরীরে অবিজ্ঞা, রাগ, ঘেব, মূর্থতা এবং অন্তর পীড়াদি হয়; দ্বিতীয়—“আধিভৌতিক” যাহা শত্রু, ব্যাধি এবং সর্পাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তৃতীয়—“আধিদৈবিক, অর্থাৎ যাহা অতিবুদ্ধি, অতিশীত, অতিউষ্ণতা এবং মন ও ইন্দ্রিয় সমূহের অশাস্তি হইতে উৎপন্ন হয়; আপনি আমাদেরকে এই ত্রিবিধ ক্লেশ হইতে দূরে রাখিয়া সর্বদা শুভকর্মের রত রাখুন। কেননা আপনিই কল্যাণস্বরূপ, সমগ্র জগতের কল্যাণকারী এবং ধার্মিক ও মুমুক্শুদের কল্যাণদাতা। অতএব

আপনি স্বয়ং নিজ কৃপায় সকল জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হউন, যেন সকল জীব ধর্ষণাচরণ করে, অধর্ষণা পরিভাগ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় ও দুঃখ হইতে দূরে থাকে। “সূর্য্য আত্মাজগত্তত্ত্বস্বয়ং” এই যজুর্বেদের বচনানুসারে জগৎ অর্থাৎ চেতন প্রাণীর ও ভঙ্গম বা যাহারা গতিশীল তাহাদের এবং “তত্ত্বস্বয়ং”, অপ্রাণী অর্থাৎ স্থাবর জড় যেমন পৃথিব্যাदि, ঐ সকলের আত্মা বলিয়া এবং স্বপ্রকাশরূপে সকলকে প্রকাশিত করেন বলিয়া পরমেশ্বরের নাম “সূর্য্য”। (অত সাত্ত্বা গমনে) এই ধাতু হইতে “আত্মা” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যোহতিতি ব্যাপ্নোতি স আত্মা” যিনি সব জীবাদি জগতের মধ্যে নিরন্তর ব্যাপক হইয়া রহিয়াছেন। “পরমাসািত্মা চ য আত্মভো জীবৈভ্যঃ সূক্ষ্মৈভ্যঃ পরোহতিসূক্ষ্মঃ স পরমাত্মা” ঈশ্বর সকল জীবাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং জীব, প্রকৃতি ও আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং সকল জীবের অন্তর্যামী আত্মা। এইজন্য তাঁহার নাম “পরমাত্মা”। যিনি সামর্থ্যবান তাঁহার নাম ঈশ্বর। “য ঈশ্বরেণ সমর্থেন পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ স পরমেশ্বরঃ” যিনি ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থদের মধ্যে সমর্থ, তাঁহার তুল্য কেহই নাই তাঁহার নাম “পরমেশ্বর”। (যুঞ্ অভিষবে, যুঙ্ প্রাণিগঙ বিমোচনে) এই সকল ধাতু হইতে “সবিতা” শব্দ সিদ্ধ হয়। “অভিষবঃ প্রাণিগঙবিমোচনং চোৎপাদনম্। যশ্চরাচরং জগৎ সুনোতি সূতে বোৎপাদয়তি স সবিতা পরমেশ্বরঃ” যিনি সকল জগতের সৃষ্টিকর্তা, সেইজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম “সবিতা”। (দিব্ ক্রীড়া-বিজিগীষা-ব্যবহার-ত্যাতি-স্তুতি-মোদ-মদ-স্বপ্ন-কাস্তি-গতিষু) এই ধাতু হইতে “দেব” শব্দ সিদ্ধ হয়। (ক্রীড়া) যিনি শুদ্ধ জগৎকে ক্রীড়া করাইতে, (বিজিগীষা) ধার্মিকদিগকে জয়যুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, (ব্যবহার) যিনি সকল চেষ্টার সাধন ও উপসাধন সমূহের দাতা, যিনি (ত্যাতি) স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ ও সকলের প্রকাশক, (স্তুতি) প্রশংসার যোগ্য, (মোদ) স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ এবং অপরের আনন্দদাতা, (মদ) মদোন্মত্তদের দণ্ডদাতা, (স্বপ্ন) সকলের নিজার জন্ম রাত্রির ও প্রলয়ের কর্তা, (কাস্তি) কামনার যোগ্য এবং (গতি) জ্ঞান স্বরূপ—এইজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম “দেব”। অথবা “যো দীব্যতি ক্রীড়তি, স দেবঃ”, যিনি নিজের স্বরূপে নিজেই আনন্দে ক্রীড়া করেন, অথবা যিনি কাহারও সাহায্য ব্যতীত ক্রীড়াৎ সহজ স্বভাব হইতে সমস্ত জগৎ নির্মাণ করেন, অথবা যিনি সকল ক্রীড়ার আধার; “বিজিগীষতে স দেবঃ” যিনি সকলের জেতা, স্বয়ং অজ্ঞেয় অর্থাৎ বাঁহাকে কেহই জয় করিতে পারে না; “ব্যবহারয়তি স দেবঃ”, যিনি জ্ঞায় ও অজ্ঞায়রূপ ব্যবহারের জ্ঞাতা এবং উপদেষ্টা :

“বশ্চরাচরং জগৎ স্তোতয়তি” যিনি সকলের প্রকাশক ; “যঃ স্তু য়তে স দেবঃ”, যিনি সকল মনুষ্যের স্তুতির যোগা, এবং নিন্দাই নহেন ; “যো মোদয়তি স দেবঃ”, যিনি স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপ এবং অপরেরও আনন্দ দাতা, যাঁহাতে দুঃখের লেশ মাত্রও নাই ; “যো মাজ্জতি স দেবঃ”, যিনি সর্বদা হর্ষযুক্ত ও শোক রহিত, যিনি অপরকেও হর্ষযুক্ত করেন ও দুঃখ হইতে দূরে রাখেন ; “যঃ স্বাপয়তি স দেবঃ” যিনি প্রলয় কালে অবাক্তে সকল জীবকে নিদ্রিত করেন ; “যঃ কাময়তে কামাতে বা স দেবঃ”, যাঁহার সমস্ত কামনা সত্য এবং শিষ্টগণ যাঁহার প্রাপ্তির কামনা করেন ; “যোগচ্ছতি গমাতে বা স দেবঃ”, যিনি সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত ও যিনি জানিবার যোগা, সেই পরমেশ্বরের নাম “দেব”। (কুবি আচ্ছাদনে) এই ধাতু হইতে “কুবের” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ সর্বং কুবতি স্ববাণ্ঠ্যাচ্ছাদয়তি স কুবেরো জগদীশ্বরঃ” যিনি স্বীয় বাণ্ঠি দ্বারা সকলকে আচ্ছাদন করেন সেই পরমেশ্বরের নাম “কুবের”। (প্রথ বিস্তারে) এই ধাতু হইতে “পৃথিবী” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ প্রথতে, সর্বজগদ্বিস্তৃণাতি স পৃথিবী” যিনি সমগ্র বিস্তৃত জগতের বিস্তার কর্তা, সেই পরমেশ্বরের নাম “পৃথিবী”। (জল বাতনে) এই ধাতু হইতে “জল” শব্দ সিদ্ধ হয়। “জলতি বাতয়তি চুষ্টান, সংঘাতয়তি অবাক্ত-পরমাধাদীন্ তদ্বজ্জা জলম্” যিনি ছুষ্টদিগকে দণ্ডমান করেন এবং অবাক্ত ও পরমাণু সমূহের পারস্পরিক সংযোগ অথবা বিয়োগ সাধন করেন, সেই পরমাত্মার নাম “জল”। (কাশু দীপ্তৌ) এই ধাতু হইতে “আকাশ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ সর্বতঃ সর্বং জগৎ প্রকাশয়তি স আকাশঃ” যিনি সকল দিক হইতে জগতের প্রকাশক, সেইজন্তু সেই পরমাত্মার নাম “আকাশ”।

(অদ ভক্ষণে) এই ধাতু হইতে “অন্ন” শব্দ সিদ্ধ হয়।

অগতেভি চ ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে ॥ ১ ॥

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্ । অহমন্নাদোহমন্নাদোহমন্নাদঃ ॥ ২ ॥

তৈত্তিঃ উপনিঃ । (অনুবাক ২।১০ ।)

অভা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ (বেদান্তদর্শনে । অঃ ১ । পাঃ ২ । সূঃ ৯ ॥

ইহা ব্যাস মুনি কৃত শারীরিক সূত্র । যিনি সকলকে ভিতরে রাখিতে সমর্থ, অথবা যিনি সকলের গ্রহণযোগ্য, যিনি চরাচর জগতের গ্রহণকর্তা, সেই ঈশ্বরের নাম “অন্ন” “অন্নাদ” এবং “অস্তা”। এই স্থলে যে তিনবার পাঠ আছে তাহা আদ্যরার্থে । যেমন ডুমুর ফলের মধ্যে কৃমি উৎপন্ন হইয়া উঠাতেই থাকে এবং

উহাতেই নষ্ট হইয়া যায়, পরমেশ্বরের মধ্যে সমস্ত জগতের তেমনই অবস্থা হয়। (বস নিবাসে) এই ধাতু হইতে “বসু” শব্দ সিদ্ধ হয়। “বসন্তি ভূতানি বসন্তি বসন্তিঃ সর্বেষু ভূতেষু বসতি স বসুঋশ্বরঃ” বাঁহাতে সব আকাশাদি ভূত বাস করে এবং যিনি সকলের মধ্যে বাস করিতেছেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “বসু”। (রুদ্রি অশ্রু বিমোচনে), এই ধাতুর সহিত “গিচ্” প্রত্যয় যোগে “রুজ্জ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো রোদয়তান্যায়কারিণো জনান্ স রুজ্জঃ” যিনি দুঃখকারীদিগকে রোদন করান, সেই পরমেশ্বরের নাম “রুজ্জ”।

“যশ্মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতি যদ্বাচা বদতি তৎ কৰ্ম্মণা করোতি যৎ কৰ্ম্মণা করোতি তদভিসম্পদ্যতে ॥”

ইহা যজুর্বেদের ব্রাহ্মণের বচন। জীব মনে যাহা চিন্তা করে, তাহা বাণী দ্বারা বলে, যাহা বাণী দ্বারা বলে তাহাই কণ্ঠের দ্বারা করে, যাহা কণ্ঠের দ্বারা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয়। এতদ্বারা সিদ্ধ হইল যে জীব যেরূপ কৰ্ম্ম করে সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হয়। যখন দুঃখকারী জীব ঈশ্বরের শ্রায়-ব্যবস্থানুসারে দুঃখরূপ ফল প্রাপ্ত হয়, তখন ক্রন্দন করে। এইরূপে ঈশ্বর তাহাকে রোদন করান বলিয়া পরমেশ্বরের নাম “রুজ্জ”।

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর সূনবঃ ।

তা যদশ্রায়নং পূৰ্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥”

মনু ॥ (অঃ ১ । শ্লোঃ ১০) ॥

জল এবং জীবগণের নাম “নারা”, এই সব অয়ন অর্থাৎ নিবাস স্থান বাঁহার সেই সর্ব জীবে ব্যাপক, পরমাত্মার নাম “নারায়ণ”। (চন্দি আত্মাদে) এই ধাতু হইতে “চন্দ্র” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যশ্চন্দতি চন্দয়তি বা স চন্দ্রঃ” যিনি আনন্দ স্বরূপ এবং যিনি সকলের আনন্দদাতা, সেই ঈশ্বরের নাম “চন্দ্র”। (মগি গতার্থক) ধাতু হইতে “মঙ্গেরলচ্” এই সূত্রানুসারে “মঙ্গল” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো মঙ্গতি মঙ্গয়তি বা স মঙ্গলঃ” যিনি স্বয়ং মঙ্গল-স্বরূপ এবং সর্ব জীবের মঙ্গলের কারণ, সেই পরমেশ্বরের নাম “মঙ্গল”। (বুধ অবগমনে) এই ধাতু হইতে “বুধ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো বুধতে বোধয়তি বা স বুধঃ” যিনি স্বয়ং বোধ-স্বরূপ এবং সকল জীবের বোধের কারণ, সেই পরমেশ্বরের নাম “বুধ”। “বৃহস্পতি” শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে। (ঈশুচির পৃথী ভাবে) এই ধাতু হইতে

“শুদ্ধ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ শুচাতি শোচয়তি বা স শুদ্ধঃ” যিনি অত্যন্ত পবিত্র এবং ঐহ্যার সংসর্গে জীবও পবিত্র হইয়া যায়, সেই পরমেশ্বরের নাম “শুদ্ধ”। (চর গতিভক্ষণয়োঃ) এই ধাতুর সহিত “শনৈস্” অব্যয় উপপদ যোগে “শনৈশ্চর” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ শনৈশ্চরতি স শনৈশ্চরঃ” যিনি সকলের মধ্যে সহজেই প্রাপ্ত ও ধৈর্যবান, সেই পরমেশ্বরের নাম “শনৈশ্চর”। (রহ ত্যাগে) এই ধাতু হইতে “রাহ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো রহতি পরিত্যজতি দুষ্কান্, রাহয়তি পরিত্যজয়তি বা স রাহরীশ্বরঃ” যিনি একান্ত স্বরূপ, ঐহ্যার স্বরূপে অশ্রু পদার্থ সংযুক্ত নহে, যিনি দুষ্কদিগকে পরিত্যাগ করেন এবং করান, সেই পরমেশ্বরের নাম “রাহ”। (কিত নিবাসে রোগাপনয়নে চ) এই ধাতু হইতে “কেতু” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ কেতয়তি চিহ্নিৎসতি বা স কেতুরীশ্বরঃ” যিনি সমস্ত জগতের নিবাস স্থান, যিনি সর্ব রোগগ্রহিত এবং যিনি মুমুকুদিগকে মুক্তিসময়ে সকল রোগ হইতে মুক্ত করেন সেই পরমাত্মার নাম “কেতু”। (যজ্ দেবপূজা-সঙ্গতি করণ-দানেষু) এই ধাতু হইতে “যজ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যজো বৈ বিষ্ণুঃ”, ইহা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের বচন। “যো যজতি বিষ্ণুস্তিরিক্রান্তে বা স যজ্ঞঃ” যিনি সর্বব্যাপক বলিয়া সব জগতের পদার্থ সমূহকে সংযুক্ত করেন, যিনি বিদ্বান্দিগের পূজা এবং যিনি ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ঋষি মুনির পূজা ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “যজ্ঞ”। (ত দানাহদনয়োঃ আদানেচেত্যেকে) এই ধাতু হইতে “হোতা” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো জুহোতি স হোতা” যিনি জীবদিগকে দেয় পদার্থ সমূহের দাতা এবং যিনি গ্রহণ যোগ্য পদার্থ সমূহের গ্রহীতা সেই পরমেশ্বরের নাম “হোতা”। (বন্ধ বন্ধনে), এই ধাতু হইতে “বন্ধু” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ স্বন্ধিন্ চরাচরং জগদ্ব্যাপ্তি, বন্ধুবন্ধুস্বান্নাং সুখায় সহায়ো বা বর্ততে স বন্ধুঃ” তিনি আপনার মধ্যে সমস্ত লোক লোকান্তরকে নিয়মবদ্ধ রাখিয়াছেন এবং সকলের সহোদরের স্থায় সহায়ক, এইজন্ত তাহার স্ব স্ব পরিধি অথবা নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন। ভ্রাতা যেরূপ ভ্রাতার সহায়কারী, পরমেশ্বরও সেইরূপ পৃথিব্যাদি লোক সমূহের ধারণ, রক্ষণ ও সুখ দান হেতু “বন্ধু” সংজ্ঞক। (পা রক্ষণে) এই ধাতু হইতে “পিতা” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ পাতি সর্বান্ স পিতা” তিনি সকলের রক্ষক। পিতা যেরূপ নিজ সন্তানদের প্রতি সর্বদা কৃপালু থাকিয়া তাহাদের উন্নতি কামনা করেন, পরমেশ্বরও সেইরূপ সকল জীবের উন্নতি কামনা করেন। এইজন্ত তাহার নাম “পিতা”। “যঃ পিতৃণাং পিতা স পিতামহঃ” পিতৃগণেরও পিতা বলিয়া পরমেশ্বরের নাম “পিতামহ”। “যঃ

পিতামহানাং পিতা। স প্রপিতামহঃ” যিনি পিতামহদিগের পিতা সেই ঈশ্বরের নাম “প্রপিতামহ”। “যো মিমৌতে মানয়তি সর্বান জীবান্ স মাতা” পূর্ণ কৃপাময়ী জননী যেরূপ নিজ সন্তানদের সুখ ও উন্নতি কামনা করেন, পরমেশ্বরও সেইরূপ সকল জীবের উন্নতি কামনা করেন। এইজন্য পরমেশ্বরের নাম “মাতা”। (চর গতি ভক্ষণয়োঃ) আঙ্ পূর্বক এই ধাতু হইতে “আচার্য্য” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ আচারং গ্রাহয়তি সর্বা বিদ্যা বোধয়তি স আচার্য্য ঈশ্বরঃ” যিনি সত্য আচারকে অস্ত্র দ্বারা গ্রহণ করান এবং যিনি সকল বিদ্যা প্রাপ্তির হেতু হইয়া সকল বিদ্যা প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “আচার্য্য” (গৃ শব্দে) এই ধাতু হইতে “গুরু” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো ধর্ম্যান্ শব্দান্ গৃহ্নাতুপদিশতি স গুরুঃ”।

স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ যোগসূত্র।

সমাধি-পাদে সূঃ ২৬ ॥

ইহা যোগ সূত্র। যিনি সত্য ধর্ম্য প্রতিপাদক ও সর্ববিদ্যাগুস্ত বেদের উপদেষ্টা, গিনি সৃষ্টির আদিতে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, অঙ্গিরা এবং ব্রহ্মাদি গুরুদিগেরও গুরু এবং বাঁহার কখনও নাশ হয়না, সেই পরমেশ্বরের নাম “গুরু”। (অজ গতি ক্লেপণয়োঃ, জনৌ প্রার্ছুর্ভাবে), এই সকল ধাতু হইতে “অজ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যোহজতি সৃষ্টিং প্রতি সর্বান প্রকৃত্যাদীন পদার্থান্ প্রক্ষিপতি জানাতি বা কদাচিত্ত জায়তে সোহজঃ” যিনি প্রকৃতির সমস্ত অবয়ব আকাশাদি ভূত—পরমাণু সমূহকে যথোচিত মিলিত করেন এবং জীবদিগকে শরীরের সহিত সম্বন্ধ করিয়া জন্মদান করেন, কিন্তু স্বয়ং কখনও জন্ম গ্রহণ করেন না, সেই পরমেশ্বরের নাম “অজ”। (বুহ বুহি বুজৌ) এই সকল ধাতু হইতে “ব্রহ্মা” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যোহখিলং জগন্নিশ্যাগেন বৃংহতি বর্জয়তি স ব্রহ্মা” যিনি সমগ্র জগৎ রচনা করিয়া বর্জিত করেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “ব্রহ্মা”। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষদের বচন। “সন্তীতি সন্তুস্তেষু সৎসু সাধু তৎ সত্যম্। যজ্ঞান্নাতি চরাহচরং জগন্তজ্জ্ঞানম্। ন বিদ্যতেহস্তোহবধি-মর্যাদা যন্ত তদনন্তম্। সর্বৈবভো বৃহদ্বাদ ব্রহ্ম” যে সকল পদার্থ আছে সেই সকলকে “সৎ” বলে তন্মধ্যে ‘সাধু’ বলিয়া পরমেশ্বরের নাম সত্য। তিনি সমস্ত জগতের জ্ঞাতা, এইজন্য তাঁহার নাম “জ্ঞান”। তাঁহার অস্ত-অবধি-সীমা অর্থাৎ এত লম্বা, চওড়া, ছোট, বড়—এরূপ পরিমাণ নাই, এইজন্য পরমেশ্বরের নাম “অনন্ত”। (ডু দাঞ্ দানে) আঙ্ পূর্বক এই ধাতু হইতে “আদি” শব্দ

এবং নঞ পূর্বক অনাদি শব্দ সিদ্ধ হয়। “যস্মাৎ পূর্বং নাস্তি পরং চাস্তি স আদিরিত্যুচ্যতে [মহাভাষ্য ১।১।২১] ন বিজ্ঞতে আদিঃ কারণং যন্ত সোহনা-
দিরীশ্বরঃ” বাঁহার পূর্বের কিছুই নাই, কিন্তু পরে হয়, তাঁহাকে “আদি” বলে।
বাঁহার কোন আদি কারণ নাই, সেই পরমেশ্বরের নাম “অনাদি”। (টুনদি
সম্বন্ধে) আঙ্ পূর্বক এই ধাতু হইতে আনন্দ শব্দ সিদ্ধ হয়। “আনন্দান্তি সর্বের
মুক্তা বশ্মিন্ যদ্বা, যঃ সর্বান জীবানানন্দয়তি স আনন্দঃ” যিনি আনন্দ স্বরূপ,
বাঁহাতে সকল মুক্ত জীব আনন্দ প্রাপ্ত হয় এবং যিনি সকল ধর্মাত্মা জীবকে
আনন্দিত করেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “আনন্দ”। (অস ভুবি) এই ধাতু
হইতে “সৎ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “বদন্তি ত্রিষু কালেবু ন বাধ্যতে তৎসঙ্কল্প”
যিনি সর্বদা বর্তমান, অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কালে বাঁহার বাধ্য হয়না,
সেই পরমেশ্বরকে “সৎ” বলে। (চিত্তী সংজ্ঞানে) এই ধাতু হইতে “চিৎ” শব্দ
সিদ্ধ হয়। “যশ্চেততি চেতয়তি সংজ্ঞাপয়তি সর্বান সজ্জানান্ যোগিনস্তচ্চিৎ পরং
ব্রহ্ম” যিনি চেতনস্বরূপ, সকল জীবকে চেতনা যুক্ত করেন এবং যিনি সত্যাসত্যের
জ্ঞাপয়িতা, সেই পরমেশ্বরের নাম “চিৎ”। এই চিন শব্দের বিশেষণে পরমেশ্বরকে
“সচ্চিদানন্দ স্বরূপ” বলে। “যো নিতাক্রমোহচলোহধিনাশী স নিত্যঃ” যিনি
নিশ্চল এবং অধিনাশী, তিনি “নিত্য” শব্দবাচ্য ঈশ্বর। (শুদ্ধ শুদ্ধো) এই
ধাতু হইতে “শুদ্ধ” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। “যঃ শুদ্ধতি সর্বান শোধয়তি বা স
ঈশ্বরঃ” যিনি স্বয়ং পবিত্র, সকল অশুদ্ধি হইতে পৃথক এবং যিনি সকলকে
শুদ্ধ করেন, সেই ঈশ্বরের নাম “শুদ্ধ”। (বৃধ অবগমনে) এই ধাতুর সজিত
“জু” প্রত্যয় যোগে “বুদ্ধ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো বুদ্ধান্ সর্বান জ্ঞাত্বান্ স
বুদ্ধো জগদীশ্বরঃ” যিনি সর্বদা সকলের জ্ঞাতা, সেই ঈশ্বরের নাম “বুদ্ধ”।
(মুচ্চল্ মোচনে) এই ধাতু হইতে “মুক্ত” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো মুঞ্চতি
মোচয়তি বা মুম্বক্ষু স যুক্তো জগদীশ্বরঃ” যিনি সর্বদা অশুদ্ধি সমূহ হইতে
পৃথক এবং যিনি মুম্বক্ষুদিগকে ক্লেশ হইতে মুক্ত করেন, সেই পরমাত্মার নাম
“মুক্ত”। “অতএব নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাৱো জগদীশ্বরঃ” অতএব
পরমেশ্বরের স্বভাব নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্ত। (ডু কৃঞ্ করণে) নিৰ্ ও
আঙ্ পূর্বক এই ধাতু হইতে “নিরাকার” শব্দ সিদ্ধ হয়। “নির্গত আকারাৎ
স নিরাকারঃ” বাঁহার কোনও আকার নাই, যিনি কখনও শরীর ধারণ করেন
না সেই পরমেশ্বরের নাম “নিরাকার”। (অঙ্কু ব্যক্তি-লক্ষণ-কাস্তি-গতিষু) এই ধাতু
হইতে “অঙ্কন” শব্দ সিদ্ধ হয় এবং “নির্” উপসর্গ যোগে ‘নিরঙ্কন’ শব্দ সিদ্ধ

হয়। “গঞ্জনাং ব্যক্তিম্বক্ষণং কু কাম ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রাপ্তিশ্চেত্যম্মাত্তো নির্গতঃ পৃথগ্ভূতঃ স নিরঞ্জনঃ” যিনি ব্যক্তি অর্থাৎ আকৃতি, স্লেচ্ছাচার, দুষ্কৃত কামনা এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহের বিষয়-পথ হইতে পৃথক্, সেই ঈশ্বরের নাম “নিরঞ্জন”। (গণ সংখ্যানে) এই ধাতু হইতে ‘গণ’ শব্দ সিদ্ধ হয়, তদুত্তর “ঈশ” বা “পতি” শব্দের যোগে “গণেশ” এবং “গণপতি” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যে প্রকৃতিাদয়ো জড়। জীবাস্ত গণ্যাস্তে সংখ্যায়স্তু তেবাগীশঃ স্বামী পতিঃ পালকো বা” যিনি প্রকৃতিাদি জড় এবং জীবাখ্য-পদার্থ সমূহের পালনকর্তা, সেই ঈশ্বরের নাম “গণেশ” বা “গণপতি”। “যো বিশ্বমীষ্টে স বিশ্বেশ্বরঃ” যিনি সংসারের অধিষ্ঠাতা, সেই পরমেশ্বরের নাম “বিশ্বেশ্বর”। “যঃ কূটস্থ পরমেশ্বরঃ” যিনি সকল ব্যবহারে স্ব স্ব রূপেণৈব তিষ্ঠতি স কূটস্থ পরমেশ্বরঃ” যিনি সকল ব্যবহারে ব্যাপ্ত এবং সকল ব্যবহারের আধার হইয়াও কোনও ব্যবহারে নিজ স্বরূপ পরিবর্তন করেন না, সেই পরমেশ্বরের নাম “কূটস্থ”। “দেব” শব্দের যতগুলি অর্থ লিখিয়াছি “দেবী” শব্দেরও ততগুলি অর্থ আছে। পরমেশ্বরের নাম তিন লিঙ্গেই আছে, যথা, “ত্রৈলোক্যেশ্বরঃ”। যখন ঈশ্বরের বিশেষণ হইবে, তখন “দেব”, যখন চিত্তির বিশেষণ হইবে, তখন “দেবী”। এইজন্ত পরমেশ্বরের নাম “দেবী”। (শক্ শক্তৌ) এই ধাতু হইতে “শক্তি” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ সর্বং জগৎ কৰ্ত্তুং শক্নোতি স শক্তিঃ” যিনি সকল জগতের রচনায় সমর্থ, সেই পরমেশ্বরের নাম “শক্তি”। (শ্রীঐ সেবায়াম্) এই ধাতু হইতে “শ্রী” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ শ্রীয়েতে সেব্যতে সর্ববর্ণ জগতা বিম্বন্তিঃ যোগিভিষ্চ স শ্রীরীশ্বরঃ”। সমস্ত জগৎ, বিদ্বন্মণ্ডলী এবং যোগিগণ ষাঁহার সেবা করেন, সেই পরমাত্মার নাম “শ্রী”। (লক্ষ দর্শনাক্ষনয়োঃ) এই ধাতু হইতে “লক্ষ্মী” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো লক্ষয়তি পশ্যত্যাক্ষতে চিহ্নয়তি চরাচরং জগদথবা বেদৈরানুপৈষ্যোগিভিষ্চ যো লক্ষ্যতে স লক্ষ্মীঃ সর্বপ্রিয়েশ্বরঃ” যিনি সমস্ত চরাচর জগতকে দেখেন, চিহ্নিত বা দর্শনযোগ্য করেন অর্থাৎ যিনি শরীরে নেত্র ও নাসিকা, বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল, মূল ; পৃথিবী ও জলের কৃষ্ণ, রক্ত ও শ্বেতবর্ণ এবং মৃত্তিকা, প্রস্তর, চন্দ্র ও সূর্যাদি চিহ্ন রচনা করেন ও সবকে দেখেন ; যিনি সকল শোভার শোভা এবং যিনি বেদাদি শাস্ত্র বা ধার্মিক বিদ্বান্ যোগীদিগের লক্ষ্য বা দর্শনযোগ্য, সেই পরমেশ্বরের নাম “লক্ষ্মী”। (স্ব গতো) এই ধাতু হইতে “সরস্” ও তদুত্তর “মতুপ” এবং “ভীপ্” প্রত্যয় যোগে “সরস্বতী” শব্দ সিদ্ধ হয়। “সরো বিবিধং জ্ঞানং বিভতে যস্তাং চিত্তো সা সরস্বতী” ষাঁহার বিবিধ বিজ্ঞান অর্থাৎ শব্দ, অর্থ,

সম্বন্ধ ও প্রয়োগের যথাযথ জ্ঞান আছে, সেই পরমেশ্বরের নাম “সরস্বতী”। “সর্ববাঃ শক্তয়ো বিত্তস্তে যস্মিন্ স সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরঃ” যিনি স্বকାର্য্য সাধনে অন্য কাহারও সহায়তা ইচ্ছা করেন না, কিন্তু নিজ সামর্থ্য দ্বারাই স্বীয় সর্ব কার্য্য সম্পাদন করেন, সেই পরমাত্মার নাম “সর্ব শক্তিমান্”। (গীঞ্ প্রাপণে) এই ধাতু হইতে “শ্রায়” শব্দ সিদ্ধ হয়। “প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং শ্রায়ঃ” ইহা শ্রায় সূত্রের বাৎস্তায়ন মুনি কৃত ভাষ্যের বচন। “পক্ষপাত রাহিত্যাচরণং শ্রায়ঃ” যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা পরীক্ষার পর সত্য বলিয়া সিদ্ধ হয় এবং যাহা পক্ষপাত রহিত ধর্ম্মরূপ আচরণ, তাহাকে “শ্রায়” বলে। “শ্রায়ং কর্তুং শীলমশ্রু স শ্রায়কারীশ্বরঃ” শ্রায় অর্থাৎ পক্ষপাত রহিত ধর্ম্ম করাই যাহার স্বভাব, সেই পরমেশ্বরের নাম “শ্রায়কারী”। (দয় দান-গতি-রক্ষণ-হিংসা-দানেষু) এই এই ধাতু হইতে “দয়া” শব্দ সিদ্ধ হয়। “দয়তে দদাতি জানাতি গচ্ছতি রক্ষতি হিনস্তি যয়া সা দয়া, বহ্বী দয়া বিত্ততে যশ্চ স দয়ালুঃ পরমেশ্বরঃ” পরমেশ্বর অভয়দাতা, সকল সত্যাসত্য বিচার জ্ঞাতা, সজ্জনদিগের রক্ষক এবং দুষ্ট দিগের যথোচিত দণ্ডদাতা বলিয়া তাঁহার নাম “দয়ালু”।

“দ্বয়োর্ভাবো দ্বাভ্যামিতং সা দ্বিতা দ্বীতং বা, সৈব তদেব বা দ্বৈতম্, ন বিত্ততে দ্বৈতং দ্বিতীয়েশ্বরভাবো যস্মিন্স্তদদ্বৈতম্” অর্থাৎ “স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্যং ব্রহ্ম”। দুই হওয়া বা দুইয়ের দ্বারা যুক্ত হওয়াকে দ্বিতা বা দ্বীত অথবা দ্বৈত বলে, ইহা তাঁহাতে নাই। সজাতীয়—যেমন মনুষ্যের সজাতীয় অন্য মনুষ্য, বিজাতীয়—যেমন মনুষ্যের জাতিবিশিষ্ট বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদি এবং স্বগত—অর্থাৎ যেমন শরীরে চক্ষু, নাসিকা ও কর্ণ ইত্যাদি অবয়বগুলির ভেদ—তেমন অন্য সজাতীয় ঈশ্বর, বিজাতীয় ঈশ্বর বা নিজ আত্মায় তত্ত্বান্তর বস্তু—এইরূপ ভেদ রহিত একই পরমেশ্বর আছেন। এইজন্ত পরমাত্মার নাম “অদ্বৈত”। “গণ্যন্তে যে তে গুণা বা বৈ গণয়ন্তি যে তে গুণাঃ, যো গুণেভ্যো নির্গতঃ স নির্গুণ ঈশ্বরঃ” সত্ত্ব, রজ, তম, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধাদি জড়ের যত গুণ আছে এবং অবিজ্ঞা, অজ্ঞজ্ঞতা, রাগ, দ্বেষ ও অবিজ্ঞাদি ক্রোধ জীবের এইরূপ যত গুণ আছে, সে সব হইতে তিনি পৃথক্। এ বিষয়ে “অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্” ইত্যাদি উপনিষদের প্রমাণ আছে। যিনি শব্দ, স্পর্শ এবং রূপাদি গুণ রহিত, সেই পরমাত্মার নাম “নির্গুণ”। “যো গুণৈঃ সহ বর্ততে স সগুণঃ” পরমেশ্বর সর্বজ্ঞান, সর্ববিশ্ব, পবিত্রতা এবং অনন্ত বলাদি গুণযুক্ত, এইজন্ত তাহার নাম “সগুণ”। যেমন পৃথিবী

গন্ধাদি গুণযুক্ত বলিয়া “সগুণ” এবং ইচ্ছাদি গুণ রহিত বলিয়া “নিগুণ,” সেইরূপ জগতের-ও জীবের গুণ হইতে পৃথক বলিয়া পরমেশ্বর “নিগুণ” এবং সর্ববৃত্ত্তাদি গুণযুক্ত বলিয়া “সগুণ”। অর্থাৎ এমন কোন পদার্থ নাই যাহা সগুণতা ও নিগুণতা হইতে পৃথক্। চেতনের গুণরহিত বলিয়া জড় পদার্থ যেমন “নিগুণ” এবং স্ব-গুণযুক্ত বলিয়া “সগুণ,” সেইরূপ জড়ের গুণ হইতে পৃথক্ বলিয়া জীব “নিগুণ,” আবার ইচ্ছাদি নিজ গুণযুক্ত বলিয়া “সগুণ”। পরমেশ্বর সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। “অস্তুৰ্য্যন্তঃ নিয়ন্তঃ শীলঃ যশ্চ সোহয়মস্তুৰ্য্যামী” যিনি প্রাণী ও অপ্ৰাণী জগতের মধ্যে ব্যাপক হইয়া সকলকে নিয়ন্ত্রিত করেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “অস্তুৰ্য্যামী”। “যো ধৰ্ম্মে রাজতে স ধৰ্ম্মরাজঃ” যিনি ধৰ্ম্মেই প্রকাশমান, অধৰ্ম্মরহিত এবং ধৰ্ম্মেই প্রকাশক, সেই পরমেশ্বরের নাম “ধৰ্ম্মরাজ”। (যম উপরমে) এই ধাতু হইতে “যম” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ সৰ্ব্বান্ প্রাণিনো নিযচ্ছতি স যমঃ” যিনি সকল প্রাণীকে কৰ্ম্মফল দানের ব্যবস্থা করেন এবং সকল অজ্ঞায় হইতে পৃথক্, সেই পরমাত্মার নাম “যম”। (ভজ সেব্যায়াম্) এই ধাতু হইতে “ভগ” শব্দ সিদ্ধ হয়, ইহার সহিত “মতুপ্” প্রত্যয় যোগে “ভগবান্” পদ সিদ্ধ হয়। “ভগঃ সকলৈশ্বর্য্যং সেবনং বা বিভ্বতে যশ্চ স ভগবান্” যিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্যযুক্ত অথবা ভক্তনের যোগ্য, সেই পরমেশ্বরের নাম “ভগবান্”। (মন জ্ঞানে) এই ধাতু হইতে “মনু” শব্দ হইয়াছে। “যো মজ্ঞতে স মনুঃ”। যিনি মনু অর্থাৎ বিজ্ঞানশীল এবং মানিবার যোগ্য সেই ঈশ্বরের নাম “মনু”। (পৃ পালন-পূরণয়োঃ) এই ধাতু হইতে “পুরুষ” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। “যঃ স্বব্যাপ্তা চরাচরং জগৎ প্রীণাতি পূরয়তি বা স পুরুষঃ”। যিনি সকল জগতের মধ্যে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “পুরুষ”। (ভুভৃঞ্ ধারণ-পোষণয়োঃ) “বিশ্ব” পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে “বিশ্বন্তর” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো বিশ্বং বিভর্ত্তি ধরতি পুষাতি বা স বিশ্বন্তরো জগদীশ্বরঃ” যিনি জগতের ধারণ এবং পোষণকর্ত্তা, সেই পরমেশ্বরের নাম “বিশ্বন্তর”। (কল সংখ্যানে) এই ধাতু হইতে “কাল” শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। “কলয়তি সংখ্যাতি সৰ্ব্বান পদার্থান্ স কালঃ” যিনি জগতের সকল পদার্থের এবং জীবদিগের সংখ্যা করেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “কাল”। (শিষ্ল্ বিশেষণে), এই ধাতু হইতে “শেষ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “সঃ শিষ্যতে স শেষঃ” যিনি উৎপত্তি ও প্রলয়ের পরে শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট থাকেন, সেই পরমাত্মার নাম “শেষ”। (আপ্ল্ ব্যাপ্তৌ) এই ধাতু হইতে “আপ্ত” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ সৰ্ব্বান

ধর্মাত্মান আপ্নোতি বা সর্বৈধর্মাত্মাভিরাপ্যতে ছলাদিরহিতঃ স আপ্তঃ” যিনি সত্য উপদেশক, সকল বিদ্যায়ুক্ত, যিনি ধর্মাত্মাদিগকে প্রাপ্ত হন এবং যিনি ধর্মাত্মাদের দ্বারা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য ও ছলকপটাদিরহিত, সেই পরমাত্মার নাম “আপ্ত”। (ডুক্‌ঞ্ করণে) “শম্” পূর্বক এই ধাতু হইতে “শঙ্কর” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। “যঃ শং কল্যাণং সুখং করোতি স শঙ্করঃ” যিনি কল্যাণ অর্থাৎ সুখের কর্তা সেই পরমেশ্বরের নাম “শঙ্কর”। “মহৎ” শব্দ পূর্বক “দেব” শব্দ হইতে “মহাদেব” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো মহতাং দেবঃ স মহাদেবঃ”। যিনি মহান, দেবগণেরও দেব, অর্থাৎ বিদ্বান্দের উপরে বিদ্বান্, যিনি সূর্যাদি পদার্থের প্রকাশক, সেই পরমাত্মার নাম “মহাদেব”। (প্রীঞ্ তর্পণে কাস্তৌ চ) এই ধাতু হইতে “প্রিয়” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ পৃণাতি প্রীয়তে বা স প্রিয়ঃ” যিনি ধর্মাত্মা, মুমুক্শু ও শিষ্টদিগকে প্রসন্ন করেন এবং যিনি সকলের কাম্য, সেই পরমেশ্বরের নাম “প্রিয়”। (ভু সত্যায়াম্) “স্বয়ম্” পূর্বক এই ধাতু হইতে “স্বয়ম্ভু” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ স্বয়ং ভবতি স স্বয়ম্ভুরীশ্বরঃ” যিনি আপনা হইতেই আছেন, যিনি কখনও কাহা হইতেও উৎপন্ন হন নাই, সেই পরমেশ্বরের নাম “স্বয়ম্ভু”। (কু শব্দে) এই ধাতু হইতে “কবি” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ কৌতি শব্দয়তি সর্বা বিদ্যা স কবিরীশ্বরঃ” যিনি বেদদ্বারা সকল বিদ্যার উপদেশ করেন ও যিনি বেত্তা, সেই পরমেশ্বরের নাম “কবি”। (শিবু কল্যাণে) এই ধাতু হইতে “শিব” শব্দ সিদ্ধ হয়। “বহুলমেতন্নিদর্শনম্” ইহা দ্বারা “শিবু” ধাতু মানা হয়। যিনি কল্যাণস্বরূপ ও কল্যাণকর্তা, সেই পরমেশ্বরের নাম “শিব”।

পরমেশ্বরের এই শত নাম লিখিত হইল। কিন্তু এই সকল ব্যতীতও পরমাত্মার অসংখ্য নাম আছে। কারণ, পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাব যেরূপ অনন্ত, তাঁহার নামও সেইরূপ অনন্ত। সেই সকলের মধ্য হইতে প্রত্যেক কর্ম ও স্বভাবের এক একটি নাম হইয়াছে। আমার লিখিত এই নামগুলি সমুদ্রে বিন্দুবৎ। কারণ, বেদাদি শাস্ত্রে পরমাত্মার অনন্ত গুণ-কর্ম-স্বভাব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সকলের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের দ্বারা জ্ঞান হইতে পারে। যাহারা বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করেন, তাঁহাদের অজ্ঞান পদার্থের ও পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে।

প্রশ্ন—অজ্ঞান গ্রন্থকারেরা যেরূপ আরম্ভে, মধ্যে এবং শেষে মঙ্গলাচরণ করেন, আপনি সেইরূপ কিছু লিখেন নাই বা করেন নাই কেন ?

উত্তর—সেইরূপ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ যে আদি, মধ্য ও অন্ত ভাগে মঙ্গল করিবে, তাহার গ্রন্থে আদি, মধ্য ও অন্তের মধ্যস্থলে যাহা কিছু লিখিত হইবে তাহা অমঙ্গলই হইবে। এইজন্য “মঙ্গলাচরণ শিষ্টাচারাক্ষয়কলদর্শনাচ্ছত্ৰিতশ্চেতি” ইহা সাংখ্য শাস্ত্রের (অঃ ৫। সূঃ ১) বচন। ইহার অভিপ্রায় এই যে ন্যায়পূর্ণ, পক্ষপাতরহিত, সত্য ও বেদোক্ত ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে সর্বত্র সর্বদা আচরণ করাকে মঙ্গলাচরণ বলে। গ্রন্থের আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত সত্যাচরণ করাই মঙ্গলাচরণ। কোন স্থলে মঙ্গল, কোন স্থলে অমঙ্গল লেখা মঙ্গলাচরণ নহে। সদাশয় মহর্ষিগণের লেখা দেখুন :—

যান্ধনবজ্যানি কৰ্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি ॥

ইহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের (প্রপাঠক ৭। অনুবাক ১১) বচন। হে সন্তানগণ! (অনন্ত) অনিন্দনীয় অর্থাৎ ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্মই তোমাদের করণীয়, অধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম করণীয় নহে। এইজন্য আধুনিক গ্রন্থ সমূহ যে “শ্রীগণেশায় নমঃ”, “সীতারামাভ্যাং নমঃ”, “রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ”, “শ্রীগুরুচরণারবিন্দাভ্যাং নমঃ”, “হনুমতে নমঃ”, “ভূর্গায়ৈ নমঃ”, “বটুকায় নমঃ”, “ভৈরবায় নমঃ”, “শিবায় নমঃ”, “সরস্বত্যৈ নমঃ”, “নারায়ণায় নমঃ” ইত্যাদি লেখা দেখা যায়, তাহা বেদ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া বুদ্ধিমান লোকেরা মিথ্যা বলিয়াই মনে করেন। কারণ বেদে এবং আর্যগ্রন্থে কোথায়ও এইরূপ মঙ্গলাচরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। আর্যগ্রন্থে “ওম্” এবং “অথ” শব্দই দেখা যায়। দেখুন :—

“অথ শব্দানুশাসনম্”। অথৈত্যয়ং শব্দোহধিকারার্থঃ প্রযুক্ত্যতে।

—ইহা ব্যাকরণ-মহাভাষ্যে।

“অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা” অথৈত্যানন্তর্য্যে বেদাধ্যয়নানন্তরম্।—ইহা পূর্ব্বমীমাংসায়।

“অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্ত্যামঃ” অথৈতি ধর্ম্মকথনানন্তরং ধর্ম্মলক্ষণং বিশেষণং ব্যাখ্যাস্ত্যামঃ।—ইহা বৈশেষিক দর্শনে।

“অথ যোগানুশাসনম্” অথৈত্যয়মধিকারার্থঃ।—ইহা যোগশাস্ত্রে।

“অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ” সাংসারিকবিষয়ভোগানন্তরং ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্ত্যর্থঃ প্রযত্নঃ কর্তব্যঃ।—ইহা সাংখ্যশাস্ত্রে।

“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” “চতুর্ক্বেদ সাধন সমাপ্ত্যনন্তরং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যম্” ।
—ইহা বেদান্তসূত্র ।

‘ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত’ ।—ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদের বচন ।

“ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্” ।—ইহা মাণ্ডুক্য উপনিষদের প্রারম্ভিক বচন ।

এইরূপই অশ্রুত ঋষিগণদের গ্রন্থে “ওম্” এবং “অথ” শব্দ লিখিত হইয়াছে । (অগ্নি, ইট্, অগ্নি, যে ত্রিসপ্তাঃ পরিয়ন্তিঃ) এই সকল শব্দ চারি বেদের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে । “শ্রীগণেশায় নমঃ” ইত্যাদি শব্দ কোথায়ও নাই । বৈদিকগণ যে বেদের আরম্ভে “হরিঃ ওম্” লিখেন এবং পাঠ করেন, তাহা তাঁহারা পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক দিগের মিথ্যা কল্পনা হইতে শিথিয়াছেন । বেদাদি শাস্ত্রের আরম্ভে “হরি” শব্দ কোথায়ও নাই, সুতরাং “ওম্” বা “অথ” শব্দই গ্রন্থের আরম্ভে লেখা উচিত । ঈশ্বর বিষয়ে এই কিঞ্চিদ্বাত্র লিখিত হইল । ইহার পর শিক্ষা বিষয়ে লিখিত হইবে ।

ইতি শ্রীন্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাবাবিভূষিত

ঈশ্বরনামবিষয়ে প্রথম সমুদ্রাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয় সমুলাসারম্ভঃ ।

অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামঃ ।

মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ ॥

ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের বচন । বস্তুতঃ যখনই প্রথম মাতা, দ্বিতীয় পিতা এবং তৃতীয় আচার্য্য—এই তিনজন উত্তম শিক্ষক সম্ভব হয় তখনই মনুষ্য জ্ঞানবান্ হইয়া থাকে । যে সন্তানের মাতা ও পিতা ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্, তাহার কুল ধন্য ! সে অত্যন্ত ভাগ্যবান্ ! সন্তান মাতার নিকট হইতে যেরূপ উপদেশ ও উপকার প্রাপ্ত হয়, অশ্ব কাহারও নিকট সেইরূপ প্রাপ্ত হয় না । মাতা সন্তানকে যেমন স্নেহ করেন ও তাহার হিত কামনা করেন, সেইরূপ অশ্ব কেহই করে না । এই কারণে মাতৃমান্, অর্থাৎ “প্রশস্তা ধার্ম্মিকী মাতা বিদ্বতে যন্ত স মাতৃমান্”, বলা হইয়াছে । যে মাতা গর্ভাধান হইতে সন্তানের সম্পূর্ণ বিদ্বালাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে স্নানশীলতার শিক্ষা দিয়া থাকেন, তিনি ধন্য ।

মাতা এবং পিতার পক্ষে গর্ভাধানের পূর্বে, তৎকালে এবং তদন্তর মাদকদ্রব্য, মদ্য, দুর্গন্ধযুক্ত, রুদ্ধ ও বুদ্ধিনাশক দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে শাস্তি, আরোগ্য, বল, বুদ্ধি, পরাক্রম এবং স্নানশীলতা দ্বারা সভ্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায় এইরূপ দ্রব্য, দুগ্ধ, মিস্তি অন্নপানাদি উৎকৃষ্ট পদার্থের সেবন করা উচিত । ইহাতে রজোবীৰ্য্যও দোষ রহিত হইয়া অত্যন্ত গুণযুক্ত হইবে । ঋতুগমনের বিধি অনুসারে, রজোদর্শনের পঞ্চম দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত ঋতুদানের সময় । এই (রজোদর্শনের) দিনগুলির মধ্যে প্রথম চারিদিন পরিত্যাজ্য । অবশিষ্ট বার দিনের মধ্যে একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দশ রাত্রিতে গর্ভাধান প্রশস্ত । রজোদর্শনের দিন হইতে ষোড়শ রাত্রির পর আর সমাগম করিবে না । পুনরায় যতদিন পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত ঋতুদানের সময় না আসে ততদিন এবং গর্ভস্থিতির পর এক বৎসর পর্য্যন্ত সংযুক্ত হইবে না ।

তখন যেন উভয়ের শরীর নীরোগ থাকে, পরস্পরের মধ্যে যেন প্রসন্নতা থাকে এবং যেন কোনরূপ শোক না হয়। চরক ও সুশ্রুতে ভোজনান্ধাদনের বিধান মনুস্মৃতিতে স্ত্রী-পুরুষের প্রসন্নতার রীতি যেরূপ লিখিত আছে তদনুসারে আচরণ করিবে। গর্ভাধানের পর স্ত্রীর অত্যন্ত সাবধানতার সহিত আহার ও পরিধেয় গ্রহণ করা উচিত। তখন হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষের সঙ্গ করিবে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত গর্ভিণী বুদ্ধি, বল, রূপ, স্বাস্থ্য, পরাক্রম, শাস্তি এবং অন্যান্য গুণজনক দ্রব্যই সেবন করিতে থাকিবে।

জন্মের সময় উত্তম স্নেহে জলে শিশুকে স্নান করাইয়া নাড়ী ছেদনান্তে স্নেহে ঘূতাদি দ্বারা হোম করিবে*। প্রসূতিরও স্নানাহারের যথোচিত ব্যবস্থা করিবে যেন শিশু ও প্রসূতির শরীর ক্রমশঃ সুস্থ ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। শিশুর মাতা অথবা ধাত্রী এইরূপ খাও গ্রহণ করিবে যেন স্তন্যেও উত্তম গুণ জন্মে। ছয় দিন পর্য্যন্ত শিশুকে প্রসূতির স্তন্য দিবে, তদন্তর ধাত্রী স্তন্য পান করাইবে। মাতা পিতা ধাত্রীকে উত্তম খাও ও পানীয় দিবে। যাহারা দরিদ্র, ধাত্রী রাখিতে অসমর্থ, তাহারা বুদ্ধি, পরাক্রম ও আরোগ্যকর ঔষধি বিশুদ্ধ জলে ভিজাইবার পর সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তাহার পর সেই জল গো বা ছাগভৃৎকের সহিত সম পরিমাণে মিশাইয়া শিশুকে পান করাইবে। প্রসবের পর শিশু ও তাহার মাতাকে বিশুদ্ধ বায়ুযুক্ত অথবা কোন স্থানে রাখিবে। সেই স্থানে স্নেহ এবং সুদৃশ্য পদার্থও রাখিবে। যে স্থানের বায়ু শুদ্ধ সেই স্থানেই প্রসূতির ভ্রমণ করা উচিত। যে স্থানে ধাত্রী, গাভী ও ছাগী প্রভৃতির ছাঁ পায় তাহা যাইবে না, সেস্থানে যেরূপ উচিত বুঝিবে সেইরূপ করিবে। প্রসূতির দেহাংশ হইতে শিশুর শরীর গঠিত হয়। এইজন্য প্রসবকালে প্রসূতি দুর্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রসূতি শিশুকে স্তন্য পান করাইবে না। দুগ্ধ বন্ধ করিবার জন্য স্তনের ছিত্রের উপর এইরূপ ঔষধির প্রলেপ দিবে, যাহাতে দুগ্ধ নিঃসৃত না হয়। এইরূপ করিলে প্রসূতি দ্বিতীয় মাসে পুনরায় সুস্থ ও সবল ও যুবতী হইয়া উঠিবে। তত সময় পর্য্যন্ত পুরুষ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা বীৰ্য্য নিরোধ করিবে। যে স্ত্রী-পুরুষ এইরূপ করিবে তাহাদের উত্তম সন্তান জন্মিবে, তাহারা দীর্ঘায়ু হইবে, তাহাদের বল ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং ইহাতে সন্তানসকল উত্তম, বলবান, পরাক্রমশালী, দীর্ঘায়ু ও ধার্মিক হইবে। স্ত্রী যোনিসঙ্কোচন ও

* শিশুর জন্ম সময়ে “জাতকর্ষ সংস্কার” হইয়া থাকে। তাহাতে হোম প্রভৃতি বেদোক্ত কর্ষ করিতে হয়। এই বিষয় “সংস্কার বিধি”তে সবিস্তার লিখিত হইয়াছে।

শোধান করিবে এবং পুরুষ বীৰ্য্যাস্তম্ভন করিবে। এইরূপ করিলে পুনরায় যত সন্তান জন্মিবে তাহারাও উৎকৃষ্ট হইবে।

মাতা সন্তানদিগকে সর্বদা উত্তম শিক্ষা দিবে, যেন তাহারা সভ্য হয় এবং কোন অঙ্গের দ্বারা কুচেষ্ঠা করিতে না পারে। শিশু কথা বলিতে আরম্ভ করিলেই বাহাতে তাহার জিহ্বা কোমল হইয়া স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে সেইরূপ উপায় বিধান করিবে। যে বর্ণের যে স্থান ও প্রযত্ন, যেমন “প” এর স্থান ওষ্ঠ এবং প্রযত্ন স্পষ্ট, তদনুসারে ওষ্ঠদ্বয় মিলিত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে তেমনই হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত অক্ষরগুলি বাহাতে সম্যক্রূপে উচ্চারণ করিতে পারে সেইরূপ উপায় করিবে। মধুর, গম্ভীর, সুন্দর, স্বর, অক্ষর, মাত্রা, পদ, বাক্য, সংহিতা এবং অবসান যেন পৃথক পৃথক প্রতিগোচর হয়। যখন শিশু কিছু কিছু বলিতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহাকে সুন্দর বাক্য এবং জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, পুজা, পিতা, মাতা, রাজা ও বিদ্বান্ প্রভৃতির সহিত কথোপকথন ও তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিতি ও উপবেশন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করিবে, যেন তাহারা কোন স্থানে অযোগ্য ব্যবহার না করে এবং সর্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হয়। সন্তান বাহাতে জিতেদ্রিয়, বিভ্রামুরাগী ও সংস্কাভিলাষী হয়, তজ্জপ চেষ্টা করিতে থাকিবে। তাহারা বার্ষ্য ক্রীড়া, রোদন হাস্ত, কলহ, হর্ষ, শোক, বস্ত্র বিশেষের প্রতি লোলুপতা এবং ঈর্ষ্যা ছেবাদি যেন না করে। উপশ্বেদ্রিয়ের স্পর্শ ও মর্দন হেতু বীৰ্য্যের ক্ষীণতা ও নপুংসকত্ব জন্মে, ইন্তে দুর্গন্ধও হয়। এই জন্ত উহা স্পর্শ করিবে না। বাহাতে তাহারা সত্যবাদিতা, শোধ্য, ধৈর্য্য ও প্রকৃষ্টতা প্রভৃতি গুণ প্রাপ্ত হয়, তজ্জপ কার্য্য করাইবে। বালক বালিকাদিগকে পাঁচ বৎসর বয়সে দেবনাগরী অক্ষর শিক্ষা দিবে। বিদেশীয় ভাষার অক্ষরও শিক্ষা দিবে। ইহার পর বাহাতে সুশিক্ষা, বিজ্ঞা, ধর্ম্ম, পরমেশ্বর, মাতা, পিতা, আচার্য্য, বিদ্বান্, অতিথি, রাজা, প্রজা, আত্মীয়, বন্ধু, ভগ্নী এবং ভৃত্যাদির সহিত কিরূপ আচরণ করিবে সেই সব বিষয়ের মন্ত্র, শ্লোক, সূত্র, গল্প এবং পঞ্চও অর্থের সহিত কণ্ঠস্থ করাইবে।

বাহাতে সন্তানগণ কোন ধূর্ত কর্তৃক প্রভারিত না হয় এবং যে সকল আচরণ দ্বারা তাহারা বিজ্ঞা ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ভ্রান্তি জালে পতিত না হয়, সেই বিষয়ে এবং বাহাতে তাহাদের ভূত প্রেতাди মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস না হয় সেই সম্বন্ধেও উপদেশ দিবে।

গুরোঃ প্রেতস্য শিষ্যস্ত পিতৃমেধং সমাচরন্ ।

প্রেতহারৈঃ সমং তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥

মনুঃ (অঃ ৫ । ৬৫) ॥

অর্থ—যখন গুরুর মৃত্যু হয়, তখন প্রেতাখ্য মৃত-দেহের দাহকারী শিষ্য, প্রেতহার অর্থাৎ শব-নাশীদের সহিত দশম দিবসে শুদ্ধ হয়। দাহান্তে সেই মৃতদেহের নাম ভূত হয়, অর্থাৎ তিনি অমুক ব্যক্তি ছিলেন—এইরূপ বলা হয়। গাহা কিছু উৎপন্ন হইয়া বর্তমান কালে থাকে না, তাহা ভূতস্থ হয় বলিয়া তাহার নাম ভূত। ব্রহ্মা হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল বিধানের এইরূপ সিদ্ধান্ত। কিন্তু যাহার শঙ্কা, কুসংসর্গ ও কুসংস্কার জন্মে, তাহার পক্ষে ভয় ও শঙ্কা-রূপী ভূত, প্রেত, শাকিনী ডাকিনী প্রভৃতি নানাবিধ ভ্রম-জাল দুঃখ জনক হইয়া থাকে। দেখ যখন কোন প্রাণীর মৃত্যু হয়, তখন তাহার জীবাত্মা পাপপুণ্যের বশীভূত হইয়া পরমেশ্বরের ব্যবস্থানুসারে সুখ দুঃখের ফল ভোগার্থ জন্মান্তর গ্রহণ করে। কেহ কি অবিনাশী পরমেশ্বরের এই ব্যবস্থার নাশ করিতে পারে? জ্ঞানহীন লোকেরা বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র বা পদার্থ বিজ্ঞান পড়াশুনা না করিয়া ও বিচারশূন্য হইয়া সন্নিপাত জ্বরাদি শারীরিক এবং উন্মাদাদি মানসিক ব্যাধিকে ভূত প্রেতাদি নাম দিয়া থাকে। তাহারা ঐ সকলের জন্ত ঔষধ সেবন ও পথ্যাদি উচিত ব্যবহার না করিয়া ধূর্ত, পাষণ্ড, মহামূর্খ, অনাচারী, স্বার্থপর, মেধর, চামার, শূত্র এবং স্বেচ্ছ প্রভৃতিকে বিশ্বাস করে এবং নানা প্রকার ঢং ছলনা, কপটতা করে, উচ্ছিষ্ট ভোজন করে এবং মিথ্যা মন্ত্র-যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সূত্র ও তাগা বাঁধিতে ও বাঁধাইতে থাকে। এইরূপে তাহারা নিজেদের অর্থনাশ ও সম্মানাদির হৃদশা ও রোগ বৃদ্ধি করিয়া দুঃখ দিতে থাকে। যখন কোন মূর্খ ধনী ঐ সকল দ্রবুর্দ্ধি, পাপী স্বার্থপরদের নিকট গিয়া বলে, “মহাশয় ইহার (বালক বালিকা, স্ত্রী অথবা পুরুষের) কি হইয়াছে জানি না”। তখন তাহারা বলে, “ইহার শরীরে প্রকাণ্ড ভূত, প্রেত, ভৈরব, শীতলাদি দেবী-দেবতা আসিয়াছে। যে পর্য্যন্ত তুমি ইহার প্রতিকার না করিবে, সে পর্য্যন্ত তাহারা ছাড়িয়া যাইবে না এবং প্রাণহরণও করিবে। “যদি তুমি মলিনা (খাচ্ছ বিশেষ) অথবা এই পরিমাণ ভেট দাও, তাহা হইলে আমরা মন্ত্র-জপ এবং পুরস্চরণ দ্বারা কাড়িয়া ইহাদিগকে বাহির করিয়া দিতে পারি”। তখন সেই অন্ধ ও তাহার আত্মীয় স্বজনগণ বলে, “মহাশয়! আমাদের সর্বস্ব থাক, ইহাকে ভাল করিয়া

দিন।” তখনই ত তাহাদের সন্মুখ হইল। তখন ধূর্তগণ বলে, “আচ্ছা, এই পরিমাণ সামগ্রী ও এত দক্ষিণা আন, দেবতার ভেট এবং গ্রহ-দান করাও”। তখন ধূর্তগণ বাঁঝর, মুদঙ্গ, ঢোল এবং থালা লইয়া রোগীর সন্মুখে বাজায় ও গান করে। তাহাদের মধ্যে একজন পাষাণ উদ্ভাসের স্থায় নর্তন কর্দন করিতে করিতে বলে, “আমি ইহার প্রাণই লইব”। তখন সেই অন্ধ ব্যক্তি ঐ সকল মেথর চামার প্রভৃতি নীচ প্রকৃতির লোকের পায়ে পড়িয়া বলে, “আপনি যাহা ইচ্ছা তাহাই নিন, ইহাকে বাঁচাইয়া দিন”। তখন সেই ধূর্ত বলে, “আমি হনুমান, আন পাকা মিঠাই, তৈল, সিন্দূর, সওয়া মণ “রোট” (খাণ্ড বিশেষ) এবং লাল কোপীন”। “আমি দেবী, আমি ভৈরব, আন পাঁচ বোতল মদ, কুড়িটি মুরগী, পাঁচটি ছাগল, মিঠাই এবং বস্ত্র”। তখন সেই ব্যক্তি বলে, “যাহা চাহেন তাহাই নিন”। তখন ত সেই পাগল খুব নাচিতে ও লাফাইতে থাকে। কিন্তু, যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাকে উপহার স্বরূপ পাঁচ জুতা, ডাণ্ডা বা চপেটাঘাত করে ও লাথি মারে, তবে তাহার হনুমান, দেবী এবং ভৈরব তখনই প্রদগ্ন হইয়া পলায়ন করে। কারণ ঐ সকল তাহাদের ধনাদি হরণের ছলনা মাত্র।

যখন কেহ কোন গ্রহ-গ্রন্থ গ্রহরূপী ভণ্ড জ্যোতির্বিদের নিকট গিয়া বলে, “মহাশয়! ইহার কি হইয়াছে?” তখন সে বলে, “ইহার উপর সূর্য্যাদি ক্রুর গ্রহ চাপিয়াছে। যদি তুমি তাহাদের জন্ত শাস্তি, পাঠ, পূজা ও দান করাও, তবে সুখী হইবে, নতুবা অন্তিম পীড়িত হইয়া তাহার মরিয়া যাওয়াও আশ্চর্য্য নহে।” (উত্তর)—বলুন জ্যোতিষী ঠাকুর! এই পৃথিবীর স্থায় সূর্য্যাদি লোকও জড়। ইহারা তাপ ও আলোক দান ব্যতীত অশু কিছুই করিতে পারে না। এই সকল কি চেতন যে ক্রুদ্ধ হইয়া দুঃখ এবং শাস্ত হইয়া সুখ দিতে পারে? (প্রশ্ন)—এই সংসারে যে রাজা, প্রজা, সুখী, দুখী হইতেছে, ইহা কি গ্রহের ফল নহে? (উত্তর)—না, এ সকল পাপ পুণ্যের ফল। (প্রশ্ন)—তবে কি জ্যোতিষ শাস্ত্র মিথ্যা? (উত্তর)—না, তাহাতে যে অঙ্ক, নীজ গণিত ও রেখা গণিতাদি বিদ্যা আছে তাহা সব সত্য কিন্তু ফলের লীলা খেলা সমস্ত মিথ্যা। (প্রশ্ন)—এই যে জন্ম পত্রিকা ইহাও কি নিষ্ফল? (উত্তর)—হাঁ, উহা জন্মপত্র নহে, উহার নাম শোকপত্র রাখা উচিত। কারণ যখন সন্তানের জন্ম হয় তখন সকলের আনন্দ হয় কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত জন্মপত্র প্রস্তুত ও গ্রহফল শ্রুত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই আনন্দ থাকে। যখন পুরোহিত জন্মপত্র প্রস্তুত করাইতে বলে, তখন সন্তানের মাতা পিতা পুরোহিতকে বলেন, “ঠাকুর।

আপনি খুব ভাল জন্ম পত্রিকা তৈয়ার করুন।” যদি সে ধনাঢ্য হয় তবে পুরোহিত অনেক লাল হলুদ রেখা দ্বারা চিত্র বিচিত্র জন্মপত্র, আর যদি দরিদ্র হয়, তবে সাধারণ রীতি অনুসারে জন্মপত্র প্রস্তুত করিয়া শুনাইতে আসে। তখন সন্তানের মাতা পিতা জ্যোতিষীর সম্মুখে বসিয়া বলেন, “ইহার জন্মপত্র ভাল ত ?” জ্যোতিষী বলে, “যেমন আছে তেমনই শুনাইয়া দিতেছি। ইহার জন্মগ্রহ খুব ভাল, মিত্রগ্রহও খুব ভাল। ইহার ফলে জাতক ধনাঢ্য ও প্রতিষ্ঠাবান হইবে। সে যে সভায় গিয়া বসিবে, সেই সভায় সকলের উপর তাহার প্রভাব পড়িবে। সে শারীরিক স্বাস্থ্য ও রাজসম্মান প্রাপ্ত হইবে।” এই সকল কথা শুনিয়া পিতা এবং অশ্রুশ্র লোকেরা বলেন, “বাঃ! বাঃ! জ্যোতিষী ঠাকুর! আপনি বড় ভাল।” জ্যোতিষী বৃষ্টিতে পারে যে, এই সকল কথায় কার্য্যসিদ্ধি হয়না। তখন সে বলে, “এই গ্রহ ত অতি উত্তম, কিন্তু এইসব গ্রহ ক্রুর অর্থাৎ অমুক অমুক ক্রুর গ্রহের সংযোগ বশতঃ আট বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যুযোগ আছে।” ইহা শুনিয়া মাতা পিতা প্রভৃতি পুত্র-জন্মজনিত আনন্দ হারাইয়া শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া জ্যোতিষীকে বলে, “ঠাকুর মশায়! এখন আমরা কি করিব ?” তখন জ্যোতিষী বলেন, “উপায় কর।” গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করে, “কি উপায় করিব ?” জ্যোতিষী প্রস্তাব করিতে থাকে, “এই এই দান কর, গ্রহের মন্ত্র-জপ করাও এবং নিত্য ত্রাঙ্কণ-ভোজন করাও, তবে অনুমান হয় যে নবগ্রহের বিঘ্ন দূর হইবে।” ‘অনুমান’ শব্দ এইজন্ত যে, যদি সন্তান মরিয়া যায়, তবে সে বলিবে,—“আমি কি করিব ? পরমেশ্বরের উপর কেহই নাই, আমি ত বহু চেষ্টাই করিলাম, তুমিও করাইলে কিন্তু উত্তর কশ্যই এইরূপ ছিল।” আর যদি বাঁচিয়া যায়, তবে বলিবে, “দেখ, আমার মন্ত্রের এবং দেবতা ও ত্রাঙ্কণদের কি শক্তি! তোমার সন্তানকে বাঁচাইয়া দিয়াছি।” এস্থলে এরূপ হওয়া উচিত যে, যদি জপ ও মন্ত্রপাঠের দ্বারা কিছু না হয়, তবে ধর্ম্মদের নিকট হইতে দুই গুণ তিন গুণ টাকা আদায় করা হইবে। যদি সন্তান বাঁচিয়া যায়, তথাপি এরূপ লওয়া উচিত, কেননা জ্যোতিষীরা যেমন বলিয়াছিল যে, ইহার কর্ম্ম এবং পরমেশ্বরের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই, গৃহস্থও সেইরূপ বলিবে,—“সে নিজের কর্ম্ম এবং পরমেশ্বরের বিধান বাঁচিয়াছে, তোমার কার্য্যের দ্বারা নহে।” তৃতীয়তঃ, গুরু প্রভৃতিও পুণ্যদান করাইয়া স্বয়ং ভাঁহা গ্রহণ করে, তখন জ্যোতিষীকে যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকেও সেই উত্তর দিতে হইবে।

এখন অবশিষ্ট রহিল শীতলা, মল্ল, তল্ল, যল্ল প্রভৃতি। ইহারাও এইরূপ চং করিয়া থাকে। কেহ বলে—“যদি আমি মল্লপাঠ করিয়া কাহাকেও সূত্র বা যল্ল বাঁধিয়া দেই, তাহা হইলে আমার দেবতা ও পীর সেই মল্ল ও যল্লের প্রভাবে তাহার কোন বিষ হইতে দিবে না।” তাহাকেও সেই উত্তর দিতে হইবে, “তুমি কি মৃত্যু, পরমেশ্বরের বিধান এবং কর্মফল হইতেও রক্ষা করিতে পারিবে? তোমাদের এইসব করা সস্বেও কত শিশু মরিয়া যায়, তোমাদের ঘরেও মরে, তোমরাও কি মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইবে?” তখন ধূর্তগণ কিছুই বলিতে পারে না। তাহারা বুঝিতে পারে যে, এস্থলে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। অতএব এই সকল মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া ধার্মিক, সর্বস্বস্থানের উপকারী, অকপট ভাবে সকলের বিছাদাতা, শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদিগের প্রত্নপকার করিবে। তাঁহারা যেরূপ জগতের উপকার করেন, সেরূপ কাহা কখনও পরিত্যাগ করিবে না। আর যাহারা রসায়ন, মারণ, মোহন, উচ্চাটন ও বশীকরণাদি লীলার কথা বলে, তাহাদিগকেও মহাপামর মনে করা উচিত। এই সকল মিথ্যা বিষয় সম্বন্ধে (সচেতন থাকার) উপদেশ বাল্যাবস্থাতেই সন্তানদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহাতে স্থায়ী সন্তানগণ কাহারও ভ্রমজালে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করিবে না। বীৰ্য্য-রক্ষায় যে আনন্দ ও বীৰ্য্য-নাশে যে দুঃখ তাহাও তাহাদিগকে এই বলিয়া জানাইয়া দেওয়া উচিত—“দেখ, যাহার শরীরে বীৰ্য্য সুরক্ষিত থাকে, তাহার আরোগ্য, বুদ্ধি, বল এবং পরাক্রম বৃদ্ধি হয়, তাহাতে সে অতিশয় সুখী হয়। বীৰ্য্য রক্ষার নিয়ম এই যে—বিষয়ের কথা, বিষয়ীদের সংসর্গ, বিষয়-চিন্তন, স্ত্রীলোক-দর্শন, একান্ত সেবন, সম্ভাষণ ও স্পর্শাদি হইতে দূরে থাকিয়া ব্রহ্মচারিগণ সুশিক্ষা ও পূর্ণ বিজ্ঞা লাভ করিবে। যাহার শরীর বীৰ্য্যহীন, সে নপুংসক ও অত্যন্ত শ্রীহীন হয়। যাহার প্রমেহ রোগ হয় সে দুর্বল, নিস্তেজ ও নিকর্ব্বুদ্ধি হয়। সে উৎসাহ, সাহস, ধৈর্য্য, বল এবং পরাক্রম প্রভৃতি গুণরহিত হইয়া বিনষ্ট হয়। তোমরা যদি এই সময়ে সুশিক্ষা ও বিজ্ঞালাভে এবং বীৰ্য্য রক্ষায় ভুল কর তবে এই জন্মে এই অমূল্য সময় আর পাইবে না। যতদিন আমরা গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিত আছি, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের বিজ্ঞাশিক্ষা ও শারীরিক বলবৃদ্ধি করা উচিত।” মাতা পিতা এইরূপ অষ্টাষ্ট শিক্ষাও প্রদান করিবেন। এই কারণে “মাতৃমান পিতৃমান” শব্দ পূর্ব্বোক্ত বাক্যে গৃহীত হইয়াছে। মাতা জন্ম হইতে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত এবং পিতা ষষ্ঠ হইতে

অষ্টম বর্ষ পর্যন্ত সন্তানকে শিক্ষা দান করিবেন। নবম বর্ষের প্রারম্ভে ছিঁজ নিজ সন্তানের উপনয়ন দিয়া আচার্য্য কূলে অর্থাৎ যে স্থানে পূর্ণ বিদ্বান্ পুরুষ এবং পূর্ণ বিদুষী স্ত্রী, শিক্ষা ও বিজ্ঞানদান করেন, সেই স্থানে বালক বালিকাদিগকে প্রেরণ করিবেন। শূদ্রাদি বর্ণ সন্তানদিগকে উপনয়ন না দিয়া বিজ্ঞানভ্যাসের জন্য গুরুকূলে প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা লোখাপড়ার সন্তানদিগকে কখনও লালন করেন না, বরং তাড়নাই করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই সন্তানগণ বিজ্ঞান, সভা এবং সুশিক্ষিত হয়। এ বিষয়ে ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের প্রমাণ আছে :—

সামুদ্রৈঃ পাণিভিন্নস্তি গুরবো ন বিযোক্ষিতৈঃ ।

লালনাশ্রয়িণো দোষাস্তাড়নাশ্রয়িণো গুণাঃ ॥

(অঃ ৮।১।৮ ॥)

অর্থ—যে মাতা, পিতা ও আচার্য্য সন্তান ও শিষ্যদিগকে তাড়না করেন, মনে করিতে হইবে যে তাঁহারা স্বীয় সন্তান ও শিষ্যদিগকে স্বহস্তে অমৃত পান করাইতেছেন এবং যাঁহারা সন্তান বা শিষ্যদিগকে লালন করেন, তাঁহারা স্বীয় সন্তান ও শিষ্যদিগকে বিষ পান করাইয়া বিনষ্ট করেন। কারণ লালনের দ্বারা সন্তানগণ ও শিষ্যগণ দোষভাজন এবং তাড়নার দ্বারা গুণবান হইয়া থাকে। সন্তান এবং শিষ্যগণেরও সর্বদা তাড়নে প্রসন্ন এবং লালনে অপ্রসন্ন থাকা উচিত। কিন্তু মাতা, পিতা ও শিক্ষকগণ ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ বশতঃ তাড়না করিলেন না কিন্তু বাহির হইতে ভয় দেখাইবেন এবং অন্তরে কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। অশ্লাঘ্য বিষয়ের শ্রায় চোঁরা, ব্যভিচার, অালস্য, প্রমাদ, মাদকদ্রব্য সেবন, মিথ্যাভাষণ, হিংসা, ক্রুরতা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ এবং মোহ প্রভৃতি দোষের বর্জন ও সত্য্যচার গ্রহণ সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিবেন। কারণ যে ব্যক্তি কাহারও সম্মুখে একবার চুরি, লাম্পট্য, মিথ্যাভাষণাদি করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্ত তাহার নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। যাঁহারা মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে, তাহাদের যেমন অনিষ্ট হয়, অশ্লা কাহারও সেইরূপ হয় না। অতএব যাঁহার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিবে, তাহার নিকট সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবে। যেমন কেহ কাহাকেও বলিল, “আমি অমুক সময়ে তোমার সহিত দেখা করিব, অথবা তুমি আমার সহিত দেখা করিবে, অথবা আমি অমুক বস্ত্র অমুক সময়ে তোমাকে দিব”—সেই প্রতিজ্ঞা সেইরূপ পূর্ণ করিবে, নতুবা কেহই বিশ্বাস করিবে না।

এই নিমিত্ত সর্বদা সকলের সত্যভাবী ও সত্য প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। কাহারও অভিমান করা উচিত নহে। যখন চলনা, কপটতা বা কৃতব্রতা দ্বারা নিজেরই হৃদয়ে দুঃখ হয়, তখন অশ্রুর সম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে? ভিতরে একরূপ এবং বাহিরে অপরূপ রাখিয়া অপরকে মোহিত করা এবং অপরের ক্ষতিকে চিন্তা না করিয়া স্বার্থ-সিদ্ধি করাকে চলনা ও কপটতা বলে। কাহারও কৃত উপকার স্বীকার না করাকে “কৃতব্রতা” বলে। ক্রোধাদি দোষ এবং কটুবাক্য পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত ও মধুর বাক্যই বলিবে। অযথা বহু বাক্য ব্যয় করিবে না। গতটুকু বলা উচিত, তদপেক্ষা কম বা অধিক বলিবে না। বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সম্মান করিবে। তাঁহাদের সম্মুখে উঠিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চাসনে বসাইবে ও প্রথমে “নমস্তুে” করিবে। তাঁহাদের সম্মুখে উত্তম আসনে বসিবে না। সভায় নিজের ধোঁগাত্য অমুসারে আসন গ্রহণ করিবে, যেন অশ্রু কেহ উঠাইয়া না দেয়। কাহারও সহিত বিরোধ করিবে না। গুণবান হইয়া গুণ গ্রহণ ও দোষ বর্জন করিবে। সংসর্গ করিবে, দুষ্ক সংসর্গ বর্জন করিবে এবং কায়মনোবাক্যে ও ধনাদি অশ্রু উৎকৃষ্ট সামগ্রী দ্বারা প্রীতি সহকারে মাতা, পিতা এবং আচার্য্যের সেবা করিবে।

যান্মাকং চরিতানি তানি হ্রয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।

তৈত্তিঃ (প্রপাঃ ৭, অনুঃ ১১)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে মাতা, পিতা ও আচার্য্য নিজ সম্মান ও শিষ্যদিগকে সর্বদা সত্য উপদেশ প্রদান করিবেন এবং ইহাও বলিবেন “আমাদের যাহা যাহা ধর্ম্ম-সঙ্গত কর্ম্ম, তাহা তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা যাহা দুষ্ক কর্ম্ম তাহা তাহা পরিত্যাগ করিতে থাক। যাহা সত্য বলিয়া জানিবে তাহা প্রকাশ ও প্রচার করিবে। কোন পাষণ্ড ও ছুষ্টাচারীকে বিশ্বাস করিও না। যে সকল সৎ কন্মের জন্ত মাতা পিতা ও আচার্য্য আজ্ঞা দেন, সেই সকল সম্পূর্ণ রূপে পালন করিও”। যদি মাতা পিতা ধর্ম্ম, বিজ্ঞা ও সদাচার বিষয়ক শ্লোক, “নিঘণ্টু”, “নিরুক্ত” “অষ্টাধ্যায়ী” অথবা অশ্রু সূত্র বা বেদমন্ত্র কণ্ঠস্থ করাইয়া থাকেন, তবে ঐ সকলের অর্থ পুনরায় বিজ্ঞার্থীদিগকে জানাইয়া দিবেন। এই গ্রন্থের প্রথম সমুদ্রাসে পরমেশ্বরের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেইরূপ স্বীকার করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। যাহাতে আরোগ্য, বিজ্ঞা এবং বল লাভ হয়, সেইরূপ ভোজনাজ্জাদন গ্রহণ করিবে, সেইরূপ ব্যবহার করিবে ও করাইবে; অর্থাৎ

ক্ষুধার পরিমাণ হইতে কিঞ্চিৎ কম ভোজন করিবে, মজা মাংস প্রভৃতি সেবনে বিরত থাকিবে। অজ্ঞাত ও গভীর জলে প্রবেশ করিবে না। কারণ জলজন্তু বা অন্য কোন কিছু দ্বারা কষ্ট হইতে পারে, অথবা সাঁতার জানা না থাকিলে ডুবিয়া যাওয়াও সম্ভব। “নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে” ইহা মহুর বচন। অজ্ঞাত জলাশয়ে অবতরণ করিয়া স্নানাদি করিবে না।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ ।

সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥

মনুঃ (অঃ ৬।৪৬ ॥) ।

অর্থ—অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চ নীচ স্থান দেখিয়া চলিবে। বস্ত্রে হাঁকিয়া জল পান করিব। সত্য-পূত বাক্য বলিবে। মনে মনে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে।

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ ।

ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা ॥

চাণক্য নীতি (অঃ ২ শ্লোঃ ১১) ।

যে সকল মাতাপিতা সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা না দেন, তাঁহারা সন্তানদিগের পূর্ণ শত্রু। বিদ্যাহীন সন্তানগণ বিদ্বান্দের সভায় হংস মধ্যে বকের স্থায় তিরস্কৃত ও কুৎসিৎ দেখায়। সুতরাং কায়মনোবাক্যে ও ধনদ্বারা সন্তানদিগকে বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, সভ্য ও সুশিক্ষিত করাই মাতাপিতার কর্তব্য। ইহা মাতাপিতার পরম ধর্ম্ম ও কীর্ত্তির কার্য্য। ইহা সন্তানদিগের শিক্ষা বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা ইহা হইতেই অধিক বুঝিয়া লইবেন।

ইতি শ্রীমদ্রায়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে স্মৃত্যাবিভূষিতে

বালশিক্ষা বিষয়ে দ্বিতীয়ঃ সমুদ্রাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥২॥

অথ তৃতীয় সমুল্লাসারম্ভঃ

অথাহধ্যয়নাধ্যাপন বিধিং ব্যাখ্যান্ত্যামঃ

এখন তৃতীয় সমুল্লাসে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নিয়ম লিখিত হইতেছে। সন্তানদিগকে উত্তম বিজ্ঞা, শিক্ষা এবং গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবরূপ ভূষণে বিভূষিত করা মাতা, পিতা, আচার্য্য ও আত্মীয়-স্বজনদিগের প্রধান কর্ম্ম। স্বর্ণ, রৌপ্য, মাণিক্য, মুক্তা এবং প্রবালাদি রত্নমণ্ডিত অলঙ্কার পরাইলে মানবাত্মা কখনও সুভূষিত হইতে পারেনা। কারণ অলঙ্কার ধারণ করিলে শুধু দেহাভিমান, বিষয়াসক্তি, তস্করাতির ভয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। সংসারে অলঙ্কারের জন্ম দুর্ব্বৃত্তদের হস্তে শিশুদের মৃত্যু ঘটিতে দেখা যায়।

বিজ্ঞাবিলাসমনসো ধৃতশীলশিক্ষাঃ, সত্যব্রতা রহিতমানমলাপহারাঃ।

সংসারদুঃখদলনেন স্তুভূষিতা যে, ধন্যা নরা বিহিতকর্ম্মপরোপকারাঃ ॥

যে সকল ব্যক্তির মন বিজ্ঞাবিলাসে তৎপর ঘাঁহারা সুন্দর শীল ও স্বভাব সম্পন্ন, ঘাঁহারা সত্যভাষণাদি নিয়ম পালনে রত, ঘাঁহারা নিরভিমান ও পবিত্র, ঘাঁহারা অপরের মলিনতা দূর করেন, ঘাঁহারা সত্যোপদেশ ও বিজ্ঞাদান দ্বারা সাংসারিক লোকের দুঃখ দূর করেন বলিয়া স্তুভূষিত এবং ঘাঁহারা বেদবিহিত কর্ম্মদ্বারা পরোপকারে নিযুক্ত, সেই সকল নরনারী ধন্য। এইজন্য আট বৎসর বয়সেই বালকদিগকে বালকদিগের এবং বালিকাদিগকে বালিকাদিগের পাঠশালায় প্রেরণ করিবে। ছুরাচারী অধ্যাপক অথবা ছুরাচারিণী অধ্যাপিকা দ্বারা শিক্ষা দান করাইবেনা; কিন্তু ঘাঁহারা পূর্ণ বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক তাঁহারাই অধ্যাপনা এবং শিক্ষাদানের উপযুক্ত। দ্বিজগণ স্বগৃহে বালকের যজ্ঞোপবীত এবং বালিকার সমুচিত সংস্কার করিয়া তাহাদিগকে যথোক্ত আচার্য্যকূলে, অর্থাৎ স্ব স্ব পাঠশালায় প্রেরণ করিবেন। বিদ্যাশিক্ষার স্থান নির্জজন হওয়া উচিত। বালক বালিকাদিগের পাঠশালা পরম্পর দুই ক্রোশ ব্যবধানে থাকা আবশ্যক। অধ্যাপক, ভৃত্য ও অমুচরবর্গ, সকলেই কক্ষা-পাঠশালায় ত্রী এবং বালকদের পাঠশালায়

পুরুষ থাকিবে। বালিকাদের পাঠশালায় পাঁচ বৎসরের বালক এবং বালকদের পাঠশালায় পাঁচ বৎসরের বালিকাও যাইতে পারিবেনা; অর্থাৎ যতদিন বালকগণ ব্রহ্মচারী এবং বালিকাগণ ব্রহ্মচারিণী থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা পরস্পরের দর্শন, স্পর্শন, একান্ত সেবন, সম্ভাষণ, বিষয়ালাপ, ক্রীড়া, বিষয়চিন্তা এবং বিষয়সঙ্গ এই অষ্টবিধ মৈথুন হইতে দূরে থাকিবে। অধ্যাপকগণ তাহাদিগকে এই সকল হইতে রক্ষা করিবেন, যেন তাহারা উত্তম বিদ্যা, শিক্ষা, শীল, স্বভাব এবং শারীরিক ও আত্মিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া সর্বদা আনন্দবর্ধনে সমর্থ হয়। নগর অথবা গ্রাম পাঠশালা হইতে এক যোজন অর্থাৎ চারিক্রোশ দূরে থাকিবে। রাজকুমার হউক, রাজকুমারী হউক, অথবা দরিদ্রের সন্তান হউক, সকলকে একরূপ বস্ত্র, খাদ্য, পানীয় ও আসন দিতে হইবে। সকলকে তপস্বী হইতে হইবে। সন্তানের মাতা পিতা নিজ নিজ সন্তানের সহিত অথবা সন্তান নিজ মাতা পিতার সহিত সাক্ষাৎ ও পরস্পর কোনরূপ পত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না। ইহাতে সন্তানগণ সাংসারিক চিন্তাশূন্য হইয়া কেবল বিদ্যোন্মতির চিন্তা করিবে। যখন তাহারা ভ্রমণ করিতে যাইবে, তখন তাহাদের সঙ্গে অধ্যাপক থাকিবেন, যেন তাহারা কোন প্রকার কুচেফ্টা, আলস্য এবং প্রমাদ করিতে না পারে।

কন্যানাং সম্প্রদানং চ কুমারাণাং চ রক্ষণম্ ॥

মনুঃ (অঃ ৭। শ্লোক ১৫২) ॥

ইহার অভিপ্রায় এই যে, এই বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিয়ম থাকা উচিত যে, পঞ্চম অথবা অষ্টম বৎসরের পর কেহ নিজ পুত্র কন্যাদিগকে গৃহে রাখিতে পারিবে না, পাঠশালায় অবশ্য প্রেরণ করিবে। যে প্রেরণ করিবে না সে দণ্ডনীয় হইবে। বালকের প্রথম যজ্ঞোপবীত গৃহে, দ্বিতীয় পাঠশালায় বা আচার্য্যকূলে হইবে। মাতা, পিতা বা অধ্যাপক তাহাদের বালক বালিকা-দিগকে অর্ধ সহিত গায়ত্রী মন্ত্রের উপদেশ দিবেন। সেই মন্ত্র এই :—

ওম্ ভূভুবঃ স্বঃ । তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবশ্চ ধীমহি ।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ যজুঃ০ অঃ ৩৬। মঃ ৩ ॥

এই মন্ত্রের প্রথমে যে “ওম্” আছে তাহার অর্থ প্রথম সমুদ্রাসে লিখিত হইয়াছে। সে স্থলে তাহা জ্ঞাতব্য। এক্ষণে তিন মহাব্যাকৃতির অর্থ সংক্ষেপে

লিখিত হইতেছে :—“ভূরিতি বৈ প্রাণঃ,” “যঃ প্রাণয়তি চরাচরং জগৎ স ভূঃ স্বয়ম্ভুরীশ্বরঃ” যিনি সমস্ত জগতের জীবনাধার, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় এবং স্বয়ম্ভু সেই প্রাণবাচক বলিয়া “ভূঃ” পরমেশ্বরের নাম। “ভুবরিত্য-পানঃ,” “যঃ সর্ববহুঃখমপানয়তি সোহপানঃ”। যিনি সর্ববহুঃখ রহিত, যাঁহার সংসর্গে জীব সর্ববহুঃখ-বিমুক্ত হয়, সেই পরমেশ্বরের নাম “ভুগঃ”। “স্বরিতি ব্যানঃ,” “যো বিবিধং জগৎ ব্যানয়তি ব্যাপ্নোতি স ব্যানঃ” যিনি বিভিন্ন জগতে ব্যাপক হইয়া সকলকে ধারণ করেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “স্বঃ”। এই তিনটি বচনই তৈত্তিরীয় আরণ্যকের (প্রপা० ৭। অন্০ ৫)। (সবিভূঃ) “যঃ স্তনোত্ম্যৎপাদয়তি সর্বং জগৎ স সবিভা তস্ত” যিনি জগতের স্রষ্টা এবং সর্বৈশ্বর্য্যদাতা। (দেবস্ত) “যো দীব্যতি দীব্যতে বা স দেবঃ” যিনি সর্ববিশুদ্ধাতা এবং সকলে যাঁহার প্রাপ্তি কামনা করে, সেই পরমাত্মার (বরণোং) “বর্ধুমহম্,” স্বীকার করিবার যোগ্য, যাহা অতিশয় শ্রেষ্ঠ (ভগঃ) “শুদ্ধ স্বরূপম্,” শুদ্ধ স্বরূপ ও পাবক, চেতন ব্রহ্মস্বরূপ (তৎ) সেই সেই পরমাত্মার স্বরূপকে আমরা (ধীমহি) “ধরেমহি,” ধারণ করি। কি প্রয়োজনে ? (যঃ) “জগদীশ্বরঃ,” যে সবিভা দেব পরমাত্মা (নঃ) “অস্মাকম্,” আমাদের, (ধিয়ঃ) ” “বুদ্ধীঃ” বুদ্ধি সমূহকে (প্রচোদয়াৎ) “প্রেরয়েৎ” প্রেরণা করেন, অর্থাৎ কুর্কর্ম্ম হইতে মুক্ত করিয়া শূকর্মে প্রবৃত্ত করেন। “হে পরমেশ্বর! হে সচ্চিদানন্দানন্ত স্বরূপ! হে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব! হে অজনিরঞ্জন নির্বিবকার! হে সর্বাস্তর্ঘ্যামিন্! হে সর্বসাধার জগৎপতে! সকল জগত্ৎপাদক! হে অনাদে! বিশ্বন্তর! সর্বব্যাপিন্! হে করুণামৃতবারিধে! সবিভূ দেবস্ত তব যদোং ভূভূবঃ স্বর্ষরেণ্যং ভর্গোহস্তি তদ্বয়ং ধীমহি দধীমহি ধরেমহি ধ্যামেম বা। কস্মৈ প্রয়োজনায়েতত্রাহ। হে ভগবন্! যঃ সবিভা দেবঃ পরমেশ্বরো ভবানস্মাকং ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ, স এবাস্মাকং পূজ্য উপাসনীয় ইষ্ট দেবোভবতু নাভোহস্তং ভবন্তু ল্যাং ভবতোহধিকঞ্চ কঞ্চিৎ কদাচিৎশাস্ত্রমহে”।

হে মনুষ্যগণ! যিনি সক্ষমদিগের উপরে সক্ষম, সচ্চিদানন্দ, অনন্তস্বরূপ, নিত্য শুদ্ধ, নিত্য বুদ্ধ, নিত্য মুক্ত স্বভাব, যিনি কৃপাসাগর, যথার্থ জ্ঞানকারী, যিনি জন্ম মরণাদি ক্লেশ রহিত, নিরাকার, যিনি সর্ব ষটের জ্ঞাতা, যিনি সকলের ধর্তা, পিতা এবং স্রষ্টা, যিনি অন্নাদি দ্বারা বিশ্বের পোষণ করেন, যিনি সর্বৈশ্বর্য্যশালী, জগন্নিষ্ঠাতা, শুদ্ধস্বরূপ এবং যিনি সকলের প্রাপ্তিকামনার

যোগ্য, সেই পরমাত্মার যে শুদ্ধ চেতনস্বরূপ, আমরা তাহাই ধারণ করি। প্রয়োজন এই যে, সেই পরমেশ্বর আমাদের আত্মা ও বুদ্ধির অন্তর্যামিক্রমে আমাদেরকে হারাচার ও পাপমার্গ হইতে দূরে রাখিয়া সদাচার ও সত্যমার্গে পরিচালিত করিবেন। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের অশু কোন বস্তুর ধ্যান করা উচিত নহে। কারণ তাঁহার সমানও কেহ নাই এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। তিনিই আমাদের পিতা, রাজা, স্রষ্টাধীশ এবং সর্ববিশুদ্ধতা।

এইরূপে গায়ত্রী মন্ত্রের উপদেশ প্রদান করিয়া স্নান, আচমন এবং প্রাণায়াম প্রভৃতি সঙ্কোচপাসনার ক্রিয়া শিক্ষা দিবে। প্রথমে স্নান এই জন্ত যে, তদ্বারা শরীরের বাহ্য অবয়বগুলির শুদ্ধি এবং আরোগ্যাঙ্গ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে প্রমাণ :—

অস্তিগীত্রাণি শুধ্যস্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি ।

বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধিজ্ঞানেন শুধ্যতি ॥

মনু০ (অঃ ৫ । ১০৯) ।

ইহা মনুস্মৃতির শ্লোক। জলের দ্বারা শরীরের বাহ্যাবয়বগুলি, সত্যাচরণ দ্বারা মন, বিদ্যা ও তপঃ অর্থাৎ সর্ব প্রকার কর্ম সহ করিয়াও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জীবাত্মা পবিত্র হয়। জ্ঞান অর্থাৎ পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থের বিবেক দ্বারা বুদ্ধি দৃঢ় নিশ্চয় ও পবিত্র হয়। এইজন্ত আহারের পূর্বে অবশ্যই স্নান করিবে।

দ্বিতীয়তঃ প্রাণায়াম, এ বিষয়ে প্রমাণ :—

যোগান্নানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্রমে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ।

যোগ (সাধনপাদে সূঃ ২৮) ॥

ইহা যোগশাস্ত্রের সূত্র। যখন মনুষ্য প্রাণায়াম করে তখন প্রতিক্রমে উত্তরোত্তর অশুদ্ধি নাশ এবং জ্ঞানের প্রকাশ হইতে থাকে। যে পর্য্যন্ত মুক্তি না হয় সেই পর্য্যন্ত আত্মার জ্ঞান নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

দহস্তুে ধ্যায়মানানাং ধাতুনাং হি যথা মলাঃ ।

তথেন্দ্রিয়াণাং দহস্তুে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ ॥

মনু০ (অঃ ৬ । ৭১) ॥

ইহা মনুষ্যতির শ্লোক । যেমন অগ্নিতে তপ্ত করিলে স্রবর্ণাদি ধাতুর মল নষ্ট হওয়ায় উহা শুদ্ধ হয়, সেইরূপ প্রাণায়াম করিলে মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহ ক্ষীণ দোষ হইয়া নির্মল হইয়া থাকে । প্রাণায়ামের বিধি :—

প্রচ্ছদন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্থ ।

যোগঃ (সমাধি পাদে সূঃ ৩৪) ।

অত্যন্ত বেগের সহিত বমন হইলে যেমন অন্নজল বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ বলপূর্বক প্রাণকে বহির্নিষ্কৃষ্ট করিয়া যথাশক্তি বাহিরেই নিরুদ্ধ করিবে । যখন বাহির করিতে ইচ্ছা করিবে, তখন মূলেন্দ্রিয়কে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিবে । ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণ বাহিরে থাকিবে । এইরূপে প্রাণ অধিক সময় বাহিরে থাকিতে সমর্থ হইবে । যখন অস্থিরতা আসিবে, তখন ধীরে ধীরে বায়ুকে ভিতরে আনিয়া পুনরায় সামর্থ্য ও ইচ্ছানুসারে সেইরূপ করিতে থাকিবে এবং মনে মনে ওঙ্কার জপ করিতে থাকিবে । এইরূপ করিলে আত্মা ও মন পবিত্র এবং স্থির হইবে । প্রথমতঃ “বাহ্য বিষয়ক”, অর্থাৎ প্রাণকে বহুক্ষণ বাহিরেই নিরোধ করা ; দ্বিতীয়তঃ “আভ্যন্তর”, অর্থাৎ প্রাণকে ভিতরে যতক্ষণ নিরোধ করা যায়, ততক্ষণ নিরোধ করা ; তৃতীয়তঃ “স্তম্ভ বৃত্তি” অর্থাৎ এক সঙ্কেই যে স্থানের প্রাণ সেই স্থানে যথাশক্তি রোধ করা ; চতুর্থতঃ “বাহ্য ভ্যস্তর-ক্ষেপী” অর্থাৎ যখন প্রাণ ভিতর হইতে বহির্গত হইতে থাকে, তখন তাহার বিরুদ্ধে তাহাকে বাহির হইতে না দিয়া, বাহির হইতে ভিতরে আনিবে । যখন প্রাণ বাহির হইতে ভিতরে আসিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহাকে ভিতর হইতে বাহিরের দিকে ধাক্কা দিয়া রোধ করিতে থাকিবে । এইরূপে একের বিরুদ্ধে অশ্রের ক্রিয়া করিলে, উভয়ের গতি রুদ্ধ হওয়াতে প্রাণ নিজ বশে আসিবে এবং মন ও ইন্দ্রিয়ও নিজের অধীন হইবে । তাহাতে বল এবং পুরুষকার বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় বুদ্ধি তীব্র ও সূক্ষ্মরূপ হয় এবং অত্যন্ত কঠিন ও সূক্ষ্ম বিষয় শীঘ্র গ্রহণ করিতে পারে । ইহাতে মানব শরীরে বীৰ্য্যবুদ্ধির ফলে স্থৈর্য্য, বল, পরাক্রম, জিতেন্দ্রিয়তা এবং অল্প কালের মধ্যেই সকল শাস্ত্র বুঝিয়া আয়ত্ত করিবার সামর্থ্য জন্মে । স্ত্রীলোকেও এইরূপ যোগাভ্যাস করিবে । ভোজন, পরিধান, উপবেশন উত্থান, সন্তাষণ এবং জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠদিগের সহিত যথোচিত ব্যবহার সম্বন্ধেও উপদেশ দিবে ।

সঙ্কোচাপাসনাকে ব্রহ্মবজ্রও বলা হয় । যে পরিমাণ জল কণ্ঠের নীচে হৃদয় পর্য্যন্ত পৌঁছে,—অধিক বা নূন নহে,—সেই পরিমাণ জল করতলে লইয়া উহার

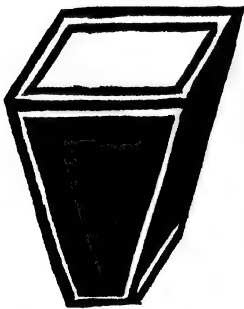
মূলে ও মধ্যস্থলে ওষ্ঠ লাগাইয়া “আচমন” করিবে। তাহাতে কণ্ঠস্থ কফ এবং পিত্তের কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয়। তৎপর “মার্জ্জন” করিবে অর্থাৎ মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নেত্রাদি অঙ্গের উপর জল সিঞ্চন করিবে। তাহাতে আলস্য দূর হয়। যদি আলস্য না থাকে এবং জল পাওয়া না যায়, তবে করিবে না। তাহার পর মন্ত্র সহিত “প্রাণায়াম”, “মনসা পরিক্রমণ”, “উপস্থান”, “স্তুতি”, “প্রার্থনা” ও “উপাসনা”র রীতি শিক্ষা দিবে। অনন্তর “অঘমর্ষণ” করিবে অর্থাৎ পাপ করিবার ইচ্ছাও কখনও করিবে না। এই সঙ্কোপাসনা নির্জ্জন স্থানে একাগ্রচিত্তে করিবে।

অপাং সমীপে নিয়তো নৈত্যিকং বিধিমাশ্রিতঃ ।

সাবিত্রীমপ্যধীয়াত গহ্বারণ্যং সমাহিতঃ ॥ মনুঃ (অঃ ২।১০৪) ॥

ইহা মনুস্মৃতির বচন। অরণ্যে অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে যাইয়া সাবধানে জল সমীপে উপবেশন পূর্বক নিত্য কৰ্ম করিবে। সেই সময়ে সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্রের উচ্চারণ, ও অর্থজ্ঞান করিবে এবং তদনুসারে আচরণ করিবে। কিন্তু এই রূপ মনে মনে করাই উত্তম।

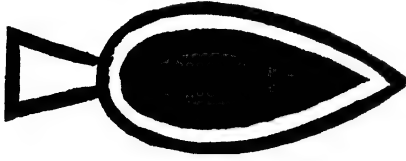
দ্বিতীয়তঃ দেবযজ্ঞ—অগ্নিহোত্র এবং বিদ্বান্দিগের সংসর্গ ও সেবাদি করিলে দেবযজ্ঞ করা হয়। সন্ধ্যা ও অগ্নিহোত্র সাং প্রাতঃ দুই কালেই করিবে। এই দুই কালই দিন রাত্রির সন্ধি বেলা, অশু কোন কাল নহে। নূন কল্পে এক ঘণ্টা কাল অবশ্য ধ্যান করিবে। যোগিগণ যেমন সমাধিস্থ হইয়া পরমাত্মার ধ্যান করেন, সেইরূপ সঙ্কোপাসনাও করিতে থাকিবে। সূর্যোদয়ের পরে ও সূর্যাস্তের পূর্বের অগ্নিহোত্র করিবার



যজ্ঞকুণ্ড

সময়। অগ্নি হোত্রের জন্ত কোন ধাতু অথবা মৃত্তিকা নির্মিত বেদী (যজ্ঞকুণ্ড) এইরূপে প্রস্তুত করিবে:—বেদীর উপরিভাগ বার অথবা ষোল অঙ্গুলি পরিমাণ চতুষ্কোণ এবং ঐ পরিমাণ গভীর, নীচে তিন অথবা চারি অঙ্গুলি পরিমাণ (চতুষ্কোণ) থাকিবে অর্থাৎ উপরিভাগ যে পরিমাণ প্রশস্ত হইবে, নিম্নভাগ তাহার এক চতুর্থাংশ হইবে। চন্দন, পলাশ অথবা আত্র প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ খণ্ড সমূহ বেদীর পরিমাণে ছোট বড় করিয়া উহাতে রাখিবে। উহার মধ্যে

অগ্নি স্থাপন করিয়া পুনরায় ইহার উপর সমিধা অর্থাৎ পূর্বোক্ত ইন্ধন রাখিয়া দিবে। এইরূপ একটি প্রোক্ষণী পাত্র, তৃতীয় এইরূপ প্রণীতা পাত্র, এইপ্রকারের



প্রোক্ষণী পাত্র



প্রণীতা পাত্র

একটি আজ্যস্থালী অর্থাৎ ঘৃত রাখিবার পাত্র এবং এইরূপ চমসা—স্বর্ণ, রৌপ্য



আজ্যস্থালী



চমসা

অথবা কাষ্ঠ নির্মিত হইতে পারে। প্রণীতা ও প্রোক্ষণীতে জল রাখিবে এবং ঘৃত পাত্রে ঘৃত রাখিয়া তাহা তপ্ত করিয়া লইবে। জল রাখিবার জন্য প্রণীতা এবং প্রোক্ষণী এই জন্ম যে ইহা দ্বারা হস্ত প্রক্ষালনের জল লওয়া সুবিধা হয়। তাহার পর ঘৃত উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে :—

ওঁ ভূরগ্নয়ে প্রাণায় স্বাহা। ভুবর্বাণবেহপানায় স্বাহা। স্বরাদিত্যায় ব্যানায় স্বাহা। ওঁ ভূভুবঃস্বরগ্নিবায়াদিত্যেভ্যঃ প্রাণাপানব্যানেভ্যঃ স্বাহা ॥

এইরূপ অগ্নিহোত্রের প্রত্যেকটি মন্ত্র পাঠ করিয়া এক একটি আহুতি দিবে। যদি অধিক আহুতি দিতে হয় তবে :—

ওম্ বিশ্বানি দেব সবিতরু রিতানি পরাম্ভব।

যদুদ্রং তন্ন আম্ভব ॥ যজুঃ (অঃ ৩০।৩)।

এই মন্ত্র ও পূর্বোক্ত গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। “ওম্”, “ভূঃ” এবং “প্রাণঃ” প্রভৃতি পরমেশ্বরের নাম। এই সকলের অর্থ পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। “স্বাহা” শব্দের অর্থ এই যে, আহুত্রে যেরূপ জ্ঞান হয়, জিহ্বা দ্বারা সেইরূপই বলিবে, বিপরীত বলিবে না। পরমেশ্বর যেমন সকল

প্রাণীর সুখের জন্ত জগতের সমস্ত পদার্থ রচনা করিয়াছেন, মনুষ্যেরও সেইরূপ পরোপকার করা কর্তব্য।

(প্রশ্ন)—হোমের দ্বারা কি উপকার হয়? (উত্তর)—সকলেই জানে যে দুর্গন্ধ বায়ু ও জল হইতে রোগ জন্মে, রোগ হইতে প্রাণীদিগের দুঃখ হয়। সুগন্ধ বায়ু ও জল দ্বারা আরোগ্য এবং রোগনাশ হওয়ায় সুখলাভ হয়।

(প্রশ্ন)—চন্দনাদি ঘর্ষণ করিয়া কাহাকেও অনুলেপন করিলে, অথবা ঘূতাদি ভক্ষণ করিতে দিলে অনেক উপকার হয়। উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া বৃথা নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। (উত্তর)—যদি তুমি পদার্থবিজ্ঞা জানিতে, তবে এমন কথা কখনও বলিতে না, কারণ কোনও জ্বরের অস্তিত্ব-বিলোপ ঘটেনা। দেখ, যে স্থানে হোম হয়, সেই স্থান হইতে দূরবর্তী ব্যক্তি নাসিকা দ্বারা সুগন্ধ গ্রহণ করে। এইরূপে দুর্গন্ধও গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারাই বুঝিয়া লও যে, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত পদার্থ সূক্ষ্মাকারে বিস্তৃত হইয়া বায়ুর সহিত দূরে গমন করে এবং দুর্গন্ধ নষ্ট করে। (প্রশ্ন)—যদি এইরূপই হয়, তবে কেশর, কস্তুরী, সুগন্ধ পুষ্প এবং আতর প্রভৃতি গৃহে রাখিলে বায়ু সুগন্ধময় হইয়া সুখকর হইবে। (উত্তর)—এই সুগন্ধের এমন সামর্থ্য নাই যে, গৃহের বায়ুকে বাহির করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করাইতে পারে। কারণ ইহাতে ভেদকশক্তি নাই। কিন্তু ঐ বায়ু এবং দুর্গন্ধ পদার্থকে ছিন্ন ভিন্ন এবং লঘু করিয়া বহির্গত করিবার এবং পবিত্র বায়ু প্রবেশ করাইবার সামর্থ্য অগ্নিরই আছে। (প্রশ্ন)—তবে মন্ত্রপাঠ করিয়া হোম করিবার প্রয়োজন কি? (উত্তর)—মন্ত্র সমূহ যে ব্যাখ্যান আছে তাহাতে হোমানুষ্ঠানের উপকারিতা জানা যায়, আবৃন্তির দ্বারা মন্ত্রগুলি কণ্ঠস্থ থাকে এবং বেদের পঠন পাঠন ও রক্ষা হয়।

(প্রশ্ন)—হোম না করিলে পাপ হয় কি?

(উত্তর)—হাঁ! কেননা যে মনুষ্যের শরীর হইতে যে পরিমাণ দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইয়া জল বায়ু দূষিত করে এবং রোগোৎপত্তির কারণ হইয়া প্রাণীদিগের পক্ষে দুঃখকর হয়, সেই মনুষ্যের সেই পরিমাণ পাপই হইয়া থাকে। এই জন্ত সেই পাপ নিবারণার্থ সেই পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা অধিক সুগন্ধ বায়ু ও জলের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যিক। পানাহারের দ্বারা কেবল ব্যক্তি বিশেষের সুখ হইয়া থাকে কিন্তু একজন লোক যে পরিমাণ ঘূত এবং সুগন্ধ পদার্থাদি ভোজন করে, সেই পরিমাণ জ্বরের হোম দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু যে সব মনুষ্য ঘূতাদি উত্তম বস্তু ভোজন করেনা,

তাহাদের শরীর ও আত্মার বলবৃদ্ধি হইতে পারে না। এ জন্ত উত্তম ভোজ্য এবং পানীয় গ্রহণ করানও আবশ্যক। কিন্তু উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ হোম করা উচিত। অতএব হোম করা অত্যাবশ্যক। (প্রশ্ন)—প্রত্যেক মনুষ্য কত আহুতি দিবে এবং প্রত্যেক আহুতির পরিমাণ কত? (উত্তর)—প্রত্যেক মনুষ্য ষোলটি করিয়া আহুতি দিবে এবং প্রত্যেক আহুতির পরিমাণ ন্যূনকল্পে ছয়মাষা ঘৃতাদি হওয়া উচিত। আর যদি অধিক করা হয়, তবে অতি উত্তম। এইজন্ত আর্য্যবর শিরোমণি মহামনা ঋষি মহর্ষি এবং রাজা মহারাজারা অনেক হোম করিতেন ও করাইতেন। যতদিন এই হোম প্রচলিত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত দেশ নীরোগ ও সুখপূর্ণ ছিল। এখনও হোমের পুনঃ প্রচার হইলে সেইরূপই হইবে। এই দুই যজ্ঞের মধ্যে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সঙ্কোচপাসনা, ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা—ব্রহ্মযজ্ঞ। দ্বিতীয়তঃ অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত যজ্ঞ এবং বিদ্বান্দিগের সেবা ও সংসর্গ—দেবযজ্ঞ। পরন্তু ব্রহ্মচর্য্য কেবল ব্রহ্মযজ্ঞ এবং অগ্নিহোত্রই করিতে হয়।

ব্রাহ্মণসূত্র্যাণাং বর্ণনামুপনয়নং কর্ত্তুমর্হতি, রাজনো দ্বয়শ্চ বৈশ্ণো বৈশ্ণুশ্চৈবেতি। শূদ্ৰমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্ত্ৰবর্জ্জমনুপনীতমধ্যাপয়েদিত্যেকৈ ॥

ইহা সূত্রান্তের সূত্রস্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বচন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এবং বৈশ্য কেবল মাত্র বৈশ্যের যজ্ঞোপবীত দিয়া অধ্যাপনা করিতে পারে। শূদ্ৰ কুলীন ও শুভ লক্ষণযুক্ত হইলে তাহাকে মন্ত্ৰসংহিতা ব্যতীত সকল শাস্ত্র পড়াইবে। অনেক আচার্য্যের মত এই যে, শূদ্ৰ বিজ্ঞা শিক্ষা করিবে, কিন্তু তাহার উপনয়ন হইবে না। পরে পঞ্চম অথবা অষ্টম বর্ষ হইতে বালকেরা বালকদিগের এবং বালিকারা বালিকাদিগের পাঠশালায় যাইবে ও নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে—

যটুত্রিংশদাক্ষিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।

তদাক্ষিকং পাদিকং বা গ্রহণাস্তিকমেব বা ॥ মনুঃ ॥ (৩।১) ॥

অর্থঃ—অষ্টম বর্ষের পর ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত (ব্রহ্মচর্য্য) অর্থাৎ সাত্ৰোপাজ্ঞ একটি বেদের অধ্যয়নে বার বার বৎসর করিয়া ৩৬ বৎসর, তাহার সঙ্গে আট যোগ দিয়া ৪৪ বৎসর; অথবা ১৮ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য তাহার সঙ্গে পূর্বের আট বৎসর যোগ করিয়া ২৬ বৎসর; অথবা নয় বৎসর—অথবা যতকাল পর্য্যন্ত বিজ্ঞা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হয়, ততকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে।

পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্মৈ যানি চতুর্বিংশতি বর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনং, চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং, তদস্মৈ বসবোহস্বায়তাঃ প্রাণা বাব বসব এতে হীদং সর্বং বাসয়ন্তি ॥ ১ ॥

তৎচেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ক্রয়াৎ প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনং সवनমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপসীয়েত্যুত্কেব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥ ২ ॥

অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্যন্দিনং সवनং চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রৈকুপ, ত্রৈকুভং মাধ্যন্দিনং সवनং তদস্মৈ রুদ্রা অস্বায়তাঃ প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদং সর্বং রোদয়ন্তি ॥ ৩ ॥

তৎ চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ক্রয়াৎ প্রাণা রুদ্রা ইদং মে মাধ্যন্দিনং সवनং তৃতীয় সवनমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং রুদ্রাণাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপসীয়েত্যুত্কেব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥ ৪ ॥

অথ যান্শচাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি ততৃতীয়সবনমচাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তদস্মাদিত্যাস্বায়তাঃ প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হীদং সর্বমাদদতে ॥ ৫ ॥

তৎ চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ক্রয়াৎ প্রাণা আদিত্যা ইদং মে তৃতীয় সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপসীয়েত্যুত্কেব তত এত্যগদো হৈব ভবতি ॥ ৬ ॥

ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদের (প্রপা. ৩। খণ্ড ১৬) বচন। ব্রহ্মচর্য্য ত্রিবিধ, যথা :—নিকৃষ্ট, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট। তন্মধ্যে নিকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য :—পুরুষ (মনুষ্য) অল্পরসময় দেহ ও পুরি অর্থাৎ দেহে শয়নকারী জীবাত্মার সমবায়। তাহার পক্ষে যজ্ঞ অর্থাৎ অত্যন্ত শুভগুণ দ্বারা যুক্ত এবং সৎকর্তব্য-পরায়ণ হওয়া উচিত। সে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ ব্রহ্মচারী থাকিয়া বেদাদি বিজ্ঞাধ্যয়ন এবং শূশিক্ষা গ্রহণ করিবে। যদি সে বিবাহ করিয়াও লম্পটের আচরণ না করে, তাহা হইলে তাহার শরীরে প্রাণ বলবান হইয়া সমস্ত শুভগুণের অধিষ্ঠাতা হইয়া উঠে। যাহাতে সে এই প্রথম বয়সে আপনাকে বিজ্ঞাত্যাসের তপস্তায় নিযুক্ত রাখে আচার্য্য সেইরূপ উপদেশই দিবেন। ব্রহ্মচারী এইরূপ নিশ্চিত ধারণা পোষণ করিবে :—‘‘আমি যদি প্রথমাবস্থায় যথার্থ ব্রহ্মচারী থাকি, তবে আমার শরীর

৬ আত্মা স্নহ ও বলিষ্ঠ, এবং আমার প্রাণ শুভগুণ সমূহের অধিষ্ঠাতা হইবে” । সে বলিবে—“হে মনুষ্যগণ ! তোমরা এমন স্নহ বিস্তার কর যাহাতে আমি আমার ব্রহ্মচর্যা লোপ না করি । যদি আমি ২৪ বৎসরের পর গৃহাশ্রম অবলম্বন করি, তবে নিশ্চয় আমি নীরোগ থাকিব এবং আমার আয়ুও ৭০ বা ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে” ।

মধ্যম ব্রহ্মচর্যা :—যে মনুষ্য ৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করে, তাহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অস্তংকরণ এবং আত্মা বলশালী হইয়া দুইদিগকে রোদন করায় এবং ত্রৈলোক্যকে পালন করে । (ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে বলিবে)—“যদি আপনার উপদেশ অনুসারে আমি এই প্রথম বয়সে কিঞ্চিৎ তপশ্চর্যা করি, তাহা হইলে আমার এই রুদ্ররূপ প্রাণযুক্ত মধ্যম ব্রহ্মচর্যা সিদ্ধ হইবে” । (ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারীদিগকে বলিবে)—“হে ব্রহ্মচারিগণ ! তোমরা ব্রহ্মচর্য্যে উন্নতিশীল হও । আমি যেমন ব্রহ্মচর্যা লোপ না করিয়া যজ্ঞস্বরূপ হইয়া আচার্য্য-কুল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি এবং নীরোগ রহিয়াছি, যেমন এই সব ব্রহ্মচারী শুভকর্ষ করে তোমরাও সেইরূপ করিতে থাক” ।

উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্যা :—৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত তৃতীয় প্রকারের ব্রহ্মচর্যা করিতে হয় । যেরূপ জগতী ছন্দ ৪৮ অক্ষরযুক্ত, সেইরূপ যে ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত যথাবৎ ব্রহ্মচর্যা পালন করে, তাহার প্রাণ অমুকুল হইয়া সকল বিদ্যা গ্রহণ করে । যদি আচার্য্য এবং মাতা পিতা স্বীয় সন্তানদিগকে প্রথম বয়সে বিদ্যা ও গুণ গ্রহণের জন্য তপস্বী করিয়া সেই বিষয়েই উপদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে সন্তানগণ স্বভাবতঃই অধিক্ত ব্রহ্মচর্যা সেবন দ্বারা ও তৃতীয় প্রকার উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্যা পালন করিয়া পূর্ণ অর্থাৎ চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু বৃদ্ধি করিবে । তোমরাও সেইরূপ আয়ু বৃদ্ধি কর । কারণ যে এই ব্রহ্মচর্য্য প্রাপ্ত হইয়া তাহার লোপ না করে, সে সর্ববিধ রোগ শূন্য হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ।

চতশ্রোহবস্থাঃ শরীরস্থ বৃদ্ধিযে বৈবনং সম্পূর্ণতা কিঞ্চিৎ পরিহাণিষ্যেতি ।
আষোড়শাদিবৃদ্ধিঃ । আপঞ্চবিংশতের্যোবনম্ । আচত্বারিংশতঃ সম্পূর্ণতা ।
ততঃ কিঞ্চিৎ পরিহাণিষ্যেতি ।

পঞ্চবিংশে ততোবর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে ।

সমভ্রাগতবীর্ঘ্যো তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ॥

ইহা সূত্রান্তের সূত্রস্থানের ৩৫ অধ্যায়ের বচন । এই শরীরের চারি অবস্থা । প্রথম (বৃদ্ধি)—ষোড়শ বর্ষ হইতে পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত সকল ধাতুর বৃদ্ধি হইতে

ধাকে । দ্বিতীয় (যৌবন)—পঞ্চবিংশতি বর্ষের শেষে এবং ষড়বিংশতি বর্ষের আরম্ভে যুবাবস্থার আরম্ভ হয় । তৃতীয় (সম্পূর্ণতা)—পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইতে চত্বারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত সকল ধাতুর পুষ্টি হয় । চতুর্থ (কিঞ্চিৎ পরিহাণি)—শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ধাতু পুষ্ট হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পর যে ধাতুবৃদ্ধি হয়, তাহা শরীরে থাকে না, কিন্তু স্বপ্নে ও ঘর্ষাদির দ্বারা বাহির হইয়া যায় । সেই চত্বারিংশ বর্ষই বিবাহের উত্তম সময় । তবে অষ্টাচত্বারিংশ বর্ষে বিবাহ করাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

(প্রশ্ন)—এই ব্রহ্মচর্যের নিয়ম কি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সম্বন্ধে সমান ?

(উত্তর)—না । যদি পুরুষ ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তবে কন্যা ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত ; যদি পুরুষ ৩০ বৎস পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যপালন করে, তবে স্ত্রী ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত ; যদি পুরুষ ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকে, তবে স্ত্রী ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত ; যদি পুরুষ ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তবে স্ত্রী ২০ বৎসর পর্য্যন্ত ; যদি পুরুষ ৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তবে স্ত্রী ২২ বৎসর পর্য্যন্ত ; আর যদি পুরুষ ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তবে স্ত্রী ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে ; অর্থাৎ ৪৮ বৎসরের পর পুরুষ এবং ২৪ বৎসরের পর স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্য পালন করা উচিত নহে ; কিন্তু যে সকল স্ত্রী পুরুষ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা । যাহারা বিবাহ করিতেই অনিচ্ছুক, তাহারা আমরণ ব্রহ্মচারী থাকিতে পারিলে ভালই থাকিবে কিন্তু ইহা পূর্ণ বিদ্বান, জিতেন্দ্রিয় ও নির্দোষ যোগী স্ত্রী-পুরুষের জ্ঞাত । কারণ কামবেগ নিরোধ করিয়া ইন্দ্রিয় সমূহকে আত্মবশে রাখা অতীব কঠিন কার্য্য ।

ধাতং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । সত্যং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । অগ্নিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । অগ্নিহোত্রশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । মানুষ্যং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । প্রজা চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ । প্রজ্ঞনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । প্রজ্ঞাতিশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ ।

ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষদের (প্রঃ ৭ । অম্লঃ ৯) বচন ।

ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের সম্বন্ধে নিয়ম :—(ঋতং) যথার্থ আচরণ সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে । (সত্যং) সত্যাচরণ সহকারে সত্যবিত্তা সমূহের

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (তপঃ) তপস্বী হইয়া অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান-সহকারে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (দমঃ) অসদাচরণ হইতে বাহ্য ইন্দ্রিয় সমূহকে নিরুদ্ধ করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (শমঃ) মনোবৃত্তি সমূহকে সর্ব্বপ্রকার দোষ হইতে নিবৃত্ত করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (অগ্নয়ঃ) আহবনীয়াদি অগ্নি এবং বিহ্বাৎ প্রভৃতির তত্ত্ব জানিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে থাকিবে। (অগ্নিহোত্রঃ) অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান সহকারে পঠন পাঠন করিবে। (অতিথ্যঃ) অতিথি-সেবা সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (মানুষ্যঃ) যথাযোগ্য মনুষ্যোচিত আচরণ-সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (প্রজাঃ) সন্তান পালন ও রাজ্যরক্ষা সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (প্রজনঃ) বীর্ষ্যরক্ষা ও বীর্ষ্যবৃদ্ধি সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (প্রজাতিঃ) নিজ সন্তান ও শিষ্যদিগের প্রতিপালন সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে থাকিবে।

যমান্ সেবেত সততং ন নিয়মান্ কেবলান্ বুধঃ ।

যমান্ পতত্যকুর্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্ ॥

মনুঃ (অঃ ৪।২০৪) ॥

যম পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে ।

তত্রাহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ।

যোগঃ (সাধনপাদে সূত্র ৩০) ॥

অর্থাৎ (অহিংসা) বৈরত্যাগ ; (সত্য) সত্য মানা, সত্যবলা এবং সত্যানুষ্ঠান করা ; (অস্তেয়) অর্থাৎ মন, বাক্য ও কর্মেণ দ্বারা চৌর্য্যত্যাগ ; (ব্রহ্মচর্য্য) অর্থাৎ উপস্থিতদ্রিয়ার সংযম ; (অপরিগ্রহ) অতিলোভ ও আত্মাভিমান না থাকা ;—এই পঞ্চবিধ যমের সর্ব্বদা সেবন করিবে । কেবল নিয়ম সেবন করিবে না । অর্থাৎ :—

শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥

যোগঃ (সাধনপাদে সূঃ ৩২) ॥

(শৌচ) অর্থাৎ স্নানাদি দ্বারা পবিত্র থাকা, (সন্তোষ) সম্যকরূপে প্রসন্ন হইয়া নিরন্তর থাকা সন্তোষ নহে, কিন্তু যথাসাধ্য পুরুষকার করা এবং হানি লাভে শোক বা আনন্দ না করা ; (তপঃ) অর্থাৎ কষ্ট সহ্য করিয়াও ধর্ম্মযুক্ত

কর্মের অনুষ্ঠান করা ; (স্বাধ্যায়) অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ; (ঈশ্বর প্রশিখান) ঈশ্বরের প্রগাঢ় ভক্তিতে আত্মাকে অর্পিত রাখা—এই পাঁচটিকে নিয়ম বলে । যম ব্যতীত কেবলমাত্র নিয়ম সেবন করিবে না । কিন্তু যম-নিয়ম উভয়ই সেবন করিবে । যম পরিত্যাগ করিয়া যিনি কেবল নিয়ম সেবন করেন, তিনি উন্নতি লাভ করেন না, বরং অধোগতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সংসারে পতিত অবস্থায় থাকেন ;—

কামান্নতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা ।

কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ ॥ মনুঃ (অঃ ২।২) ॥

অর্থ—অত্যন্ত স্কামতা এবং নিকামতা কাহারও পক্ষে প্রশস্ত নহে । কারণ কামনা ব্যতীত বেদজ্ঞান এবং বেদবিহিত কর্ম্মাদি শুভানুষ্ঠান কাহারও দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারেনা । অতএব—

স্বাধ্যায়েন ত্রৈতৈর্হোমৈঃ ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া স্মৃতেঃ ॥

মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়াং ক্রিয়তে তনুঃ ॥

মনুঃ অধ্যায় (২।২৮) ॥

অর্থ—(স্বাধ্যায়) সকল বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ; (ত্রত) ব্রহ্মচর্যা ও সত্যভাষণাদি নিয়মপালন ; (হোম) অগ্নিহোত্রাদি হোম ; সত্যগ্রহণ, অসত্য বর্জন এবং সত্যবিজ্ঞান ; (ত্রৈবিদ্যেন) বৈদিক কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান-বিদ্যাগ্রহণ ; (ইজ্যয়া) পক্ষেষ্টি প্রভৃতি কর্ম্ম ; (স্মৃতেঃ) সন্তানোৎপত্তি ; (মহাযজ্ঞৈঃ) ব্রহ্ম, দেব, পিতৃ, বৈশ্বদেব এবং অতিথিসেবারূপ পঞ্চ মহাযজ্ঞ এবং (যজ্ঞৈঃ) অগ্নিষ্টোমাদি, শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞানাদি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা এই শরীরকে ব্রাহ্মী অর্থাৎ বেদ ও ভগবদ্ভক্তির আধার-স্বরূপ ব্রাহ্মণ-শরীর করা যায় । এই সকল সাধন ব্যতীত ব্রাহ্মণ-শরীর হইতে পারেনা ।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু ।

সংযমে যত্নমাতীষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্ ॥ মনুঃ (২।৮৮) ॥

অর্থ—যেমন বিদ্বান্ সারথী অশ্বকে নিয়মে রাখে, সেইরূপ মন এবং আত্মাকে হীনকর্মে আকর্ষণকারী ও বিষয় মধ্যে বিচরণশীল ইন্দ্রিয় সমূহের নিগ্রহার্থ সকল প্রকার যত্ন করিবে । কারণ ;—

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমুচ্ছ্যত্যাশয়ম্ ।

সম্মিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥ মনু० (২।৯৩) ॥

অর্থ—জীবাত্মা ইন্দ্রিয় সমূহের বশীভূত হইয়া নিশ্চয়ই নানাপ্রকার বড় বড় দোষ প্রাপ্ত হয় এবং যখন ইন্দ্রিয়সমূহকে নিজের বশীভূত করে, তখনই সিদ্ধিলাভ করে ।

বেদান্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ ।

ন বিপ্রদুষ্টভাবশ্চ সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কহিচিৎ ॥ মনু० (২।৯৭) ॥

যে ব্যক্তি ছুরাচারী ও অজিতেন্দ্রিয় তাহার বেদ, ত্যাগ, যজ্ঞ, নিয়ম, তপ এবং অন্যান্য সংকর্ম্ম কখনও সিদ্ধ হয় না ;—

বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নৈতি্যকে ।

নানুরোধোহন্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি ॥১॥

নৈতি্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ে ত্রক্ষসত্রং হি তৎ স্মৃতম্ ।

ত্রক্ষাহুতিহুতং পুণ্যমনধ্যায়বষট্ কৃতম্ ॥২॥

মনু० (২।১০৫-১০৬) ॥

বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায়, সঙ্কোপাসনাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে এবং হোমমন্ত্র সম্বন্ধে অনধ্যায় বিষয়ক অনুরোধ (আগ্রহ) নাই । ১ ॥ কারণ নিত্য কর্ম্মে অনধ্যায় হয়না । যেমন সর্বদা নিঃশ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হয়, কখনও রোধ করা যায়না, সেইরূপ প্রতিদিন নিত্যকর্ম্ম কর্তব্য । নিত্যকর্ম্ম একদিনও পরিত্যাগ করিবেনা কারণ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি উত্তম কর্ম্ম অনধ্যায়েও অনুষ্ঠিত হইলে পুণ্যস্বরূপ হইয়া থাকে । যেমন মিথ্যা বলিলে সর্বদা পাপ এবং সত্য বলিলে সর্বদা পুণ্য হয়, সেইরূপ কুকর্ম্মে সর্বদা অনধ্যায় ও শুকর্ম্মে সর্বদা স্বাধ্যায় হইয়া থাকে ।

অভিবাদনশীলশ্চ নিত্যং ব্রহ্মোপসেবিনঃ ।

চত্বারি তস্মৈ বর্ধন্তু আয়ুর্বিদ্যা যশোবলম্ ॥ মনু० (২।১২১) ॥

যে সর্বদা নম্র, শীল, বিদ্বান্ এবং ব্রহ্মসেবী, তাহার আয়ু, বিদ্যা, কীর্ত্তি এবং বল—এই চারিটি সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । আর যে এইরূপ না করে তাহার আয়ু প্রভৃতি চারিটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়না ।

অহিংসায়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োহনুশাসনম্ ।
 বাক্ চৈব মধুরা প্লব্ধা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা ॥১॥
 যস্য বাঙ্মনসে শুদ্ধে সম্যগ্গুপ্তে চ সর্ব্বদা ।
 স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্ ॥ ২ ॥

মনু० (২।১৫৯-১৬০) ॥

বৈরবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সকলকে কল্যাণমার্গের উপদেশ প্রদান করা
 বিদ্বান্ এবং বিদ্বাৰ্থীদিগের কর্তব্য । উপদেষ্টা সর্ব্বদা স্নেহলতাপূর্ণ ও মধুর বাক্য
 বলিবেন । যিনি ধর্ম্মে উন্নত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি সর্ব্বদা সত্যপথে চলিবেন
 এবং সত্যেরই উপদেশ প্রদান করিবেন । ১ ॥ বাঁহার বাণী এবং মন সর্ব্বদা শুদ্ধ
 ও সুরক্ষিত থাকে তিনিই সমস্ত বেদান্ত অর্থাৎ সমগ্র বেদের সিদ্ধান্ত রূপ
 ফল প্রাপ্ত হন । ২ ॥

সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্ভিজ্জেত বিবাদিব ।

অমৃতশ্চেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা ॥ মনু० (২।১৬২) ॥

যিনি সম্মানকে বিষবৎ ভয় করেন এবং অপমানকে অমৃতবৎ কামনা করেন,
 সেই ব্রাহ্মণই সমগ্র বেদ এবং পরমেশ্বরকে জানেন ।

অনেন ক্রমযোগেন সংস্কৃতাত্মা দ্বিজঃ শনৈঃ ।

গুরৌ বসন্ সংশ্চিনুয়াদ্ ব্রহ্মাধিগমিকং তপঃ ॥ মনু० (২।১৬৪) ॥

এইরূপে কৃতোপনয়ন দ্বিজ ব্রহ্মচারী কুমার এবং ব্রহ্মচারিণী কস্তা ধীরে ধীরে
 বেদার্থজ্ঞানরূপ উত্তম তপশ্চর্য্যাকে বুদ্ধি করিতে থাকিবেন ।

যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্ত্রে কুরুতে শ্রমম্ ।

স জীবন্মেব শূদ্রত্বমাপ্ত গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ মনু० (২।১৬৮) ॥

যিনি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করিতে থাকেন, তিনি শূদ্রই
 নিজ পুত্র পৌত্রাদির সহিত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন ।

বর্জ্জয়েন্মাধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ ।

শুস্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাং চৈব হিংসনম্ ॥ ১ ॥

অভ্যঙ্গমঞ্জনং চাক্ষৌরূপানচ্ছত্রধারণম্ ।

কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্ ॥ ২ ॥

দ্যুতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথাহনৃতম্ ।

স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালন্তমুপঘাতং পরস্য চ ॥ ৩ ॥

একঃ শয়ীত সৰ্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ কচিৎ ।

কামাক্ষি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

মনু০ (২।১৭৭-১৮০) ॥

ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী মত্ত, মাংস, গন্ধ, মালা, রস, স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গ, সব অন্ন, প্রাণি-হিংসা, ॥ ১ ॥ অঙ্গ-মর্দন, অকারণ উপস্থিত্ত্রিয়-স্পর্শ, নেত্রাঞ্জন, জুতা ও ছত্র ধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, শোক, ঈর্ষ্যা, ঘেঘ, নৃত্য, গীত, বাজ, ॥ ২ ॥ দূতক্রৌড়া, পরচর্চা, পরনিন্দা, মিথ্যাভাষণ, স্ত্রী-পুরুষের দর্শন, পরনির্ভরশীলতা এবং পরের অপকার ইত্যাদি কুকর্ম্ম সর্বদা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩ ॥ সর্বত্র একাকী শয়ন করিবে। কখনও বীৰ্য্য স্খলন করিবে না। যদি কামনা বশতঃ বীৰ্য্য স্খলন করা হয়, তবে জানিবে যে, নিজের ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নষ্ট করা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

বেদমনুচ্যার্থ্যেহস্তেবাসিনমনুশাস্তি । সত্যং বদ । ধর্ম্মং চর । স্বাধ্যায়ান্মা
প্রমদঃ । আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ ।
সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্ । ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্ । কুণলান্ন প্রমদিতব্যম্ । ভূতৈ
ন প্রমদিতব্যম্ । স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥ দেবপিতৃকার্য্যভ্যাং
ন প্রমদিতব্যম্ । মাতৃদেবো ভব । পিতৃদেবো ভব । আচার্য্যদেবো
ভব । অতিথিদেবো ভব । যাত্ননবগ্ধানি কস্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো
ইতরাণি । যাত্নস্মাকং স্মচরিতানি তানি হ্রয়োপাস্যানি নো ইতরাণি ।
যে কে চাস্মচ্ছ্রুয়াংসো ব্রাহ্মণাস্তেবাং হ্রয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্ । শ্রদ্ধয়া
দেয়ম্ । অশ্রদ্ধয়া দেয়ম্ । শ্রিয়া দেয়ম্ । হ্রিয়া দেয়ম্ । ভিয়া
দেয়ম্ । সংবিদা দেয়ম্ । অথ যদি তে কস্ম বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা
বা স্যাৎ । যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সন্মর্শিনো যুক্তা অযুক্তা অলুক্ষা ধর্ম্মকামাঃ
স্ব্যর্থথা তে তত্র বর্ভেরন্ । তথা তত্র বর্ভেথাঃ । এষ আদেশ এষ
উপদেশ এষা বেদোপনিষৎ । এতদনুশাসনম্ । এবমুপাসিতব্যম্ ।
এবমুচৈতদুপাস্যম্ । তৈত্তিরীয়ং (প্রপাঃ ৭ অনুঃ ১১ কং ১।২।৩।৪) ॥

আচার্য্য অশ্বেবাসী অর্থাৎ নিজ শিষ্য ও শিষ্যাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিবেন:—তুমি সর্বদা সত্য বলিবে, ধর্ম্মাচরণ করিবে, প্রমাদ রহিত হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা করিবে এবং আচার্য্যকে তাঁহার প্রিয়ধন প্রদান পূর্ব্বক বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপত্তি করিবে। প্রমাদ বশতঃ কখনও সত্য পরিত্যাগ করিও না। প্রমাদ বশতঃ ধর্ম্ম ত্যাগ করিও না। প্রমাদ বশতঃ আরোগ্য ও নিপুণতা হারাইও না। প্রমাদ বশতঃ উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি পরিত্যাগ করিও না। প্রমাদ বশতঃ কখনও অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিও না। দেব অর্থাৎ বিদ্বান্ এবং মাতা পিতা প্রভৃতির সেবায় প্রমাদ করিও না। যেরূপ বিদ্বান্দিগের সম্মান করিবে, সেইরূপ মাতা পিতা আচার্য্য এবং অতিথিরও সেবা সর্ব্বদা করিতে থাকিবে। সত্যভাষণ প্রভৃতি অনিন্দিত পুণ্য-কর্ম্ম করিবে। ইহা ছাড়া মিথ্যাভাষণাদি কখনও করিবেনা। আমাদের সুচরিত্র অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্ম গ্রহণ করিবে এবং আমাদের পাপাচরণ কখনও গ্রহণ করিবে না। আমাদের মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট বিদ্বান্ ও ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ, তাঁহাদেরই সমীপে উপবেশন করিবে এবং তাহাদিগকেই বিশ্বাস করিবে। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। শোভনতার সহিত দান করিবে। লজ্জার সহিত দান করিবে। ভয়ের সহিত দান করিবে। প্রতিজ্ঞা বশতঃ দান করিবে। কর্ম্ম, লীল, উপাসনা ও জ্ঞান সম্বন্ধে কখনও কোনও সংশয় উপস্থিত হইলে বিচারশীল, পক্ষপাতশূন্য, যোগী অথবা অযোগী কোমলচিত্ত ধর্ম্মাভিলাষী এবং ধর্ম্মাত্মারা যে ধর্ম্মপথে থাকেন তুমিও সেই পথে থাক। ইহাই আদেশ, ইহাই আজ্ঞা, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেন্দোপনিষদ্, এবং ইহাই শিক্ষা। এইরূপ আচরণ করা এবং স্বীয় আচরণকে সংশোধন করা কর্তব্য।

অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতে নেহ কহিচিৎ ।

যদ্যদ্বিক্রী কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্ ॥ মনুঃ (২।৪) ॥

মনুষ্ট্যের নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে নিজাম ব্যক্তির নেত্রের সংকোচ ও বিকাশ হওয়াও সর্ব্বথা অসম্ভব। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে যাহা যাহা করা হয় সে সব কর্ম্ম কামনা ছাড়া নহে।

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ ।

তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্মাদাত্মবান্ দ্বিজঃ ॥ ১ ॥

আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নতে ।

আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ২ ॥

মনু० (১।১০৮-১০৯) ॥

বেদের কথন, শ্রবণ, শ্রাবণ, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার ফল বেদ ও বেদানুকূল স্মৃতি প্রতিপাদিত ধর্ম্মাচরণ । সুতরাং সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণে রত থাকিবে । ১ ॥ কারণ যে ধর্ম্মাচরণ রহিত, সে বেদপ্রতিপাদিত ধর্ম্ম হইতে উদ্ধৃত সুখরূপ ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না । যে বিজ্ঞাধ্যয়ন পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করে, সেই সম্পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হয় । ২ ॥

যৌহবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ বিজঃ ।

স সাধুভির্ব্বহিকার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥ মনু० (২।১১) ॥

যে বেদ, বেদানুকূল ও আশু-পুরুষ রচিত শাস্ত্র সমূহের অবমাননা করে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে সমাজ, পঙ্ক্তি এবং দেশ হইতে বহিকার করা উচিত । কারণ :—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্ত্য চ প্রিয়মানুনঃ ।

এতচ্চতুর্বিবধং প্রাহ্ঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥ মনু० (২।১২) ॥

বেদ, স্মৃতি অর্থাৎ বেদানুকূল আশ্রোক্ত মনুস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র, সংপুরুষদিগের আচার অর্থাৎ যাহা সনাতন বা বেদ দ্বারা পরমেশ্বর প্রতিপাদিত কৰ্ম্ম এবং নিজ আত্মার প্রিয় কৰ্ম্ম অর্থাৎ যাহা আত্মার বাঞ্ছিত যেমন সত্যভাষণ—এই চারিটি ধর্ম্মের লক্ষণ ; অর্থাৎ এতদ্বারাই ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় হইয়া থাকে । পক্ষপাত রহিত জ্ঞায়, সত্যের গ্রহণ ও সর্ব্বদা অসত্যের বর্জনরূপ আচরণকে ধর্ম্ম বলে । ইহার বিপরীত, পক্ষপাতযুক্ত অজ্ঞায় আচরণ, সত্যবর্জন এবং অসত্য-গ্রহণরূপ কৰ্ম্মকে অধর্ম্ম বলে ।

অর্থকামেষ্বসত্ত্বানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে ।

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রেষ্ঠতিঃ ॥ মনু० (২।১৩) ॥

যিনি (অর্থ) সুবর্ণাদি রত্ন এবং (কাম) স্ত্রীসংসর্গাদিতে আবদ্ধ হন না, তিনিই ধর্ম্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন । যিনি ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেদদ্বারা ধর্ম্ম নির্ণয় করিবেন । কারণ বেদ বাতীত ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় ঠিক ঠিক হয়না ।

আচার্য্য নিজ শিষ্যকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, বিশেষতঃ রাজা, অধ্যাপক, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং উত্তম শূদ্রদিগকেও বিজ্ঞাত্যাস করাইবেন। কারণ যে ব্রাহ্মণ সেই যদি কেবল বিজ্ঞা শিক্ষা করে, ক্ষত্রিয়াদি না করে, তাহা হইলে বিজ্ঞা, ধর্ম, রাজ্য এবং ধনাদির বৃদ্ধি কখনও হইতে পারেনা। কারণ ব্রাহ্মণ ত কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দ্বারা ক্ষত্রিয়াদির নিকট হইতে জীবিকার্জন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। কিন্তু জীবিকার অধীন, ক্ষত্রিয়াদির আজ্ঞাদাতা, যথাবৎ পরীক্ষক এবং দণ্ডদাতা না থাকিলে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণ কপটাচারেই লিপ্ত হইয়া পড়ে। ক্ষত্রিয়াদি বিদ্বান হইলে ব্রাহ্মণগণও অধিক বিজ্ঞাত্যাস করে এবং ধর্মপথে চলে। তাহারা বিদ্বান ক্ষত্রিয়াদির সম্মুখে ভণ্ডামি ও মিথ্যা ব্যবহার করিতে পারে না। যখন ক্ষত্রিয়াদি বিজ্ঞাহীন হয় তখন তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করে ও করাইয়া থাকে।

অতএব যদি ব্রাহ্মণগণ আপনাদের কল্যাণ কামনা করেন, তবে ক্ষত্রিয়াদিকে বিশেষ যত্নের সহিত বেদাদি সত্যশাস্ত্রের শিক্ষা দান করিবেন। কারণ ক্ষত্রিয়াদিই বিজ্ঞা, ধর্ম, রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি করেন। তাহারা কখনও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে না, স্ত্রুতরাং বিজ্ঞা-ব্যবহার বিষয়ে ইহারা পক্ষপাতীও হইতে পারে না। যখন সকল বর্ণের মধ্যে বিজ্ঞা ও সুশিক্ষার প্রচার হয় তখন কেহই ভণ্ডামিরূপ অধর্ম্মযুক্ত মিথ্যা ব্যবহার প্রচলিত করিতে পারে না। ইহাতে সিদ্ধ হইতেছে যে, ক্ষত্রিয়াদিকে নিয়মানুসারে পরিচালনা করিবেন ব্রাহ্মণ ও সম্রাট, এবং ব্রাহ্মণ ও সম্রাটদিগকে সুনিয়মে পরিচালনা করিবেন ক্ষত্রিয়াদি। এই জন্ত সকল বর্ণের নরনারীদিগের মধ্যে বিজ্ঞা ও ধর্ম্মের প্রচার হওয়া আবশ্যক।

এখন যাহা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে তাহার উত্তমরূপে পরীক্ষা হওয়া উচিত। পরীক্ষা পাঁচ প্রকারে হয়, যথা,—প্রথমতঃ যাহা যাহা ঈশ্বরের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব ও বেদের অনুকূল, সেই সবই সত্য, এবং যাহা তদ্বিরুদ্ধ তাহা অসত্য। দ্বিতীয়তঃ, যাহা যাহা সৃষ্টি ক্রমের অনুকূল, সেই সবই সত্য, এবং যাহা সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ সেই সবই অসত্য। যেমন, যদি কেহ বলে যে, মাতাপিতার সংযোগ ব্যতীত সম্ভব জন্মিয়াছে, তবে সেই উক্তি সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ বলিয়া অসত্য। তৃতীয়তঃ, যাহা “আপ্ত” অর্থাৎ ধার্ম্মিক, বিদ্বান, সত্যবাদী এবং অকপট ব্যক্তিদিগের আচরণ ও উপদেশের অনুকূল, সেই সব গ্রাহ্য এবং যাহা তদ্বিরুদ্ধ সেই সব অগ্রাহ্য। চতুর্থতঃ, যাহা নিজ আত্মার পবিত্রতা ও বিজ্ঞার অনুকূল, অর্থাৎ যেমন মুখ নিজের

প্রিয় এবং দুঃখ অপ্রিয়, সেইরূপ তাহা সর্বত্র বুদ্ধিতে হইবে যে যদি আমি কাহাকেও দুঃখ বা সুখ দেই তবে সেও দুঃখী বা সুখী হইবে।

পঞ্চমতঃ আট প্রমাণ যথা :—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব এবং অভাব। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষের লক্ষণাদি বিষয়ে যে সব সূত্র নিম্নে লিখিত হইবে সে সব শ্রায়শাস্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত জানিবে।

ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নির্ঘোষণাং জ্ঞানমব্যাপদেশশ্চমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্ ॥ শ্রায় সূ. অ. ১। আনু. ১। সূত্র ৪ ॥

শ্রোত্র, স্বক, চক্ষু, জিহ্বা এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধের সহিত অব্যবহিত অর্থাৎ আবরণহীন সম্বন্ধ হয়, এইসব ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের এবং মনের সহিত আত্মার সংযোগ বশতঃ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। কিন্তু যাহা ব্যাপদেশ অর্থাৎ সংজ্ঞা-সংজ্ঞীর সম্বন্ধ বশতঃ উৎপন্ন হয়, তাহা জ্ঞান নহে। যেমন কেহ কাহাকে বলিল, “তুমি জল আনয়ন কর”। সে জল আনিয়া তাহার নিকট রাখিয়া বলিল, “এই জল”। কিন্তু সে স্থলে “জল” এই দুই অক্ষরের সংজ্ঞাকে জল-আনয়নকারী এবং জল-আনয়নের আজ্ঞাদাতা দেখিতে পায় না। কিন্তু যে পদার্থের নাম জল, তাহাই প্রত্যক্ষ হয়। আর শব্দ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা শব্দ প্রমাণের বিষয়। “অব্যভিচারী”—যেমন কেহ রাত্রিকালে স্তম্ভ দেখিয়া উহাকে পুরুষ বলিয়া স্থির করিল। যখন সে উহা দিবাভাগে দেখিল, তখন রাত্রির পুরুষ-জ্ঞান নষ্ট হইয়া স্তম্ভ-জ্ঞান হইল। এইরূপ বিনাশী জ্ঞানের নাম ব্যভিচারী, ইহাকে প্রত্যক্ষ বলেন। “ব্যবসায়াত্মক”—কেহ দূর হইতে নদীর বালুকা দেখিয়া বলিল, “ঐ স্থানে বস্ত্র শুকাইতেছে? অথবা জল? বা অন্য কিছু আছে?” “দেবদত্ত দাঁড়াইয়া আছে? অথবা যজ্ঞদত্ত?” যতক্ষণ একটা নির্ণয় না হয়, ততক্ষণ উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। কিন্তু যে জ্ঞান অব্যাপদেশ, অব্যভিচারী এবং নিশ্চয়াত্মক, তাহাকেই প্রত্যক্ষ বলে।

দ্বিতীয় অনুমান :—

অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববচ্ছেদ্যবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ ॥ শ্রায়. অ. ১। আ. ১। সূ. ৫ ॥

যাহা প্রত্যক্ষপূর্ব্বক অর্থাৎ যাহার কোন এক দেশ অথবা সম্পূর্ণ জগৎ কোন স্থানে বা কালে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহার দূর দেশ হইতে সহচারী এক

দেশের প্রত্যক্ষ হওয়ার অদৃষ্ট অবয়বীর জ্ঞান হওয়াকে অনুমান বলে, যেমন—
পুত্রকে দেখিয়া পিতার, পর্বতাদিতে ধূম দেখিয়া অগ্নির এবং জগতের দুঃখ
দেখিয়া পূর্বজন্মের জ্ঞান হইয়া থাকে। এই অনুমান তিন প্রকারের যথা—
প্রথম “পূর্ববৎ” যেমন, মেঘ দেখিয়া বর্ষার, বিবাহ দেখিয়া সম্বন্ধ উৎপত্তির
এবং অধ্যয়নরত ছাত্র দেখিয়া বিজ্ঞাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা হয়। এইরূপে যে
সকল স্থলে কারণ দেখিয়া কার্যের জ্ঞান হয় তাহা “পূর্ববৎ”। দ্বিতীয়—“শেষবৎ”
অর্থাৎ যেস্থলে কার্য দেখিয়া কারণের জ্ঞান হয়, যেমন নদী-প্রবাহের বৃদ্ধি দেখিয়া
উপরে (পর্বতোপরি) বৃষ্টি-বর্ষণের, পুত্রকে দেখিয়া পিতার, সৃষ্টিকে দেখিয়া
অনাদি কারণের ও কর্তা ঈশ্বরের এবং পাপ ও পুণ্যের আচরণ দেখিয়া সুখ ও
দুঃখের জ্ঞান হয়। ইহাকে “শেষবৎ” বলে। তৃতীয়,—“সামান্যতো দৃষ্ট”,
যাহা কাহারও কার্য বা কারণ নহে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সাধার্ম্য
থাকে, যেমন কোন ব্যক্তি গমন না করিয়া অশ্রু স্থানে বাইতে পারে না,
সেইরূপ অশ্রুরও গমন ব্যতীত স্থানান্তর যাওয়া অসম্ভব। অনুমান শব্দের অর্থ
এই যে, “অনু অর্থাৎ প্রত্যক্ষস্ত পশ্চাত্মীয়তে জ্ঞায়তে যেন তদনুমানম্” যাহা
প্রত্যক্ষের পরে উৎপন্ন হয়, যেমন ধূমের প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতীত অদৃষ্ট অগ্নির জ্ঞান
কখনও হইতে পারে না।

তৃতীয় উপমান :—

প্রসিদ্ধ সাধার্ম্য্যৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্ ॥ ত্যায়ং । অং ১ । আং ১ । সূং ৬ ॥

প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ সাধার্ম্য্য দ্বারা সাধ্যের অর্থাৎ সিদ্ধ করিবার যোগ্য জ্ঞানের
সিদ্ধির যাহা সাধন, তাহাকে উপমান বলে। “উপমীয়তে যেন তদুপমানম্”।
যেমন কেহ কোন ভৃত্যকে বলিল, “তুই বিষ্ণুগিত্রকে ডাকিয়া আন”। সে
বলিল, “আমি তাহাকে কখনও দেখি নাই”। তাহার প্রভু বলিল, “যেমন এই
দেবদত্ত, তেমনই সেই বিষ্ণুমিত্র”, অথবা যেমন এই গাভী তেমনই গবয় অর্থাৎ “নীল
গাই”। যখন সে সেস্থানে গেল এবং দেবদত্তের সদৃশ তাহাকে দেখিয়া নিশ্চয়
করিল যে এই ব্যক্তিই বিষ্ণুমিত্র, এবং তাহাকে লইয়া আসিল। অথবা কোন বনে
কোন পশুকে গো সদৃশ দেখিল, তাহারই নাম গবয় বলিয়া সে স্থির করিল।

চতুর্থ শব্দ প্রমাণ :—

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥ ত্যায়ং । অং ১ । আং ১ । সূং ৭ ॥

* এবং সুখ ও দুঃখ দেখিয়া পাপ ও পুণ্যের জ্ঞান হয়।

যিনি আশু অর্থাৎ পূর্ণ সিদ্ধান্, ধর্মাত্মা, পরোপকারপ্রিয়, সত্যবাদী, পুরুষকারসম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনি নিজ আত্মায় বাহ্য জ্ঞানেন এবং হৃদ্বারা সুখ পাইয়া থাকিবেন, তাহাই প্রকাশ করার ইচ্ছাঘারা প্রেরণা পাইয়া সকলের কল্যাণার্থ উপদেষ্টা হইয়া থাকেন, অর্থাৎ যিনি পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থের জ্ঞানলাভ করিয়া উপদেষ্টা হইয়া থাকেন, এইরূপ পুরুষের উপদেশকে এবং পূর্ণআশু পরমেশ্বরের উপদেশস্বরূপ বেদকে শব্দ প্রমাণ বলিয়া জানিবে।

পঞ্চম ঐতিহ্য :—

ন চতুর্দ্দমৈতিহার্থাপত্তিসম্ভাব্যপ্রামাণ্যং ।

তায়ং । অং ২ । আং ২ । সূং ১ ।

যাহা ইতিহ্য অর্থাৎ এইরূপ ছিল, সে এইরূপ করিয়াছিল, অর্থাৎ কাহারও জীবনচরিত্রের নাম ঐতিহ্য ।

ষষ্ঠ অর্থাপত্তি :—

“অর্থাদাপত্তিতে সা অর্থাপত্তিঃ” । কেনচিহুচ্যতে “সৎসু ঘনেষু বৃষ্টিঃ, সতি কারণে কার্যং ভবতীতি কিমত্র প্রসজাতে, অসৎসু ঘনেষু বৃষ্টিরসতি কারণে চ কার্যং ন ভবতি” । যেমন কেহ কাহাকেও বলিল, “মেঘ হইলে বৃষ্টি এবং কারণ হইলে কার্য উৎপন্ন হয়।” এস্থলে না বলা সত্ত্বেও অম্ব একটি কথা সিদ্ধ হইল যে, মেঘ ব্যতীত বৃষ্টি এবং কারণ ব্যতীত কার্য কখনও হইতে পারেনা ।

সপ্তম সম্ভব :—“সম্ভবতি যস্মিন্ স সম্ভবঃ” । যদি কেহ বলে যে, মাতা-পিতা ব্যতীত সন্তানোৎপত্তি হইয়াছে, কেহ মৃতকে পুনর্জীবিত করিয়াছে, পর্বত উত্তোলন করিয়াছে, সমুদ্রে প্রস্থর ভাসাইয়াছে, চন্দ্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে, পরমেশ্বরের অবতার হইয়াছে, মনুষ্যের শৃঙ্গ দেখিয়াছে এবং বন্ধ্যা নারীর পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়াছে ইত্যাদি—তবে এই সমস্ত অসম্ভব । কেননা এই সব কথা সৃষ্টিক্রম-বিরুদ্ধ । যাহা সৃষ্টিক্রমের অনুকূল তাহাই সম্ভব ।

অষ্টম অভাব :—“ন ভবন্তি যস্মিন্ সোহভাবঃ” । যেমন কেহ কাহাকেও বলিল, “হস্তী আনয়ন কর” । সে সেস্থানে হস্তীর অভাব দেখিয়া যে স্থানে হস্তী ছিল, সে স্থান হইতে তাহা আনয়ন করিল । এই আট প্রমাণ । তন্মধ্যে ঐতিহ্যকে শব্দ প্রমাণের অন্তর্গত এবং অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাবকে অনুমানের

অন্তর্গত গণনা করিলে চারি প্রমাণ থাকিয়া যায়। পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ পরীক্ষা দ্বারা মনুষ্য সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারে, অশ্বধা নহে।

ধর্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দেব্যাণ্ডগকর্ম্যনামাত্তবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্য্য-
বৈধর্ম্য্যাত্যাং তত্ত্বজ্ঞানামিঃশ্রেয়সম্ ॥ বৈশেষিকং । অং ১ । আং ১ । সূং ৪ ॥

যখন মনুষ্যের যথাযোগ্য ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র হইয়া “সাধর্ম্য্য” অর্থাৎ যাহা
তুল্যধর্ম-বিশিষ্ট, যেমন পৃথিবী জড়, তজ্জল জলও জড় ; “বৈধর্ম্য্য” অর্থাৎ পৃথিবী
কঠিন, কিন্তু জল তরল, এইরূপে জব্য, গুণ, কর্ম্য সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়—
এই ছয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান বা স্বরূপ জ্ঞান হয় তখন তাহা দ্বারা “নিঃশ্রেয়সম্”
মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

পৃথিব্যাংপস্তেজোবায়ুরাকাশং কালোদিগাত্মা মন ইতি দেব্যানি ॥

বৈং । অং ১ । আং ১ । সূং ৫ ॥

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা এবং মন—এই
নয়টি জব্য।

ক্রিয়াগুণবৎসমবায়িকারণমিতি দেব্যালক্ষণম্ ।

বৈং । অং ১ । আং ১ । সূং ১৫ ॥

“ক্রিয়াশ্চ গুণাশ্চ বিভক্তে যস্মিন্তুং ক্রিয়াগুণবৎ” বাহাতে ক্রিয়া, গুণ এবং
কেবল গুণ থাকে, তাহাকে জব্য বলে। এই সকলের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজ,
বায়ু, মন এবং আত্মা—এই ছয়টি জব্য ক্রিয়া ও গুণ-বিশিষ্ট। আর আকাশ,
কাল এবং দিক্—এই তিনটি ক্রিয়া রহিত ও গুণ-বিশিষ্ট। (সমবায়ি)
“সমবেতুং লীলং বশ্য তৎ সমবায়ি, প্রাগ্ভূতিত্বং কারণং সমবায়ি চ তৎ কারণং
সমবায়িকারণম্” “লক্ষ্যতে যেন তল্লক্ষণম্”। যাহা মিলন স্বভাবযুক্ত ও
যাহা কার্য্য হইতে কারণ পূর্বকালস্থ হয় তাহাকে জব্য বলে। যদ্বারা লক্ষ্য জানা
যায়, তাহাকে লক্ষণ বলে যেমন চক্ষুদ্বারা রূপ জানা যায়।

রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী ॥ বৈং । অং ২ । আং ১ । সূং ১ ॥

পৃথিবী রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শবিশিষ্ট। তাহাতে রূপ, রস এবং স্পর্শ
অগ্নি, জল এবং বায়ুর সংযোগে থাকে।

ব্যবস্থিতঃ পৃথিব্যাং গন্ধঃ ॥ বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ২ । সূ০ ২ ॥

পৃথিবীতে গন্ধ-গুণ স্বাভাবিক । সেইরূপ জলে রস, অগ্নিতে রূপ, বায়ুতে স্পর্শ এবং আকাশে শব্দ স্বাভাবিক ।

রূপরসস্পর্শবত্য আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ ॥ বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ১ । সূ০ ২ ॥

রূপ, রস ও স্পর্শযুক্ত, দ্রবীভূত ও স্নিগ্ধ ইহাকে জল বলে । কিন্তু এই সকলের মধ্যে রস জলের স্বাভাবিক গুণ এবং রূপ ও স্পর্শ, অগ্নি ও বায়ুর যোগ হইতে হয় ।

অপসুশীততা ॥ বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ২ । সূ০ ৫ ॥

জলে শীতলত্ব গুণও স্বাভাবিক ।

তেজো রূপস্পর্শবৎ ॥ বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ১ । সূ০ ৩ ॥

বাহ্য রূপ ও স্পর্শযুক্ত তাহা তেজ । কিন্তু ইহাতে রূপ স্বাভাবিক এবং স্পর্শ বায়ুর যোগ বশতঃ আছে ।

স্পর্শবান্ বায়ুঃ ॥ বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ১ । সূ০ ৪ ।

বায়ু স্পর্শগুণ-বিশিষ্ট । কিন্তু ইহাতেও তেজ ও জলের যোগবশতঃ উষ্ণতা শীতলতা থাকে ।

ত আকাশে ন বিদ্যন্তে ॥ বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ১ । সূ০ ৫ ।

রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ আকাশে নাই । কিন্তু শব্দই আকাশের গুণ ।

নিষ্ক্রমণং প্রবেশনমিত্যাকাশস্য লিঙ্গম্ ॥

বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ১ । সূ০ ২০ ।

বাহ্যতে প্রবেশ এবং নিষ্ক্রমণ হয়,—তাহা আকাশের লিঙ্গ (চিহ্ন) ।

কার্যাস্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ শব্দঃ স্পর্শবতামগুণঃ ॥

বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ১ । সূ০ ২৫ ॥

অন্ত পৃথিব্যানি কার্য সমূহ হইতে প্রকট হয় না বলিয়া শব্দ স্পর্শগুণ বিশিষ্ট ভূমি প্রভৃতির গুণ নহে, কিন্তু শব্দ আকাশেরই গুণ ।

অপরস্মিন্নপরং যুগপচ্চিরং ক্ষিপ্ৰমিতি কাললিঙ্গানি ॥

বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ২ । সূ০ ৬ ॥

যাহাতে অপর, পর, (যুগপৎ) একসঙ্গে, (চিরং) বিলম্বে, (ক্ষিপ্ৰং) শীঘ্র, ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহাকে কাল বলে ।

নিত্যেষভাবাদনিত্যেষু ভাবাৎ কারণে কালাত্বেতি ।

বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ২ । সূ০ ৯ ॥

নিত্য পদার্থে থাকেনা এবং অনিত্য পদার্থে থাকে, এইজন্ত কারণেই কাল সংজ্ঞা হইয়া থাকে ।

ইত ইদমিতি বতস্তদ্বিশ্চং লিঙ্গং ॥ বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ২ । সূ০ ১০ ॥

ইহা হইতে ইহা পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, উর্দ্ধ এবং নিম্ন, যাহাতে এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাকে দিক্ বলে ।

আদিত্যসংযোগাদ্ ভূতপূর্ব্বাদ্ ভবিষ্যতো ভূতাত্ত প্রাচী ॥

বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ২ । সূ০ ১৪ ॥

যে দিকে প্রথম আদিত্য সংযোগ হইয়াছে, আছে এবং হইবে, তাহাকে পূর্ব্বদিক্ বলে । যে দিকে সূর্য্যাস্ত হয়, তাহাকে পশ্চিম দিক্ বলে । পূর্ব্বাভিমুখী ব্যক্তির ডানদিক্কে দক্ষিণ এবং বাম দিক্কে উত্তর দিক্ বলে ।

এতেন দিগন্তরালানি ব্যাখ্যাতানি ॥ বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ২ । সূ০ ১৬ ॥

পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী দিক্কে আগ্নেয়ী, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের মধ্যবর্তী দিক্কে নৈঋতী, পশ্চিম ও উত্তর দিকের মধ্যবর্তী দিক্কে বায়বী এবং উত্তর ও পূর্ব্বদিকের মধ্যবর্তী দিক্কে ঐশানী দিক্ বলে ।

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নস্বখদুঃখজ্ঞানাত্মানো লিঙ্গমিতি ॥ ন্যায়০ । অ০ ১ । সূ০ ১০ ॥

যাহাতে (ইচ্ছা) রাগ, (দ্বেষ) বৈর, (প্রযত্ন) পুরুষকার, স্বখ, দুঃখ, (জ্ঞান) জ্ঞাত হইবার গুণ আছে, তাহাকে জীবাত্মা বলে । বৈশেষিকে এই গুলি অধিক আছে :—

প্রাণাৎপাননিমেষোন্মেষজীবনমনোগতীন্দ্রিয়ান্তর্ব্বিকারাঃ স্বখদুঃখেচ্ছা-
দ্বেষ প্রযত্নাশ্চাত্মানো লিঙ্গানি ॥ বৈ০ । অ০ ৩ । আ০ ২ । সূ০ ৪ ॥

(প্রাণ) ভিতর হইতে বায়ুকে বাহিরে আনা, (অপান) বাহির হইতে বায়ুকে ভিতরে আনা,* (নিমেষ) চক্ষু বন্ধ করা, (উন্মেষ) চক্ষু উন্মীলন করা, (জীবন) প্রাণকে ধারণ করা, (মনঃ) মনন, বিচার অর্থাৎ জ্ঞান, (গতি) যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করা, (ইন্দ্রিয়) ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়ে চালিত করা, তদ্বারা বিষয় গ্রহণ করা, (অন্তর্বিকার) জুখা, তৃষ্ণা, জ্বর এবং পীড়াদি বিকার, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ঘেষ এবং প্রযত্ন—এই সকল আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ কর্ম ও গুণ।

যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্ ॥ ন্যায়ং অং ১। আং ১। সূং ১৬ ॥

যদ্বারা এককালে দুই পদার্থের গ্রহণ অথবা জ্ঞান হয় না, তাহাকে মন বলে।

ইহা জ্ঞেয়র স্বরূপ ও লক্ষণ বলা হইল। এখন গুণ বলা যাইতেছে :—

রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাপরিমাণানি পৃথক্ভং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাহ-
পরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ ॥ বৈং ১। অং ১।
আং ১। সূং ৬।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ভং, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপারত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, জবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্শ, অধর্ম এবং শব্দ—এই ২৪টিকে গুণ বলে।

দ্রব্যাত্ম্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি

গুণলক্ষণম্ ॥ বৈং ১। অং ১। আং ১। সূং ১৬ ॥

যাহা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অশ্রয় গুণকে ধারণ করে না, যাহা সংযোগ ও বিভাগের কারণ হয় না এবং যাহা (অনপেক্ষ) অর্থাৎ একে অন্তর্য অপেক্ষা করেনা, তাহাকে গুণ বলে।

শ্রোত্রোপলব্ধিবুদ্ধিনিগ্রাহ্যঃ প্রয়োগেণাহভিজ্জলিত আকাশদেশঃ শব্দঃ ॥

মহাভাষ্যে ॥

* কাহারও মতে প্রাণ অর্থে বায়ুকে ভিতরে লওয়া ও অপান অর্থে বায়ুকে বাহির করা—অজ্ঞবাদক।

যাহা শ্রোত্র দ্বারা উপলব্ধ, বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণীয় ও প্রয়োগ দ্বারা প্রকাশিত এবং আকাশ যাহার দেশ তাহাকে শব্দ বলে। যাহা নেত্র দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা রূপ; জিহ্বা দ্বারা মধুরাদি নানা প্রকারের জ্ঞান হয় তাহা রস; যাহা নাসিকা দ্বারা গৃহীত হয় তাহা গন্ধ এবং যাহা ত্বক্ দ্বারা গৃহীত হয় তাহা স্পর্শ। যদ্বারা এক দুই ইত্যাদি গণনা হয় তাহা সংখ্যা। যদ্বারা পরিমাণ অর্থাৎ গুরু লঘু জ্ঞানা যায়, তাহা পরিমাণ; এক অশ্ব হইতে পৃথক্ হওয়া পৃথক্, এক অশ্বের সহিত মিলিত হওয়া সংযোগ। এক অশ্বের সহিত মিলিত থাকিয়া অনেক বশু হইয়া যাওয়া—বিভাগ। ইহা হইতে যাহা পূর্বে—তাহা পর। ইহা হইতে যাহা পরে—তাহা অপর। যদ্বারা ভাল মন্দ জ্ঞান হয় তাহা বুদ্ধি। আনন্দের নাম সুখ। ক্লেশের নাম দুঃখ। (ইচ্ছা) রাগ, (ঘেম) বিরাগ, (প্রযত্ন) অনেক প্রকারের বল ও পুরুষকার, (গুরুত্ব) ভার, (জবড) জব হওয়া, (স্নেহ) প্রীতি ও মন্থনতা, (সংস্কার) অশ্বের সংযোগ বশতঃ বাসনা হওয়া, (ধর্ম্য) আয়াচরণ এবং কঠোরতাদি, (অধ্যায়) আয়াচরণ ও কঠোরতার বিপরীত কোমলতা—এই চাক্ষুষ (২৪) গুণ।

উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কশ্মাণি ॥

বৈ० । অ० ১ । আ० ১ । সূ० ৭ ॥

“উৎক্ষেপণ”—উর্দ্ধচেষ্টা, “অবক্ষেপণ”—নিম্নচেষ্টা, “আকুঞ্চন”—সংকোচ, “প্রসারণ”—বিস্তার, “গমন”—নাতায়াত এবং ভ্রমণাদি—এই গুলিকে কশ্ম্য বলে। এখন কশ্মের লক্ষণ—

একদ্রব্যমণ্ডণং সংযোগবিভাগেদ্বনপেক্ষাকারণমিতি কশ্মলক্ষণম্ ॥

বৈ० । অ० ১ । আ० ১ । সূ० ১৭ ॥

“একং দ্রব্যমাত্রয় আধারো যন্ত তদেকদ্রব্যং ন বিভক্তে গুণো যন্ত যন্মিন বা তদণ্ডণং, সংযোগেষু বিভাগেষু চাপেক্ষারহিতং কারণং তৎকশ্মলক্ষণম্” অথবা “যৎ ক্রিয়তে তৎকশ্ম, লক্ষ্যতে যেন তল্লক্ষণং, কশ্মণো লক্ষণং কশ্মলক্ষণম্”

ত্রয়ের আশ্রিত, গুণরহিত এবং সংযোগ-বিভাগ হওয়ার অপেক্ষা রহিত কারণ হইলে তাহাকে কশ্ম্য বলে।

দ্রব্যগুণকশ্মণাং দ্রব্যং কারণং সামান্তম্ ॥ বৈ० । অ० ১ । আ० ১ । সূ० ১৮ ॥

যাহা কার্য—দ্রব্য, গুণ এবং কশ্মের কারণ-দ্রব্য, তাহাকে সামান্ত-দ্রব্য বলে।

দ্রব্যাণাং দ্রব্যং কার্যং সামান্যম্ ॥ বৈ० । অ० ১ । আ० ১ । সূ० ২৩ ॥

যাহা দ্রব্যসমূহের কার্য-দ্রব্য, তাহা কার্যতঃ বশতঃ সকল কার্যে সামান্য ।

দ্রব্যত্বং গুণত্বং কৰ্ম্মত্বঞ্চ সামান্যানি বিশেষাশ্চ ॥

বৈ० । অ० ১ । আ० ২ । সূ० ৫ ।

দ্রব্যসমূহের মধ্যে দ্রব্যত্ব, গুণসমূহের মধ্যে গুণত্ব এবং কৰ্ম্মসমূহের মধ্যে কৰ্ম্মত্ব—
এই সকলকে সামান্য এবং বিশেষ বলে । কেননা দ্রব্যসমূহে দ্রব্যত্ব সামান্য,
এবং গুণত্ব কৰ্ম্মত্ব হইতে দ্রব্যত্ব বিশেষ । এইরূপ সর্বত্র জ্ঞাতব্য ।

সামান্য বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যাপেক্ষম্ ॥ বৈ० অ० ১ । আ० ২ । সূ० ৩ ॥

সামান্য এবং বিশেষ বুদ্ধির আপেক্ষা হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে, যেমন,
মনুষ্টাদিগের মধ্যে মনুষ্যত্ব সামান্য এবং উহা পশুত্বাদি হইতে বিশেষ । সেইরূপ
স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব এবং শূদ্রত্ব বিশেষ । ব্রাহ্মণ-
দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব সামান্য, কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রভৃতি হইতে বিশেষ । এইরূপ
সর্বত্র জ্ঞাতব্য ।

ইহেদমিতি যতঃ কার্য্য কারণয়োঃ স সমবায়ঃ ॥

বৈ० । অ० ৭ । আ० ২ । সূ० ২৬ ॥

কারণ অর্থাৎ অবয়ব সমূহের মধ্যে অবয়বী, কার্য্য সমূহের মধ্যে ক্রিয়া ও
ক্রিয়াবান, গুণ ও গুণী, জাতি ও ব্যক্তি, কার্য্য ও কারণ, অবয়ব ও অবয়বী—
এই সকলের মধ্যে যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহাকে সমবায় বলে । আর অস্ত্র দ্রব্য
সমূহের যে পরস্পর সম্বন্ধ হয় তাহা সংযোগ অর্থাৎ অনিত্য সম্বন্ধ ।

দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারম্ভকত্বং বৈধৰ্ম্ম্যম্ ।

বৈ० । অ० ১ । আ० ১ । সূ० ৯ ।

দ্রব্য ও গুণের সমান জাতীয় কার্য্যের যে আরম্ভ তাহাকে বৈধৰ্ম্ম্য বলে,
যেমন পৃথিবীতে জড়ত্ব ধৰ্ম্ম ও ঘটাদি কার্য্য উৎপাদকত্ব স্ব-সদৃশ-ধৰ্ম্ম আছে ;
সেইরূপ জলে জড়ত্ব এবং হিমাদি স্বসদৃশ কার্য্যের আরম্ভ, পৃথিবীর সহিত
জলের এবং জলের সহিত পৃথিবীর তুল্য ধৰ্ম্ম আছে ; অর্থাৎ “দ্রব্য
গুণয়োর্বিসজাতীয়ারম্ভকত্বং বৈধৰ্ম্ম্যম্” । ইহা জানা গেল যে, যাহা দ্রব্য ও
গুণের বিরুদ্ধ ধৰ্ম্ম ও কার্য্যের আরম্ভ তাহাকে বৈধৰ্ম্ম্য বলে, যেমন পৃথিবীতে

কঠিনত্ব, শুষ্কত্ব ও গন্ধত্ব-ধর্ম্য জলের বিরুদ্ধ, এবং জলের দ্রবত্ব, কোমলত্ব ও রস গুণ যুক্ততা পৃথিবীর বিরুদ্ধ ।

কারণত্বাৎ কার্য্যত্বাৎ ॥ বৈ० । অ० ৪ । আ० ১ । সূ० ৩ ॥

কারণ হইলেই কার্য্য হয় ।

নতু কার্য্যত্বাৎ কারণত্বাৎ ॥ বৈ० অ० ১ । আ० ২ । সূ० ২ ।

কার্য্যের অভাব হইলে কারণের অভাব হয় না ।

কারণাহত্বাৎ কার্য্যাহত্বাৎ ॥ বৈ० । অ० ১ । আ० ২ । সূ० ১ ॥

কারণ না হইলে কার্য্য কখনও হয়না

কারণগুণপূর্ব্বকঃ কার্য্যগুণো দৃষ্টঃ ॥

বৈ० । অ० ২ । আ० ১ । সূ० ২৪ ॥

কারণে যাদৃশ গুণ থাকে কার্য্যেও তাদৃশ গুণ থাকে ।

পরিমাণ দুই প্রকার :—

অণুমহাদিতি তন্মিহ বিশেষভাবাদ্বিশেষ্যভাবাচ্চ ॥

বৈ० । অ० ৭ । আ० ১ । সূ० ১১ ॥

(অণু) সূক্ষ্ম, (মহৎ) প্রকাণ্ড, যেমন ত্রসরেণু লিঙ্গা (চারি ত্রস রেণু) অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু দ্ব্যণুক অপেক্ষা বড় । আর পর্ব্বত পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু বৃক্ষ অপেক্ষা বড় ।

সদিতি যতো দ্রব্যগুণকস্মিন্ সা সত্তা ॥

বৈ० অ० ১ । আ० ২ । সূ० ৭ ॥

যে দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্মে “সৎ” শব্দ অস্থিত থাকে, (“সদ্রব্যম্—সদগুণ—সৎকর্ম্ম”) সৎ দ্রব্য, সৎগুণ, সৎকর্ম্ম, অর্থাৎ বর্ত্তমান কালবাচী শব্দের অদ্বয় যাহাদের সঙ্গে থাকে, তাহা সত্তা ।

ভাবোহনুরূপত্বেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব ॥

বৈ० ॥ অ० ১ । আ० ২ । সূ० ৪ ॥

সকলের সঙ্গে অনুরূপমান (সহ-স্থায়ী) হওয়ায় যে সত্তা-রূপ অস্তিত্ব, তাহাকে সাংসামান্য বলে । ভাবরূপ দ্রব্যের এই ক্রম ।

অভাব পাঁচ প্রকার :—ক্রিয়াগুণব্যপদেশোভাবাৎ প্রাগসৎ ॥

বৈ० । অ० ৯ । আ० ১ । সূ० ১ ॥

ক্রিয়া এবং গুণের বিশেষ নিমিত্তের অভাব হেতু প্রাক্ অর্থাৎ পূর্বে (অসৎ) ছিল না, যেমন ঘট ও বস্ত্রাদি উৎপত্তির পূর্বে ছিলনা । ইহার নাম “প্রাগভাব” ।

দ্বিতীয় :—সদসৎ ॥ বৈ० । অ० ৯ । আ० ১ । সূ० ২ ॥

যাহা হইয়া থাকেনা, যেমন ঘট উৎপন্ন হইবার পর নষ্ট হইয়া যায় । ইহাকে “প্রধ্বংসোভাব” বলে ।

তৃতীয় :—সচ্চাসৎ ॥ বৈ० অ० ৯ । আ० ১ । সূ० ৪ ॥

যাহা আছে ও নাই, যেমন “অগোরগ্ধোহনগ্ধোগোঃ”, ঘোড়া গরু নহে, আর গরু ঘোড়া নহে ; অর্থাৎ ঘোড়াতে গরুর এবং গরুতে ঘোড়ার “অভাব” । আর গরুতে গরুর এবং ঘোড়াতে ঘোড়ার “ভাব” আছে । ইহাকে অস্তিত্বোভাব বলে ।

চতুর্থ :—যচ্চান্দসদতস্তদসৎ ॥ বৈ० । অ० ৯ । আ० ১ । সূ० ৫ ॥

যাহা পূর্বোক্ত ত্রিবিধ অভাব হইতে ভিন্ন, তাহাকে “অভ্যন্ত্যভাব” বলে । যেমন “নরশৃঙ্গ”, অর্থাৎ মনুষ্যের শিং ; “খপুষ্প”, আকাশ-কুসুম এবং “বন্ধাপুত্র” বন্ধার পুত্র ইত্যাদি ।

পঞ্চম :—নাস্তি ঘটো গেহ ইতি সতো ঘটস্ত গেহসংসর্গপ্রতিষেধঃ ॥

বৈ० । অ० ৯ । আ० ১ । সূ० ১০ ॥

গৃহে ঘট নাই, অর্থাৎ অগত্ৰ আছে, ঘরের সহিত ঘটের সম্বন্ধ নাই । এই পঞ্চবিধ অভাব ।

ইন্দ্রিয়দোষাৎ সংস্কারদোষাচ্চাবিগ্ণা ॥

বৈ० । অ० ৯ । আ० ২ । সূ० ১০ ॥

ইন্দ্রিয়ের দোষ এবং সংস্কারের দোষ হইতে অবিগ্ণা উৎপন্ন হয় ।

তদ্রূপজ্ঞানম্ ॥ বৈ० । অ० ৯ । আ० ২ । সূ० ১১ ॥

চুষ্ট অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানকে অবিগ্ণা বলে ।

অদ্বৈতং বিদ্যা ॥ বৈ० । অ० ৯ । আ० ২ । সূ० ১২ ॥

অদ্বৈত অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানকে বিদ্যা বলে ।

পৃথিব্যাদিরূপরসগন্ধস্পর্শা দ্রব্যানিত্যত্বাদনিত্যাশ্চ ॥

বৈ० । অ० ৭ । আ० ১ । সূ० ২ ॥

এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বমুক্তম্ ॥ বৈঃ । অঃ ৭ । আ० ১ । সূ० ৩ ॥

যে কার্য্যরূপ পৃথিব্যাদি পদার্থ ও ভক্ষ্যযো যে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ গুণ, সে সকল জ্ঞেয়র অনিত্য হওয়াতে অনিত্য । আর কারণরূপ পৃথিবী আদি নিত্য জ্ঞেয় যে সকল গন্ধাদি গুণ আছে, ঐ সকল নিত্য ।

সদকারণবস্মিত্যম্ ॥ বৈ० । অ० ৪ । আ० ১ । সূ० ১ ।

যাহা বিজ্ঞমান আছে এবং যাহার কোন কারণ নাই, তাহা নিত্য, অর্থাৎ “সৎকারণবদনিত্যম্” । কারণ-বিশিষ্ট কার্য্যরূপগুণকে অনিত্য বলে ।

অস্মেদং কার্য্যং কারণং সংযোগি বিরোধি সমবায়ি চেতি লৈঙ্গিকম্ ॥

বৈ० । অ० ৯ । আ० ২ । সূ० ১ ॥

ইহার এই কার্য্য বা কারণ ইত্যাদি সমবায়ি, সংযোগি, একার্থ সমবায়ি এবং বিরোধি—এই চারি প্রকার লৈঙ্গিক অর্থাৎ লিঙ্গ লিঙ্গীর সম্বন্ধ হইতে জ্ঞান হইয়া থাকে । “সমবায়ি”—যেমন আকাশ পরিমাণ বিশিষ্ট । “সংযোগি”—যেমন শরীর স্বক্ বিশিষ্ট ইত্যাদি স্থলে নিত্য সংযোগ আছে । “একার্থ সমবায়ি”—এক বস্তুতে দুই গুণ থাকা, যেমন কার্য্যরূপ স্পর্শ, কার্য্যের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক । “বিরোধি”—যেমন অতীতের বৃষ্টি ভাবী বৃষ্টির বিরোধী লিঙ্গ ।

“ব্যাপ্তি”—নিয়ত ধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্ত বা ব্যাপ্তিঃ ॥ নিজ-শক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ ॥ আধেয়শক্তিয়োগ ইতি পঞ্চশিখঃ ॥

সাংখ্য সূত্র ॥ অঃ ৫ । সূঃ ২৯৩১৩২ ॥

যে দুই সাধ্য-সাধন, অর্থাৎ যাহা সিদ্ধ করিবার যোগ্য এবং যদ্বারা সিদ্ধ করা যায়, সেই দুইটি অথবা একটি মাত্র সাধনের নিশ্চিত ধর্ম্মের যে সহচার, তাহাকে ব্যাপ্তি বলে । যেমন ধূম ও অগ্নির সহচার আছে ॥ ২৯ ॥ আর ব্যাপ্য যে ধূম উহার নিজ শক্তি হইতে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যখন দূর স্থানান্তরে গমন করে,

তখন অগ্নি সংযোগ ব্যতীতও সে ধূম স্বয়ং থাকে । তাহারই নাম ব্যাপ্তি, অর্থাৎ অগ্নির ছেদন, ভেদন সামর্থ্য হইতে জলাদি পদার্থ ধূমরূপে প্রকট হয় ॥ ৩১ ॥ যেমন মহন্তদ্বাদিতে প্রকৃতি আদির ব্যাপকতা এবং বুদ্ধি আদিতে ব্যাপ্যতা-ধর্মের সম্বন্ধের নাম ব্যাপ্তি ; যেমন শক্তি আধেয় রূপ এবং শক্তিমান আধার-রূপের সম্বন্ধ ॥ ৩২ ॥

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া পঠন পাঠন করিবে । অশ্রুতা বিভার্ণাদিগের কখনও সত্যবোধ হইতে পারে না । যে যে গ্রন্থ পড়াইতে হইবে, সেই সকল গ্রন্থ পূর্বোক্তরূপে পরীক্ষা করিবার পর যে যে গ্রন্থ সত্য বলিয়া নিশ্চিত হইবে তাহা তাহা পড়াইবে । এই সকল পরীক্ষাদ্বারা বিরুদ্ধ প্রতিপন্ন গ্রন্থের পঠন পাঠন করিবে না ।

কারণ :—

লক্ষণপ্রমাণাত্যাং বস্তুসিদ্ধিঃ ॥

লক্ষণ—যেমন “গন্ধবতী পৃথিবী” যাহা পৃথিবী তাহা গন্ধবতী । এইরূপ লক্ষণ এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা এই সকল সত্যাসত্য ও পদার্থের নির্ণয় হইয়া থাকে । এতদ্ব্যতীত অশ্রু কিছুই হয় না ।

অথ পঠনপাঠনবিধিঃ ॥

এখন পঠন পাঠনের বিধি লিখিত হইতেছে । প্রথমতঃ পাণিনি মুনি কৃত শিক্ষা । শিক্ষা সূত্ররূপ, ইহার রীতি শিক্ষা করিবে । অর্থাৎ এই অক্ষরের এই স্থান, এই প্রযত্ন, এই কারণ ; যেমন ‘প’ এর স্থান ওষ্ঠ, প্রযত্ন স্পৃষ্ঠ এবং প্রাণ ও জিহ্বার ক্রিয়াকে করণ বলে । মাতা, পিতা এবং আচার্য্য যথাযোগ্য সকল অক্ষরের উচ্চারণ শিক্ষা দিবেন ।

তদনন্তর ব্যাকরণ শিক্ষা দিবেন । প্রথমে অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলি পাঠ করিবে, যেমন “বুদ্ধিরাদৈচ্” । পরে পদচ্ছেদ, যেমন “বুদ্ধিঃ, আৎ, ঐচ্ বা আদৈচ্” । পরে সমাস শিক্ষা করিবে । যেমন আচ্ ঐচ্ আদৈচ্” এবং অর্থ যেমন “আদৈচাং বুদ্ধি-সংজ্ঞা ক্রিয়তে”, অর্থাৎ (আ, ঐ, ঔ) ইহার বুদ্ধি সংজ্ঞা (করা হয়) ; “তঃ পরো বস্মাৎ স তপরস্তাদপি পরস্তপরঃ” ‘ত’কার যাহার পরে থাকে এবং যাহা ত হইতেও পরে থাকে তাহাকে “তপর” বলে । ইহাতে সিদ্ধ হইল যে ‘আ’কারের পর ‘ৎ’ এবং ‘ৎ’য়ের পরে “ঐচ্” উভয়েই “তপর” ।

‘ত’পরের প্রয়োজন এই যে, হ্রস্ব এবং প্লুতের বৃদ্ধি সংজ্ঞা হইল না। উদাহরণ—(ভাগঃ) এস্থলে ভজ্ ধাতুর উত্তর ‘ঘঞ্’ প্রত্যয়ের পর ‘ঘ, ঞ্’ এর ‘ইৎ’ সংজ্ঞা হইয়া লোপ হইল। পরে “ভজ্ + অ”, এস্থলে ‘জ’কারের পূর্ববর্তী এবং “ভ” কারের পরস্থিত “অ”কারের বৃদ্ধি সংজ্ঞক “আ”কার হইল। সুতরাং “ভাজ্” হইল। পুনরায় “ভাজ্” এর “জ্” স্থানে “গ্” হইয়া “অ”কারের সহিত মিলিয়া “ভাগঃ” এইরূপ প্রয়োগ হইল।

“অধায়ঃ”, এস্থলে “অধি” পূর্বক “ইঙ্” ধাতুর হ্রস্ব “ই” স্থানে “ঘঞ্” প্রত্যয়ের পরে “ঐ” বৃদ্ধি হয় এবং উহার স্থানে “আয়্” হইবার পর মিলিত হইয়া “অধায়ঃ” হইল।

“নায়কঃ”, এস্থলে “নীঞ্” ধাতুর দীর্ঘ “ঙ্” কারের স্থানে “ধূল্” প্রত্যয়, পরে “ঐ” বৃদ্ধি, পরে উহার স্থানে “আয়্” হইবার পর মিলিত হইয়া “নায়কঃ” হইল।

পুনঃ “স্তাবকঃ”, এস্থলে “স্ত” ধাতুর উত্তর “ধূল্” প্রত্যয় হইয়া হ্রস্ব উকারের স্থানে “ঐ” বৃদ্ধি এবং “আব্” আদেশ হইয়া “অ” কারের সহিত মিলিত হইয়া “স্তাবকঃ” হইল।

“কৃঞ্” ধাতুর উত্তর “ধূল্” প্রত্যয়, “ল্” এর “ইৎ” সংজ্ঞা হইয়া লোপ, “ব্” এর স্থানে “অক” আদেশ এবং “ঋ” কারের স্থানে “আয়্” বৃদ্ধি হইয়া “কারকঃ” সিদ্ধ হইল।

যে যে সূত্র পূর্বাপর প্রয়োগে ঘটে সেইগুলির কার্য্য সব বলিয়া দিতে হইবে এবং শ্লেট অথবা কার্ণ ফলকে দেখাইয়া দেপাইয়া এক এক অংশ ধরিয়া বুঝাইতে হইবে। যেমন “ভজ্ + ঘঞ্ + অ”, এইরূপ ধরিয়া প্রথমতঃ ঘ কারের, পরে “ঞ্” এর লোপ হওয়াতে—“ভজ্ + অ + অ” এইরূপ রহিল। পুনরায় “অ” কারের আকার বৃদ্ধি এবং ‘জ্’ এর স্থানে “গ্” হওয়াতে “ভাগ্ + অ + অ” হইল। পুনঃ অন্ত্যের সহিত মিলিয়া যাওয়াতে “ভাগ + অ” রহিল। এখন উকারের ‘ইৎ’ সংজ্ঞা “স্” এর স্থানে ‘ক্’ হইয়া পুনঃ ‘উকারের’ ‘ইৎ’ সংজ্ঞা লোপ হওয়াতে ‘ভাগয়্’ হইল। এখন রেকের স্থানে (:) ‘বিসৰ্জনীয়’ হওয়ার “ভাগঃ” এইরূপ সিদ্ধ হইল। যে যে সূত্রানুসারে যে যে কার্য্য হয় সেই সেই সূত্র পাঠ করিয়া, পাঠ করাইয়া এবং লিখাইয়া কার্য্য করাইতে থাকিলে এইরূপ পঠন পাঠন দ্বারা অতিশীঘ্র নিঃসন্দিক্ধ বোধ জন্মিবে। একবার এইরূপে অভ্যাস করিয়া অৰ্ধসংহিত ধাতুপাঠ, দশ ‘ল’ কারের রূপ এবং প্রক্রিয়া সহকারে

সূত্রগুলির উৎসর্গ শিক্ষা দিতে হইবে। অর্থাৎ সামান্য সূত্র, যেমন ‘কর্মণাণ্’
কর্ম উপপদ থাকিলে ধাতু মাতেই অণ্ প্রত্যয় হয়, উদাহরণ—‘কুন্তকারঃ’।
তাহার পর অপবাদ সূত্র শিক্ষা করিতে হইবে। যেমন “আতোহনুপসর্গে কঃ”
উপসর্গ ভিন্ন কর্ম উপপদ থাকিলে আকারান্ত ধাতুর উত্তর “ক” প্রত্যয়
হইবে অর্থাৎ তাহা বহুব্যাপক যেমন কর্ম উপপদবিশিষ্ট হইলে সকল ধাতুর উত্তর
‘অণ্’ প্রাপ্ত হয়। তদপেক্ষা বিশেষ অর্থাৎ অল্প বিষয়—সেই পূর্ব সূত্রের
বিষয় হইতে আকারান্ত ধাতুর ‘ক’ প্রত্যয় গ্রহণ করিল। যেরূপ উৎসর্গ বিষয়ে
অপবাদ সূত্রের প্রবৃতি হয়, সেইরূপ অপবাদ সূত্রের বিষয়ে উৎসর্গ সূত্রের প্রবৃতি
হয়না; যেমন চক্রবর্তী রাজার রাজ্যে মাণ্ডলিক এবং ভূস্বামী অধীনে পাকে,
কিন্তু মাণ্ডলিক রাজার রাজ্যে চক্রবর্তী রাজা অধীনে থাকেনা। এইরূপেই
মহর্ষি পাণিনি সহস্র সহস্র শ্লোকের মধ্যে অখিল শব্দ, অর্থ এবং সম্বন্ধ বিষয়ক
বিজ্ঞা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। ধাতু পাঠের পর উণাদিগণ্য পাঠের সময়
সকল স্ববস্তু বিষয় উত্তমরূপে পড়াইয়া, পুনরায় দ্বিতীয়বার সংশয়, সমাধান,
বার্ত্তিক, কারিকা এবং পরিভাষার প্রয়োগ সহকারে অম্ভাধায়ীর দ্বিতীয়ানুবৃত্তি
পড়াইতে হইবে। তদনন্তর মহাভাষ্য পড়াইতে হইবে। যদি কোন বুদ্ধিমান,
পুরুষকারসম্পন্ন, অকপট ও বিজ্ঞানাত্মিক ব্যক্তি নিতা পঠন পাঠন করেন, তবে
তিনি দেড় বৎসরে অম্ভাধায়ী এবং দেড় বৎসরে মহাভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া
তিন বৎসরে পূর্ণ বৈয়াকরণ হইতে পারেন। তৎপর বৈদিক ও লৌকিক
শব্দাবলীর ব্যাকরণজ্ঞানের সাহায্যে অল্প শাস্ত্রগুলিও শীঘ্র সহজে পড়িতে ও
পড়াইতে পারেন। কিন্তু, ব্যাকরণে যেমন কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, অল্প
শাস্ত্রে সেরূপ পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। এইগুলি অধ্যয়ন করিলে তিন
বৎসরে যে পরিমাণ জ্ঞান জন্মে, কুগ্রন্থ অর্থাৎ সারস্বত, চন্দ্রিকা, কৌমুদী এবং
মনোরমাদি অধ্যয়ন করিলে পঞ্চাশ বৎসরেও সে পরিমাণ জ্ঞান জন্মিতে পারে
না। কারণ, মহামনা মহর্ষিগণ যেমন ছুরুছ বিষয়গুলি সরল ভাবে স্ব স্ব
গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, তেমন স্বল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যগণের কল্পিত গ্রন্থে
কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? মহর্ষিদিগের ভাব যথাসম্ভব শূণ্য এবং উহা
অল্প সময়ে আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের মনোবৃত্তি এই
যে, যেন রচনাকে যথাসাধ্য কঠিন করা হয়, তাহা বহু পরিশ্রমের সহিত পাঠ
করিয়া যেন অল্প লাভবান হওয়া যায়। ইহা যেন পর্বত খনন করিয়া
কপর্দক লাভ করা। আর আর্য গ্রন্থ পাঠ করা যেন একটি বার ডুন দিয়াই

বহু মূল্য যুক্ত লাভ করা। ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ছয় বা আট মাসে যাস্ক মুনি কৃত নিষকটু ও নিরুক্ত অর্থসহিত পড়িবে ও পড়াইবে। অশ্ব নাস্তিককৃত অমরকোষাদি অশ্বাস্ত্র গ্রন্থে বহু বৎসর বুধা নষ্ট করিবেনা। তাহার পর পিজ্জলাচার্য্যকৃত ছন্দো গ্রন্থ হইতে বৈদিক ও লৌকিক ছন্দের বিশেষ জ্ঞান, আধুনিক রচনা এবং শ্লোক রচনা প্রণালীও যথোচিত শিখিবে। এই গ্রন্থ, শ্লোক রচনা এবং বিস্তার চারি মাসে শিক্ষা করিয়া পঠন পাঠনে সমর্থ হইবে। “বৃন্তরত্নাকর” প্রভৃতি অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণের কল্পিত গ্রন্থে বহু বৎসর নষ্ট করিবে না। তৎপর মনুষ্যুতি, বাণ্মিকীয় রামায়ণ এবং মহাভারতের উদ্যোগপর্বাস্তর্গত বিদুরনীতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রকরণগুলি পাঠ করিবে। ইহাতে ছষ্ট ব্যসন দূর হইবে এবং উৎকর্ষ ও সভ্যতা লাভ হইবে। অধ্যাপকগণ কাব্যরীতি অনুসারে পদচ্ছেদ, পদার্থোক্তি, অদ্বয় বিশেষ্য বিশেষণ ও ভাবার্থকে বুঝাইতে থাকিবেন এবং বিজ্ঞার্থিগণ এই সকল শিক্ষা করিতে থাকিবে। এক বৎসরের মধ্যে এই সব পড়িয়া লইবে।

তাহার পর পূর্ব মীমাংসা, বৈশেষিক, ম্ভায়, যোগ, সাংখ্য এবং বেদান্ত— এই ছয় শাস্ত্র যথাসম্ভব ঋষিকৃত ব্যাখ্যা অথবা শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্দিগের সরল ব্যাখ্যা সহ পঠন পাঠন করিবে। কিন্তু বেদান্তসূত্র অধ্যয়নের পূর্বে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, য়শুক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক— এই দশ উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিবে। ছয় শাস্ত্রের সূত্র সমূহ ভাষ্য ও বৃদ্ধি সহকারে দুই বৎসরের মধ্যে পড়িবে ও পড়াইবে। তৎপর ছয় বৎসরের মধ্যে চারি ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ ঐতরেয়, শতপথ, সাম এবং গোপথ ব্রাহ্মণ, তৎসঙ্গে স্বর, শব্দ, অর্থ, সম্বন্ধ এবং ক্রিয়াজ্ঞান সহকারে চারি বেদ অধ্যয়ন করিবে। এ বিষয়ে প্রমাণ :—

শ্রাণুরয়ং ভারহাঃ কিলভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোহর্থম্।

যোহর্থজ্ঞ ইৎসকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা ॥ (নিরুক্ত ১।১৮)॥

এই মন্ত্র নিরুক্তে আছে। যিনি বেদের স্বর ও পাঠমাত্র পড়িয়া অর্থ জানেন না, তিনি শাখা, পত্র, এবং ফল পুষ্পের ভারবহনকারী বৃক্ষ ও ধাতাদির ভারবহনকারী পশুর মত ভারবাহ অর্থাৎ ভারবহনকারী। আর যিনি বেদপাঠ

করেন এবং বেদার্থ সম্যকরূপে জানেন, তিনিই পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হইয়া দেহান্তের পরে জ্ঞানবলে পাপসমূহ বর্জন করিয়া পবিত্র ধর্ম্মাচরণ প্রভাবে সর্বানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

উত ত্বঃ পশ্চন্ন দদর্শ বাচমুত ত্ব শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্ । উতো ত্বস্মৈ

তস্মৈ ১) বিসম্প্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥ ধা০ । মং ১০ । সূ০ ৭১ । মং ৪।

যে অবিদ্বান সে শুনিয়াও শুনেনা, দেখিয়াও দেখেনা, বলিয়াও বলেনা, অর্থাৎ অবিদ্বানেরা এই বিজ্ঞাবাগীর রহস্য জানিতে পারেনা। কিন্তু, যেমন সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া, স্বীয় পতিকে কামনা করিয়া স্ত্রী স্বীয় পতির নিকট নিজ শরীর ও স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিজ্ঞাও শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ-জ্ঞাতার নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, বিজ্ঞাহীনের নিকট নহে।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমনু যস্মিন্ দেবা অধিবিষ্টে নিষেছুঃ । যন্তন্ন

বেদ কিমুচা করিষ্যতি য ইত্ত্বিছুস্ত ইমে সমাসতে ॥

(ধা০ । মং ১ । সূ০ ১৬৪ । মং ৩৯) ॥

যে ব্যাপক, অবিনাশী এবং সর্ববিশেষ্ট পরমেশ্বরে সমস্ত বিদ্বান এবং পৃথিবী সূর্য্যাদি সব লোক অবস্থিত, বাঁহাতে সকল বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য, যিনি সেই ব্রহ্মকে জানেন না, তিনি কি ঋগ্বেদাদি হইতে কোন আনন্দ প্রাপ্ত হইতে পারেন ? না, না। কিন্তু বাঁহারা বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক ধর্ম্মাত্মা ও যোগী হইয়া সেই ব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা সকলে পরমেশ্বরে স্থিতি লাভ করিয়া মুক্তিরূপী পরমানন্দ লাভ করেন। এইজন্ত তত্ত্বজ্ঞান সহকারেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপন হওয়া আবশ্যক। এইরূপে সকল বেদ অধ্যয়নের পর আয়ুর্বেদ অর্থাৎ চরক এবং সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষি প্রণীত চিকিৎসা শাস্ত্রের অর্থ, ক্রিয়া, শস্ত্র, ছেদন, ভেদন, লেপ, চিকিৎসা, নিদান, ঔষধ, পথ্য, শরীর, দেশ, কাল এবং বস্তুর গুণ জানিয়া ৪ (চারি) বৎসরের মধ্যে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। অনন্তর ধর্ম্মুর্বেদ অর্থাৎ রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় কার্য্য। ইহা বিবিধ—প্রথম রাজপুরুষ সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয় প্রজা সম্বন্ধীয়। রাজকার্য্যে সভা,

সৈন্যাদ্যক্ষ, শস্ত্রাস্ত্রবিজ্ঞা সম্বন্ধে জানিবে এবং নানাবিধ বৃহন্নচনার অভ্যাস অর্থাৎ আজকাল যাহাকে “কবায়দ” বলে, শস্ত্রের সহিত যুদ্ধকালে যাহা করিতে হয় তাহা সমাক্রুপে শিক্ষা করিবে। প্রজাপালন ও প্রজাবৃদ্ধি প্রণালী শিক্ষা করিয়া ত্রায়ামুসারে প্রজাদিগকে সমুষ্ঠ রাখিবে। তুষ্টিদিগের সমুচিত দণ্ডদান এবং শ্রেষ্ঠদিগের পালন সম্বন্ধে সর্ববিধ ব্যবস্থা শিক্ষা করিবে। এই রাষ্ট্রবিজ্ঞান দুই বৎসরে শিক্ষা করিয়া গন্ধর্ববেদ যাহাকে সঙ্গীতবিজ্ঞা বলে তাহা ও তৎসংক্রান্ত স্বর, রাগ, রাগিণী, সময়, তাল, গ্রাম, তান, বাদিত্র, নৃত্য এবং গীত আদি সমাক্রুপে শিক্ষা করিবে। কিন্তু প্রধানতঃ সামবেদের গান বাণ্যযন্ত্র সহকারে শিক্ষা করিবে এবং নারদ সংহিতা প্রভৃতি আর্যগ্রন্থ অধ্যয়ন করিবে। কিন্তু লম্পট, বেশ্যা, বৈরাগীদিগের বিষয়াসক্তিজনক গর্দভশব্দবৎ বার্থ-সঙ্গীত কখনও করিবে না। অর্থবেদ যাহাকে শিল্প বিজ্ঞা বলে তাহার দ্বারা পদার্থসমূহের গুণ, বিজ্ঞান, ক্রিয়া কৌশল, বিবিধ বস্তুনিষ্কাশন এবং পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যাস্ত যাবতীয় পদার্থ-বিষয়ক বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়া অর্থ অর্থাৎ ঐশ্বর্যের বর্দ্ধক সেই বিদ্যাকে শিক্ষা করিবে এবং দুই বৎসরের মধ্যে সূর্যাসিক্তান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষ শাস্ত্র ও তদনন্তর্গত বীজগণিত, অঙ্ক, ভূগোল, খগোল এবং ভূগর্ভ বিদ্যা সমাক্রুপে শিক্ষা করিবে। তাহার পর সর্ববিধ হাতের কাজ ও যন্ত্র কলা প্রভৃতি শিক্ষা করিবে; কিন্তু গ্রহ নক্ষত্র, জন্মপত্র, রাশি এবং মুহূর্ত্ত প্রভৃতির কল বিধায়ক যে সব গ্রন্থ আছে তাহাকে মিথ্যা জানিয়া কখনও পঠন পাঠন করিবে না। বিদ্যার্থী এবং অধ্যাপকগণ এইরূপ চেষ্টা করিবেন যেন বিংশ বা একবিংশ বৎসরের মধ্যে সকল বিদ্যালভ করিয়া মনুষ্যগণ কৃতকৃত্য হইয়া সর্বদা আনন্দিত থাকে। এই রীতি অনুসারে বিংশ বা একবিংশ বর্ষে যতটা বিদ্যালভ হইতে পারে অন্তরীতি অনুসারে একশত বৎসরেও ততটা হইতে পারে না।

ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ এইজন্ত পাঠ করিবে যে তাঁহারা পরম বিজ্ঞান সর্বশাস্ত্র-বিদ এবং ধর্ম্মাশ্রয় ছিলেন। যাহারা অনৃষি অর্থাৎ অজ্ঞানান্ত্র অধ্যয়নকারী ও ধর্ম্মাদের আত্মা পক্ষপাতী তাঁহাদের রচিত গ্রন্থও সেইরূপ।

পূর্ব্ব মীমাংসার বাস মুনি কৃত ব্যাখ্যা, বৈশেষিকের গৌতম মুনি কৃত ব্যাখ্যা, শ্রায় সূত্রের বাৎস্তায়ন মুনিকৃত ভাষ্য, পতঞ্জলি মুনিকৃত সূত্রের বাস মুনিকৃত ভাষ্য, কপিল মুনিকৃত সাংখ্য সূত্রের ভাণ্ডুরি মুনিকৃত ভাষ্য এবং ব্যাস মুনিকৃত বেদান্ত সূত্রের বাৎস্তায়ন মুনিকৃত ভাষ্য অথবা বোধায়ন মুনিকৃত ভাষ্য, বৃহস্পতির সহিত পড়িবে ও পড়াইবে। এই সকল সূত্রকে কল্প এবং অজ্ঞের মধ্যেও গণনা

করিবে। ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব—এই চারি বেদ ঐশ্বর্যকৃত। ঐতরেয়, শতপথ, সাম এবং গোপথ—এই চারি ব্রাহ্মণ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিঘণ্টু, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ—এই ছয় বেদাঙ্গ; বেদের উপাঙ্গ মীমাংসাদি ছয় শাস্ত্র; আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ এবং অর্থবেদ এই চারি বেদের উপবেদ; এই সকল গ্রন্থ ঋষি মুনি প্রণীত। এ সকলের মধ্যেও যাহা যাহা বেদ বিরুদ্ধ প্রতীত হইবে তাহা তাহা পরিত্যাগ করিবে। কারণ, বেদ ঐশ্বর্যকৃত বলিয়া অভ্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ অর্থাৎ বেদের প্রমাণ বেদ দ্বারাই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থ পরন্তু প্রমাণ অর্থাৎ এই সকলের প্রমাণ বেদাধীন। বেদের বিশেষ ব্যাখ্যা “ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা”র দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থেও তাহা পরে লিখিত হইবে।

এখন পরিত্যাজ্য গ্রন্থগুলির পরিমাণনা সংক্ষেপে কবা যাইতেছে। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিকে জাল গ্রন্থ মনে করিবে—

ব্যাকরণের মধ্যে “কাতন্ত্র্য”, “সারস্বত, চন্দ্রিকা” “মুদ্রবোধ”, “কৌমুদী” “শেখর” এবং “মনোরমা” ইত্যাদি। অভিধানের মধ্যে “অমরকোষ” প্রভৃতি। ছন্দোগ্রন্থের মধ্যে “বৃহস্পতি” প্রভৃতি। শিক্ষার মধ্যে “অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি পাণিনীয়ং মতং যথা” ইত্যাদি। জ্যোতিষের মধ্যে “শীঘ্রবোধ”, “মুহূর্ত্তচিন্তামণি” ইত্যাদি। কাব্যের মধ্যে “নায়িকা ভেদ”, “কুবলয়ানন্দ”, “রঘুবংশ”, “মাঘ”, “কিরাতার্জুনিয়” প্রভৃতি। মীমাংসার মধ্যে “ধন্যসিদ্ধি”, “ব্রতাক” প্রভৃতি। বৈশেষিকের মধ্যে “তর্কসংগ্রহ” প্রভৃতি। ন্যায়ের মধ্যে “জাগদীশী” প্রভৃতি। যোগের মধ্যে “হঠপ্রদীপিকা” প্রভৃতি। সাংখ্যের মধ্যে “সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী” ইত্যাদি। বেদান্তের মধ্যে “যোগবিশিষ্ট”, “পঞ্চদশী” ইত্যাদি। চিকিৎসার মধ্যে “শার্ঙ্গধর” প্রভৃতি। স্মৃতির মধ্যে মনুস্মৃতির প্রাক্ষিপ্ত শ্লোকসমূহ এবং অন্যান্য সমস্ত স্মৃতি, সব তন্ত্রগ্রন্থ, সব পুরাণ, সব উপপুরাণ এবং তুলসীদাসকৃত হিন্দী রামায়ণ, “রুক্মিণীমঙ্গল” প্রভৃতি হিন্দী ভাষায় লিখিত যাবতীয় গ্রন্থ। এই সকল কপোলকল্পিত মিথ্যা গ্রন্থ।

প্রশ্ন—এই সকল গ্রন্থে কি কোন সত্য নাই? উত্তর—অল্প সত্য ত আছে, কিন্তু তৎসঙ্গে বহু অসত্যও আছে। অতএব “বিষসপ্তস্তান্নবৎ ত্যাজ্যঃ” বৈষ্ণব অভ্যাসময় অল্প বিষ-মিশ্রিত হইলে তাহা ত্যাজ্য হয় সেইরূপ এই সকল গ্রন্থও ত্যাজ্য। (প্রশ্ন)—আপনি কি পুরাণ এবং ইতিহাস মানেন না? (উত্তর)—হাঁ, মানি। কিন্তু সত্যই মানি, অসত্য মানি না। (প্রশ্ন)—কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা? (উত্তর)—

ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীতি ॥

ইহা গৃহ সূত্রাদির বচন। পূর্বলিখিত ঐতরেয় এবং শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থেরই ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী এই পাঁচ নাম। ঐমদ্ভাগবতাদির নাম পুরাণ নহে।

(প্রশ্ন)—তাজ্য গ্রন্থ সমূহের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহা গ্রহণ করেন না কেন?

(উত্তর)—তন্মধ্যে যাহা সত্য, তাহা বেদাদি সত্যশাস্ত্রের, এবং মিথ্যা সমূহ তাঁহাদের নিজের। বেদাদি সত্য শাস্ত্র স্বীকার করিলে সকল সত্য গৃহীত হয়। যদি কেহ এই সকল মিথ্যা গ্রন্থ হইতে সত্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে মিথ্যাও তাঁহার গলায় জড়াইয়া যাইবে। অতএব :—“অসত্যমিশ্রং সত্যং দূরতস্ত্যাক্যমিতি” অসত্যমিশ্রিত গ্রন্থের সত্যকেও বিষমিশ্রিত অম্লের স্থায় পরিত্যাগ করা কর্তব্য। (প্রশ্ন)—আপনার মত কি? (উত্তর)—বেদ অর্থাৎ বেদে যাহা যাহা করিতে ও পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা তাহা যথাবৎ করা ও পরিত্যাগ করাকে উচিত বলিয়া মানি। বেদ আমার মান্ত বলিয়া বেদই আমার মত। এইরূপই মানিয়া সকল মনুস্মের বিশেষতঃ আর্ধ্যদিগের একমত হইয়া থাকা উচিত।

(প্রশ্ন)—সত্যের সহিত অসত্যের এবং এক গ্রন্থের সহিত অপর গ্রন্থের যেমন বিরোধ আছে, সেইরূপ এক শাস্ত্রের সহিত অপর শাস্ত্রেরও বিরোধ আছে। উদাহরণ স্বরূপ, সৃষ্টি বিষয়ে ছয় শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ আছে, যথা :—মীমাংসা বর্ণ্য হইতে, বৈশেষিক কাল হইতে, শ্রায় পরমাণু হইতে, যোগ পুরুষার্থ হইতে সাংখ্য প্রকৃতি হইতে এবং বেদান্ত ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি স্বীকার করেন। ইহা কি বিরোধ নহে?

(উত্তর)—প্রথমতঃ সাংখ্য এবং বেদান্ত ব্যতীত অশ্রু চারি শাস্ত্রে সৃষ্টির উৎপত্তি সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে কিছুই লিখিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ নাই। বিরোধ এবং অবিরোধ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নাই। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বিরোধ কোন স্থলে হইয়া থাকে? ইহা কি কেবল এক বিষয়ে? না ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে? (প্রশ্ন)—এক বিষয়ে অনেকের পরস্পরবিরুদ্ধ কথন হইলে তাহাকে বিরোধ বলে। এস্থলেও সৃষ্টি—একই বিষয়।

(উত্তর)—বিজ্ঞা এক বা দুই? যদি এক হয়, তবে ব্যাকরণ, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং জ্যোতিষ প্রভৃতি ভিন্ন বিষয় হইবার কারণ কি? যেরূপ একই বিজ্ঞার

অনেক অবয়ব একটি অপরিচিৎ হইতে পৃথক বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, সেইরূপ সৃষ্টিবিচার ভিন্ন ভিন্ন ছয় অবয়ব শাস্ত্র সমূহে প্রতিপাদিত হওয়ার ইহার মধ্যে বিরোধ কিছুই নাই। যেমন কোন ঘটনির্মাণ বিষয়ে কর্ম, সময়, মৃত্তিকা, বিচার-সংযোগ-বিয়োগাদি পুরুষকার, প্রকৃতির গুণ এবং কুস্তকার কারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ সৃষ্টির যে কর্ম কারণ তাহার ব্যাখ্যা মীমাংসায়, সময়ের ব্যাখ্যা বৈশেষিকে, উপাদান কারণের ব্যাখ্যা জ্ঞানে, পুরুষকারের ব্যাখ্যা যোগে, তত্ত্বসমূহের অনুক্রমানুসারে পরিগণনার ব্যাখ্যা সাংখ্যে এবং নিমিত্ত কারণ যে পরমেশ্বর তাহার ব্যাখ্যা বেদান্তশাস্ত্রে আছে। ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। যেসকল চিকিৎসা শাস্ত্রে নিদান, চিকিৎসা, ঔষধ এবং পথ্যের প্রকরণ পৃথক পৃথক বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকটির উদ্দেশ্যই রোগ নিবৃত্তি, সেইরূপ সৃষ্টির ছয়টি কারণ আছে তাহাদের মধ্যে এক একটি কারণের ব্যাখ্যা এক এক শাস্ত্রকার করিয়াছেন। অতএব ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা সৃষ্টি প্রকরণে উক্ত হইবে।

বিজ্ঞাশিক্ষা ও বিজ্ঞাদানের বিদ্য সমূহ পরিত্যাগ করিবে, যথা :—কুসঙ্গ অর্থাৎ দুষ্ক বিষয়াসক্ত লোকের সংসর্গ; দুষ্ক ব্যসন যেমন মদ্যাদি সেবন এবং বেশ্যা গমনাদি, বাল্য বিবাহ অর্থাৎ পঁচিশ বৎসরের পূর্বের পুরুষের এবং ষোল বৎসরের পূর্বের স্ত্রীলোকের বিবাহ; পূর্ণ ব্রহ্মচর্য না থাকা; রাজা, মাতাপিতা, বিদ্বৎগণ ও বেদাদি শাস্ত্রের প্রচারের প্রতি অনুরাগ না থাকা; অতি ভোজন; অতি জাগরণ; পড়িতে পড়াইতে, পরীক্ষা গ্রহণ করিতে এবং পরীক্ষা দিতে আলস্ত ও কপটতা করা, সর্বোপরি বিজ্ঞাকে সর্বোপেক্ষা লাভজনক মনে না করা; ব্রহ্মচর্য দ্বারা বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, আরোগ্য, রাজ্য ও ধন বৃদ্ধি হয় ইহা স্বীকার না করা; ঈশ্বরের ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া জড় ও পাষণ্ড মূর্তির দর্শন এবং পূজায় বৃথা সময় নষ্ট করা; মাতা, পিতা, অতিথি, গাচার্য্য এবং বিদ্বান্দিগকে সতামুষ্টি মনে করিয়া ইহাদের সেবা এবং সংসর্গ না করা; বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্র, তিলক, কপী ও মালা ধারণ করা; একাদশী, ত্রয়োদশী প্রভৃতি ব্রত করা; কাশী প্রভৃতি তীর্থ মানা; রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, শিব, ভগবতী ও গণেশাদির নাম স্মরণে পাপ নাশ হয় বলিয়া বিশ্বাস করা; ভগবদ্গেয় উপদেশানুসারে বিজ্ঞা শিক্ষায় শ্রদ্ধা না করা; বিজ্ঞা, ধর্ম, যোগাভ্যাস ও পরমেশ্বরের উপাসনা ত্যাগ করিয়া মিথ্যা পুরাণ নামক ভাগবতাদির পাঠ শুনিতে মুক্তি হইবে স্বীকার করা;

লোভবশতঃ ধনাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিছায় প্রীতি না রাখা এবং ইত্যন্ততঃ বৃথা ভ্রমণ করিতে থাকা। এই সকল মিথ্যা ব্যবহারে আবদ্ধ হইয়া এবং ব্রহ্মচর্য্য ও বিছালাভে বঞ্চিত হইয়া তাহারা রুগ্ন ও মূর্খ হইয়া থাকে। আজকালকার সাম্প্রদায়িক ও স্বার্থপর ব্রাহ্মণাদি অপর লোকদিগকে বিছা ও সংসঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া এবং তাহাদিগকে আপনাদের জালে আবদ্ধ করিয়া দেহ, মন এবং ধন নষ্ট করে এবং মনে করে যে, যদি ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া বিদ্বান্ হয়, তবে তাহাদের চল চাতুরী হইতে মুক্ত হইয়া ও তাহাদের শঠতা জানিতে পারিয়া তাহারা তাহাদিগকে অপমান করিবে। এই সকল বিঘ্ন দূর করিয়া রাজা ও প্রজাবর্গ আপন আপন পুত্রকন্যার বিছা-শিক্ষার্থ দেহ মন ও ধন দ্বারা চেষ্টা করিতে থাকিবেন।

(প্রশ্ন)—স্ত্রী শূদ্রও কি বেদ পাঠ করিবে? ইহারা যদি বেদপাঠ করে তবে আমরা কি করিব? আর ইহাদের বেদপাঠ বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই, বরং নিষেধ আছে, যথা—

স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়াতামিতি শ্রুতেঃ ॥

এই শ্রুতি আছে যে স্ত্রী এবং শূদ্র বেদপাঠ করিবেনা।

(উত্তর)—স্ত্রী পুরুষ সকলের অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেয়ই বেদপাঠ করিবার অধিকার আছে। তুমি অধঃপাতে যাও! এই শ্রুতি তোমার কপোল কল্লিত। ইহা কোন প্রামাণিক গ্রন্থের উদ্ধরণ নহে। সকলের যে বেদাদি শাস্ত্র পড়িবার ও শুনিবার অধিকার আছে, সে বিষয়ে যজুর্বেদের বড় বিংশতি অধ্যায়ে দ্বিতীয় মন্ত্র প্রমাণ; যথা:—

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ ।

ব্রহ্ম রাজন্যভ্যাং শূদ্রায় চার্ঘ্যায় চ স্বায় চারণায় ।

(যজুঃ অঃ ২৬। ২) ॥

পরমেশ্বর বলিতেছেন (যথা) যেমন আমি (জনেভ্যঃ) সকল মনুষ্যের জন্য (ইমাম্) এষ্ট (কল্যাণীম্) কল্যাণ অর্থাৎ সাংসারিক সুখ এবং মুক্তি সুখ প্রদায়িনী (বাচম্) ঋগ্বেদাদি চারি বেদের বাণী (আবদানি) উপদেশ করিতেছি

সেইরূপ তোমরাও উপদেশ করিতে থাক। এই স্থলে যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, “জন” শব্দ দ্বিজ অর্থে গ্রহণ করা উচিত, কারণ স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরই বেদপাঠে অধিকার আছে, জ্ঞী ও শূদ্রাদি বর্ণের নাই। (উত্তর)—(ব্রহ্মরাজস্ব্যাত্ম্য) ইত্যাদি দেখ। পরমেশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন, “আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, (অর্যায়) বৈশ্য, (শূদ্রায়) শূদ্র এবং (স্বায়) নিজের ভৃত্য বা জ্ঞী আদি এবং (অরণায়) অতি শূদ্রাদির জন্তও বেদ প্রকাশ করিয়াছি” অর্থাৎ সকল মনুষ্য বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, শ্রবণ ও শ্রাবণ দ্বারা বিজ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া সন্নিবিশয়ের গ্রহণ এবং অসন্নিবিশয়ের বর্জন পূর্বক হৃৎখনিমুক্ত হইয়া আনন্দ প্রাপ্ত হউক।

এক্ষণে বল, তোমার কথা মানিব না পরমেশ্বরের কথা মানিব? পরমেশ্বরের কথা অবশ্যই মানিতে হইবে। এত কথার পরেও যদি কেহ না মানে, তবে তাহাকে নাস্তিক বলিতে হইবে। কারণ, “নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ” যে বেদের নিন্দা করে এবং বেদ মানে না, সে নাস্তিক। পরমেশ্বর কি শূদ্রদিগের মঙ্গল ইচ্ছা করেন না? তিনি কি পক্ষপাতী যে বেদের অধ্যয়ন এবং শ্রবণ শূদ্রদের জন্ত নিষিদ্ধ এবং দ্বিজদের জন্ত বৈধ করিলেন? যদি শূদ্রদিগকে বেদ পড়াইবার ও শুনাইবার অভিপ্রায় তাঁহার না থাকিত, তবে তিনি তাহাদের শরীরে বাহ ও শ্রোত্রেন্দ্রিয় রচনা করিলেন কেন? পরমাত্মা যেমন সকলের জন্ত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য এবং অম্মাদি যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ বেদও সকলের জন্ত প্রকাশ করিয়াছেন। যে স্থলে নিষেধ আছে সেই নিষেধের অভিপ্রায় এই যে, যাহাকে পড়াইলেও কিছুই শিখিতে পারে না সে নির্বেশাধ এবং মূর্থ হেতু তাহাকে শূদ্র বলা হয়। তাহার পড়া ও পড়ান নিষ্ফল। আর তোমরা যে জ্ঞীলোকদিগকেও বেদপাঠ করিতে নিষেধ করিতেছে তাহা তোমাদের মূর্থতা, স্বার্থপরতা এবং নির্বুদ্ধিতার ফল। বেদে কণ্ঠ্যদের অধ্যয়ন সম্বন্ধে প্রমাণ দেখ—

ব্রহ্মচার্যোণ কণ্ঠ্যান্যুবানং বিন্দতে পতিম্ ॥

অথর্ব০ [কা০ ১১। প্র০ ২৪। অ০ ৩। ম০ ১৮]

কুমার যেরূপ ব্রহ্মচার্য্য সেবন দ্বারা পূর্ণ বিজ্ঞা এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া যুবতী, বিহবী, স্বীয় অনুকূলা, প্রিয়া, সদৃশী স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেইরূপ (কণ্ঠ্য) কুমারী

(ব্রহ্মচর্য্যেণ) ব্রহ্মচর্য্য সেবন দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পূর্ণ বিজ্ঞা ও সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, যুবতী অবস্থায় পূর্ণ যৌবনে নিজের সদৃশ, প্রিয় এবং বিদ্বান্ (যুবানম্) পূর্ণ যৌবন সম্পন্ন পুরুষকে (বিন্দতে) প্রাপ্ত হইবে। অতএব স্ত্রীলোকেরাও অবশ্য ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং বিজ্ঞাগ্রহণ করিবে।

(প্রশ্ন)—স্ত্রীলোকেরা কি বেদ পাঠ করিবে? (উত্তর)—অবশ্য।
দেখ শ্রোতসূত্রাদিতে :—

ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ ॥

অর্থাৎ স্ত্রী যজ্ঞে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যদি বেদাদি শাস্ত্র না পড়িয়া থাকে, তবে যজ্ঞে স্বর সহিত মন্ত্রোচ্চারণ এবং সংস্কৃতভাষণ ক্রিয়াক্রমে করিতে পারিবে? ভারতীয় নারীদিগের ভূষণরূপিনী গার্গী বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পূর্ণ বিদ্বতী হইয়াছিলেন। ইহা শতপথ ব্রাহ্মণে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। ভাল, যদি পুরুষ বিদ্বান্ এবং স্ত্রী বিদ্বাহীন, অথবা স্ত্রী বিদ্বতী ও পুরুষ বিদ্বাহীন হয়, তবে গৃহে নিয়ত দেবান্নের যুদ্ধ হইতে থাকে, তাহাতে সুখ কোথায়? অতএব স্ত্রীলোকেরা অধ্যয়ন না করিলে বালিকাদিগের পাঠশালায় অধ্যাপিকা ক্রিয়াক্রমে হইতে পারিবেন? সেইরূপ রাজকাৰ্য্য, বিচারকাৰ্য্য, গৃহাশ্রমের কাৰ্য্য, পতি ও পত্নীর পরস্পর পরস্পরকে প্রসন্ন রাখা এবং সমস্ত গৃহকৰ্ম্ম স্ত্রীর অধীন রাখা ইত্যাদি কাৰ্য্য বিদ্যা ব্যতীত কখনও উত্তমরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না।

দেখ! আৰ্য্যাবৰ্ত্তের রাজপরিবারের রমণীগণ ধনুর্বেদ অর্থাৎ দৃষ্টিবিজ্ঞাও ভালভাবে জানিতেন। যদি তাঁহারা না জানিতেন তবে কৈকেয়ী ও অশ্বাশ্ব নারীরা কেমন করিয়া দশরথ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে গমন করিতেন এবং যুদ্ধ করিতে পারিতেন! অতএব ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়াদিগের সকল বিজ্ঞা, বৈশ্যার ব্যবহারবিজ্ঞা এবং শূত্রার রন্ধনাদি সেবাবিজ্ঞা শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। পুরুষের যেমন ব্যাকরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ব্যবহারবিজ্ঞা অস্ত্রতঃপক্ষে কিছু কিছু শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য, সেইরূপ নারীরও ব্যাকরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসা, গণিত এবং শিল্পবিজ্ঞা অবশ্যই শিক্ষা করা কর্তব্য। কারণ, এই সকল শিক্ষা না করিলে সত্যাসত্যের নির্ণয়, স্বামী ও অশ্বাশ্ব সকলের প্রতি অনুকূল আচরণ, যথাযোগ্য সম্ভানোৎপত্তি, সম্ভানদিগের পালন, পোষণ ও সুশিক্ষাদান, গৃহের সকল কাৰ্য্য যথোচিত সম্পাদন ও পরিচালন, চিকিৎসা বিজ্ঞানুযায়ী ঔষধবৎ খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করা ও করান যাইতে পারেনা। ইহাতে গৃহে কখনও রোগ প্রবেশ করিবেনা ও সকলে আনন্দে থাকিবে। শিল্পবিদ্যা না জানিলে গৃহনির্মাণ

করান, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করান ; গণিতবিদ্যা ব্যতীত সমস্ত হিসাব বুঝা ও বুঝান এবং বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বর ও ধর্মকে না জানিয়া অধর্ম হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। অতএব যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞানশিক্ষা ও বিদ্যাভ্যাস নিজ সম্ভানদিগের শরীর ও আত্মার বলবৃদ্ধি করেন, তাঁহারাই ধন্যবাদার্থ, তাঁহারাই কৃতকৃত্য। এই সকল সম্ভান মাতা, পিতা, পতি, স্বশ্র, স্বশুর, রাজা, প্রজা, প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন এবং সম্ভানাদির সহিত যথাযোগ্য ধর্ম্যাচরণ করিবে। এই বিদ্যারূপ ভাণ্ডার অক্ষয়। ইহার ধন যতই ব্যয়িত হইবে, ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। ব্যয় করিলে অশ্র সমস্ত ধনভাণ্ডার কমিয়া যায় ও উত্তরাধিকারিগণও তাহা হইতে নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু চোর বা উত্তরাধিকারিগণ ইহা গ্রহণ করিতে পারে না। প্রজাবর্গ, বিশেষতঃ রাজা এই ধনভাণ্ডারের বুদ্ধিকারী এবং রক্ষক।

কন্যানাং সম্প্রদানঞ্চ কুমারাণাঞ্চ রক্ষণম্ ॥ মনু° (৭'১৫২) ॥

বালক বালিকাদিগকে পূর্বোক্ত সময় হইতে পূর্বোক্ত সময় পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে রাখিয়া বিদ্যাসম্পন্ন করা রাজার কর্তব্য। যদি কেহ এই অনুশাসন মান্য না করে, তবে তাহার মাতা পিতা দণ্ডনীয় হইবেন অর্থাৎ রাজার আজ্ঞানুসারে আট বৎসর বয়সের পর কাহারও পুত্র কন্যা গৃহে থাকিতে পারিবে না। কিন্তু তাহারা আচার্য্যকুলে থাকিবে এবং সমাবর্তনের সময় না আসা পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারিবে না।

সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্টম্ ।

বার্য্যমগোমহীবাসস্তিলকাঞ্চনসপিষাম্ ॥ মনু° (৪।২৩৩) ॥

সংসারে জল, অন্ন, গো, ভূমি, বস্ত্র, তিল, স্বর্ণ এবং স্বতাди যত প্রকার দান আছে, তন্মধ্যে বেদবিদ্যাদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব দেহ, মন ও ধনদ্বারা যথাসম্ভব বিদ্যোন্নতির জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। যে দেশে ব্রহ্মচর্য্য, বিদ্যা ও বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রচার হইয়া থাকে, সেই দেশই সৌভাগ্যবান হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের এই শিক্ষা সংক্ষেপে লিখিত হইল। অতঃপর চতুর্থ সমুদ্রাসে সমাবর্তন এবং গৃহাশ্রমের শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্রায়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে শ্রুতাব্যবহৃত্যে

শিক্ষাবিষয়ে তৃতীয় সমুদ্রাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ৩ ॥

অথ চতুর্থ সমুদ্রাসারভূঃ

অথ সমাবর্তন--বিবাহ--গৃহাশ্রম বিধিঃ বক্ষ্যামঃ ।

বেদানধীত্য বেদো বা বেদং বাপি যথাক্রমম্ ।

অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবিশেৎ ॥ মনুঃ (৩২) ॥

যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আচার্য্যের অনুকূল আচরণ করিয়া ধর্ম্মানুসারে সাজোপাঙ্গ চারিবেদ, বা তিন, দুই অথবা এক বেদ অধায়ন পূর্ব্বক অখণ্ডিত-ব্রহ্মচর্য্য পুরুষ বা স্ত্রী গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে ।

তং প্রতীতং স্বধর্ম্মেণ ব্রহ্মদায়হরং পিতুঃ ।

অগ্নিং তন্ন আসীনমর্হয়েৎ প্রথমং গবা । মনুঃ (৩৩) ॥

স্বধর্ম্ম অর্থাৎ আচার্য্য এবং শিষ্যের যথার্থ ধর্ম্মযুক্ত, পিতা, জনক বা অধ্যাপকের নিকট হইতে ব্রহ্মদায় অর্থাৎ নিষ্ঠাভাগের গ্রহীতা ও মালাধারণকারী শিষ্য স্বীয় পালকে উপবিষ্ট আচার্য্যকে প্রথমে গোদানের দ্বারা সম্মান করিবেন । উক্ত লক্ষণযুক্ত বিদ্বাৰ্থীকেও কন্যার পিতা গোদানের দ্বারা সম্মানিত করিবেন ।

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবর্ত্তো যথাবিধি ।

উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাং সবার্ণাং লক্ষণাশ্চিতাম্ ॥ মনুঃ (৩৪) ॥

গুরুর আজ্ঞানুসারে স্নানান্তে গুরুকুল হইতে যথাবিধি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য স্ববর্ণানুকূল সুলক্ষণাশ্চিতা কন্যাকে বিবাহ করিবে ।

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ ।

সা প্রশস্তা দ্বিজাভীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে ॥ মনুঃ (৩৫) ॥

যে কন্যা মাতৃকুলের ছয় পুরুষের মধ্যে নহে এবং পিতৃ গোত্রীয়া নহে, সেইরূপ কন্যাকে বিবাহ করা উচিত । ইহার আবশ্যকতা এই যে—

পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥ শতপথ ॥

ইহা নিশ্চিত যে পরোক্ষ বস্তুতে যেমন প্রীতি হয়, প্রত্যক্ষ বস্তুতে তেমন হয় না। যেমন, যদি কেহ মিশ্রীর গুণ শুনিয়া থাকে কিন্তু কখনও না খাইয়া থাকে, তবে তাহার মন উহাতেই লগ্ন থাকে, আর যেমন কোন পরোক্ষ বস্তুর প্রশংসা শুনিয়া তাহা পাইবার জন্য উৎকট আকাঙ্ক্ষা হয়, সেইরূপ যে কন্যা দূরস্থা অর্থাৎ স্বগোত্রীয়া বা মাতৃকুলের সহিত নিকট সম্বন্ধযুক্ত নহে সেই কন্যার সহিত বরের বিবাহ হওয়া উচিত। নিকটে ও দূরে বিবাহ করার এই সকল দোষ গুণঃ—প্রথমতঃ (১) যে বালক বালিকা বাল্যাবস্থা হইতে পরস্পর নিকটে থাকে, পরস্পর প্রীতি, ক্রীড়া এবং কলহ করে, একে অশ্লের দোষ, গুণ, স্বভাব ও বাল্যকালের অসঙ্গত আচরণ জানে এবং একে অশ্লকে উলঙ্গও দেখে, তাহাদের মধ্যে বিবাহ হইলে কখনও প্রেম হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ (২) যেরূপ জলের সহিত জল মিশ্রিত হইলে কোন বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ একগোত্রে, পিতৃ বা মাতৃকুলে বিবাহ হইলে ধাতু বিনিময় না হওয়ায় উন্নতি হয় না। তৃতীয়তঃ—(৩) যেরূপ দুধে মিশ্রী বা শুষ্টি প্রভৃতি ওষধি মিশ্রিত করিলে উত্তম গুণ জন্মে, সেইরূপ ভিন্ন গোত্রীয়, মাতৃকুল এবং পিতৃকুল হইতে পৃথকস্থানীয় ত্রীপুরুষের বিবাহ হওয়া প্রশস্ত। চতুর্থতঃ—(৪) যেরূপ এক দেশের রোগী অশ্ল দেশে বায়ু এবং পানাহার পরিবর্তন দ্বারা নীরোগ হয়, সেইরূপ দূর দেশস্থদিগের মধ্যে বিবাহ হইলে উত্তম হয়। পঞ্চমতঃ—(৫) নিকট সম্বন্ধ করিলে একে অশ্লের নিকটস্থ হওয়াতে একের সুখ দুঃখ অশ্লকে অভিভূত করে এবং পরস্পরের মধ্যে বিরোধ হওয়াও সম্ভব। দূর দেশস্থদের মধ্যে এরূপ হয় না। আর দূর দেশস্থদিগের বিবাহে প্রেমের সূত্র উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, নিকটস্থ বিবাহে তাহা হয় না। ষষ্ঠতঃ—(৬) দূর দূর দেশে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপিত হইলে জিনিষ-পত্রের প্রাপ্তি সহজেই সম্ভব হয়, নিকটে বিবাহ হইলে এরূপ হয় না। এইজন্য—

দুহিতা দুহিতা দূরে হিতা দোন্ধেৰ্ব্বা ॥ নিরু० (৩৪) ॥

কন্যার বিবাহ দূর দেশে হইলে হিতকর হয় এইজন্য কন্যার নাম দুহিতা। নিকট হইলে সেরূপ হয় না। সপ্তমতঃ—(৭) নিকট সম্বন্ধে কন্যার পিতৃকুলে দারিদ্র্য হওয়াও সম্ভব। কারণ যখনই কন্যা পিতৃগৃহে আসে তখনই তাহাকে কিছু না কিছু দিতেই হয়। অষ্টমতঃ—(৮) কেহ নিকটে থাকিলে

তাহারা নিজ নিজ পিতৃকুলের সহায়তা বিষয়ে গর্ব করিবে এবং যখনই উভয়ের মধ্যে মনোমালিঙ্গ হইবে, তখনই স্ত্রী সত্বর পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে। পরস্পরের মধ্যে অধিক নিন্দা হইবে, বিরোধও ঘটিবে, কারণ প্রায়ই স্ত্রীলোকের স্বভাব তীক্ষ্ণ এবং মূঢ়। এই সকল কারণবশতঃ পিতৃগোত্রে, মাতার ছয় পুরুষের মধ্যে এবং নিকটবর্তী দেশে বিবাহ প্রশস্ত নহে।

মহাস্ত্যপি সম্বন্ধানি গোহজাবিধনধান্যতঃ ।

স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ ॥ মনু° (৩৬) ॥

ধন, ধাতু, গো, অজ, হস্তী, অশ্ব, রাজ্য এবং ঐশ্বর্যাদি দ্বারা যে বংশ যতই সমৃদ্ধ হউক না কেন বিবাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দশ কুল পরিত্যাগ করিবে :—

হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্চন্দ্রো রোমশার্শসম্ ।

ক্ষয়্যাময়্যাব্যপস্মারি শ্বিতৃকুষ্ঠিকুলানি চ ॥ মনু° (৩৭) ॥

যে কুল সৎক্রিয়াহীন এবং সৎপুরুষ রহিত, যে কুল বেদাধ্যয়ন বিমুখ, লোমশ শরীর বিশিষ্ট এবং অর্শ, ক্ষয়, শ্বাস, কাশ, আমাশয়, মৃগী এবং শ্বেত ও গলিত কুষ্ঠবৃন্ত, সেই কুলের কন্যা বা বরের সহিত বিবাহ হওয়া উচিত নহে। কারণ এই সমস্ত দুষ্কর্গ এবং রোগ বিবাহকারীদের বংশে প্রবেশ করে। এইজন্য উত্তম পরিবারের পুত্র কন্যার মধ্যে বিবাহ হওয়া উচিত।

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাহধিকাক্ষীং ন রোগিণীম্ ।

নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাম্ পিঙ্গলাম্ ॥ মনু° (৩৮) ॥

কপিল বর্ণা, অধিকাক্ষী অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘা, শূলকায়া ও অধিক বলশালিনী, রোগযুক্তা, লোমবিহীন, অধিক লোমযুক্তা, প্রগল্ভা এবং পিঙ্গল-নেত্রা কন্যাকে বিবাহ করিবে না।

নক্ষ' বৃক্ষনদীনাক্ষীং নাস্ত্যপর্বত নামিকাম্ ।

ন পক্ষ্যহিপ্রৈম্যানাক্ষীং ন চ ভীষণনামিকাম্ ॥ মনু° (৩৯) ॥

নক্ষ অর্থাৎ অশ্বিনী, ভরণী, রোহিনী-মেঈ, রেবতীবাস্কি এবং চিত্রা প্রভৃতি নক্ষত্রনামযুক্তা, তুলসীয়া, গের্ভা, গোলাপী, চম্পা, চামেলী প্রভৃতি বৃক্ষ নামযুক্তা ; পদ্মা, যমুনা প্রভৃতি নদী নামযুক্তা ; চাণ্ডালী প্রভৃতি অন্ত্যনামযুক্তা ; বিদ্যা,

হিমালয়া, পার্বতী প্রভৃতি পর্বতনামযুক্তা ; কোকিলা, ময়না প্রভৃতি পক্ষী নামযুক্তা ; নাগী, ভুজঙ্গ ইত্যাদি সর্প নামযুক্তা ; মাধোদাসী, মীরাদাসী ইত্যাদি পরিচারিকানামযুক্তা ও ভীমকুমারী, চণ্ডিকা, কালী আদি ভীষণ নামযুক্তা কন্যার সহিত বিবাহ হওয়া উচিত নহে, কারণ এই নামগুলি কুৎসিৎ এবং অশ্লাঘ্য পদার্থেরও ঐ সকল নাম আছে ।

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাদ্রীং হংসবারণগামিনীম্ ।

তনুলোমকেশদশনাং মৃদঙ্গীমৃদহেং স্ত্রিয়ম্ ॥ মনুঃ (৩।১০) ॥

যাহার অঙ্গ সবল ও সুঠাম, তাহার বিপরীত নহে ; যাহার নাম সুন্দর, অর্থাৎ যশোদা, স্নেহদা ইত্যাদি ; যাহার গতি হংসী ও হস্তিনীর তুল্য ; যে সূক্ষ্মলোমযুক্তা, স্নকেশা ও সুদতী এবং যাহার সর্বঙ্গ কোমল, তাদৃশী কন্যার সহিত বিবাহ হওয়া উচিত ।

(প্রশ্ন)—বিবাহের সময় এবং রীতি কোনটি উত্তম ?

(উত্তর)—ষোড়শ বর্ষ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত কন্যার এবং পঞ্চবিংশ বর্ষ হইতে অষ্টচত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত পুরুষের বিবাহের উত্তম সময় । প্রথম ষোড়শ এবং পঞ্চবিংশ বৎসরে বিবাহ নিকৃষ্ট । অষ্টাদশ অথবা বিংশ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ত্রিংশ, পঞ্চত্রিংশ বা চত্বারিংশ বর্ষের পুরুষের বিবাহ মধ্যম । চতুর্বিংশ বর্ষের স্ত্রী এবং অষ্টচত্বারিংশ বৎসরের পুরুষের বিবাহ উৎকৃষ্ট । যে দেশের বিবাহবিধি এইরূপ উৎকৃষ্ট এবং যে দেশে ব্রাহ্মচর্য্য ও বিজ্ঞাত্যাস অধিক হয়, সেই দেশ সুখী এবং যে দেশ ব্রাহ্মচর্য্যবিহীন ও বিজ্ঞাত্যগ্রহণে পরাভুত এবং যে দেশে বাল্যাবস্থায়ও অযোগ্যদের বিবাহ হয়, সেই দেশ দুঃখে নিমগ্ন হয় । কেননা ব্রাহ্মচর্য্য ও বিজ্ঞাত্যায়ন পূর্ব্বক বিবাহের সংস্কারদ্বারাই সকল বিষয়ের সংস্কার এবং ইহার বিকৃতি দ্বারাই সকল বিষয়ের বিকৃতি হইয়া থাকে ।

(প্রশ্ন)—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গোৱী নববর্ষা চ রোহিণী ।

দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা তত উর্দ্ধং রজস্বলা ॥ ১ ॥

মাতা চৈব পিতা তস্তা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ ।

ত্রয়ন্তে নরকং যাস্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥ ২ ॥

এই শ্লোক পরাশরে এবং শীঘ্রবোধে লিখিত আছে। ইহার অর্থ এই যে, কন্যার অষ্টম বর্ষে বিবাহ গৌরী, নবম বর্ষে রোহিণী, দশম বর্ষে কন্যা এবং তৎপর রজস্বলা সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ১ ॥ যদি দশম বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহ না দিয়া রজস্বলা কন্যাকে তাহার মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেখেন, তবে তাঁহারা তিন জনেই নরকে পতিত হন।

(উত্তর)—ব্রহ্মোবাচ

একক্ষণা ভবেদ্ গৌরী দ্বিক্ষণেয়ন্ত রোহিণী ।

ত্রিক্ষণা সা ভবেৎ কন্যা হৃত উর্দ্ধং রজস্বলা ॥ ১ ॥

মাতা পিতা তথা ভ্রাতা মাতুলো ভগিনী স্বকা ।

সর্বৈ তে নরকং যান্তি দৃষ্ট। কন্যাং রজস্বলান্ ॥ ২ ॥

ইহা সত্যোনির্মিত ব্রহ্মপুরাণের বচন।

অর্থ :—ষতটা সময়ের মধ্যে পরমাণু একবার আবর্তিত হয়, ততটা সময়কে ক্ষণ বলে। জন্মের পর কন্যা প্রথম ক্ষণে গৌরী, দ্বিতীয় ক্ষণে রোহিণী, তৃতীয় ক্ষণে কন্যা এবং চতুর্থ ক্ষণে রজস্বলা হইয়া থাকে। ১॥ সেই রজস্বলাকে দেখিয়া তাহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল এবং সহোদরা ভগ্নী, সকলেই নরকে গমন করে। ২॥

(প্রশ্ন)—এই শ্লোকগুলি প্রমাণ নহে। (উত্তর)—প্রমাণ নহে কেন ?

যদি ব্রহ্মার শ্লোক প্রমাণ নহে, তবে তোমার শ্লোকও প্রমাণ হইতে পারেনা।

(প্রশ্ন)—বাঃ বাঃ! পরাশর এবং কাশীনাথের প্রমাণও মানিবেন না ?

(উত্তর)—বাঃ বাঃ! তুমি কি ব্রহ্মারও প্রমাণ মানিবে না ? পরাশর এবং কাশীনাথ অপেক্ষা ব্রহ্মা কি শ্রেষ্ঠ নহেন ? যদি তুমি ব্রহ্মার শ্লোকগুলি না মান তবে আমি পরাশর এবং কাশীনাথের শ্লোকগুলি মানিনা। (প্রশ্ন)—

তোমার শ্লোকগুলি অসম্ভব বলিয়া প্রমাণ নহে। কারণ সহস্র ক্ষণ ও জন্মকালেই কাটিয়া যায়, তবে বিবাহ বিক্রমে হইতে পারে ? আর ঐ সময়ে বিবাহের কোনও ফলও দেখা যায় না। (উত্তর)—যদি আমার শ্লোকগুলি

অসম্ভব হয়, তবে তোমার শ্লোকগুলিও অসম্ভব। কারণ আট, নয় এবং দশ বৎসর বয়সে বিবাহ নিষ্ফল। কন্যার ষোড়শ বৎসরের পর চতুবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের মধ্যে বিবাহ হইলে, পুরুষের বীৰ্য্য পরিপক্ব ও শরীর বলিষ্ঠ

হওয়াতে এবং ত্রীর গর্ভাশয় পূর্ণ ও শরীর সবল হওয়াতে সন্তান উত্তম হইয়া থাকে ।*

অষ্টম বর্ষীয়া কন্তার সন্তান হওয়া যেরূপ অসম্ভব, গৌরী এবং রোহিণী প্রভৃতি নাম দেওয়াও সেইরূপ অযৌক্তিক । যদি কন্তা গৌরবর্ণা না হয়, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণা হয়, তবে তাহার গৌরী নাম রাখা বুধা । গৌরী মহাদেবের স্ত্রী এবং রোহিণী বসুদেবের স্ত্রী ছিলেন । তোমরা পৌরাণিকেরা তাঁহাদিগকে মাতৃতুল্যা মনে কর । যখন কন্তা মাত্রেই গৌরী প্রভৃতি ভাবনা করিতেছ, তখন আবার তাঁহাদিগকে বিবাহ করা কিরূপে ধর্মসঙ্গত এবং সম্ভবপর হইতে পারে ! স্ততরাং তোমাদের ও আমাদের দুই দুইটি করিয়া শ্লোকই মিথ্যা । আমরা যেমন “ব্রহ্মোবাচ” বলিয়া শ্লোক রচনা করিয়াছি, তাহাদের শ্লোকগুলিও সেইরূপ পরাশরাদির নামে রচিত হইয়াছে । অতএব এই সকল প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া বেদের প্রমাণ অনুসারে সকল কর্ম করিতে থাক । দেখ মনুতে লিখিত আছে :—

ত্রীণি বর্ষাণ্যদীক্ষেত কুমার্য্যতুমতী সতী ।

উক্লং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্ ॥ মনুঃ (৯।৯০) ।

* উপযুক্ত সময় অপেক্ষা নান বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের গর্ভাধান সম্বন্ধে মুনিবর ধর্মস্তরি স্তম্ভে নিবেদন করিয়াছেন ;—

উনষোড়শবর্ষাযামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্ ।

যত্নাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপত্নতে ॥ ১ ॥

জাতো বা ন চিরজীবৎ জীবদ্ধা দুর্কলেজিয়ঃ ।

তস্মাদত্যন্তবাল্যায়ং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥ ২ ॥

অশ্রুত শাবীরস্থানে অঃ ১০ শ্লোক ৪৭।৪৮

অর্থ—ষোল বৎসরের নান বয়স্ক স্ত্রীতে পচিশ বৎসরের নান বয়স্ক পুরুষ গর্ভাধান করিলে সেই কুক্ষিস্থ গর্ভ বিপন্ন হয় অর্থাৎ পূর্বকাল পর্য্যন্ত গর্ভাশয়ে থাকিয়া উৎপন্ন হয়না : ১ ॥ অথবা উৎপন্ন হইলেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে না ; জীবিত থাকিলেও দুর্কলেজিয় হয় । এই ক্রম অতি অল্প বয়স্ক স্ত্রীতে গর্ভ স্থাপন করিবে না । ২ ॥

ঈদৃশ শাস্ত্রোক্ত নিয়ম ও সৃষ্টিক্রম দেখিলে ও বুদ্ধির সহিত বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, ষোল বৎসরের নান বয়স্ক স্ত্রী এবং ২৫ বৎসরের নান বয়স্ক পুরুষ কখনও গর্ভাধানের উপযুক্ত নহে । যাহারা এই সকল নিয়মের বিপরীত আচরণ করে, তাহারা দুঃখভাগী হয় ।

কন্যা রজস্বলা হইবার পর, তিন বৎসর পর্য্যন্ত পতি অন্বেষণ করিয়া অসদৃশ পতিলাভ করিবে। যেহেতু প্রত্যেক মাসে রজোদর্শন হয়, সুতরাং তিন বৎসরে ছত্রিশ বার রজোদর্শনের পর বিবাহ করা উচিত, তৎপূর্ব্বে নহে।

কামমামরণাতিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যতু মত্যাপি।

ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেতু গুণহীনাং কহিচিৎ ॥ মনুঃ (৯।৮৯)।

বরং পুত্র কন্যা মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকুক, তথাপি অসদৃশ অর্থাৎ পরম্পর বিরুদ্ধ গুণ কন্যা স্বভাবযুক্ত (বরকন্যার) বিবাহ হওয়া কখনও উচিত নহে। ইহাতে সিদ্ধ হইল যে, পূর্ব্বোক্ত সময়ের পূর্ব্বে এবং অসদৃশ (বরকন্যার) মধ্যে বিবাহ হওয়া অমুচিত।

(প্রশ্ন)—বিবাহ কি মাতা পিতার অধীনে হইবে? না বর কন্যার অধীনে হইবে?

(উত্তর)—বিবাহ বর কন্যার ইচ্ছাধীন হওয়া উত্তম। মাতা পিতা বিবাহের কথা বিবেচনা করিলেও বরকন্যার প্রসন্নতা ব্যতীত বিবাহ হওয়া উচিত নহে। কারণ পরম্পরের প্রসন্নতার সহিত বিবাহ হইলে বিরোধ নিতান্ত কম হয় এবং উত্তম সন্তান জন্মে। অপ্রসন্নতার সহিত বিবাহ হইলে সর্বদা ক্লেশ হইতে থাকে। বিবাহের প্রয়োজন মুখ্যতঃ বর কন্যার, মাতা পিতার নহে। বর-কন্যার মধ্যে প্রসন্নতা থাকিলে তাহারাই সুখী হয়, বিরোধে তাহারাই দুঃখভোগ করে। আর—

সন্তুকৌ ভার্য্যা ভর্তা ভত্র। ভার্য্যা তথৈব চ।

যস্মিন্নেব কূলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥ মনুঃ (৩।৬০)।

যে পরিবারে স্ত্রীর প্রতি পুরুষ ও পুরুষের প্রতি স্ত্রী সর্বদা প্রসন্ন থাকে, সেই পরিবারে আনন্দ, লক্ষ্মী এবং কীৰ্ত্তি অবস্থান করে। যেখানে বিরোধ ও কলহ হয়, সেখানে দুঃখ, দারিদ্র্য ও নিন্দা নিবাস করে। সুতরাং যেকোন স্বয়ম্বর প্রথা আধ্যাত্মিক পরম্পরাক্রমে প্রচলিত ছিল সেই বিবাহই উত্তম।

যখন স্ত্রী-পুরুষ বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাদের বিদ্যা, বিনয়, শীল, রূপ, আয়ু, বল, কুল, এবং শরীরের পরিমাণাদি যথাযোগ্য হওয়া উচিত। যে পর্য্যন্ত ইহাদের মিল না হইবে সে পর্য্যন্ত বিবাহে কোনই সুখ হয় না। বাল্যকালে বিবাহেও সুখ হয় না।

যুবা যুবাঃ পরিবীত আগাং স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ । তং
ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ ॥ ১ ॥

ঋং । মং ৩ । সূং ৮ । মং ৪ ॥

আ ধেনবো ধনয়ন্তামশিখীঃ শবদুর্ঘাঃ শশয়া অপ্রদুক্ষাঃ । নব্যানব্যা
যুবতয়ো ভবন্তীমহদেবানামসুরত্মকম্ ॥ ২ ॥

ঋং । মং ৩ । সূং ৫৫ । মং ১৬ ॥

পূর্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষাবস্তো রুঘসো জরয়ন্তীঃ । মিনাতি
শ্রিয়ং জরিমা তনু নামপ্য নু পত্নীর্ষণো জগম্যুঃ ॥ ৩ ॥

ঋং । মং ১ । সূং ১৭৯ । মং ১ ॥

যে পুরুষ (পরিবীতঃ) স্তম্ভরূপে যজ্ঞোপবীত ধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য সেবন দ্বারা
বিদ্বান্ এবং অশিক্ষিত হইয়া, (যুবাঃ) সুন্দর বস্ত্র পরিধান পূর্বক,
ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত (যুবা) পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া, বিদ্যাগ্রহণ করিয়া গৃহাশ্রমে
(আগাং) প্রবেশ করেন, (স, উ) তিনিই দ্বিতীয় বিদ্যাজন্মে (জায়মানঃ)
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া (শ্রেয়ান্) অতিশয় শোভাযুক্ত ও মঙ্গলকারী
(ভবতি) হন । (স্বাধ্যঃ) উত্তম ধ্যানশীল, (মনসা) বিজ্ঞান দ্বারা (দেবয়ন্তঃ)
বিদ্যোন্নতিকামী, (ধীরাসঃ) ধৈর্য্যশালী (কবয়ঃ) বিদ্বানেরা (তম্) সেই
পুরুষকে (উন্নয়ন্তি) উন্নতিশীল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন । আর যে স্ত্রী পুরুষ,
ব্রহ্মচর্য্য ধারণ, বিদ্যা এবং অশিক্ষা গ্রহণ না করিয়া বাল্যাবস্থায় বিবাহ করে
তাহারা নষ্টভ্রষ্ট হইয়া বিদ্বান্দিগের মধ্যে সম্মান প্রাপ্ত হয় না । ১ ॥

(অপ্রদুক্ষাঃ) যে সকল গাভীর দুগ্ধ দোহন করা হয় নাই, সেই (ধেনবঃ)
সকল গাভীর দ্বায় (অশিখীঃ) বাঁহাদের বাল্যাবস্থা অতিক্রান্ত হইয়াছে,
(শবদুর্ঘাঃ) বাঁহারা সকল প্রকার সদাচার পালন করেন এবং (শশয়াঃ)
বাঁহারা বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন, (নব্যা নব্যাঃ) নব নব শিক্ষা ও

অবস্থায় পরিপূর্ণ (ভবন্তী) হইয়াছেন (যুবতয়ঃ) সেই পূর্ণযৌবনা স্ত্রীসকল (দেবানাম্) ব্রহ্মচর্যের সুনিয়মে পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিদ্বান্দের (একম্) অদ্বিতীয়, (মহৎ) মহান্ (অমুরত্বম্) প্রজ্ঞা, শাস্ত্র, শিক্ষাযুক্ত ও প্রজ্ঞায় আনন্দভোগের তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া তরুণ পতি লাভ করিয়া (আধুনয়স্তাম্) গর্ভাধান করুন। তাঁহারা কখনও ভ্রমক্রমেও বাল্যাবস্থায় মনে মনেও পুরুষের চিন্তা করিবেন না। এইরূপ কার্যাই তাঁহাদের ইহলোক এবং পরলোকে সুখের সাধন। বাল্যবিবাহের দ্বারা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই অধিক নাশ হইয়া থাকে। ২ ॥

যাহাতে (নু) শীঘ্র (শশ্রমানাঃ) অত্যন্ত পরিশ্রমী (বৃষণঃ) বীর্য়ান্বিতনে সমর্থ ও পূর্ণযৌবনসম্পন্ন পুরুষ (পত্নীঃ) যুবতী প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী (জগমুঃ) লাভ করিয়া পূর্ণ শতবর্ষ বা ততোধিক আয়ু আনন্দের সহিত ভোগ করিতে এবং পুত্র পৌত্রাদির সহিত মিলিত থাকিতে পারে স্ত্রী-পুরুষ সর্বদা সেইরূপ আচরণ করিবে। যেহেতু (পূর্বীঃ) পূর্ববর্ত্তী (শরদঃ) শরদ ঋতু সকল এবং (জরয়ন্তীঃ) বার্কক্য আনয়নকারী (উষসঃ) উষা কাল, (দোষা) রাত্রি এবং (বন্তো) দিন (তনুনাং) শরীরের (শ্রিয়ং) শোভাকে, বল এবং সৌন্দর্য্যকে (জরিমা) দূরীভূত করিয়া অতিশয় বার্কক্য আনয়ন করে, (অহং) আমি, স্ত্রী বা পুরুষ, (উ) উত্তমরূপে (অপি) নিশ্চয়, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিজ্ঞা, সুশিক্ষা, শারীরিক ও আত্মিক বল এবং যৌবন প্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিব। ইহার বিরুদ্ধ কার্য্য বেদবিরুদ্ধ বলিয়া বিবাহ কখনও সুখদায়ক হয় না। ৩ ॥

যতদিন ঋষি মুনি এবং রাজা মহারাজা প্রভৃতি আর্গ্যেরা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিজ্ঞাধ্যয়ন করিয়া স্বয়ংস্বর বিবাহ করিতেন, ততদিন পর্য্যন্ত এদেশের সর্বদা উন্নতি হইতেছিল। যখন হইতে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিজ্ঞাধ্যয়ন রহিত হইল এবং বাল্যাবস্থায় পরাধীন অর্থাৎ মাতা পিতার অধীন বিবাহ হইতে লাগিল, তখন হইতে আর্য়্যাবর্ত্ত দেশে ক্রমশঃ অকল্যাণ হইতে লাগিল। অতএব এই কুপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া সজ্জনগণ পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে স্বয়ংস্বর বিবাহ করিবেন। বিবাহ বর্ণানুক্রম অনুসারে করিবে এবং বর্ণব্যবস্থাও গুণ কর্ম্ম স্বভাব অনুসারে হওয়া উচিত।

(প্রশ্ন)—যাহার মাতা পিতা ব্রাহ্মণ সে ব্রাহ্মণী বা ব্রাহ্মণ হইবে। কিন্তু মাতা পিতা ভিন্ন বর্ণের হইলে তাহাদের সম্ভান কি কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে ?

(উত্তর)—হাঁ, অনেক হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবেও ; যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে অজ্ঞাতকুল জাবাল ঋষি, মহাভারতে ক্ষত্রিয় বর্ণের বিশ্বামিত্র এবং চণ্ডাল কুলের মাতঙ্গ ঋষি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। সেইরূপ যিনি এখনও উত্তম বিজ্ঞা

ও স্বভাব সম্পন্ন, তিনি ব্রাহ্মণ হইবার উপযুক্ত। মূৰ্খ শূদ্র হইবার যোগ্য এবং ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে।

(প্রশ্ন)—ভাল, রজোবীৰ্য্য হইতে উৎপন্ন শরীর কিরূপে পরিবর্তিত হইয়া অশ্ল বর্ণের যোগ্য হইবে?

(উত্তর)—রজোবীৰ্য্যের যোগে ব্রাহ্মণ-শরীর হয়না কিন্তু—

স্বাধ্যায়েন জপৈ হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনৈজ্যয়া স্মৃতেঃ।

মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়াং ক্রিয়তে তনুঃ ॥ মনুঃ (২।২৮) ॥

ইহার অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে। এস্থলেও সংক্ষেপে বলা যাইতেছে ;—
(স্বাধ্যায়েন) অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা (জপৈঃ) চিন্তা করা এবং অশ্লের দ্বারা করান তদ্বারা, (হোমৈঃ) নানাবিধ হোমানুষ্ঠান দ্বারা, (ত্রৈবিদ্যেন) শব্দ, অর্থ, সম্বন্ধ, জ্ঞান এবং স্বর উচ্চারণ সহকারে সমগ্র বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা, (ইজ্যয়া) পৌর্ণমাসী ইষ্টি ইত্যাদির অনুষ্ঠান দ্বারা, (স্মৃতেঃ) পূর্বোক্ত বিধি অনুযায়ী ধর্ম্মানুসারে সম্বাদনোৎপত্তি দ্বারা, (মহাযজ্ঞৈশ্চ) পূর্বোক্ত ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, বৈশ্বদেবযজ্ঞ এবং অতিথি যজ্ঞদ্বারা, (যজ্ঞৈশ্চ) অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, বিদ্বান্দিগের সঙ্গ ও সন্মান, সত্যভাষণ ও পরোপকারাদি সত্য কর্ম্ম এবং শিল্প-বিদ্যাদি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিয়া দুর্ঘট্যচার বর্জন পূর্বক শ্রেষ্ঠাচার প্রতিপালন দ্বারা (ইয়ং) এই (তনুঃ) শরীর (ব্রাহ্মী) ব্রাহ্মণ্য (ক্রিয়তে) করা যায়। এই শ্লোকটি কি তুমি মান না? (প্রশ্ন)—মানি। (উত্তর)—তবে কেন রজোবীৰ্য্যের সংযোগে বর্ণব্যবস্থা মান? (প্রশ্ন)—আমি একা মানি না, কিন্তু বহু লোকপরম্পরাক্রমে এইরূপই মানিয়া থাকে। তুমি কি পরম্পরাও খণ্ডন করিলে? (উত্তর)—না। তোমার বিপরীত বুদ্ধিকে না মানিয়া খণ্ডনও করিতেছি। (প্রশ্ন)—আমার বুদ্ধি বিপরীত, আর তোমার বুদ্ধি শুদ্ধ, ইহাতে প্রমাণ কি? (উত্তর)—প্রমাণ এই যে, তুমি পাঁচ অথবা সাত পুরুষের বর্তমান প্রথাকে সনাতন ব্যবহার মনে করিতেছ। আর আমি বেদ এবং সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত পরম্পরা স্বীকার করিতেছি। দেখ, পিতা শ্রেষ্ঠ হইলেও পুত্র দুর্ঘট এবং পুত্র শ্রেষ্ঠ হইলেও পিতা দুর্ঘট দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ই শ্রেষ্ঠ অথবা দুর্ঘট দেখা যায়। অতএব তোমরা ভ্রমে পতিত হইয়াছ। দেখ, মনু মহারাজ কি বলিয়াছেন—

যেনাস্ত পিতরো যাতা যেন যাতা পিতামহাঃ ।

তেন যায়াং সতাং মাগং তেন গচ্ছন্নরিষ্যতে ॥ মনু० (৪।১৭৯) ॥

যে পথে পিতা এবং পিতামহ চলিয়াছেন সেইপথে সন্তানও চলিবে । কিন্তু (সত্যম্) যদি পিতা এবং পিতামহ সৎপুরুষ হন, তবে তাঁহাদের পথে চলিবে । যদি পিতা পিতামহ দুষ্ট হন, তবে তাঁহাদের পথে কখনও চলিবে না । কারণ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা পুরুষদিগের পথে চলিলে কখনও দুঃখ হয়না । তুমি ইহা মান কি না ? (প্রশ্ন)—হাঁ, হাঁ, মানি । (উত্তর)—আর দেখ, পরমেশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত বেদোক্ত বাক্যই সনাতন । যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা কখনও সনাতন হইতে পারে না । এইরূপ সকলেরই স্বীকার করা কর্তব্য কি না ? (প্রশ্ন)—অবশ্য কর্তব্য । (উত্তর)—যে এইরূপ মানে না তাহাকে বল যে, যদি কোন পিতা দরিদ্র হয় ও তাহার পুত্র ধনাঢ্য হয়, তবে কি সে পিতার দারিদ্র্যের উপর অভিমান করিয়া ধন পরিত্যাগ করিবে ? যাহার পিতা অন্ধ সেই পুত্র কি নিজের চক্ষু বিক্রি করিবে ? যাহার পিতা কুকর্মা সেই পুত্রও কি কুকর্ম্মই করিবে ? না, না । কিন্তু পূর্বপুরুষের সৎকর্ম্ম সমুহ গ্রহণ এবং দুষ্টকর্ম্ম সমুহ পরিত্যাগ করা সকলের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক । যদি কেহ রজ্জোবীৰ্য্যের সংযোগ হইতে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা মানে এবং গুণ কর্ম্মের সংযোগে ইহা মানে না তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, কেহ স্ববর্ণ পরিত্যাগ করিয়া নীচ, অস্ত্রাজ, খ্রীষ্টান অথবা মুসলমান হইয়া গেলে তাহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার কর না কেন ? এস্থলে তুমি ইহাই বলিবে যে, যেহেতু সে ব্রাহ্মণের কার্য্য ত্যাগ করিয়াছে এইজন্য সে ব্রাহ্মণ নহে । তাহাতে ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে সব ব্রাহ্মণ উত্তম কর্ম্ম করেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ এবং যদি নিম্ন বর্ণের কেহও উচ্চবর্ণের গুণ কর্ম্ম স্বভাব বিশিষ্ট হয়, তবে তাহাকেও উচ্চবর্ণে এবং যদি কেহ উচ্চবর্ণ হইয়াও নীচ কর্ম্ম করে তবে তাহাকেও নীচবর্ণের মধ্যে গণনা করা অবশ্য কর্তব্য । (প্রশ্ন)—

ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ বাহু রাজত্বঃ কৃতঃ ।

উরু তদস্য যদৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

ইহা যজুর্বেদের একত্রিংশ অধ্যায়ের একাদশ মন্ত্র। ইহার অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরু হইতে এবং শূদ্র চরণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং যেমন মুখ বাহু হয়না এবং বাহু মুখ হয়না, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি হয়না এবং ক্ষত্রিয়াদিও ব্রাহ্মণ হইতে পারেনা। (উত্তর)—তুমি এই মন্ত্রের যে অর্থ করিয়াছ তাহা ঠিক নহে। কারণ এস্থলে পুরুষ অর্থাৎ নিরাকার ব্যাপক পরমাত্মার অনুবৃত্তি। তিনি নিরাকার বলিয়া তাঁহার মুখাদি অঙ্গ হইতে পারেনা। মুখাদি অঙ্গবিশিষ্ট হইলে তিনি পুরুষ অর্থাৎ ব্যাপক নহেন। আর ব্যাপক না হইলে তিনি সর্বশক্তিমান, জগতের স্রষ্টা, ধর্তা, প্রলয়ধর্তা, জীবদিগের পাপপুণ্যের জ্ঞাতা, নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, অঙ্গ এবং অমর ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত হইতে পারেন না। অতএব ইহার অর্থ এই যে, যিনি (অস্ত্র) পূর্ণ ব্যাপক পরমাত্মার স্থিতিতে মুখের স্থায় সকলের মধ্যে মুখ্য বা শ্রেষ্ঠ, তিনি (ব্রাহ্মণঃ) ব্রাহ্মণ। (বাহু) “বাহুর্বেব বলং বাহুর্বেব বীর্যম্” (শতপথ ব্রাহ্মণ)। বল বীর্যের নাম বাহু। এই সকল বাহার মধ্যে আধিক, তিনি (রাজজ্ঞঃ) ক্ষত্রিয়, (উরু) কটির অধোভাগ এবং জামুর উপরিভাগের নাম উরু। যিনি সকল পদার্থের জন্য সকল দেশে উরুবলে গমনাগমন করেন, তিনি (বৈশ্যঃ) বৈশ্য। আর (পদ্মাং) যে ব্যক্তি পদ বা নিম্ন অঙ্গের স্থায় মূর্ত্তাদি দুগুণ বিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি শূদ্র। অতএব শতপথ ব্রাহ্মণাদিতেও এই মন্ত্রের এইরূপ অর্থই করা হইয়াছে। যেমন—

যস্মাদেতে মুখ্যাস্তস্মানমুখতোহস্রজ্যন্ত ইত্যাদি।

যেহেতু ইহার মুখ্য, অতএব মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এইরূপ বলা সঙ্গত। অর্থাৎ যেমন সকল অঙ্গের মধ্যে মুখ শ্রেষ্ঠ সেইরূপ যে মনুষ্যজাতির মধ্যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞা এবং উত্তম গুণ-কর্ম-স্বভাবসম্পন্ন, তাঁহাকে উত্তম ব্রাহ্মণ বলে। পরমেশ্বর নিরাকার বলিয়া তাঁহার মুখাদি অঙ্গই নাই, সুতরাং মুখাদি হইতে উৎপন্ন হওয়া বক্ষ্যাত্মীর পুত্রের বিবাহের স্থায় অসম্ভব। যদি মুখাদি অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণ আদি উৎপন্ন হইত তবে তাহাদের আকৃতিও উপাদান কারণের সদৃশ হইত। যেমন মুখের আকার গোল, সেইরূপ তাঁহাদের শরীরও মুখের স্থায় গোলাকার হওয়া উচিত। ক্ষত্রিয়ের শরীর বাহুর স্থায়, বৈশ্যের উরুর স্থায় এবং শূদ্রের শরীর পায়ের স্থায় আকৃতিবিশিষ্ট হওয়া উচিত।

কিন্তু তাহা হয়না। যদি কেহ তোমাকে প্রশ্ন করে যে, যাহারা যাহারা মুখাদি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাদের ব্রাহ্মণাদি সংজ্ঞা হউক কিন্তু তাহাও তোমাদের হইতে পারেনা। কারণ অপর সকলে যেমন গর্ভাশয় হইতে উৎপন্ন হয় তোমরাও সেইরূপ হইয়াছ। তুমি মুখাদি হইতে উৎপন্ন না হইয়াও ব্রাহ্মণাদি (সংজ্ঞার) অভিমান করিতেছ। অতএব তোমাদের উক্ত অর্থ নিরর্থক। আমি যে অর্থ করিয়াছি তাহাই সত্য। এইরূপ অন্ততঃ কথিত হইয়াছে, যথা :—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্ ।

কৃত্রিয়াজাতমেবস্তু বিদ্যাদবৈশ্যাতথৈব চ ॥ মনুঃ (১ : ১৬৫) ॥

যদি কেহ শূদ্রকূলে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ, কৃত্রিয় অথবা বৈশ্যের গুণ-কর্ম-স্বভাব বিশিষ্ট হয়, তবে সে শূদ্র ব্রাহ্মণ, কৃত্রিয় অথবা বৈশ্য হইবে। সেইরূপই কেহ ব্রাহ্মণ, কৃত্রিয় অথবা বৈশ্যকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের গুণ-কর্ম-স্বভাব বিশিষ্ট হইলে শূদ্র হইবে। এইরূপে কেহ কৃত্রিয় অথবা বৈশ্যকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র সদৃশ হইলে, ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্রই হইয়া যায়। অর্থাৎ যে পুরুষ বা স্ত্রী, চারি বর্ণের মধ্যে যে বর্ণের সদৃশ হইবে, সে সেই বর্ণেই গণ্য হইবে।

ধর্ম্মার্চ্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপত্ততে জাতিপরিবর্ত্তৌ ॥১॥

অধর্ম্মার্চ্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপত্ততে জাতিপরিবর্ত্তৌ ॥২॥

ইহা আপস্তম্বের সূত্র। অর্থ—ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট বর্ণ স্ববর্ণ অপেক্ষা উচ্চ উচ্চ বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং যে যে বর্ণের উপযুক্ত, সে সেই বর্ণে গণ্য হইবে ॥ ১ ॥ সেইরূপ অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অর্থাৎ উচ্চ উচ্চ বর্ণের মনুষ্য নিজ বর্ণ অপেক্ষা নিম্ন বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সেই বর্ণে গণ্য হইবে। ২ ॥ পুরুষেরা যেমন স্ব স্ব বর্ণের যোগ্য হয় তেমন স্ত্রীলোকদের ব্যবস্থাও বুঝিতে হইবে। এতদ্বারা সিদ্ধ হইল যে, এইরূপ ব্যবস্থা হইলে সকল বর্ণ নিজ নিজ গুণ-কর্ম-স্বভাববিশিষ্ট হইয়া শুদ্ধতার সঙ্গে থাকিবে। ব্রাহ্মণকূলে কেহ কৃত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রবৎ না থাকে ; কৃত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণও বিশুদ্ধ থাকিবে, অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর হইবে না। তাহাতে কোন বর্ণের নিন্দা বা অযোগ্যতা হইবে না।

(প্রশ্ন)—যদি কাহারও একটি মাত্র পুত্র বা কন্যা থাকে এবং সেই পুত্র বা কন্যা অল্প বর্ষে প্রবিক্ট হয়, তবে তাহার মাতা পিতার সেবা করিবে কে ? তাহাতে বংশনাশও ঘটিবে । ইহার কি ব্যবস্থা হওয়া উচিত ?

(উত্তর)—কাহারও সেবাভঙ্গ অথবা বংশনাশ হইবে না । কারণ তাহার নিজ নিজ পুত্র কন্যার পরিবর্তে বিদ্যাসভা ও রাজসভার ব্যবস্থানুসারে স্ববর্ণযোগ্য অনা সম্ভান প্রাপ্ত হইবে । সুতরাং কোন অবাবস্থা হইবে না ।

এই বর্ণব্যবস্থা কন্যার ষোড়শবর্ষে এবং পুরুষের পঞ্চবিংশতি বর্ষে গুণকর্ম্যানুসারে পরীক্ষাপূর্বক নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যিক । এই নিয়মানুসারে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বর্ণের সহিত ব্রাহ্মণীর, ক্ষত্রিয় বর্ণের সহিত ক্ষত্রিয়ার, বৈশ্যবর্ণের সহিত বৈশ্যার এবং শূদ্রবর্ণের সহিত শূদ্রার বিবাহ হওয়া উচিত । তাহা হইলেই স্ব স্ব বর্ণের মধ্যে যথোচিত কর্ম্ম এবং পারস্পরিক প্রীতি থাকিবে । চারিবর্ণের কর্তব্য কর্ম্ম এবং গুণ এইরূপ :—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজ্ঞনং যাজনং তথা ।

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥ ১ ॥ মনুঃ (১ । ৮৮) ॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্রান্তিরার্জবমেব চ ।

জ্ঞান বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ২ ॥

ভঃ গীঃ (অঃ ১৮ । শ্লোঃ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞ করা ও করান, দান এবং প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কর্ম্ম । কিন্তু “প্রতিগ্রহ প্রত্যবরঃ” (মনুঃ) । অর্থাৎ (প্রতিগ্রহ) গ্রহণ করা হীন কর্ম্ম । ১ ॥ (শমঃ) মনে মনে কুবর্ষ্ম করিবার ইচ্ছাও না করা এবং মনকে কখনও অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে না দেওয়া, (দমঃ) শোত্র ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে অশ্রায় আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্মে পরিচালিত করা ; (তপঃ) সর্বদা ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করা ; (শৌচ) :—

অন্তির্গাত্রাণি শুধ্যস্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি ।

বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধিজ্ঞানেন শুধ্যতি ॥ মনুঃ (৫ । ১০৯) ॥

জলদ্বারা বাহ্য অঙ্গ, সত্যাচরণ দ্বারা মন, বিদ্যা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবাত্মা এবং জ্ঞানদ্বারা বুদ্ধি পবিত্র হয় । আভ্যন্তরীণ রাগদ্বেষাদি দোষ এবং বাহিরের মল দূর করিয়া শুদ্ধ থাকা, অর্থাৎ সত্যাসত্য বিচার করিয়া সত্যগ্রহণ

ও অসত্যবর্জন দ্বারা নিশ্চয়ই পবিত্র হওয়া যায়। (ক্রান্তি) অর্থাৎ নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, ক্রোধ-ভয়, হানি-লাভ, মান-অপমানাদি হর্ষ-শোক পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্যে দৃঢ়নিশ্চয় থাকা, (অর্জ্জব) কোমলতা, নিরতিমান, সরলতা ও সরল স্বভাব রাখা এবং কুটিলতাদি দোষ পরিত্যাগ করা ; (জ্ঞান) সাক্ষোপাঙ্গ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপনা করিবার সামর্থ্য ; বিবেক অর্থাৎ সত্যনির্ণয়, যে বস্তু যেমন, তাহাকে সেইরূপ জানা অর্থাৎ জড়কে জড় এবং চেতনকে চেতন জানা ও স্বীকার করা ; (বিজ্ঞান) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থকে বিশেষরূপে জানিয়া ঐ সকলকে যথোচিত কার্য্যে প্রয়োগ করা ; (আস্তিক্য) বেদ, ঐশ্বর ও মুক্তিতে বিশ্বাস ; পূর্বজন্ম ও পরজন্ম মানা ; ধর্ম্য, বিদ্যা ও সংসঙ্গ ; এবং মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অভিধিসেবাকে কখনও পরিত্যাগ না করা এবং কখনও নিন্দা না করা । ২ ॥ এই পঞ্চদশ কর্ম্ম ও গুণ ব্রাহ্মণ বর্ণের মনুষ্যের মধ্যে অবশ্যই থাকা উচিত ।

কত্রিয় :—

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাদ্যয়নমেধ চ ।

বিষয়েষ্বপ্রসক্তিঞ্চ কত্রিয়স্ত সমাসতঃ ॥ ১ মনুঃ (১।৮৯) ॥

শৌর্য্যং তেজো ধৃতি-দীক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবঞ্চ ক্রাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ২

ভঃ গীঃ (অধ্যায় ১৮ । শ্লোক ৪ঃ) ॥

শ্রায়ানুসারে প্রজারক্ষা অর্থাৎ পক্ষপাত পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠদিগকে সম্মান এবং দুর্দ্দদিগকে তিরস্কার করা, সর্ব্বপ্রকারে সকলকে পালন করা ; (দান) বিদ্যাধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও হুপাত্রেয় সেবায় ধনাদি সাধগ্রহী ব্যয় করা ; (ইজ্য) অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করা ও করান ; (অধ্যয়ন) বেদাদি শাস্ত্র সমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ; (বিষয়েষু) বিষয়সমূহে আসক্ত না হইয়া সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় এবং শরীর ও আত্মায় বলবান্ থাকা । ১ ॥ (শৌর্য্য) একাকী শত সহস্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ভীত না হওয়া ; (তেজঃ) সর্ব্বদা তেজস্বী অর্থাৎ দীনতাশূন্য, প্রগল্ভ এবং দৃঢ় থাকা ; (ধৃতিঃ) ধৈর্য্যবান্ হওয়া ; (দীক্ষ্য) রাজা প্রজা সঙ্কীর্ণ ব্যবহারে এবং সকল শাস্ত্রে অতিশয় নিপুণ হওয়া ; (যুদ্ধ) যুদ্ধে দৃঢ় ও নিঃশঙ্ক থাকা, কখনও তাহাতে পরাভূত না হওয়া ও পলায়ন না করা ; অর্থাৎ এইরূপ যুদ্ধ করা যাহাতে নিশ্চিতরূপে

বিজয় হইবে এবং আত্মরক্ষা করিবে, যদি পলায়নে বা শত্রুকে প্রতারণা করিলে বিজয় লাভ হয়, তবে তাহা করা ; (দান) দানশীল থাকা ; (ঈশ্বরভাব) পক্ষপাতশূন্য হইয়া সকলের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করা : বিচারপূর্বক দান করা ; প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা এবং কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে না দেওয়া—এই একাদশটি ক্ষত্রিয়ের কৰ্ম্ম এবং গুণ ॥ ২ ॥ বৈশ্য :—

পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ ।

বাণিকপথং কুসীদং চ বৈশ্যশ্চ কৃষিমেবচ ॥ মনুঃ (১ । ৯০) ॥

(পশুরক্ষা) গবাদি পশুর পালন এবং বৃদ্ধি করা ; (দান) বিত্তা ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি করিতে ও করাইতে ধনসম্পত্তি ব্যয় করা ; (ইজ্যা) অগ্নি-হোতাদি যজ্ঞ করা, (অধ্যয়ন) বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা ; (বাণিকপথ) সর্বপ্রকার বাণিজ্য করা ; (কুসীদ) শতকরা চারি আনা, ছয় আনা, আট আনা, বার আনা, যোল আনা বা বিশ আনার অধিক সুদ গ্রহণ না করা এবং মূলধনের দ্বিগুণের অধিক অর্থাৎ এক টাকা দিয়া একশত বৎসরেও দুই টাকার অধিক গ্রহণ না করা ও না দেওয়া এবং (কৃষি) কৃষিকার্য্য করা—বৈশ্যের এই সকল গুণ ও কৰ্ম্ম । শূদ্র :—

একমেব তু শূদ্রশ্চ প্রভুঃ কৰ্ম্ম সমাদিশৎ ।

এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥ মনুঃ (১ । ৯১ ॥)

নিন্দা, ঈর্ষ্যা এবং অভিমানাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগের যথোচিত শূদ্রের সেবা করা উচিত এবং তদ্বারাই জীবন যাত্রা নির্বাহ করা—ইহাই একমাত্র শূদ্রের গুণ এবং কৰ্ম্ম ॥

এই সব বর্ণ সমূহের গুণ এবং কৰ্ম্মবিষয়ে সংক্ষেপে লিখিত হইল । যে যে ব্যক্তির মধ্যে যে যে বর্ণের গুণ কৰ্ম্ম থাকিবে সেই সেই ব্যক্তিকে সেই সেই বর্ণের অধিকার দান করিবে । এইরূপ ব্যবস্থা রাখিলে সব মনুষ্য উন্নতিশীল হইবে । কারণ ইহাতে উত্তম বর্ণের ভয় হইবে যে, তাহার সম্ভান মুর্থত্বাদি দোষযুক্ত হইলে শূদ্র বলিয়া গণ্য হইবে । সম্ভানদিগেরও ভয় থাকিবে যে আমরা পূর্বোক্ত আচারব্যবহার ও বিজ্ঞাসম্পন্ন না হইলে আমাদের শূদ্র হইতে হইবে । আর নিম্ন বর্ণেরও উচ্চ বর্ণ হইবার জন্ত উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে । বিত্তা এবং ধর্ম্ম প্রচারের অধিকার ভ্রাক্ষণকে দিবে । কারণ তাঁহারা

পূর্ণ বিদ্বান্‌ এবং ধার্মিক বলিয়া সেই কার্য্য যথোচিত সম্পাদন করিতে পারেন। ক্ষত্রিয়কে রাজ্যাধিকার দান করিলে রাজ্যের কখনও অনিষ্ট অথবা বিঘ্ন হয় না। পশুপালন প্রভৃতির অধিকার বৈশ্যকেই দান করা উচিত; কারণ তাঁহারা এ কার্য্য উত্তমরূপে করিতে পারেন। শূত্রের সেবাধিকারের কারণ এই যে, সে বিজ্ঞাহীন এবং মূর্থ বলিয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কার্য্য কিছুই করিতে পারে না কিন্তু সে শারীরিক কার্য্য সবই করিতে পারে। এইরূপে সকল বর্ণকে স্ব স্ব অধিকারে প্রবৃত্ত করা রাজাদের কর্তব্য।

বিবাহের লক্ষণ

ব্রাহ্মোদৈব স্তথৈবার্ঘঃ প্রাজাপত্যস্তথাহসুরঃ ।

গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাক্ষমোহমধ্যমঃ ॥ মনুঃ (৩।২১) ॥

বিবাহ আট প্রকারের—প্রথম ব্রাহ্ম, দ্বিতীয় দৈব, তৃতীয় আর্ঘ, চতুর্থ প্রাজাপত্য, পঞ্চম আসুর, ষষ্ঠ গান্ধর্ব, সপ্তম রাক্ষস এবং অষ্টম পৈশাচ। এই সকল বিবাহের ব্যবস্থা এইরূপ :—

বরকন্যা উভয়ে যথোচিত ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা পূর্ণ বিদ্যাসম্পন্ন ধার্মিক ও সুশীল হইবে। তাহাদের পারম্পরিক প্রসন্নতার সহিত বিবাহ হওয়ারকে “ব্রাহ্ম” বিবাহ বলে। বিস্তৃত যজ্ঞে ঋত্বিককর্ম্মে নিযুক্ত জামাতাকে সালঙ্কারা কন্যা দান করাকে “দৈব” বিবাহ বলে। বরের নিকট হইতে কিছু লওয়ার পর বিবাহ হওয়ারকে “আর্ঘ”, ধর্ম্মোন্নতিকল্পে দুই জনের বিবাহ হওয়ারকে “প্রাজাপত্য”, বর এবং কন্যাকে কিছু প্রদানপূর্ব্বক বিবাহ হওয়ারকে “আসুর”, অনিয়মে এবং অসময়ে বরকন্যা উভয়ের স্বেচ্ছায় সংযোগ হওয়ারকে “গান্ধর্ব”, যুদ্ধ করিয়া, বলাৎকার দ্বারা অর্থাৎ বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া অথবা কপটতার দ্বারা কন্যাগ্রহণ করাকে “রাক্ষস” এবং নিমিত্তা অথবা মদমত্তা কন্যার সহিত বলাৎকারপূর্ব্বক সমাগম করাকে “পৈশাচ” বিবাহ বলে। এই সকল বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট; দৈব ও প্রাজাপত্য মধ্যম; আর্ঘ, আসুর এবং গান্ধর্ব নিকৃষ্ট, রাক্ষস অধম এবং পৈশাচ মহাদ্রষ্ট।

সুতরাং এইরূপ নির্দ্ধারিত থাকা আবশ্যক যে, বিবাহের পূর্ব্বে বর-কন্যা নির্দ্ধীন স্থানে মিলিত হইবে না। কারণ, যৌবনকালে স্ত্রী-পুরুষের নির্দ্ধীনবাস দোষাবহ। কিন্তু যখন বর কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এক বিদ্যা পূর্ণ হইবার এক বৎসর অথবা ছয় মাস বাকী থাকে সেই

সময় পর্য্যন্ত বরকন্ডার প্রতিক্ষবি (যাহাকে ফটোগ্রাফ বলা হয়) অথবা প্রতিকৃতি তুলিয়া কন্ডাদের অধ্যাপিকাদিগের নিকট কুমারের এবং কুমারের অধ্যাপকদিগের নিকট কন্ডার প্রতিকৃতি প্রেরণ করিবে। যাহাদের চেহারার মিল হইবে তাহাদের ইতিহাস অর্থাৎ জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সেই দিন পর্য্যন্ত জীবন চরিত্র থাকিলে তাহা অধ্যাপকেরা আনাইয়া দেখিবেন। যদি উভয়ের মধ্যে গুণ কর্ম স্বভাবের সাদৃশ্য থাকে তবে যাহার সঙ্গে যাহার বিবাহ হওয়া উচিত মনে হইবে সেই সেই পুরুষ ও স্ত্রীর প্রতিক্ষবি ও ইতিহাস কন্ডার এবং বরের হস্তে দিয়া বলিবে,—“এ বিষয়ে তোমাদের যেরূপ অভিমত হয়, আমাদিগকে জানাইবে”। সেই দুইজন পরস্পরকে বিবাহ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলে একই সময়ে তাহাদের সমাবর্তন হইবে। যদি ইহারা উভয়ে অধ্যাপকদিগের সম্মুখে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে স্থানে, নতুবা কন্ডার মাতাপিতার গৃহে বিবাহ হওয়া উচিত। যখন তাহারা পরস্পর সম্মুখীন হইবে, তখন অধ্যাপকগণ অথবা কন্ডার মাতাপিতা প্রভৃতি সজ্জনদিগের সম্মুখে দুইজনের দ্বারা পরস্পর কথোপকথন এবং শাস্ত্রার্থ করাইবে। যদি কাহারও কোন গোপনীয় ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে তাহাও লিখিয়া একে অশ্বের হস্তে দিয়া প্রার্থোত্তর করিয়া লইবে।

যখন উভয়ের মধ্যে বিবাহের জন্ত গাঢ় প্রেম জন্মে, তখন হইতে তাহাদের ভোজ্য ও পানীয় সম্বন্ধে উত্তম ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। তাহাতে তাহাদের পূর্ব ব্রহ্মচর্য্য এবং বিদ্যাধ্যয়নরূপ তপশ্চর্য্যা ও ক্লেশ হেতু শরীর যে শীর্ণ হইয়াছিল তাহা চন্দ্রকলার ন্যায় বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই ফুটপুট হইয়া উঠিবে। পরে যে দিন কন্ডা রজস্বলা হইবার পর শুদ্ধ হইবে, সেইদিন বেদী ও মণ্ডপ রচনা করিয়া বহু সুগন্ধ দ্রব্য স্নাতাদি দ্বারা হোম করিবে। তখন বিদ্বান স্ত্রী-পুরুষদিগকে যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিবে। অনন্তর যেদিন ঋতুদানের জন্ত উপযুক্ত বিবেচিত হইবে, সেইদিন “সংস্কার-বিধি” গ্রন্থোক্ত বিধি অনুসারে সকল কর্ম্য করিবার পর মধ্যরাত্রিতে অথবা রাত্রি দশ ঘটিকার সময় অতি প্রসন্নতার সহিত সকলের সমক্ষে পাণিগ্রহণ পূর্বক বিবাহবিধি সম্পূর্ণ করিয়া নির্জনে অবস্থান করিবে।

পুরুষ বীৰ্য্যস্থাপন ও স্ত্রী বীৰ্য্যাকর্ষণের বিধি অনুসারে কার্য্য করিবে। যতদূর সম্ভব ব্রহ্মচর্য্যের বীৰ্য্য নষ্ট হইতে দিবে না। কারণ ঐ বীৰ্য্য হইতে রজঃসংযোগে যে শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাতে অপূর্ব উৎকৃষ্ট সন্তান জন্মে। গর্ভাশয়ে

বীৰ্য্যপতনের সময় স্ত্রীপুরুষ উভয়ে স্থির থাকিবে এবং নাসিকার সম্মুখে নাসিকা ও চক্ষুর সম্মুখে চক্ষু রাখিবে, অর্থাৎ শরীর সরল ভাবে রাখিবে এবং অত্যন্ত প্রসন্নচিত্ত থাকিবে, হেলিবে ছলিবে না। পুরুষ নিজ শরীর শিথিল করিয়া রাখিবে। স্ত্রী বীৰ্য্যগ্রহণের সময় অপান বায়ুকে উর্দ্ধে আকর্ষণ করিবে এবং যোনি উর্দ্ধে সঙ্কোচন পূর্বক বীৰ্য্য আকর্ষণ করিয়া গর্ভাশয়ে স্থাপন করিবে।* তাহার পর উভয়ে বিশুদ্ধ জলে স্নান করিবে। গর্ভস্থিতি সম্বন্ধে বিদুষী স্ত্রী ত সেই সময়েই জানিতে পারে। কিন্তু একমাস পরে রজস্বলা না হইলে সকলেই ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে। অনন্তর শুষ্টি, কেশর, অশ্বগন্ধা, ছোট এলাচ ও সালম মিশ্রি দুইয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া গরম করিবার পর যাহা ঠাণ্ডা করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা উভয়ে যথারূটি পান করিয়া নিজ নিজ শয্যা পৃথক পৃথক শয়ন করিবে। প্রত্যেক বার গর্ভাধান কালে এই বিধি পালন করা উচিত। এক মাসের পর রজস্বলা না হইলে গর্ভস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা হয়। তখন হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষের কখনও সমাগম হওয়া উচিত নহে। কারণ, তাহা হইলে সন্তান উত্তম হয়, এবং পরবর্তী সন্তানও তজ্জপ হইয়া থাকে। অন্যথা বীৰ্য্য বুধা নষ্ট হয়, উভয়ের আয়ু হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও নানা রোগ জন্মে। কিন্তু বাহ্য প্রেমালাপ প্রভৃতি ব্যবহার অবশ্য থাকা উচিত। পুরুষ বীৰ্য্যস্থিতি এবং স্ত্রী গর্ভরক্ষা করিয়া এইরূপ ভোজ্য ও পরিধেয় গ্রহণ করিবে যেন পুরুষের বীৰ্য্য স্বপ্নেও নষ্ট না হয় এবং স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের শরীর অত্যন্তম রূপ, লাবণ্য, পুষ্টি, বল ও পরাক্রমযুক্ত হইয়া দশম মাসে ভূমিষ্ঠ হয়। চতুর্থ মাস হইতে বিশেষরূপে এবং অষ্টম মাসের পর হইতে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত গর্ভরক্ষা করা আবশ্যক। গর্ভবতী স্ত্রী রেচক, রুক্ষ, মাদকদ্রব্য এবং বলবৃদ্ধিনাশক পদার্থ কখনও সেবন করিবে না। কিন্তু স্নাত, দুগ্ধ, উত্তম তণ্ডুল, গোধূম, মুগ এবং মাষকলাই প্রভৃতি পানাহার দেশ কাল অনুসারে বিচারপূর্বক যথাযোগ্য গ্রহণ করিবে।

গর্ভাবস্থায় দুইটি সংস্কার—প্রথমতঃ চতুর্থ মাসে পুংসবন, দ্বিতীয়তঃ অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন যথাবিধি সম্পন্ন করিবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর, স্ত্রী এবং সন্তানের শরীরকে বিশেষ সাবধানতার সহিত রক্ষা করা আবশ্যক; অর্থাৎ পূর্বেই শুষ্টিপাক অথবা সৌভাগ্য শুষ্টিপাক প্রস্তুত করাইয়া রাখিবে। ঐ সময়ে

* এই সকল গোপনীয় কথা। এইজন্য এইটুকু হইতেই সমস্ত বুঝিয়া লইবে। বিশেষ লেখা উচিত নহে।

শ্রী ঈষৎক্ষণ সুবাসিত জলে স্নান করিবে এবং শিশুকেও স্নান করাইবে। তাহার পর নাড়ীচ্ছেদন করিবে। শিশুর নাভিমূলে এক কোমল সূত্র বাঁধিয়া চারি অঙ্গুলী পরিমাণ ছাড়িয়া উপর হইতে কর্তন করিবে। সূত্র এইরূপে বাঁধিবে যেন শরীর হইতে একবিন্দু রক্তও পতিত না হয়। পরে উক্ত স্থান শুদ্ধ করিয়া (প্রসূতির গৃহের) দ্বারদেশে স্নগন্ধ ঘৃতাদির হোম করিবে। অনন্তর শিশুর পিতা শিশুর কর্ণে “বেদোহসি”, অর্থাৎ “তোমার নাম বেদ”, এই বচন শুনাইয়া ঘৃত ও মধু লইয়া স্বর্ণ শলাকা দ্বারা শিশুর জিহ্বার উপর “ওম্” অক্ষর লিখিয়া সেই শলাকা দ্বারা মধু ও ঘৃত লেহন করাইবে। পরে শিশুকে মাতার হস্তে দিবে। শিশু দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা করিলে শিশুর মাতা তাহাকে স্তন্যদান করিবে। নাকার দুগ্ধ না থাকিলে কোন ত্রীলোককে পরীক্ষা করিয়া শিশুকে তাহার স্তন্য পান করাইবে। তাহার পর বিশুদ্ধ বায়ুযুক্ত অপর এক গৃহে সাংগপ্রাতঃ স্নগন্ধিত ঘৃতের হোম করিবে। প্রসূতি ও শিশুকে সেই গৃহেই রাখিবে। শিশু ছয়দিন পর্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করিবে। মাতাও নিজ শরীরের পুষ্টির জন্য নানাবিধ উত্তম সামগ্রী ভোজন করিবে এবং ঘোনি-সংকোচনও করিবে। ষষ্ঠ দিবসে শ্রী বাহিরে আসিবে এবং শিশুর দুগ্ধপানের জন্য একজন ধাত্রী নিযুক্ত করিবে। ধাত্রীরও উত্তম আহাৰ্য্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করাইবে। ধাত্রী শিশুকে দুগ্ধপান করাইবে এবং পালনও করিবে কিন্তু মাতা শিশুর উপর পূর্ণদৃষ্টি রাখিবেন যেন তাহার পালন পালনে কোনরূপ ত্রুটি না হয়। প্রসূতি দুগ্ধরোধ করিবার জন্য তাহার স্তনের অগ্রভাগের উপর এইরূপ প্রলেপ দিবে যাহাতে দুগ্ধ ক্ষরিত না হয়। সেইরূপ যথোচিত পান ভোজনও করিবে। তদনন্তর “সংস্কারবিধি” অনুসারে নামকরণাদি সংস্কার যথাকালে করিবে। পুনরায় শ্রী রজস্বলা হইয়া শুদ্ধ হইবার পরে সেইভাবে ঋতুদান করিবে।

ঋতুকালভিগামী স্মাৎ স্বদারনিরতঃ সদা ।

পৰ্ববৰ্জ্জং ব্রহ্মৈচৈনাং তদব্রতো রতিকাম্যয়া ॥ মনুঃ (৩।৪৫) ॥

নিন্দ্যাস্বফোহ চাত্মাহু জ্রিয়ো রাত্রিষু বৰ্জ্জয়ন ।

ব্রহ্মচার্যেব ভবতি যত্র তত্রোজ্রমে বসন ॥ মনুঃ (৩।৫০) ॥

যিনি নিজ ভাৰ্য্যাতেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং ঋতুগামী হন, তিনি গৃহস্থ হইলেও ব্রহ্মচারী সদৃশ ।

সম্ভবো ভাৰ্য্যা ভৰ্তা ভৰ্তা ভাৰ্য্যা তথৈব চ ।
 যন্মিমেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥ ১ ॥
 যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসন্ন প্রমোদয়েৎ ।
 অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবৰ্ত্ততে ॥ ২ ॥
 স্ত্রিয়াস্তু রোচমানায়াং সৰ্ব্বং তদ্রোচতে কুলম্ ।
 তস্যাং হরোচমানায়াং সৰ্ব্বমেব ন রোচতে ॥ ৩ ॥

মনুঃ (৩ । ৬০-৬২) ॥

যে পরিবারে ভাৰ্য্যার প্রতি স্বামী এবং স্বামীর প্রতি ভাৰ্য্যা সুপ্রসন্ন থাকে, সেই পরিবারেই সমস্ত সৌভাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য নিবাস করে। যেখানে কলহ হয়, সেখানে দুর্ভাগ্য এবং দারিদ্র্য্য স্থায়ী হয়। ১ ॥ স্ত্রী স্বামীর প্রতি প্রীতি না রাখিলে এবং স্বামীকে প্রসন্ন না করিলে পতির অপ্রসন্নতা বশতঃ কামোৎপত্তি হয় না। ২ ॥ স্ত্রী প্রসন্ন থাকিলে সমস্ত পরিবার প্রসন্ন থাকে, স্ত্রীর অপ্রসন্নতায় সব অপ্রসন্ন অর্থাৎ দুঃখদায়ক হইয়া যায়।

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈত্যাঃ পতিভির্দেবরৈশ্চ তথা ।
 পূজ্যা ভূষয়িতব্যাস্চ বহুকল্যাণকামীপুত্ৰভিঃ ॥ ১ ॥
 যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ।
 যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সৰ্ব্বাস্তুত্রাহকলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২ ॥
 শোচস্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাস্তু তৎ কুলম্ ।
 ন শোচস্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তন্ধি সৰ্ব্বদা ॥ ৩ ॥
 তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ ।
 ভূতিকাশ্চৈ ন রৈর্নিত্যং সংকারেষু সবেষু চ ॥ ৪ ॥

মনুঃ (৩ । ৫৫-৫৭ । ৫৯) ॥

পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবর ইহাদিগকে সম্মানে অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা প্রসন্ন রাখিবে। ষাঁহারা অতীব কল্যাণকামী, তাঁহারা এইরূপ করিবেন ॥ ১ ॥ যে গৃহে স্ত্রীলোকের সম্মান হয়, সেই গৃহে পুরুষেরা বিদ্বান্ হইয়া দেবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং আনন্দে ক্রীড়া করেন। যে গৃহে স্ত্রীলোকের সম্মান হয় না, সে গৃহে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ যে গৃহে বা কুলে স্ত্রীলোকেরা শোকাভূরা হইয়া দুঃখভোগ করেন, সেই কুল শীঘ্র নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া যায়। যে গৃহে

বা কূলে স্ত্রীলোকেরা আনন্দ এবং উৎসাহপূর্ণ থাকেন, সেই পরিবার সর্বদা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে ॥ ৩ ॥ এইজন্ত ঐশ্বর্য্যকামী মনুষ্যদের সমাদর ও উৎসবের সময় ভূষণ, বস্ত্র এবং আহাৰ্যাদি দ্বারা সর্বদা নারীদিগকে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ॥ ৪ ॥ সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে পূজা শব্দের অর্থ সম্মান। দিন রাত্রির মধ্যে প্রত্যেক বার মিলিত অথবা পৃথক হইবার সময় একে অত্ৰকে প্রীতি সহকারে “নমস্তে” বলিবে।

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।

হুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চানুত্তহন্তয়া ॥ মনু० (৫।১৫০) ॥

অত্যন্ত প্রসন্নতার সহিত গৃহকৰ্ম্ম সম্পাদন করা, নিপুণতার সহিত যাবতীয় গৃহসামগ্রী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং গৃহ পবিত্র রাখা স্ত্রীলোকদিগের কর্তব্য। তাহারা ব্যয় সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার হইবেন না অর্থাৎ মিতব্যয়ী হইবেন। সকল সামগ্রী পবিত্র রাখিবেন এবং এইরূপ রক্ষন করিবেন যেন তাহা ঔষধের স্থায় শরীরে বা আত্মাতে রোগ আসিতে না দেয়। যাবতীয় ব্যয়ের হিসাব রাখিয়া পতি ও অত্ৰাকে শুনাইয়া দিবেন। গৃহের ভূতাদিগের নিকট হইতে যথোচিত কার্য্য আদায় করিবেন এবং গৃহের কোন কৰ্ম্মকে নষ্ট হইতে দিবেন না।

স্ত্রিয়োরত্নান্থথো বিদ্যা সত্যং শৌচং স্তভাষিতম্।

বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ ॥ মনু० (২।২৪০) ॥

উত্তম স্ত্রী নানাবিধ রত্ন, বিদ্যা, সত্য, পবিত্রতা, উৎকৃষ্ট বাণী এবং নানাবিধ শিল্পবিদ্যা অর্থাৎ কারুকাৰ্য্যের জ্ঞানকে সকল দেশ ও সকল মনুষ্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে।

সত্যং ক্রয়াৎ প্রিয়ং ক্রয়াম্ ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।

প্রিয়ং চ নানৃতং ক্রয়াদেষধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১ ॥

ভদ্রং ভদ্রমিতি ক্রয়াদ্ ভদ্রমিত্যেব বা বদেৎ।

শুষ্কবৈরং বিবাদং চ ন কুর্যাৎ কেনচিৎ সহ ॥ ২ ॥

মনু० (৪।১৩৮-১৩৯) ॥

সর্বদা অত্ৰের হিতকর প্রিয় সত্য বলিবে। অপ্রিয় সত্য, যেমন কাণাকে কাণা বলিবেন। অত্ৰকে সম্বন্ধ করিবার জন্য অনুত অর্থাৎ মিথ্যা বলিবে না।

সর্বদা ভদ্র অর্থাৎ সকলের হিতকর বাক্য বলিবে। শুদ্ধ বৈর অর্থাৎ বিনা অপরাধে কাহারও সহিত বিরোধ বা বিবাদ করিবে না। যাহা অস্ত্রের হিতকর তাহা অপ্রিয় হইলেও না বলিয়া ছাড়িবে না।

পুরুষা বহবো রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ ।

অপ্রিয়স্য তু পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥

(মহাভারত) উদ্যোগ পর্ব—বিদুর নীতিঃ ।

হে ধৃতরাষ্ট্র! এই সংসারে অশ্রুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অনেক প্রিয়বাদী ও প্রশংসাকারী লোক আছে কিন্তু ঐতিকটু ও হিতকর বাক্যের বক্তা এবং শ্রোতা দুর্লভ। কারণ অন্যের দোষ সন্মুখে বলা, নিজের দোষ শ্রবণ করা এবং পরোক্ষে সর্বদা অন্যের প্রশংসা করা সৎপুরুষদিগের কর্তব্য। সন্মুখে গুণ বর্ণনা করা এবং পরোক্ষে দোষ প্রকাশ করা দুর্ভেদগির রীতি। যে পর্যাস্ত মনুষ্য অপরের নিকট নিজের দোষ প্রকাশ না করে সে পর্যাস্ত সে দোষমুক্ত হইয়া গুণবান হইতে পারে না। অতএব কখনও কাহারও নিন্দা করিবে না। যেমন :—

“গুণেষু দোষারোপণমসূয়া” অর্থাৎ “দোষেষু গুণারোপণমপ্যসূয়া” “গুণেষু গুণারোপণং দোষেষু দোষারোপণং চ স্তুতিঃ”। গুণে দোষারোপ করা এবং দোষে গুণারোপ করাকে নিন্দা বলে। গুণে গুণারোপ এবং দোষে দোষারোপ করাকে স্তুতি বলে। মিথ্যা ভাষণের নাম নিন্দা এবং সত্য ভাষণের নাম স্তুতি।

বুদ্ধিবুদ্ধিকরাণ্যাসু ধন্যানি চ হিতানি চ ।

নিত্যং শাস্ত্রাণ্যবেক্ষেত নিগমাংশ্চৈব বৈদিকান্ ॥ ১

যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি ।

তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানং চাস্ত্য রোচতে ॥ ২ ॥

মনুঃ (৪।১৯-২০) ॥

বুদ্ধি, ধন ও কল্যাণের শীত্র বুদ্ধিকারী শাস্ত্র এবং বেদ নিত্য শুনিবে ও অপরকে শুনাইবে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পঠিত বিষয়গুলি জীপুরুষ নিত্য বিচার করিবে এবং পড়াইতে থাকিবে ॥ ১ ॥ যেমন যেমন মনুষ্য শাস্ত্রকে যথাবৎ জানিতে থাকে তেমন তেমন সেই বিচার জ্ঞান বুদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহাতেই রুচি বর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ২

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সৰ্ব্বদা ।

নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥ মনু০ (৪ । ২১) ॥

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞশ্চ তৰ্পণম্ ।

হোমোদৈবো বলিৰ্ভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥ ২ ॥

মনু০ (৩ । ৭০) ॥

স্বাধ্যায়েনার্চয়েদৃষীন হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি ।

পিতৃন শ্রাক্ষৈশ্চ নৃনমৈর্ভূতানি বলিকৰ্ম্মণা ॥ ৩ ॥

মনু০ (৩ । ৮১) ॥

ব্রহ্মচর্যের বিষয়ে দুইটি যজ্ঞের কথা লিখিত হইয়াছে, প্রথমতঃ বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা, সঙ্কোচাপাসনা এবং যোগাত্ম্যাস; দ্বিতীয়তঃ দেবযজ্ঞ—বিদ্বান্দিগের সঙ্গ, সেবা, পবিত্রতা, দিব্যগুণধারণ, দানশীলতা ও বিচোন্নতি। এই দুই যজ্ঞ সায়াহ্নে এবং প্রাতঃকালে করিতে হয়।

সায়ং সায়ং গৃহপতির্নো অগ্নিঃ প্রাতঃ প্রাতঃ সৌমনসস্ত দাতা ॥ ১ ॥

প্রাতঃ প্রাতঃ গৃহপতি নো অগ্নিঃ সায়ং সায়ং সৌমনসস্ত দাতা ॥ ২ ॥

অ০ কাং ১৯ । অনু০ ৭ । মং ৩ । ৪ ॥

তস্মাদহোরাত্রস্ত সংযোগে ব্রাহ্মণঃ সঙ্ক্যামুপাসীত ।

উগন্তুমন্তং যাস্তুমাদিত্যমভিধ্যায়ন্ ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মণে (ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে । প্রঃ ৪ । খঃ ৫) ॥

ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্বাং নোপাস্তে যন্ত পশ্চিমাম্ ।

স শূদ্রবৎ বহিষ্কার্যঃ সৰ্ব্বস্মাদ্বিজকৰ্ম্মণঃ ॥ ৪ ॥

মনু০ (২ । ১০৩) ॥

প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে যে হোম হয় তাহার হৃতজব্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বায়ু শুদ্ধ করিয়া সুখজনক হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ প্রত্যহ প্রাতঃকালে অগ্নিতে যে হোম করা হয় তাহার হৃত জব্য সায়ংকাল পর্য্যন্ত বায়ুর শুদ্ধি দ্বারা বল, বুদ্ধি এবং আরোগ্যকারক হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ এই নিমিত্ত দিন ও রাত্রির সন্ধিকালে অর্থাৎ সূর্যের উদয় ও অস্তকালে পরমেশ্বরের ধ্যান এবং অগ্নিহোত্র করা অবশ্য কর্তব্য ॥ ৩ ॥ যিনি সায়াহ্নে এবং প্রাতঃকালে এই দুই কার্য না করেন,

তঁাহাকে সৎপুরুষেরা সমস্ত দ্বিজকার্য্য হইতে বাহির করিয়া দিবেন, অর্থাৎ তঁাহাকে শূদ্রবৎ মনে করিবেন ॥ ৪ ॥ (প্রশ্ন)—ত্রিকাল সন্ধ্যা করা হইবে না কেন? (উত্তর)—তিন কালে সন্ধি হয় না। আলোক এবং অন্ধকারের সন্ধি সায়াং এবং প্রাতঃ এই দুই কালেই হইয়া থাকে। যিনি ইহা না মানিয়া মধ্যাহ্ন কালে তৃতীয় সন্ধ্যা মানেন, তিনি মধ্যরাত্রিতেও সন্ধ্যোপাসনা করেন না কেন? যদি মধ্যরাত্রিতে সন্ধ্যা করিতে ইচ্ছা করেন তবে প্রতি প্রহরে, প্রতি ঘটিকায়, প্রতি পলে এবং প্রতি ক্ষণেও সন্ধি হইয়া থাকে, তখনও সন্ধ্যোপাসনা করিতে থাকুন। যদি এইরূপ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা হইতেই পারে না। কোন শাস্ত্রে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সম্বন্ধে প্রমাণও নাই। অতএব দুইকালেই সন্ধ্যা ও অগ্নিহোত্র করা সঙ্গত, তৃতীয় কালে মহে। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ভেদে তিন কাল হইয়া থাকে, সন্ধ্যোপাসনা ভেদে নহে।

তৃতীয় “পিতৃযজ্ঞ” অর্থাৎ যাহাতে দেব অর্থাৎ বিদ্বান্, ঋষি অর্থাৎ ষাঁহার। অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন, এবং পিতর অর্থাৎ মাতা, পিতা, বৃদ্ধ, জ্ঞানী এবং পরম যোগী—ইহাদের সেবা করা। পিতৃযজ্ঞ দ্বিবিধ—প্রথম শ্রাদ্ধ, দ্বিতীয় তর্পণ। শ্রাদ্ধ অর্থাৎ “শ্রৎ” সত্যের নাম, “শ্রৎ সত্যং দধাতি যয়া ক্রিয়য়া সা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া যৎ ক্রিয়তে তচ্ছ্রাদ্ধম্”। যে ক্রিয়া দ্বারা সত্য গ্রহণ করা যায় তাহাকে শ্রদ্ধা বলে এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম শ্রাদ্ধ। আর “তৃপ্যন্তি তর্পয়ন্তি যেন পিতৃন্ তন্তর্পণম্” যে যে সকল কর্ম্মের দ্বারা বিত্তমান মাতা পিতা প্রভৃতি পিতৃগণ তৃপ্ত অর্থাৎ প্রসন্ন হন, এবং যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা তঁাহাদিগকে প্রসন্ন করা যায় তাহার নাম তর্পণ। কিন্তু তাহা জীবিতদিগের জন্তই, মৃতদিগের জন্ত নহে।

ওম্ ব্রহ্মাদয়ৌ দেবাস্তৃপ্যস্তাম্। ব্রহ্মাদিদেবপত্ন্যস্তৃপ্যস্তাম্। ব্রহ্মাদি দেব স্তৃপ্যস্তাম্। ব্রহ্মাদিদেবগণাস্তৃপ্যস্তাম্ ॥ ইতি দেবতর্পণম্।

“বিদ্বাংসো হি দেবাঃ” ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের বচন। বিদ্বান্দিগকেই দেব বলে। ষাঁহার। সান্ন্যাস চারি বেদ জানেন, তঁাহাদের নাম ব্রহ্মা। ষাঁহার। তঁাহাদের অপেক্ষা অল্প বিজ্ঞাভ্যাস করেন, তঁাহাদের নাম দেব অর্থাৎ বিদ্বান্। তঁাহাদের জ্ঞান তঁাহাদের বিজ্ঞা পত্নীগণ ব্রাহ্মণী এবং দেবী। তঁাহাদের সদৃশ পুত্র ও শিষ্য এবং তঁাহাদের সদৃশ গণ অর্থাৎ সেবকদের সেবার নাম শ্রাদ্ধ ও তর্পণ।

অর্থষিতর্পণম্।

ওঁ মরীচাদয় ঋষয়স্তুপ্যস্তাম্। মরীচাদ্যুষিপত্ন্যস্তুপ্যস্তাম্। মরীচাদ্যুষি
হতাস্তুপ্যস্তাম্। মরীচাদ্যুষিগণাস্তুপ্যস্তাম্ ॥ ইতি ঋষিতর্পণম্।

যাঁহারা ব্রহ্মার প্রপৌত্র মরীচির ত্রায় বিদ্বান্ হইয়া অধাপনা করেন
এবং তাঁহার সদৃশ বিদুষী পত্নীগণ যাঁহারা কণ্ঠাদিগকে বিজ্ঞাদান করেন, তাঁহাদের
সদৃশ তাঁহাদের পুত্র ও শিষ্য এবং তাঁহাদের সদৃশ সেবকদিগের সেবা ও সম্মান
করার নাম ঋষি তর্পণ

অথ পিতৃতর্পণম্।

ওঁ সোমসদঃ পিতরস্তুপ্যস্তাম্। অগ্নিস্বাতাঃ পিতরস্তুপ্যস্তাম্।
বর্হিষদঃ পিতরস্তুপ্যস্তাম্। সোমপাঃ পিতরস্তুপ্যস্তাম্। হবির্ভূজঃ
পিতরস্তুপ্যস্তাম্। আজ্যপাঃ পিতরস্তুপ্যস্তাম্। (স্বকালিনঃ পিতরস্তু-
প্যস্তাম্)। যমাদিত্যো নমঃ যমাদীংস্তর্পয়ামি। পিত্রে স্বধা নমঃ পিতরং
তর্পয়ামি। পিতামহায় স্বধা নমঃ পিতামহং তর্পয়ামি। (প্রপিতামহায়
স্বধা নমঃ প্রপিতামহং তর্পয়ামি)। মাত্রে স্বধা নমো মাতরং তর্পয়ামি।
পিতামহে স্বধা নমঃ পিতামহীং তর্পয়ামি। (প্রপিতামহে স্বধা নমঃ
প্রপিতামহীং তর্পয়ামি)। স্বপত্ন্যে স্বধা নমঃ স্বপত্নীং তর্পয়ামি। সম্বন্ধিত্যঃ
স্বধা নমঃ সম্বন্ধিনস্তর্পয়ামি। সগোত্রৈভ্যঃ স্বধা নমঃ সগোত্রাংস্তর্পয়ামি।
ইতি পিতৃতর্পণম্।

“যে সোমে জগদীশ্বরে পদার্থবিজ্ঞায়াক্ষ সৌদন্তি তে সোমসদঃ” যাঁহারা
পরমাত্মা এবং পদার্থবিজ্ঞাবিষয়ে নিপুণ তাঁহারা সোমসদ। “যৈরগ্নেব্বিজাতো
বিজ্ঞা গৃহীতা তেহগ্নিস্বাতাঃ” যাঁহারা অগ্নি অর্থাৎ বিজ্ঞা প্রভৃতি পদার্থের
জ্ঞাতা তাঁহারা অগ্নিস্বাস্ত। “যে বর্হিষি উত্তমে ব্যবহারে সৌদন্তি তে বর্হিষদঃ” যাঁহারা
উত্তম বিজ্ঞাবুদ্ধিবুক্ত কার্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা বর্হিষদ। “যে সোমৈশ্বর্য
মোষধিরসং বা পাস্তি পিবন্তি বা তে সোমপাঃ” যাঁহারা ঐশ্বর্যের রক্ষক এবং
মহৌষধিরসপানদ্বারা রোগরহিত হন এবং যাঁহারা ঐশ্বর্যরক্ষক ঔষধ
জ্ঞাতকে প্রদান করিয়া রোগমুক্ত করেন তাঁহারা সোমপা। “যে
হবির্হোতুমস্তুমর্হং ভুঞ্জতে ভোজয়ন্তি বা তে হবির্ভূজঃ” যাঁহারা মাদক পদার্থ

এবং হিংসালক জব্য পরিভাগ করিয়া ভোজন করেন তাঁহারা হবিভূজ। “য আজ্যং জাতুং প্রাপ্তুং বা যোগ্যং রক্ষন্তি বা পিবন্তি ত আজ্যপাঃ” যাহারা জাতব্য বস্তুর রক্ষক এবং যাহারা স্নাত দুগ্ধাদি সেবন করেন তাঁহারা আজ্যপা। “শোভনঃ কালো বিজ্ঞতে যেবাং তে স্ককালীনঃ” উৎকৃষ্ট ধর্ম্মাসুষ্ঠানদ্বারা যাহাদের সময় সুখময় হয় তাঁহারা স্ককালীন। “যে দুষ্টান্ যচ্ছন্তি নিগৃহ্ষন্তি তে যমাঃ শ্রায়াদীশাঃ” যাহারা দুষ্টদিগের দণ্ডদাতা এবং শ্রেষ্ঠদিগের পালনকর্তা ও যাহারা শ্রায়বান্ তাঁহারা যম : “যঃ পাতি সঃ পিতা” যিনি সন্তানগণের অন্নদাতা ও যিনি স্নেহের সহিত তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন অথবা যিনি জন্মদাতা তিনি পিতা। “পিতুঃ পিতা পিতামহঃ”। “পিতামহস্য পিতা প্রপিতামহঃ” যিনি পিতার পিতা, তিনি পিতামহ। যিনি পিতামহের পিতা তিনি প্রপিতামহ। “যা মানয়তে সা মাতা” যিনি অন্ন এবং স্নেহদ্বান পূর্বক সন্তানদিগকে মাশ্র করেন তিনি মাতা। “যা পিতুর্মাতা সা পিতামহী”। “পিতামহস্য মাতা প্রপিতামহী”। যিনি পিতার মাতা তিনি পিতামহী এবং যিনি পিতামহের মাতা তিনি প্রপিতামহী। নিজের স্ত্রী, ভগ্নী, আত্মীয়, সগোত্র এবং অপর কোন ভজপুরুষ বা বৃদ্ধ—ইহাদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উত্তম অন্ন, বস্ত্র এবং সুন্দর বান প্রভৃতি প্রদানপূর্বক সম্যক্রূপে তৃপ্ত করা, অর্থাৎ যে সকল কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের আত্মা তৃপ্ত হয় ও শরীর সুস্থ থাকে, সেই সকল কার্য্য করিয়া প্রীতির সহিত তাঁহাদের সেবা করাকে শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ বলে।

চতুর্থ বৈশ্বদেব—অর্থাৎ ভোজন প্রস্তুত হইলে সেই ভোজ্যবস্তু হইতে অন্ন, লবণাক্ত ও ক্ষারযুক্ত পদার্থ ব্যতীত স্নাতমিশ্রিত মিষ্টান্ন লইয়া চুম্বী হইতে অগ্নি পৃথক করিয়া সেই অগ্নিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে এবং অন্ন ভাগ করিবে :—

“বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহেহগ্নৌ বিধিপূর্বকম্।

আভ্যঃ কুর্য্যাদ্বেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমম্বহম্ ॥ মনুঃ (৩।৮৪) ॥

ভোজনার্থ রন্ধনশালায় যাহা রন্ধন করা হয়, তাহার দিব্যগুণের জন্তে সেই পাকায়িতে নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা বিধিপূর্বক নিত্য হোম করিবে :—

হোমের মন্ত্র

ওম্ অগ্নয়ে স্বাহা। সোমায় স্বাহা। অগ্নীষোমাত্যায় স্বাহা। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা। ধন্বন্তরয়ে স্বাহা। কুশ্বে স্বাহা। অনুমতৈ

স্বাহা । প্রজাপত্যে স্বাহা । সহতাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা । স্বিষ্টকৃতে স্বাহা ॥

উল্লিখিত প্রত্যেক মন্ত্রদ্বারা প্রচলিত অগ্নিতে এক একবার আহুতি দিবে । পরে ধানায় অথবা ভূমিতে পাতা রাখিয়া তন্মধ্যে পূর্বদিক হইতে ক্রমানুসারে এই মন্ত্রগুলিদ্বারা (পকায়) ভাগ করিয়া রাখিবে :—

ওম্ সানুগায়ৈন্দ্রায় নমঃ । সানুগায় যমায় নমঃ । সানুগায় বরুণায় নমঃ । সানুগায় সোমায় নমঃ । মরুদ্ভ্যো নমঃ । অদ্ভ্যো নমঃ । বনস্পতিভ্যো নমঃ । শ্রিষ্যৈ নমঃ । ভদ্রকালৈ নমঃ । ব্রহ্মপত্যে নমঃ । বাস্ত্রপত্যে নমঃ । বিশ্বৈভ্যো দেবেভ্যো নমঃ । দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ । নক্তংচারিভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ । সর্বাভ্যুভূতয়ে নমঃ ॥

এই ভাগগুলি কোন অতিথি থাকিলে তাহাকে ভোজন করাইবে, নতুবা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । অতঃপর লবণায় অর্থাৎ ডাল, ভাত, শাক, রুটী প্রভৃতি লইয়া ভূমিতে ছয়টি ভাগ রাখিবে । এ বিষয়ে প্রমাণ :—

শুনাং চ পতিতানাঞ্চ স্বপচাং পাপরোগিণাম্ । বায়সানাং কৃমীণাঞ্চ শনকৈর্নির্ব্বপেদুবি ॥ মনু० (৩।৯২) ॥

এইরূপে “ঋভ্যো নমঃ”, “পতিভ্যো নমঃ” “স্বপগ্ভ্যো নমঃ”, “পাপ-রোগিভ্যো নমঃ”, “বায়সেভ্যো নমঃ”, “কৃমিভ্যো নমঃ”, বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাগ রাখিয়া পরে কোন ছুঃখী, ক্ষুধার্ত্ত প্রাণী অথবা কুকুর এবং কাক প্রভৃতিকে দিবে । এস্থলে “নমঃ” শব্দের অর্থ অন্ন । কুকুর, পানী, চাণ্ডাল, পাপরোগী, কাক এবং কৃমি অর্থাৎ পিপীলিকা আদির অন্নদানের বিধি মনুস্মৃতি ইত্যাদিতে আছে । হবন করিবার প্রয়োজন এই যে তদ্বারা পাকশালাস্থ বায়ু শুদ্ধ হয় এবং (পাকের জন্য) অনেক অজ্ঞাত এবং অদৃষ্ট জীবের যে হত্যা হয় তজ্জন্য প্রত্যাপকার করা হয় ।

পঞ্চম অতিথি সেবা—যাহার কোন ভিধি নিশ্চিত থাকে না তাহাকে অতিথি বলে । কোন ধার্ম্মিক, সত্যোপদেশক, সকলের উপকারার্থ সর্বত্রভ্রমণকারী, পূর্ব বিদ্বান, পরমযোগী, সম্যাসী অকস্মাৎ গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে প্রথমতঃ পাচ, অর্ঘ এবং আচমনীয় এই তিন প্রকার জল দিয়া,

পরে সমস্ত্রমে আসনে বসাইয়া ভোজ্য ও পানীয় প্রভৃতি উত্তম সামগ্রী দ্বারা সেবা শুশ্রূষা করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। তৎপর তাঁহার সংসঙ্গ করিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ জনক জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ এবং তাঁহাদের সন্তুপদেশ অনুসারে আচরণ করিবে। সময়ানুসারে গৃহস্থ এবং রাজা প্রভৃতিও অতিথির স্থায় সম্মানযোগ্য। কিন্তু :—

পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান বৈড়ালবৃত্তিকান্ শঠান্।

হৈতুকান্ বকবৃত্তীংচ্চ বাঙ্ মাত্রোগাপি নার্কিয়েৎ ॥ মনু० (৪।৩০) ॥

(পাষণ্ডী) অর্থাৎ বেদনিন্দক ও বেদবিরুদ্ধ আচরণকারী, (বিকর্ম্মস্থ) বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মের কঠা, মিথ্যাবাদী, (বৈড়ালবৃত্তিক) অর্থাৎ বিড়াল যেমন স্থিরভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া তাকাইতে তাকাইতে সহসা মুষিকাদি প্রাণীকে বধ করিয়া উদর পূর্ণ করে, সেইরূপ আচরণকারীকে বৈড়ালবৃত্তিক বলে ; (শঠ) অর্থাৎ জেদী, দুরাগ্রহী ও গর্ব্বিত ; যাহারা স্বয়ং জানেনা এবং অশ্বের কথাও গ্রাহ্য করে না ; (হৈতুক) কুতর্কিক, বুথাবাক্যব্যয়কারী, যেমন আধুনিক বেদান্তিগণ বলিয়া থাকেন, “আমি ব্রহ্ম, জগৎ মিথ্যা, বেদাদি শাস্ত্র এবং ঈশ্বরও কল্পিত” ইত্যাদি গল্প যাহারা করে এবং (বকবৃত্তি) অর্থাৎ বক যেমন এক পা উঠাইয়া ধ্যানাবস্থিতের স্থায় থাকিয়া সহসা মৎস্তবধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে, সেইরূপ এখনকার যে সকল বৈরাগী এবং থাকী প্রভৃতি হঠকারী, দুরাগ্রহী এবং বেদবিরোধী আছে তাহাদিগকে বাক্যদ্বারাও সম্মান করা উচিত নহে। কারণ ইহাদিগকে সম্মান করিলে ইহারা প্রবল হইয়া সংসারকে পাশাপস্কৃত করে। নিজেরা ত অবনতির কার্য্য করেই সজে সজে আপনাদের সেবকদিগকেও অবিত্য-রূপী মহাসাগরে নিমগ্ন করে।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের ফল এই যে, ব্রহ্মযজ্ঞদ্বারা বিজ্ঞা, শিক্ষা, ধর্ম্ম এবং সত্যতা ইত্যাদি শুভ গুণের বৃদ্ধি হয়। অগ্নিহোত্র দ্বারা বায়ু, বৃষ্টি এবং জলের বৃদ্ধি হয়। বৃষ্টি দ্বারা জগতের সুখলাভ হয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ বায়ুর নিঃশ্বাস, স্পর্শ এবং পানাহার দ্বারা আরোগ্য, বুদ্ধি, বল এবং পরাক্রম বর্দ্ধিত হয়। তদ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষসাধন পূর্ণ হয়। এই জন্ত ইহাকে দেবযজ্ঞ বলে। যিনি পিতৃযজ্ঞ দ্বারা মাতা, পিতা এবং জ্ঞানী মহাত্মাদিগের সেবা করেন, তাঁহার জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহাতে তিনি সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া সত্যগ্রহণ এবং অসত্যবর্জন পূর্ব্বক সুখী হইতে পারেন। দ্বিতীয়ঃ

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অর্থাৎ মাতা, পিতা এবং আচার্য্য সন্তান ও শিষ্যদিগের যে উপকার করেন, তাহার প্রতিদান দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। বলিবৈশ্বদেবের ফল পূর্বে বাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই। যে সময় পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ অতিথি জগতে না জন্মেন সে সময় পর্য্যন্ত উন্নতিও হয় না। তাঁহার নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া সত্যোপদেশ প্রদান করেন বলিয়া প্রতারণা বৃদ্ধি পায় না। গৃহস্থদিগের সর্বত্র সহজে সভাবিজ্ঞান লাভ হইতে থাকে এবং সকল মনুষ্য একই ধর্ম্মে স্থির থাকে। অতিথি ব্যতীত সংশয়-নিবৃত্তি হয় না এবং সংশয়-নিবৃত্তি ব্যতীত দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া যায় না। দৃঢ়নিশ্চয় না হইলে স্মৃতি কোথায় ?

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তো বুধ্যত ধর্ম্মার্থো চানুচিন্তয়েৎ ।

কায়ক্রেশাংচ তন্মূলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ ॥ মনু° (৪ । ৯২) ॥

রাত্রির চতুর্থ প্রহরে অথবা চারি ঘটিকার সময় উঠিয়া আবশ্যকীয় কার্য্য করিবার পর ধর্ম্ম ও অর্থ, শারীরিক রোগ সমূহের নিদান বিষয়ে চিন্তা এবং পরমাত্মার ধ্যান করিবে। কখনও অধ্যয়ন করিবে না। কারণ :—

নাধর্ম্মচরিতো লোকে সত্ত্বঃ ফলতি গৌরিব ।

শনৈরাবর্তমানস্ত কৰ্ত্ত্বমূলানি কুস্ততি ॥ মনু° (৪ । ১৭২) ।

কৃত অধ্যয়ন কখনও নিষ্ফল হয় না। তবে যে সময় অধ্যয়ন করা হয় সেই সময়ই ফললাভ হয় না। এই কারণে অজ্ঞ লোকেরা অধ্যয়ন হইতে ভীত হয় না। তথাপি নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, সেই অধ্যয়ন ধীরে ধীরে ভোমাদের স্মৃতির মূলোচ্ছেদ করিতে থাকে। এই নিয়মানুসারে :—

অধর্ম্মেণৈধতে তাবততো ভদ্রাণি পশ্চতি ।

ততঃ সপত্নাজয়তি সমূলস্ত বিনশ্চতি ॥ মনু° (৪ । ১৭৪) ॥

জলাশয়ের জল যেমন বাঁধ ভাঙ্গিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ অধ্যয়ন মনুষ্য ধর্ম্মের মর্যাদা হারাইয়া মিথ্যাবাদিতা, কপটতা, পাষণ্ডোচিত আচরণ করে অর্থাৎ রক্ষাকারী বেদসকলের খণ্ডন এবং বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রভৃতি কুরুষ দ্বারা পরস্ব গ্রহণ করিয়া প্রথমে সমৃদ্ধিশালী হয়, পরে ধন এবং ঐশ্বর্য্যদ্বারা ভোজ্য পানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার, যান, স্থান, মান, এবং খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করে, সে অন্ত্যায়ের সাহায্যে শত্রুজয়ও করে, কিন্তু পরে ছিন্নমূল বৃক্ষের স্থায় নষ্ট হইয়া যায়।

সত্যধর্মার্থ্যবৃত্তেষু শৌচে চৈবারমেৎ সদা ।

শিষ্যাংচ শিষ্যাক্ষর্ষণেণ বাধ্যহুদরসংযতঃ ॥ মনুঃ (৪ । ১৭৫) ॥

যিনি (বিদ্বান) বেদোক্ত সত্যধর্ম অবলম্বন করেন অর্থাৎ পক্ষপাতবিহীন হইয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্যবর্জন পূর্বক জ্ঞায়রূপ বেদোক্ত ধর্মাদি পালন করেন, আর্ধ্য অর্থাৎ যিনি ধর্মপথে চলেন তাঁহার জ্ঞান শিক্ষক ধর্মামুসারে শিষ্যদিগকে শিক্ষাদান করিতে থাকিবেন ।

ঋত্বিক্পুরোহিতাচার্যে মাতুল্যতিথিসংশ্রিতৈঃ ।

বালবৃদ্ধাতুরৈ বৈতৈ জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥ ১ ॥

মাতাপিতৃভ্যাং যামীতি ভ্রাত্ৰা পুত্রেণ ভাৰ্য্যয়া ।

হুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥ ২ ॥

মনুঃ (১৭৯-১৮০) ॥

(ঋত্বিক্) যজ্ঞকর্তা, (পুরোহিত) সর্বদা সদাচার শিক্ষাদাতা, (আচার্য্য) বিদ্বান অধ্যাপনাকারী, (মাতুল) মামা, (অতিথি) অর্থাৎ বাঁহার যাতায়াতের নিশ্চিত তিথি নাই, (সংশ্রিত) নিজের আশ্রিত, (বাল) বালক, (বৃদ্ধ) প্রাচীন, (আতুর) পীড়িত, (বৈত) আয়ুর্বেদের জ্ঞাতা, (জ্ঞাতি) সগোত্র বা সর্গ, (সম্বন্ধী) স্বশুরাদি, (বান্ধব) মিত্র ॥ ১ ॥ (মাতা) মাতা, (পিতা) পিতা, (যামী) ভগ্নী, (ভ্রাতা) ভাই, (ভাৰ্য্যা) স্ত্রী, (হুহিতা) কষ্টা এবং (দাসবর্গ) সেবকদিগের সহিত কলহ বিবাদ কখনও করিবে না ।

অতপাস্তনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ ।

অস্ত্রশস্ত্রাশ্লবোনৈব সহ তেনৈব মজ্জতি ॥ মনুঃ (৪ । ১৯০) ॥

প্রথমতঃ (অতপাঃ) ত্র্যক্ষর্য্য এবং সত্যভাষণাদি তপবিহীন, দ্বিতীয়তঃ (অনধীয়ানঃ) যিনি অধ্যয়ন করেন নাই, তৃতীয়তঃ (প্রতিগ্রহরুচিঃ) ধর্মার্থ অস্ত্রের নিকট হইতে অত্যধিক দানগ্রহণকারী—এই তিনজন প্রস্তরনির্মিত নৌকা দ্বারা সমুদ্রতরণকারীর জ্ঞান স্বকীয় দুষ্কর্মের সহিতই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হন । তাঁহারা স্বয়ং ও ডুবিয়াই থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে দাতাকেও ডুবাইয়া দেন ।

ত্রিষপ্যেতেষু দত্তং হি বিধিনাপ্যর্জিতং ধনম্ ।

দাতুর্ভবত্যনর্থায় পরত্রাদাতুরেব চ ॥ মনুঃ (৪ । ১৯৩) ॥

যিনি ধর্মপথে প্রাপ্ত ধন উক্ত তিন জনকে দান করেন, সেই দাতার ইহজন্মেই, এবং গ্রহীতার পরজন্মে নাশ ঘটে। তাহা হইলে কি হইবে :—

যথা প্লেবেনৌপলেন নিমজ্জভূদকে তরন ।

তথা নিমজ্জতোহধস্তাদজৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ ॥ মনু° (৪।১৯৪) ॥

যেমন প্রস্তরের ভেলায় বসিয়া জলে তরণকারী ডুবিয়া যায়, সেইরূপ অজ্ঞানী দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই অধোগতি ও দুঃখ প্রাপ্ত হন ।

পাষণ্ডদের লক্ষণ

ধর্মধ্বজী সদা লুক্ষছাদ্মিকো লোকদম্বকঃ ।

বৈড়ালত্রতিকো জ্যেয়ো হিংস্রঃ সর্বাভিসন্ধকঃ ॥ ১ ॥

অধোদৃষ্টি নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ ।

শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকত্রতচরো দ্বিজঃ ॥ ২ ॥

মনু° (৪।১৯৫।১৯৬) ।

যে ব্যক্তি (ধর্মধ্বজী) ধর্ম কিছুই করে না, কিন্তু ধর্মের নামে লোকদিগকে প্রতারণিত করে, (সদালুক্ষঃ) সর্বদা লোভী, (ছাদ্মিকঃ) কপট, (লোকদম্বকঃ) সংসারী লোকের সম্মুখে নিজ মহত্বের গল্প করে, (হিংস্রঃ) প্রাণিঘাতক, অস্ত্রের প্রতি বৈরবুদ্ধি সম্পন্ন (সর্বাভিসন্ধকঃ) উত্তম অধম সকলের সহিত মিলিয়া থাকে, তাহাকে (বৈড়ালত্রতিকঃ) অর্থাৎ বিড়ালের স্থায় ধূর্ত ও নীচ মনে করিবে । ১ ॥ যে ব্যক্তি (অধোদৃষ্টিঃ) কীর্ত্তির জন্ত নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করে, (নৈষ্কৃতিকঃ) ঈর্ষাযুক্ত, অর্থাৎ কেহ তাহার বিরুদ্ধে তিলমাত্র অপরাধ করিলেও সে তাহাকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হয়, (স্বার্থসাধনঃ) কপটতা, অধর্ম এবং বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা যে কোনও উপায়ে স্বার্থসিদ্ধি করিতে নিপুণ, (শঠঃ) নিজের কথা মিথ্যা হইলেও জিদ কখনও ছাড়ে না, (মিথ্যাবিনীতঃ) কপটভাবে বাহিরে শীল, সুস্থোষ ও সাধুতা দেখায় (বকত্রতঃ) তাহাকে বকের স্থায় নীচ মনে করিবে । এই সকল লক্ষণাবিত লোকেরা পাষণ্ড । তাহাদিগকে কখনও বিশ্বাস বা সেবা করিবে না ।

ধর্ম্যং শনৈঃ সন্ধিনুসারদলমীকমিব পুত্রিকাঃ ।

পরলোকসহায়ার্থং সর্বভূতান্তুপীড়য়ন ॥ ১ ॥

নাশুত্র হি সহায়ার্থং মাতা পিতা চ তিষ্ঠতঃ ।

ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥ ২ ॥

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে ।

একোনুভুঙ্ক্তে স্কৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥ ৩ ॥

মনু° ৪ । (২৩৮—২৪০) ॥

একঃ পাপানি কুরুতে ফলং ভুঙ্ক্তে মহাজনঃ ।

ভোক্তারো বিপ্রমুচ্যন্তে কর্তা দোষণে লিপ্যতে ॥ ৪ ॥

(মহাভারতে উত্তোগ প০ প্রভাগর পঃ । অ০ ৩২) ॥

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ ।

বিমুখা বান্ধবা যাস্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥ ৫ ॥ মনু° (৪ । ২৪১) ॥

পুস্তিকা অর্থাৎ উই পোকা যেমন বন্দীক প্রস্তুত করে, সেইরূপ কোনও প্রাণীকে উৎপীড়িত না করিয়া পরলোক অর্থাৎ পরজন্মের সুখার্থ ধীরে ধীরে ধর্ম্ম সঞ্চয় করা নরনারীর কর্তব্য ॥ ১ ॥ কারণ পরলোকে মাতা পিতা পুত্র, স্ত্রী এবং জ্ঞাতি কেহই সহায়তা করিতে পারেনা, কিন্তু ধর্ম্মই একমাত্র সহায় হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ দেখুন ! জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে, একাকীই মৃত্যুগ্রস্ত হয় এবং একাকীই ধর্ম্মের ফল সুখ ও অধর্ম্মের ফল দুঃখ ভোগ করে ॥ ৩ ॥ ইহাও বুঝা উচিত, পরিবারে একজন পাপ করিয়া যাহা সংগ্রহ করে, মহাজন অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহা ভোগ করে । যাহারা ভোগ করে, তাহারা পাপের ভাগী হয় না, কিন্তু যে পাপ করে, সেই পাপের ফল ভোগ করে । ৪ ॥ যখন কাহারও কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তখন তাহাকে মৃৎপিণ্ডের স্থায় ভূমিতে ফেলিয়া চলিয়া যায়, বন্ধুবর্গ বিমুখ হইয়া প্রস্থান করে । কেহই তাহার সহযাত্রী হয় না, কিন্তু একমাত্র ধর্ম্মই তাহার সঙ্গী হইয়া থাকে । ৫ ॥

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সন্ধিসুয়াচ্ছনৈঃ ।

ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমন্তরতি দুস্তরম্ ॥ ১ ॥

ধর্ম্মপ্রধানং পুরুষং তপসা কৃতকিঞ্চিষম্ ।

পরলোকং নয়ত্যাশু ভাবন্ত্যং শরীরিণম্ ॥ ২ ॥ মনু° (৪।২৪২-২৪৩) ।

অতএব পরলোক অর্থাৎ পরজন্মে সুখ এবং জন্মের সাহায্যার্থ ধীরে ধীরে সর্বদা ধর্মসঞ্চয় করিতে থাকিবে। কারণ ধর্মেরই সাহায্যে বিশাল এবং দুস্তর সাগর পার হওয়া যায়। ১ ॥ যিনি ধর্মকেই প্রধান মনে করেন এবং ধর্মাসুষ্ঠান দ্বারা যাঁহার কৃতপাপ দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহাকে ধর্মই প্রকাশস্বরূপ এবং আকাশ যাঁহার শরীর তুল্য সেই পরলোককে অর্থাৎ পরম দর্শনীয় পরমাত্মাকে দীপ্ত প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। ২ ॥

দৃঢ়কারী বৃদ্ধদাস্তঃ ক্রুরাচারৈরসংবসন।

অহিংস্রা দমদানাভ্যাং জয়েৎ স্বর্গং তথাব্রতঃ ॥ ১ ॥

বাচ্যার্থা নিয়তাঃ সর্বৈ বাঙম্বলা বাগ্বিনিঃস্রতাঃ।

তাস্ত যঃ স্তেনয়েদ্ বাচং স সর্বস্তেয়কৃম্মরঃ ॥ ২ ॥

আচারাল্লভতে হ্যামুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।

আচারাক্রনমক্ষ্যমাচারো হস্ত্যলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥

মনু° (৪।২৪৬, ২৫৬-১৫৬) ॥

যিনি ধর্মাত্মা তিনি সর্বদা দৃঢ়কর্মা, কোমল স্বভাব ও জিতেদ্রিয়, যিনি হিংসক, ক্রুর এবং চুরাচারীদিগের নিকট হইতে দূরে থাকেন, তিনি মনকে জয় করিয়া বিভাদি দান দ্বারা সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১ ॥ কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে বাণীর মধ্যে সকল অর্থ অর্থাৎ ব্যবহার নিশ্চিত থাকে, সেই বাণীই তাহার মূল এবং সেই বাণীর দ্বারাই সকল ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সেই বাণীকে অপহরণ করে, অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলে, সে চৌর্য প্রভৃতি সমস্ত পাপ করিয়া থাকে। ২ ॥ সুতরাং যিনি মিথ্যাভাষণাদি রূপ অধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য ও জিতেদ্রিয়তা দ্বারা পূর্ণ আয়ু, ধর্মাচরণ দ্বারা উত্তম প্রজা এবং অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হন এবং যিনি ধর্মাচরণে রত থাকিয়া কুলক্ষণ সমূহ নাশ করেন, তাঁহার জায় আচরণ সর্বদা কর্তব্য। কারণ :—

ছুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।

দুঃখভাগা চ সততং ব্যাধিতোহল্লায়ুরেব চ ॥ ১ ॥ মনু° (৪।১৫৭)।

যে ব্যক্তি ছুরাচারী সে সংসারে সৎপুরুষদিগের মধ্যে নিন্দাতাজন ও দুঃখভাগী হয় এবং নিরন্তর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অন্নায় ভোগ করে। অতএব একরূপ চেষ্টা করিবে :—

যদ যৎ পরবশং কৰ্ম তত্তদযত্নেন বৰ্জয়েৎ ।

যদযদাত্মবশং তু স্মাত্তত্তৎ সেবেত যত্নতঃ ॥ ১ ॥

সৰ্বং পরবশং দুঃখং সৰ্বমাত্মবশং সুখম্ ।

এতদ্বিগ্ধাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ২ ॥

মনু° (৪।১৫৯—১৬০) ॥

যাহা যাহা পরাধীনকার্য্য তাহা তাহা যত্ন পূর্বক পরিত্যাগ করিবে এবং যাহা যাহা স্বাধীনকার্য্য তাহা তাহা প্রযত্ন সহকারে গ্রহণ করিবে । ১ ॥ কারণ, যাহা যাহা পরাধীন তাহা তাহা দুঃখ এবং যাহা যাহা স্বাধীন তাহা তাহা সুখ । ইহাই সংক্ষেপে সুখদুঃখের লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে । ২ ॥ কিন্তু যে কার্য্য পরম্পরের অধীন, তাহা অধীন ভাবেই করা কর্তব্য । যেমন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পরম্পরের অধীন ব্যবহার । অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের প্রতি এবং পুরুষ স্ত্রীর প্রতি পরম্পর প্রিয় আচরণ করিবে এবং পরম্পরের অনুকূল থাকিবে । তাহারা কখনও ব্যভিচার এবং বিরোধ করিবে না । স্ত্রী পুরুষের আজ্ঞানুসারে গৃহকর্ম্ম করিবে এবং বাহিরের কার্য্য পুরুষের অধীন থাকিবে । স্ত্রীপুরুষ পরম্পরকে দুই ব্যসনে আসক্ত হইতে বাধ্য দিবে । ইহা নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে, বিবাহের পর পুরুষ স্ত্রীর নিকট এবং স্ত্রী পুরুষের নিকট বিক্রীত হইয়া যায়, অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের হাবভাব এমন কি নখাগ্র পর্য্যন্ত এবং বীৰ্য্যাদি সমস্ত পরম্পরের অধীন হইয়া যায় । স্ত্রীপুরুষ পরম্পরের প্রসন্নতা ব্যতীত কোন ব্যবহার করিবে না । তাহাদের মধ্যে ব্যভিচার অর্থাৎ বেষ্টিগমন এবং পরপুরুষ সংসর্গ প্রভৃতি বড়ই অপ্ৰীতিকর কার্য্য । এই সকল পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী স্বামীর প্রতি এবং স্বামী স্ত্রীর প্রতি সর্বদা প্রসন্ন থাকিবে । পুরুষ ব্রাহ্মণ বর্ণ হইলে বালকদিগকে এবং স্ত্রী মুশিক্ষিতা হইলে বালিকাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে । তাহারা উপদেশ ও বক্তৃতা দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্বান করিবে । পতি পত্নীর পূজনীয় দেব এবং পত্নী পতির পূজনীয়া অর্থাৎ সম্মান যোগ্যা দেবী । ইহারা যতদিন গুরুকূলে থাকিবে, ততদিন অধ্যাপকদিগকে মাতা পিতার তুল্য মনে করিবে । অধ্যাপকগণও শিষ্যদিগকে নিজ সম্মান সমূহ মনে করিবেন । অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা কিরূপ হওয়া উচিত :—

আত্মজ্ঞানং সমারম্ভস্তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা ।

যমর্থা নাপকর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥ ১ ॥

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে ।

অনাস্তিকঃ শ্রদ্ধাদান এতৎ পণ্ডিতলক্ষণম্ ॥ ২ ॥

ক্ষিপ্তং বিজ্ঞানাতি চিরং শৃণোতি, বিজ্ঞায় চার্থং ভজতে ন কামাৎ ।

নাসম্পৃক্ষৌহ্যপয়ুঙ্ক্তে পরার্থে,

তৎ প্রজ্ঞানং প্রথমং পণ্ডিতস্য ॥ ৩ ॥

নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নফৎ নেচ্ছন্তি শোচিতুম্ ।

আপৎস্ব চ ন মুহন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪ ॥

প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথ উহবান্ প্রতিভানবান্ ।

আশু গ্রন্থস্য বক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥ ৫ ॥

শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞা চৈব শ্রুতানুগা ।

অসংভিমাধ্যমর্যাদাঃ পণ্ডিতাখ্যাং লভেত সঃ ॥ ৬ ॥

এসব মহাতারতের উদ্যোগপর্বের বিহুর প্রজাগরের (অধ্যায়ঃ ৩৩) শ্লোক ।

অর্থঃ—ঐহিক আত্মজ্ঞান এবং সম্যক্ আরম্ভ আছে অর্থাৎ যিনি কখনও নিরুদ্ভা ও অলস থাকেন না, যিনি সুখদুঃখ, লাভক্ষতি, মান অপমান এবং নিন্দা স্তুতিতে কখনও হর্ষ শোক করেন না, যিনি ধর্ম্মেই সর্বদা স্থির থাকেন এবং উৎকৃষ্ট পদার্থ অর্থাৎ বিষয় বস্তু ঐহিক চিন্তকে আকর্ষণ করিতে পারেনা তাঁহাকেই পণ্ডিত বলে ॥১॥ সর্বদা ধর্ম্মসঙ্গতকার্য্য করা, অধর্ম্মযুক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করা, ঈশ্বর, বেদ ও সদাচারের নিন্দা না করা এবং ঈশ্বরাদিতে অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হওয়া—ইহাই পণ্ডিতদিগের কর্তব্য কর্ম্ম ॥ ২ ॥ যিনি কঠিন বিষয়ও শীঘ্র জানিতে পারেন, যিনি দীর্ঘকাল শাস্ত্রাধ্যয়ন, শ্রবণ এবং বিচার করেন, যিনি তাঁহার সমস্ত জ্ঞান পরোপকারে নিয়োজিত করেন, যিনি স্বার্থের জন্ত কোন কার্য্য করেন না এবং যিনি জিজ্ঞাসিত না হইয়া অথবা উপযুক্ত সময় না বুঝিয়া অন্তের ব্যাপারে সম্মতিদান করেন না, তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥ যিনি প্রাপ্তির অযোগ্য বস্তু কখনও পাইতে ইচ্ছা করেন না, যিনি নষ্ট পদার্থের জন্ত শোক করেন না এবং যিনি বিপদের সময় মুহমান অর্থাৎ ব্যাকুল হন না, তিনিই বুদ্ধিমান পণ্ডিত ॥ ৪ ॥ ঐহিক বাণীসকল বিছা বিষয়ে প্রমোদিত করিতে অভিশয় নিপুণ, বিচিত্র বক্তা, যিনি শাস্ত্র প্রকরণের বক্তা এবং যথাযোগ্য তार्কিক ও স্মৃতিমান এবং যিনি প্রকৃত অর্থের শাস্ত্রবক্তা, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলে ॥ ৫ ॥ ঐহিক প্রজ্ঞা শ্রুত সত্যার্থের অনুকূল, ঐহিক শ্রবণ বুদ্ধির অনুযায়ী এবং যিনি

কখনও আর্থ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ব্যক্তিদিগের মর্যাদা ভঙ্গ করেন না, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলে ॥ ৬ ॥

যে স্থানে ঈদৃশ স্ত্রীপুরুষ অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা থাকেন, সে স্থানে বিদ্যা ধর্ম এবং সদাচার বর্দ্ধিত হয় বলিয়া প্রতিদিন আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অধ্যয়নের অযোগ্য এবং মূর্খের লক্ষণ :—

অশ্রুতশ্চ সমুদ্রকো দরিদ্রশ্চ মহামনাঃ ।

অর্থাৎ শ্রুতকর্ম্মণা প্রেপ্সুর্নুত ইত্যাচ্যতে বুধেঃ ॥ ১ ॥

অনাত্মতঃ প্রবিশতি হৃপ্তকৌ বহু ভাষতে ।

অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢ়চেতা নরাধমঃ ॥ ২ ॥

এই শ্লোকও মহাভারতের উত্তরাখণ্ডের বিদুর প্রজাগরে (অধ্যায় ৩২) আছে ।

অর্থ :—যে কোনও শাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করে নাই, যে অতিশয় গর্ব্বিত, যে দরিদ্র হইয়াও উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং যে কর্ম্ম না করিয়াও ধন সম্পত্তি পাইবার ইচ্ছা করে, তাহাকেই বুদ্ধিমান লোকেরা মূঢ় বলেন ॥ ১ ॥ যে বিনা নিমন্ত্রণে কোন সভায় অথবা কাহারও গৃহে প্রবেশ করিয়া উচ্চাসনে উপবেশন করিতে ইচ্ছা করে, জিজ্ঞাসা না করিলেও সভায় বহু কথাবাক্য বায় করে এবং যে বিশ্বাসের অযোগ্য বস্তুতে বা মনুষ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে তাহাকেই মূর্খ এবং নরাধম বলে ॥ ২ ॥ যে স্থানে ঈদৃশ পুরুষ অধ্যাপক, উপদেশক, গুরু এবং মাননীয় হয় সে স্থানে অবিদ্যা, অধর্ম্ম, অসভ্যতা, কলহ, বিরোধ এবং বিভেদ বর্দ্ধিত হওয়াতে দুঃখ বাড়িয়াই যায় । এখন বিদ্যার্থীদিগের লক্ষণ :—

আলস্ত্রং মদমোহৌ চ চাপলং গোষ্ঠিরেব চ ।

স্তব্ধতা চাভিমানিত্বং তথাহত্যাগিত্বমেব চ ॥

এতে বৈ সপ্ত দোষাঃ স্যুঃ সদা বিদ্যার্থিনাং মতাঃ ॥ ১ ॥

স্বার্থার্থিনঃ কুতো বিদ্যা কুতো বিদ্যার্থিনঃ স্তব্ধম্ ।

স্বার্থার্থী বা ত্যজেদ্বিদ্যাং বিদ্যার্থী বা ত্যজেৎ স্তব্ধম্ ॥ ২ ॥

ইহাও বিদুর প্রজাগরের (অধ্যায় ৩৯) শ্লোক ।

অর্থ :—(আলস্ত্র) অর্থাৎ শারীরিক এবং মানসিক জড়তা, মাদকতা, মোহ অর্থাৎ বস্তু বিশেষের প্রতি আসক্তি, চাপলতা এবং নানা বিষয়ে কথা বাক্য বলা ও শ্রবণ করা, পঠন পাঠন করিতে করিতে নিবৃত্ত হওয়া, দান্তিকতা ও

ভ্যাগবিমুখ হওয়া বিদ্যার্থীর এই সাত প্রকার দোষ ঘটয়া থাকে ॥ ১ ॥ যাহারা এইরূপ তাহাদের কখনও বিদ্যালভ হয় না। সুখাভিলাষীর বিদ্যা কোথায়? বিদ্যার্থীর সুখ কোথায়? বিষয়সুখার্থী বিদ্যাকে এবং বিদ্যার্থী বিষয়সুখকে পরিত্যাগ করিবে ॥২॥ এইরূপ না করিলে বিদ্যালভ কখনও হইতে পারে না এবং এইরূপ ব্যক্তির বিদ্যালভ হয়—

সত্যে রতানাং সততং দান্তানামূর্দ্ধরেতসাম্ ।

ব্রহ্মচর্য্যং দহেদ্ রাজন্ সর্বপাপন্যূপাসিতম্ ॥

যাঁহারা সর্বদা সত্যচরণে রত থাকেন এবং যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ও যাঁহাদের বীৰ্য্য কখনও অধঃস্থলিত হয় না তাঁহাদেরই ব্রহ্মচর্য্য সত্য এবং তাঁহারাই বিদ্বান্ হইয়া থাকেন ॥১॥

সুতরাং অধ্যাপক এবং বিদ্যার্থীদিগের শুভ লক্ষণাবৃত্ত হওয়া আবশ্যিক। অধ্যাপকগণ এইরূপ চেষ্টা করিবেন যেন বিদ্যার্থীরা সত্যবাদী, সত্যবিশ্বাসী ও সত্যকারী হন এবং সভ্যতা, জিতেন্দ্রিয়তা, সুশীলতাদি শুভ গুণসম্পন্ন হইয়া শরীর ও আত্মার সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি সহকারে বেদাদিশাস্ত্রে বিদ্বান্ হয়। তাঁহারা বিদ্যার্থীদিগের কুচেষ্টা পরিহার করাইতে এবং বিদ্যাভ্যাস করাইতে সর্বদা যত্নবান হইবেন। বিদ্যার্থীরা সর্বদা জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত, সহপাঠিগণের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, বিচারশীল এবং পরিশ্রমী হইয়া এইরূপ পুরুষকার করিবে যাহাতে পূর্ণ বিদ্যা, পূর্ণ আয়ু, পরিপূর্ণ ধর্ম্ম এবং পুরুষকার বিষয়ে শিক্ষালাভ হয়। এই সকল ব্রাহ্মণ বর্ণের কর্তব্য। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য রাজধর্ম্মের মধ্যে বলা হইবে। বৈশ্যের কর্তব্য ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা বেদাদি বিদ্যা অধ্যয়ন পূর্ব্বক (বিবাহ করিয়া) নানা দেশীয় ভাষা, নানাবিধ বাণিজ্য, রীতি এবং পণ্য সামগ্রীর দর জানা, ক্রয় বিক্রয়, দীপদীপান্তরে গমনাগমন, লাভার্ধ কার্য্যারম্ভ, পশু পালন এবং নিপুণতার সহিত কৃষির উন্নতি সাধন করা ও করান, ধনবৃদ্ধি, বিদ্যা ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য অর্থব্যয়, সত্যবাদী ও নিষ্কপট হইয়া সত্যানুসারে সকল ব্যবহার করা এবং এইরূপে সকল বস্তুর রক্ষা করা যাহাতে কিছুই নষ্ট না হয়। শূদ্রগণ সর্বপ্রকার সেবাকার্য্যে চতুর এবং রন্ধন বিদ্যায় নিপুণ হইবে। (তাহারা) অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত বিজ্ঞদিগের সেবা করিবে এবং তাহাদের নিকট হইতে নিজেদের উপভাবিকা গ্রহণ করিবে। বিজ্ঞগণ তাহাদের ভোজ্য, পানীয়, বস্ত্র, স্থান এবং বিবাহাদির ব্যয় সমস্তই দিবেন অথবা তাহাদিগকে মাসিক বেতন দিবেন। চারিবর্ষ

পরম্পর প্রীতির সহিত উপকার, সৌজন্ম, সুখ, দুঃখ ও হানিলাভে একমত থাকিয়া রাজ্য ও প্রজাদের উন্নতি সাধনে শরীর, মন এবং ধন প্রয়োগ করিতে থাকিবে। কখনও স্বামী স্ত্রীর পৃথক অবস্থান বিধেয় নহে। কারণ—

পানং দুর্জজনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোহটনম্ ।

স্বপ্নোহিহ্ন্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দূষণানি যট্ ॥ মনু० (৯ । ১৩) ॥

মজ্জা এবং ভাং প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন, দুষ্ক লোকের সংসর্গ, পতি বিরোগ, ভণ্ড (সাধু) দর্শনের ছলে একাকিনী যেখানে সেখানে বৃথা ভ্রমণ, পরগৃহে যাইয়া শয়ন অথবা পরগৃহে বাস—এই ছয়টি দোষ নারীচরিত্রকে কলুষিত করে। পুরুষেরও এই সকল দোষ ঘটিয়া থাকে। পতি পত্নীর মধ্যে দুই প্রকারে বিরোগ ঘটে। (প্রথমতঃ) কোন ক্ষেত্রে কার্যবশতঃ দেশান্তর গমন, দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুবশতঃ বিচ্ছেদ ঘটা। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে প্রতীকার এই যে, দূরদেশে যাত্রা করিতে হইলে স্ত্রীকেও সঙ্গে রাখিবে। ইহার প্রয়োজন এই যে বহুকাল পর্য্যন্ত (পতি পত্নীর) পৃথক অবস্থান সম্ভব নহে।

(প্রশ্ন)—স্ত্রী এবং পুরুষের বহু বিবাহ হওয়া উচিত কিনা ? (উত্তর)—যুগপৎ অর্থাৎ এক সময় নহে। (প্রশ্ন)—তবে কি সময়ান্তরে বহুবিবাহ হওয়া উচিত ? (উত্তর)—হাঁ, যেমন—

সা চৈদক্ষতযোনিঃ স্রাদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা ।

পৌনর্ভবেন ভত্র। সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ মনু० (৯ । ১৭৬) ॥

যে স্ত্রীপুরুষের পাণিগ্রহণ মাত্র সংস্কার হইয়াছে, কিন্তু সংযোগ হয় নাই, অর্থাৎ স্ত্রী অক্ষতযোনি এবং পুরুষ অক্ষতবীৰ্য্য থাকিলে তাহাদের অল্প পুরুষ এবং স্ত্রীর সহিত পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু ভ্রাতৃগণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের মধ্যে ক্ষতযোনি স্ত্রী এবং ক্ষতবীৰ্য্য পুরুষের পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত নহে।

(প্রশ্ন)—পুনর্বিবাহে দোষ কি ? (উত্তর)—(প্রথমতঃ) স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রেমের নূনতা ঘটে। কারণ যখন ইচ্ছা তখনই স্ত্রী পতিকে এবং পতি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তের সহিত সম্বন্ধ করিবে। (দ্বিতীয়তঃ) স্ত্রী বা পুরুষ পতি বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে চাহিলে পূর্ব স্ত্রীর অথবা পূর্ব পতির সম্পত্তি লইয়া যাইবে এবং তাহাদের কুটুম্বদিগের মধ্যে বিবাদ হইবে। (তৃতীয়তঃ) বহু ভ্রাতৃ পরিবারের নাম চিহ্নও থাকিবেনা এবং

তাহাদের সম্পত্তি হিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। (চতুর্থতঃ) পতিব্রত এবং স্ত্রীব্রত ধর্ম নষ্ট হইয়া যাইবে। এই সকল দোষের জন্য দ্বিজদিগের মধ্যে পুনর্বিবাহ বা বহুবিবাহ কখনও হওয়া উচিত নহে।

(প্রশ্ন)—সন্তানোৎপত্তি না হইলে বংশনাশ ঘটিবে এবং স্ত্রীপুরুষ ব্যভিচারাদি কর্ম করিয়া গর্ভপাতাদি বহু কুচেষ্টা করিবে। এই কারণে পুনর্বিবাহ হওয়া সম্ভব।

(উত্তর)—না, না। যদি স্ত্রীপুরুষ ব্রহ্মচর্য্যে স্থির থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে কোন উপদ্রব হইবে না। আর যদি বংশপরম্পরা রক্ষার জন্য স্বজাতির কোন বালককে পোষ্যগ্রহণ করা হয়, তবে তাহাতে বংশরক্ষা হইবে এবং ব্যভিচারও হইবে না। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে না পারিলে নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিয়া লইবে।

(প্রশ্ন)—পুনর্বিবাহ এবং নিয়োগের মধ্যে প্রভেদ কি? (উত্তর)—(প্রথমতঃ) বিবাহ হইলে যেমন কন্যা পিতৃগৃহ ছাড়িয়া পতিগৃহে গমন করে, পিতার সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না সেইরূপ বিধবা স্ত্রী বিবাহিত পতির গৃহেই অবস্থান করে। (দ্বিতীয়তঃ) সেই বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র সেই বিবাহিত পতির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে কিন্তু বিধবা স্ত্রীর পুত্র বীর্য্যদাতার পুত্র হয় না, তাহার গোত্রীয়ও হয়না, পুত্রের উপর তাহার কোন স্বত্ব থাকেনা। কিন্তু সে বিধবার মৃত পতিরই পুত্ররূপে পরিগণিত হয় এবং তাহারই গোত্রীয় ও তাহারই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া তাহারই গৃহে বাস করে। (তৃতীয়তঃ) বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের পক্ষে পরম্পরের সেবা এবং পালন করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষের কোন সম্বন্ধই থাকেনা। (চতুর্থতঃ) বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের আশ্রয় সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ কার্য্যান্তে হিন্ন হইয়া যায়। (পঞ্চমতঃ) বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ পরম্পর মিলিত হইয়া গৃহকর্ম সম্পাদনে পরম্পর যত্নবান হইয়া থাকে কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষ নিজ নিজ গৃহকর্ম করিতে থাকে।

(প্রশ্ন)—বিবাহ এবং নিয়োগের নিয়ম কি একই প্রকার না পৃথক পৃথক? (উত্তর)—কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ওষ্যভীত বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ একপতি এবং এক স্ত্রী মিলিত হইয়া দশটি সন্তান উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষ চারিটির অধিক সন্তান উৎপন্ন করিতে পারে না। অর্থাৎ কুমার ও কুমারীর বিবাহের দ্বারা বিপত্নীক পুরুষ এবং বিধবা স্ত্রীর নিয়োগ হইয়া থাকে। কুমার এবং কুমারীর নিয়োগ হয় না। বিবাহিত

স্ত্রীপুরুষ সর্বদা সঙ্গে থাকে কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষের ব্যবহার সেইরূপ নহে। তাহার ঋতুদানের সময় ব্যতীত (অন্য সময়ে) একত্র হইবেনা। যদি স্ত্রী নিজ প্রয়োজনে নিয়োগ করে, তবে দ্বিতীয় গর্ভস্থিতির দিন হইতে তাহার সহিত নিযুক্ত পুরুষের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। পুরুষ নিজের জন্ত নিয়োগ করিলেও দ্বিতীয় গর্ভস্থিতির পর হইতে সম্বন্ধ থাকেনা। কিন্তু সেই নিযুক্ত স্ত্রী দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত সন্তানগুলিকে পালন করিয়া নিযুক্ত পুরুষকে দিবে। এইরূপে এককালে বিধবা স্ত্রী নিজের জন্ত দুইটি এবং অন্য চারিজন নিযুক্ত পুরুষের প্রত্যেকের জন্ত দুইটি দুইটি করিয়া সন্তান উৎপন্ন করিতে পারে। একজন বিপত্নীক পুরুষও নিজের জন্ত দুইটি এবং অন্য চারি বিধবার জন্ত দুইটি করিয়া পুত্র উৎপন্ন করিতে পারে। এইরূপে মোট দশটি সন্তান উৎপত্তির আশ্রয় বেদে আছে, যথা—

ইমাং তুমিস্ত্র মীঢ়ঃ স্পুত্রাং স্তুভগাং কুণু।

দশাস্ত্রাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কুধি ॥

ঋঃ। মং ১০। সূঃ ৮৫। মং ৪৫ ॥

হে (মীঢ়, ইস্ত্র) বীৰ্য্যসিঞ্জে সমর্থ ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ! তুমি এই বিবাহিতা স্ত্রী বা বিধবা স্ত্রীকে ঐষ্ঠ পুত্রের মাতা এবং সৌভাগ্যবতী কর। বিবাহিতা স্ত্রীতে দশ পুত্র উৎপন্ন কর এবং স্ত্রীকে একাদশ বলিয়া মনে কর। হে স্ত্রী! তুমিও বিবাহিত বা নিযুক্ত পুরুষ কর্তৃক দশটি সন্তান উৎপন্ন কর এবং পতিকে একাদশ বলিয়া মনে কর। বেদের এই আশ্রয়ানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের স্ত্রীপুরুষ দশ দশটির অধিক সন্তান উৎপন্ন করিবেনা। কারণ অধিক সন্তান হইলে সন্তানগুলি দুর্বল নিবুন্ধি অন্মায় হয় এবং স্ত্রীপুরুষও অন্মায় এবং রুগ্ন হইয়া বৃদ্ধাবস্থায় বহু দুঃখ ভোগ করে।

(প্রশ্ন)—এই নিয়োগ ব্যক্তিচারের স্থায় দেখাইতেছে। (উত্তর)—যেমন অবিবাহিতদিগের (সংসর্গ) ব্যক্তিচার, সেইরূপ নিয়োগ ব্যতীতও সংসর্গ করাকে ব্যক্তিচার বলা যাইতে পারে। ইহাতে সিদ্ধ হইল যে, যেমন বিধিসম্মত বিবাহকে ব্যক্তিচার বলা যায় না, সেইরূপ বিধিসম্মত নিয়োগকেও ব্যক্তিচার বলা যাইবে না। যেমন শাস্ত্রোক্ত বিধিঅনুসারে একজনের কন্যার সহিত অপর একজনের পুত্রের বিবাহের পর সমাগমে ব্যক্তিচার, পাপ এবং লজ্জা হয় না,

সেইরূপ বেদশাস্ত্রোক্ত নিয়োগেও ব্যভিচার, পাপ এবং লজ্জা মনে করা উচিত নহে।

(প্রশ্ন)—যথার্থ বটে, কিন্তু ইহা বেশাবৃদ্ধির জ্ঞায় দেখাইতেছে।

(উত্তর)—না, কারণ বেশাসমাগমে কোন পুরুষ বা নিয়মের নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু নিয়োগে বিবাহের জ্ঞায় নিয়ম আছে। যেমন একজনের কণ্ঠা অপরকে সম্প্রদান করা হইলে বিবাহের পর সমাগমে লজ্জা হয় না, সেইরূপ নিয়োগেও লজ্জা না হওয়া উচিত। ব্যভিচারী পুরুষ বা ব্যভিচারিণী নারী কি বিবাহের পরেও কুকর্ষ হইতে রক্ষা পায়?

(প্রশ্ন)—নিয়োগের কথা আমার নিকট পাপ বলিয়াই মনে হইতেছে।

(উত্তর)—যদি নিয়োগকে পাপ বলিয়া মনে কর, তবে বিবাহকে পাপ বলিয়া মনে কর না কেন? নিয়োগে বাধাদান করিলেই ত পাপ হয়। কারণ বৈরাগ্যবান, পূর্ণ বিদ্বান, যোগী ব্যতীত ঈশ্বরের সৃষ্টির ক্রম অনুসারে স্ত্রী পুরুষের স্বাভাবিক ব্যবহার রুদ্ধ করিতে পারে না। গর্ভপাতরূপ ভ্রণহত্যা এবং বিধবা স্ত্রী ও বিপত্নীক পুরুষের মহাতুঃখকে কি পাপের মধ্যে গণ্য কর না? যতদিন তাহাদের যৌবন থাকে, ততদিন তাহারা মনে মনে সন্তানকামী এবং বিষয়ভোগবিনাসী থাকে। যদি কোন রাজ্য বা সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হয় তবে গোপনে বহু কুকর্ষ হইতে থাকে। এই সকল ব্যভিচার ও কুকর্ষ রোধ করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় জিতেন্দ্রিয় থাকা। যদি তাহা না সম্ভব হয় তবে বিবাহ বা নিয়োগ না করাই সঙ্গত। কিন্তু যদি সম্ভব না হয় তবে বিবাহ এবং আপৎকালে নিয়োগ অবশ্য কর্তব্য। ইহাতে ব্যভিচার হ্রাস পায় এবং প্রেম বশতঃ উত্তম সন্তান উৎপন্ন হওয়াতে মনুষ্যজাতির উন্নতি হয়। গর্ভপাতও সর্বপ্রকারে নিবারিত হয়। নীচ পুরুষের সহিত উত্তম স্ত্রীর এবং বেশাদি নীচ স্ত্রীর সহিত উত্তম পুরুষের ব্যভিচার রূপ কুকর্ষ সংকুলের কলঙ্ক, বংশোচ্ছেদ, স্ত্রী পুরুষের সন্তাপ এবং গর্ভহত্যাदि কুকর্ষ বিবাহ ও নিয়োগ দ্বারা নিবারিত হয়। এইজন্য নিয়োগ করা কর্তব্য।

(প্রশ্ন)—নিয়োগে কি কি নিয়ম থাকা আবশ্যিক? (উত্তর)—বিবাহের জ্ঞায় নিয়োগও প্রসিদ্ধি সহকারে হওয়া উচিত। বিবাহের জ্ঞায় নিয়োগেও ভ্রম পুরুষদিগের অনুমতি এবং বরকন্ঠার প্রসন্নতা থাকা আবশ্যিক। অর্থাৎ যখন স্ত্রীপুরুষের নিয়োগ হয়, তখন তাহারা স্বীয় আত্মীয় কুটুম্ব স্ত্রী পুরুষদিগের সমক্ষে (প্রকাশ করিবে) “আমরা উভয়ে সন্তানোৎপত্তির জ্ঞায় নিয়োগ করিতেছি,

নিয়োগের নিয়ম পূর্ণ হইলে আমরা আর সংযুক্ত হইব না। যদি ইহার বিরুদ্ধ কার্য্য করি, তবে পাপী এবং জাতি বা রাষ্ট্রের নিকট দণ্ডনীয় হইব। প্রতিমাসে একবার গর্ভাধানকৃত্য করিব এবং গর্ভস্থিতির পর এক বৎসর পর্য্যন্ত পৃথক থাকিব।”

(প্রশ্ন)—নিয়োগ কি সর্বণে হইবে, না ভিন্ন বর্ণের সহিতও হইবে।

(উত্তর)—সর্বণে অথবা সর্বণ অপেক্ষা উত্তম বর্ণের পুরুষের সহিত অর্থাৎ বৈশ্যার ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের সহিত, ক্ষত্রিয়ার ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের সহিত এবং ব্রাহ্মণীর ব্রাহ্মণের সহিত নিয়োগ হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে বীৰ্য্য সমান অথবা উত্তম বর্ণের হওয়া উচিত, নিজ অপেক্ষা নিম্ন বর্ণের হওয়া উচিত নহে। ধর্ম্ম অর্থাৎ বেদোক্ত রীতি অনুসারে বিবাহ অথবা নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি স্ত্রী পুরুষ স্থিতির প্রয়োজনে।

(প্রশ্ন)—পুরুষ যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে, তখন তাহার নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা কি? (উত্তর)—পূর্বের লিখিয়াছি যে ভিজগণের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের একবার মাত্রই বিবাহ হওয়া সঙ্গত, দ্বিতীয়বার নহে, বেদাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে। কুমারের সহিত কুমারীর বিবাহ সঙ্গত। বিধবার সহিত কুমারের এবং কুমারীর সহিত বিপত্নীকের বিবাহ স্তায়বিরুদ্ধ অর্থাৎ অধর্ম্ম। বিবাহিত পুরুষ যেমন বিধবাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না, সেইরূপ যে পুরুষ স্ত্রী সমাগম করিয়াছে তাহাকেও কুমারী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না। কুমারী কস্তা বিবাহিত পুরুষকে এবং কুমার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা না করিলে স্ত্রী পুরুষের নিয়োগের প্রয়োজন হইবে। যে ব্যক্তি যেমন তাহার সহিত তেমন ব্যক্তিরই সম্বন্ধ হওয়া উচিত এবং তাহাই ধর্ম্ম।

(প্রশ্ন)—বিবাহবিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রে যেরূপ প্রমাণ আছে, নিয়োগ বিষয়েও সেইরূপ প্রমাণ আছে কি? (উত্তর)—এ বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে। দেখ ও শুন—

কুহস্থিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিঙ্গং করতঃ কুহোষতুঃ । কো বা

শযুক্তো বিধবেব দেবরং মর্য্যং ন যোষা কুণুতে সধস্থ আ ॥

উদীৰ্ঘ নার্যাভিজীবলোকং গতান্নমেতমুপ শেষ এহি । হস্তগ্রাভস্ত
দিধিষোস্তবেদং পত্ন্যর্জনিভমভি সং বভূথ ॥ ঋ০ । মং ১০ । সূ০ ১৮ ॥ ম০ ৮ ॥

হে (অশ্বিনা) জ্ঞীপুরুষ ! যেমন (দেবরং বিধবেব) বিধবা দেবরের সহিত এবং (যোষা মর্যায়ঃ) বিবাহিতা জ্ঞী স্বীয় পতির সহিত (সধন্থে) এক স্থান ও শয়্যায় একত্র হইয়া সন্তান (আ, কৃণুতে) সর্বপ্রকারে উৎপন্ন করে, সেইরূপ তোমরা উভয়ে জ্ঞী পুরুষ (কুহস্বিদোষাঃ) কোথায় রাত্রিতে এবং (কুহ বন্তঃ) কোথায় দিবসে একত্র বাস করিতেছিলে ? (কুহতিপিভম্) কোথায় পদার্থ লাভ (করতঃ) করিয়াছিলে ? এবং (কুহোষতুঃ) কোন সময়ে কোথায় বাস করিতেছিলে ? (কো বাং শযুত্রা) তোমাদিগের শয়নস্থান কোথায় ? তোমরা কে এবং কোন দেশবাসী ? এতদ্বারা সিদ্ধ হইল যে দেশ বিদেশে জ্ঞী পুরুষ সঙ্গেই থাকিবে এবং বিধবা জ্ঞীও নিযুক্ত পতিকে বিবাহিত পতির স্থায় গ্রহণ করিয়া সন্তানোৎপত্তি করিবে ।

(প্রশ্ন)—যদি কাহারও কনিষ্ঠ ভ্রাতা না থাকে, তবে বিধবা কাহার সহিত নিয়োগ করিবে ? (উত্তর)—দেবরের সহিত । কিন্তু দেবর শব্দের অর্থ তুমি যাহা বুঝিতেছ তাহা নহে । দেখ নিরুক্তে :—

দেবরঃ কস্মাদ দ্বিতীয়ো বরঃ উচ্যতে ॥ নিরুক্তঃ । অঃ ৩ । খণ্ডঃ ১৫ ॥

বিধবার দ্বিতীয় পতিকে দেবর বলে । পতির কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই হউক অথবা স্ববর্ণ বা নিজ অপেক্ষা উত্তম বর্ণ হউক, যাহার সহিত নিয়োগ হইবে তাহারই নাম দেবর ।

হে (নারী) বিধবে ! তুমি (এতং গতান্নম্) এই মৃত পতির আশা পরিত্যাগ করিয়া (শেষে) অবশিষ্ট পুরুষদিগের মধ্যে (অভি, জীবলোকম্) জীবিত দ্বিতীয় পতি (উপৈহি) প্রাপ্ত হও এবং (উদীৰ্ঘ) ইহা বিচার করিবে এবং নিশ্চয় জানিবে যে (হস্তগ্রাভস্ত দিধিষোঃ) তোমার (বিধবার) পুনঃ পাণিগ্রহণকারী নিযুক্ত পতির সঙ্কল্পের জন্ম যদি নিয়োগ হয় তবে (ইদম্) এই (জনিভম্) উৎপন্ন পুত্র, উক্ত নিযুক্ত (পত্ন্যঃ) পতির হইবে । আর তোমার প্রয়োজনে নিয়োগ করিলে এই সন্তান (তব) তোমার হইবে । তুমি এইরূপ স্থিরনিশ্চয় (অভি, সম্, বভূথ) হও । নিযুক্ত পুরুষও এই নিয়ম পালন করিবে ।

অদেবুদ্যপতিৱী হৈধি শিবা পশুভ্যঃ সূযমাঃ সূবচাঃ ।

প্রজাবতী বীরসূর্দেবকামা স্ত্রোনেমমগ্নিঃ গার্হপত্যং সপর্ঘ্য ॥

অথর্ব০ কা০ ১৪ । অনু০ ২ । ম০ ১৮ ॥

হে নারী! (অপতিগ্নাদেবুদ্য) তুমি পতি এবং দেবরের দুঃখদাত্রী
নও। তুমি (ইহ) এই গৃহাশ্রমে (পশুভ্যঃ) পশুদের জন্ত (শিবা)
কল্যাণকারিণী, (সূযমাঃ) উত্তমরূপে ধর্মের নিয়মপালনকারিণী, (সূবচাঃ)
রূপবতী এবং সর্বশাস্ত্রে বিদুষী, (প্রজাবতী) উত্তম পুত্রপৌত্রাদিযুক্তা, (বীরসূঃ)
শুরবীর পুত্রের জননী, (দেবকামা) দেবরের কামনাকারিণী, (স্ত্রোনা) স্ত্রুখদায়িনী,
পতি বা দেবরকে (এধি) প্রাপ্ত হইয়া (ইমম্) এই (গার্হপত্যম্) গৃহস্থ সম্বন্ধীয়
(অগ্নিম্) অগ্নিহোত্র (সপর্ঘ্য) সেবন কর।

তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ ॥ মনু০ (৯।৬৯) ॥

যদি অক্ষতঘোনি স্ত্রী বিধবা হয়, তবে পতির কনিষ্ঠ সহোদরও তাহাকে
বিবাহ করিতে পারে।

(প্রশ্ন)—এক স্ত্রী বা পুরুষ কতবার নিয়োগ করিতে পারে? এবং
বিবাহিত ও নিযুক্ত পতিদিগের নাম কি কি? (উত্তর)—

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ ।

তৃতীয়ো অগ্নিকে পতিস্তুরীয়ন্তে মনুষ্যজাঃ ॥

ঋঃ । মঃ ১০ । সূ০ ৮৫ । ম০ ৪০ ॥

হে স্ত্রী! (তে) তোমার যে (প্রথমঃ) প্রথম বিবাহিত (পতিঃ) পতি
তোমাকে (বিবিদে) প্রাপ্ত হয় তাহার নাম (সোমঃ) স্কুমারতা প্রভৃতি
গুণযুক্ত বলিয়া সোম। যে দ্বিতীয়বার নিয়োগ দ্বারা তোমাকে (বিবিদে) প্রাপ্ত
হয় সে (গন্ধর্বঃ) এক স্ত্রীর সহিত সন্তোগ করিয়াছে বলিয়া গন্ধর্ব। যে
(তৃতীয় উত্তরঃ) দুই পতির পরবর্তী তৃতীয় পতি সে (অগ্নিঃ) অতি উষ্ণতায়ুক্ত
হওয়ায় অগ্নিসংজ্ঞক, এবং যাহারা (তে) তোমার (তুরীয়ঃ) চতুর্থ হইতে
একাদশ পর্য্যন্ত নিযুক্ত পতি তাহারা (মনুষ্যজাঃ) মনুষ্য নামে অভিহিত হয়।

যেমন (ইমাং ত্রিমিত্র) এই মন্ত্র দ্বারা স্ত্রী একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত নিয়োগ করিতে পারে, সেইরূপ পুরুষও একাদশ স্ত্রী পর্য্যন্ত নিয়োগ করিতে পারে ।

(প্রশ্ন)—একাদশ শব্দদ্বারা দশ পুত্র এবং পতিকে একাদশ গণনা করা হইবে না কেন ? (উত্তর)—যদি এইরূপ অর্থ করা হয়, তবে “বিধবেব দেবরম্” “দেবরঃ কস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বর উচ্যতে,” “অদেবুগ্নি” এবং “গন্ধর্বেষা বিবিদ উত্তর” ইত্যাদি বৈদিক প্রমাণ সমূহের বিরুদ্ধ অর্থ হইবে । কারণ তোমার অর্থ অনুসারে দ্বিতীয় পতিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।

দেবরান্না সপিণ্ডান্না স্ত্রিয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া ।

প্রজ্ঞেপ্সিতাধিগন্তব্য্য সন্তানস্ত পরিষ্কয়ে ॥ ১ ॥

জ্যেষ্ঠো যবীয়সো ভার্য্যাং যবীয়াস্বাগ্রজস্ত্রিয়ম্ ।

পতিতো ভবতো গত্বা নিযুক্তাবপ্যনাপদি ॥ ২ ॥

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব ॥ ৩ ॥ মনু° (৯ । ৫৯ । ৫৮ । ১৫৯) ॥

মনু এইসব লিখিয়াছেন যে “সপিণ্ড” অর্থাৎ পতির ছয় পুরুষের মধ্যে, পতির কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অথবা স্বজাতীয় এবং নিজর অপেক্ষা উচ্চ জাতিস্থ পুরুষের সহিত বিধবা স্ত্রীর নিয়োগ হওয়া উচিত । যদি বিপত্নীক পুরুষ এবং বিধবা স্ত্রী সন্তান কামনা করে, তবে তাহার নিয়োগ হওয়া উচিত । সর্ব্বথা সন্তানের অভাব হইলে নিয়োগ হইবে । আপেক্ষাকাল অর্থাৎ সন্তান কামনা ব্যতীত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার অথবা কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিয়োগ হইলে এবং সন্তানোৎপত্তির পরেও নিযুক্তগণ সমাগম করিলে পতিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ এক নিয়োগের সীমা দ্বিতীয় সন্তানের গর্ভধারণ পর্য্যন্ত । তাহার পর সমাগম করিবে না । যদি উভয়ের প্রয়োজনে নিয়োগ হয়, তবে চতুর্থ গর্ভ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে দশ সন্তান পর্য্যন্ত হইতে পারে । তদনন্তর তাহা বিষয়াসক্তি বলিয়া গণ্য হয় । তাহাতে তাহারা পতিত বলিয়া গণ্য হয় । বিবাহিত স্ত্রীপুরুষও দশম গর্ভের পরে সমাগম করিলে কামুক বলিয়া নিন্দিত হয় । অর্থাৎ বিবাহ বা নিয়োগ সন্তানের জন্ম, পশুবৎ কাম জীড়ার জন্ম নহে ।

(প্রশ্ন)—কেবল পতির মৃত্যু হইলে নিয়োগ হয়, অথবা পতির জীবদ্দশাতেও নিয়োগ হইতে পারে ? (উত্তর)—পতির জীবদ্দশাতেও হইতে পারে ।

অন্তমিচ্ছস্ব স্তভগে পতিং মৎ ॥ ঋঃ । মঃ ১০ । সূ. ১০ ॥

পতি সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ হইলে স্ত্রী স্ত্রীকে আজ্ঞা দিবে, হে স্তভগে ! সৌভাগ্যোচ্ছু ! তুমি (মৎ) আমা ভিন্ন (অন্তম্) অস্ত পতি (ইচ্ছস্ব) ইচ্ছা কর, কারণ এখন আমা দ্বারা সন্তানোৎপত্তি হইতে পারে না। তখন স্ত্রী অস্তের সহিত নিয়োগ করিয়া সন্তানোৎপত্তি করিবে কিন্তু সেই বিবাহিত সদাশয় পতির সেবায় স্ত্রী রত থাকিবে। স্ত্রীও রোগাদি দোষগ্রস্ত হইয়া সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ হইলে নিজ পতিকে আজ্ঞা দিবে, “হে স্বামিন্ ! আপনি আমাতে সন্তানোৎপত্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অস্ত কোন বিধবার সহিত নিয়োগ করিয়া সন্তান উৎপন্ন করুন।” শ্রী রাবায় স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রী প্রভৃতি এইরূপ করিয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর ব্যাসদেব তাঁহার ভ্রাতৃবধু অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত নিয়োগ করিয়া যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর এবং দাসীগর্ভে বিদুরের জন্মদান করিয়াছিলেন। এই সব ইতিহাসও এ বিষয়ে প্রমাণ।

প্রোষিতো ধর্ম্মকার্য্যার্থং প্রতীক্ষ্যোহর্কৌ নরঃ সগাঃ ।

বিচার্থং ষড়্ যশোর্থং বা কাগার্থং ত্রীংস্ত বৎসরান্ ॥ ১ ॥

বক্ষ্যাক্ষমেহধিবেগোন্বে দশমে তু স্তভগে ॥

একাদশে স্ত্রীজননী সন্তপ্তপ্রিয়বাদিনী ॥ ২ ॥ মনুঃ (৯৭৬৮১) ॥

বিবাহিতা স্ত্রী বিবাহিত পতি ধর্ম্মার্থে বিদেশে গমন করিয়া থাকিলে আট বৎসর, বিছা ও কীর্ত্তির জন্ত গমন করিয়া থাকিলে ছয় বৎসর এবং ধনাদি কামনায় গমন করিয়া থাকিলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকিয়া পরে নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিবে। বিবাহিত পতি ফিরিয়া আসিলে নিযুক্ত পতির সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। ১ ॥ সেইরূপ পুরুষের পক্ষেও নিয়ম এই যে, স্ত্রী বক্ষা হইলে আট বৎসর (বিবাহের পর আট বৎসর পর্য্যন্ত তাহার গর্ভ না হইলে), সন্তান হইয়া মরিয়া গেলে দশ বৎসর এবং গর্ভবতী হইয়া প্রত্যেক বার পুত্র প্রসব না করিয়া কণ্ঠা প্রসব করিলে একাদশ বৎসর অপেক্ষা করিবে কিন্তু স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হইলে তাহাকে সন্ত পরিত্যাগ করিয়া অস্ত স্ত্রীলোকের সহিত নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিবে। ২ ॥ সেইরূপে পতি অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইলে স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অস্ত পুরুষের সহিত নিয়োগ

দ্বারা সেই বিবাহিত পতির উত্তরাধিকারী সন্তান উৎপন্ন করিয়া লইবে। এই সকল প্রমাণ এবং যুক্তি অনুসারে স্বয়ম্বর বিবাহ ও নিয়োগদ্বারা স্ব স্ব কুলের উন্নতিসাধন করা কর্তব্য। “ঔরস” অর্থাৎ বিবাহিত পতিদ্বারা উৎপন্ন পুত্র যেমন পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে, সেইরূপ “ক্ষেত্রজ” অর্থাৎ নিয়োগজাত পুত্রও মৃত পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়।

এ বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বীৰ্য্য ও রজঃ অমূল্য পদার্থ। যে ব্যক্তি এই অমূল্য পদার্থকে পরস্ত্রী, বেশ্যা অথবা দুৰ্ঘট পুরুষের সংসর্গে নষ্ট করে সে মহামূৰ্খ। কারণ কৃষক এবং মালী মূৰ্খ হইয়াও স্ব স্ব ক্ষেত্র বা উত্তান ব্যতীত অন্ত্র বীজ বপন করেনা। যদি সামান্য বীজ এবং মূৰ্খ সম্বন্ধে এই কথা, তাহা হইলে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব-দেহরূপ বৃক্ষের বীজকে কুক্ষেত্রে নষ্ট করা মহামূৰ্খের কার্য্য। কারণ সেই বীজের ফল পাওয়া যায়না। “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ” ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বচন।

অঙ্গাদঙ্গাং সন্তবসি হৃদয়াদধিজায়সে।

আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্ ॥ নিরু० ৩। ৪ ॥

“হে পুত্র! তুমি আমার প্রত্যেক অঙ্গজাত বীৰ্য্য হইতে ও হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব তুমি আমার আত্মা। তুমি আমার পূর্বের মরিও না, কিন্তু একশত বৎসর জীবিত থাক।” যাহা হইতে এইরূপ মহাত্মা ও মহাশয়দের শরীর উৎপন্ন হয়, তাহা বেশ্যাদি কুক্ষেত্রে বপন করা অথবা দুৰ্ঘটবীজ উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বপন করান মহাপাপকৰ্ম্ম।

(প্রশ্ন)—বিবাহের প্রয়োজন কি? ইহাতে স্ত্রীপুরুষকে বন্ধনের মধ্যে পতিত হইয়া অনেক সংকোচ এবং দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব যাহার সহিত যাহার যতদিন প্রণয় থাকে, সে ততদিন তাহার সহিত মিলিত থাকিবে। প্রণয়ের অবসান হইলে পরস্পর পৃথক হইবে। (উত্তর)—ইহা পশুপক্ষীর ব্যবহার, মনুষ্যের নহে। মনুষ্যের মধ্যে বিবাহের নিয়ম না থাকিলে গৃহাশ্রমের যাবতীয় উৎকৃষ্ট আচরণ সব নষ্ট হইয়া যাইবে, কেহ কাহারও সেবা করিবে না, ব্যভিচার বৃদ্ধি পাইবে। সকলে রোগী, দুৰ্ব্বল ও অস্বাস্থ্য হইয়া মরিয়া যাইবে। কেহ কাহারও নিকট ভয় বা লজ্জা করিবেনা। বৃদ্ধাবস্থায় কেহ কাহারও সেবা করিবে না। অত্যধিক ব্যভিচারবৃদ্ধির ফলে

সকলে রোগী, দুর্বল ও অসুস্থ হইয়া সবংশে বিনষ্ট হইবে। কেহ কাহারও সম্পত্তির অধিকারী অথবা উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। কাহারও কোন সম্পত্তির উপর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্বত্ব থাকিবে না। এই সকল দোষ নিবারণার্থ বিবাহ হওয়া সর্বথা উচিত। (প্রশ্ন)—বিবাহ হইলে এক পুরুষের এক স্ত্রী এবং এক স্ত্রীর এক স্বামী থাকিবে। স্ত্রী গর্ভবতী বা চিররোগিনী হইলে অথবা পুরুষ চিররোগী হইলে, এবং যৌবনে উভয়ে সংঘমে অসমর্থ হইলে কি করা কর্তব্য? (উত্তর)—ইহার উত্তর নিয়োগ প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। গর্ভবতী স্ত্রীর সহিত এক বৎসর সমাগম বন্ধ থাকা কালে পুরুষ এবং চিররোগী পুরুষের স্ত্রী সংঘমে অসমর্থ হইলে কাহারও সহিত নিয়োগ করিয়া তাহার জন্ত পুত্রোৎপত্তি করিবে কিন্তু কখনও ব্যভিচার বা বেশ্যাগমন করিবে না।

দেশের হিতার্থ যথাসম্ভব অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার ইচ্ছা, প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা, রক্ষিত বস্তুর বৃদ্ধি এবং বর্ধিত ধনের ব্যয় করিতে থাকিবে। পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার রীতি অনুসারে নিজ নিজ বর্ণাশ্রমের ব্যবহার অনুযায়ী অত্যন্ত উৎসাহ ও যত্নের সহিত কায়, মন এবং ধন দ্বারা পরমার্থ সাধন করিবে। মাতা, পিতা, শ্বশুর এবং শাশুড়ীকে অত্যন্ত শুশ্রূষা করিবে। মিত্র, প্রতিবেশী, রাজা, বিদ্বান, চিকিৎসক এবং সম্ভ্রমদিগের প্রতি প্রীতি রাখিবে এবং দুষ্কৃত অধার্মিক দিগকে উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের সংশোধনের চেষ্টা করিবে। যথাসাধ্য প্রেমের সহিত নিজ সম্ভ্রমদিগকে বিদ্বান ও সুশিক্ষিত করিবার জন্ত ধন সম্পত্তি ব্যয় করিবে। ধর্ম্মাচরণ সহকারে মোক্ষ সাধনে রত থাকিবে। তদ্বারা পরমানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি মাথায় করিবেনা।

পতিতোহপি দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠো ন চ শূদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

নিদুঃখা চাপি গোঁঃ পূজ্যা ন চ দুঃখবতী খরী ॥ ১ ॥

অস্থানন্তং গবালন্তং সংন্যাসং পলপৈত্রিকম্ ।

দেবরাক্ষ স্ততোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ২ ॥

নষ্টে মূতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্তো বিদীয়তে ॥ ৩ ॥

এ সব কপোলকল্পিত পারাশরীর শ্লোক। কুরুক্ষা দ্বিজকে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠকর্মা শূত্রকে নীচ মনে করা অপেক্ষা পক্ষপাত, অস্থায় এবং অধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? দুঃখবতী অথবা দুঃখহীনা গাভী সবই কি গোপালকের পালনীয়?।

কুন্তকারেরা কি গাধা পালন করে না ? কিন্তু এই দৃষ্টান্ত বিষম । কারণ ঘিঞ্জ ও শূজ মনুষ্য জাতি, গাভী ও গর্দভ ভিন্ন জাতি । পশু জাতির সহিত দৃষ্টান্তের একাংশের কোন বিষয়ের সামঞ্জস্য থাকে। তবেও এই শ্লোকের অভিপ্রায় যুক্তিহীন বলিয়া এই শ্লোক কখনও বিদ্বান্দিগের অনুমোদনীয় হইতে পারে না । ১ ॥

যখন অশ্বালস্ত অর্থাৎ অশ্বনধ করিয়া অথবা (গবালস্ত) গোবধ করিয়া হোম করাই বেদবিহিত নহে, তখন কলিযুগে তাহার নিষেধ বেদবিরুদ্ধ হইবেনা কেন ? কলিযুগে এই হীনকর্মের নিষেধ স্বীকার করা হইলে ত্রেতা প্রভৃতি যুগে ইহার বিধি হইয়া পড়িবে । কোন শ্রেষ্ঠ যুগে এইরূপ জঘন্য কর্ম হওয়া সর্বথা অসম্ভব । বেদাদি শাস্ত্রে সন্ন্যাসের বিধি আছে । ইহার নিষেধ ভিত্তিহীন । যখন মাংসের নিষেধ আছে, তখন চিরকালের জন্য নিষেধ আছে । যখন দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন বেদে লিখিত আছে, তখন এই শ্লোকরচয়িতা চীৎকার করিতেছে কেন ? । ২ ॥

যদি (নষ্টে) অর্থাৎ পতি দেশান্তরে গমন করিলে গৃহে স্ত্রী নিয়োগ করে, এবং সেই সময়ে বিবাহিত পতি প্রত্যাগমন করে তবে সেই স্ত্রী কাহার হইবে ? যদি কেহ বলে যে বিবাহিত পতির হইবে, তবে আমরা স্বীকার করিলাম । কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা পারাশরীতে লিখিত হয় নাই । স্ত্রীর কি কেবল পাঁচটিই আপৎকাল ? রুগ্ন হইয়া পড়িয়া থাকা এবং কলহ বিবাদ ইত্যাদি আপৎকাল পাঁচেরও অধিক । অতএব এই সকল শ্লোক কখনও স্বীকার্য্য নহে । ৩ ॥

(প্রশ্ন)—কেন মহাশয় ! আপনি কি পরাশর মুনির বচনও মানেন না ?

(উত্তর)—যাহারই বচন হউক না কেন বেদবিরুদ্ধ হইলে মানি না । আর ইহা ত পরাশরের বচনও নহে । কারণ “ব্রহ্মোবাচ”, “বশিষ্ঠ উবাচ”, “রাম উবাচ”, “শিব উবাচ”, “বিষ্ণুর্বাচ” এবং “দেবুবাচ” ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের নাম লিখিয়া এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করা হয় যে সর্বমাত্তদের নামে ঐ সকল গ্রন্থ সমস্ত সংসারের মাগ্ন হইবে এবং গ্রন্থকারেরও প্রচুর জীবিকার উপায় হইবে । এইজন্য অর্থহীন গাথাযুক্ত গ্রন্থ রচিত হয় । কতিপয় প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ব্যতীত কেবল মনুষ্যত্বই বেদান্তকুল, অন্য কোন স্মৃতি নহে । এইরূপে অশাস্ত্র জাল গ্রন্থ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে ।

(প্রশ্ন)—গৃহাশ্রম সকল আশ্রম অপেক্ষা নিকৃষ্ট না শ্রেষ্ঠ ? (উত্তর)—নিজ নিজ কর্তব্য কর্মে সকলই শ্রেষ্ঠ কিন্তু :—

যথা নদীনদাঃ সৰ্ব্বৈ সাগরে যাস্তি সংস্থিতিম্ ।

তথৈবাত্মনিগঃ সৰ্ব্বৈ গৃহস্থে যাস্তি সংস্থিতিম্ ॥১॥ মনুঃ (৬।৯০) ॥

যথা বায়ুঃ সমাশ্রিত্য বৰ্ত্তন্তে সৰ্ব্বজন্তবঃ ।

তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বৰ্ত্তন্তে সৰ্ব্ব আশ্রমাঃ ॥ ২ ॥

যস্মাত্ত্রয়োপ্যাশ্রমিণো দানেনান্মেন চান্বহম্ ।

গৃহস্থেইনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী ॥ ৩ ॥

স সংধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বৰ্গমকয়মিচ্ছতা ।

সুখং চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঃধার্য্যো দুৰ্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৪ ॥

মনুঃ (৩।৭৭—৭৯) ॥

যেমন নদী ও বিশাল নদ যতকাল সমুদ্রে পতিত না হয় ততকাল ভ্রমণ করিতেই থাকে, সেইরূপ সকল আশ্রম গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়াই স্থির থাকে । এই আশ্রম ব্যতীত কোন আশ্রমের ব্যবহার সিদ্ধ হয় না । ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী—এই তিন আশ্রমীকে অন্নাদি দান দ্বারা গৃহস্থই প্রত্যহ ধারণ করে । অতএব গার্হস্থ্য জ্যেষ্ঠাশ্রম অর্থাৎ সর্ববিধ ব্যবহারেই উৎকৃষ্ট । সুতরাং যিনি মোক্ষ এবং সাংসারিক সুখ ইচ্ছা করেন, তিনি যত্নপূর্বক গৃহস্থাশ্রম ধারণ করিবেন । দুৰ্ব্বলেন্দ্রিয় অর্থাৎ ভীক ও দুৰ্ব্বল পুরুষ গৃহস্থাশ্রম ধারণের অযোগ্য । এই আশ্রমকে উত্তমরূপে ধারণ করিবে । গৃহস্থাশ্রম সাংসারিক যাবতীর ব্যবহারের আধার । এই আশ্রম না থাকিলে সন্তানোৎপত্তি হইত না । তাহা হইলে ব্রহ্মচার্য্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম কিরূপে হইত ? যিনি গৃহস্থাশ্রমের নিন্দা করেন, তিনি নিন্দনীয় এবং যিনি ইহার প্রশংসা করেন তিনি প্রশংসনীয় । কিন্তু এই আশ্রমের সুখ তখনই হয় যখন জ্ঞীপুরুষ উভয়ে পরস্পরের প্রতি প্রসন্ন থাকে, উভয়ে বিত্ত ও পুরুষকারসম্পন্ন এবং সর্ববিধ ব্যবহারের জ্ঞাত হয় । এইজন্য ব্রহ্মচার্য্য এবং পূর্বোক্ত স্বয়ম্বর বিবাহ গৃহস্থাশ্রমের সুখের প্রধান কারণ । এ স্থলে সমাবর্তন, বিবাহ এবং গৃহস্থাশ্রমের শিক্ষা বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল । ইহার পর বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের বিষয় লিখিত হইবে ।

ইতি শ্রীমদয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে স্তুভাবাবিভূষিতে

সমাবর্তন-বিবাহ-গৃহস্থাশ্রমবিষয়ে চতুর্থঃ সমুদ্রাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥৪॥

অথ পঞ্চম সমুদাসারভুঃ

অথ বানপ্রস্থ সন্ন্যাসবিধিং বক্ষ্যামঃ

ত্রৈলোক্য্যাশ্রমং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেদনী ভূত্বা
প্রব্রজেৎ ॥ শতং কাং ১৪ ॥

মনুস্তোর কর্তব্য—ত্রৈলোক্য্যাশ্রম সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবে। গৃহস্থ হইয়া
বানপ্রস্থ এবং বানপ্রস্থ হইবার পর সন্ন্যাসী হইবে। ক্রমানুসারে ইহাই
আশ্রমের বিধান।

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ ।

বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

গৃহস্থস্ত যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ ।

অপত্যৈশ্চৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥ ২ ॥

সমুজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্বং চৈব পরিচ্ছদম্ ।

পুত্রেষু ভার্য্যাং নিঃক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সঠৈব বা ॥ ৩ ॥

অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহং চাগ্নিপরিচ্ছদম্ ।

গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্ন্যিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥

মুণ্ডমৈববিধৈর্মেধৈঃ শাকমূলফলেন বা ।

এতানৈব মহাযজ্ঞান্নির্বপেদ্বিধিপূর্বকম্ ॥ ৫ ॥ মনুং (৬।১-৫) ॥

এইরূপে স্নাতক অর্থাৎ ত্রৈলোক্য্য পূর্বক গৃহাশ্রম অবলম্বনকারী দ্বিজ অর্থাৎ
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গৃহাশ্রমে অবস্থানের পর নিশ্চিতাশ্রম হইয়া ও সম্যকরূপে
ইন্দ্রিয় জয় করিয়া বনে বাস করিবে ॥ ১ ॥ কিন্তু গৃহস্থের যখন মস্তকের কেশ
শ্বেত ও চর্ম্ম শিথিল হইবে এবং যখন পুত্রেরও পুত্র হইবে, তখন বনে
যাইয়া বাস করিবে ॥ ২ ॥ যাবতীয় গ্রাম্য আহাৰ্য্য, বস্ত্রাদি এবং উৎকৃষ্ট বস্তু

পরিভ্যাগ করিয়া জীকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা নিজের সঙ্গে লইয়া বনে বাস করিবে ॥ ৩ ॥ সাজোপাজ অগ্নিহোত্র সহকারে গ্রাম হইতে বহির্গত হইবে এবং দৃঢ়েন্দ্রিয় হইয়া অরণ্যে বাস করিবে ॥ ৪ ॥ শ্যামকাদি নানাবিধ অন্ন, সুন্দর সুন্দর তরি-তরকারী, ফল মূল ফুল এবং কন্দাদি দ্বারা পূর্বোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিবে এবং তদ্বারা অতিথি সেবা ও স্থায়ী জীবিকা নির্বাহ করিবে ॥ ৫ ॥

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ শ্রাদ্ধান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ ।

দাতা নিত্যমনাদাতা সর্বভূতানুকম্পকঃ ॥ ১ ॥

অপ্রযত্নঃ সুখার্থেষু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ ।

শরণেষমমশৈব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ ॥২॥ মনু० (৬৮, ২৬) ॥

স্বাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিত্যযুক্ত, জিতাশ্রা, সকলের মিত্র, ইন্দ্রিয়-দমনশীল, বিদ্যাদিদাতা এবং সকলের প্রতি দয়ালু হইবে, কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ করিবে না। সর্বদা এইরূপ আচরণ করিবে ॥ ১ ॥ শারীরিক সুখের জন্ত অত্যধিক চেষ্টা করিবে না। ব্রহ্মচারী থাকিবে অর্থাৎ নিজ জ্ঞী সঙ্গে থাকা সত্বেও তাহার সহিত বিষয়ভোগের চেষ্টা করিবে না, ভূমিতে শয়ন করিবে। নিজের আশ্রিত অথবা নিজ সামগ্রীর উপর মমতা করিবে না, বৃক্ষমূলে বাস করিবে ॥ ২ ॥

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যপবসন্ত্যরণ্যে শাস্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষুর্চর্যাং চরন্তঃ ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি যত্রাশ্রুতঃ স পুরুষো হব্যয়াত্মা ॥ ১ ॥

মুণ্ড০ (খ০ ২ । মং ১১) ॥

যে সকল শাস্ত্র বিদ্বান্ তপস্তা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সত্যনিষ্ঠা এবং ভিক্ষাচরণ সহকারে বনে বাস করেন, তাঁহারা যেখানে অবিনাশী, হানিলাভ রহিত, পূর্ণ পুরুষ পরমাত্মা আছেন, সেই স্থানে নির্মলচিত্ত হইয়া প্রাণদ্বার দিয়া সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥

অভ্যাদধামি সন্নিধিমগ্নে ত্রতপতে জয়ি ।

ত্রতঞ্চ শ্রদ্ধাং চোপৈনীক্বে ত্বা দীক্ষিতো অহম্ ॥ ১ ॥

যজুর্বৈদে ॥ অধ্যায় ২০ । মং ২৪ ॥

বানপ্রস্থের কর্তব্য—“আমি অগ্নিতে হোমানুষ্ঠান পূর্বক দীক্ষিত হইয়া ত্রত, সত্যাচরণ ও শ্রদ্ধাকে প্রাপ্ত হইব”—এই অভিলাষে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে। নানাবিধ তপশ্চর্যা, সংসঙ্গ, যোগাভ্যাস এবং সুবিচার দ্বারা জ্ঞান ও পবিত্রতা লাভ করিবে। পরে সম্যাস গ্রহণের ইচ্ছা হইলে ত্রীকৈ পুত্রের নিকট প্রেরণ করিয়া পরে সম্যাস গ্রহণ করিবে। ইতি সংক্ষেপেণ বানপ্রস্থবিধিঃ।

অথ সম্যাসবিধিঃ

বনেষু চ বিহৃত্যৈং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।

চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্ব। সংগান্ পরিত্রজেৎ ॥ মনুঃ (৬।৩৩) ॥

এইরূপে বনে আয়ুর তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বর্ষ হইতে পঞ্চ সপ্ততি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বানপ্রস্থ থাকিয়া আয়ুর চতুর্থ ভাগে সঙ্গত্যাগ পূর্বক পরিত্রাট অর্থাৎ সম্যাসী হইবে। (প্রশ্ন)—গৃহাশ্রম ও বানপ্রস্থাশ্রম না করিয়া সম্যাসাশ্রম করিলে পাপ হয় কি না? (উত্তর)—হয়, নাও হয়। (প্রশ্ন)—এই দুই প্রকারের কথা বলিতেছেন কেন? (উত্তর)—দুই প্রকার নহে। যে বাল্যাবস্থায় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বিষয়াসক্ত হয়, সে মহাপাপী। যে সেইরূপ না হয়, সে মহা পুণ্যাত্মা সৎপুরুষ।

যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রত্নজেদ্বনাষা গৃহাষা ত্রক্ষার্চ্যাং দেব প্রত্নজেৎ ॥

ইহা ব্রাহ্মণগ্রন্থের বচন। যেদিন বৈরাগ্যলাভ হইবে, সেইদিন গৃহ বা বন হইতে সম্যাস গ্রহণ করিবে। পূর্বের ক্রমানুসারে সম্যাসের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বিকল্প এই যে, বানপ্রস্থ পালন না করিয়া গৃহস্থাশ্রম হইতে সম্যাস গ্রহণ করিবে। তৃতীয় পক্ষ এই যে, পূর্ণ বিদ্বান, জিতেন্দ্রিয়, বিষয়-বাসনা-রহিত এবং পরহিতকামী পুরুষ ইচ্ছা করিলে ত্রক্ষার্চ্য আশ্রম হইতেই সম্যাস গ্রহণ করিবে। বেদেও (“যতয়ঃ ব্রাহ্মণস্ত, বিজ্ঞানতঃ”) ইত্যাদি বাক্যে সম্যাসবিধি আছে। কিন্তু—

নাবিরতো দুষ্টচরিতাম্বাশান্তো নাসমাহিতঃ।

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাগ্নুয়াৎ ॥কঠং। বল্লী ২।মং ২৩॥

যে ব্যক্তি চুরাচার হইতে বিরত হয় নাই, যাহার শাস্তি নাই, যাহার আত্মা যোগী নহে এবং যাহার মন শাস্ত নহে, সে ব্যক্তি সম্মাস গ্রহণ করিয়াও প্রজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না। অতএব :—

যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসী প্রাপ্তস্তগচ্ছেদ্‌ জ্ঞান আত্মনি ।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেদ্বগচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥

কঠং । বল্লী ৩ । মং ১৩ ॥

বুদ্ধিমান সম্মাসী বাক্য ও মনকে অধর্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া জ্ঞান ও আত্মাতে যুক্ত করিবে এবং সেই জ্ঞান-স্বাত্মাকে পরমাত্মায় নিয়োজিত করিবে। আর সেই বিজ্ঞানকে শাস্তস্বরূপ আত্মাতে স্থির করিবে।

পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্মচিহ্নান্‌ ব্রাহ্মণে

নির্বৈদমায়াম্মাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন ।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ

শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥মুণ্ডং । খং ২। মং ১২॥

সমস্ত লৌকিক ভোগকে কর্মদ্বারা সঞ্চিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সম্মাসী বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। কারণ অকৃত অর্থাৎ যিনি কাহারও দ্বারা সৃষ্ট হন নাই, সেই পরমাত্মাকে কৃত অর্থাৎ কেবল কর্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব অর্পণার্থ কিছু হস্তে লইয়া বেদবিৎ ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট বিজ্ঞানের জ্ঞান গমন করিয়া সকল সংশয় নিবৃত্ত করিবে কিন্তু এই সব লোকদিগের সংসর্গ সর্বদা পরিত্যাগ করিবে :—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্তমানাঃ ।

জঙ্‌ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাক্কাঃ ॥ ১ ॥

অবিদ্যায়ং বহুধা বর্তমানা বয়ং কৃতর্থা ইত্যভিমন্তস্তি বালাঃ ।
যৎকর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ২ ॥

মুণ্ডং । খং ২ । মং ৮ । ৯ ॥

যাহারা অবিজ্ঞান মধ্যে ক্রীড়া করে এবং আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত মনে করে, তাহারা নীচ গতি প্রাপ্ত হয়। সেই মূঢ়গণ, অন্ধ যেমন অন্ধের পশ্চাতে যাইয়া চূর্দশাগ্রস্ত হয়, সেইরূপ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১ ॥ যে সকল

বালবুদ্ধি বহুধা অবিজ্ঞায় রত থাকিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করে, যাহারা কেবল কর্মকাণ্ডে রত থাকে, তাহারা আসক্তি বশতঃ মোহগ্রস্ত হইয়া জানিতে ও জানাইতে পারে না। তাহারা আতুর হইয়া জন্মমরণরূপ দুঃখে নিমগ্ন থাকে ॥ ২ ॥ অতএব—

বেদান্তবিজ্ঞানস্থনিশ্চিতার্থাঃ সংন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ ।

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতা পরিমুচ্যন্তি সর্বৈ ॥

মুণ্ড০ । খ০ ২ । ম০ ৬ ॥

যাঁহারা বেদান্ত অর্থাৎ পরমেশ্বরপ্রতিপাদক বেদমন্ত্রের অর্থজ্ঞান এবং তদনুকূল আচারে দৃঢ় নিশ্চয় এবং যাঁহারা সম্যাস যোগ দ্বারা শুদ্ধাস্তকরণ সম্যাসী হন, তাঁহারা পরমেশ্বরে মুক্তিসুখ প্রাপ্ত হইয়া ভোগের পর মুক্তিসুখের সীমা শেষ হইলে সে স্থান হইতে নিজান্ত হইয়া পুনরায় সংসারে আগমন করেন। মুক্তি ব্যতীত দুঃখের নাশ হয় না কারণ :—

ন বৈ সশরীরস্থ সতঃ প্রিয়াপ্রিয়োরপহতিরন্ত্যশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥ ছান্দো০ । (প্র০ ৮ । খং ১২) ॥

যে দেহধারী সে কখনও সুখ দুঃখপ্রাপ্তি হইতে পৃথক থাকিতে পারে না। যখন অশরীরী জীবাত্মা শুদ্ধ হইয়া মুক্তি অবস্থায় সর্বব্যাপক পরমেশ্বরের সহিত অবস্থান করে, তখন তাহার সাংসারিক সুখদুঃখ থাকেনা। এইজন্য—

পুত্রৈষণায়ান্শচ বিভৈষণায়ান্শচ লোকৈষণায়ান্শচ

ব্যুৎথায়াত্তিষ্কাচর্য্যং চরন্তি ॥

শত০ কা০ ১৪ । (প্র০ ৫ । ব্রা০ ২ । ক০ ১) ॥

সাংসারিক খ্যাতি বা লাভ, ঐশ্বর্য্যজনিত ভোগ, সম্মান এবং পুত্রাদির মোহ হইতে দূরে থাকিয়া সম্যাসিগণ ভিক্ষুক হইয়া দিবারাত্র মোক্ষসাধনে তৎপর থাকিবে।

প্রাজাপত্যং নিরূপ্যেষ্টিং তন্ত্যং সর্ববেদসং হুত্বা ব্রাহ্মণঃ

প্রব্রজেৎ ॥১॥ যজুর্বেদ-ব্রাহ্মণে ॥

প্রাজাপত্যং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ববেদসদক্ষিণায় ।

আত্মন্যায়ান্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ ॥ ২ ॥

যো দত্তা সর্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ ।

তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৩১৮, ৩৯॥

প্রজাপতি অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রাপ্তির জন্ত ইষ্টি অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়া তাহাতে যজ্ঞোপবীত শিখাদি চিহ্ন পরিত্যাগ করিবে। আহবনীয়াদি পাঁচ অগ্নিতে প্রাণ, অপান, বান, উদান এবং সমান—এই পঞ্চ প্রাণ আরোপণ করিয়া ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্যাসী হইবেন ॥ ১ ॥ ২ ॥

যিনি সর্বভূত অর্থাৎ প্রাণিমাত্রকে অভয়দানপূর্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সম্যাসী হন সেই ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত বেদোক্ত ধর্ম ও বিচার উপদেশক সম্যাসী আলোকময় অর্থাৎ মুক্তির আনন্দস্বরূপ লোক প্রাপ্ত হন ।

(প্রশ্ন)—সম্যাসীদের ধর্ম কি ? (উত্তর)—পক্ষপাতবিহীন জয়াচরণ, সত্যগ্রহণ, অগত্যবর্জন, ঈশ্বরের বেদোক্ত আজ্ঞাপালন, পরোপকার এবং সত্যভাষণাদি লক্ষণযুক্ত ধর্ম সকল আশ্রমবাসীরই অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেরই একরূপ । কিন্তু সম্যাসীর বিশেষ ধর্ম এই :—

দৃষ্টিপূতং নৃমেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ ।

সত্যপূতাং বদেদ্বচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ১ ॥

ক্রুদ্ধ্যস্তং ন প্রতিক্রুদ্যেদাক্রুষ্ঠঃ কুশলং বদেৎ ।

সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ ॥ ২ ॥

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ ।

আত্মনৈব সহায়েন স্তুথার্থী বিচরেদিহ ॥ ৩ ॥

ক্লৃপ্তকেশনখশ্মশ্রুঃ পাত্রী দণ্ডী কুমন্তবান্ ।

বিচরেন্নিয়তো নিত্যং সর্বভূতান্গপীড়য়ন্ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ ।

অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ৫ ॥

দূষিতোহপি চরেদ্ব্যর্থং যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ন লিপ্সং ধর্ম্যকারণম্ ॥ ৬ ॥

ফলং কতকরুক্ষ্য যদ্যপ্যমুপ্রসাদকম্ ।

ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি ॥ ৭ ॥

প্রাণায়ামা ত্রাক্ষণশ্চ ত্রয়োহপি বিধিবৎ কৃতাঃ ।
 ব্যাহতিপ্রণবৈষু'ক্তা বিভ্জয়ং পরমস্তপঃ ॥ ৮ ॥
 দহন্তে ধায়মানানাং ধাতুনাং হি যথা মলাঃ ।
 তথেন্দ্ৰিয়াণাং দহন্তে দোষাঃ প্রাণশ্চ নিগ্রহাৎ ॥ ৯ ॥
 প্রাণায়ামৈর্দহেদোষান্ ধারণাভিশ্চ কিব্বিশম্ ।
 প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥ ১০ ॥
 উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুজ্জেষ্যামকৃত্যভিঃ ।
 ধ্যানযোগেন সম্পশ্চেদ গতিমশ্রাস্তরাগ্ননঃ ॥ ১১ ॥
 অহিংসয়েন্দ্ৰিয়াসঙ্গৈ বৈদিকৈশ্চৈব কশ্মভিঃ ।
 তপসশ্চরণৈশ্চোত্রৈঃ সাধয়ন্তীহ তৎপদম্ ॥ ১২ ॥
 যদা ভাবেন ভবতি সর্বভাবেষু নিস্পৃহঃ ।
 তদা স্মখমবাগ্নোতি প্রেত্য চেহ চ শাস্ততম্ ॥ ১৩ ॥
 চতুর্ভিরপি চৈ বৈ তৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ ।
 দশ লক্ষণকো ধর্ম্যঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৪ ॥
 ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।
 ধীর্বিদ্যা সত্যমক্ৰোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ১৫ ॥
 অনেন বিধিনা সর্বাংস্ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ শনৈঃ শনৈঃ ।
 সর্ববন্ধন্বিনিমুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে ॥ ১৬ ॥

মমুং অং ৬ । (৪৬।৪৮।৪৯।৫২।৬০।৬১।৬২।৬৩।৬৪।৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১।৭২।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬।৭৭।৭৮।৭৯।৮০।৮১) ॥

পথে গমনকালে সম্যাসী ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত না করিয়া নিম্নে ভূমির উপর
 দৃষ্টি রাখিবে । সর্বদা বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া জলপান করিবে, নিরস্তুর সত্যই
 বলিবে এবং সর্বদা মনে মনে বিচার করিয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্য বর্জন করিবে ॥১॥
 কোন স্থানে উপদেশ অথবা কথোপধন কালে কেহ সম্যাসীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে,
 অথবা তাহার নিন্দা করিলে, তৎপ্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া তাহার
 কল্যাণার্থ উপদেশ প্রদান করা সম্যাসীর কর্তব্য । মুখের এক, নাসিকার
 দুই, চক্ষুর দুই এবং কর্ণের দুই রন্ধ্রে বিকীর্ণ বাণীকে কোন কারণে মিথ্যা
 করিবে না ॥ ২ ॥ স্বীয় আত্মা এবং পরমাত্মাতে স্থির নিরপেক্ষ থাকিয়া মত
 মাংসাদি বর্জন পূর্বক, আত্মারই সাহায্যে সুখার্থী হইয়া ইহ সংসারে ধর্ম্মোন্নতি

ও বিদ্যোন্নতিজনক উপদেশার্থ সর্বদা পর্যটন করিতে থাকিবে ॥ ৩ ॥ বেশ-
নখ ছেদন এবং শ্মশ্রু ও শুষ্ক মুণ্ডিত করিবে, সুন্দর পাত্র ও দণ্ড ধারণ ও কুসুম্ভ
প্রভৃতি দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান পূর্বক নিশ্চিতাত্মা হইয়া ও কোন প্রাণীকে
কষ্ট না দিয়া সর্বত্র বিচরণ করিবে ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রিয়সমূহকে অধর্ম্মাচরণ হইতে
নিবৃত্ত করিয়া রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্বক সকল প্রাণীর প্রতি নির্বৈর থাকিয়া
মোক্ষের জন্ত সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে থাকিবে ॥ ৫ ॥ কেহ সংসারে নিন্দা বা স্তুতি
করিলে সন্ন্যাসী সকল আশ্রমস্থ মনুষ্য ও সকল প্রাণীর প্রতি পক্ষপাতশূন্য
হইয়া স্বয়ং ধর্ম্মাত্মা হইতে এবং অপরকে ধর্ম্মাত্মা করিতে চেষ্টা করিবে। সন্ন্যাসী
মনে মনে নিশ্চিত রূপে জানিবে যে, দণ্ড, কমণ্ডলু এবং কাষায় বস্ত্র প্রভৃতি চিহ্ন-
ধারণ ধর্ম্মের কারণ নহে। মনুষ্যাদিগকে সত্যোপদেশ ও বিদ্যাদান দ্বারা
উন্নতি করাই সন্ন্যাসীর প্রধান কর্তব্য ॥ ৬ ॥ যদিও নির্মলীকৃতের ফল পেষণ
করিয়া অপরিষ্কৃত জলে নিক্ষেপ করিলে জল পরিষ্কৃত হয়, তবুও উহা নিক্ষেপ
না করিলে মাত্র উহার নাম উচ্চারণ বা শ্রবণ দ্বারা জল পরিষ্কৃত হইতে পারে
না ॥ ৭ ॥ অতএব ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসীর কর্তব্য এই যে, তিনি
ওঙ্কার সহিত সপ্তবাহুহতি দ্বারা বিধিপূর্বক যথাশক্তি প্রাণায়াম করিবেন। কিন্তু
কখনও তিনটির কম প্রাণায়াম করা উচিত নহে। ইহাই সন্ন্যাসীর পরম
তপস্তা ॥ ৮ ॥ যেমন অগ্নিতে উত্তপ্ত অথবা জ্বলন্ত করিলে ধাতুর মল নষ্ট হইয়া
যায়, সেইরূপ প্রাণের নিগ্রহ দ্বারা মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের দোষ ভস্মীভূত
হয়। ৯ ॥ অতএব সন্ন্যাসিগণ প্রত্যহ প্রাণায়াম দ্বারা আত্মা, অস্তংকরণ এবং
ইন্দ্রিয় সমূহের দোষ, ধারণার দ্বারা পাপ, প্রত্যাহার দ্বারা সঙ্গদোষ এবং
ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণ অর্থাৎ হর্ষ, শোক এবং অবিজ্ঞাদি জীবের দোষ
ভস্মীভূত করিবেন। ১০ ॥ এই ধ্যানযোগ দ্বারা অযোগী ও অবিদ্বান্দিগের পক্ষে
ছুজের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পদার্থে পরমাত্মার যে ব্যাপ্তি এবং নিজ আত্মা ও অস্তর্য্যামী
পরমাত্মার যে গতি তাহা দর্শন করিবেন। ১১ ॥ পূর্বোক্ত সন্ন্যাসীই প্রাণীদিগের
প্রতি নির্বৈর ভাব, ইন্দ্রিয়-বিষয় বর্জন, বেদোক্ত কর্ম্ম এবং অভ্যাগ্ন তপশ্চর্যা
দ্বারা সংসারে মোক্ষপদ লাভ করিতে ও করাইতে পারেন, অন্য কেহ পারে
না। ১২ ॥ যখন সন্ন্যাসী সকল ভাবে অর্থাৎ সকল পদার্থে নিষ্পৃহ, নিরাকাঙ্ক্ষ
এবং আভ্যন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহারে পবিত্র থাকেন, তখনই এই দেহে ও মরণান্তে
নিরন্তর সুখ প্রাপ্ত হন। ১৩ ॥ অতএব ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী
যত্নসহকারে নিম্নলিখিত দশলক্ষণাঙ্ঘিত ধর্ম্ম পালন করিবে। ১৪ ॥—

প্রথম লক্ষণ—(ধৃতি) সর্বদা ধৈর্য্য অবলম্বন করা ; দ্বিতীয়—(ক্ষমা) নিন্দা-
 স্তুতি, মান-অপমান এবং হানি-লাভাদি দুঃখের মধ্যেও সহিষ্ণু থাকার ;
 তৃতীয়—(দম) মনকে সর্বদা ধর্মে রত এবং অধর্ম্ম হইতে বিরত রাখা অর্থাৎ
 পাপকর্ম্ম করিবার ইচ্ছাও মনে উদ্ভিত না হওয়া ; চতুর্থ—(অস্তেয়) চৌর্য্যাত্যাগ
 অর্থাৎ অনুমতি ব্যতীত ছল, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা বা অন্য কোন কার্য্য বা
 বেদবিরুদ্ধ উপদেশ দ্বারা পরস্বগ্রহণ করাকে চৌর্য্য বলে এবং চৌর্য্য পরিত্যাগ
 করাকেই সাহকারী বলে, পঞ্চম—(শৌচ) রাগ, দ্বেষ এবং পক্ষপাত পরিত্যাগ
 করিয়া ভিতরের এবং জল ও মৃত্তিকা মার্জ্জনাদি দ্বারা বাহিরের পবিত্রতা রক্ষা
 করা ; ষষ্ঠ—(ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) ইন্দ্রিয়সমূহকে অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া
 সর্বদা ধর্ম্মপথে নিয়োজিত রাখা ; সপ্তম—(ধীঃ) মাদকদ্রব্য ও অশাস্ত্য বুদ্ধি-
 নাশক পদার্থ, কুসংসর্গ, আলস্য এবং প্রমাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট
 পদার্থ সেবন এবং সংসঙ্গ ও যোগাভ্যাস দ্বারা বুদ্ধির উন্নতি সাধন ; অষ্টম—
 (বিদ্যা) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থের যথার্থ জ্ঞান এবং
 ঐ সকল পদার্থ হইতে যথোচিত উপকার গ্রহণ ; আত্মায় অর্থাৎ যেরূপ মনে
 সেইরূপ, মনে যেরূপ থাকে সেইরূপ এবং বাক্যে যেরূপ কর্ম্ম সেইরূপে সত্য
 আচরণ করাকে বিজ্ঞা বলে, তদ্বিপরীত অবিজ্ঞা ; নবম—(সত্য) যে পদার্থ
 যেরূপ তাহাকে সেইরূপ মনে করা, সেইরূপ বলা এবং সেইরূপ করা ; দশম—
 (অক্ৰোধ) ক্রোধাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া শাস্তি প্রভৃতি গুণগ্রহণ—এই সকল
 ধর্ম্মের লক্ষণ । এই দশ লক্ষণবিশিষ্ট পক্ষপাত রহিত, শ্রায়াচরণরূপ ধর্ম্ম-পালন
 চারি আশ্রমবাসীরই কর্তব্য । এই বেদোক্ত ধর্ম্মানুসারে স্বয়ং চলা এবং অপরকেও
 বুঝাইয়া চালিত করা সন্ন্যাসীদের বিশেষ ধর্ম্ম । ১৫ ॥ সন্ন্যাসী এইরূপে ধীরে
 ধীরে সমস্ত সঙ্গদোষ পরিত্যাগ করিয়া এবং হর্ষ শোকাদি দ্বন্দ্ববিমুক্ত হইয়া
 ত্র্যক্ষৌহী অবস্থিত হন । গৃহস্থ প্রভৃতি সকল আশ্রমীকে সর্বপ্রকার
 ব্যবহার সম্বন্ধে সত্য নিশ্চয় করা এবং অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত ও সকল
 সংশয় ছিন্ন করিয়া সত্য ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করা সন্ন্যাসীদের প্রধান
 কর্তব্য ॥ ১৬ ॥

(প্রশ্ন)—সন্ন্যাসগ্রহণ কি কেবল ত্র্যাক্ষণেরই ধর্ম্ম না ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরও
 ধর্ম্ম ? (উত্তর)—ত্র্যাক্ষণেরই অধিকার, কারণ সকল বর্ণের মধ্যে যিনি পূর্ণ
 বিদ্বান্, ধার্ম্মিক এবং পরোপকারপ্রিয় ব্যক্তি তাঁহারই নাম ত্র্যাক্ষণ । পূর্ণ বিজ্ঞা,
 ধর্ম্ম, পরমেশ্বরে নির্ভা এবং বৈরাগ্য ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সংসারের বিশেষ

উপকার হইতে পারে না। এইজন্য জনশ্রুতি আছে যে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই সম্মাসে অধিকার, অশ্বের নহে। মনুরও এই প্রমাণ আছে :—

এষ বোহভিহিতো ধর্মো ব্রাহ্মণস্য চতুর্বিধঃ ।

পুণ্যোহক্ষয়ফলঃ প্রেত্য রাজধর্ম্যান্ নিবোধত ॥

মনুঃ (৬। ৯৭) ॥

মমুমহারাজ বলিতেছেন, “হে ঋষিগণ! এই চতুর্বিধ অর্থাৎ ব্রাহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সম্মাস আশ্রম পালন করা ব্রাহ্মণের ধর্ম। বর্তমানে পুণ্যস্বরূপ এবং দেহভ্যাগের পর মুক্তিস্বরূপ অক্ষয় আনন্দপ্রদ এই সম্মাসধর্ম। ইহার পর আমার নিকট রাজধর্ম্য শ্রবণ কর”। এতদ্বারা সিদ্ধ হইল যে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণেরই সম্মাস গ্রহণের অধিকার এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতির জন্য ব্রাহ্মচর্য্য আশ্রম।

(প্রশ্ন)—সম্মাসগ্রহণের প্রয়োজন কি? (উত্তর)—শরীরের মধ্যে যেমন মস্তকের প্রয়োজন, সেইরূপ আশ্রমসমূহের মধ্যেও সম্মাসের প্রয়োজন। কারণ সম্মাস ব্যতীত কখনও বিজ্ঞানশ্রুতি ও ধর্মোন্নতি হইতে পারে না। অশ্রম আশ্রমে বিজ্ঞানভাস, গৃহকৃত্য এবং তপশ্চর্যাাদি থাকে। বশতঃ অবসর অতি অল্পই থাকে। পক্ষপাত পরিত্যাগপূর্ব্বক কার্য্য করা অথবা আশ্রমবাসীর পক্ষে দুষ্কর। সম্মাসী যেমন সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া জগতের উপকার করেন সেইরূপ অশ্রম কোন আশ্রমবাসী করিতে পারে না। কারণ সত্যবিজ্ঞা দ্বারা পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে সম্মাসীর যতদূর অবকাশ থাকে, অশ্রম কোন আশ্রমবাসীর ততদূর থাকে না। কিন্তু ব্রাহ্মচর্য্য হইতে সম্মাসী হইয়া সত্যোপদেশ দ্বারা জগতের যেমন উন্নতি করা যায়, গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থ আশ্রমের পর সম্মাসী হইলে সেইরূপ করা যায় না। (প্রশ্ন)—সম্মাস গ্রহণ করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ। কারণ, মনুসংখ্যাবৃদ্ধি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। গৃহাশ্রম না করিলে সন্তানও জন্মে না। যদি সম্মাস আশ্রমই মুখ্য হয় এবং সকলে তাহা অবলম্বন করে, তবে মনুষ্যের মুলোচ্ছেদ হইবে। (উত্তর)—আচ্ছা, বিবাহ করিয়াও অনেকের সন্তান জন্মে না, অথবা জন্মিলেও শীঘ্র নষ্ট হয়। তাহাও কি তবে ঈশ্বরের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ হইল? যদি বল, “যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ”। ইহা কোন কবির উক্তি। অর্থ—চেষ্টা সত্বেও কার্য্যসিদ্ধি না হইলে দোষ কি? অর্থাৎ কোন দোষ নাই। তাহা হইলে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি গৃহাশ্রমে বহু সন্তান জন্মে এবং তাহারা পরম্পর বিরুদ্ধাচরণ ও বিবাদ করিয়া

মরে তবে কতদূর অনিষ্ট হইয়া থাকে ! ভুল বুঝিবার জন্ম অনেক স্থলে বিবাদ হইয়া থাকে । সন্ন্যাসী এক বেদোক্ত ধর্মের উপদেশ প্রভাবে পরস্পরের মধ্যে শ্রীতি উৎপাদন করিলে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য রক্ষা পাইবে এবং সহস্র সহস্র গৃহস্থের সমানসংখ্যক মনুষ্য বৃদ্ধি হইবে । আর সকল মনুষ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেই পারে না । কারণ সর্বসাধারণের বিষয়াসক্তি কখনও দূর হয় না । সন্ন্যাসীর উপদেশ অনুসারে বাঁহারা ধার্মিক হন, তাঁহারা যেন সন্ন্যাসীর পুত্র তুল্য । (প্রশ্ন)—সন্ন্যাসিগণ বলিয়া থাকেন “আমাদের কোন কর্তব্য নাই । অন্ন বস্ত্র পাইয়া আনন্দে থাকিব । অবিভারূপী সংসার লইয়া মাথা ঘামাইব কেন ? নিজকে ব্রহ্ম মানিয়া সমুপ্ত থাকিব এবং কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকেও উপদেশ দিব যে, তুমিও ব্রহ্ম, তোমাকে পাপপুণ্য কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ নীতোষ্ণ শরীরের, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রাণের এবং সুখদুঃখ মনের ধর্ম । জগৎ মিথ্যা এবং জগতের যাবতীয় ব্যবহারও কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা । সুতরাং তাহাতে আবদ্ধ হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে । পাপপুণ্য যাহা কিছু সব দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, আত্মার নহে” । ইহারা এই সকল উপদেশ দিয়া থাকেন । কিন্তু আপনি কিছু বিলক্ষণ সন্ন্যাসধর্ম্য বলিতেছেন । এক্ষণে কাহার কথা সত্য এবং কাহার কথা মিথ্যা মানিব ? (উত্তর)—সৎকর্ম্যও কি তাহাদের কর্তব্য নহে ? দেখ, মনু লিখিয়াছেন, “বৈদিকৈশ্চৈবকর্ম্যভিঃ” অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্য যাহা ধর্ম্মসঙ্গত সত্য কর্ম্য, তাহা সন্ন্যাসীদিগেরও অবশ্য কর্তব্য । সন্ন্যাসীরা কি গ্রাসাচ্ছাদনাদি কর্ম্মও পরিত্যাগ করিতে পারে ? যদি এই সকল পরিত্যাগ করা না যায়, তবে উত্তম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তাঁহারা কি পতিত ও পাপী হইবে না ? যদি তাহারা গৃহস্থদিগের নিকট হইতে অন্নবস্ত্রাদি গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের কোন প্রত্যাশা না করে তবে কি তাহারা মহাপাপী হইবে না ? যেমন চক্ষু দ্বারা দর্শন এবং কণ্ঠ দ্বারা শ্রবণ না হইলে চক্ষু কণ্ঠ বুধা সেইরূপ সত্যোপদেশ ও বেদাদি সত্যশাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার না করিলে সন্ন্যাসীরা জগতে বুধা ভারস্বরূপ হইয়া থাকে । আর যে “অবিভারূপী সংসারে মাথা ঘামান” ইত্যাদি কথা লেখা ও বলা হয়, যাহারা এইরূপ উপদেশ প্রদান করে তাহারা স্বয়ং মিথ্যারূপ পাপের বৃদ্ধিকারী পাপী । শরীরাদি দ্বারা যে সকল কর্ম্ম করা হয় ঐ সকল আত্মারই কর্ম্ম এবং ঐ সকলের ফলভোগীও আত্মা । যাহারা জীবকে ব্রহ্ম বলে, তাহারা অবিভারূপ নিদ্রায় নিদ্রিত । কারণ জীব একদেশী ও অল্পজ্ঞ কিন্তু ব্রহ্ম সর্বব্যাপক ও সর্বজ্ঞ । ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্ত

স্বভাব। জীব কখনও বদ্ধ, কখনও মুক্ত থাকে। ব্রহ্ম সর্বব্যাপক ও সর্ববিস্তৃত। তাঁহার কখনও অবিজ্ঞা অথবা ভ্রম হইতে পারে না। কিন্তু জীবের কখনও বিজ্ঞা কখনও অবিজ্ঞা হইয়া থাকে। ব্রহ্ম কখনও জন্ম-মরণ জনিত দুঃখ প্রাপ্ত হন না, কিন্তু জীব তাহা প্রাপ্ত হয়। অতএব তাহাদের এই সকল উপদেশ মিথ্যা।

(প্রশ্ন)—সন্ন্যাসী সর্বকর্ম্মবিনাশী। তিনি অগ্নি ও ধাতু স্পর্শ করেন না। ইহা কি সত্য? (উত্তর)—না। “সম্যঙ্ নিত্যমাস্তে যস্মিন্ যদ্ বা স্ম্যঙ্ স্ত্যস্তস্তি দুঃখানি কর্ম্মাণি যেন স সন্ন্যাসঃ স প্রশস্তো বিজ্ঞতে যন্ত স সন্ন্যাসী” যাহা ব্রহ্মে আছে এবং যদ্বারা চুষ্ট কর্ম্মসমূহ পরিত্যক্ত হয় যিনি সেই উত্তম স্বভাববিশিষ্ট, তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলে। অতএব যিনি উত্তম কর্ম্ম করেন এবং কুকর্ম্ম সমূহের নাশ করেন, তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলে।

(প্রশ্ন)—গৃহস্থও অধ্যাপনা ও উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে, তবে সন্ন্যাসীর প্রয়োজন কি? (উত্তর)—সকল আশ্রমবাসীই সত্যোপদেশ দান করিবে এবং শুনিবে। কিন্তু সন্ন্যাসীর যতদূর অবকাশ এবং পক্ষপাতশূন্যতা থাকে, গৃহস্থের ততদূর থাকে না। অবশ্য হাঁহারা ব্রাহ্মণ তাঁহাদের মধ্যে পুরুষেরা পুরুষদিগকে এবং স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোকদিগকে সত্যোপদেশ ও বিজ্ঞাদান করিবেন। ভ্রমণের অবকাশ সন্ন্যাসীর যতদূর থাকে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতির কখনও ততদূর থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণ বেদবিরুদ্ধ আচরণ করিলে সন্ন্যাসী তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। অতএব সন্ন্যাস থাকা উচিত।

(প্রশ্ন)—“একরাত্রিং বসেৎ গ্রামে” ইত্যাদি বচনানুসারে সন্ন্যাসী কোন স্থানে কেবল মাত্র একরাত্রি বাস করিতে পারেন। অধিককাল বাস করা উচিত নহে। (উত্তর)—একথাটি কিয়দংশে উত্তম। সন্ন্যাসী এক স্থানে বাস করিলে জগতের অধিক উপকার হইতে পারে না তাহাতে স্থান বিশেষের প্রতি আসক্তি এবং রাগদ্বৈষ অধিক হয়। কিন্তু যদি এক স্থানে থাকিলে বিশেষ উপকার হয় তবে থাকিবে। উদাহরণ স্বরূপ জনক রাজার ভগনে পঞ্চশিখ প্রভৃতি এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও বহু বৎসর ধরিয়া বাস করিতেন। আর এক স্থানে থাকিবে না, ইহা আধুনিক ভণ্ড সান্প্রদায়িকগণ রচনা করিয়াছে। কারণ সন্ন্যাসী কোন এক স্থানে অধিকদিন থাকিলে তাহাদের ছল-চাতুরী ধরা পড়িবে, অধিক বুদ্ধি পাইবে না। (প্রশ্ন)—

যতীনাং কাঞ্চনং দত্তান্তামূলং ব্রহ্মচারিণাম্ ।

চৌরাণামভয়ং দত্তাৎ স নরো নরকং ব্রজেৎ ॥

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, সন্ন্যাসীকে স্ত্রবর্ণ দান করিলে দাতা নরকগামী হইবে। (উত্তর)—ইহাও বর্ণাশ্রমবিরোধী, সাম্প্রদায়িক ও স্বার্থপর পৌরাণিক-দিগেরই কল্পিত। কারণ সন্ন্যাসী ধন প্রাপ্ত হইলে তাহাদের মতকে খণ্ডন করিবেন, তাহাতে তাহাদের ক্ষতি হইবে, আর সন্ন্যাসী তাহাদের অধীনে থাকিবেন না। ভিক্ষাদান প্রভৃতি তাহাদের অধীনে থাকিলে সন্ন্যাসী শঙ্কিত থাকিবেন। যদি মূর্থ ও স্বার্থপরদিগকে দান দেওয়া উত্তম মনে করা হয়, তবে বিদ্বান্ ও পরোপকারী সন্ন্যাসীদিগকে দান করিলে কোন দোষ হইতে পারে না। দেখ, মমু বলিতেছেন :—

বিবিধানি চ রত্নানি বিবিক্তেষুপপাদয়েৎ ।

নানাবিধ রত্ন ও স্ত্রবর্ণ প্রভৃতি ধন (বিবিক্ত) অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে দান করিবে। অপিচ পূর্বোক্ত শ্লোক ব্যর্থ। কারণ তদনুসারে সন্ন্যাসীকে স্ত্রবর্ণদান করিলে যজ্ঞমান নরকে যাইবে কিন্তু রৌপ্য, মুক্তা, হীরা প্রভৃতি দান করিলে স্বর্গে যাইবে।

(প্রশ্ন)—পণ্ডিত মহাশয় এই শ্লোকপাঠে ভুল করিয়াছেন। ইহা এইরূপ হইবে, “যতিহস্তে ধনং দত্তাৎ”, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সন্ন্যাসীর হস্তে ধন দেয় সে নরকে যায়। (উত্তর)—এই বচনও মূর্থদের কপোল কল্পিত। কারণ যদি হস্তে দান করিলে দাতা নরকে যাইবে তবে পায়ের উপর অথবা গাঁঠরী বাঁধিয়া দিলে স্বর্গে যাইবে, এইরূপ কল্পনা মানিবার যোগ্য নহে। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, যদি সন্ন্যাসী যোগক্ষেম অপেক্ষা অধিক ধন রাখে, তবে তাহারা তস্করাদি দ্বারা উৎপীড়িত মোহগ্রস্তও হইবে কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি কখনও অনুচিত ব্যবহার করেন না এবং মোহগ্রস্তও হন না। কারণ, তাঁহারা গৃহাশ্রমে অথবা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সমস্ত ভোগ করিয়া অথবা দেখিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা ব্রহ্মচর্যা হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহারা পূর্ণ বৈরাগ্যবান্ বলিয়া কখনও কোন বিষয়ে আসক্ত হন না।

(প্রশ্ন)—লোকে বলে যে, শ্রাদ্ধে যদি সন্ন্যাসী আসে ও যদি তাহাকে ভোজন করান যায় তবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান তার পিতৃপুরুষগণ পলায়ন করেন এবং নরকে পতিত হন। (উত্তর)—প্রথমতঃ মৃত পিতরগণের আগমন এবং অনুষ্ঠিত

শ্রদ্ধাকে তাঁহাদের নিকট পৌঁছান অসম্ভব। বেদ ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া ইহা মিথ্যা। ইহা ছাড়া যখন আগমনই হইল না, তখন তাহারা পলাইয়া গেল কিরূপে? যখন পরমেশ্বরের ব্যবস্থায় পাপপুণ্যানুসারে জীবগণ মৃত্যুর পর জন্মলাভ করে তখন তাহাদের আগমন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব ইহাও উদরপরায়ণ পৌরাণিক ও বৈরাগীদিগের মিথ্যা কল্পনা। অবশ্য ইহা সত্য যে, যে স্থানে সম্মাসী গমন করেন, সে স্থানে বেদাদিশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া এই মৃতক শ্রদ্ধের ছল প্রতারণা দূরে পলায়ন করে। (প্রশ্ন)—ব্রহ্মচর্য্য হইতে সম্মাসগ্রহণ করা ও চলা কঠিন কার্য্য। কাম নিরোধ করাও কষ্টসাধ্য। অতএব গৃহাশ্রম ও বানপ্রস্থ আশ্রম সমাপ্ত করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় সম্মাসগ্রহণ করা শ্রেয়ঃ। (উত্তর)—যিনি সম্মাসপালনে ও ইন্দ্রিয়নিরোধে অসমর্থ, তিনি ব্রহ্মচর্য্য হইতে সম্মাসগ্রহণ করিবেন না। কিন্তু যিনি সমর্থ, তিনি গ্রহণ করিবেন না কেন? যিনি বিষয়ভোগের দোষ ও বীৰ্য্যসংরক্ষণের গুণ জানেন, তিনি কখনও তাহাতে আসক্ত হন না। তাঁহার বীৰ্য্য বিচাররূপ অগ্নির ইন্ধন সদৃশ, অর্থাৎ তাহাতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। রোগীর জন্মই চিকিৎসক ও ঔষধের প্রয়োজন, নীরোগের জন্ম নহে। বিছোন্নতি, ধর্ম্মোন্নতি জগতের উপকার সাধন যে পুরুষ বা নারীর উদ্দেশ্যে, তিনি বিবাহ করিবেন না। পঞ্চশিখ প্রভৃতি পুরুষ এবং গার্গী প্রভৃতি নারী এইরূপ ছিলেন। অতএব বাঁহারা অধিকারী, তাঁহারা সম্মাসী হইবেন। অনধিকারী সম্মাস গ্রহণ করিলে নিজেও ডুবিবেন এবং অপরকেও ডুগাইবেন। যেমন “সম্রাট্” চক্রবর্ত্তী রাজা, সেইরূপ সম্মাসী “পরিস্রাট্”। প্রত্যুত রাজা স্বদেশে অথবা নিজ আত্মীয় স্বজনদিগের মধ্যে সম্মানিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সম্মাসীর সর্বত্র সম্মানলাভ হইয়া থাকে।

বিদ্বৎ চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে ॥ ১ ॥

ইহা চাণক্য নীতিশাস্ত্রের শ্লোক—বিদ্বান্ এবং রাজা কখনও সমান হইতে পারেন না। কারণ রাজা কেবল নিজ রাজ্যেই মানসম্মান প্রাপ্ত হন কিন্তু বিদ্বানের সম্মান ও খ্যাতি প্রতিপত্তি সর্বত্র। সুতরাং বিদ্বাভ্যাস, সুশিক্ষাগ্রহণ এবং বলবান হওয়ার জন্ম ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম; সর্ববিধ সমন্বর্ত্তানের জন্ম গৃহস্থাশ্রম; বিচার, ধ্যান, বিজ্ঞান ও তপশ্চরণের জন্ম বানপ্রস্থাশ্রম এবং বেদাদি সত্যশাস্ত্রের প্রচার, ধর্ম্মাচরণ গ্রহণ, ছুটে ব্যবহার বর্জন, সত্যোপদেশ প্রদান এবং সকলের

সংশয় দূরীকরণ ইত্যাদির জন্য সন্ন্যাস আশ্রম। কিন্তু যে সকল সন্ন্যাসী সত্যোপদেশ দান প্রভৃতি সন্ন্যাসের মুখ্য ধর্ম পালন করে না, তাহারা পতিত ও নরকগামী হয়। অতএব সত্যোপদেশ দান, সংশয় নিরাকরণ, বেদাদি সত্যশাস্ত্রের অধ্যাপন এবং যত্ন পূর্বক বেদোক্ত ধর্মপ্রচার দ্বারা জগতের উন্নতি সাধন সন্ন্যাসীর কর্তব্য।

(প্রশ্ন)—সন্ন্যাসী ছাড়া বৈরাগী, গৌসাই এবং থাকী প্রভৃতি সন্ন্যাস আশ্রমে পরিগণিত হইবে কিনা? (উত্তর)—না। কারণ তাহাদের মধ্যে সন্ন্যাসের একটি লক্ষণও নাই। তাহারা বেদবিরুদ্ধ মার্গে চলে এবং বেদ অপেক্ষা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আচার্য্যাদিগের বাক্যকেই অধিক মান্য করে। তাহারা নিজ নিজ মতেরই প্রশংসা করে এবং মিথ্যা প্রপঞ্চ আবদ্ধ হইয়া স্বার্থের জন্য অপরকেও স্ব স্ব মতে আবদ্ধ করে। সংশোধনের কথা দূরে থাকুক তৎপরিবর্তে তাহারা সংসারকে বিভ্রান্ত করাইয়া অধোগতি প্রাপ্ত করায় ও স্থায় প্রয়োজন সিদ্ধ করে। এই কারণে ইহাদিগকে সন্ন্যাস আশ্রমে গণনা করা যাইতে পারেনা। কিন্তু ইহারা যে পাকা স্বার্থাশ্রমী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহারা স্বয়ং ধর্মপথে চলেন এবং সমস্ত সংসারকে চালিত করেন, যাহারা নিজে ও সব জগৎকে ইহলোক অর্থাৎ বর্তমান জন্মে এবং পরলোকে অর্থাৎ পরজন্মে স্বর্গ অর্থাৎ সুখভোগ করেন ও সুখভোগ করান, সেই সব ধর্মাত্মারাই সন্ন্যাসী ও মহাত্মা। সন্ন্যাস আশ্রমের শিক্ষা বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল। অতঃপর রাজধর্ম এবং প্রজাধর্ম বিস্তারিত লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সনাতনধর্মশাস্ত্রের সত্যার্থপ্রকাশে স্মৃতিবাহিত্বযুক্ত বানপ্রস্থ-

সন্ন্যাসাশ্রমবিষয়ে পঞ্চমঃ সমুদ্রাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥

অথ ষষ্ঠ সমুলাসারম্ভঃ

অথ রাজধৰ্ম্মান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ

রাজধৰ্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথারতো ভবেম্পঃ ।

সম্ভবচ্চ যথা তস্য সিদ্ধিচ্চ পরমা যথা ॥ ১ ॥

ত্ৰাক্ষঃ প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি ।

সৰ্ব্বশাস্ত্র যথান্যায়ং কৰ্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্ ॥২। মনুঃ (৭।১—২) ।

মনু মহারাজ ঋষিদিগকে বলিতেছেন, “চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের ব্যবহার বর্ণন করিবার পর রাজ-ধৰ্ম্ম বর্ণন করিব । রাজার যেরূপ হওয়া উচিত, সেইরূপ যাহাতে হওয়া সম্ভব হয়, এবং যাহাতে তাঁহার পরম সিদ্ধি লাভ হইতে পারে, তাহা সৰ্ব্বতোভাবে বর্ণন করিতেছি” ॥ ১ ॥ ত্ৰাক্ষণ যেমন পরম বিদ্বান্ হইয়া থাকেন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উচিত তিনি সেইরূপ বিদ্বান্ ও সুশিক্ষিত হইয়া শ্রায়ানুসারে যথাবৎ রাজ্য রক্ষা করিবেন ॥ ২ ॥ রাজ্যরক্ষা প্রণালী এইরূপ ;—

ত্ৰীণি^১ রাজানা^১ বিদথে^১ পুরুণি^১ পরি^১ বিশ্বানি^১ ভূষথঃ^১ সদাংসি ।

ঋঃ । মঃ ৩ । সূঃ ৩৮ । মং ৬ ।

ঈশ্বর উপদেশ করিতেছেন যে, (রাজানা) রাজা ও প্রজাবর্গ মিলিত হইয়া (বিদথে) সুখপ্রাপ্তি এবং বিজ্ঞানোন্নতিবিধায়ক ও রাজাপ্রজা বিষয়ক ব্যবহারে (ত্ৰীণি সদাংসি) তিন সভা অর্থাৎ বিচার্য সভা, ধর্ম্মার্য সভা, এবং রাজার্য সভা গঠিত করিয়া (পুরুণি) বহুবিধ (বিশ্বানি) সমগ্র প্রজাসম্বন্ধীয় মনুষ্যাদি প্রাণিগণকে (পরিভূষথঃ) বিত্তা, স্বাভিজ্ঞা, ধর্ম্ম, সুশিক্ষা এবং ধনাদি দ্বারা সর্বপ্রকারে অলঙ্কৃত করিবেন ।

তং সভা^১ চ সমিতিচ্চ^১ সেনা^১ চ ॥ ১ ॥

অথর্ব্বঃ । কাঃ ১৫ । অনুঃ ২ । বঃ ৯ । মঃ ২ ।

সভ্য সভাং মে পাহি যে চ সভ্যাঃ সভাসদঃ ॥ ২ ॥

অথর্ব০ । কা০ ১৯ । অনু০ ৭ । ব০ ৫৫ । ম০ ৬ ॥

(তম্) সেই রাজধর্মকে (সভা চ) তিন সভা, (সমিতিষ্ঠ) সংগ্রামাদি ব্যবস্থা এবং (সেনা চ) সেনা মিলিত হইয়া পালন করিবে। ১ ॥ সভাসদ ও রাজার কর্তব্য এই যে, রাজা সভাসদবর্গকে আজ্ঞা দিবে, “(সভ্য) হে সভার যোগ্য প্রধান সভাসদ! তুমি (মে) আমার (সভাম্) সভার ধর্মসম্বৃত ব্যবস্থা (পাহি) পালন কর, এবং (যে চ) যাহারা (সভ্যাঃ) সভার উপযুক্ত (সভাসদঃ) সভাসদ, তাঁহারাও সভার ব্যবস্থা পালন করুন”। ২ ॥ ইহার অতিপ্রায় এই যে, কোন এক ব্যক্তিকে রাজ্যের স্বতন্ত্র অধিকার দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু রাজা যিনি সভাপতি, তাঁহার অধীন সভা, সভাধীন রাজা, প্রজাধীন রাজা ও সভা, এবং রাজসভাধীন প্রজাবর্গ থাকিবে। এইরূপ না হইলে—

রাষ্ট্রমেব বিশ্ণাহন্তি তস্মাদ্রাষ্ট্রী বিশং ঘাতুকঃ । বিশমেব রাষ্ট্রায়াত্যাং কেরোতি তস্মাদ্রাষ্ট্রী বিশমতি ন পুষ্ঠং পশুং মন্যত ইতি ॥

শত০ । কা০ । ১৬ । প্র০ ২ । ত্রা০ ৩ । (ক০ ৭ । ৮) ।

রাজস্ববর্গ প্রজা হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকিলে (রাষ্ট্রমেব বিশ্ণাহন্তি) রাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রজার নাশ করিতে থাকিবে। সেই কারণে একক রাজা স্বেচ্ছাচারী অথবা উন্মত্ত হইয়া (রাষ্ট্রী বিশং ঘাতুকঃ) প্রজানাশক হইয়া থাকে অর্থাৎ (বিশমেব রাষ্ট্রায়াত্যাং কেরোতি) সেই রাজা প্রজাকে ভক্ষণ করে (অত্যন্ত পীড়ন করে)। অতএব কোন ব্যক্তিবিশেষকে রাজ্যে স্বাধীন করা উচিত নহে। যেমন সিংহ অথবা কোন মাংসাহারী, হৃষ্টপুষ্টি পশুকে বধ করিয়া ভক্ষণ করে, সেইরূপ (রাষ্ট্রী বিশমতি) স্বতন্ত্র রাজা প্রজা নাশ করে, অর্থাৎ কাহাকেও নিজ অপেক্ষা বলশালী হইতে দেয় না এবং ধনাঢ্যদিগকে লুণ্ঠন করিয়া ও অশ্রায়-রূপে দণ্ড দিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে। এইজন্য :—

ইন্দ্রো জয়াতি ন পরা জয়াতা অধিরাজো রাজস্ব রাজয়াতি ।

চক্ৰত্য ঈড়্যো বন্দ্যশোপসত্তো নমশ্চো ভবেহ ॥ ১ ॥

অথর্ব০ । কা০ ৬ । অনু০ ১০ । ব০ ৯৮ । ম০ ১ ॥

হে মনুষ্যগণ! যিনি (ইহ) সকল মনুষ্যের মধ্যে (ইন্দ্রঃ) পরমৈশ্বর্যাবিধাতা, যিনি শত্রুদিগকে (জয়তি) জয় করিতে সমর্থ (ন পরাজয়াতৈ) শত্রুদিগের অপরাধে, (রাজসু) রাজত্ববর্গের মধ্যে (অধিরাজঃ) সর্বোপরি বিরাজমান (রাজয়াতৈ) এবং প্রকাশমান, যিনি (চক্ৰতাঃ) সভাপতি হইবার বিশেষ উপযুক্ত, যিনি (ঐভ্যাঃ) প্রশংসনীয় গুণ-কর্ম স্বভাববিশিষ্ট, (বন্দ্যঃ) সম্মাননীয় (চোপসন্তঃ) সমীপে যাইবার এবং শরণ লইবার যোগ্য, (নমন্তঃ) সর্বমান্য (ভব) হইবেন, তাঁহাকেই সভাপতি রাজা করিবে।

ইমন্দেবা অসপত্নীং সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠায় মহতে
জানরাজ্যায়ৈন্দ্রস্যোদ্ভিয়ায় ॥ ১ ॥ যজুঃ ৯। মং ৪০ ॥

হে (দেবাঃ) বিদ্বন্মণ্ডলী, রাজা ও প্রজাগণ! তোমরা (ইমম্) এইরূপ পুরুষকে (মহতে ক্ষত্রায়) মহান চক্রবর্তী রাজ্যের জন্ত, (মহতে জ্যৈষ্ঠায়) সর্বোপেক্ষা মহান হইবার জন্ত, (মহতে জানরাজ্যায়) মহান, বিদ্বজ্জন পরিপূর্ণ রাজ্য পালন করিবার জন্ত এবং (ইন্দ্রস্যোদ্ভিয়ায়) পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন রাজ্য ও ধন রক্ষা করিবার জন্ত, (অসপত্নীং সুবধ্বম্) সর্বসম্মতিক্রমে সর্বত্র পক্ষপাতরহিত, পূর্ণ বিজ্ঞা ও বিনয়সম্পন্ন এবং সকলের মিত্র সভাপতি রাজাকে সর্বাধীশ মানিয়া সমস্ত পৃথিবী শত্রুশূন্য কর। আর—

স্থিরা বঃ সন্ধ্যাযুধা পরাগুদে বীলু উত প্রতিক্ষতে ।

যুগ্মাকমন্ত তবিষী পনীয়সী মা মর্ত্যস্য মায়িনঃ ॥ ১ ॥

ঋঃ । মং ১। সূঃ ৩৯। মং ২।

ঈশ্বর উপদেশ করিতেছেন, “হে রাজপুরুষগণ! (বঃ) তোমাদিগের (আয়ুধা) আগ্নেয়াদি অস্ত্র এবং শতরী অর্থাৎ তোপ, ভূশুভী অর্থাৎ বন্দুক, ধনুর্বাণ এবং তরবারি প্রভৃতি শস্ত্র শত্রুদিগের (পরাগুদে) পরাজয়ের জন্ত (উত প্রতিক্ষতে) এবং প্রতিরোধের জন্ত (বীলু) প্রশংসিত এবং (স্থিরা) দৃঢ় (সন্ত) হউক। (যুগ্মাকম্) তোমাদিগের (তবিষী) সেনা (পনীয়সী) প্রশংসনীয় (অস্ত্র) হউক, যাহাতে তোমরা সর্বদা বিজয়ী হও, কিন্তু (মা মর্ত্যস্য

মায়িনঃ) নিন্দিত ও অশ্রায়কারীদিগের জন্য এই সকল সামগ্রী না হউক। অর্থাৎ যতদিন মনুষ্য ধার্মিক থাকে, ততদিন পর্য্যন্তই রাজ্যের উন্নতি হইতে থাকে, কিন্তু মনুষ্য দুষ্টিচারী হইলে নষ্টভ্রষ্ট হইয়া যায়। শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্দিগকে বিজ্ঞা সভার অধিকারী, ধার্মিক বিদ্বান্দিগকে ধর্ম্মসভার অধিকারী এবং প্রশংসনীয় ধার্মিক পুরুষদিগকে রাজসভার সভাসদ করিবে। আর যিনি ইহাদের সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ কর্ম্ম স্বভাবসম্পন্ন মহাপুরুষ, তাঁহাকে রাজসভার সভাপতিরূপে বরণ করিয়া সর্বপ্রকার উন্নতিসাধন করিবে। এই তিন সভার মতানুসারে সকলে রাজনীতিসংক্রান্ত নিয়মের অধীনে চলিবে। সর্বহিতকর কার্য্যে সকলে সহমত এবং পরতন্ত্র থাকিবে। স্ব স্ব ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যে অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্যে সকলে স্বতন্ত্র থাকিবে। পুনশ্চ সেই সভাপতির বিরূপ গুণ থাকা আবশ্যক—

ইন্দ্রানিলযমার্কানামগ্নেষ্ট বরুণস্য চ ।

চন্দ্রবিত্তেশম্নোষ্টৈব মাত্রা নিহত্য শাস্বতী ॥ ১ ॥

তপত্যাতিব্যচেষ্টে চক্ষুংষি চ মনাংসি চ ।

ন চৈনং ভুবি শক্ৰোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুম্ ॥ ২ ॥

সোহগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোহর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্ ।

স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥ ৩ ॥

মনু ০ ৭। (৪।৬।৭) ॥

সেই সভাধ্যক্ষ রাজা, ইন্দ্র অর্থাৎ বিদ্যাতের ন্যায় শীঘ্র ঐশ্বর্য্যোৎপাদক, বায়ুর স্থায় সকলের প্রাণবৎ প্রিয় ও হৃদয়ের ভাববেত্তা ; যম অর্থাৎ পক্ষপাতহীন শ্রায়াধীশের স্থায় আচরণকারী ; সূর্য্যের তুল্য স্থায়ধর্ম্ম ও বিজ্ঞা-প্রকাশক, অন্ধকার অর্থাৎ অবিজ্ঞা ও অশ্রায় নিরোধক ; অগ্নির স্থায় দুষ্টিদিগের ভস্মকারী ; বরুণ অর্থাৎ বন্ধনকারীর স্থায় দুষ্টিদের বহুপ্রকারে বন্ধনকারী ; চন্দ্রের স্থায় শ্রেষ্ঠদিগের আনন্দদাতা এবং ধনাধ্যক্ষের স্থায় ধনভাণ্ডার পূর্ণকারী হইবেন । ১ ॥ যিনি সূর্য্যের স্থায় প্রতাপশালী এবং যিনি স্বকীয় তেজঃ প্রভাবে বাহিরে সকলকে এবং ভিতরে সকলের মনকে উদ্ভগ্ন করেন, যাঁহাকে পৃথিবীতে কেহই জুর দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ নহে ॥ ২ ॥ যিনি স্বকীয় প্রভাবে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, সোম, ধর্ম্ম প্রকাশক, ধনবর্দ্ধক, দুষ্টির বন্ধনকারী এবং মহান ঐশ্বর্য্যশালী, তিনিই সভাধ্যক্ষ অর্থাৎ সভাপতি হইবার উপযুক্ত । ৩ ॥ প্রকৃত রাজা কে—

স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ ।
 চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ ॥ ১ ॥
 দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি ।
 দণ্ডঃ স্তপ্তেষু জাগর্তি দণ্ডঃ ধর্ম্যং বিদ্রুব্ধাঃ ॥ ২ ॥
 সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ ।
 অসমীক্ষ্য প্রণীতস্ত বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ ॥ ৩ ॥
 দুশ্চেষুঃ সর্ব্ববর্ণাশ্চ ভিৎসোরন্ সর্ব্বসেতবঃ ।
 সর্ব্বলোকপ্রকোপশ্চ ভবেদদণ্ডস্য বিভ্রমাৎ ॥ ৪ ॥
 যত্র শ্রামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা ।
 প্রজাস্তত্র ন মুহন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি ॥ ৫ ॥
 তস্যাহঃ সংপ্রণেতারং রাজানং সত্যবাদিনম্ ।
 সমীক্ষ্য কারিণং প্রাজ্ঞং ধর্ম্মকামার্থকোবিদম্ ॥ ৬ ॥
 তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেনাভিবর্দ্ধতে ।
 কামাভ্যা বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্ততে ॥ ৭ ॥
 দণ্ডো হি স্তমহভেজো দুর্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ ।
 ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হস্তি নৃপমেব সবাঙ্কবম্ ॥ ৮ ॥
 সোহসহায়েন যুঢ়েন লুক্কেনাকৃতবুদ্ধিনা ।
 ন শক্যো জায়তো নেতুং সন্তেন বিষয়েষু চ ॥ ৯ ॥
 শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা ।
 প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ স্তমহায়েন ধীমতা ॥ ১০ ॥

মনু° ৭ । (১৭—১৯ । ২৪—২৮ । ৩০, ৩১) ॥

যে দণ্ড সেই পুরুষ রাজা, সেই জায়ের প্রচারক এবং সকলের শাসনকর্ত্তা ।
 দণ্ডই চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের ধর্ম্মের প্রতিভূ অর্থাৎ জামিন ॥ ১ ॥ দণ্ডই প্রজাদিগের
 শাসক ও রক্ষক । দণ্ড নিযুক্ত প্রজাদিগের মধ্যে জাগ্রত থাকে । এই কারণে
 বুদ্ধিমান লোকেরা দণ্ডকেই ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন ॥ ২ ॥ স্তপ্তরিচালিত দণ্ড প্রজাদিগকে
 আনন্দিত করে কিন্তু বিনাশিচারে পরিচালিত হইলে উহা রাজাকে সর্ব্বপ্রকারে
 বিনাশ করে ॥ ৩ ॥ দণ্ড ব্যতীত সকল বর্ণ দূষিত ও সকল মর্যাদা হীনভিন্ন
 হয় । দণ্ড যথোচিত না হইলে সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠে ॥ ৪ ॥ যে স্থানে

কৃষ্ণবর্ণ, রক্তনেত্র এবং ভয়ঙ্কর পুরুষের জ্ঞায় পাপনাশক দণ্ড বিচরণ করে, সে স্থানে দণ্ডপরিচালক পক্ষপাতবিহীন ও বিদ্বান হইলে প্রজাগণ মোহপ্রাপ্ত না হইয়া আনন্দিত থাকে ॥ ৫ ॥ যদি দণ্ডপরিচালক সত্যবাদী, বিচারশীল, বুদ্ধিমান এবং ধর্ম-অর্থ-কামসিদ্ধি বিষয়ে পণ্ডিত হন, তবে বিদ্বদ্ভুলী তাঁহাকেই দণ্ডবিধাতা বলিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥ যে রাজা সূচাক্রমে দণ্ড পরিচালনা করেন, তিনি ধর্ম-অর্থ-কামসিদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন । কিন্তু রাজা বিষয়াসক্ত, কুটিল, ঈর্ষাপরায়ণ, কুদ্ভ্রুচেতা ও হীনবুদ্ধি হইলে দণ্ডদ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥ দণ্ড অতিশয় তেজোময়, যাহারা বিভাহীন ও অধর্শাস্ত্রা তাহারা উহা ধারণ করিতে পারে না । সুতরাং দণ্ড অধার্মিক রাজাকে সপরিবারে বিনাশ করে ॥ ৮ ॥ কারণ যিনি আপ্ত পুরুষদিগের সহায়তা হইতে বঞ্চিত, বিভ্রা এবং সুশিক্ষা হইতে বঞ্চিত এবং যিনি বিষয়াসক্ত ও মুঢ়চেতা, তিনি কখনও ন্যায়পূর্বক দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হন না ॥ ৯ ॥ যিনি পবিত্রাস্ত্রা, সত্যাতার যুক্ত ও সংসঙ্গী, যিনি নীতি শাস্ত্রানুসারে যথোচিত কার্য্যকরী, যিনি শ্রেষ্ঠদিগের সহায়তাপ্রাপ্ত এবং যিনি বুদ্ধিমান, তিনি ন্যায়দণ্ডবিধানে সমর্থ ॥ ১০ ॥ এইজন্য :—

সৈন্যপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডেনেতৃত্বমেব চ ।

সর্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি ॥ ১ ॥

দশাবরা বা পরিষদং ধর্মং পরিকল্পয়েৎ ।

ত্র্যবরা বাপি বৃহত্স্বা তং ধর্মং ন বিচালয়েৎ ॥ ২ ॥

ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তকৌ নৈরুক্তো ধর্মপাঠকঃ ।

ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা ॥ ৩ ॥

স্বাথৈবদবিদ্যজুর্বিচ্চ সামবেদবিদেব চ ।

ত্র্যবরা পরিষজ্জ্ঞেয়া ধর্মসংশয়নির্ণয়ে ॥ ৪ ॥

একোহপি বেদবিদ্বদ্ব্যং যং ব্যবস্যেদ্বিজোত্তমঃ ।

স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্মো নাজ্ঞানামুদিতোহযুতৈঃ ॥ ৫ ॥

অত্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্ ।

সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষদ্বং ন বিদ্যতে ॥ ৬ ॥

যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্মমতদ্বিদঃ ।

তৎ পাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৃননুগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

মনুঃ ১২ । (১০০ । ১১০-১১৫) ॥

সকল সেনা ও সেনাপতির উপর আধিপত্য, রাজ্যাধিকার, দণ্ডবিধি সংক্রান্ত সকল কার্যের আধিপত্য এবং সর্বোপরি বর্তমান সর্বাধীশ রাজ্যাধিকার—এই চতুর্বিধ অধিকারে পূর্ণবেদশাস্ত্র প্রবীণ, পূর্ণবিদ্যাসুজ্ঞ, ধর্মশাস্ত্রী, জিতেন্দ্রিয় এবং সুশীল ব্যক্তি-দিগকে নিযুক্ত করা কর্তব্য। অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি, প্রধান রাজ্যাধিকারী, প্রধান স্মারাদীশ, সভাপতি অথবা রাজা—এই চারিজনকে সর্ববিদ্যাবিশারদ হওয়া আবশ্যিক ॥ ১ ॥ নূন কল্পে দশজন বিদ্বান্ অথবা অত্যন্ত নূনকল্পে তিনজন বিদ্বান্ পুরুষের সভা যে ব্যবস্থা করিবেন, সেই ধর্ম অর্থাৎ ব্যবস্থা কেহই উল্লঙ্ঘন করিবেনা ॥ ২ ॥ এই সভায় চারিবেদ, ন্যায়শাস্ত্র, নিরুক্ত এবং ধর্মশাস্ত্রাদির জ্ঞাতা বিদ্বান্ সভাসদ থাকিবেন। কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ হইলেই সভা হইবে। এই সভায় নূনকল্পে দশজন বিদ্বান্ থাকা আবশ্যিক ॥ ৩ ॥ যে সভায় ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, এবং সামবেদজ্ঞ তিনজন সভাসদ থাকেন, সেই সভার নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা কেহই উল্লঙ্ঘন করিবেনা ॥ ৪ ॥ যদি সর্ববেদবিদ, দ্বিজশ্রেষ্ঠ সম্যাসী একাকীও কোন ধর্ম ব্যবস্থা করেন তবে তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কারণ সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, ও কোটি কোটি অজ্ঞ ব্যক্তি মিলিত হইয়া কোন ব্যবস্থা করিলেও তাহা কখনও মান্য করা উচিত নহে ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মচর্য্য, সত্যভাষণাদি ব্রত, বেদবিজ্ঞা এবং বিচারহীন আজ্ঞায় শৃঙ্গবৎ সহস্র সম্মেলনকেও সভা বলা যায় না ॥ ৬ ॥ অবিদ্যাসুজ্ঞ, বেদজ্ঞান বিহীন মুখেরা যে ধর্মোপদেশ প্রদান করে, তাহা কখনও মান্য করা উচিত নহে। কারণ যাহারা মুখোপদিষ্ট ধর্ম্মানুসারে চলে, তাহাদের শত শত প্রকার পাপ ঘটিয়া থাকে ॥ ৭ ॥ এই জন্য তিন সভায় অর্থাৎ বিদ্যাসভা, ধর্ম্মসভা ও রাজসভায় কখনও মূর্থদিগকে স্থান দিবেনা। কিন্তু সর্বদা বিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিক পুরুষদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। তাঁহারা সকলে এইরূপ হইবেন :—

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাস্ত্রতীম্ ।

আত্মীক্ষিকীং চাত্তবিদ্যাং বার্তারস্তাংশ্চ লোকতঃ ॥ ১ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্বিবানিশম্ ।

জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ ॥ ২ ॥

দশ কামসমুৎ্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ ।

ব্যাসনানি ছুরস্তানি প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ॥ ৩ ॥

কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ ।
 বিষুজ্যতেহর্থধৰ্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বান্ননৈব তু ॥ ৪ ॥
 মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ ।
 তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ ॥ ৫ ॥
 পৈশুন্মং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণম্ ।
 বাগ্দগুজ্ঞঃ পারুষ্ণ্যং ক্রোধজোহপি গণোচ্চকঃ ॥ ৬ ॥
 দ্বয়োরপ্যেতয়োর্মূলং যং সর্বৈ কবয়ো বিদুঃ ।
 তং যত্নেন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণৌ ॥ ৭ ॥
 পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মৃগয়া চ যথাক্রমম্ ।
 এতৎ কৰ্ত্তমং বিদ্যাচ্চতুষ্কং কামজে গণে ॥ ৮ ॥
 দগুস্ত পাতনং চৈব বাক্পারুষ্ণ্যার্থদূষণে ।
 ক্রোধজেহপি গণে বিদ্যাং কৰ্ত্তমেতত্রিকং সদা ॥ ৯ ॥
 সপ্তকস্ত্যাস্ত এগস্ত্য সর্বত্রৈবানুযজিণঃ ।
 পূৰ্ব্বং পূৰ্ব্বং গুরুতরং বিদ্যাৎ ব্যসনমাত্মবান্ ॥ ১০ ॥
 ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কৰ্ত্তমুচ্যতে ।
 ব্যসন্যধোহধো ব্রজতি স্বৰ্ঘাত্যব্যসনী মৃতঃ ॥ ১১ ॥

মনুঃ ৭। (৪৩-৫৩) ।

রাজা ও রাজসভার সভাসদ হইতে হইলে চারি বেদের জ্ঞান কৰ্ম ও উপাসনা, জ্ঞান, বিদ্যাবেত্তাদের নিকট তিন বিদ্যা, সনাতন, দগুনীতি, শ্যায়বিদ্যা, আত্মবিদ্যা অর্থাৎ পরমাত্মার গুণ-কৰ্ম স্বভাবের যথার্থ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা এবং লোকের সহিত বার্তারস্তু (বলা ও জিজ্ঞাসা করা) শিক্ষা করিতে হইবে ॥ ১ ॥ সভাসদ্বর্গ ও সভাপতি ইন্দ্রিয় জয় করিবেন, ইন্দ্রিয় সমূহকে সর্বদা আত্মবশে রাখিয়া ধৰ্ম্মাচরণ করিবেন, অধৰ্ম্ম কার্য্য হইতে বিরত থাকিবেন এবং অপরকেও বিরত করিবেন । এইজন্ত দিবারাত্র নির্দিষ্ট সময়ে যোগাভ্যাসও করিতে থাকিবেন । কারণ বাঁহারা জিতেইন্দ্রিয় নহেন, অর্থাৎ নিজের ইন্দ্রিয় সমূহকে (মন, প্রাণ ও শরীর রূপ প্রজাকে) জয় করিতে পারেন না, তাঁহারা বাহিরের প্রজাদিগকে কখনও আত্মবশে রাখিতে সমর্থ হন না ॥ ২ ॥ কামজ দশ এবং ক্রোধজ আট দুই ব্যসনে আসক্ত হইলে মনুষ্যের পক্ষে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন । অতএব দৃঢ়োৎসাহী

হইয়া যত্নের সহিত স্বয়ং ঐ সকল ব্যসন পরিত্যাগ করিবে এবং অন্তকেও পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত করিবে ॥ ৩ ॥ যে রাজা কামজ দশ দুৰ্ঘট ব্যসনে আসক্ত হন, তিনি অৰ্ধ অৰ্ধাৎ রাজ্যধনাদি এবং ধৰ্ম্ম হইতে হীন হইয়া পড়েন। যিনি ক্রোধ জনিত আট দুৰ্ঘট্যসনে আসক্ত হন, তাঁহার শরীর বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥ কামজ ব্যসন গণনা করা যাইতেছে, যথা ;—

মৃগয়া, (অক্ষ) অৰ্ধাৎ পাশা খেলা এবং জুয়া খেলা ইত্যাদি ; দিবা নিদ্রা ; কামকথা ; পরনিন্দা অৰ্ধাৎ অপরের কুৎসা ; অত্যধিক স্ত্রীসংসর্গ ; মাদক দ্রব্য অৰ্ধাৎ মত্তা, অহিফেন, ভাং, গাঁজা এবং চরস প্রভৃতির সেবন ; গান, বাজ ও নৃত্য করা, করান, দেখা ও শ্রবণ করা এবং ইত্যন্ততঃ বৃথা ভ্রমণ—এই দশটি কামজ ব্যসন ॥ ৫ ॥ ক্রোধজ ব্যসনগুলি গণনা করা যাইতেছে, যথা :—(পৈশুণ্যম্) অৰ্ধাৎ পরের কুৎসা করা ; বিনা বিচারে বলপূর্বক পরস্রীর সহিত কুকৰ্ম্ম করা ; জ্বোহ করা ; ঈর্ষ্যা অৰ্ধাৎ অপরের উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া অন্তর্দাহ উপস্থিত হওয়া ; (অমৃয়া) দোষে গুণ এবং গুণে দোষারোপ করা ; (অৰ্ধদূষণ) অৰ্ধাৎ অধৰ্ম্মযুক্ত কুকার্য্যে ধন সম্পত্তি ব্যয় করা ; কঠোর বাক্য বলা এবং বিনা অপরাধে কটুবাক্য বলা অথবা কঠিন দণ্ডদান করা—এই আট দোষ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ৬ ॥ যে সকল বিদ্বান্ পুরুষ জানেন যে, লোভই কামজ ও ক্রোধজ ব্যসন সমূহের মূল, এবং তাহাই সমস্ত দুঃখের কারণ, তাঁহারা যত্নের সহিত ঐ সকল ব্যসন পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৭ ॥ কামজ ব্যসনগুলির মধ্যে প্রথম দোষ মত্তাদি অৰ্ধাৎ মাদকদ্রব্য সেবন, দ্বিতীয় পাশা প্রভৃতির দ্বারা জুয়া খেলা, তৃতীয় অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ এবং চতুর্থ মৃগয়া। এই চারিটি মহাদুৰ্ঘট ব্যসন ॥ ৮ ॥ ক্রোধজ ব্যসন সমূহের মধ্যে বিনা অপরাধে দণ্ডদান, কঠোর বাক্য প্রয়োগ এবং অগ্নায়রূপে ধনসম্পত্তি ব্যয় করা—এই তিনটি দোষ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন এবং অত্যন্ত দুঃখজনক ॥ ৯ ॥ এই কামজ ও ক্রোধজ ব্যসনের মধ্যে যে সাতটি দোষ গণনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ব পূর্ব দোষ পর পর দোষ অপেক্ষা গুরুতর, অৰ্ধাৎ অপব্যয় অপেক্ষা কটুবাক্য, কটুবাক্য অপেক্ষা অগ্নায় দণ্ড, অগ্নায় দণ্ড অপেক্ষা মৃগয়া, মৃগয়া অপেক্ষা অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, তদপেক্ষা জুয়া অৰ্ধাৎ দ্যুত ক্রীড়া এবং দ্যুত ক্রীড়া অপেক্ষা মত্তাদি সেবন অধিকতর দুঃখনীয় ॥ ১০ ॥ এ বিষয়ে নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, দুৰ্ঘট ব্যসনে আসক্ত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ। কারণ দুরাচারী ব্যক্তি যত অধিক দিন জীবিত থাকে, ততই তাহার পাপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং সে নীচ গতি প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর দুঃখ

ভোগ করিতে থাকে । যিনি কোন দৃষ্ট ব্যসনে আসক্ত হন না, তিনি মৃত্যুর পরেও সুখভোগ করেন । এই নিমিত্ত সকলের বিশেষতঃ রাজার কখনও মৃগয়া ও মত্তপান প্রভৃতি দৃষ্ট ব্যসনে আসক্ত না হইয়া সর্বদা ধর্মসঙ্গত গুণ-কর্ম-স্বভাব অনুযায়ী আচরণ ও সংকর্মে নিযুক্ত থাকা কর্তব্য ॥ ১১ ॥

রাজসভাসদৃ এবং মন্ত্রী বিরূপ হওয়া উচিত—

মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ দক্ষান্ কুলোদ্গতান্ ।
সচিবান্ সপ্ত চার্কৌ বা প্রকুব্বীত পরীক্ষিতান্ ॥ ১ ॥
অপি যৎ স্করং কর্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্ ।
বিশেষতোহসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ম্ ॥ ২ ॥
তৈঃ সার্কিং চিন্তয়েন্মিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্ ।
স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ ॥ ৩ ॥
তেষাং স্বং স্বমতিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্ ।
সমস্তানাঞ্চ কার্যেষু বিদধ্যাদ্বিতমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
অন্যানপি প্রকুব্বীত শুচীন প্রজ্ঞানবস্থিতান্ ।
সম্যগর্থসমাহর্তৃনমাত্যান্ সুপরীক্ষিতান্ ॥ ৫ ॥
নিবর্ত্তেতাস্মৈ যাবন্তিরিতি কর্তব্যতা নৃভিঃ ।
তাবতোহতদ্ভিতান্ দক্ষান্ প্রকুব্বীত বিচক্ষণান্ ॥ ৬ ॥
তেষামর্থং নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদ্গতান্ ।
শুচীনাংকরকর্মাশ্বে ভীরুনস্তনিবেশনে ॥ ৭ ॥
দূতং চৈব প্রকুব্বীত সর্বশাস্ত্রবিশারদম্ ।
ইঙ্গিতাকারচেষ্টজং শুচিং দক্ষং কুলোদ্গতম্ ॥ ৮ ॥
অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ ।
বপুস্মান্ বীতভীবাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে ॥ ৯ ॥

মনুঃ । ৭ । (৫৪-৫৭ । ৬০-৬৪) ॥

স্বরাজ্য ও স্বদেশোদ্ভব, বেদাদি শাস্ত্রবেত্তা, শৌর্যবীর্যশালী, ঘাঁহার লক্ষ্য অর্থাৎ বিচার নিষ্ফল হয় না, কুলীন এবং সুপরীক্ষিত এমন সাত আট জন ধার্মিক ও চতুর “সচিবান্” অর্থাৎ মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে ॥ ১ ॥ কারণ এই যে, বিশেষ সাহায্য ব্যতীত সহজ কর্মও একাকী সম্পাদন করা কঠিন । সুতরাং

সুমহান্ রাজকার্য্য একজনের দ্বারা কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? অতএব কোন ব্যক্তি বিশেষকে রাজ্য করিয়া তাঁহার বুদ্ধির উপর রাজকার্য্যের ভার স্থাপন করা নিতান্ত গর্হিত ॥ ২ ॥ সুতরাং সভাপতির কর্তব্য এই যে, তিনি প্রতিনিয়ত রাজকার্য্যে সুদক্ষ বিদ্বান্ মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিবেন। তদনুসারে কাহারও সহিত (সন্ধি) মিত্রতা, কাহারও সহিত (বিগ্রহ) বিরোধ করিবেন এবং (স্থান) স্থিতি ও সময় দেখিয়া নিজ রাজ্য রক্ষা করিয়া স্থির ভাবে অপেক্ষা করিবেন। (সমুদয়ন্) যখন নিজের অভ্যুদয় অর্থাৎ উন্নতি হয়, তখন দুই শত্রুকে আক্রমণ করিবেন। (শুশ্রূষন্) মূল রাজসেনা এবং রাজকোষাদি রক্ষা করিবেন। (লব্ধ প্রশমনানি) অধিকৃত দেশ সমূহের মধ্যে শান্তিস্থাপন ও উপদ্রব নিবারণ করিবেন। এই ছয়গুণ সম্বন্ধে প্রত্যহ চিন্তা করিবেন ॥ ৩ ॥ সভাসদগণের পৃথক্ পৃথক্ বিচার ও অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া বহুপক্ষ-সঙ্গত এবং নিজের ও পরের হিতজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ॥ ৪ ॥ পবিত্রাত্মা, বুদ্ধিমান, স্থিরবুদ্ধি, ধনসামগ্রী সংগ্রাহে অতিশয় নিপুণ এবং সুপরীক্ষিত ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন ॥ ৫ ॥ যতজন লোকের দ্বারা রাজকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, ততজন নিরলস, বলবান্ এবং সুচতুর প্রধান পুরুষকে অধিকারী অর্থাৎ কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৬ ॥ তাঁহাদিগের অধীনে শৌর্য্য-বীৰ্য্যশালী, বলবান, সঙ্কশজাত ও সচ্চরিত্র কর্ম্মচারীদিগকে গুরুতর কার্য্যে এবং ভীক ও দুর্বলচিত্তদিগকে আভ্যন্তরীণ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৭ ॥ প্রশংসনীয় কুলোদ্ভব, চতুর, পবিত্রচিত্ত, আকার-ইঙ্গিত ও চেষ্টা দ্বারা অন্তরের ভাব ও ভবিষ্যৎ জ্ঞাতা, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিকে দূত পদে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৮ ॥ যিনি রাজকার্য্যে অত্যন্ত উৎসাহী ও অনুরক্ত; যিনি অকপট, পবিত্রাত্মা ও সুচতুর; যিনি বহুকালের কথাও বিস্মৃত হন না; যিনি দেশ কালানুযায়ী আচরণ করেন এবং যিনি সুরূপ, নির্ভীক ও মহান্ বাগ্মী তিনি রাজদূত পদের উপযুক্ত ॥ ৯ ॥ কাহাকে কাহাকে কি কি অধিকার প্রদান করা উচিত :—

অমাত্যে দণ্ডে আয়ত্তো দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া ।

নৃপতো কোশরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধিবিপর্য্যয়ো ॥ ১ ॥

দূত এব হি সংধত্তে ভিনত্যেব চ সংহতান্ ।

দূতস্তৎকুরুতে কর্ম্ম ভিগন্তে যেন বা ন বা ॥ ২ ॥

বুদ্ধা চ সর্ব্বস্বত্বেন পররাজচিকীর্ষিতম্ ।

তথা প্রযত্নমতিষ্ঠেৎ যথাজ্ঞানং ন পীড়য়েৎ ॥ ৩ ॥

ধনুর্ভূর্গং মহীভূর্গমন্দ্ৰুর্গং বান্ধুর্গং বা ।
 নৃভূর্গং গিরিভূর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরম্ ॥ ৪ ॥
 একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্ধরঃ ।
 শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্ভূর্গং বিধীয়তে ॥ ৫ ॥
 তৎ স্মাদায়ুধসম্পন্নং ধনধান্যেন বাহনৈঃ ।
 ব্রাহ্মণৈঃ শিল্পিভির্ষট্ঠৈর্নৃবসেনোদকেন চ ॥ ৬ ॥
 তস্মা মধ্যো স্পর্শ্যাপ্তং কারয়েদগৃহমাত্মনঃ ।
 গুপ্তং সর্ব্বভূকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমম্বিতম্ ॥ ৭ ॥
 তদধ্যাস্তোদ্রহেস্তার্য্যাং সৰ্গাং লক্ষণান্বিতাম্ ।
 কূলে মহতি সম্ভূতাং হৃদ্যাং রূপগুণান্বিতাম্ ॥ ৮ ॥
 পুরোহিতং প্রকুর্বাতি বৃণ্মাদেব চত্বির্জম্ ।
 তেহস্য গৃহাণি কস্মাণি কুৰ্য্যুর্বৈ তানি কানি চ ॥ ৯ ॥

মনুঃ ৭। (৬৫।৬৬।৬৮।৭০।৭৪-৭৮) ॥

অমাত্যকে দণ্ডাধিকার প্রদান করিবেন, দণ্ডের সহিত বিনয় ব্যবস্থা অর্থাৎ
 যাহাতে অস্তায়রূপে দণ্ডদান করা না হয়, তাহার ব্যবস্থা থাকিবে । রাজকোষ
 এবং রাজকার্য্য রাজার অধীন, সকল কার্য্য সভার অধীন, এবং কাহারও সহিত
 মিত্রতা ও বিরোধ করিবার অধিকার দুতের অধীন থাকিবে ॥১॥ যিনি বিরোধের
 মধ্যে মিলন করেন এবং মিলিত দুর্ব্বৃত্তদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেন, তাঁহাকেই
 দূত বলে । শত্রুদিগের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করাই দূতের কার্য্য ॥২॥ সভাপতি
 এবং সভাসদগণ বা দূতাদি বিরোধী রাজার রাজ্যের যথার্থ অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া
 এইরূপ চেষ্টা করিবেন যাহাতে আপনাদের উপর কোন উপদ্রব না হয় ॥ ৩ ॥
 এই উদ্দেশ্যে সুন্দর বন এবং ধনধান্য পূর্ণ দেশে (ধনুর্ভূর্গম্) ধনুর্ধারী
 সৈন্যবেষ্টিত ভূর্গ, (মহীভূর্গম্) মৃত্তিকা নির্মিত ভূর্গ, (অন্দ্ৰুর্গম্) জলবেষ্টিত
 ভূর্গ, (বান্ধুর্গম্) বনবেষ্টিত ভূর্গ, (নৃভূর্গম্) চতুর্দিকে সৈন্য-পরিবেষ্টিত ভূর্গ এবং
 (গিরিভূর্গম্) অর্থাৎ চতুর্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত ভূর্গ নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে
 নগর স্থাপন করিবেন ॥৪॥ নগরের চতুর্দিকে (প্রাকার) প্রাচীর নির্মাণ
 করিবেন । কারণ তাহার অভ্যন্তরে থাকিয়া একজন ধনুর্ধারী ও শস্ত্রধারী
 বীরপুরুষ একশত শত্রুর বিরুদ্ধে এবং একশত বীরপুরুষ দশসহস্র শত্রুর

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। এই জন্ত দুর্গনির্মাণ অবশ্য কর্তব্য ॥ ৫ ॥ সেই দুর্গ অস্ত্র-শস্ত্র, ধন-খাদ্য, বাহন, অধ্যাপক ও উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ, (শিল্পী) কারু-কর, যন্ত্র, নানাবিধ কলা, (যুবসেন) পশু চারণের তৃণ ও জল প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিবে ॥ ৬ ॥ উহার মধ্যে জল, সর্বপ্রকার বৃক্ষ ও পুষ্পাদি বিশিষ্ট এবং সকল ঋতুতে সুখজনক, শ্বেতবর্ণ ভবন নিজের জন্ত নির্মাণ করিবেন, যেন তাহার মধ্যে যাবতীয় রাজকাৰ্য্য নির্বাহ হইতে পারে ॥ ৭ ॥ এতদূর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যাধ্যয়নের পর এই পর্য্যন্ত রাজকাৰ্য্য করিয়া রূপ-গুণ-সম্পন্ন হৃদয়বল্লভা, উচ্চকুলসম্ভবা, সুলক্ষণা, আত্মসদৃশী বিদ্যাগুণকর্ম্মস্বভাব-বিশিষ্টা ও ক্ষত্রিয় কুলজাতা একমাত্র স্ত্রীকেই বিবাহ করিবেন। অথ স্ত্রীলোকদিগকে অগম্যা জানিয়া তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না ॥ ৮ ॥ রাজপরিবারে অগ্নিহোত্র ও পক্ষেষ্টি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্ত ঋত্বিক ও পুরোহিত গ্রহণ করিবেন এবং স্বয়ং সর্বদা রাজকাৰ্য্যে তৎপর থাকিবেন। অর্থাৎ দিবারাত্র রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত থাক। এবং কোন কাৰ্য্য বিকৃত হইতে না দেওয়াই রাজার পক্ষে স্কোপাসনাদি কর্ম্ম ॥ ৯ ॥

সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েত্বলিম্ ।

স্যাচ্ছান্নায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবর্ষষু ॥ ১ ॥

অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কুর্যাৎ তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ ।

তেহস্য সর্বাণ্যবেক্ষেরম্ গাং কার্য্যাণি কুর্ব্বতাম্ ॥ ২ ॥

আরুতানাং গুরুকুলাদ বিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ ।

নৃপাণামক্ষয়ো হেয নিধিত্র্যাক্কো বিধীয়তে ॥ ৩ ॥

সর্বোত্তমাধর্ম্মৈ রাজা ত্বাহুতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ ।

ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ ৪ ॥

আহবেষু মিথোহন্যোহন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ ।

যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৫ ॥

ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাজ্জলিম্ ।

ন যুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতিবাদিনম্ ॥ ৬ ॥

ন স্তপ্তং ন বিসম্বাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্ ।

নায়ুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্ ॥ ৭ ॥

নায়ুধব্যসনং প্রাপ্তং নার্তং নাতিপরিষ্কৃতম্ ।
 ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্মমনুষ্মরন্থ ॥ ৮ ॥
 যন্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পঠৈঃ ।
 ভর্তৃর্ষদ্ভুক্তং কিঞ্চিদ্ভৎ সর্বং প্রতিপত্তে ॥ ৯ ॥
 যচ্চাস্য স্মৃকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জিতম্ ।
 ভর্তা তৎসর্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু ॥ ১০ ॥
 রথাস্থং হস্তিনং ছত্রং ধনং ধাত্মং পশুন্ স্ত্রিয়ঃ ।
 সর্বদ্রব্যগি কুপ্যং চ যো যজ্জয়তি তস্য তৎ ॥ ১১ ॥
 রাজশ্চ দহ্যরুদ্ধারমিত্যেবা বৈদিকী শ্রুতিঃ ।
 রাজা চ সর্বযোধেভ্যো দাতব্যমপৃকং জিতম্ ॥ ১২ ॥

মনুঃ (৭ । ৮০-৮২, ৮৭, ৮৯, ৯১-৯৭) ॥

আশু পুরুষদিগের দ্বারা বার্ষিক কর আদায় করিবেন এবং সভাপতি রূপ
 রাজা ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ, এইসব সভা বেদবিধি অনুসারে প্রজাদিগের
 সহিত পিতার স্থায় ব্যবহার করিবেন ॥ ১ ॥ সভা উক্ত রাজকার্যে ভিন্ন ভিন্ন
 অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। তাঁহাদের কর্তব্য এই হইবে যে, বিভিন্ন কার্যে
 নিযুক্ত রাজকর্মচারিগণ নিয়মানুসারে সমুচিত কার্য করেন কি না তাহা তাঁহারা
 পর্যবেক্ষণ করিবেন। যাঁহারা সমুচিত কার্য করেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত
 করিবেন এবং যাঁহারা বিরুদ্ধ কার্য করেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দিবেন ॥ ২ ॥
 যে কেহ বেদ প্রচাররূপ রাজার অক্ষয় ধন ভাণ্ডারের প্রচারের জন্য যথারীতি ব্রহ্মচর্য্য
 দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নান্তে গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইলে, রাজা ও রাজসভা
 তাঁহার ও তাঁহার আচার্য্যের যথোচিত সম্মান করিবেন ॥ ৩ ॥ এতদ্বারা বিদ্বান্ভাতি
 হওয়াতে রাজ্যের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রজাপালক রাজাকে তদপেক্ষা
 উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট অথবা তত্তুল্য কেহ কখনও সংগ্রামে আহ্বান করিলে তিনি ক্ষাত্র
 ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রায় নিবৃত্ত হইবেন না। অর্থাৎ তিনি এইরূপ কৌশল
 সহকারে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন, যেন নিশ্চয় নিজের বিজয় লাভ হয় ॥ ৪ ॥
 যে রাজা সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া শত্রু হননেচ্ছায় নির্ভয়ে যথাসক্তি যুদ্ধ
 করেন, তিনিই স্মৃথ লাভ করেন। স্মৃচরাং সংগ্রামে কখনও পরাস্থ হওয়া উচিত
 নহে। তবে শত্রুকে জয় করিবার জন্য কখনও কখনও তাহার সন্মুখ হইতে

লুণ্ঠায়িত থাক। আবশ্যক। কারণ যেরূপে শত্রুকে জয় করা যায়, সেইরূপ কার্য্যই করা উচিত। যেমন সিংহও ক্রোধবশতঃ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া শীঘ্র শস্ত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ মূর্খতাবশতঃ বিনষ্ট হইবে না ॥ ৫ ॥ যাহারা যুদ্ধকালে এদিক সেদিক দণ্ডায়মান থাকে যাহারা নপুংসক, কুভাঞ্জলি, উন্মুক্তকেশ ও উপবিষ্ট; যাহারা বলে “আমি তোমার শরণাগত” ॥ ৬ ॥ যাহারা নিস্ত্রিত, মুচ্ছিত, নগ্ন, অস্ত্র-শস্ত্রহীন, যুদ্ধদর্শক, শত্রুর সঙ্গী, ॥ ৭ ॥ যাহারা অস্ত্র-শস্ত্রাঘাতে পীড়িত, হুঃখগ্রস্ত, অত্যন্ত আহত, ভীত এবং পলায়নপর; যোদ্ধৃগণ সৎপুরুষদিগের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে কখনও বধ করিবেন না। কিন্তু তাহাদিগকে ধরিয়া যে শিষ্ট, তাহাকে কারাগারে রাখিয়া দিবেন এবং যথোচিত খাদ্য এবং পরিধেয় প্রদান করিবেন। আহতদিগকে বিধিপূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করিবেন, তাহাদিগকে উদ্ধাক্ত না করিয়া এবং কষ্ট না দিয়া তাহাদের দ্বারা উপযুক্ত কার্য্য করাইয়া লইবেন। বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, রোগাতুর এবং শোকার্তদিগের উপর কখনও শস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত নহে। কিন্তু তাহাদের পুত্র-কন্যাদিগকে নিজ সন্তানবৎ পালন করা কর্তব্য। নারীদিগকে নিজ ভগ্নী অথবা কন্যাবৎ মনে করিবে ও পালন করিবে। কখনও তাহাদিগকে বিষয়াসক্তির দৃষ্টিতে দেখিবে না। রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, যাহাদের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধাশঙ্কা না থাকে, তাহাদিগকে সসন্ত্রমে মুক্ত করিয়া তাহাদের গৃহে অথবা দেশে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু যাহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে সর্ব্বদা কারারুদ্ধ রাখিবেন ॥ ৮ ॥ যে ভৃত্য ভীত হইয়া পলায়ন করিবার পর শত্রুকর্তৃক নিহত হয়, সে তাহার প্রভুর সমস্ত অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া দণ্ডনীয় হইবে ॥ ৯ ॥ যে খ্যাতি প্রতিপত্তি দ্বারা সে ইহলোক এবং পরলোকে সুখী হইতে পারিত, তাহা তাহার প্রভু প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি পলায়নান্তে নিহত হয়, তাহার কিছুমাত্র সুখলাভ হয় না, প্রভুত্ব তাহার সমস্ত পুণ্যফল নষ্ট হইয়া যায়। যিনি ধর্ম্মানুসারে যথোচিত যুদ্ধ করেন, তিনি সম্মান প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥ যুদ্ধে যে যে সৈনিক অথবা সেনাধ্যক্ষ রথ, অশ্ব, হস্তী, ছত্র, ধন, ধাতু, গবাদি পশু, নারী এবং অন্ত সকল প্রকার দ্রব্য, স্তব্ধ, তৈলের কলস প্রভৃতি বাহা বাহা জয় করেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা কখনও ভঙ্গ করা উচিত নহে ॥ ১১ ॥ কিন্তু সৈনিকগণও ঐ সকল বিজয়লব্ধ সামগ্রীর এক ষোড়শাংশ রাজাকে দিবেন। রাজাও সকলের সম্মিলিত যুদ্ধে জয়লব্ধ ধনের ষোড়শাংশ সৈন্যদিগকে দিবেন। যুদ্ধে নিহত সৈনিকের অংশ

ভাঁহার স্ত্রী ও সন্তানদিগকে দিবেন এবং ভাঁহার স্ত্রীকে ও অসমর্থ বালকদিগকে যথোচিত পালন করিবেন। যখন বালকগণ সমর্থ হইবে, তখন তাহাদিগকে যোগ্যভানুসারে অধিকার দিবেন। যিনি নিজ রাজ্যবৃদ্ধি, সম্মান, বিজয় এবং আনন্দবৃদ্ধির ইচ্ছা করেন, তিনি কখনও এই সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবেন না ॥ ১২ ॥

অলঙ্কং চৈব লিপ্সত লঙ্কং রক্ষতং প্রযত্নতঃ ॥
 রক্ষিতং বর্দ্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেযু নিঃক্ষিপেৎ ॥ ১ ॥
 অলঙ্কমিচ্ছেদদণ্ডেন লঙ্কং রক্ষদবেক্ষয়া ।
 রক্ষিতং বর্দ্ধয়েদ্ বৃদ্ধ্যা বৃদ্ধং দানেন নিঃক্ষিপেৎ ॥ ২ ॥
 অমায়্যৈষ বর্ত্তেত ন কথঞ্চন মায়য়া ।
 বুধ্যতারিপ্রযুক্তাঞ্চ মায়ামিত্যং স্বসংবৃতঃ ॥ ৩ ॥
 নাস্য ছিদ্রং পরো বিদ্যাচ্ছিদ্রং বিদ্যাৎ পরস্য তু ।
 গৃহেৎ কুর্শ্ব ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবরমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
 বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ ।
 বৃকবচ্চাবলুপ্পত শশবচ্চ বিনিপ্পতেৎ ॥ ৫ ॥
 এবং বিজয়মানস্য যেহস্য স্ত্র্যঃ পরিপত্নিনঃ ।
 তানানয়েদ্বশং সর্ব্বান্ সামাদিভিরুপক্ৰমৈঃ ॥ ৬ ॥
 যথোদ্ধরতি নির্দাতা কক্ষং ধাত্বং চ রক্ষতি ।
 তথা রক্ষেন্ পো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপত্নিনঃ ॥ ৭ ॥
 মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যানবেক্ষয়া ।
 সোহচিরাদ্ভুশ্চতে রাজ্যাৎ জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ ॥ ৮ ॥
 শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা ।
 তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ ॥ ৯ ॥
 রাষ্ট্রস্য সংগ্রহে নিত্যং বিধানমিদমাচরেৎ ।
 স্ত্রসংগৃহীতরাষ্ট্রোহি পাথিবঃ স্ত্রথমেধতে ॥ ১০ ॥
 ছয়োত্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্ ।
 তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুর্য্যাদ্ভাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্ ॥ ১১ ॥

গ্রামস্যাধিপতিং কুর্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা ।

বিংশতীশং শতেশং চ সহস্রপতিমেব চ ॥ ১২ ॥

গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনৈকৈঃ স্বয়ম্ ।

শংসেদ্ গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনম্ ॥ ১৩ ॥

বিংশতীশস্ত তৎ সর্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ ।

শংসেদ্ গ্রামশতেশস্ত সহস্রপতয়ে স্বয়ম্ ॥ ১৪ ॥

তেষাং গ্রাম্যাণি কার্য্যাণি পৃথক্কার্য্যাণি চৈব হি ।

রাজ্ঞোহন্যঃ সচিবঃ স্নিগ্ধস্তানি পশ্চেদতদ্ভিতঃ ॥ ১৫ ॥

নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্বার্থচিন্তকম্ ।

উচ্চৈঃ স্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহম্ ॥ ১৬ ॥

স তাননুপরিজ্ঞামেৎ সর্বানৈব সদা স্বয়ম্ ।

তেষাং বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ ॥ ১৭ ॥

রাজ্ঞো হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ ।

ভৃত্যা ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যো রক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥ ১৮ ॥

যে কার্য্যিকেভ্যোহর্থমেব গৃহ্নীযুঃ পাপচেতসঃ ।

তেষাং সর্বস্বমাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনম্ ॥ ১৯ ॥

মনু০ ৭ । (৯৯।১০।১১০৪-১০৭।১১০-১১৭।১২০-১২৪) ॥

রাজা এবং রাজসভা অলক ধনের প্রাপ্তি ইচ্ছা করিবেন, লক ধন যত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন, রক্ষিত ধনের বৃদ্ধি করিবেন এবং বর্দ্ধিত ধন বেদবিজ্ঞা, ধর্ম্মপ্রচার, বিজ্ঞানী, বেদোপদেশক, অসমর্থ ও অনাথদিগের প্রতিপালনের জন্ত ব্যয় করিবেন ॥১॥ এই চতুর্বিধ পুরুষকারের প্রয়োজন জানিয়া আলস্য পরিত্যাগ পূর্বক সর্বদা উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করিবেন । দণ্ড দ্বারা অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ইচ্ছা করিবেন, প্রাপ্ত ধন রক্ষা করিবেন এবং রক্ষিত ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি করিবেন । বর্দ্ধিত ধন পূর্বোক্তরূপে সর্বদা ব্যয় করিবেন ॥২॥ কাহারও সহিত কখনও কপট ব্যবহার করিবেন না, কিন্তু সকলের সহিত অকপট ব্যবহার করিবেন । প্রত্যহ আত্মরক্ষা করিয়া শত্রুর কৃত ছল জানিয়া উহার প্রতিরোধ করিবেন ॥৩॥ কোন শত্রু যেন নিজের ছিত্র অর্থাৎ দুর্বলতা জানিতে না পারে, কিন্তু স্বয়ং শত্রুর ছিত্র অবগত থাকিবেন । কচ্ছপ

যেমন নিজ অঙ্গকে গুপ্ত রাখে সেইরূপ শত্রুপ্রবেশের ছিত্র গোপন রাখিবেন ॥৪॥ বক যেমন ধানস্থিত হইয়া মৎস্ত ধরিবার জন্ত তাকাইতে থাকে, সেইরূপ অর্থগুগ্রহের চিন্তা করিতে থাকিবেন এবং ধন-সম্পত্তি ও বল বৃদ্ধি করিয়া শত্রুকে জয় করার জন্ত সিংহ সদৃশ পরাক্রম দেখাইবেন। ব্যাঘ্রের ন্যায় লুকাইত থাকিয়া শত্রুকে ধৃত করিবেন এবং সমীপাগত বলবান্ শত্রুর নিঃকট হইতে শশকের ন্যায় দূরে পলায়ন করিয়া পরে ছলপূর্বক তাহাকে করায়ত্ত করিবেন ॥৫॥ ঐদৃশ বিজয়ী সভাপতির রাজ্যে যে সকল পরিপন্থী অর্থাৎ দম্বা ও লুণ্ঠনকারী থাকে, তাহাদিগকে (সাম) মিত্রতার দ্বারা, (দান) কিঞ্চিৎ দান দ্বারা এবং (ভেদ) ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বশীভূত করিবেন। এই সকল উপায়ে বশীভূত না হইলে, অত্যন্ত কঠোর দণ্ড দ্বারা বশীভূত করিবেন ॥৬॥ ধান ভানুনি যেমন ভূষ পৃথক করিয়া তণ্ডুল রক্ষা করে, অর্থাৎ চূর্ণ হইতে দেয়না, রাজ্যও সেইরূপ দম্বা-তক্ষরদিগকে বিনাশ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবেন ॥৭॥ যে রাজা মোহ ও অবিচার বশতঃ স্বীয় রাজ্য দুর্বল করে, সে জীবদ্দশাতেই রাজ্য ও বন্ধুবান্ধবের সহিত শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥৮॥ যেমন শরীর ক্ষীণ হইলে প্রাণীদিগের প্রাণও ক্ষীণ হইয়া যায়, সেইরূপ রাজা প্রজাবর্গকে দুর্বল করিলে, সে তাহার প্রাণ অর্থাৎ বল এবং বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥৯॥ অতএব রাজা ও রাজসভা রাজকার্য্য সম্পাদনের জন্ত চেষ্টা করিবেন, যেন তাহা যথোচিত সম্পাদিত হয়। যে রাজা রাজ্যপালনে সর্বতোভাবে তৎপর থাকেন, তাহার সর্বদা সুখবৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥১০॥ এই উদ্দেশ্যে দুই, তিন, পাঁচ ও শতগ্রামের মধ্যে এক একটি রাজকীয় কার্যালয় রাখিতে হইবে। তন্মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে ভূতা অর্থাৎ কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া যাবতীয় রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইবে ॥১১॥ এক এক গ্রামের উপর একজন প্রধান কর্মচারী থাকিবেন। তাদৃশ দশখানি গ্রামের উপর দ্বিতীয় কর্মচারী, বিংশ গ্রামের উপর তৃতীয়; একশত গ্রামের উপর চতুর্থ এবং এক সহস্র গ্রামের উপর পঞ্চম কর্মচারী থাকিবেন। অর্থাৎ আজকাল যেমন এক গ্রামে একজন “পাটোয়ারী”, তাদৃশ দশখানি গ্রামের উপর এক থানা, দুই থানার উপর এক বড় থানা, তাদৃশ পাঁচ বড় থানার উপর এক “তহশীল” এবং দশ “তহশীলের” উপর এক জিলা নির্দ্ধারিত থাকে, সেইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে। আমাদের মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে এবংবিধ রাজনীতি গ্রহণ করা হইয়াছে ॥১২॥ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া আদেশ দিতে হইবে যে, পূর্বোক্ত এক এক গ্রামাধ্যক্ষ

গ্রামগুলির মধ্যে প্রত্যহ যে সকল দোষ ঘটে, ঐ সকল দশগ্রামের অধ্যক্ষকে গোপনে জানাইবেন। সেই দশগ্রামের অধ্যক্ষ সেইরূপে দশগ্রামের বিষয় প্রত্যহ বিংশগ্রামের অধ্যক্ষকে জানাইবেন। ১৩॥ সেইরূপে বিংশ গ্রামের অধ্যক্ষ বিংশ-গ্রামের বিষয় প্রত্যহ শতগ্রামের অধ্যক্ষকে জানাইবেন। সেইরূপে শতগ্রামের অধ্যক্ষ শত গ্রামের বিষয় সহস্র গ্রামের অধ্যক্ষকে প্রত্যহ জানাইবেন। আবার প্রত্যেক বিংশ গ্রামের পাঁচ অধ্যক্ষ প্রতি সহস্র গ্রামের অধ্যক্ষকে এবং প্রত্যেক সহস্র গ্রামের দশ অধ্যক্ষ দশসহস্র গ্রামের অধ্যক্ষকে এবং লক্ষ গ্রামের রাজসভাকে প্রতিদিনের অবস্থা জানাইবেন। আবার ঐ সকল রাজসভা মহারাজসভাকে অর্থাৎ সার্বভৌম চক্রবর্তী মহারাজসভাকে সমস্ত পৃথিবীর অবস্থা জানাইবেন ॥১৪॥

সেহরূপ প্রত্যেক দশ সহস্র গ্রামের উপর দুইজন সভাপতি থাকিবেন। তাঁহাদের একজন রাজসভায় থাকিয়া এবং অপর অধ্যক্ষ নিরলস ভাবে ভ্রমণ করিয়া, গ্রামাধীশ প্রভৃতি রাজকর্মচারীদিগের কার্যাবলী সর্বদা পরিদর্শন করিবেন ॥১৫॥

প্রধান প্রধান নগর সমূহে বিচার সভার জন্ত এক একটি সুন্দর, সমুন্নত এবং চন্দ্রমাসদৃশ বিশালভবন নির্মিত হইবে। সেই স্থানে যাঁহারা বিজ্ঞাবলে সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়াছেন, সেইরূপ মহান্ জ্ঞানবুদ্ধগণ বসিয়া বিচার করিবেন। যে সকল নিয়ম দ্বারা রাজা ও প্রজাবর্গের উন্নতি হয়, তাঁহারা সে সকল নিয়ম এবং বিজ্ঞা প্রকাশিত করিবেন ॥১৬॥

নিত্য ভ্রমণকারী সভাপতির অধীনে সমস্ত গুপ্তচর এবং দূত থাকিবেন, ইঁহারা রাজপুরুষ এবং ভিন্ন বর্ণেরও হইবেন। রাজা গুপ্তভাবে তাঁহাদের নিকট হইতে রাজকর্মচারী এবং প্রজাবর্গের সমস্ত দোষগুণ অবগত হইয়া অপরাধীকে দণ্ড দিবেন এবং গুণবান্কে সম্মানিত করিবেন ॥১৭॥

রাজা ধার্মিক সুপরীক্ষিত বিদ্বান্ এবং উচ্চ কুলসম্ভূত ব্যক্তিদিগের হস্তে প্রজা রক্ষার ভার গৃহ্য করিবেন। শঠ, পরস্বাপহারী, তস্কর এবং দস্যুদিগকেও কুকর্ম হইতে রক্ষা করিবার জন্ত পূর্বোক্ত রক্ষাকারী বিদ্বানদিগের অধীনে রাজভৃত্য নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা প্রজাবর্গের যথোচিত রক্ষা বিধান করিবেন ॥১৮॥

যে রাজকর্মচারী অশ্রায়রূপে বাদী ও প্রতিবাদীর নিকট হইতে গোপনে ধন লইয়া পক্ষপাত পূর্বক অন্তায় করে, তাহাকে যথোচিত দণ্ডদান করা কর্তব্য। তাহার সর্বস্ব হরণ করিয়া তাহাকে এমন স্থানে রাখিবেন, যেন সে স্থান হইতে তাহার প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব না হয়। তাহাকে দণ্ডদান করা না হইলে, তাহার অনুসরণ করিয়া অশ্রয় রাজকর্মচারিগণও তাহার দ্বায় কুকর্ম করিতে পারে। কিন্তু তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইলে অশ্রয় সকলে রক্ষা পাইবে।

যে পরিমাণ ধন দ্বারা রাজকৰ্ম্মচারীদের উত্তমরূপ যোগক্ষেম হইতে পারে এবং তাঁহারা ধনাঢ্যও হইতে পারেন, সেই পরিমাণ ধন অথবা (তৎপরিবর্তে) ভূমি, রাজ্যের পক্ষ হইতে মাসিক বা বার্ষিক হিসাবে অথবা এককালে তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন। বৃদ্ধ কৰ্ম্মচারিগণও অর্ধেক পাইবেন কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যিক যে, কেবলমাত্র তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই তাঁহাদের উক্ত ব্যবস্থা স্থির থাকিবে, মৃত্যুর পরে নহে। রাজা তাঁহাদের সম্মানদিগকে যোগ্যতানুসারে সম্মান অথবা চাকুরী অবশ্য দিবেন। যাহার সম্মান যতদিন সমর্থ না হয় এবং স্ত্রী যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহাদের জীবিকা নির্বাহার্থ উচিত পরিমাণ ধন দিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদের স্ত্রী ও পুত্রগণ কুকৰ্ম্মরত হইলে কিছুই পাইবেন না। রাজা এই নীতি চিরকাল পালন করিবেন ॥ ১৯ ॥

যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কৰ্ত্তা চ কৰ্ম্মণাম্ ।

তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্ ॥ ১ ॥

যথাহল্লাহল্লমদন্ত্যাহতং বার্য্যোকোবৎসবট্‌পদাঃ ।

তথাহল্লাহল্লো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদাজ্ঞাব্দিকং করঃ ॥ ২ ॥

নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনো মূলং পরেষাং চাতিতৃষণা ।

উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনো মূলমাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ ॥

তীক্লশ্চৈব মুহুশ্চ রাজা ভবতি সম্মতঃ ॥ ৪ ॥

এবং সৰ্ব্বং বিধায়েদমিতিকৰ্ত্তব্যমাত্মনঃ ।

যুক্তশ্চৈবাশ্রমভ্রষ্টা পরিরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৫ ॥

বিক্রোশন্ত্যেযা যস্য রাষ্ট্রাদগ্নিয়ন্তে দন্ত্যভিঃ প্রজাঃ ।

সম্পশ্যতঃ সতৃপ্যন্ত্য মৃতঃ স ন তু জীবতি ॥ ৬ ॥

কজ্রিয়ন্ত্য পরোধৰ্ম্মঃ প্রজানামেব পালনম্ ।

নির্দিষ্টফলভোক্তা হি রাজা ধৰ্ম্মেণ যুজ্যতে ॥ ৭ ॥

মনু० ৭ । (১২৮ । ১২৯ । ১৩৯ । ১৪০ । ১৪২-১৪৪) ॥

যাহাতে রাজা, কৰ্ম্মাধ্যক্ষ, রাজপুরুষ এবং প্রজাবর্গ সুখরূপ ফল লাভ করিতে পারেন, সেইরূপ বিচার পূর্বক রাজা ও রাজ-সভা রাজ্যের কর নির্ধারণ করিবেন ॥ ১ ॥ জলৌকা, গোবৎস এবং ভ্রমর যেমন অল্প অল্প করিয়া খাওয়া গ্রহণ করে, সেইরূপ রাজাও প্রজাদিগের নিকট হইতে অল্প অল্প বার্ষিক কর

গ্রহণ করিবেন ॥ ২ ॥ অতি লোভ বশতঃ কখনও নিজের বা অস্ত্রের সুখের মূলোচ্ছেদ অর্থাৎ নাশ করিবেন না । কারণ, যিনি সদাচরণ ও সুখের মূলোচ্ছেদ করেন, তিনি নিজেকে এবং অপর সকলকে কেবল দুঃখই দিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ যে মহীপতি কার্য্য দেখিয়া কঠোর এবং কোমল হন, তিনি দুষ্টদিগের প্রতি কঠোর এবং শিষ্টদিগের প্রতি কোমল ব্যবহার দ্বারা অত্যন্ত সম্মানিত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ এইরূপে রাজ্যের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাজা অগ্রমস্ত তাবে নিরন্তর প্রজা পালনে নিযুক্ত থাকিবেন ॥ ৫ ॥ যখন রাজ্যে দম্যগণ রোদ্ধমান প্রজাদিগের ধনসম্পত্তি ও প্রাণ হরণ করিতে থাকে, তখন যে রাজা কৰ্ম্মচারী ও অমাত্যদিগের সহিত তাহা দেখেন, তাঁহাকে জীবিত মনে না করিয়া কৰ্ম্মচারী ও অমাত্যবর্গের সহিত মৃত মনে করিবে । সেই রাজা মহা দুঃখভাগী ॥ ৬ ॥ অতএব প্রজা পালন করাই রাজার পরম ধর্ম্ম । মনুষ্যুতির সপ্তম অধ্যায়ে যেরূপ কর গ্রহণের কথা আছে এবং সভা যেরূপ কর নির্দ্ধারিত করেন, সেইরূপ করভোগী রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সুখী হন । তাহার বিপরীত আচরণ করিলে দুঃখ ভোগ করিতে হয় ॥ ৭ ॥

উথায় পশ্চিমে যামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ ।

হুতায়িত্রীক্ষণাশ্চার্য্য প্রবিশেৎ স শুভাং সভাম্ ॥ ১ ॥

তত্র স্থিতাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ প্রতিনন্দ্য বিসর্জয়েৎ ।

বিসৃজ্য চ প্রজাঃ সর্বা মন্ত্রয়েৎ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ২ ॥

গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ ।

অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ ॥ ৩ ॥

যশ্চ মন্ত্রং ন জানন্তি সমাগম্য পৃথগ্ জনাঃ ।

স কৃৎস্নাং পৃথিবীং ভুঙ্ক্তে কোশহীনোহপি পার্শ্বিণঃ ॥ ৪ ॥

মনু০ ৭ । (১৪৫—১৪৮) ॥

রাজা রাত্রির শেষ প্রহরে গাত্রোপানপূর্বক শৌচান্তে নিবিষ্টচিত্তে পরমেশ্বরের ধ্যান এবং অগ্নিহোত্র করিবেন । তাহার পর ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্দিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া ভোজনান্তে সভায় প্রবেশ করিবেন ॥ ১ ॥ তিনি সভায় উপস্থিত দণ্ডায়মান প্রজাবর্গকে সসম্মানে বিদায় দিয়া প্রধান মন্ত্রীর সহিত রাজ্যব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন ॥ ২ ॥ পরে তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতে

যাইবেন । পৰ্ব্বত শিখরে অথবা কোন নির্জন্ম গৃহে, অথবা শলাকাশূণ্ড নির্জন্ম
অরণ্যে বসিয়া বিরুদ্ধ ভাবনা পরিত্যাগপূর্বক মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিবেন ॥ ৩ ॥
অপর লোকেরা মিলিত হইয়া যে রাজার গুঢ় মন্ত্রণা জানিতে পারে না অর্থাৎ
বাঁহার মন্ত্রণা গভীর, শুদ্ধ, এবং পরোপকারার্থ সর্বদা গুপ্ত থাকে, সেই রাজা
ধনহীন হইলেও সমস্ত পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন । অতএব
সভাসদ্বর্গের অনুমোদন ব্যতীত রাজা স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিবেন না ॥ ৪ ॥

আসনং চৈব যানং চ সন্ধিং বিগ্রহমেব চ ।

কার্য্যং বীক্ষ্য প্রযুক্তীত দ্বৈধং সংশ্রয়মেব চ ॥ ১ ॥

সন্ধিং তু দ্বিবিধং বিতাদ্ রাজা বিগ্রহমেব চ ।

উভে যানাসনে চৈব দ্বিবিধং সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ২ ॥

সমানযানকক্ষ্মা চ বিপরীতস্তথৈব চ ।

তথা ত্রায়তিসংযুক্তঃ সন্ধিক্ষেত্রয়ো দ্বিলক্ষণঃ ॥ ৩ ॥

স্বয়ংকৃতশ্চ কার্য্যার্থমকালে কাল এব বা ।

মিত্রস্ত চৈবাপকৃতে দ্বিবিধো বিগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥

একাকিনশ্চাত্যয়িকে কার্য্যে প্রাপ্তে যদৃচ্ছয়া ।

সংহতস্ত চ মিত্রেণ দ্বিবিধং যানমুচ্যতে ॥ ৫ ॥

ক্লীণস্য চৈব ক্রমশো দৈবাৎ পূর্বকৃতেন বা ।

মিত্রস্য চানুরোধেন দ্বিবিধং স্মৃতমাসনম্ ॥ ৬ ॥

বলস্য স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ।

দ্বিবিধং কীর্ত্যতে দ্বৈধং ষাড্গুণ্যগুণবেদিভিঃ ॥ ৭ ॥

অর্থসম্পাদনার্থঞ্চ পীড্যমানঃ স শত্রুভিঃ ।

সাধুযু ব্যপদেশার্থং দ্বিবিধং সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥

যদাবগচ্ছেদায়ত্যাধিক্যং ধ্রুবমান্ননঃ ।

তদাত্তে চাল্লিকাং পীড়াং তদা সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৯ ॥

যদা প্রহৃষ্টা মন্ত্ৰেত সর্বাস্তু প্রকৃতীর্ভূশম্ ।

অভ্যুচ্ছ্রিতং তথাত্মনং তদা কুব্বীত বিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥

যদা মন্ত্ৰেত ভাবেন হৃষ্টং পুষ্টং বলং স্বকম্ ।

পরস্য বিপরীতঞ্চ তদা যানাদ্রিপুং প্রতি ॥ ১১ ॥

যদা তু স্যাৎ পরিক্ষীণো বাহনেন বলেন চ ।

তদাসীত প্রযত্নেন শনৈকৈঃ সাস্ত্রয়ম্বরীন্ ॥ ১২ ॥

মন্যেতারিং যদা রাজা সর্বথা বলবত্তরম্ ।

তদা দ্বিধা বলং কৃৎস্না সাধয়েৎ কার্য্যমাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥

যদা পরবলানাস্তু গমনীয়তমো ভবেৎ ।

তদা তু সংশ্রয়েৎ ক্ষিপ্ৰং ধার্ম্মিকং বলিনং নৃপম্ ॥ ১৪ ॥

নিগ্রহং প্রকৃতীনাং চ কুর্য্যাদযোহরিবলস্য চ ।

উপসেবেত তং নিত্যং সর্ব্বযত্নৈর্গুৰুং যথা ॥ ১৫ ॥

যদি তত্রাপি সংপশ্চোদ্যোঃ সংশ্রয়কারিতম্ ।

সুযুদ্ধমেব তত্রাহপি নির্বিশকঃ সমাচরেৎ ॥ ১৬ ॥

মনুঃ ৭ । (১৬১—১৭৬) ॥

রাজা এবং রাজকর্মচারীদিগের সর্ব্বদা এ বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, (আসন) স্থিরতা, (যান) শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা, (সন্ধি) শত্রুর সহিত মিত্রতা স্থাপন, (বিগ্রহ) ছুঁই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা, (দৈধ) সেনা ছুঁইভাগে বিভক্ত করিয়া স্ববিনয় সাধন করা এবং (সংশ্রয়) দুর্বল অবস্থায় অথবা কোন শক্তিশালী রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা—এই ছয় প্রকার কার্য্যে যথোচিত বিচার পূর্ব্বক করা কর্তব্য ॥১॥ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দৈধীভাব এবং সংশ্রয়—রাজা এই গুলির ছুঁই প্রকারের প্রত্যেকটি সম্যকরূপে অবগত হইবেন ॥২॥ (সন্ধি) শত্রুর সহিত সন্ধি অথবা বিপরীত আচরণ করিবেন, কিন্তু নিরন্তর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্তব্য করিতে থাকিবেন । এই ছুঁই প্রকারের সন্ধি হইয়া থাকে ॥৩॥ (বিগ্রহ) কার্য্যসিদ্ধির জন্ত সময়ে বা অসময়ে স্বয়ংকৃত অথবা মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে অপরাধী শত্রুর সহিত কৃত বিরোধ—এই ছুঁই প্রকার বিরোধ হইয়া থাকে ॥৪॥ (যান) অকস্মাৎ কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, একাকী অথবা মিত্রপক্ষের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা,—এই ছুঁই প্রকারের যান বা গমন ॥৫॥ (আসন) স্বয়ং কোন কারণে ক্রমশঃ ক্ষীণ অর্থাৎ হীনবল হইয়া গেলে অথবা কোন মিত্রপক্ষের অনুরোধ বশতঃ স্বস্থানে বসিয়া থাকা—এই ছুঁই প্রকারের আসন ॥৬॥ (দৈধ) কোন কার্য্যসিদ্ধির জন্ত সেনাপতি ও সেনাদিগকে ছুঁইভাগে বিভক্ত করিয়া বিজয়লাভ করা,—এই ছুঁই প্রকারের দৈধ ॥৭॥ (সংশ্রয়) কোন কার্য্যসিদ্ধির জন্ত কোন শক্তিশালী রাজা অথবা

কোন মহাস্থান আশ্রয় গ্রহণ করা, যাহাতে শত্রু কর্তৃক উৎপীড়িত হইতে না হয়,—এই দুই প্রকারের আশ্রয় ॥৮॥ যখন জানা যাইবে যে, অমুক সময়ে যুদ্ধ হইলে কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু তাহার পর যুদ্ধ করিলে উন্নতি এবং বিজয়লাভ অবশ্য হইবে, তখন শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া উচিত সময় পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন ॥৯॥ যখন নিজের সমস্ত প্রজা অথবা সেনা অত্যন্ত প্রসন্ন, উন্নতিশীল এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইবে এবং নিজেকেও সেইরূপ মনে করিবেন, তখনই শত্রুর সহিত বিগ্রহ (যুদ্ধ) করিবেন ॥১০॥ যখন নিজের বল অর্থাৎ সেনা হ্রস্ব, পুষ্টি এবং প্রসন্ন, কিন্তু শত্রুর বল তদ্বিপরীত, অর্থাৎ ক্ষীণ বলিয়া জানিবেন, তখনই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন ॥১১॥ সেনা বলবাহনে ক্ষীণ হইয়া গেলে রাজা শত্রুদিগকে ধীরে ধীরে যত্নের সহিত শাস্ত করিয়া স্বস্থানে অবস্থান করিবেন ॥১২॥ যে সময় রাজা শত্রুকে অত্যন্ত বলবান্ মনে করিবেন, তখন দ্বিগুণ অথবা দুই প্রকারের সেনা গঠন করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবেন ॥১৩॥ যখন রাজা স্বয়ং বৃদ্ধিতে পারিবেন শত্রু শীঘ্রই আক্রমণ করিবে, তখনই অবিলম্বে কোন ধার্ম্মিক এবং শক্তিশালী রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ॥ ১৪ ॥ যে সকল প্রজা এবং নিজ সেনা শত্রুশক্তি নিগ্রহ অর্থাৎ প্রতিরোধ করে, সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত গুরুর ন্যায় সর্ব্বদা তাহাদের সেবা করিবেন ॥১৫॥ যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন তাঁহার কার্য্যে দোষ দেখিলেও নিঃশঙ্কভাবে যুদ্ধ করিবেন ॥১৬॥ কোন ধার্ম্মিক রাজার সহিত কখনও বিরোধ করিবেন না কিন্তু তাঁহার সহিত সর্ব্বদা মিত্রতা রক্ষা করিবেন । কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত এবং শক্তিশালী রাজাকে জয় করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য ।

সর্ব্বোপায়ৈস্তথা কুর্য্যন্নীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ ।

যথাস্থাত্ম্যাদিকা ন স্ত্যর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ ॥ ১ ॥

আয়তিং সর্ব্বকার্য্যাণাং তদাত্মং চ বিচারয়েৎ ।

অতীতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং গুণদোষৌ চ তত্ত্বতঃ ॥ ২ ॥

আয়ত্যাং গুণদোষজ্ঞস্তদাত্মে ক্ষিপ্ৰনিশ্চয়ঃ ।

অতীতে কার্য্যশেষজ্ঞঃ শত্রুভিনীতিভূয়তে ॥ ৩ ॥

যথৈনং নাভিসংদ্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ ॥

তথা সর্ব্বং সংবিদধ্যাদেষ সামাসিকো নয়ঃ ॥ ৪ ॥

যাহাতে মিত্র উদাসীন (মধ্যস্থ) এবং শত্রু অধিক শক্তিশালী না হয়, উজ্জ্বল্য নীতিজ্ঞ এবং পৃথিবীপতি রাজা সকলপ্রকার উপায় অবলম্বন করিবেন ॥১॥ সকল কার্য্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য এবং কৃতকর্ম্মের দোষগুণ সম্যকরূপে বিচার করিবেন ॥২॥ তদনন্তর দোষ দূরীকরণার্থ এবং গুণ সংরক্ষণার্থ যত্ন করিবেন । যে রাজা ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পরে করণীয় কর্ম্ম সমূহের দোষ গুণ অবগত হইয়া বর্ত্তমান কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন এবং কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবশিষ্ট কর্ত্তব্য জ্ঞাত থাকেন, তিনি কখনও শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হন না ॥৩॥ রাজকর্ম্মচারিগণ বিশেষতঃ সভাপতি রাজা সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন, যেন মিত্রকে উদাসীন এবং শত্রু প্রভৃতিকে বশীভূত করিয়া কেহ বিরুদ্ধাচরণ করাইতে না পারে । এইরূপ ভ্রমে কখনও পতিত হইবেন না । ইহাকেই সংক্ষেপে বিনয় অর্থাৎ রাজনীতি বলে ॥৪॥

কৃষ্ণা বিধানং মূলে তু যাত্রিকং চ যথাবিধি ।

উপগৃহ্যাম্পদং চৈব চারান্ সম্যগ্‌বিধায় চ ॥ ১ ॥

সংশোধ্য ত্রিবিধং মাগং ষড়্‌বিধং চ বলং স্বকম্ ।

সাংপরায়িককল্লেন যায়াদরিপুরং শনৈঃ ॥ ২ ॥

শত্রুসেবিনি মিত্রে চ গৃঢ়ে যুক্ততরো ভবেৎ ।

গতপ্রত্যাগতে চৈব স হি কষ্টতরো রিপুঃ ॥ ৩ ॥

দণ্ড্যবূহেন তন্মার্গং যায়ান্ন শকটেন বা ।

বরাহমকরাভ্যাং বা সূচ্যা বা গরুড়েন বা ॥ ৪ ॥

যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেত্ততো বিস্তারয়েদ্বলম্ ।

পদ্যেন চৈব ব্যূহেন নিবিশেত সদা স্বয়ম্ ॥ ৫ ॥

সেনাপতিবলাধ্যক্ষৌ সর্ব্বদিক্শু নিবেশয়েৎ ।

যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ প্রাচীং তাং কল্লয়েদ্বিশম্ ॥ ৬ ॥

গুপ্তাংশ্চ স্থাপয়েদাপ্তান্ কৃতসংজ্ঞান্ সমস্ততঃ ।

স্থানে যুদ্ধে চ কুশলানভীরূনবিকারিণঃ ॥ ৭ ॥

সংহতান্ যোধয়েদগ্নান্ কামং বিস্তারয়েদ্ বহুন্ ।

সূচ্যা বজ্রেণ চৈবৈতান্ ব্যূহেন ব্যূহ যোধয়েৎ ॥ ৮ ॥

শ্রুদ্দনাষ্টৈঃ সমে যুদ্ধোদনুপে নৌদ্বিষ্টৈস্তথা ।

বৃক্ষগুপ্ত্যবতে চাটৈপরসিচক্ষ্মায়ুধৈঃ স্থলে ॥ ৯ ॥

প্রহর্যয়েদ্ বলং ব্যুহ তাংচ সম্যক্ পরীক্ষয়েৎ ।

চেষ্টাশ্চৈব বিজানীয়াদরীন্ বোধয়তামপি ॥ ১০ ॥

উপরুধ্যারিমাঙ্গীত রাষ্ট্রং চাস্তোপপীড়য়েৎ ।

দুষয়েচ্চাস্ত্র সততং যবসাম্রোদকেক্ষনম্ ॥ ১১ ॥

ভিন্দ্যাশ্চৈব তড়াগানি প্রাকারপরিখাস্তথা ।

সমবক্ষন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিভ্রাসয়েন্তথা ॥ ১২ ॥

প্রমাণানি চ কুর্বাতি তেষাং ধর্ম্মানুথোদিতান্ ।

রত্নৈশ্চ পূজয়েদেনং প্রধানপুরুষৈঃ সহ ॥ ১৩ ॥

আদানমপ্রিয়করং দানঞ্চ প্রিয়কারকম্ ।

অভীপ্সিতানামর্থানাং কালে যুক্তং প্রশস্ততে ॥ ১৪ ॥

মন্ত্ৰঃ ৭ । (১৮৪—১৯২ । ১৯৪—১৯৬ । ২০৩ । ২০৪) ॥

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কালে, রাজা নিজ রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সর্বত্র দূত অর্থাৎ চতুর্দিকের সমাচার দাতা পুরুষদিগকে গুপ্তভাবে স্থাপনপূর্বক যাত্রার উপযোগী যথানিধি নাবতীয় সামগ্রী—সেনা, যান, বাহন এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি সহকারে যাত্রা করিবেন ॥১॥ ত্রিবিধ মার্গ, অর্থাৎ প্রথম স্থল (ভূমি), দ্বিতীয় জল (সমুদ্র বা নদী) এবং তৃতীয় আকাশ মার্গ গুহ্য করিয়া, ভূমি মার্গে রথ, অশ্ব, হস্তী, জলে নৌকায় এবং আকাশে বিমান প্রভৃতি যানে গমন করিবেন । পদাতি, রথ, অশ্ব, হস্তী, অস্ত্র-শস্ত্র, ভোজ্য পানীয় প্রভৃতি যথোচিত ভাবে সঙ্গে লইয়া পূর্ণ বল সহকারে কোন কারণ ঘোষণা পূর্বক ধীরে ধীরে শত্রুর নগর সমীপে গমন করিবেন ॥২॥ যে ব্যক্তি ভিতরে শত্রুর সহিত মিলিত থাকে কিন্তু বাহিরে রাজার সহিতও মিত্রতা দেখায়, অর্থাৎ গুপ্ত কথা গোপনে শত্রুর নিকট প্রকাশ করে, তাহার যাতায়াত এবং তাহার সহিত কথোপকথন সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান থাকিবেন । কারণ যে ব্যক্তি ভিতরে শত্রু, কিন্তু বাহিরে মিত্র, তাহাকে ভয়ঙ্কর শত্রু মনে করিবেন ॥ ৩ ॥ রাজা রাজকর্ম্মচারী ও জনসাধারণকে যুদ্ধ বিজ্ঞা শিক্ষা দিবেন, নিজেও শিক্ষা করিবেন । পূর্ব শিক্ষা প্রাপ্ত যোদ্ধগণই উত্তমরূপে যুদ্ধ করিতে ও করাইতে সমর্থ । শিক্ষাকালে (দণ্ডবৃহ) অর্থাৎ দণ্ডের স্তায় সৈন্য পরিচালন, (শকট বৃহ) শকট অর্থাৎ গাড়ীর স্তায় ব্যুহ রচনা, (বরাহ ব্যুহ) শূকরের স্তায়, অর্থাৎ শূকর যেমন একে অন্তের পশ্চাতে দৌড়াইতে থাকে এবং কখনও কখনও সকলে দলবদ্ধ হয়, সেইরূপ

(মকর বৃহ) কুন্তীর যেমন জলে বিচরণ করে সেইরূপ ; (সূচী বৃহ) যেমন সূচীর অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, পশ্চাৎভাগ স্থূল এবং সূত্র তদপেক্ষা স্থূল হয় সেইরূপ সৈন্য সাজাইবে এবং (নীলকণ্ঠ বৃহ) যেমন নীলকণ্ঠ পক্ষী উপরে এবং নিম্নে লক্ষ্য বস্তুর উপর পক্ষদ্বারা আঘাত করে, সেইরূপ সৈন্যগণকে বৃহ রচনা শিক্ষা দিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন ॥ ৪ ॥ যে দিকে ভয়ের কারণ জানা যাইবে সেদিকে সৈন্য বিস্তার করিবেন এবং চতুর্দিকে সেনাপতিদিগকে স্থাপিত করিয়া (পদ্মাবৃহ) রচনা করিবেন, অর্থাৎ সৈন্যদিগকে চারিদিকে পদ্মাকারে স্থাপন করিয়া স্বয়ং মধ্যস্থলে অবস্থান করিবেন ॥ ৫ ॥ সব সেনাপতি এবং বলাধ্যক্ষকে অর্থাৎ আদেশদাতা ও সৈন্যচালক বীরকে আট দিকে রাখিবেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে সমস্ত সেনা রাখিবেন কিন্তু অশ্বদিকেও সুব্যবস্থা রাখিবেন, নতুবা পশ্চাৎ এবং পার্শ্বভাগ হইতে শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে ॥ ৬ ॥ যাঁহারা গুল্ম অর্থাৎ দৃঢ় স্তম্ভ সদৃশ, যুদ্ধ বিজ্ঞায় সুশিক্ষিত, ধার্মিক, স্থিতি ও যুদ্ধ বিষয়ে নিপুণ, নির্ভীক এবং নির্বিবকারচিন্ত, তাঁহাদিগকে সেনার চতুর্দিকে রাখিবেন ॥ ৭ ॥ অগ্ন সংখ্যক সৈন্য লইয়া বহু সংখ্যক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে সৈন্যদিগকে মিলিত করিয়া যুদ্ধ করাইবেন । আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে সহসা নানাদিকে বিভক্ত করিয়া দিবেন । নগর, দুর্গ বা শত্রুসেনার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে হইলে (সূচীবৃহ) অথবা (বজ্রবৃহ) রচনা করিয়া অর্থাৎ দ্বিধার বিশিষ্ট খড়্গ যেমন দুইদিকে কর্তন করে, সেইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ করিতে থাকিবেন । এইরূপ নানাবিধ বৃহ অর্থাৎ সৈন্য রচনা করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন । সম্মুখে শতগ্নী (কামান) বা ভুশুগ্নী (বন্দুক) চলিতে থাকিলে (সর্পবৃহ) রচনা করিবেন অর্থাৎ সর্পের শ্বায় শায়িত হইয়া অগ্রসর হইতে থাকিবেন । যখন কামানের নিকটে উপস্থিত হইবেন, তখন শত্রুকে বধ অথবা ধৃত করিয়া এবং কামানের মুখ শত্রুর দিকে ঘুরাইয়া সেই কামান অথবা বন্দুক প্রভৃতি দ্বারা শত্রুকে বধ করিবেন, অথবা উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষগণকে কামানের মুখের সম্মুখে অশ্ব পৃষ্ঠে ধাবিত করাইয়া শত্রু বিনাশ করিবেন । মধ্যস্থলে স্থানিপুণ অশ্বারোহী সৈন্য থাকিবে । তাহারা এক একবার আক্রমণ করিয়া শত্রু সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ধৃত অথবা বিতাড়িত করিবেন ॥ ৮ ॥ সমভূমিতে যুদ্ধ করিতে হইলে রথ, অশ্ব এবং পদাভিক লইয়া সমুজ্জৈ যুদ্ধ করিতে হইলে নৌকা দ্বারা, অগ্ন জলে যুদ্ধ করিতে হইলে হস্তী দ্বারা, বৃক্ষোপরি ও ঝোপের মধ্যে যুদ্ধ করিতে হইলে ধনুর্বিধ দ্বারা এবং বালুকাময় স্থানে যুদ্ধ

করিতে হইলে ঢাল ও তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করিবেন ও করাইবেন ॥ ৯ ॥ যুদ্ধকালে যোদ্ধগণকে উৎসাহিত ও আনন্দিত করিবেন। যুদ্ধ স্থগিত হইলে শৌর্য্য ও উৎসাহবর্দ্ধক বক্তৃতা, ভোজ্য, পানীয়, অস্ত্রশস্ত্রের সহায়তা এবং ঔষধাদি দ্বারা সকলের চিন্তা প্রশম্ন রাখিবেন। বৃহৎ ব্যতীত যুদ্ধ করিবেন না ও করাইবেন না। যুদ্ধনিরত সৈন্যদিগের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। তাহারা যথার্থরূপে যুদ্ধ করিতেছে না কপটতা করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবেন ॥ ১০ ॥ কোন সময় উচিত মনে হইলে, চতুর্দিক সৈন্য বেষ্টিত করিয়া শত্রুকে অবরুদ্ধ করিবেন এবং তাহার রাজ্য উপদ্রুত করিয়া তৃণ, অন্ন, জল এবং ইন্ধন নষ্ট ও দূষিত করিয়া দিবেন ॥ ১১ ॥ শত্রুর পুষ্করিণী, নগর প্রাচীর ও খাত ধ্বংস করিয়া রাত্রিকালে ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে সন্ত্রস্ত করিবেন। এইরূপে বিজয় লাভের চেষ্টা করিবেন ॥ ১২ ॥ বিজয়লাভের পর শত্রুর সহিত প্রমাণ অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা পত্রাদি লিখাইয়া লইবেন, এবং উচিত সময় মনে হইলে তাহারই বংশের কোন ধার্ম্মিক পুরুষকে এই সর্ব্বৈ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন—“আপনাকে আমার আজ্ঞা, অর্থাৎ ধর্ম্মানুমোদিত রাজনীতি অনুসারে কার্য্য করিয়া শ্রায় পথে প্রজা পালন করিতে হইবে।” এইরূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাহার সন্নিকটে এমন লোক রাখিবেন, যাহাতে পুনরায় উপদ্রব না হয়। প্রধান পুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুকে রত্নাদি উত্তম সামগ্রী প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত করিবেন। এমন কার্য্য করিবেন না, যাহাতে তাহার যোগক্ষেমও না হয়। তাহাকে কারারুদ্ধ রাখা হইলেও তাহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবেন, যেন সে মনস্তাপ বিম্বৃত হইয়া আনন্দে থাকিতে পারে ॥ ১৩ ॥ যেহেতু সংসারে অশ্রের সম্পত্তি গ্রহণ করা অপ্রীতিকর এবং অপরকে দান করা প্রীতিকর, এইজন্ত বিশেষ সময়োচিত কার্য্য করা এবং পরাজিত শত্রুকে তাহার মনোবাহিত সামগ্রী প্রদান করা অতি উত্তম। কখনও শত্রুকে বিজ্ঞপ করিয়া উত্যক্ত করিবে না এবং “তোমাকে জয় করিয়াছি”, এরূপ কথা বলিবে না। কিন্তু তাহাকে “আপনি আমার ভাই” ইত্যাদি সম্মান সূচক বাক্য বলিয়া তাহার সহিত সর্ব্বদা সদ্ভাবহার করিবেন ॥ ১৪ ॥

হিরণ্যভূমিসংপ্রাপ্ত্যা পার্থিবো ন তথৈধতে ।

যথা মিত্রং ধ্রুবং লব্ধ্বা কৃশমপ্যায়তিক্রমম্ ॥ ১ ॥

ধর্ম্মজ্ঞং চ কৃতজ্ঞং চ তুষ্টপ্রকৃতিমেব চ ।

অমুরন্তং হিরারন্তং লঘুমিত্রং প্রশস্ততে ॥ ২ ॥

প্রাজ্ঞঃ কুলীনং শূরং চ দক্ষং দাতারমেব চ ।

কৃতজ্ঞঃ ধৃতিমন্তুঃ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ ॥ ৩ ॥

আর্য্যতা পুরুষজ্ঞানং শৌর্য্যং করুণবেদিতা ।

স্খোললক্ষ্যং চ সততমুদাসীনগুণোদয়ঃ ॥ ৪ ॥

মনু০ ৭।(২০৮—২১১)।

মিত্রের লক্ষণঃ—রাজা অটলপ্রীতিসম্পন্ন, দূরদর্শী, কার্য্যদক্ষ, শক্তিশালী বা দুর্ব্বল মিত্র প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ সমৃদ্ধশালী হইয়া থাকেন, সুবর্ণ ও ভূমি লাভ করিয়াও তরুণ হন না ॥ ১ ॥ ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ অর্থাৎ যিনি কৃত উপকার সর্ব্বদা স্বীকার করেন, প্রসন্নস্বভাব, শ্রদ্ধাশীল এবং দৃঢ়কর্ম্মা ক্ষুদ্র মিত্রও প্রশংসা ভাজন ॥ ২ ॥ ইহা নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে, বুদ্ধিমান, কুলীন, শৌর্য্য-বীর্য্যশালী নিপুণ, দাতা, কৃতজ্ঞ, এবং ধৈর্য্যশীল পুরুষকে কখনও শত্রু করা উচিত নহে । কারণ ঐদৃশ ব্যক্তিকে শত্রু করিলে দুঃখভোগ করিতে হয় ॥ ৩ ॥

উদাসীনের লক্ষণঃ—যাঁহার প্রশংসনীয় গুণ কর্ম্ম এবং উত্তম-অধম মনুষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, যিনি শৌর্য্য, বীর্য্য-করুণাসম্পন্ন এবং যিনি স্থূল লক্ষ্য, অর্থাৎ কোন বিষয়ের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া নিরন্তর ভাসা ভাসা কথা শুনাইয়া থাকেন, তাঁহাকে উদাসীন বলে ॥৪॥

এবং সর্ব্বমিদং রাজা সহ সংমন্ত্ৰ্য্য মন্ত্ৰিভিঃ ।

ব্যায়াম্যাপ্নুত্য মধ্যাহ্নে ভোক্তুমন্তুঃপুরং বিশেৎ ॥ ১ ॥

মনু০ (৭।২১৬) ॥

রাজা পূর্বেবক্তরূপে প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিয়া শৌচাদির পর স্নেহোপাসনা ও অগ্নিহোত্র করিয়া ও করাইয়া মন্ত্রাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবেন । অনন্তর কর্ম্মচারী ও সেনাধ্যক্ষের সহিত মিলিত হইবেন । তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিয়া নানা প্রকার বৃহ শিক্ষা অর্থাৎ “কুচকাওয়াজ” শিক্ষা দিবেন এবং স্বয়ং অভ্যাস করিবেন । অনন্তর বাবতীয় অশ্বশালা, হস্তীশালা, গোশালা, অস্ত্রাগার, চিকিৎসালয় এবং রাজকোষ পরিদর্শন করিবেন । প্রত্যহ ঐ সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন । কোন দোষ ঘটিলে তাহা সংশোধন করিবেন । তাহার পর ব্যায়াম শালায় যাইয়া ব্যায়াম করিবেন । মধ্যাহ্ন সময়ে ভোজনার্থ “অন্তুঃপুরে” অর্থাৎ যে স্থানে, পত্নী প্রভৃতি থাকেন, সে স্থানে প্রবেশ করিবেন ।

সুপরীক্ষিত বুদ্ধি-বল-পরাক্রমবর্ধক ও রোগনাশক নানাবিধ অন্ন, ব্যঞ্জন পানীয় প্রভৃতি সুগন্ধ যুক্ত মিষ্টান্ন এবং নানা রসযুক্ত আহাৰ্য্য জব্য ভোজন করিবেন। এইরূপে সর্বদা সুখে থাকিয়া সমস্ত রাজকাৰ্য্যের উন্নতি করিতে থাকিবেন।
প্রজাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ প্রণালী—

পঞ্চাশস্তাগ আদেয়ো রাজা পশুহিরণ্যয়োঃ ।

ধান্তানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা ॥ মনুঃ (৭।১৩০) ॥

ব্যবসায়ী অথবা শিল্পীদিগের নিকট হইতে সুবর্ণ ও রৌপ্যের লভ্যাংশের পঞ্চাশস্তাগ, তণ্ডুল প্রভৃতি অন্নের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশভাগ গ্রহণ করিবেন। যদি ধন গ্রহণ করা হয়, তবে এইরূপ করিবেন যাহাতে কৃষক প্রভৃতি নিধন হইয়া দুঃখে পতিত না হয় ॥১॥

কারণ এই যে, প্রজাগণ ধনাঢ্য ও নীরোগ থাকিলে এবং তাহারা যথেষ্ট খাওয়া ও পানীয় প্রাপ্ত হইলে রাজার অত্যন্ত উন্নতি হইয়া থাকে। রাজা প্রজাদিগকে নিজ সম্বানের স্থায় স্থায়ী করিবেন এবং প্রজাগণ রাজা ও রাজ কর্মচারীদিগকে পিতৃতুল্য মনে করিবেন। ইহা সত্য যে কৃষক প্রভৃতি ভ্রমজীবীগণ রাজার রাজা এবং রাজা তাহাদিগের রক্ষক। প্রজারা না থাকিলে কে কাহার রাজা? আর রাজা না থাকিলে কে কাহার প্রজা? রাজা-প্রজা উভয়েই স্ব স্ব কার্য্যে স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রীতিকর সম্মিলিত কার্য্যে পরতন্ত্র থাকিবেন। রাজা বা রাজকর্মচারীগণ প্রজাদিগের সাধারণ সম্মতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন না। রাজকর্মচারী অথবা প্রজাবর্গ রাজ-রাজ্যের বিরুদ্ধে চলিবে না। রাজার নিজ রাজকীয় কার্য্য অর্থাৎ যাহাকে “পলিটিক্যাল” বলে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। যিনি ইহা বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তিনি চারিবেদ, মনুস্মৃতি, শুক্রনীতি এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া নির্ণয় করিবেন। প্রজাদিগের প্রতি স্থায় বিচার সম্বন্ধীয় ব্যবহার মনুস্মৃতির অষ্টম ও নবম অধ্যায়োক্ত রীতি অনুসারে হওয়া বিধেয়। এ স্থলেও তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে :—

প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ ।

অষ্টাদশশ্চ মার্গেষু নিবন্ধানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১ ॥

তেষামাশ্রয়ণাদানং নিক্ষেপোহস্বামিবিজয়ঃ ।

সন্তুয় চ সমুখানং দত্তস্থানপকর্ম চ ॥ ২ ॥

বেতনশ্রৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ ।
 ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ ॥ ৩ ॥
 সীমাবিবাদধর্মশ্চ পারুয্যে দণ্ডবাচিকে ।
 স্তেয়ঞ্চ সাহসশ্চৈব স্ত্রীসংগ্রহণমেব চ ॥ ৪ ॥
 স্ত্রীপুংধর্মো বিভাগশ্চ দ্যুতমাহবয় এব চ ।
 পদানুষ্ঠাদৈশতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ ॥ ৫ ॥
 এষ স্থানেষু ভূয়িষ্ঠং বিবাদং চরতাং নৃণাম্ ।
 ধর্মং শাস্ত্রতমাস্ত্রিত্য কুর্যাৎ কাধ্যবিনির্ণয়ম্ ॥ ৬ ॥
 ধর্মো বিদ্বস্তুধর্মেণ সভাং যত্রোপতিষ্ঠতে ।
 শল্যং চাস্ত্র ন কৃত্তস্তি বিদ্বাস্তত্র সভাসদঃ ॥ ৭ ॥
 সভাং বা ন প্রবেষ্টব্য বক্তব্যং বাসমঞ্জসম্ ।
 অত্রৈবন্ বিক্রবন্ বাপি নরো ভবতি কিল্বিধী ॥ ৮ ॥
 যত্র ধর্মোহধর্মেণ সত্যং যত্রানুতেন চ ।
 হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ ॥ ৯ ॥
 ধর্ম এব হতো হস্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ ।
 তস্মাক্ষর্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্মো হতোহবধীৎ ॥ ১০ ॥
 বুধো হি ভগবান্ ধর্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম্ ।
 বুধলং তং বিদুর্দেবা স্তস্মাক্ষর্মং ন লোপয়েৎ ॥ ১১ ॥
 এক এব স্তুহদধর্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ ।
 শরীরেণ সমল্লাশং সর্বমশ্রদ্ধি গচ্ছতি ॥ ১২ ॥
 পাদোহধর্মস্য কর্তারং পাদঃ সাক্ষিণমুচ্ছতি ।
 পাদঃ সভাসদঃ সর্বান্ পাদো রাজানমুচ্ছতি ॥ ১৩ ॥
 রাজা ভবত্যনেনাস্ত মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ ।
 এনো গচ্ছতি কর্তারং নিন্দারহো যত্র নিন্দ্যতে ॥ ১৪ ॥

মনুঃ ৮ । (৩—৮ । ১২—১৯) ॥

সভা, রাজা এবং রাজকর্মচারিগণ সকলে প্রত্যহ দেশাচার এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে নিম্নলিখিত অষ্টাদশ বিবাদাম্পদ মার্গে বিবাদাম্পদ কর্মসমূহের বিচার

পূর্বক মীমাংসা করিবেন। যে সকল নিয়ম শাস্ত্রোক্ত নহে অথচ প্রয়োজনীয়, রাজা ও প্রজাবর্গের উন্নতিকল্পে সেই সকল উৎকৃষ্ট নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবেন ॥১॥

অষ্টাদশ মার্গ এইরূপ, ইহার মধ্যে :—(১) ঋণাদান—কাহাকেও কর্ত্ত্ব দেওয়া ও কাহারও নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা সম্বন্ধে বিবাদ হওয়া। (২) নিষ্ক্রেপ—গচ্ছিত রাখা অর্থাৎ কেহ কাহারও নিকট ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়া ফেরৎ চাহিলে না দেওয়া। (৩) অশ্বামিবিক্রয়—একের সম্পত্তি অশ্বে বিক্রয় করা। (৪) সমুদ্র চ সমুদ্রানম—দলবদ্ধ হইয়া কাহারও উপর অত্যাচার করা। (৫) দস্তানপকর্ম্ম চ—দস্ত বস্ত্র আত্মসাৎ করা ॥২॥ (৬) বেতনশ্রৈব চাদানম—বেতন অর্থাৎ কাহারও চাকুরীর পারিশ্রমিক হইতে গ্রহণ করা, অথবা কম দেওয়া, অথবা না দেওয়া। (৭) প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞাবিরুদ্ধ আচরণ করা। (৮) ক্রয়-বিক্রয়ানুশয়—অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে বিবাদ হওয়া। (৯) পশুর সর্বাধিকারী এবং পালকের মধ্যে বিবাদ হওয়া ॥৩॥ (১০) সীমানাসংক্রান্ত বিবাদ হওয়া। (১১) কাহাকেও কঠোর দণ্ডদান করা। (১২) কাহাকেও কঠোর বাক্য বলা। (১৩) চুরি ও ডাকাতি করা। (১৪) বলপূর্বক কোন কার্য করা। (১৫) কোন জমীপুরুষের মধ্যে ব্যতিচার হওয়া ॥ ৪ ॥ (১৬) জমী ও পুরুষের ধর্ম্মে ব্যতিক্রম ঘট। (১৭) বিভাগ, অর্থাৎ দায়ভাগ সম্বন্ধে বিবাদ হওয়া। (১৮) দূত, অর্থাৎ কোন জড় পদার্থ ও সমাহবয় অর্থাৎ কোন চেতন পদার্থ পণ রাখিয়া জুয়া খেলা। এই অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহার সম্বন্ধে পরম্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ এই সকল বিষয়ে বাদীপ্রতিবাদীদিগের সনাতন ধর্ম্মানুসারে বিচার করিতে হইবে, অর্থাৎ কখনও কাহারও প্রতি পক্ষপাত করিবেন না ॥ ৬ ॥ অধর্ম্ম কর্ত্ত্বক ধর্ম্ম আহত হইয়া সভায় উপস্থিত হইলে যদি ধর্ম্মের শল্য, অর্থাৎ ভীষণত্ব কলঙ্ক, বাহির করা ও অধর্ম্মকে ছেদন করা না হয়, অর্থাৎ ধার্ম্মিককে সম্মানিত ও অধার্ম্মিককে দণ্ডিত করা না হয়, তাহা হইলে উক্ত সভার সভাসদবর্গকে আহত বলিয়া মনে করিতে হইবে ॥ ৭ ॥ ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য এই যে তিনি সভায় প্রবেশ করিলে সভ্যই বলিবেন, নতুবা কখনও সভায় প্রবেশ করিবেন না। যিনি সভায় অশ্রায় হইতেছে দেখিয়াও নীরব থাকেন, অথবা সভ্য ও শ্রায়ের বিরুদ্ধ কথা বলেন, তিনি মহাপাপী ॥ ৮ ॥ যে সভায় সভাসদবর্গের চক্ষুর সম্মুখে ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্ত্বক এবং সভ্য অসভ্য কর্ত্ত্বক বিনষ্ট হয়, সেই সভায় বৃষ্টিতে হইতে, সকলেই মৃত ভূলা, তাহাদের মধ্যে কেহই জীবিত নহে ॥ ৯ ॥ বিনষ্ট ধর্ম্ম বিনাশকারীকে বিনাশ করে। রক্ষিত ধর্ম্ম রক্ষককে

রক্ষা করে। সুতরাং বিনষ্ট ধর্ম কখনও আমাদের বিনাশ করিতে যেন না পারে, এই ভয়ে ধর্মকে কখনও বিনাশ করিবে না ॥ ১০ ॥ যে ব্যক্তি সকল ঐশ্বর্য ও সুখবর্ষণকারী ধর্মের লোপ করে, তাহাকেই বিদ্বানেরা কুশল অর্থাৎ শূত্র ও নীচ বলিয়া মনে করেন। সুতরাং ধর্মলোপ করা কাহারও উচিত নহে ॥ ১১ ॥ এই সংসারে ধর্মই একমাত্র সুহৃদ। মৃত্যুর পরেও ধর্ম সহগামী হইয়া থাকে। অশ্রু সকল সঙ্গী ও সকল সামগ্রী দেহনাশের সহিত বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ সকলের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায় ॥ ১২ ॥ কিন্তু, ধর্মের সম্বন্ধ কখনও ছিন্ন হয় না। যখন রাজসভায় পক্ষপাত বশতঃ কোন অশ্রায় অনুষ্ঠিত হয়, তখন অধর্ম চারিভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম ভাগ অধর্মকারী, দ্বিতীয় ভাগ সাক্ষী, তৃতীয় ভাগ সভাসদর্গ এবং চতুর্থ ভাগ সভার সভাপতি রাজার নিকট গমন করে ॥ ১৩ ॥ যে সভায় নিন্দনীদের নিন্দা, প্রশংসনীদের প্রশংসা, দণ্ডনীদের দণ্ড এবং মাননীদের সম্মান হয়, সেই সভার রাজা ও সভাসদর্গ পবিত্র ও নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। পাপ পাপকারীকেই আশ্রয় করে ॥ ১৪ ॥

এখন সাক্ষী কিরূপ হওয়া উচিত :—

অপ্তাঃ সর্বেষু বর্ণেষু কার্য্যাঃ কার্য্যেষু সাক্ষিণঃ ।
 সর্বধর্মবিদোহলুকা বিপরীতাংস্ত বর্জয়েৎ ॥ ১ ॥
 স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুযুর্দ্বিজানাং সদৃশা দ্বিজাঃ ।
 শূদ্রাশ্চ সন্তঃ শূদ্রাগামন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ ॥ ২ ॥
 সাহসেষু চ সর্বেষু স্তেয়সংগ্রহণেষু চ ।
 বাগদণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ ॥ ৩ ॥
 বহুত্বং পরিগৃহীয়াৎ সাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ ।
 সমেষু তু গুণোৎকৃষ্টান্ গুণদ্বৈধে দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৪ ॥
 সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি ।
 তত্র সত্যং ক্রবন্ সাক্ষী ধর্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে ॥ ৫ ॥
 সাক্ষী দৃষ্টশ্রোতাদৃষ্টদ্বিক্রবন্মার্য্যসংসদি ।
 অবাঙ্নরকমভ্যেতি প্রেত্য স্বর্গাচ্চ হীয়তে ॥ ৬ ॥
 স্বভাবেনৈব যদ্ ক্রয়ুস্তদ্ গ্রাহ্যং ব্যবহারিকম্ ।
 অতো যদদৃষ্টং বিক্রয়ুধর্ম্মার্থং তদপার্থকম্ ॥ ৭ ॥

সভাস্তঃ সাক্ষিণঃ প্রাপ্তানর্থি প্রত্যর্থিসম্মিধৌ ।
 প্রাড্‌বিবাকোহনুযুক্তীত বিধিনাহনেন সাস্ত্রয়ন্ ॥ ৮ ॥
 যদ্‌ দ্বয়োরনয়োর্বেথ কার্যেহস্মিন্‌ চেষ্টিতং মিথঃ ।
 তদ্‌ ক্রত সর্বং সত্যেন যুস্মাকং হত্ৰ সাক্ষিতা ॥ ৯ ॥
 সত্যং সাক্ষ্যে ত্রুবন্‌ সাক্ষী লোকানাথোতি পুঙ্কলান্‌ ।
 ইহ চানুত্তমাং কীর্ত্তিং বাগেষা ত্রন্থপূজিতা ॥ ১০ ॥
 সত্যেন পুয়তে সাক্ষী ধর্ম্মঃ সত্যেন বর্দ্ধতে ।
 তস্মাৎ‌ সত্যং হি বক্তব্যং সর্ববর্ণেষু সাক্ষিভিঃ ॥ ১১ ॥
 আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ ।
 মাবসংস্থাঃ স্বমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিণমুত্তমম্‌ ॥ ১২ ॥
 যন্ত বিদ্বান্‌ হি বদতঃ ক্ষেত্রভো নাবিশঙ্কতে ।
 তস্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেহন্তং পুরুষং বিদুঃ ॥ ১৩ ॥
 একোহহমস্মীত্যাত্মানং যদ্বং কল্যাণ মন্যসে ।
 নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্ষেয পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ ॥ ১৪ ॥
 মনুঃ ৮। (৬৩।৬৮।৭২-৭৫।৭৮-৮।১।৮৩।৮৪।৯৬।৯১) ॥

সকল বর্ণের ধার্ম্মিক, বিদ্বান্‌, অকপট, সর্বধর্ম্মবিৎ‌, নির্লোভ এবং সভাবাদী ব্যক্তিকে স্থায় ব্যবস্থার সাক্ষী করিবে, তদ্বিপরীত ব্যক্তিকে কখনও সাক্ষী করিবে না ॥ ১ ॥ গ্রীলোকের সাক্ষী গ্রীলোক, দ্বিজের সাক্ষী দ্বিজ, শূত্রের সাক্ষী শূত্র, এবং অস্ত্রাজের সাক্ষী অস্ত্রাজ হইবে ॥ ২ ॥ চুরি, ব্যভিচার, কঠোর বাক্য এবং দণ্ডনিপাত প্রভৃতি যে সকল কার্য বলপূর্বক করা হয়, তৎসম্বন্ধে সাক্ষীর পরীক্ষা করিবে না । ঐ সকল অভ্যস্ত আবশ্যকীয় ও দ্রুতমীমাংসাযোগ্য মনে করিবে । কারণ এই সকল কার্য গোপনে করা হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥ উভয় পক্ষের সাক্ষীদিগের মধ্যে বহুমতানুসারে, তুল্য সাক্ষীদিগের মধ্যে উত্তম-গুণ-সম্পন্ন পুরুষদিগের সাক্ষ্য অনুসারে এবং উভয় পক্ষের সাক্ষী উত্তম গুণ সম্পন্ন ও তুল্য হইলে, দ্বিজোত্তম অর্থাৎ ঋষি-মহর্ষি ও যতিদিগের সাক্ষ্য অনুসারে স্থায় বিচার করিবেন ॥ ৪ ॥ দ্বিবিধ সাক্ষী প্রামাণ্য হইয়া থাকে—প্রথম সাক্ষাৎ‌দ্রষ্টা, দ্বিতীয় শ্রোতা । যে সাক্ষী সভায় দ্বিজ্যাসিত হইয়া সভা কথা বলেন, তিনি অধার্ম্মিক ও দণ্ডাই নহেন । কিন্তু যে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলে সে যথোচিত

দণ্ডনীয় হইবে ॥ ৫ ॥ যে সাক্ষী রাজসভায় অথবা শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের কোন সভায় দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের বিরুদ্ধ কথা বলে, সে বর্তমানে “অবাঙ্ নরক” অর্থাৎ জিহ্বাচ্ছেদন জনিত দুঃখরূপ নরক ভোগ করে, এবং মৃত্যুর পর স্মৃতে বঞ্চিত হয় ॥ ৬ ॥ সাক্ষী কোন ঘটনা সম্বন্ধে স্বাভাবিক রূপে যাহা বলে, তাহাই গ্রাহ্য। তদ্বির অপরের শিখান কথা যাহা বলে, তাহা স্মারাদীশ কৃপা মনে করিবেন ॥ ৭ ॥ সভার সম্মুখে উপস্থিত অর্থী (বাদী) ও প্রত্যর্থী (প্রতিবাদী) সাক্ষীদিগকে স্মারাদীশ এবং প্রাড্বিবাগ্ অর্থাৎ উকিল অথবা ব্যারিষ্টার শাস্ত্যভাবে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন— ॥ ৮ ॥ “হে সাক্ষিগণ! এই দুইজনের কার্য্য সম্বন্ধে আপনারা যাহা জানেন, তাহা সত্য করিয়া বলুন। কারণ, আপনারা এ বিষয়ে সাক্ষী আছেন” ॥ ৯ ॥ যে সাক্ষী সত্য কথা বলেন, তিনি ইহজন্মে কীর্ত্তিলাভ করেন এবং মৃত্যুর পর উত্তম জন্মলাভ করিয়া সুখভোগ করেন। কারণ বেদে লিখিত আছে যে, এই বাণীই সম্মান এবং অপমানের হেতু। সত্যবাদী সম্মানিত ও মিথ্যাবাদী নিন্দিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ সত্য বলিলে সাক্ষী পবিত্র হয় এবং তাহাতে ধর্ম্মোন্নতি হয়। অতএব সকল বর্ণের সাক্ষীদিগের সত্যই বলা উচিত ॥ ১১ ॥ আত্মাই আত্মার সাক্ষী। আত্মাই আত্মার গতি। ইহা জানিয়া হে পুরুষ! তুমি সকল মনুষ্যের উৎকৃষ্ট সাক্ষী স্বরূপ স্বীয় আত্মার অপমান করিও না, অর্থাৎ তুমি আত্মা, মন ও বাণীদ্বারা যে সত্য বাক্য বল, তাহাই সত্য, মিথ্যাভাষণ তাহার বিপরীত ॥ ১২ ॥ যে বক্তার বিদ্বান্, ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দেহের জ্ঞাতা আত্মা অন্তরে শঙ্কিত হয় না, তাহাকে ছাড়া বিদ্বানেরা অন্য কাহাকেও উত্তম পুরুষ মনে করেন না ॥ ১৩ ॥ হে কল্যাণকারী পুরুষ! “আমি একাকী আছি” এইরূপ মনে করিয়া তোমার মিথ্যা বলা উচিত নহে। কিন্তু যে পুরুষ তোমার হৃদয়ে অন্তর্য্যামী, পাপপুণ্যের দ্রষ্টা মূনিরূপ রহিয়াছেন সেই পরমাত্মাকে ভয় করিয়া সর্ব্বদা সত্য বলিবে ॥ ১৪ ॥

লোভনোহাদ্ভয়াশ্চৈত্রাৎ কামাৎ ক্রোধান্তথৈব চ ।

অজ্ঞানাদ্ বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে ॥ ১ ॥

এষামন্যতমে স্থানে যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ ।

তস্য দণ্ডবিশেষাংস্ত প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥

লোভাৎ সহস্রদণ্ড্যস্ত মোহাৎ পূর্ব্বস্ত সাহসম্ ।

ভ্রাস্ত্রো মধ্যমো দণ্ডো মৈত্রাৎ পূর্ব্বং চতুর্গম্ ॥ ৩ ॥

কামাদ্ধশগুণং পূৰ্ব্বং ক্রোধাত্ম ত্রিগুণং পরম্ ।
 অজ্ঞানাদ্ধে শতে পূৰ্ণে বালিশ্চাচ্ছতমেব তু ॥ ৪ ॥
 উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমম্ ।
 চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তুথৈব চ ॥ ৫ ॥
 অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ ।
 সারাহপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ডেষু পাতয়েৎ ॥ ৬ ॥
 অধর্মদণ্ডনং লোকে যশোন্নং কীর্তিনাশনম্ ।
 অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৭ ॥
 অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্ ।
 অযশো মহদাপ্নোতি নরকং চৈব গচ্ছতি ॥ ৮ ॥
 বাগ্‌দণ্ডং প্রথমং কুর্যাদ্ ধিগ্‌দণ্ডং তদনন্তরম্ ।
 তৃতীয়ং ধনদণ্ডস্তু বধদণ্ডমতঃপরম্ ॥ ৯ ॥

মনুঃ ৮ । (১১৮-১২০ । ১২৫-১২৯) ॥

লোভ, মোহ, ভয়, মিত্রতা, কাম, ক্রোধ, অজ্ঞতা এবং বালবুদ্ধি বশতঃ যে সাক্ষ্য দেওয়া হয় তাহা মিথ্যা বলিয়া মনে করিতে হইবে ॥ ১ ॥ কোন ক্ষেত্রে সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাহাকে নিম্নলিখিতরূপ নানাবিধ দণ্ডদান করা কর্তব্য ॥ ২ ॥
 লোভ বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে সাক্ষীর ১৫৯/০ (পনের টাকা দশ আনা) দণ্ড হইবে । মোহ বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ৩৬/০ (তিন টাকা চুই আনা) দণ্ড হইবে । ভয় বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ৬০ (ছয় টাকা চারি আনা) দণ্ড হইবে । মিত্রতা বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ১২৯/০ (বার টাকা আট আনা) দণ্ড হইবে ॥ ৩ ॥ কামনা বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ২৫ (পঁচিশ টাকা) দণ্ড হইবে । ক্রোধ বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ৪৬৯/০ (ছয়চল্লিশ টাকা চৌদ্দ আনা) দণ্ড হইবে । অজ্ঞতা বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ৬ (ছয় টাকা) দণ্ড হইবে । বালবুদ্ধি বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ১৯/০ (এক টাকা নয় আনা) দণ্ড হইবে ॥ ৪ ॥ উপস্থেজ্জিয়, উদর, জিহ্বা, হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, দেহ এবং ধন—এই দশ স্থানের উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ কিন্তু যে দণ্ড-ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে এবং হইবে, তদনুসারে দেশ কাল এবং পাত্র বিবেচনা করিয়া বাহ্যর যেমন অপরাধ, তাহাকে সেইরূপ দণ্ডদান করিতে হইবে ।

উদাহরণ স্বরূপ, লোভ বশত: সাক্ষ্য দিলে ১৫।৮/০ (পনের টাকা দশ আনা) দণ্ড লেখা হইয়াছে কিন্তু অপরাধী অত্যন্ত দরিদ্র হইলে তাহার নিকট হইতে অন্ন এবং ধনাঢ্য হইলে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ পর্য্যন্ত দণ্ড আদায় করিবে ॥৬॥ কারণ, এই সংসারে যিনি অজ্ঞায়রূপে দণ্ডদান করেন, তাঁহার অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ এবং পরজন্মের ভাবী কীর্ত্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে পরজন্মেও দুঃখোৎপত্তি ঘটে। অতএব কাহারও প্রতি অজ্ঞায় দণ্ড করিবেন না ॥৭॥ যে রাজা দণ্ডনীরকে দণ্ডদান করেন না এবং অদণ্ডনীরকে দণ্ড দান করেন, অর্থাৎ দণ্ডার্থ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেন, কিন্তু যে দণ্ডার্থ নহে তাহাকে দণ্ড দেন, তিনি জীবদ্দশায় ঘোর নিন্দা এবং মৃত্যুর পর মহাতুঃখ প্রাপ্ত হন। সুতরাং অপরাধীকে সর্বদা দণ্ডদান করিবেন, নিরপরাধকে কখনও দণ্ড দান করিবেন না।

প্রথমতঃ বাক্ দণ্ড দিবেন অর্থাৎ তাহার “নিন্দা” করিবেন, দ্বিতীয়তঃ “ধিক্” দণ্ড দিবেন, অর্থাৎ তোমাকে “ধিক্, তুমি এইরূপ কুকর্ম্ম করিয়াছ কেন?” এইরূপ তিরস্কার করিবেন। তৃতীয়তঃ “অর্থ” দণ্ড দিবেন, এবং চতুর্থতঃ “বধ” দণ্ড অর্থাৎ চাবুক বা বেত্রাঘাত বা শিরশ্ছেদ দণ্ড দিবেন ॥ ৯ ॥

যেন যেন যথাস্থেন স্তেনো নৃষু বিচেষ্টতে ।

ততদেব হরদস্য প্রত্যাদেশায় পার্থিবঃ ॥ ১ ॥

পিতাচার্য্যঃ স্ত্রহস্মাতা ভার্য্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ ।

নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোহস্তি যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি ॥ ২ ॥

কার্ষাপণং ভবেদদণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ ।

তত্র রাজা ভবেদদণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা ॥ ৩ ॥

অষ্টাপাশ্বস্ত শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিঞ্চিদম্ ।

ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ ॥ ৪ ॥

ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপি শতং ভবেৎ ।

দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্টিস্তদোষগুণবিক্রি দঃ ॥ ৫ ॥

ঐশ্রং স্থানমভিপ্রেপ্সু র্ষশ্চাক্ষয়মব্যয়ম্ ।

নোপেক্ষেত ক্ষণমপি রাজা সাহসিকং নরম্ ॥ ৬ ॥

বাগ্‌দুষ্কৃতক্ষরাক্ষেব দণ্ডেনৈব চ হিংসতঃ ।

সাহসস্য নরঃ কর্ত্তা বিজ্ঞেয়ঃ পাপকৃতমঃ ॥ ৭ ॥

সাহসে বর্তমানস্ত যো মৰ্ষয়তি পার্থিবঃ ।
 স বিনাশং ব্রহ্মত্যাশু বিদ্রোহং চাধিগচ্ছতি ॥ ৮ ॥
 ন মিত্রকারণাদ্রাজা বিপুলান্না ধনাগমাৎ ॥
 সমুৎসৃজেৎ সাহসিকান্ সৰ্ব্বভূতভয়াবহান্ ॥ ৯ ॥
 গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্ ।
 আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥ ১০ ॥
 নাততায়িবধে দোষো হস্তুর্ভবতি কশ্চন ।
 প্রকাশং বাহপ্রকাশং বা মন্যন্তনমন্যম্ভুচ্ছতি ॥ ১১ ॥
 যস্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্ঠবাক্ ।
 ন সাহসিকদগুরৌ স রাজা শত্রুলোকভাক্ ॥ ১২ ॥
 মনু० ৮ । (৩৩৪-৩৩৮ । ৩৪৪-৩৪৭ । ৩৫০ । ৩৫১ । ৩৮৬) ॥

চোর যে যে অঙ্গ দ্বারা লোকের বিরুদ্ধে কার্য্য করে, রাজা সকলের শিক্ষার্থ, তাহার সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন । ১ ॥ পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, আচার্য্য, পুরোহিত বা মিত্র, যে কেহ ইউন না কেন, যিনি স্বধর্ম্মে স্থির থাকেন না, তিনি রাজার অদগ্ধ্য নহেন । অর্থাৎ যখন রাজা শ্রায়াসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচার করেন, তখন কাহারও প্রতি পক্ষপাত না করিয়া অপরাধীকে যথোচিত দণ্ডদান করিবেন । ২ ॥ যে অপরাধে সাধারণ লোকের এক পয়সা দণ্ড হয়, সে অপরাধে রাজার এক সহস্র পয়সা দণ্ড হইবে । অর্থাৎ জনসাধারণ অপেক্ষা রাজার সহস্র গুণ দণ্ড হওয়া উচিত । মন্ত্রী অর্থাৎ রাজার “দেওয়ানের” আট শত গুণ, তদপেক্ষা নিম্নপদস্থের সাত শত গুণ, তদপেক্ষাও নিম্নপদস্থের ছয় শত গুণ,— এইরূপে ক্রমশঃ নিম্নপদস্থের অল্প দণ্ড হইবে । ভূত্য অর্থাৎ চাপরাশী প্রভৃতির আট গুণ অপেক্ষা কম দণ্ড হওয়া উচিত নহে । কারণ, প্রজা অপেক্ষা রাজকর্ম্মচারীদিগের দণ্ড অধিক না হইলে তাহারা প্রজাদিগকে বিনাশ করিবে । যেমন সিংহ অধিক দণ্ড দ্বারা কিছু ছাগী অল্প দণ্ড দ্বারা বশীভূত হয়, সেইরূপ রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বনিম্ন ভূত্য পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মচারীর অপরাধের জন্ত প্রজা অপেক্ষা অধিক দণ্ড হওয়া উচিত । ৩ ॥ সেইরূপে কিঞ্চিৎ বিবেকের সঙ্গে চুরি করিলে শূদ্রের আট গুণ, বৈশ্যের ষোল গুণ এবং ক্ষত্রিয়ের বিশ গুণ ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণের চৌষষ্টি গুণ, শত গুণ অথবা একশত আটাইশ গুণ দণ্ড হওয়া উচিত । অর্থাৎ

যাহার জ্ঞান ও মর্যাদা যত অধিক, অপরাধের জন্ত তাহার তত অধিক দণ্ড হওয়া আবশ্যিক । ৫ ॥ রাজ্যাধিপতি এবং ধর্ম ও ঐশ্বর্যাভিলাষী রাজা বলপূর্ব্বক কুকর্ম্মকারী দম্ভাদিগকে দণ্ড দিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবেন না । ৬ ॥ দুঃসাহসের সহিত কুকর্ম্মকারী পুরুষদিগের লক্ষণ :—

যাহারা ছুটে বচন বলে, চুরি করে এবং বিনা অপরাধে দণ্ড দেয়, তাহাদের অপেক্ষাও যাহারা দুঃসাহসের সহিত বলপ্রয়োগ করে, তাহারা অধিক পাণ্ডীঠ ও দুর্ব্বৃত্ত । ৭ ॥ যে রাজা এই সকল লোককে দণ্ড না দিয়া সঙ্কর করেন, তিনি শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় । ৮ ॥ মিত্রতার খাতিরে অথবা প্রচুর ধনলোভে রাজা এই সকল প্রাণীপীড়ক দুর্ব্বৃত্তের বন্ধন ছেদন করিয়া কখনও ছাড়িয়া দিবেন না । ৯ ॥ গুরু, পুত্রাদি বালক, পিতা প্রভৃতি বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ অথবা বহুভ্রাত বিদ্বান, যে কেহ হউন না কেন, যিনি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মচারী হন এবং বিনা অপরাধে অপরকে হত্যা করেন, তাঁহাকে বিনা বিচারে বধ করা কর্তব্য অর্থাৎ বধ করিবার পর বিচার করা কর্তব্য । ১০ ॥ দুর্ব্বৃত্তদিগকে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে বধ করিলে হস্তার পাপ হয় না । কারণ, ক্রুদ্ধকে ক্রোধ দ্বারা বধ করাকে ক্রোধের সহিত ক্রোধের যুদ্ধ মনে করিতে হইবে । ১ ॥ যে রাজার রাজ্যে চোর, পরদ্রোগামী, কটুভাষী, দুঃসাহসী দম্ভা এবং দণ্ডের অর্থাৎ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনকারী নাই, সেই রাজা অতীব শ্রেষ্ঠ ॥ ১২ ॥

ভর্তারং লজ্জয়েত্তা স্ত্রী স্বজাতিগুণদর্পিতা ।

তাং শ্রুতিঃ খাদয়েদ্ভাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে ॥ ১ ॥

পুমাংসং দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্ত আয়সে ॥

অভ্যাদখ্যুস্ত কাষ্ঠানি তত্র দহেত পাপকৃৎ ॥ ২ ॥

দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালঙ্করো ভবেৎ ।

নদীতীরেষু তদ্বিগাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্ ॥ ৩ ॥

অহন্ত্যহন্তবেক্ষেত কৰ্ম্মাস্তান্ বাহনানি চ ॥

আয়ব্যয়ৌ চ নিয়তাবাকরান্ কোষমেব চ ॥ ৪ ॥

এবং সৰ্ব্বানিমানরাজা ব্যবহারান্ সমাপয়ন্ ।

ব্যাপোহ্য কিম্বিৎ সৰ্ব্বং প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥ ৫ ॥

মমুং ৮ । (৩৭১ । ৩৭২ । ৪০৬ । ৪১৯ । ৪২০) ॥

যে জ্ঞী তাহার জাতি ও গুণের অহঙ্কারে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যভিচার করে, তাহাকে বহু জ্ঞীপুরুষের সম্মুখে জীবিত অবস্থায় কুকুর-দন্ড করিয়া বধ করাইবেন। ১ ॥ সেইরূপে যে পুরুষ তাহার জ্ঞীকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রী বা বেভাগমন করে, সেই পাপীকে উদ্ভূত লৌহ পালকে শায়িত করিয়া বহু লোকের সম্মুখে জীবিত অবস্থায় ভস্মীভূত করিবেন ॥ ২ ॥ (প্রশ্ন)—রাজা অথবা রাণী, অথবা স্ত্রায়াশীল বা তাহার জ্ঞী ব্যভিচার প্রভৃতি কুকর্ম করিলে তাঁহাদেরও কি দণ্ড হইবে? (উত্তর)—সত্য (দণ্ড দিবেন) অর্থাৎ প্রজাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের দণ্ড অধিক হওয়া উচিত। (প্রশ্ন)—রাজা প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট হইতে দণ্ড গ্রহণ করিবেন কেন? (উত্তর)—রাজাও একজন পুণ্যাত্মা ভাগ্যবান মনুষ্য। তাঁহাকে দণ্ড দেওয়া না হইলে এবং তিনি দণ্ড গ্রহণ না করিলে, অপর লোকেরা দণ্ড মানিবে কেন? আর প্রজাবর্গ, প্রধান রাজ্যাধিকারী এবং রাজসভা ধর্ম্যানুসারে দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিলে রাজা একাকী কি করিতে পারেন? একরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে রাজা, প্রধান ও সমস্ত সমর্থ ব্যক্তি অস্বাভাবিক নিমগ্ন হইবেন। তাঁহারা স্ত্রায় ও ধর্মকে ডুবাইয়া দিবেন এবং প্রজাবর্গের সর্বনাশ করিয়া নিজেরাও বিনষ্ট হইবেন। অর্থাৎ পূর্বোক্ত শ্লোকের অর্থ স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, স্ত্রায়যুক্ত দণ্ডেরই নাম রাজা ও ধর্ম। যে ব্যক্তি ইহার বিলোপ করে তদপেক্ষা নীচ আর কে? (প্রশ্ন)—একরূপ কঠিন দণ্ড হওয়া উচিত নহে। কারণ, মনুষ্য জীবনমাত্রা অথবা কোন অভিনির্মিতা নহে। অতএব একরূপ দণ্ড দেওয়া বাইতে পারে না। (উত্তর)—তাঁহারা ইহাকে কঠোর দণ্ড মনে করেন, তাঁহারা রাজনীতি বুঝিতে পারেন না। কারণ একজনের এইরূপ দণ্ড হইলে সকলে কুকর্ম হইতে দূরে থাকিয়া ধর্মপথে স্থির থাকিবে। বাস্তবিক এই দণ্ড এক রাই সর্বপ পরিমাণেও সকলের ভাগে পড়িবে না। কিন্তু লঘু দণ্ড দেওয়া হইলে কুকর্ম অভ্যস্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আর আপনি যাহাকে লঘু দণ্ড বলিতেছেন, তাহা কোটি কোটি গুণ অধিক হওয়ায় কোটি কোটি গুণ কঠিন হইবে। কারণ বহু লোক কুকর্ম করিলে তাহাদের সকলকে অল্প অল্প দণ্ড দিতে হইবে। অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে এক মণ ও অপর এক ব্যক্তিকে একপোয়া দণ্ড দেওয়া হইল। তাহা হইলে, সেই দুইজনকে এক মণ এক পোয়া দণ্ড দেওয়া হইল। তাহাতে এক একজনের ভাগে বিশ সের অর্দ্ধ পোয়া দণ্ড পড়িল। দুর্বৃত্তগণ এইরূপ লঘু দণ্ড বুঝিবে কি? আবার একজনকে এক মণ এবং অপর সহস্র জনের প্রত্যেককে এক পোয়া হিসাবে দণ্ড দেওয়া হইল। তাহাতে মনুষ্য জাতির উপর সর্বশুদ্ধ দণ্ড

হইল ছয় মণ দশ সের। তাহা অধিক স্তুতরাং গুরুতর হইল। কিন্তু, এক মণ দশ অন্ন এবং সুগম। দীর্ঘ পথে, উপসাগরে, নদী ও মহানদীতে দেশের আয়তন অনুসারে কর স্থাপন করা কর্তব্য। মহাসমুদ্রে নিশ্চিত কর নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু যেমন সুবিধাজনক মনে হইলে, রাজা ও সমুদ্রপথে জলযান পরিচালকগণ বাহাতে লাভবান হইতে পারেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বাঁহারা বলেন যে পূর্বকালে জাহাজ চলিত না, তাঁহাদের কথা মিথ্যা। জল পথে দেশ দেশান্তর ও দ্বীপ দ্বীপান্তর-যাত্রী নিজ প্রজাদিগকে সর্বদা রক্ষা করিবেন এবং তাঁহাদের কোনরূপ কষ্ট হইতে দিবে না ॥ ৩ ॥ রাজা প্রত্যহ কর্মসমাপ্তির পর, হস্তী-অশ্ব প্রভৃতি বাহন, দৈনন্দিন আয়, ব্যয়, আকর অর্থাৎ রত্নাদির খনি এবং কোষ (ধন ভাণ্ডার) পর্য্যবেক্ষণ করিবেন ॥ ৪ ॥ এইরূপে ব্যবসায় কার্য যথোচিত সম্পন্ন করিয়া ও করাইয়া, রাজা সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া পরমগতি অর্থাৎ মোক্ষ সুখ প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥

(প্রশ্ন)—সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থে যে রাজনীতি আছে, তাহা সম্পূর্ণ না অসম্পূর্ণ ?

(উত্তর)—সম্পূর্ণ। কারণ, পৃথিবীতে যতপ্রকার রাজনীতি আছে এবং হইবে, ঐ সকল সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং হইবে। যাহা সম্পূর্ণরূপে লিখিত হয় নাই, তৎসম্বন্ধে—

প্রত্যহং লোকদৃষ্টেচ্চ শাস্ত্রদৃষ্টেচ্চ হেতুভিঃ ॥ মনুঃ (৮। ৩) ॥

যে সকল নিয়ম রাজা ও প্রজার পক্ষে সুখকর ও ধর্মসঙ্গত বিবেচিত হইবে, পূর্ণ বিদ্বান্দিগের রাজসভা সেই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবেন। কিন্তু সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যতদূর সম্ভব, বাল্য বিবাহ হইতে দেওয়া হইবে না। যৌবন ব্যতীত ও প্রসন্নতা ব্যতীত বিবাহ করিবেন না, করাইবেন না এবং করিতে দিবে না। যথোচিত ত্র্যম্বচ সেবন করিবেন ও করাইবেন। ব্যভিচার ও বহুবিবাহ রহিত করিবেন। ইহাতে শরীরের ও আত্মার সর্বদা পূর্ণ বল থাকিবে। যদি কেবল আত্মার বল, বিজ্ঞা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা হয়, কিন্তু শারীরিক বলবৃদ্ধি করা না হয়, তবে বিজ্ঞা ব্যতীত রাজ্যপালনের সুব্যবস্থা কখনও হইতে পারে না। তাহাতে সকলে পরম্পর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এবং কলহ-বিবাদে প্রকলিত হইয়া নষ্ট-ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব সর্বদা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বল বৃদ্ধি করা কর্তব্য। ব্যভিচার ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়শক্তির স্ত্রীর বল-বৃদ্ধি-নাশক আশা কিছুই নাই। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক।

কারণ ক্ষত্রিয়গণ ইন্দ্রিয়াসক্ত হইলে রাষ্ট্র ও ধর্ম নষ্ট হইয়া যায়। এ বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, “যথা রাজা তথা প্রজা”, যেমন রাজা তেমনিই প্রজা। এই জ্ঞান কখনও ছুঁচরণ করিবে না, কিন্তু সর্বদা ধর্ম ও জ্ঞানচরণ করিয়া সকলের সংশোধনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হওয়া রাজা এবং রাজকর্মচারীদের একান্ত কর্তব্য।

এস্থলে সংক্ষেপে রাজধর্ম বর্ণিত হইল। বেদ, মনুস্মৃতির সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়, শুক্রনীতি, বিদুর প্রজাগর, মহাভারতের শান্তিপর্বের অন্তর্গত রাজধর্ম ও আপকর্ম প্রভৃতি পাঠ করিয়া পূর্ণ রাজনীতি আয়ত্ত করিবেন, এবং (তদ্বারা) মাণ্ডলিক অথবা সার্বভৌম চক্রবর্তী রাজ্য করিবেন। মনে রাখিবেন, “বয়ং প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম” (যজুঃ অঃ ২৮।২৯) আমরা প্রজাপতি অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রজা। পরমাত্মা আমাদের রাজা, আমরা তাঁহার আজ্ঞাবহ ভূত। তিনি কৃপা করিয়া নিজ সৃষ্টিতে আমাদেরকে রাজ্যাধিকারী করুন এবং আমাদের দ্বারা সত্য ও জ্ঞান প্রবর্তিত করুন।

অনন্তর ঈশ্বর এবং বেদ বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্রায়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে জ্ঞানাবিভূষিতে
রাজধর্মবিষয়ে ষষ্ঠ সমুদ্রাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥৬॥

অথ সপ্তম সমুল্লাসারম্ভঃ

অথেশ্বরবেদবিষয়ং ব্যাখ্যাস্ত্যামঃ

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমস্থ্যস্মিন দেবা অধি বিশ্বে নিষেহুঃ ।

যন্তম বেদ কিমুচা করিষ্যতি য ইতিহিহুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ১ ॥

ঋ० । ম० ১ ॥ সূ० ১৬৪ । ম० ৩৯ ॥

ঈশা বাস্তুমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য শিক্ণনম্ ॥ ২ ॥

যজু० । অ० ৪০ । মং ১ ॥

অহন্তুং বহ্ননঃ পূর্ব্যম্পতিরহং ধনানি সংজয়ামি শশ্বতঃ ।

মাং হবন্তে পিতরং ন জন্তুবোহহং দাশুষে বিভজ্যামি ভোজনম্ ॥ ৩ ॥

অহমিন্দ্রো ন পরাজিগ্য ইন্ধনং ন মৃত্যবেহবতশ্চৈ কদাচন ।

সোমমিন্মা স্তুষ্বন্তো যাচতা বহু ন মে পূরবঃ সুখ্যে রিষাথন ॥ ৪ ॥

ঋ० । ম० ১০ । সূ० ৪৮ । ম० ১ । ৫ ॥

(ঋচো অক্ষরে)—এই মন্ত্রের অর্থ ত্র্যম্বচ্যাম্রমের শিক্ষা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে । অর্থাৎ যিনি সকল দিব্য গুণ-কর্ম-স্বভাব ও বিভাযুক্ত ঐহাতে পৃথিবী ও সূর্যাদিলোক স্থিত রহিয়াছে ; যিনি আবাসের স্থান ব্যাপক এবং যিনি দেবাদিদেব পরমেশ্বর ; যে মনুষ্যগণ তাঁহাকে জানেনা, মানেনা ও তাঁহার

ধ্যান করেনা, সেই সকল মন্দমতি নাস্তিক সর্বদা ছুঃখ সাগরে নিমগ্ন থাকে । এইজন্য, তাহাকেই জানিয়া সকল মনুষ্য সর্বদা মুখী হইয়া থাকে ।

(প্রশ্ন)—বেদে ঈশ্বর অনেক, ইহা তুমি স্বীকার কর কি না ?
(উত্তর)—করি না । কারণ চারি বেদের কোন স্থলে এইরূপ লেখা নাই, যদ্বারা অনেক ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে । কিন্তু ইহাই লিখিত আছে যে ঈশ্বর এক । (প্রশ্ন)—বেদে যে অনেক দেবতার উল্লেখ আছে, তাহার অভিপ্রায় কি ? (উত্তর)—দিব্য গুণযুক্ত হইলেই দেবতা বলা হয় ; যথা—পৃথিবী । কিন্তু ইহাকে কোন স্থলে ঈশ্বর অথবা উপাস্ত বলিয়া মানা হয় নাই । দেখ এই মন্ত্বেই “যাঁহাতে সকল দেবতা স্থিত আছে, তিনি জানিবার ও উপাসনা করিবার যোগ্য ঈশ্বর । দেবতা শব্দের ঈশ্বর অর্থ গ্রহণ করা ভুল । পরমেশ্বর দেবতাদিগের দেবতা বলিয়া মহাদেব কথিত হন কেননা তিনি সমস্ত জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়কর্তা স্রায়াধীশ এবং অধিষ্ঠাতা । “ত্রয়ত্রিংশল্লিখিতাঃ” ইত্যাদি বেদে প্রমাণ আছে । শতপথ ব্রাহ্মণে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । তেত্রিশ দেব অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্য এবং নক্ষত্র সকল সৃষ্টির নিবাস স্থান বলিয়া এ সকলকে আট বস্তু বলে ; প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম্ম, কুকল, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এবং জীবাত্মা—এই এগারটি দেহাস্তকালে রোদন করায় বলিয়া ইহাদিগকে রুদ্র বলে ; সংবৎসরের বার মাস সকলের আয়ু হরণ করে বলিয়া এই সকলকে আদিত্য বলে ; পরম ঐশ্বর্য্যের হেতু বলিয়া বিদ্যাভের নাম ইন্দ্র । যজ্ঞকে প্রজাপতি বলিবার কারণ এই যে তদ্বারা বায়ু, বৃষ্টি, জল এবং ওষধির বিশুদ্ধি, বিদ্বান্দিগের সম্মান এবং বিবিধ শিল্পবিদ্যার সাহায্যে প্রজাপালন হইয়া থাকে । পূর্ব্বোক্ত গুণ সমূহের সংযোগ বশতঃ এই তেত্রিশটিকে দেব বলে । দেবগণের অধিপতি ও সর্ব্বাপেক্ষা মহান বলিয়া পরমাত্মা চতুত্রিংশ উপাস্ত দেবতা । ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের চতুর্দশ কাণ্ডে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে । অন্তত্রও এইরূপ লিখিত আছে । এই সকল শাস্ত্র দেখিলে বেদে বহু ঈশ্বরবাদ-রূপ জন্মজালে পতিত হইয়া বিভ্রান্ত হইবে কেন ? ॥ ১ ॥

হে মনুষ্য ! যিনি জগতের যাবতীয় গতিশীল বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া নিয়ন্তারূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তুমি সেই ঈশ্বরকে ভয় করিয়া অস্তায়রূপে কাহারও ধন গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করিও না । তাদৃশ অস্তায় আচরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্তায় আচরণরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নিজ আত্মায় আনন্দ উপভোগ কর ॥ ২ ॥

ঈশ্বর সকলকে উপদেশ দিতেছেন,—“হে মনুষ্যগণ! আমি সকলের পূর্বের
বিস্তারিত, সব জগতের পতি, সনাতন জগৎকারণ এবং সমস্ত ধনের বিজ্ঞাতা ও
দাতা। সমস্ত যেন পিতাকে সম্বোধন করে, সকল জীব সেইরূপ আমাকে
সম্বোধন করুক। আমি সকলের সুখদাতা। আমি জগতের পালনার্থ বিবিধ
ভোজ্য জব্য বিতরণ করিয়া থাকি” ॥৩॥ আমি পরম ঐশ্বর্যশালী এবং
সূর্যের দ্বারা সমস্ত জগতের প্রকাশক। আমি কখনও পরাজিত ও মৃত্যুগ্রস্ত
হই না। আমিই জগৎরূপ ঐশ্বর্যের নিস্রাত। তোমরা আমাকেই জগতের
সৃষ্টিকর্তা বলিয়া জানিবে। হে জীবগণ! তোমরা ঐশ্বর্যলাভের জন্য যত্নবান
হইয়া আমার নিকট বিজ্ঞান প্রভৃতি ধন প্রার্থনা কর। আমার মিত্রভাব হইতে
পৃথক হইও না। “হে মনুষ্যগণ! আমি সত্যভাষণরূপ স্তুতিকারীগণকে সনাতন
জ্ঞানাদি ধন প্রদান করি। আমি ত্র্যম্বক অর্থাৎ বেদপ্রকাশক। বেদ আমাকে
যথার্থরূপে প্রকাশ করে। আমি বেদদ্বারা সকলের জ্ঞান বর্দ্ধিত করি। আমি
সৎপুরুষদিগের প্রেরণাদাতা। আমি যজ্ঞানুষ্ঠাতাদিগের ফলদাতা। আমি এই
বিশ্বে সকল পদার্থের স্রষ্টা ও ধারণকর্তা। অতএব তোমরা আমাকে
পরিভ্যাগ করিয়া, আমার স্থানে অন্ন কাহারও পূজা করিও না, অন্ন কাহাকেও
ঈশ্বর বলিয়া মানিও না ও জানিও না” ॥৪॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাং ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ ।

স দাধার পৃথিবীং তামুতেমাং কস্মৈ দেবার হবিষা বিধেম ॥

(অ০ ১৩। ম০ ৪) ॥

ইহা যজুর্বেদের মন্ত্র। “হে মনুষ্যগণ! যিনি সৃষ্টির পূর্বে সূর্য্যাদি
ভেজোময় লোকসমূহের উৎপত্তিস্থান ও আধারস্বরূপ ছিলেন; বাহা কিছু
উৎপন্ন হইয়াছে, আছে ও হইবে, যিনি তাহার অধিপতি ছিলেন, আছেন ও
থাকিবেন; যিনি পৃথিবী হইতে সূর্যালোক পর্য্যন্ত যাবতীর সৃষ্টি রচনা করিয়া
ধারণ করিতেছেন; আমার দ্বারা তোমরাও সেই স্বাক্ষররূপ পরমাত্মাকেই
ভক্তি কর”।

(প্রশ্ন)—আপনি ঈশ্বর ঈশ্বর বলেন, কিন্তু ঈশ্বর সিদ্ধি করেন কিরূপে ?

(উত্তর)—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা । (প্রশ্ন)—ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ঘটিতে পারে না । (উত্তর)—

ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধেওপন্নঃ জ্ঞানমব্যাপদেশমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্ । (অ০ ১ । সূ০ ৪) ॥

ইহা গোতম মহর্ষি কৃত শ্রায় দর্শনের সূত্র ।

কর্ণ, দৃষ্টি, চক্ষু, জিহ্বা, ভ্রূণ এবং মনের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পৃহ, দুঃখ এবং সত্যাসত্য বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ বশতঃ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে । কিন্তু সেই জ্ঞান অশ্রান্ত হওয়া উচিত । এক্ষেণে বিচার্য্য এই যে, ইন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা গুণের প্রত্যক্ষ হয়, গুণীর প্রত্যক্ষ হয় না । যেমন স্বক্ প্রভৃতি চারি ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধের জ্ঞান হয় বলিয়া গুণবিশিষ্ট পৃথিবীকে আত্মা সংযুক্ত মন দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় । সেইরূপ এই প্রত্যক্ষ সৃষ্টি রচনা এবং জ্ঞানাদি গুণ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া পরমেশ্বরেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । যখন আত্মা মনকে এবং মন ইন্দ্রিয়সমূহকে কোন বিষয়ে নিয়োজিত করে, বা চৌর্য্যাদি কুর্কর্ম্ম অথবা পরোপকারাদি সৎকর্ম্ম করিতে যখনই আরম্ভ করে, তখন জীবের ইচ্ছা জ্ঞানাদি ইচ্ছিত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় । তখনই আত্মার ভিতর হইতে কুর্কর্ম্ম ভয়, সংশয় ও লজ্জা এবং সৎকর্ম্মে নিঃশঙ্কতা, অভয়, আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়া থাকে । ইহা জীবাত্মার দিক হইতে নহে, কিন্তু পরমাত্মার দিক হইতে ঘটিয়া থাকে । যখন জীবাত্মা পবিত্র হইয়া পরমাত্মার চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন তাহার উভয়ই প্রত্যক্ষ হয় । পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হইলে অনুমানাদি দ্বারা পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ কি ? কেননা কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হইয়া থাকে ।

(প্রশ্ন)—ঈশ্বর ব্যাপক, না তিনি কোন স্থান বিশেষে থাকেন ? (উত্তর)—ব্যাপক । কারণ একস্থানে থাকিলে তিনি সর্বাস্তর্য্যামী, সর্ববজ্র, সর্বনিয়ন্তা, সকলের প্রভু ও প্রলয়কর্ত্তা হইতে পারিতেন না । যে স্থানে কর্ত্তা নাই, সে স্থানে তাহার ক্রিয়া হওয়া অসম্ভব ।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বর দয়ালু ও শ্রায়কারী কিনা ? (উত্তর)—হাঁ । (প্রশ্ন)—এই দুইগুণ পরস্পর বিরুদ্ধ । শ্রায় করিলে দয়া এবং দয়া করিলে শ্রায় থাকে না । কারণ কর্ম্মানুসারে ন্যূনাধিক না করিয়া সুখ দুঃখ দেওয়ারই শ্রায় বলে । আর বিনাদেহে অপরাধীকে অব্যাহতি দেওয়ার নাম দয়া ।

(উত্তর)—আয় ও দয়ার মধ্যে প্রভেদ কেবল নামমাত্র। কারণ আয়দ্বারা যে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহাই দয়াদ্বারা সিদ্ধ হয়। মনুষ্য অপরাধ জনক কার্য্য হইতে বিরত হইয়া দুঃখলাভ না করুক,—ইহাই দণ্ডদানের উদ্দেশ্য। পরদুঃখ মোচনের নাম দয়া। তুমি দয়া ও আয়ের যে অর্থ করিয়াছ তাহা প্রকৃত অর্থ নহে। কারণ যে যেমন এবং যতটা কুকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে সেইরূপ এবং ততটা দণ্ড দেওয়া কর্তব্য। ইহারই নাম আয়। অপরাধীকে দণ্ড না দিলে দয়া নষ্ট হইয়া যায়। কারণ, একজন অপরাধী দস্যুকে ছাড়িয়া দিলে, সহস্র ধর্ম্মাত্মাকে দুঃখ দেওয়া হয়। যদি একজনকে ছাড়িয়া দিলে সহস্র জনের দুঃখ হয় তবে তাহা দয়া কিরূপে হইতে পারে? কিন্তু উক্ত দস্যুকে কারারুদ্ধ করিয়া পাপকর্ম্ম হইতে বিরত করিলে তাহার প্রতি দয়া করা হয়। সেই দস্যুকে বধ করিলে সহস্র মনুষ্যের প্রতি দয়া প্রকাশ পায়। (প্রশ্ন)—তবে দয়া ও আয় এই দুই শব্দ বৃথা। একটি শব্দ থাকাই ভাল ছিল। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, দয়া ও আয়ের উদ্দেশ্য এক নহে। (উত্তর)—এক বস্তুর অনেক নাম এবং এক নামের কি অনেক অর্থ হয় না? (প্রশ্ন)—হয়। (উত্তর)—তবে সংশয় হইল কেন? (প্রশ্ন)—যেহেতু সংসারে শুনিয়া থাকি, তাই। (উত্তর)—সংসারে ত সত্য মিথ্যা দুইই শুনা যায়। কিন্তু বিচার পূর্ব্বক নির্ণয় করা নিজের কাজ। দেখ, ঈশ্বরের পূর্ণ দয়া এই যে, তিনি সকল জীবের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য জগতে সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়া দান করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা মহতী দয়া কি হইতে পারে? আয়ের কল ত প্রত্যক্ষ দেখা যায়। দুঃখ দুঃখের ব্যবস্থা কম ও বেশী দ্বারাই কল প্রকাশিত হয়। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, সকলে স্থখী হউক ও সকলের দুঃখ দূর হউক, মনে এইরূপ ইচ্ছা ও তত্ত্বনিত ক্রিয়ার নাম দয়া। আর বাহ্য চেষ্টা, অর্থাৎ বন্ধন ও ছেদনাদি বধাবৎ দণ্ডবিধান করার নাম আয়। উভয়ের একই উদ্দেশ্য—সকলকে দুঃখ ও পাপ হইতে দূরে রাখা।

(প্রশ্ন)—ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? (উত্তর)—নিরাকার। কারণ, সাকার হইলে তিনি ব্যাপক হইতেন না। ব্যাপক না হইলে সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণও তাঁহাতে সম্ভব হইত না। কারণ পরিমিত বস্তুর গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবও পরিমিত এবং উহা শীতোষ্ণ স্নাতৃষ্ণা, রোগ, দোষ ও ছেদনভেদনাদিবিহীন হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর নিশ্চয়ই নিরাকার। সাকার হইলে তাঁহার নাসিকা, কণ্ঠ এবং চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গের নির্মাতা অপর কেহ থাকি আবশ্যক।

কারণ, বাহা সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নিরাকার ও চেতন সংযোগকর্তা অবস্থা কেহ আছে। এখানে কেহ যদি বলেন যে, ঈশ্বর স্বেচ্ছায় স্বয়ং স্বীয় শরীর নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা হইলেও সিদ্ধ হইতেছে যে, শরীর নির্মাণের পূর্বে তিনি নিরাকার ছিলেন। অতএব পরমাত্মা কখনও শরীর ধারণ করেন না, কিন্তু তিনি নিরাকার, এইজন্য সমগ্র জগৎকে সূক্ষ্ম কারণ হইতে সূক্ষ্মাকার করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন। (প্রশ্ন)—ঈশ্বর সর্বশক্তিমান কি না? (উত্তর)—হাঁ। কিন্তু তুমি সর্বশক্তিমান শব্দের অর্থ বাহা জান তাহা নহে। সর্বশক্তিমান শব্দের অর্থ এই যে, ঈশ্বর স্বীয় কার্যে অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়াদি এবং সর্বজীবের পাপপুণ্যের বধাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে কাহারও কিছুমাত্র সহায়তা লন না। অর্থাৎ তিনি তাঁহার অনন্ত সামর্থ্য দ্বারা স্বকার্য সাধন করিয়া থাকেন। (প্রশ্ন)—আমিও এইরূপ মানি যে, ঈশ্বর বাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। কারণ তাঁহার উপরে দ্বিতীয় কেহই নাই। (উত্তর)—তিনি কি ইচ্ছা করেন? যদি তুমি বল যে তিনি সমস্তই ইচ্ছা করেন, সমস্তই করিতে পারেন, তবে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, পরমেশ্বর কি আত্মহত্যা করিতে পারেন? পরমেশ্বর কি মূর্খ হইতে পারেন? পরমেশ্বর কি চুরি ও ব্যভিচারাদি পাপকর্ম করিয়া দুঃখী হইতে পারেন? এই সকল কর্ম ঈশ্বরের গুণ কর্ম স্বভাবের বিরুদ্ধ। অতএব ঈশ্বর সমস্তই করিতে পারেন, তোমার এই উক্তি কখনও হইতে পারেনা। সুতরাং আমি সর্বশক্তিমান শব্দের যে অর্থ করিয়াছি, তাহাই প্রকৃত অর্থ। (প্রশ্ন)—পরমেশ্বর সাদি না অনাদি? (উত্তর)—অনাদি। যাহার কোন আদি কারণ বা কাল নাই, তাঁহাকে অনাদি বলে। এই সকল ব্যাখ্যা প্রথম সমুদ্রাসে করা হইয়াছে। সে স্থলে অর্থাৎ। (প্রশ্ন)—পরমেশ্বর কি চান? (উত্তর)—তিনি সকলের কল্যাণ ও সুখ চান। তিনি সকলের স্বাধীনতাও চান। তিনি কাহাকেও বিনা পাপে পরাধীন করেন না।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করা সঙ্গত কিনা? (উত্তর)—করা উচিত। (প্রশ্ন)—স্তুতি প্রভৃতি করিলে কি ঈশ্বর নিজ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্তুতি-প্রার্থনাকারীর পাপমোচন করিয়া থাকেন? (উত্তর)—না। (প্রশ্ন)—তবে স্তুতি প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কি? (উত্তর)—ঐ সকলের অস্তিত্ব ফল আছে। (প্রশ্ন)—কি? (উত্তর)—স্তুতি দ্বারা ঈশ্বরপ্ৰীতি জন্মে। তাঁহার গুণ-কর্ম-স্বভাব দ্বারা নিজ গুণ-কর্ম-স্বভাবের সংশোধন হয়। প্রার্থনা দ্বারা নিরতিমানতা, উৎসাহ ও সাহায্য লাভ হয়। উপাসনা দ্বারা পরম জ্ঞানের

সহিত মিলন ঘটে এবং তাহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। (প্রশ্ন)—এই সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দি। (উত্তর)—যেমন—

সপৰ্য্যগচ্ছু ক্রমকাময়ত্ৰণমস্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিক্রম ।

কবিমনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূধীথাতথ্যতোহর্থান

ব্যদধাচ্ছাখ্তীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ যজুঃ । অ০ ৪০ । ম০ ৮ ॥

(ঈশ্বর-স্তুতি)—সেই পরমাত্মা সর্বত্র ব্যাপক, ক্রিপ্রকর্মা এবং অনন্ত বলশালী। তিনি শুদ্ধ, সকলের অন্তর্ধ্যামী, সর্বোপরি বিরাজমান, সনাতন এবং স্বয়ংসিদ্ধ। পরমেশ্বর সনাতন বিজ্ঞাচারী বেদপ্রকাশ করিয়া তাঁহার সনাতন ও অনাদি জীবরূপী প্রজাদিগকে তাহার অর্থবোধ করাইয়া থাকেন। এইরূপ (গুণ কীর্তনকে) সগুণ স্তুতি বলে। অর্থাৎ পরমেশ্বরের এই সকল গুণবিশিষ্ট স্তুতি সগুণ। (অকায়) অর্থাৎ পরমেশ্বর কখনও শরীর ধারণ অথবা জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁহার ছিদ্ৰ নাই। তিনি নাড়ী প্রভৃতির বন্ধনেও বদ্ধ হন না। তিনি কখনও পাপাচরণ করেন না। তাঁহাতে ক্রোধ, দুঃখ ও অজ্ঞান কখনও সম্ভব হয় না। এই সকল রাগ ও ঘেবাদি হইতে পৃথক্ জানিয়া ঈশ্বরের স্তুতি করার নাম নিগুণ স্তুতি। ইহার ফল এই যে পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাব অনুধায়ী নিজ গুণ-কর্ম-স্বভাব গঠিত হয়। অর্থাৎ পরমেশ্বর যেমন স্রায়কারী, নিজেও সেইরূপ স্রায়কারী হইবে। কিন্তু, যিনি কেবল তাঁড়ের স্রায় পরমেশ্বরের গুণ কীর্তন করিতে থাকেন, কিন্তু নিজ চরিত্র সংশোধন করেন না তাঁহার স্তুতি নিষ্ফল। প্রার্থনা :—

যাং মেধাং দেবগুণাঃ পিতরশ্চেচাপাসতে । তয়া মামগ্ধ মেধয়াহমে
মেধাবিনং কুরু স্বাহা ॥ ১ ॥ যজুঃ । অ০ ৩২ । ম০ ১৪ ।

তেজোহসি তেজোময়ি ধেহি । বীৰ্য্যমসি বীৰ্য্যং ময়ি ধেহি । বলমসি
বলং ময়ি ধেহি । ওজোহস্যোজো ময়ি ধেহি । মন্যুরসি মন্যুং ময়ি
ধেহি । সুহোহসি সুহো ময়ি ধেহি ॥ ২ ॥ যজুঃ । অ০ ১৯ । ম০ ৯ ॥

যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবন্তুহু স্তপ্তস্য তথৈবৈতি ।

দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকন্তুন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্তু । ৩ ॥

যেন কৰ্ম্মাণ্যাপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃৎস্তি বিদথেষু ধীরাঃ । যদপূৰ্ব্বং যক্ষমন্তুঃ
প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্তু ॥ ৪ ॥

যৎ প্রজ্ঞানমুতচেতো ধৃতিশ্চ যজ্জ্যোতিরন্তরমুতং প্রজাহু যস্মান্ন ধ্বতে
কিঞ্চন কৰ্ম্ম ক্রিয়তে, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্তু ॥ ৫ ॥

যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমুতেন সৰ্ব্বম্ । যেন
যজ্ঞস্তায়তে সপ্ত হোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্তু ॥ ৬ ॥

যস্মিন্ চঃ সাম যজুঽযি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ ।
যস্মিঁশ্চিভ্ৰু সৰ্ব্বমোতং প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্তু ॥ ৭ ॥

স্বষারথিরথানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেহভীশুভির্বাজিন ইব । হুং প্রতিষ্ঠং
যদজিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্তু ॥ ৮ ॥ যজুঃ । অ০ ৩৪ । ম০ ১ ।
২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ ॥

হে অগ্নে ! অৰ্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর ! বিদ্বান্, জ্ঞানী এবং যোগীরা
যে বুদ্ধির উপাসনা করেন, আপনি কৃপা করিয়া বর্তমান সময়ে আমাকে
সেই বুদ্ধি প্রদান করুন ॥ ১ ॥

আপনি জ্যোতিঃস্বরূপ, কৃপা করিয়া আমাকেও জ্যোতিঃ প্রদান করুন ।
আপনি অনন্ত পরাক্রমশালী, অতএব কৃপাকটাক্ষপাশে আমাকেও পূর্ণ পরাক্রম
প্রদান করুন । আপনি অনন্ত বলশালী, অতএব আমাকেও বলশালী করুন ।
আপনি অনন্ত সামর্থ্যবান্, অতএব আমাকেও সামর্থ্যবান্ করুন । আপনি

দুষ্ট কর্ম এবং দুষ্কৃতকারীদিগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন, আমাকেও সেইরূপ করুন। আপনি নিন্দা, স্তুতি এবং আপনার বিরুদ্ধে অপরাধকারীদিগের প্রতি সহনশীল। কৃপাপূর্বক আমাকেও সেইরূপ করুন ॥ ২ ॥

হে দয়ানিধে! আপনার কৃপাবলে আমার মন জাগ্রত অবস্থায় দূর দূর স্থানে গমন করে এবং দিব্যাশুণ্যযুক্ত থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় আমার সেই মন সুশুশ্রূষ প্রাপ্ত হয় বা স্বপ্নে দূর দূর স্থানে গমন করে। সকল প্রকাশকের প্রকাশক আমি সেই মন শিবসংকল্প অর্থাৎ নিজের ও অন্ত প্রাণীদিগের কল্যাণসংকল্পকারী হউক। আমার মনে যেন কখনও কাহারও অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা না হয় ॥ ৩ ॥

হে সর্ববাস্তুর্যামিন্! যদ্বারা কস্মিনিষ্ঠ ধ্যান্মিক বিধানেরা যজ্ঞ ও যুদ্ধাদিতে কার্য্য করেন, যাহা অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন, পূজনীয় এবং প্রজাদিগের অন্তর্নিহিত, আমার সেই মন ধন্যভিলাষী হইয়া সর্ব্বথা অধর্ম্ম পরিত্যাগ করুক ॥ ৪ ॥

যাহা উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও অপরের প্রতি জ্ঞানপ্রদ নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি, যাহা প্রজাদিগের অন্তরে জ্যোতিঃসম্পন্ন ও অবিনাশী এবং যাহা ছাড়া কেহ কোনও কর্ম্ম করিতে পারে না, আমার সেই মন শুদ্ধগুণাভিলাষী হইয়া দৃষ্ট হইতে দূরে থাকুক ॥ ৫ ॥

হে জগদীশ্বর! যদ্বারা যোগিগণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কার্য্য জানিতে পারেন; যাহা অবিনাশী জ্ঞানাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিয়া সর্ব্বপ্রকারে ত্রিকালজ্ঞ করে; যাহাতে জ্ঞান ও ক্রিয়া আছে; যাহা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধি ও আত্মার সহিত সংযুক্ত এবং যদ্বারা যোগিগণ যোগরূপ যজ্ঞের বুদ্ধিসাধন করেন; আমার সেই মন যোগবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অবিজ্ঞাদি ক্রেশ হইতে দূরে থাকুক ॥ ৬ ॥

হে পরম জ্ঞানময় পরমেশ্বর! আপনার কৃপায় যে মনে রথনাভি সংলগ্ন অরের শ্যায় ঋষেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাহার মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপক, প্রজাদিগের সাক্ষী, চিন্তাচৈতন্যরূপ বিদিত হন; আমার সেই মন অবিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা বিজ্ঞানুরক্ত থাকুক ॥ ৭ ॥

হে সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর! যে মন রজ্জুবদ্ধ অশ্বের শ্যায় অথবা অশ্বনিয়ন্তা সারথীর শ্যায় মনুষ্যাদিকে ইত্যন্ততঃ অত্যন্ত দৌলায়মান করে, যেমন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, গতিশীল এবং অত্যন্ত বেগবান, আমার সেই মন ইন্দ্রিয় সমূহকে অধর্ম্মাচরণ হইতে বিরুদ্ধ করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে চালিত করুন। আপনি আমার প্রতি এইরূপ কৃপা করুন ॥ ৮ ॥

অগ্নে নয় সূপথা রায়েহঅস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ । যুযোধ্য-
স্বজ্জুহুরাগমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ যজুঃ । অ°৪০। ম°১৬।

হে সূপদাতা, স্বপ্রকাশ-স্বরূপ সর্ববৃত্ত পরমাত্মন! আপনি আমাদেরকে
শ্রেষ্ঠ মার্গে পূর্ণ প্রজ্ঞান দান করুন। আমাদেরকে কুটিল পাপমার্গ হইতে
দূরে রাখুন। এইজন্ত আমরা নত্নভাবে বারংবার আপনাকে স্তুতি করিতেছি।
আপনি আমাদেরকে পবিত্র করুন।

মা নো মহাস্তমুত মা নোহঅর্ভকং মান উক্সন্তমুত মা ন উক্ষিতম। মা
নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তম্বো রুদ্র রীরিযঃ ।

যজুঃ । অ° ১৬। ম° ১৫।

হে রুদ্র! দুর্বৃত্তদিগকে পাপের দুঃখরূপ ফল প্রদান করিয়া আপনি রোদন
করান। আমাদের জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, গর্ভ, মাতাপিতা, প্রিয়জন বন্ধুবর্গ ও শরীর হনন
করিবার জন্ত কাহাকেও প্রেরণা দিবেন না। আমাদেরকে এমন পথে
পরিচালিত করুন যেন আমরা আপনার দণ্ডনীয় না হই।

অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাহমৃতং গময়েতি ॥

শতপথ ব্রাঃ ॥ ১৪। ৩। ১। ৩০ ॥

হে পরম শুক পরমাত্মন! আপনি আমাদেরকে অসন্মার্গ হইতে পৃথক করিয়া
সন্মার্গে লইয়া যান। অবিজ্ঞারূপ অন্ধকার হইতে আমাদেরকে মুক্ত করিয়া আমাদের
নিকট বিজ্ঞারূপ সূর্য্য প্রকাশিত করুন। মৃত্যু ও রোগ হইতে দূরে রাখিয়া
আমাদেরকে মোক্ষানন্দরূপ অমৃত প্রদান করুন।

অর্থাৎ যে যে দোষ অথবা দুর্গুণ হইতে পরমেশ্বরকে এবং নিজেকে পৃথক্
মনে করিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়, বিধি-নিষেধমুখীন হওয়াতে
তাঁহাকে সন্তুণ ও নিগুণ প্রার্থনা বলে। যিনি যে বিষয়ের জন্ত প্রার্থনা
করেন, তাঁহার সেইরূপ কার্য্যই করা উচিত। যদি কেহ সর্বোত্তম বুদ্ধি পাইবার
জন্ত পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, তবে তজ্জন্ত তাঁহাকে যথাসম্ভব চেষ্টা
করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং পুরুষকার করা বিধেয়।

এইরূপ প্রার্থনা কখনও করা উচিত নহে এবং পরমেশ্বরও তাহা স্বীকার করেন না; যথা :—“হে পরমেশ্বর! আপনি আমার শত্রুদিগকে বিনাশ করুন, আমাকে সর্বাপেক্ষা মহান করুন, আমারই খ্যাতি প্রতিপত্তি হউক, সকলে আমার অধীনতা স্বীকার করুক” ইত্যাদি। কারণ, দুই শত্রুই পরস্পরের বিমাশের প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর কি উভয়কে বিনাশ করিবেন? যদি কেহ বলেন যে, যাহার প্রেম অধিক তাহারই প্রার্থনা সফল হইবে। তবে আমরা বলিতে পারি যে, যাহার প্রেম অল্প তাহার শরীরেরও নাশ অল্প হওয়া উচিত। এইরূপ মূর্থতাসূচক প্রার্থনা করিতে করিতে করিতে কেহ এমন প্রার্থনাও করিয়া ফেলিবে, হে পরমেশ্বর! আপনি আমার অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমাকে খাওয়ান। আমার বস্ত্র ধৌত করুন। আমার কৃষিকর্ম করুন”। যাহারা এইরূপে পরমেশ্বরের ভরসায় অলস হইয়া বসিয়া থাকে, তাহারা মহামূর্থ। কারণ, পরমেশ্বর পুরুষকার করিবার জন্ম যে আজ্ঞা দিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহা লঙ্ঘন করে, সে কখনও সুখী হইতে পারে না। যেমন :—

“কুর্বম্বেহে কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতঃ^১ সমাঃ ॥ যজুঃ। অ০ ৪০। ম০ ২॥

পরমেশ্বর আজ্ঞা দিতেছেন যে, মনুষ্য শত বৎসর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিতে করিতে জীবনধারণের ইচ্ছা করিবে, কখনও অলস হইবে না।

দেখুন স্থিতিতে যত প্রাণী অথবা অপ্রাণী আছে, সকলেই স্ব স্ব কর্ম্ম করে এবং সচেষ্ট থাকে। পিপীলিকা প্রভৃতি সর্ষদা কর্ম্মরত থাকে। পৃথিবী আদি সর্বদা ভ্রমণ করে। বৃক্ষাদি সর্ষদা বৃদ্ধি ও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মনুষ্যেরও এই সকল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা উচিত। যেমন পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তির সহায়তা করে, সেইরূপ পরমেশ্বরও ধর্ম্মপথে পুরুষার্থকারীর সহায় হইয়া থাকেন। যেমন কর্ম্মঠ ব্যক্তিকে ভৃত্য নিযুক্ত করা হয়, অলস ব্যক্তিকে করা হয় না, এবং যেমন দেখিতে ইচ্ছুক নেত্রবান পুরুষকেই কোন বস্তু দেখান হয়, অন্ধকে দেখান হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বর সকলের উপকারার্থ প্রার্থনাকারীর সহায়ক হইয়া থাকেন। তিনি কোন অনিষ্টকর কার্যে সাহায্য করেন না। যেমন কেবল গুড় মিষ্ট বলিলে কেহ গুড় পায় না বা গুড়ের আশ্বাদন পায় না, কিন্তু যত্নবান পুরুষ শীঘ্র হউক অথবা বিলম্বে হউক, গুড় প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় উপাসনা :—সমাধিনিধু^২ তলস্য চেতসো নিবেশিতস্তাত্মনি যৎ
সুখং ভবেৎ।^৩ ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা স্বয়মুদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে ॥

ইহা উপনিষদের বচন। সমাধিযোগ দ্বারা যাঁহার অবিজ্ঞা প্রভৃতি মল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যিনি আত্মস্থ হইয়া পরমাত্মাতে চিন্তা-সংলগ্ন করিয়াছেন, তিনি পরমাত্মার যোগজনিত যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহা অনির্বচনীয় জীবাত্মা অন্তঃকরণ দ্বারা সেই আনন্দ গ্রহণ করে।

উপাসনা শব্দের অর্থ সমীপস্থ হওয়া। অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা পরমাত্মার সমীপস্থ হইবার এবং তাঁহাকে সর্বব্যাপী ও সর্বাস্তুর্যামীরূপে প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত যাবতীয় কৰ্তব্য কর্ম করা উচিত। অর্থাৎ :—

তত্রাহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥

যোগদর্শন সাধনপাদে ॥ সূ. ৩০ ॥

ইত্যাদি পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের সূত্র। যিনি উপাসনা আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কাহারও সহিত বৈরভাব রাখিবেন না। সর্বদা সকলের প্রতি প্রীতি সম্পন্ন হইবেন। সত্য বলিবেন, কখনও মিথ্যা বলিবেন না। চুরি করিবেন না। সত্য আচরণ করিবেন। জিতেন্দ্রিয় হইবেন, লম্পট হইবেন না। নিরহঙ্কার হইবেন, কখনও গর্ব করিবেন না। একত্রে এই পঞ্চবিধ যম উপাসনা যোগের প্রথম অঙ্গ।

শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥

যোগসূ. সাধনপাদে ॥ সূ. ৩২ ॥

রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে এবং জলাদির দ্বারা বাহিরে পবিত্র থাকিবে। ধর্ম্মানুসারে পুরুষার্থ করিলে লাভে সন্তুষ্ট অথবা হানিতে অসন্তুষ্ট হইবে না। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা প্রফুল্লচিত্তে পুরুষকার করিতে থাকিবে। সুখ-দুঃখ সহ্য করিয়া সর্বদা ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। কখনও অধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেনা। সর্বদা সত্য শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিবে ও করাইবে। সৎপুরুষদিগের সঙ্গ করিবে। প্রতিনিয়ত পরমাত্মার “ওম্” এই নামের অর্থ মনন পূর্বক জপ করিবে। নিজ আত্মাকে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুকূল করিয়া (তাঁহাতেই) সমর্পণ করিবে। এই পঞ্চবিধ নিয়ম একত্রে উপাসনা যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ।

অতঃপর ছয় অঙ্গ, যোগশাস্ত্র ও ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকা দ্রষ্টব্য।*

* ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকার উপাসনা বিষয়ে এ সকলের বর্ণনা আছে।

উপাসনা করিতে ইচ্ছা হইলে, নির্জন্ম ও পবিত্র স্থানে আসন করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়সমুহকে বাহ্য-বিষয় হইতে বিরুদ্ধ করিবে। মনকে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, নেত্র, শিখা অথবা মেরুদণ্ডে কোষায় ও স্থির করিয়া নিজ আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে মনন করিবে ও পরমাত্মাতে মগ্ন হইয়া সংযমী হইবে। এই সকল সাধন অবলম্বন করিলে আত্মা ও অন্তঃকরণ পবিত্র হইয়া সত্য দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। প্রতিনিয়ত জ্ঞান-বিজ্ঞান বৃদ্ধি করিলে মুক্তি পর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি অষ্ট প্রহরের মধ্যে একদণ্ড কালও এইরূপে ধ্যান করেন তিনি সর্বদা উন্নতিলাভ করেন।

পূর্বোক্ত স্থলে সর্বদেহ প্রভৃতি গুণের সহিত পরমেশ্বরের উপাসনা করাকে সগুণ এবং দেহ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শাদি গুণ হইতে পৃথক্ মানিয়া পরম সূক্ষ্ম আত্মার ভিতরে বাহিরে ব্যাপক পরমেশ্বরে দৃঢ়চিত্ত হওয়াকে নিরূপণ উপাসনা বলে।

ইহার ফল — যেমন অগ্নির নিষ্কটবর্তী হইবামাত্র শীতার্ধ ব্যক্তির শীত নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের সামীপ্য প্রাপ্ত হইলে সকল দোষ ও সকল দুঃখ দূর হয় এবং পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাবের স্থায়ী জীবাশ্মার গুণ-কর্ম-স্বভাব পবিত্র হইয়া উঠে। অতএব পরমেশ্বরে স্তুতি প্রার্থনা উপাসনা করা অবশ্য কর্তব্য। ইহার পৃথক্ ফল আছে। কিন্তু ইহাতে আত্মার বল এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে পর্বতাকার দুঃখ পাইলেও ব্যাকুল হইবে না এবং সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হইবে। ইহা কি সামান্য কথা? যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের স্তুতি-প্রার্থনা-উপাসনা করেনা, সে কৃত্রিম ও মনোমুগ্ধ। কারণ, যে পরমাত্মা জীবগণের সুখের জন্য জগতের সমস্ত পদার্থ দান করিয়াছেন তাঁহার গুণ ভুলিয়া যাওয়া এবং ঈশ্বরকে না মানা কৃত্রিমতা ও মূর্থতা।

(প্রশ্ন)—যখন পরমেশ্বরের শ্রোত্র ও নেত্রাদি ইন্দ্রিয় নাই, তখন তিনি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কিরূপে করিতে পারেন?

(উত্তর)ঃ—অপাণিপাদৌ জ্বনৌ গ্রহীতা পশ্চাত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।
স বেত্তি বেত্তং ন চ তস্মাস্তি বেত্তা তমাহরগ্র্যং পুরুষং মহাস্তম্ ।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অ. ৩। ম. ১৯।

পরমেশ্বরের হস্ত নাই, কিন্তু তিনি নিজ শক্তিরূপ হস্ত দ্বারা সমস্ত রচনা এবং গ্রহণ করেন। তাঁহার চরণ নাই, কিন্তু তিনি ব্যাপক বলিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক

বেগান। তাঁহার চক্ষুগোচর নাই, কিন্তু তিনি সমস্ত যথাবধিক্রমে দেখেন। তাঁহার শ্রোত্র নাই, তথাপি তিনি সফলের কথা শ্রাণ করেন। তাঁহার অস্তঃকরণ নাই, কিন্তু তিনি সমস্ত জগৎকে জানেন। তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে, এমন কেহই নাই। তিনি সনাতন, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বত্র পূর্ণ বলিয়া তাঁহার নাম পুরুষ। তিনি ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণ ব্যতীত নিজ সামর্থ্য দ্বারা স্বকর্য্য সাধন করিয়া থাকেন।

(প্রশ্ন)—অনেকে তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় ও নিষ্কর্গ বলিয়া থাকেন।

(উত্তর)—ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসংস্কারভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব প্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ । অং ৬ । মং ৮) ।

ইহা উপনিষদের বচন। পরমাত্মার কোন কার্য্য এবং করণ নাই অর্থাৎ তিনি কোন সাধনের অপেক্ষা রাখেন না। তাঁহার সদৃশ অথবা তদপেক্ষা মহান কেহই নাই। তাঁহার সর্বোত্তম শক্তি, অর্থাৎ তাঁহাতে যে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত বল এবং অনন্ত ক্রিয়া আছে, তাহা স্বাভাবিক, অর্থাৎ সহজাত বলিয়া শুনা যায়। যদি পরমেশ্বর নিষ্ক্রিয় হইতেন, তবে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় করিতে পারিতেন না। এইজন্য তিনি বিদু। তথাপি চেতন হওয়ায় তাঁহাতে ক্রিয়াও আছে।

(প্রশ্ন)—তাঁহার ক্রিয়া যখন আছে তখন তাহা সাস্ত না অনন্ত ?

(উত্তর)—যে পরিমাণ দেশ-কালে ক্রিয়া করা উচিত বুঝেন তিনি সেই পরিমাণই দেশ-কালে ক্রিয়া করেন, নূনাদিক নহে। কারণ তিনি জ্ঞানময়।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বর তাঁহার অস্ত জ্ঞানেন কি না ?

(উত্তর)—পরমাত্মা পূর্ণজ্ঞানী। জ্ঞান তাহাকে বলে, যাহা দ্বারা পদার্থকে যথার্থ রূপে জানা যায়। অর্থাৎ যে বস্তু যেমন, তাহাকে তদ্রূপ জানাকে জ্ঞান বলে। পরমেশ্বর অনন্ত, সুতরাং নিজেকে অনন্ত বলিয়া জানাই জ্ঞান, তদ্বিরুদ্ধ অজ্ঞান। অর্থাৎ অনন্তকে সাস্ত এবং সাস্তকে অনন্ত জানার নাম ভ্রম। “বথার্থদর্শনং জ্ঞানমিতি”, যাহার যেরূপ গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব, তাহাকে তদ্রূপ জানা ও মানাকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান বলে। তদ্বিপরীত অজ্ঞান। এইজন্য—

ব্রহ্ম কর্ম্ম বিপাকশয়ৈরপরান্বৃতঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥

যোগ সূং । (সমাধিপাদে সূং ২৪) ।

যিনি অবিজ্ঞাদি ক্লেশ, কুশল, অকুশল, ইচ্ছা, অনিষ্ট এবং মিশ্রফলদায়ক কৰ্ম্য-বাসনাবিহীন, তিনিই সকল জীব হইতে পৃথক্ বিশিষ্ট পুরুষ ঈশ্বর। (প্রশ্ন)—

ঈশ্বরাসিদ্ধিঃ ॥ ১ ॥ (সাং অ° ১। সূ° ১২) ॥ প্রমাণাতাবান্
তৎসিদ্ধিঃ ॥ ২ ॥ (সাং অ° ৫। সূ° ১০) ॥ সম্বন্ধাতাবান্নানুমানম্ ॥ ৩ ॥
সাংখ্য সূ° (অ° ৫। সূ° ১১) ॥

প্রত্যক্ষ দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না ॥১॥ কারণ, ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকাতে অনুমান প্রভৃতি প্রমাণও থাকিতে পারে না ॥২॥ আর ব্যাপ্তি সম্বন্ধ না থাকাতে অনুমানও হইতে পারে না। আবার প্রত্যক্ষ ও অনুমান হয় না বলিয়া শব্দ প্রমাণাদিও হইতে পারে না। এই সকল কারণে ঈশ্বরসিদ্ধি হইতে পারে না ॥৩॥

(উত্তর)—এস্থলে ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন। আবার অশ্রু পুরুষ হইতে বিলক্ষণ, অর্থাৎ সর্বত্র পূর্ণ বলিয়া পরমাত্মার নাম পুরুষ। শরীরে শয়ন করে বলিয়া জীবেরও নাম পুরুষ। এই প্রকরণে বলা হইয়াছে যে—

প্রধানশক্তিবোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ ॥১॥ সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্বৈশ্বর্যম্ ॥ ২ ॥
ঋতিরিপি প্রধানকার্য্যত্বম্ ॥ ৩ ॥ সাংখ্য সূ° (অ° ৫। সূ° ৮। ৯। ১২) ॥

পুরুষের সহিত প্রধান শক্তির যোগ হইলে পুরুষে সঙ্গাপত্তি ঘটে। অর্থাৎ যেরূপ প্রকৃতি সূক্ষ্মরূপে মিলিত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ পরমেশ্বরও স্থূল হইয়া পড়েন। এইজন্য পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন, কিন্তু নিমিত্ত কারণ ॥১॥

চেৎ ন হইতে জগতের উৎপত্তি হইলে পরমেশ্বরের স্থায় জগতেও সমগ্র ঐশ্বর্য্যের যোগ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এইজন্য পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন, কিন্তু নিমিত্ত কারণ ॥২॥

উপনিষদেও প্রধানকেই জগতের উপাদান কারণ বলা হইয়াছে। যথা—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ ॥

ইহা স্বেতাস্থতর উপনিষদের (অ° ৪। ম° ৫।) বচন।

জন্মরহিত সৎ-রজঃ-তমোরূপ যে প্রকৃতি সেই স্বরূপাকার হইতে বহু প্রজারূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রকৃতি পরিণামিনী বলিয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পুরুষ

অপরিণামী বলিয়া কখনও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া অচরুপে পরিণত হয় না, সর্বদা কূটস্থ ও নির্বিকার থাকে। অতএব যে কপিলাচার্য্যকে অনীশ্বরবাদী বলে, সেই অনীশ্বরবাদী, কপিলাচার্য্য নহেন। সেইরূপে মীমাংসার “ধর্ম্ম” “ধর্ম্মী” হইতে, বৈশেষিকে এবং জ্ঞায়ে “আত্মা” শব্দ হইতে প্রমাণিত হয় যে ইহার অনীশ্বরবাদী নহেন। কারণ যিনি সর্বস্বত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত এবং “অততি সর্বত্র ব্যাপ্তোত্তীত্যাত্মা” যিনি সর্বত্র ব্যাপক ও সর্বস্বত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট এবং যিনি সকল জীবের আত্মাস্বরূপ, তাঁহাকে মীমাংসা, বৈশেষিক এবং জ্ঞায় ঈশ্বর বলিয়া মানেন।

(প্রশ্ন)—ঈশ্বর অবতার হন কিনা? (উত্তর)—না। কারণ, “অজ একপাৎ” (৩৪।৫৩), “সপর্য্যাগাচ্ছুক্ৰমকায়ম্” (৪০।৮) ইত্যাদি যজুর্বেদের বচন; এই সব বচন হইতে সিদ্ধ হয় যে ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেন না। (প্রশ্ন)—

যদা যদা হি ধর্ম্মশ্চ যানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মশ্চ তদাত্মানং
সৃজাম্যহম্। ভ০ গী০। (অ০ ৪।শ্লো০ ৭)।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যখন যখনই ধর্ম্মের যানি উপস্থিত হয়, তখন তখনই আমি শরীর ধারণ করিয়া থাকি। (উত্তর)—এই বাক্য বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ নহে। কিন্তু এইরূপ হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মাত্মা ছিলেন এবং তিনি ধর্ম্মের রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। “আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠদিগকে রক্ষা এবং দুষ্কদিগকে বিনাশ করিয়া থাকি”। এইরূপ হইলে কোন দোষ নাই। কারণ, “পরোপকারায় সত্যং বিভূতয়ঃ”, সৎপুরুষদিগের দেহ-মন ধন পরোপকারের জন্য। সুতরাং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হইতে পারেন না। (প্রশ্ন)—তবে সংসারে ঈশ্বরের চতুর্বিংশ অবতার মানা হয় কেন? (উত্তর)—বেদার্থ না জানায় সাম্প্রদায়িক লোকদিগের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া নিজেদের মূর্থতা বশতঃ লোকেরা ভ্রমজালে আবদ্ধ হয় এবং এইরূপ অপ্রামাণিক কথা বলে ও বিশ্বাস করে। (প্রশ্ন)—যদি ঈশ্বর অবতার নহেন, তবে কংস ও রাবণ প্রভৃতি দুর্ব্বলদিগের বিনাশ কিরূপে হইতে পারে? (উত্তর)—প্রথমতঃ জন্মগ্রহণ করিলে অবশ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। যে ঈশ্বর অবতার দেহ ধারণ ব্যতীত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট কংস-রাবণ প্রভৃতি একটা কীট তুল্যও নহে। তিনি সর্বব্যাপক বলিয়া কংস-রাবণাদির শরীরেও পরিপূর্ণ থাকেন, যখনই ইচ্ছা, তখনই মর্য়্যচ্ছেদন করিয়া

তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারেন। ভাল, বাহারা এই অনন্ত গুণ-কর্ম-স্বভাববিশিষ্ট পরমাত্মাকে একটি ক্ষুদ্র জীবের বধের জন্য জন্ম-মরণশীল বলে, তাহাদিগকে মূর্খ ভিন্ন আর কিসের সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে? যদি কেহ বলে যে, ভক্তদিগের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেন, তবে তাহাও সত্য নহে। কারণ যে সকল ভক্ত ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে চলেন, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার পূর্ণ সামর্থ্য ঈশ্বরে আছে। পৃথিবী ও চন্দ্রসূর্যাদি সমন্বিত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ কর্ম অপেক্ষা কংস-রাবণাদির বিনাশ অথবা গোবর্দ্ধন পর্বতাদির উত্তোলন কি গুরুতর কর্ম? যদি কেহ এই সৃষ্টিতে পরমেশ্বরের কর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তবে মনে হইবে যে, “ন ভূতো ন ভবিষ্যতি”, অর্থাৎ ঈশ্বর সদৃশ কেহ নাই এবং হইবেও না। যুক্তি দ্বারাও ঈশ্বরের জন্ম সিদ্ধ হয় না। যেমন, যদি কেহ বলে যে, অনন্ত আকাশ গর্ভস্থ হইল, অথবা মুষ্টি দ্বারা ধৃত হইল, তবে তাহা কখনও সত্য হইতে পারেনা। কারণ আকাশ অনন্ত ও সর্বব্যাপক। অতএব আকাশ ভিতরেও যায় না বাহিরেও আসে না। সেইরূপ পরমাত্মা অনন্ত ও সর্বব্যাপক বলিয়া তাহার গমনাগমন কখনও সিদ্ধ হইতে পারেনা। যে স্থানে যাগ নাই, সে স্থানেই তাহার গমনাগমন হইতে পারে। পরমেশ্বর কি গর্ভে ব্যাপক ছিলেন না যে, অজ্ঞ কোন স্থান হইতে আসিলেন? তিনি কি বাহিরে থাকেন না যে, ভিতর হইতে বহির্গত হইলেন? ঈশ্বর সম্বন্ধে বিজ্ঞাহীন ব্যতীত আর কে এইরূপ বলিতে ও বিশ্বাস করিতে পারে? অতএব ঈশ্বরের গমনাগমন ও জন্মমরণ কখনও সিদ্ধ হইতে পারেনা। এতদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, “ঈশা” প্রভৃতিও ঈশ্বরের অবতার নহেন। কারণ রাগ, ঘেব, ক্ষুধা, ভয়, শোক, সুখ, দুঃখ, জন্ম এবং মৃত্যু প্রভৃতি গুণ ও ধর্ম বিশিষ্ট বলিয়া তাহারা মনুষ্য ছিলেন।

(প্রশ্ন)—ঈশ্বর তাহার ভক্তদিগের পাপ ক্ষমা করেন কিনা? (উত্তর)—না। কারণ পাপ ক্ষমা করিলে তাহার জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে মনুষ্যাগণও মহাপাপী হইয়া যাইবে। কেননা ক্ষমার কথা শুনিয়াই তাহারা পাপকর্মে নির্ভীক ও উৎসাহী হইয়া উঠে। রাজা অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিলে তাহারা উৎসাহের সহিত আরও গুরুতর পাপ করিতে থাকিবে। কারণ রাজা তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিলে তাহাদের এই ভরসা যে, রাজার সম্মুখে কৃতজ্ঞ হইয়া দাঁড়াইলে রাজা তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ফলে

যাহারা অপরাধ করেন, তাহারাও নির্ভয়ে পাপকর্মে প্রবৃত্ত হইবে। সুতরাং সকল কর্মের যথোচিত ফল প্রদান করাই ঈশ্বরের কার্য্য, ক্ষমা করা নহে।

(প্রশ্ন)—জীব কি স্বতন্ত্র না পরতন্ত্র? (উত্তর)—নিজ কর্তব্য কর্মে স্বতন্ত্র, কিন্তু ঈশ্বরের ব্যবস্থায় পরতন্ত্র। “স্বতন্ত্রঃ কর্তা” ইহা পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র। যিনি স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন তিনিই কর্তা। (প্রশ্ন)—স্বতন্ত্র কাহাকে বলে? (উত্তর)—শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি যাহার অধীন থাকে। স্বতন্ত্র না হইলে পাপপুণ্যের ফল প্রাপ্তি কখনও হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, ভূতা, স্বামী ও সেনা সেনাধাক্ষের আজ্ঞা অথবা প্রেরণা অনুসারে যুদ্ধে বহু মনুষ্যকে বিনাশ করিয়াও অপরাধী হয় না। সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রেরণা ও অধীনতায় কার্য্যসিদ্ধি হইলে জীবকে পাপপুণ্য স্পর্শ করে না। প্রেরয়িতা পরমেশ্বর তাহার ফলভাগী। স্বর্গ নরক অর্থাৎ সুখ এবং দুঃখের প্রাপ্তিও পরমেশ্বরেরই হইবে। যেমন কোন হত্যাকারী কোন শত্রু বিশেষ দ্বারা হত্যা করিলে ধৃত হইয়া দণ্ডভোগ করে শত্রু দণ্ডভোগ করেনা, সেইরূপ পরাধীন জীব পাপপুণ্যেরও ভাগী হইতে পারেনা। অতএব জীব নিজ সামর্থ্যানুসারে কর্ম করিতে স্বতন্ত্র, কিন্তু কোন পাপকর্ম করিলে সে ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে পরতন্ত্র হইয়া পাপের ফলভোগ করে। সুতরাং কর্ম বিষয়ে জীব স্বতন্ত্র, কিন্তু পাপের দুঃশরূপ ফলভোগ বিষয়ে পরতন্ত্র। (প্রশ্ন)—যদি পরমেশ্বর জীবকে সৃষ্টি না করিতেন এবং সামর্থ্য না দিতেন তবে জীব কিছুই করিতে পারিত না। অতএব পরমেশ্বরের প্রেরণা দ্বারাই জীব কর্ম করে। (উত্তর)—জীব কখনও উৎপন্ন হয় নাই, সে অনাদি। কিন্তু জীব জগতের উপাদান কারণ (পরমাণু) ও নিমিত্ত কারণ ঈশ্বরের আয় অনাদি। পরমেশ্বর কর্তৃক জীবের শরীর ও ইন্দ্রিয়গোলক সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল জীবের অধীন। যদি কেহ কায়-মন-বাক্যে কোন পাপপুণ্য করে, তবে সে নিজেই তাহার ফলভোগ করে ঈশ্বর নহে। মনে করুন, কোন কর্মকার কোন পর্ব্বত হইতে লৌহ বাহির করিল। কোন ব্যবসায়ী সেই লৌহ গ্রহণ করিল। অপর একজন কর্মকার তাহার দোকান হইতে লৌহ লইয়া তদ্বারা তরবারি প্রস্তুত করিল। কোন সৈনিক তাহার নিকট হইতে তরবারি লইয়া তদ্বারা কাহাকেও হত্যা করিল। এস্থলে লৌহের উৎপাদন কর্তা, গ্রহীতা, তরবারি-নির্মাতা এবং তরবারিকে রাজা দণ্ডদান করেন না, কিন্তু তরবারি দ্বারা যে হত্যা করে তাহাকেই দণ্ডদান করেন। সেইরূপ শরীরাদির সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর শরীরাদি দ্বারা কৃতকর্মের ফলভোগ করেন না, কিন্তু জীবকেই ভোগ করাইয়া থাকেন। যদি পরমেশ্বর কর্ম করাইতেন,

তবে কোন জীব পাপ করিত না। কারণ পরমেশ্বর পবিত্র ও ধর্মময় বলিয়া কোন জীবকে পাপ করিতে প্রেরণা দেন না। সুতরাং জীব নিজ কর্মে স্বতন্ত্র। যে রূপ জীব স্বীয় কর্ম করিতে স্বতন্ত্র সেইরূপ পরমেশ্বরও নিজ কর্মে স্বতন্ত্র।

(প্রশ্ন)—জীব ও পরমেশ্বরের স্বরূপ এবং গুণ-কর্ম-স্বভাব কিরূপ ?

(উত্তর)—উভয়েই চৈতন্যস্বরূপ। উভয়ের স্বভাব পবিত্র। উভয়েই অবিনাশী এবং ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি গুণযুক্ত কিন্তু সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, সকলের নিয়ন্ত্রণ এবং জীবদ্বিগকে পাপপুণ্যের ফলদান প্রভৃতি ধর্মামুদিত কর্ম পরমেশ্বরের। আর সন্তানোৎপত্তি, সন্তানপালন এবং শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি উত্তম অধম কর্ম জীবের। নিত্যজ্ঞান, আনন্দ এবং অনন্ত বল প্রভৃতি ঈশ্বরের গুণ। আর জীবের—

ইচ্ছাদেবপ্রযত্নস্বদুঃখজ্ঞানাত্মানো লিঙ্গমিতি।

শ্রায় সূ. ১। (অ. আ. ১। সূ. ১০)।

প্রাণাপাননিমেষোন্মেষমনোগতীন্দ্রিয়াস্তরবিকারাঃ স্বদুঃখেচ্ছাদেবো
প্রযত্নাচ্ছাত্মানো লিঙ্গানি। বৈশেষিক সূ. ১। (অ. ৩। আ. ২। সূ. ৪) ॥

(ইচ্ছা) পদার্থ সমূহের পাইবার অভিলাষ; (দেব) দুঃখাদি প্রাপ্তির অনিচ্ছা অর্থাৎ বৈরভাব; (প্রযত্ন) পুরুষকার ও বল; (স্বদুঃখ) আনন্দ; (দুঃখ) বিলাপ ও অপ্রসন্নতা; (জ্ঞান) বিবেক ও চিন্তিতে পারা—এই (শ্রায় ও বৈশেষিকে) একরূপ; কিন্তু বৈশেষিকে (প্রাণ) প্রাণ বায়ু বহির্গত করা; (অপান) প্রাণকে বাহির হইতে ভিতরে আনা; (নিমেষ) চক্ষুর পলকপাত; (উন্মেষ) চক্ষু উন্মীলন করা; (মন) নিশ্চয় স্মরণ ও অহঙ্কার করা; (গতি) চলন; (ইন্দ্রিয়) সমস্ত ইন্দ্রিয়ার পরিচালনা; (অন্তরবিকার) ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্ষুধা তৃষ্ণা হর্ষশোকাদি অমুভব করা; জীবাত্মার এই সকল গুণ পরমাঙ্গার গুণ হইতে পৃথক্। এই সকল গুণদ্বারাই আত্মার প্রতীতি করিবে। কারণ আত্মা স্থূল পদার্থ নহে। আত্মা যতকাল দেহে থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত এই গুণও প্রকাশিত থাকে। কিন্তু আত্মা দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে এই সকল গুণও দেহে থাকেনা। যাহা থাকিলে যাহা থাকে এবং যাহা না থাকিলে যাহা থাকেনা তাহাই তাহার গুণ। যেমন প্রদীপ সূর্যাদি না থাকিলে আলোক থাকেনা কিন্তু থাকিলে থাকে। সেইরূপ গুণ দ্বারাই জীবাত্মা ও পরমাঙ্গার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন)—পরমাঙ্গা ত্রিকালদর্শী সুতরাং তিনি ভবিষ্যতের কথা জানেন। তিনি যে রূপ নির্ধারণ করিবেন, জীব সেইরূপই করিবে। সুতরাং জীব স্বতন্ত্র

নহে। আর ঈশ্বর জীবকে দণ্ড দিতে পারেন না। কারণ তিনি নিজজ্ঞান দ্বারা যেমন নির্ধারণ করিয়াছেন, জীব সেইরূপ করিতেছে। (উত্তর)—ঈশ্বরকে ত্রিকালদর্শী বলা মুর্থতা। কারণ, যাহা হইয়া থাকে তাহাকে অতীত, আর যাহা হয় নাই অথচ হইবে তাহাকে ভবিষ্যৎকাল বলে। পরমেশ্বরের কি কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া বিद्यমান থাকেনা, অথবা কোন জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু পরে হইবে? পরমেশ্বরের জ্ঞান সর্বদা একরস ও অখণ্ডিত ভাবে বর্তমান থাকে। অতীত ও ভবিষ্যৎকাল জীবের জ্ঞাত। জীবের কর্মসাপেক্ষ ত্রিকালজ্ঞতা ঈশ্বরে আছে ভাবে বটে কিন্তু স্বতঃ নাই। জীব স্বতন্ত্রভাবে যেমন কর্ম করে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞতা দ্বারা সেইরূপ জানেন। আর ঈশ্বর যেমন জানেন, জীব সেইরূপ করে। অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের জ্ঞান ও ফলদান বিষয়ে ঈশ্বর স্বতন্ত্র। জীব কিঞ্চিৎ বর্তমান কর্ম করিতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বরের জ্ঞান অনাদি। সুতরাং তাঁহার কর্মজ্ঞানের দ্বারা দণ্ডজ্ঞানও অনাদি। তাঁহার উভয় জ্ঞানই সত্য। কর্মজ্ঞান সত্য, কিন্তু দণ্ডজ্ঞান মিথ্যা, এইরূপ কি কখনও হইতে পারে? সুতরাং এ বিষয়ে কোন দোষ ঘটে না।

(প্রশ্ন)—জীব শরীরে ভিন্ন বিভূ অথবা পরিচ্ছিন্ন?

(উত্তর)—বিভূ হইলে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জন্ম-মরণ, সংযোগ-বিয়োগ এবং যাতায়াত কখনও হইতে পারিত না। এইজন্য জীবের স্বরূপ অল্পজ্ঞ এবং অল্প অর্থাৎ সূক্ষ্ম। আর পরমেশ্বর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অনন্ত, সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপক স্বরূপ। সুতরাং জীব এবং পরমেশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ।

(প্রশ্ন)—যে স্থানে একটি বস্তু থাকে, সে স্থানে অপর একটি বস্তু থাকিতে পারে না। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। (উত্তর)—এই নিয়ম সমান আকার বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে ঘটিতে পারে, অসম আকার বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে নহে। যেমন লৌহ স্থূল এবং অগ্নি সূক্ষ্ম বলিয়া লৌহের মধ্যে অগ্নি ও বিদ্যুৎ ব্যাপক হইয়া উভয়ে একই আকাশে অবস্থান করে, সেইরূপ জীব পরমেশ্বর অপেক্ষা স্থূল এবং পরমেশ্বর জীব অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া পরমেশ্বর ব্যাপক এবং জীব ব্যাপ্য। জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধের দ্বারা, সেব্য-সেবক, আধার-আধেয়, স্বামী-ভূত, রাজা-প্রজা এবং পিতা-পুত্র প্রভৃতি সম্বন্ধও আছে। (প্রশ্ন)—যদি পৃথক পৃথক হয়, তবে :—

প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥১॥ অহং ব্রহ্মাস্মি ॥২॥ তত্ত্বমসি ॥৩॥ অয়মাত্মা ব্রহ্ম ॥৪॥

তবে বেদের এই মহাবাক্য গুলির অর্থ কি? (উত্তর)—এগুলি বেদবাক্যই নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থের বচন। এইগুলি মহাবাক্য বলিয়া কোন সত্য শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই। অর্থ—(অহম্) আমি (ব্রহ্ম) অর্থাৎ ব্রহ্মহু (অগ্নি) আছি। এখানে তাৎপর্যোপাধি। যেমন “মক্ষাঃ ক্রোশন্তি”, মক্ষগুলি ডাকিতেছে। মক্ষ জড় পদার্থ, ঐ সকলের ডাকিবার সামর্থ্য নাই। এইজন্ত মক্ষহু মনুষ্য ডাকিতেছে। সেইরূপ এস্থলেও বুঝিতে হইবে। যদি কেহ বলেন যে, সকল পদার্থই ত ব্রহ্মহু, তবে জীবকে ব্রহ্মহু বলাতে বিশেষ কি বলা হইল? ইহার উত্তর এই যে, সকল পদার্থ ব্রহ্মহু বটে, কিন্তু জীব যেমন সাধার্ম্যযুক্ত ও নিকটস্থ, অত্ৰ কিছু তরুণ নহে। আর জীবের ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে এবং মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে থাকে। এইজন্ত ব্রহ্মের সহিত জীবের তাৎপর্য্য এবং তৎসহচারিতোপাধি, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের সহচরী। অতএব জীব এবং ব্রহ্ম এক নহে। যেমন কেহ কাহাকে বলে “আমি ও এই ব্যক্তি এক” অর্থাৎ অবিরোধী, সেইরূপ যিনি সমাধিস্থ অবস্থায় পরমেশ্বরের প্রেমে বদ্ধ হইয়া তাহাতে নিমগ্ন থাকেন, তিনি বলিতে পারেন, “আমি এবং ব্রহ্ম এক অর্থাৎ অবিরোধী, অর্থাৎ এক অবকাশহু”। যিনি পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাবানুযায়ী নিজের গুণ-কর্ম-স্বভাব গঠন করেন, তিনি সাধার্ম্য বশতঃ ব্রহ্মের সহিত এক বলিতে পারেন। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তবে এই বাক্যের অর্থ কিরূপে করিবেন? (তৎ) ব্রহ্ম (ত্বম্) তুমি জীব (অসি) হও। হে জীব! (ত্বম্) তুমি (তৎ) সেই ব্রহ্ম (অসি) হও। (উত্তর)—তুমি “তৎ” শব্দের দ্বারা কি বুঝিতেছ? “ব্রহ্ম”। তবে ব্রহ্মপদের অনুবৃত্তি কোথা হইতে আনিলে?

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাবিতীয়ং ব্রহ্ম ॥

(প্রশ্ন)—পূর্বোক্ত বাক্য হইতে।

(উত্তর)—তুমি এই ছান্দোগ্য উপনিষদ দেখও নাই। দেখিয়া থাকিলে জানিতে সেখানে ব্রহ্ম শব্দের পাঠই নাই। এমন মিথ্যা বলিতেছ কেন? ছান্দোগ্যে ত :—

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাবিতীয়ম্ ॥

(ছা० প্রা० ৬। খ० ২। ম० ১)।

এইরূপ পাঠ আছে। সে স্থলে ব্রহ্ম শব্দ নাই।

(প্রশ্ন)—তবে আপনি “তৎ” শব্দ দ্বারা কি গ্রহণ করিতেছেন? (উত্তর)—

“স য এষোণিমা ॥ ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎসত্যং স আত্মা তদ্ব্যমসি
শ্বেতকেতো ইতি” ॥ ছান্দোঃ (প্রঃ ৬।খঃ ৮।মঃ ৬।৭) ॥

হে প্রিয় পুত্র শ্বেতকেতো! সেই পরমাত্মা জানিবার যোগ্য। তিনি
অতীব সূক্ষ্ম এবং সমস্ত জগৎ ও জীবের আত্মা। তিনিই সত্যস্বরূপ এবং নিজেই
নিজের আত্মা।

তদাত্মকস্তদন্তর্য্যামী ত্বমসি ॥

তুমি সেই অন্তর্য্যামী পরমাত্মার সহিত যুক্ত। এই অর্থই উপনিষদের
অবিরুদ্ধ। কারণ :—

য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোন্তরোয়মাত্মা ন বেদ যস্তাত্মা শরীরম্।
আত্মনোন্তরোয়ময়তি স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।

ইহা বৃহদারণ্যকের বচন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে
বলিতেছেন—হে মৈত্রেয়ি! যে পরমেশ্বর আত্মা অর্থাৎ জীবের মধ্যে অবস্থিত
এবং জীবাত্মা হইতে পৃথক্, মৃত জীবাত্মা জানেনা যে, সেই পরমাত্মা তাহার
মধ্যে ব্যাপক রহিয়াছেন। জীবাত্মা পরমেশ্বরের শরীর, অর্থাৎ যেমন শরীরের
মধ্যে জীব থাকে, সেইরূপ জীবের মধ্যে পরমেশ্বর ব্যাপক রহিয়াছেন। তিনি
জীবের পাপ-পুণ্যের সাক্ষিরূপে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ থাকিয়া জীবকে পাপ-
পুণ্যের ফল দান করেন এবং নিয়ন্ত্রিত করেন। সেই অবিনাশিস্বরূপ আত্মা
তোমারও অন্তর্য্যামী। অর্থাৎ তোমার মধ্যে ব্যাপক রহিয়াছেন। তাঁহাকে
তুমি জান।

এ সকল বচনের কি কেহ অন্তরূপ অর্থ করিতে পারেন? “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”,
অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় যোগীর পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হয়, তখন তিনি বলেন, “যিনি
আমার মধ্যে ব্যাপক, সেই ব্রহ্মই সর্বত্র ব্যাপক”। এইজন্ত আজকাল যে সকল
বেদান্তী বলেন যে, জীব এবং ব্রহ্ম এক, তাঁহারা বেদান্তশাস্ত্র জানেন না। (প্রশ্ন)—

“অনেন আত্মনা জীবেনানুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণি।
(ছাঃ প্রঃ ৬।খঃ ৩।মঃ ২) ॥ তৎস্বচ্ছদা তদেবানুপ্রাবিশৎ। (তৈত্তিরীয়ঃ
ব্রহ্মাণঃ অনুঃ ৬।) ॥

পরমেশ্বর বলিতেছেন,—আমি জগৎ এবং শরীর রচনা করিয়া জগতে
ব্যাপক ও জীবরূপে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপের ব্যাখ্যা করিব”।

পরমেশ্বর ঐ জগৎ এবং শরীর নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইত্যাদি শ্রুতির অম্লরূপ অর্থ কিরূপে করিবেন ?

(উত্তর)—যদি তুমি পদ, পদার্থ এবং বাক্যার্থ জানিতে, তবে কখনও এরূপ অনর্থ করিতে না। কারণ, এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, এক প্রবেশ, অল্প অনুপ্রবেশ অর্থাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ বলা হয়। পরমেশ্বর শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্টের স্থায় থাকিয়া বেদদ্বারা সমস্ত নাম রূপাদি বিস্তা প্রকাশ করেন। তিনি শরীরের মধ্যে জীবকে প্রবিষ্ট করিয়া স্বয়ং জীবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তুমি “অনু” শব্দের অর্থ জানিলে এইরূপ বিপরীত অর্থ কখনও করিতে না। (প্রশ্ন)—

“সোহয়ং দেবদত্তো য উষাকালে কাশ্চাং দৃষ্টঃ স ইদানীং প্লার্টসময়ে মধুরায়াং দৃশ্যতে ॥”

অর্থাৎ যে দেবদত্তকে গ্রীষ্মকালে কাশীতে দেখিয়াছিলাম, তাহাকেই বর্ষাকালে মধুরায় দেখিতেছি। এস্থলে কাশীদেশ ও গ্রীষ্মকাল পরিত্যাগ পূর্বক শরীর মাত্রকেই লক্ষ্য করিয়া দেবদত্ত লক্ষিত হইতেছে। সেইরূপ এই ভাগ-ত্যাগলক্ষণ দ্বারা ঈশ্বরের পরোক্ষ দেশ, কাল, মায়া, উপাধি এবং জীবের এই দেশ-কাল-অবিজ্ঞা ও অলজ্জতা উপাধি ত্যাগ করিয়া কেবল চেতনমাত্র লক্ষ্য করিলে একই ব্রহ্ম বস্তু উভয়ত্র লক্ষিত হয়। এই ভাগত্যাগলক্ষণা অর্থাৎ কিঞ্চিৎগ্রহণ ও কিঞ্চিৎবর্জ্জনদ্বারা যেমন ঈশ্বরের সর্বজ্ঞহাদি বাচ্যার্থ ঈশ্বরের এবং জীবের অলজ্ঞহাদি বাচ্যার্থ জীবেরই চেতনমাত্র লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিলে অদ্বৈত সিদ্ধ হয়। এবিষয়ে আপনার বক্তব্য কি ?

(উত্তর)—প্রথমতঃ তুমি কি জীব এবং ঈশ্বরকে নিত্য মনে কর, না অনিত্য মনে কর ?

(প্রশ্ন)—এই উভয়কে উপাধি জন্ত কল্পিত বলিয়া অনিত্য মনে করি।

(উত্তর)—সেই উপাধিকে নিত্য অথবা অনিত্য মনে কর ?

(প্রশ্ন)—আমাদিগের মতে :—

জীবেশো চ বিশুদ্ধাচিদ্ধিভেদস্ত তয়োদ্বয়োঃ ।

অবিজ্ঞা তচ্ছিত্তোর্যোগঃ ষড়্ভূতাকমনাদয়ঃ ॥১॥

কার্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ ।

কার্য্যকারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোহবশিষ্যতে ॥২॥

ইহা “সংক্ষেপশারীরিক” এবং “শারীরিকভাষ্যের” কাদিকা। আমরা বেদান্তিগণ ছয় পদার্থ অর্থাৎ প্রথম জীব, দ্বিতীয় ঈশ্বর, তৃতীয় ব্রহ্ম, চতুর্থ জীব ও ঈশ্বরের বিশেষ ভেদ, পঞ্চম অবিজ্ঞা অজ্ঞান এবং ষষ্ঠ অবিজ্ঞা ও চেতনের যোগ—এই সকলকে অনাদি বলিয়া মানি। কিন্তু এক ব্রহ্মই অমাদি অনন্ত, আর অষ্ট পাঁচটি অনাদি সান্ত, যেমন প্রাগভাব। যতকাল অজ্ঞান থাকে, ততকাল পর্যন্ত এই পাঁচ থাকে এবং এই পাঁচের আদি বিদিত হয় না, এই অষ্ট অনাদি। জ্ঞান হইবার পর নষ্ট হইয়া যায়, এই অষ্ট ইহাকে সান্ত অর্থাৎ বিনাশশীল বলে।

(উত্তর)—তোমাদের পূর্বোক্ত এই দুই শ্লোকই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, অবিজ্ঞার যোগ ব্যতীত জীব এবং মায়ার যোগ ব্যতীত ঈশ্বর তোমাদের মতে সিদ্ধ হইতে পারেনা। অতএব “তচ্ছিত্তোর্যোগঃ”, যে ষষ্ঠ পদার্থ তোমরা গণনা করিয়াছ, তাহা রহিল না। কারণ, সেই অবিজ্ঞা ও মায়ার, জীব ও ঈশ্বরে চরিতার্থ হইয়া গেল। আবার ব্রহ্ম এবং মায়ার অথবা অবিজ্ঞার যোগ ব্যতীত ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারেনা। সুতরাং ঈশ্বরকে অবিজ্ঞা এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ গণনা করা বুঝা। সুতরাং তোমাদের মতানুসারে কেবলমাত্র দুই পদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং অবিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে, ছয়টি নহে। আর অনন্ত, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব এবং সর্বব্যাপক ব্রহ্মে অজ্ঞান সিদ্ধ হইলেই তোমাদের কার্যোপাধি ও কারণোপাধি হইতে জীব ও ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে।

যদি তাঁহার এক দেশে স্বাতন্ত্র্য এবং স্ববিষয়ক অজ্ঞান অনাদি সর্বত্র স্বীকার কর, তবে সমস্ত ব্রহ্ম শুদ্ধ হইতে পারেন না। একদেশে অজ্ঞান মানিলে ইহা পরিচ্ছিন্ন হওয়ারে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে থাকিবে। যে যে স্থানে যাইবে সে সে স্থানের ব্রহ্ম অজ্ঞান এবং যে যে স্থান ত্যাগ করিবে সে সে স্থানের ব্রহ্ম জ্ঞানী হইতে থাকিবেন। সুতরাং কোন স্থানের ব্রহ্মকে অনাদি শুদ্ধ এবং জ্ঞানী বলিতে পারিবে না। আর যে ব্রহ্ম অজ্ঞানের সীমায় থাকিবেন তিনি অজ্ঞানকে জানিবেন। তাহাতে বাহিরের এবং ভিতরের ব্রহ্ম খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে।

যদি বল, খণ্ড খণ্ড হইলে, অখণ্ড না হইলে ব্রহ্মের ক্ষতি কি? তবে তিনি অখণ্ড রহিলেন না। যদি অখণ্ড হন, তবে তিনি অজ্ঞান নহেন। পুনশ্চ, জ্ঞানের অভাব অথবা বিপরীত জ্ঞানও গুণ বলিয়া কোন জ্ঞানের সহিত নিত্য সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া থাকে। যদি তাহা হয়, তবে সমবায় সম্বন্ধ হওয়ার কখনও

অনিচ্ছা হইতে পারেনা। আবার যেমন শরীরের একদেশে জ্বালা হইলে সর্বত্র জ্বালা রিক্তার লাভ করে সেইরূপ একদেশে অজ্ঞান, অন্ধ, দুঃখ এবং ক্লেশের উপশান্তি হইলে সমস্ত জ্ঞানের দুঃখাদির ক্ষয়ভাব দ্বারা ই যদি কাঙ্ক্ষ্যোপাধি অর্থাৎ অন্তঃকরণের উপাধির যোগ বশতঃ ত্রাসকে জীব মনে কর, তবে জিজ্ঞাসা করি, ত্রাস কি ব্যাপক অথবা পরিচ্ছিন্ন? যদি বল ত্রাস ব্যাপক ও উপাধি পরিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ একাদেশী ও পৃথক পৃথক, তবে অন্তঃকরণ গতিশীল নহি গতিশীল?

(উত্তর)—গতিশীল।

(প্রশ্ন)—অন্তঃকরণের সহিত ত্রাস গমনাগমন করেন অথবা স্থির থাকেন?

(উত্তর)—স্থির থাকেন।

(প্রশ্ন)—অন্তঃকরণ যে যে স্থান ত্যাগ করিলে সে সে স্থানের ত্রাস অজ্ঞান-রহিত এবং যে যে স্থানে যাইবেন সে সে স্থানের শুদ্ধ ত্রাস অজ্ঞান হইতে থাকিবেন। এই রূপে ত্রাস কণে কণে জ্ঞানী এবং কণে কণে অজ্ঞান হইতে থাকিবেন। ইহাতে মোক্ষ এবং বন্ধনও ক্ষণস্থায়ী হইবে। আবার যেমন একের দুই বস্তু অশ্লো স্মরণ করিতে পারেনা, সেইরূপ যতকালো দুই ও ত্রুত বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান থাকিতে পারে না। কারণ, যে সময়ে দর্শন বা আবেগ হইয়াছিল, তাহা অশ্লো বেশ ও অশ্লো কাল এবং যে সময়ে স্মরণ করা হয়, তাহা অশ্লো বেশ ও অশ্লো কাল।

যদি বল যে, ত্রাস এক, তাহা হইলে ত্রাস সর্বজন্য নহেন কেন? যদি বল যে, অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন তবে ত্রাসও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহা জড়, উহাতে জ্ঞান হইতে পারে না। যদি বল যে, কেবল জ্ঞানের অথবা কেবল অন্তঃকরণেরই জ্ঞান হয় না, কিন্তু অন্তঃকরণের চিদাঙ্গাসের জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলেও অন্তঃকরণ দ্বারা চেতনেরই জ্ঞান হইল, তবে তাহা নেত্রদ্বারা অন্ন অল্পজ হইবে কেন? সুতরাং কার্যোপাধি ও কাৰ্য্যোপাধির যোগবশতঃ ত্রাস জীব এবং ঈশ্বর লিঙ্ক করা যাইবে না। কিন্তু ঈশ্বর নাম ত্রাসের এবং ত্রাস হইতে ভিন্ন অনাদি, অনুৎপন্ন ও অমৃতস্বরূপ জীবের নাম জীব। যদি বল যে, চিদাঙ্গাসের নাম জীব, তবে তাহা কণভঙ্গুর হওয়ার নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহা হইলে মোক্ষমুখ ভোগ করিবে কে? অতএব ত্রাস কখনও জীব এবং জীব কখনও ত্রাস নহে, হয় নাই এবং হইবে না।

(প্রশ্ন)—তবে “সদেব সোম্যোদমগ্র্য আদীদেবকমেবাতিতীয়ম্” হাদেহায়াং

অদ্বৈতসিদ্ধি কিরূপে হইবে? আমাদের মতে ত ত্রয় হইতে পৃথক কোন সজাতীয়, বিজাতীয় এবং অসংত অবয়বসমূহের ভেদ না থাকিতে এক ত্রয়ই সিদ্ধ হয়। জীব অস্ত হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে?

(উত্তর)—এই ত্রয়ে পড়িয়া ত্রয় পাইতেছে কেন? বিশেষত্ব বিশেষণ বিভাগ বল কি তাহাও জান। যদি বল, “স্বার্থক বিশেষণ ভবতীতি”, বিশেষণ জ্ঞেয়কারক হয় তবে, “প্রার্থক প্রকাশকমপি বিশেষণ ভবতীতি”, বিশেষণ যে প্রার্থক এবং প্রকাশক হয়, তাহাও স্বীকার কর।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অদ্বৈত বিশেষণ জ্ঞেয়। ইহাতে স্বার্থক ধর্ম এইরূপ যে অদ্বৈত বস্তু ত্রয়কে যাবতীয় জীব ও তদ্ব হইতে পৃথক করিতেছে এবং বিশেষণের প্রকাশক ধর্ম দ্বারা ত্রয়ের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ, “অগ্নিরগরেহ্বিতীয়ো ধনাটো দেবদত্তঃ। অস্তাং সেনারামদ্বিতীয়ঃ শূরবীরো বিক্রমসিংহঃ”। কেহ কাহাকেও বলিল যে, এই নগরে দেবদত্ত অদ্বিতীয় ধনাট এবং বিক্রমসিংহ এই সেনার মধ্যে অদ্বিতীয় শূরবীর। এতদ্বারা সিদ্ধ হইল যে, এই নগরে দেবদত্তের সদৃশ অস্ত্র ধনাট ও এই সেনার মধ্যে বিক্রমসিংহের স্তায় শূরবীর দ্বিতীয় কেহ নাই, তদপেক্ষা নিকট আছে বটে। তদ্ব্যতীত পৃথিবী আদি জড় পদার্থ, পদার্থ প্রাণী এবং বুদ্ধাদিও আছে। এই সকলের মিথেষ্ট হইতে পারেনা। সেইরূপ জ্ঞেয় সদৃশ জীব অথবা প্রকৃতি নাই, কিন্তু তদপেক্ষা নিকট আছে বটে।

এতদ্বারা সিদ্ধ হইল যে, ত্রয় সর্বত্র এক, কিন্তু জীব এবং প্রকৃতির ভেদ অনেক। এই সকল হইতে পৃথক করিয়া ত্রয়ের একত্ব প্রতিপাদক অদ্বৈত অথবা অদ্বিতীয় শব্দ বিশেষণ। ইহাতে জীব অথবা প্রকৃতির এবং কার্যরূপ জগতের অভাব ও নিষেধ হইতে পারে না। কিন্তু এ সকল আছে, তবে এ সকল জ্ঞেয় কুল্য নহে। ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধি অথবা বৈতসিদ্ধির ব্যতিক্রম হয় না। অহিংস হইও না, চিন্তা কর, বুঝ।

(প্রশ্ন)—জ্ঞেয় ১৭, চিৎ এবং আনন্দ আর জীববর অস্তি, ভাতি এবং ত্রিরূপ দ্বারা একত্ব হইতে পারে। তবে খণ্ডন করিতেছেন কেন?

(উত্তর)—কিঞ্চিৎ সাক্ষর্য থাকিলেই একত্ব হইতে পারে না। কোন পৃথিবী জড় ও দৃষ্টমান। সেইরূপ জল এবং অগ্নি আদিও জড় ও দৃষ্টমান। কেবল এইমাত্র বস্তুসমূহ একত্ব সিদ্ধ হয় না। এই সকলের মধ্যে বৈষম্য তেরকারক কার্যে নিরাক্ষর ধর্ম, বেদন গন্ধ, রসকতা ও কঠিনত্ব প্রকৃতি পৃথিবীর গুণ, এবং

রস, দ্রবত্ব ও কোমলত্ব প্রভৃতি জলের ধর্ম এবং রূপ ও দাহকত্ব প্রভৃতি অগ্নির ধর্ম। এ সকলের মধ্যে একত্ব নাই। যেমন মনুষ্য ও কীট চক্ষু দ্বারা দেখে, মুখ দ্বারা আহার করে এবং পদ দ্বারা যাতায়াত করে; তথাপি মনুষ্যের আকৃতিতে পদদ্বয় এবং কীটের আকৃতিতে অনেক পদ ইত্যাদি ভেদ বশতঃ একত্ব হইতে পারে না। সেইরূপ পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান, আনন্দ, বল, ক্রিয়া, অভ্রান্তত্ব ও ব্যাপকত্ব জীব হইতে ভিন্ন, এক জীবের অল্প জ্ঞান, অল্প বল, অল্প স্বরূপ, সব জ্ঞান ও পরিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি গুণ ত্রয় হইতে ভিন্ন। অতএব জীব ও পরমেশ্বর এক নহে, কেননা ইহাদের স্বরূপও (পরমেশ্বর অতীব সূক্ষ্ম এবং জীব পরমেশ্বর অপেক্ষা কিছু স্থূল হওয়ায়) ভিন্ন। (প্রশ্ন)—

অধোদরমস্তুরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি দ্বিতীয়ান্নৈ ভয়ং ভবতি ॥

ইহা বৃহদারণ্যকের বচন। যিনি ত্রয় ও জীবের মধ্যে অল্পমাত্রাও ভেদ বুদ্ধি রাখেন, তিনি ভয় প্রাপ্ত হন। কারণ, ভয় অন্ত হইতেই হইয়া থাকে।

(উত্তর)—ইহার অর্থ এইরূপ নহে। কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, যে জীব ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, অথবা পরমাত্মাকে কোন দেশ-কালে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে, অথবা তাঁহার আজ্ঞা ও গুণ-কর্ম স্বভাবের বিরুদ্ধাচারী হয় অথবা অন্ত কোন মনুষ্যের প্রতি বৈরভাবাপন্ন হয়, সেই ভীত হয়, কেননা দ্বিতীয় বুদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই—এইরূপ বুদ্ধি হইলে, অথবা কাহাকেও যদি বলে “আমি তোমাকে কিছুই মনে করি না, তুমি আমার কিছুই করিতে পারিবে না”, অথবা কাহাকেও কষ্ট দেয় বা ক্ষতি করে তবে সেই ব্যক্তি হইতে তাহার ভয় উপস্থিত হয়। আর সর্বপ্রকারে অবিরোধ হইলেই এক বলা হয়। যেমন লোকে বলে যে, “দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত এবং বিষ্ণুমিত্র এক, অর্থাৎ অবিরুদ্ধ। বিরোধ না থাকিলে সুখ এবং বিরোধ থাকিলে দুঃখ প্রাপ্তি ঘটে। (প্রশ্ন)—ত্রয় ও জীবের সর্বদা একতা ও অনেকতা থাকে অথবা কখনও উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায় বা যায় না? (উত্তর)—ইহার পূর্বে এখনই কিছু উত্তর দিয়াছি। কিন্তু সাধারণ্য অদ্বয়ভাবে একতা হইয়া থাকে। যেমন আকাশ ও মূর্ত্ত্তব্যো জড়ত্ব থাকায় এবং কখনও পৃথক না থাকায় একতা এবং আকাশের বিদ্যু, সূক্ষ্ম, অরূপ, অনন্তাদি গুণ ও বৃত্তিমান পদার্থের পরিচ্ছিন্ন দৃশ্যাদি বৈধর্ম্যবশতঃ ভেদ হইয়া থাকে অর্থাৎ যেমন পৃথিবী আদি

পদার্থ আকাশ হইতে কখনও ভিন্ন থাকিতে পারে না কেননা অল্প অর্থাৎ অবকাশ ব্যতীত মূর্ত্তব্য কখনও থাকিতে পারে না এবং ব্যতিরেক অর্থাৎ স্বরূপতঃ ভিন্ন হওয়ার পার্থক্য আছে। সেইরূপ ব্রহ্ম ব্যাপক হওয়ার জীব ও পৃথিবী আদি পদার্থ ব্রহ্ম হইতে পৃথক থাকিতে পারে না এবং স্বরূপতঃ একও হইতে পারে না। যেমন গৃহ নির্মাণ করিবার পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মাটি, কাঠ, লোহা আদি পদার্থ আকাশেই থাকে, যখন গৃহ নির্মিত হইয়া গেল তখনও আকাশেই বর্তমান रहিল এবং যখন নষ্ট হইয়া গেল অর্থাৎ সেই ঘরের সব অবয়ব ভিন্ন ভিন্ন দেশকে প্রাপ্ত হইল তখনও আকাশেই रहিল অর্থাৎ তিন কালেই আকাশ হইতে ভিন্ন হইতে পারিল না এবং স্বরূপতঃ ভিন্ন হওয়ার কখনও এক ছিল না, এক নাই ও এক হইবে না। এইরূপ জীব ও সংসারের সমস্ত পদার্থ পরমেশ্বরে ব্যাপ্য হওয়ার পরমাত্মা হইতে তিনকালেই ভিন্ন এবং স্বরূপতঃ ভিন্ন হওয়ার এক কখনও হয় না। আজকালকার বেদান্তিগণের দৃষ্টি কাণা লোকের মত অল্পের দিকে পড়িয়া ব্যতিরেক ভাব হইতে ছুটিয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এমন কোন জব্য নাই বাহাতে সত্ত্বগুণিত্ব, অল্প, ব্যতিরেক, সামর্থ্য, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষণ ভাব থাকে না।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বর সত্ত্বগুণ অথবা নিগুণ?

(উত্তর)—উভয় প্রকার।

(প্রশ্ন)—ভাল, দুই ভরবারি এক কোষে কিরূপে থাকিতে পারে? একই পদার্থে সত্ত্বগুণতা এবং নিগুণতা কিরূপে থাকিতে পারে?

(উত্তর)—যেমন জড়ের রূপাদি গুণ আছে কিন্তু চেতনের জ্ঞানাদি গুণ জড়ের মধ্যে নাই, সেইরূপ চেতনের মধ্যে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ আছে, কিন্তু রূপাদি জড়ের গুণ নাই। সুতরাং “বদগুণৈঃ সহ বর্তমানং তৎ সত্ত্বগুণম্”, “গুণেভ্যো বস্তুগতং পৃথগ্ভূতং তস্মিন্গুণম্” বাহা গুণবিশিষ্ট তাহা সত্ত্বগুণ এবং বাহা গুণবিহীন তাহাকে নিগুণ বলে। নিজ নিজ স্বাভাবিক গুণযুক্ত এবং অন্য বিরোধী গুণ रहিত হওয়াতে সকল পদার্থই সত্ত্বগুণ ও নিগুণ। কেবল সত্ত্বগুণ অথবা কেবল নিগুণত্ব বিশিষ্ট কোন পদার্থ নাই। প্রত্যুত একই পদার্থে সত্ত্বগুণ ও নিগুণত্ব সর্বত্র থাকে। সেইরূপ পরমেশ্বরে স্বীয় অনন্ত জ্ঞান, বল ইত্যাদি গুণ থাকাতে তিনি সত্ত্বগুণ; কিন্তু রূপাদি জড়ের এবং দেহাদি জীবের গুণ না থাকাতে তিনি নিগুণ কথিত হন।

(প্রশ্ন)—সংসারে নিরাকারকে নিগুণ এবং সাকারকে সত্ত্বগুণ বলে। অর্থাৎ

যখন পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন না, তখন তিনি নিষ্ঠুর। যখন পরমেশ্বর অস্বার্থী হন, তখন তিনি সন্তুষ্ট কথিত হন।

(উত্তর)—ইহা কেবল অজ্ঞান ও বিভ্রান্তিদিগের কল্পনা মাত্র। সূর্যেরা স্তায় বেখানে সেখানে বৃথা চীৎকার করিয়া থাকে। সন্নিপাত সপুত্রের নিরর্থক প্রলাপের স্তায় মূর্থদিগের কথা অথবা ভাষণের লেখ্যকে বৃথা মনে করা উচিত।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বর আসক্ত অথবা বিরাগযুক্ত ?

(উত্তর)—উত্তরই নহেন। কারণ নিজ অপেক্ষা তির উত্তম বস্তুতে আসক্তি হইয়া থাকে। পরমেশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন এবং পরমেশ্বর অপেক্ষা উত্তম কোন পদার্থ নাই সুতরাং তাঁহাতে আসক্তি সম্ভব নহে। আবার, যিনি প্রাপ্ত বস্তু পরিত্যাগ করেন তাঁহাকে বিরাস্তী বলে। যেহেতু পরমেশ্বর ব্যাপক, এইজন্য তিনি কোন বস্তুকে ত্যাগ করিতে পারে না। অতএব পরমেশ্বর বিরাস্তীও নহেন।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বরের ইচ্ছা আছে কি না ?

(উত্তর)—তথাকথিত ইচ্ছা নাই। কারণ, যাহার প্রাপ্তিতে বিশেষ দুঃখ হইতে পারে, সেইরূপ অপ্রাপ্ত উত্তম বস্তুর অন্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে। ঈশ্বর বিষয়ে তাহা সম্ভব হইলে তাঁহার ইচ্ছা থাকিতে পারিত। কিন্তু ঈশ্বরের কোন বস্তু অপ্রাপ্ত নাই। ঈশ্বর অপেক্ষা উত্তম এবং পূর্ণত্বজনক কোন পদার্থও নাই। একান্ত ঈশ্বরে স্বেচ্ছা অভিলাষও নাই। সুতরাং তাঁহাতে ইচ্ছা সম্ভব নহে। কিন্তু সকল প্রকার বিভাদর্শন ও সব সৃষ্টির রচনা যাহাকে ঈশ্বর বলে তাহা আছে। এই সকল সংক্ষিপ্ত বিষয় হইতেই সৎপুরুষগণ বিস্তার করিতে পারিবেন।

ঈশ্বর বিষয়ে সংক্ষেপে এই লিখিত হইল। অতঃপর বেদবিষয় লিখিত হইতেছে :—

যুগ্মাদৃঢ়ো অপাতকনু যজুর্ষম্বাদপাকমল। সামানি যন্ত সোমাতথর্বাশি-
রশ্লে নৃথম্। স্তুতন্তু ক্রহি কতমঃ সিন্দেব সঃ ॥

অর্থকর্ম কা. ১০। প্রপা. ২৩। অনু. ১০। ২০ ॥

যে পরমাত্মা হইতে ধর্মের, যজুর্বেদের, সামকের এবং অর্থকর্মবের প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি কোন দেবতা ? ইহার (উত্তর)—তিনি সকলকে সৃষ্টি করিয়া ধারণ করিতেছেন, সেই পরমাত্মা।

স্বয়ম্ভূত্যাধাতব্যতোহর্থান্ বিদধাচ্ছাত্তীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

যজুঃ । অ ৪০ । মং ৮ ॥

কিহি স্বরত্ব, সর্বব্যাপক, শুদ্ধ, সনাতন, নিরাকার পরমেশ্বর, তিনি সনাতন জীবরূপী প্রজাদিগের কল্যাণার্থ যথার্থ রীতি অনুসারে বেদদ্বারা সকল বিজ্ঞান উপদেশ প্রদান করেন ।

(প্রশ্ন)—আপনি পরমেশ্বরকে নিরাকার না সাকার মানেন ?

(উত্তর)—নিরাকার মানি ।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বর নিরাকার হইলে ত মুখ দ্বারা বর্ণোচ্চারণ ব্যতীত কিরূপে বেদবিজ্ঞান উপদেশ প্রদান করিয়া থাকিবেন ? কেননা বর্ণের উচ্চারণে তালু প্রভৃতি স্থান ও জিহ্বার অবশ্য প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক ।

(উত্তর)—পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপক বলিয়া স্বকীয় ব্যাপ্তি দ্বারা জীবদিক্কে বেদবিজ্ঞান উপদেশ প্রদান করিতে তাঁহার মুখাদি কিছুই প্রয়োজন হয়না । কারণ, মুখ ও জিহ্বাদ্বারা বর্ণোচ্চারণ নিজের জন্ত নহে, কিন্তু অপরের বোধের জন্ত করা হইয়া থাকে । মুখ ও জিহ্বার ব্যাপার ব্যতীত মনে অনেক বিষয়ের বিচার এবং শব্দোচ্চারণ হইয়া থাকে । অঙ্গুলিদ্বারা কণ্ঠরক্ত করিয়া দেখ ও শুন যে মুখ, জিহ্বা এবং তালু প্রভৃতি স্থান ব্যতীত কিরূপ কিরূপ শব্দ হইতেছে । সেইরূপ ঈশ্বর অন্তর্যামীরূপে জীবকে উপদেশ দিয়াছেন । কেবল অঙ্গকে বুঝাইবার জন্ত উচ্চারণের প্রয়োজন । নিরাকার সর্বব্যাপক পরমেশ্বর জীবস্থ স্বরূপে জীবাত্মায় স্বীয় অখিল বেদ বিজ্ঞান উপদেশ প্রকাশ করেন । পুনরায় মনুষ্য তাহা নিজমুখে উচ্চারণ করিয়া অপরকে শ্রবণ করাইয়া থাকে । এইজন্য ঈশ্বরে পূর্বোক্ত দোষ ঘটিতে পারে না ।

(প্রশ্ন)—ঈশ্বর কবে কাহার আত্মায় বেদ প্রকাশ করিয়াছেন ? (উত্তর)—

অগ্নেঋগ্বেদো বায়োর্যজুর্বেদঃ সূর্য্যোঃ সামবেদঃ ॥

শতং । (১১ । ৪ । ২ । ৩) ॥

পরমাত্মা প্রথমে সৃষ্টির আদিতে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অজিরা—এই সকল ঋষির আত্মায় এক একটি বেদ প্রকাশ করিয়াছেন । (প্রশ্ন)—

যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বেং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ॥

(শ্বেতাশ্বং । অং ৬ । মং ১৮) ॥

ইহা উপনিষদের বচন। এই বচনানুসারে পরমেশ্বর ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তবে, আবার অগ্নি ইত্যাদি ঋষিদিগের আশ্রায় তাহা করিলেন কেন ?

(উত্তর)—ব্রহ্মার আশ্রায় অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা বেদপ্রকাশ করিয়াছিলেন। দেখ! মনু কি লিখিয়াছেন :—

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্ত ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

দ্বুদোহ যজ্ঞসিদ্ধার্থমুগ্ধ্যজুঃসামলক্ষণম্ ॥ মনু० (১ । ২৩) ॥

পরমাশ্রা আদি সৃষ্টিতে মনুষ্যদিগকে উৎপন্ন করিয়া অগ্নি প্রভৃতি চারি মহর্ষি দ্বারা ব্রহ্মাকে চারিবেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ব্রহ্মা অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অজিতার নিকট ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ববেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

(প্রশ্ন)—সেই চারিজনের মধ্যেই বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, অশ্বের মধ্যে করেন নাই, সুতরাং ঈশ্বর পক্ষপাতী হইলেন।

(উত্তর)—সেই চারিজনই সব জীবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পবিত্রাশ্রা ছিলেন। তাঁহাদের সদৃশ অপর কেহ ছিল না। এই জন্য তাঁহাদের মধ্যেই পবিত্র বিজ্ঞার প্রকাশ করা হইয়াছিল।

(প্রশ্ন)—কোন দেশীয় ভাষায় বেদ প্রকাশ না করিয়া সংস্কৃত ভাষায় করা হইল কেন ?

(উত্তর)—কোনও দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করিলে ঈশ্বর পক্ষপাতী হইতেন। কারণ যে দেশের ভাষায় প্রকাশ করিতেন, সেই দেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সহজ হইত, কিন্তু অশ্রু দেশীয়দিগের পক্ষে কঠিন হইত। এইজন্য সংস্কৃত ভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃত কোন দেশের ভাষা নহে। আর বেদ-ভাষা অশ্রু সকল ভাষার মূল। সেই ভাষাতেই বেদ প্রকাশ করা হইয়াছে। যেমন ঈশ্বরের পৃথিব্যাদি সৃষ্টি সকল দেশ এবং সকল দেশবাসীর জন্যই একরূপ ও সকল শিল্পবিজ্ঞার মূল, সেইরূপ পরমেশ্বরের বিজ্ঞার ভাষাও একরূপ হওয়া উচিত। তাহাতে সর্বদেশীয় লোকের অধ্যয়ন অধ্যাপনায় সমান পরিশ্রম হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন। সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার মূলও বটে।

(প্রশ্ন)—বেদ ঈশ্বরকৃত, অশ্রুকৃত নহে, এ বিষয়ে প্রমাণ কি ?

(উত্তর)—যেমন ঈশ্বর পবিত্র, সর্ববিজ্ঞাবিৎ, শুদ্ধ গুণ-কর্ম-স্বভাববিশিষ্ট, স্বায়কামী, দয়ালু এবং অশ্রু গুণসম্পন্ন, সেইরূপ যে পুস্তকে ঈশ্বরের গুণ-কর্ম-

স্বভাবের অনুকূল কথা আছে তাহা ঈশ্বরকৃত, অশ্রুত নহে। যে পুস্তকে সৃষ্টিক্রম, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং আপ্ত ও পবিত্রাত্মাদিগের ব্যবহারবিরুদ্ধ কথা নাই তাহা ঈশ্বরোক্ত। ঈশ্বরের জ্ঞান যেমন অভ্রান্ত, যে পুস্তকে সেইরূপ অভ্রান্ত জ্ঞানের প্রতিপাদন আছে, তাহা ঈশ্বরোক্ত। পরমেশ্বর ও তাঁহার সৃষ্টিক্রম যেরূপ, যে পুস্তকে সেইরূপ ঈশ্বর, সৃষ্টিকার্য্য, কারণ এবং জীবের প্রতিপাদন আছে, সেই পুস্তক পরমেশ্বরকৃত। বেদ যেমন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং পবিত্রাত্মাদিগের স্বভাবের অনিরুদ্ধ, বাইবেল ও কোরোণ প্রভৃতি অশ্রুত পুস্তক সেইরূপ নহে। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ সমুদ্রাঙ্গে বাইবেল ও কোরোণ প্রসঙ্গে এ বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা যাইবে।

(প্রশ্ন)—ঈশ্বর কর্তৃক বেদ প্রকাশের কিছুই প্রয়োজন নাই। কারণ, মনুষ্যগণ ক্রমশঃ জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক রচনা করিতে পারে।

(উত্তর)—না। কখনও পারে না। কেননা কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব। বহু মনুষ্যেরা সৃষ্টিকে দেখিয়াও বিদ্বান্ হয় না। কিন্তু কোন শিক্ষক পাইলেই বিদ্বান্ হইয়া থাকে। এখনও কাহারও নিকট বিজ্ঞাশিক্ষা না করিয়া কেহই বিদ্বান্ হয় না। সেইরূপ যদি পরমাত্মা পূর্ব্বোক্ত আদি সৃষ্টির ঋষিদিগকে এবং ঋষিগণ অপর মনুষ্যদিগকে বেদবিজ্ঞা শিক্ষা না দিতেন, তবে সকলেই বিজ্ঞাহীন থাকিয়া যাইত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কাহারও বালককে নির্জ্ঞান স্থানে, মূর্থ অথবা পশুদিগের সঙ্গে রাখা হইলে সে তাহার সঙ্গীদের স্থায়ই হইয়া যাইবে। বহু ভীল প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যতদিন আর্য্যাবর্ত্ত দেশ হইতে শিক্ষা বিস্তৃত হয় নাই, ততদিন মিশর, গ্রীস এবং ইউরোপ প্রভৃতি দেশের মনুষ্যদিগের মধ্যে কোনরূপ বিজ্ঞার বিস্তার হয় নাই। ইউরোপের কলম্বাস প্রভৃতি ব্যক্তি যতদিন পর্য্যন্ত আমেরিকায় যান নাই, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারও সহস্র, লক্ষ অথবা কোটি বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞাহীন ছিল। পরে সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়াতে বিদ্বান্ হইয়াছে। সেইরূপ সৃষ্টির আদিতে মনুষ্য পরমাত্মার নিকট হইতে বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়া উত্তরোত্তর বিদ্বান্ হইয়া আসিতেছে।

স এষ পূর্ব্বোষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ যোগসূ° সমাধিপাদে সূ° ২৬ ॥

যেমন বর্ত্তমানকালে আমরা অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা করিয়াই বিদ্বান্ হইয়া থাকি, সেইরূপ পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন অগ্নি প্রভৃতি ঋষিদিগেরও গুরু

অর্থাৎ অধ্যাপক ছিলেন। কারণ পরমেশ্বরের জ্ঞান নিত্য বলিয়া তিনি জীবের জ্ঞায় হুযুগুৎ এবং প্রণয় কালে জ্ঞানরহিত হন না। তাঁহার জ্ঞান নিত্য। হুত্তরাং ইহা নিশ্চিতরূপে জানা আবশ্যক যে, নিমিত্ত ব্যতীত কখনও নৈমিত্তিক অর্থ সিদ্ধ হয় না।

(প্রশ্ন)—বেদ সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অগ্নি প্রভৃতি ঋষিগণ সেই ভাষা জানিতেন না। তাঁহারা বেদের অর্থ জানিলেন কিরূপে?

(উত্তর)—পরমেশ্বর জানাইয়াছেন। ধর্ম্মাত্মা যোগী মহর্ষিগণ যখন যখন যে যে মন্ত্রের অর্থ জানিতে ইচ্ছা করিয়া ধ্যানাবস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের স্বরূপে সমাধিস্থ হইতেন, তখন তখন পরমাত্মা তাঁহাদিগকে অভীষ্ট মন্ত্রের অর্থ জানাইয়াছেন। যখন অনেকের আত্মায় বেদার্থের প্রকাশ হইল, তখন ঋষি-মুনিগণ সেই বেদার্থ ও ঋষি মুনিদিগের ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করিলেন। ঐ সকল গ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম অথবা বেদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ বলিয়া ঐ সকলের নাম ব্রাহ্মণ হইয়াছে, আর :—

ঋষয়ো (মন্ত্রদৃষ্টয়ঃ)মন্ত্ৰান্ সম্প্রাদুঃ ॥ নিরু° (১২০) ॥

যে ঋষি যে মন্ত্রের অর্থ দর্শন করিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে কেহ সেই মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ করেন নাই। তিনি সেই মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ করিলেন এবং অপরকেও শিক্ষা দিলেন। সেই জন্ত সেই মন্ত্রের সঙ্গে সেই ঋষির নাম অতীবধি স্মরণার্থে লিখিত হইয়া আসিতেছে। যদি কেহ ঋষিদিগকে মন্ত্রবক্তা বলেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তিনি অসত্য কথা বলিতেছেন। তাঁহারা ত মন্ত্রার্থের প্রকাশক মাত্র।

(প্রশ্ন)—কোন গ্রন্থের নাম বেদ?

(উত্তর)—ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব মন্ত্রসংহিতার নাম বেদ। অন্য কোন গ্রন্থের নাম বেদ নহে।

(প্রশ্ন)—“মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ম্” ॥ ইত্যাদি কাত্যায়ন প্রভৃতি মুনিকৃত প্রতিজ্ঞাসূত্রের কি অর্থ করিবেন?

(উত্তর)—দেখ। সংহিতাগ্রন্থের আরম্ভ ও অধ্যায়সমাপ্তিতে সনাতন কাল হইতে বেদশব্দ লিখিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থের আরম্ভে বা অধ্যায় সমাপ্তিতে তাহা কোথায়ও লিখিত হয় নাই। আর নিরুক্তে—

ইত্যপি নিগমো ভবতি। ইতি ব্রাহ্মণম্। (নিঃ অঃ ১৫। ৭। ৩। ৪) ॥

ছন্দো ব্রাহ্মণানি চ তদ্বিষয়াণি ॥ (অষ্টাধ্যা° ৪। ২। ৬৬) ॥

ইহা পানিনীয় সূত্র। ইহাতেও স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, বেদ মন্ত্রভাগ এবং ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যাভাগ। এই বিষয়ে বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে মৎপ্রণীত “ঋগ্বেদাদিত্যাত্মমিকা” জ্ঞেয়। সেই গ্রন্থে সিদ্ধ হইয়াছে যে, নানারূপে প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া উক্ত বচন কাত্যায়নের হইতে পারে না। সেই বচন মানিলে বেদ কখনও সনাতন হইতে পারে না। কাবণ, ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে বহু ঋষি, মহর্ষি ও রাজাদের ইতিহাস লিখিত আছে। কাহারও ইতিহাস তাহার জন্মের পরেই লিখিত হইয়া থাকে। সেই গ্রন্থও তাহার জন্মের পরে হয়। বেদে কাহারও ইতিহাস নাই কিন্তু তন্মধ্যে যে সকল শব্দদ্বারা বিজ্ঞা জানা যায়, সেই সকল শব্দের প্রয়োগ আছে। কোঃ মনুষ্যবিশেষের সংজ্ঞা অথবা কথাপ্রসঙ্গ বেদে নাই।

(প্রশ্ন)—বেদের কতগুলি শাখা আছে ?

(উত্তর)—এগার শত সাতাইশ।

(প্রশ্ন)—শাখা কাহাকে বলে ?

(উত্তর)—ব্যাখ্যানকে শাখা বলে।

(প্রশ্ন)—সংসারে বিদ্বানরা বেদের অবয়বভূত বিভাগ সমূহকে শাখা বলিয়া মানেন কি ?

(উত্তর)—একটু বিবেচনা করিয়া দেখ যে, ইহা যথার্থ কিনা। কারণ, বেদের যাবতীয় শাখা আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিদিগের নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু মন্ত্রসংহিতা পরমেশ্বরের নামে প্রসিদ্ধ। চারি বেদ যেমন পরমেশ্বরকৃত বলিয়া মানি, সেইরূপ আশ্বলায়নী প্রভৃতি শাখাগুলিকেও সেই সেই ঋষিকৃত বলিয়া মানি। সমস্ত শাখায় মন্ত্রের প্রতীক ধরিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, তৈত্তিরীয় শাখায় “ইষেত্বোজ্জ্বলো হেতি” ইত্যাদি প্রতীক ধরিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু বেদসংহিতায় কোন প্রতীক গ্রহণ করা হয় নাই। অতএব পরমেশ্বরকৃত চারিবেদ মূল বৃক্ষ। আশ্বলায়ন প্রভৃতি যাবতীয় শাখা ঋষি-মুনিকৃত, পরমেশ্বরকৃত নহে। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা দেখিতে চাহিলে তাহা “ঋগ্বেদাদিত্যাত্মমিকা” জ্ঞেয়। যেমন মাতা পিতা নিজ সন্তানদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহাদের উন্নতি ইচ্ছা করেন, সেইরূপ পরমেশ্বর সকল মনুষ্যের প্রতি কৃপা করিয়া বেদকে প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্বারা মনুষ্যগণ অবিচাররূপ অন্ধকার এবং ভ্রমজাল হইতে মুক্ত হইয়া বিজ্ঞা ও বিজ্ঞানরূপ সূর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে অবস্থান করে এবং বিজ্ঞা ও সুখবুদ্ধি করিতে থাকে।

(প্রশ্ন)—বেদ নিত্য অথবা অনিত্য ?

(উত্তর)—নিত্য। পরমেশ্বর নিত্য বলিয়া তাঁহার জ্ঞানাদি গুণও নিত্য। নিত্য পদার্থের গুণ-কর্ম-স্বভাব নিত্য। অনিত্য পদার্থের গুণ-কর্ম-স্বভাব অনিত্য।

(প্রশ্ন)—বেদপুস্তকও কি নিত্য ?

(উত্তর)—না। পুস্তক ও পত্রও মণিনির্মিত তাহা কিরূপে নিত্য হইতে পারে ? তবে শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ নিত্য।

(প্রশ্ন)—সম্ভবতঃ ঈশ্বর পূর্বোক্ত ঋষিদিগকে জ্ঞান দিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই জ্ঞানের সাহায্যে বেদ রচনা করিয়াছিলেন।

(উত্তর)—জ্যেয় ব্যতীত জ্ঞান হয় না। গায়ত্রী আদি ছন্দ, ষড়্জাদি ও উত্তরাংশুদাস্ত আদি স্বরজ্ঞানের সহিত গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দসমূহের রচনাসামর্থ্য সর্বজ্ঞ ব্যতীত আর কাহারও নাই। এইরূপ সর্বজ্ঞানযুক্ত শাস্ত্র নির্মাণ করাও অপরের সাধ্যতীত। ঋষিযুনিগণ বেদাধ্যয়নের পর ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও ছন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ বিজ্ঞাপ্রকাশার্থ রচনা করিয়াছেন। পরমাত্মা বেদপ্রকাশ না করিলে কেহ কিছই রচনা করিতে পারিতেন না। সুতরাং বেদ পরমেশ্বরোক্ত। সকলেরই বেদানুকূল আচরণ করা কর্তব্য। যদি কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে, “আপনার মত কি” ? তবে এই উত্তর দেওয়া উচিত, “আমার মত বেদ”। অর্থাৎ বেদোক্ত বিষয় সকল আমি স্বীকার করি। অতঃপর সৃষ্টি বিষয়ে লিখিত হইবে।

ঈশ্বর এবং বেদবিষয় সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইল। ৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্রায়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে স্তোত্রাবিভূষিতে

ঈশ্বরবেদবিষয়ে সপ্তমঃ সমুদ্রাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ৭ ॥

অথ অষ্টম সমুদ্রাসারম্ভঃ

অথ সৃষ্ট্যুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়বিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ

ইয়ং বিসৃষ্টির্ধত আ বভূব যদি বা দধে যদি বা ন ।

যো অস্মাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমনসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ১ ॥

তম আসীত্তমসা গুঢ়গগ্রে একেতং সলিলং সর্বমা ইদম্ ।

তুচ্ছ্যনাভপিহিতং যদাসীত্তপসন্তমহিনা জায়তৈকম্ ॥ ২ ॥

ঋং । মং ১০ । সূং ১২৯ । মং ৭ । ৩ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ ।

স দাধার পথিবিং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥

ঋং । মং । ১০ । সূং ১২১ । মং ১ ॥

পুরুষ এবৈদং সর্বং যদভূতংযচ্চ ভাব্যম্ ।

উতামৃতত্বশ্চেশানো যদমেনাতিরোহতি ॥৪॥ যজুঃ অং ৩১ । মং ২ ॥

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি ।

যৎ প্রায়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তন্নিজিগ্ঞাসস্ব তদব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিং (ভৃগুবল্লী । অমুং ১) ।

হে (অঙ্গ) মনুষ্য । যাঁহা হইতে এই বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি ধারণ ও প্রলয় কর্তা, যিনি এই জগতের স্বামী এবং যাঁহার

ব্যাপকতার মধ্যে সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইয়া থাকে তিনিই পরমাত্মা। তাঁহাকে তুমি জান। অপর কাহাকেও সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মানিও না ॥ ১ ॥

এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন, রাত্রিরূপে অবিজ্ঞেয়, আকাশরূপে সব জগৎ তুচ্ছ অর্থাৎ অনন্ত পরমেশ্বরের সম্মুখে একদেশী ও আচ্ছাদিত ছিল। অনন্তর পরমেশ্বর নিজ শক্তিবলে কারণরূপ হইতে কার্যরূপ করিয়াছেন ॥ ২ ॥

হে মনুষ্যগণ! যিনি সূর্য্যাদি সমস্ত তেজস্বী পদার্থের আধার। যিনি অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জগতের এক অদ্বিতীয় পতি, যিনি জগতের উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন এবং যিনি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরমাত্মদেবের প্রতি প্রেম-ভক্তি কর। ৩ ॥

হে মনুষ্যগণ! যিনি সকলের মধ্যে পূর্ণ পুরুষ, যিনি অবিনাশী কারণস্বরূপ, যিনি জীবগণের অধিপতি এবং যিনি পৃথিবী আদি জড় পদার্থ ও জীব হইতে পৃথক, সেই পুরুষই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা। ৪ ॥

যে পরমাত্মার রচনা হইতে পৃথিবী আদি সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, যাঁহাতে জীবন ধারণ করে এবং যাঁহার মধ্যে প্রলয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা বর। ৫ ॥

জন্মাগস্ত্য যতঃ ॥ শারীরিক সূ० অ० ১। পা० ১। সূ० ২ ॥

যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় হয়, সেই ব্রহ্ম জানিবার যোগ্য। (প্রশ্ন)—এই জগৎ কি পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? না অপর কেহ ইহার সৃষ্টিকর্তা? (উত্তর)—নিমিত্ত কারণ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহার উপাদান কারণ প্রকৃতি। (প্রশ্ন)—পরমেশ্বর কি প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন নাই? (উত্তর)—না। প্রকৃতি অনাদি। (প্রশ্ন)—আদি কাহাকে বলে? কতগুলি পদার্থ অনাদি? (উত্তর)—ঈশ্বর, জীব এবং জগতের কারণ—এই তিন অনাদি। (প্রশ্ন)—এ বিষয়ে প্রমাণ কি? (উত্তর)—

১। স্বপূর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিবস্বজাতে। তয়োৱন্যঃ
পিপ্পলং স্বাদ্বন্ত্যনশ্লম্ভো অভি চাকশীতি ॥১॥ ঋ० ম० ১। সূ० ১৬৪। ম० ২০॥

শাস্ত্রতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ২ ॥ যজুঃ, অ० ৪০। মং ৮ ॥

(ঙা) ব্রহ্ম ও জীব উভয়ে (সুপর্ণা) চেতনত্ব ও পালকত্ব প্রভৃতি গুণবশতঃ সদৃশ ; (সবুজা) ব্যাপ্য ব্যাপকভাবে সংযুক্ত ; (সখায়া) পরস্পর মিত্রতায়ুক্ত ; সনাতন এবং অনাদি ; (সমানম্) তদ্রূপ (বৃক্ষম্) অনাদি মূলস্বরূপ কারণ এবং শাখারূপ কার্যযুক্ত বৃক্ষ ; অর্থাৎ যাহা স্থূল হইয়া পুনশ্চ প্রলয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, সেই তৃতীয় অনাদি পদার্থ ;—এই তিনের গুণ-কর্ম-স্বভাবও অনাদি । জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রথম জীব এই বৃক্ষরূপ সংসারে পাপ-পুণ্যরূপ ফলসমূহের (স্বাদ্বস্তি) উত্তমরূপে ভোগ করে । দ্বিতীয় পরমাত্মা, কর্মফল (অনশ্বিন্) ভোগ না করিয়া চারিদিকে অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে সর্বত্র প্রকাশমান হইয়া আছেন । জীব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে জীব এবং উভয় হইতে প্রকৃতি ভিন্ন-স্বরূপ এবং তিনই অনাদি ॥ ১ ॥

(শাস্ত্রতীভ্যঃ) অর্থাৎ অনাদি সনাতন জীবরূপ প্রকার জন্তু পরমাত্মা বেদদ্বারা সকল বিজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন ॥২॥

অজামেকাং লোহিতশুক্কৃষ্ণাং বহ্নীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ ।

অজো হ্যেকো জুয়মাণোহনুশেতে জহাত্যোনাং ভুক্তভোগামজোহনুঃ ॥

(শ্বেতাস্থতরোপনিষদি । অ° ৪ । ম° ৫) ॥

ইহা উপনিষদের বচন । প্রকৃতি, জীব এবং পরমাত্মা—এই তিন অজ অর্থাৎ যাহার কখনও জন্ম হয় না এবং ইহার কখনও জন্মগ্রহণ করে না । অর্থাৎ এই তিন সমগ্র জগতের কারণ । ইহাদের কোন কারণ নাই । অনাদি জীব, এই অনাদি প্রকৃতিকে ভোগ করিতে করিতে আসক্ত-হয় । কিন্তু পরমাত্মা তাহাতে আসক্ত হন না এবং ভোগও করেন না । ঈশ্বর এবং জীবের লক্ষণ ঈশ্বরবিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে । এখন প্রকৃতির লক্ষণ লিখিত হইতেছে :—

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্ মহতোহহঙ্কারোহহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাগ্ন্যভয়মিন্দ্রিয়ং পঞ্চতন্মাত্রৈভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চ-বিংশতিগর্গঃ ॥ সাম্ব্য সূ° । (অ° ১ । সূ° ৬১) ॥

(সত্ব) শুদ্ধ, (রজঃ) মধ্যম (তমঃ) জড় অর্থাৎ জড়তা—এই তিন বস্তুর মিলনে যে এক সংঘাত হয়, তাহার নাম প্রকৃতি । প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব বুদ্ধি, তাহা হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রা সূক্ষ্ম ভূত ও দশ ইন্দ্রিয় এবং একাদশ মন ; পঞ্চতন্মাত্রা হইতে পৃথিবী আদি পঞ্চ ভূত—এই চতুর্বিংশ

তত্ত্ব এবং পঞ্চবিংশতি পুরুষ অর্থাৎ জীব ও পরমেশ্বর। তন্মধ্যে প্রকৃতি অবিকারিণী ও মহত্ত্ব অহঙ্কার ও পঞ্চ সূক্ষ্মভূত প্রকৃতির কার্য্য এবং ইন্দ্রিয়, মন ও স্থূল ভূত সমূহের কারণ। পুরুষ কাহারও প্রকৃতি অথবা উপাদান কারণ বা কার্য্য নহে। (প্রশ্ন) —

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ ॥ ১ ॥ (ছান্দো. প্রঃ ৬। খঃ ২)।

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ॥ ২ ॥ (তৈত্তিরীয়োপনি. ব্রহ্মানন্দব.। অনু. ৭) ॥

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ ॥ ৩ ॥ (বৃহৎ.। অ. ১। ব্রা. ৪। ম. ১) ॥

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ ॥ ৪ ॥ (শত. ১১। ১। ১১। ১) ॥

ইহা উপনিষদের বচন। হে শ্বেতকেতো! এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে
সৎ. ১ ॥ অসৎ. ২ ॥ আত্মা. ৩ ॥ এবং ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। ৪ ॥ পরে—

তদৈক্ষত বহুঃ স্রাং প্রজায়েয়েতি। সোহকাময়ত বহুঃ স্রাং
প্রজায়েয়েতি ॥ তৈত্তিরীয় উপনি. ব্রহ্মানন্দবল্লী, অনু. ৬ ॥

সেই পরমাত্মাই স্বেচ্ছায় বহুরূপ হইয়াছেন।

সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥

ইহাও উপনিষদের বচন,—নিশ্চয়ই এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম। ইহাতে নানা
প্রকারের কোন পদার্থ নাই, কিন্তু সমস্তই ব্রহ্মরূপ।

(উত্তর)—এই সকল বচনের অনর্থ করিতেছ কেন? উপনিষদে লিখিত
আছে:—

(এবমেব খলু) সোম্যামেন শুভ্রেনাপো মূলমম্বিচ্ছন্তিস্ সোম্য শুভ্রেন
তেজোমূলমম্বিচ্ছ, তেজসা সোম্য শুভ্রেন সন্মূলমম্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ
সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ॥

ছান্দোগ্য উপনি.। প্র. ৬। খং ৮। মং ৪ ॥

হে শ্বেতকেতো! অম্বরূপ পৃথিবী কার্য্য হইতে জলরূপ মূলকারণকে জানিবে।
কার্য্যরূপ জল হইতে তেজোরূপ মূল এবং তেজোরূপ কার্য্য হইতে সৎরূপ
কারণ নিত্য প্রকৃতিকে জানিবে। এই সত্যধরূপ প্রকৃতিই সমস্ত জগতের মূল
গৃহ ও স্থিতির স্থান। এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অসৎসদৃশ এবং জীবাশ্মা,

ব্রহ্ম ও প্রকৃতিতে লীন হইয়া বিচ্যমান ছিল, অভাব ছিল না। আর, (সর্বং খলু) এই বচনটি “কহী” কা ইট কহী” কা রোড়া, ভানুমতী নে কুণ্ডবা জোড়া”র জায়গায় লীলা খেলা। কারণ ১—

সর্বং খল্বিদম্ ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত্র উপাসীত ॥

ছান্দোগ্যং (প্রঃ ৩ ॥ খঃ ১৪ । মঃ ১) ॥ এণং

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ (কঠোপনিং । অং ২।বল্লীং ৪।মং ১১) ॥

যেমন শরীরের অঙ্গ যতকাল শরীরে থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত উহা কার্য্যকরী থাকে, কিন্তু পৃথক হইলে অকর্ম্মণা হইয়া যায়, সেইরূপ প্রকরণস্থ বাক্য সার্থক। কিন্তু প্রকরণ হইতে পৃথক, অথবা বাক্যাস্তরের সহিত সংযুক্ত হইলে, অনর্থক হইয়া পড়ে। উক্ত বচনের অর্থ শোন! হে জীব! তুমি ব্রহ্মের উপাসনা কর। সেই ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং জীবনধারণ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম সৃজন এবং ধারণ করেন বলিয়া এই সমস্ত জগৎ বিচ্যমান অথবা তাঁহার সহচারী রহিয়াছে। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অথ কাহারও উপাসনা করিও না। এই চেতন মাত্র, অথগু ও একরস ব্রহ্ম নানা বস্তুর সংমিশ্রণ নহে। কিন্তু যাবতীয় বস্তু পৃথক পৃথক স্বরূপে পরমেশ্বরের রূপ আধারে অবস্থিত আছে।

(প্রঃ)—জগতের কারণ কতগুলি ?

(উত্তর)—তিনটি। প্রথম নিমিত্ত, দ্বিতীয় উপাদান এবং তৃতীয় সাধারণ। যদ্বারা নির্ম্মিত হইলে কোন কিছু নির্ম্মিত হয়, যদ্ব্যতীত নির্ম্মিত হয় না তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলে। উহা স্বয়ং নির্ম্মিত হয় না, কিন্তু অপরকে প্রকারান্তর করিয়া নির্মাণ করে। দ্বিতীয় উপাদান কারণ। যদ্ব্যতীত কোন কিছু নির্ম্মিত হয় না এবং যাহা অবস্থাস্তররূপ হইয়া নির্ম্মিত অথবা বিকৃত হয়, তাহাই উপাদান কারণ। তৃতীয় সাধারণ কারণ। যাহা নির্মাণ কার্য্যের সাধন এবং সাধারণ নিমিত্ত তাহাকে সাধারণ কারণ বলে। নিমিত্ত কারণ দ্বিবিধ। প্রথম ও মুখ্য নিমিত্ত কারণ পরমাত্মা। তিনি কারণ হইতে সারা সৃষ্টির সৃজন, ধারণ, প্রলয় এবং সকল ব্যবস্থার রক্ষা করেন। পরমেশ্বরের সৃষ্টির মধ্য হইতে পদার্থ সমূহ লইয়া বহুবিধ কার্য্যাস্তর নির্মাণকারী সাধারণ নিমিত্ত কারণ জীব দ্বিতীয় নিমিত্ত কারণ।

উপাদান কারণ প্রকৃতি—পরমাণু। উহাকে সমস্ত জগৎনির্মাণের সামগ্রী (উপাদান) বলে। উহা জড় পদার্থ বলিয়া স্বয়ং নির্ম্মিত অথবা বিকৃত হইতে

পারে না। কিন্তু অপর কাহারও দ্বারা নিৰ্ম্মিত অথবা বিকৃত হইয়া থাকে। কখনও কখনও জড় নিৰ্ম্মিত দ্বারা জড়ের উৎপত্তি ও বিকৃতি হয়। উদাহরণ স্বরূপ পরমেশ্বরের সৃষ্টি বীজ ভূমিতে পতিত হইয়া জলপ্রাপ্ত হইলে বৃক্ষাকার এবং অগ্নি প্রভৃতি জড় পদার্থের সংযোগ বশতঃ বিকৃতও হইয়া থাকে। কিন্তু নিয়মানুসারে এই সকল পদার্থের নিৰ্ম্মিত অথবা বিকৃত হওয়া পরমেশ্বর ও জীবের অধীন।

যখন কোন বস্তু নিৰ্ম্মিত হয়, তখন যে যে সাধন অর্থাৎ জ্ঞান, দর্শন, বল, হস্ত ও নানাবিধ উপকরণ এবং দিক, কাল ও আকাশ তাহা সাধারণ কারণ হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, ঘটনিৰ্ম্মাণকর্তা কুস্তকার নিৰ্ম্মিত, মৃত্তিকা উপাদান; দণ্ড, চক্রে প্রভৃতি সামান্য নিৰ্ম্মিত এবং দিক, কাল, আকাশ, আলোক, চক্ষু, হস্ত, জ্ঞান ও ক্রিয়া প্রভৃতি নিৰ্ম্মিত সাধারণ এবং নিৰ্ম্মিত কারণও হইয়া থাকে। এই তিন কারণ ব্যতীত কোন বস্তু নিৰ্ম্মিত অথবা বিকৃত হইতে পারে না। (প্রশ্ন)—নবীন বেদান্তিগণ কেবল পরমেশ্বরকেই জগতের অভিন্ননিৰ্ম্মিতোপাদান কারণ বলিয়া মানেন।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহতে চ ॥

(মুণ্ডকোঃ সুঃ ১। খণ্ড ১। মং ৭) ॥

ইহা উপনিষদের বচন। মাকড়সা যেমন বাহির হইতে কোন পদার্থ না লইয়া দেহ নিৰ্গত তন্তুদ্বারা জাল রচনা করিয়া স্বয়ং তন্মধ্যে খেলা করে, ত্রক্ষ ও সেইরূপ নিজ হইতে জগৎরচনা করিয়া স্বয়ং জগদাকার হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। সেই ত্রক্ষ ইচ্ছা ও কামনা করিলেন, “আমি বহুরূপ অর্থাৎ জগদাকার হইব”। সংকল্পমাত্রই সমস্ত জগৎরূপ নিৰ্ম্মিত হইল। কারণ :—

আদাবস্তে চ যদ্রাস্তি বর্তমানেষপি তন্তথা ॥

(গৌড়পাদায় কাঃ শ্লোক ৩১) ॥

ইহা মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকা। যাহা আদিতে ও অন্তে থাকে না, তাহা বর্তমানেও নাই। কিন্তু সৃষ্টির আদিতে জগৎ ছিল না, ত্রক্ষ ছিলেন। প্রলয়াস্তে জগৎ থাকিবে না কেবল ত্রক্ষই থাকিবেন। তাহা হইলে বর্তমানে সমস্ত জগৎ ত্রক্ষ নহে কেন? (উত্তর) যদি আপনার কথনানুসারে ত্রক্ষ জগতের উপাদান কারণ হন, তবে তিনি পরিণামী ও অবস্থান্তরযুক্ত বিকারী হইয়া পড়িবেন। কেননা উপাদান কারণের গুণ-কর্ম-স্বভাব কার্যে ঘটিয়া থাকে।

কারণগুণপূর্বকঃ কার্যগুণো দৃষ্টঃ ॥

বৈশেষিক । সূ. ২ । (আ. ১ । সূ. ২৪) ॥

যদি উপাদান কারণের সদৃশ কার্যের গুণ হয়, তবে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ কার্যরূপ জগৎ হওয়াতে অসৎ, জড় এবং আনন্দরহিত হইয়া পড়েন । ব্রহ্ম অজ্ঞ কিন্তু জগৎ উৎপত্তিশীল । ব্রহ্ম অদৃশ্য কিন্তু জগৎ দৃশ্য । ব্রহ্ম অখণ্ড কিন্তু জগৎ খণ্ডরূপ । যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথিবী প্রভৃতি কার্য উৎপন্ন হয়, তবে পৃথিবী প্রভৃতি কার্যের জড়ত্বাদি গুণ ব্রহ্মেও থাকিবে । অর্থাৎ পৃথিবী আদি জড় পদার্থের স্থায় ব্রহ্মও জড় পদার্থ হইয়া পড়িবেন । যেমন পরমেশ্বর চেতন সেইরূপ পৃথিবী আদি কার্যেরও চেতন হওয়া আবশ্যক ।

আগনি মাকড়সার যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা আপনার মতের সাধক নহে বরং বাধক । কারণ মাকড়সার জড়দেহ তাহার তন্তুর উপাদান কারণ এবং জীবাত্মা নিমিত্ত কারণ । ইহাও পরমাত্মার অন্তত রচনাকৌশল । কারণ অণ্ড কোন জীব শরীর হইতে তন্তু নির্গত করিতে পারে না । সেইরূপ সর্বব্যাপক ব্রহ্ম নিজের মধ্যে ব্যাপ্য প্রকৃতি ও পরমাণুরূপ কারণ হইতে স্থূল জগৎ নির্মাণ করিয়া এবং উহাকে দৃশ্যতঃ স্থূলরূপ করিয়া স্বয়ং তন্মধ্যে ব্যাপক সাক্ষীভূত এবং আনন্দময় হইয়া রহিয়াছেন ।

পুনশ্চ যে পরমাত্মা ঈক্ষণ অর্থাৎ দর্শন, বিচার এবং কামনা করিলেন, “আমি সমস্ত জগৎ নির্মাণ করিয়া প্রকাশিত হইব”, অর্থাৎ যখন জগৎ উৎপন্ন হয় তখনই জীবগণের বিচার, জ্ঞান, ধ্যান, উপদেশ এবং শ্রবণের মধ্যে পরমেশ্বর প্রকাশিত এবং বিবিধ স্থূল পদার্থের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকেন । যখন প্রলয় হয়, তখন পরমেশ্বর এবং মুক্ত জীব ব্যতীত অপর কেহ তাহা জানিতে পারে না । পূর্বেবাস্তব যে কারিকা তাহা ভ্রমমূলক । কেননা সৃষ্টির আদিতে অর্থাৎ প্রলয়কালে জগৎ স্থূলরূপে প্রকাশিত ছিল না, এবং সৃষ্টির অন্ত অর্থাৎ প্রলয়ের আরম্ভ হইতে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত জগতের কারণ সূক্ষ্মরূপে অপ্রকাশিত থাকে । কারণ :—

তম আনীতমসা গুঢ়মগ্রে ॥ (ঋ. ম. ১০ । সূ. ১২৯ । মং ৩) ॥

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ ।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ ॥ (মনু. ১।৫) ॥

এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্বে প্রলয় অবস্থায় অন্ধকারে আবৃত ও আচ্ছাদিত ছিল । প্রলয়ান্তের পরেও সেইরূপই থাকে । সেই সময়ে উহা কাহারও

জানিবার, তর্ক করিবার অথবা স্পষ্ট চিত্র দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহের উপলব্ধিযোগ্য ছিল না, হইলে না। কিন্তু বর্তমানে উহা জানা যায়, স্পষ্ট চিত্রসমূহের দ্বারা জানিবার যোগ্য এবং যথাযথরূপে উপলব্ধ হয়। পুনশ্চ উক্ত কারিকাকার বর্তমানেও জগতের অভাব লিখিয়াছেন। ইহা সর্বথা প্রমাণ বিরুদ্ধ। কারণ প্রমাতা প্রমাণদ্বারা যাহা জ্ঞাত এবং প্রাপ্ত হয়, তাহা কখনও অশ্রুত হইতে পারে না।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বরের জগৎ নির্মাণ করিবার প্রয়োজন কি? (উত্তর)—নির্মাণ না করিবার প্রয়োজন কি? (প্রশ্ন)—নির্মাণ না করিলে তিনিও আনন্দে থাকিতেন এবং জীবগণও সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হইত না। (উত্তর)—ইহা অলস ও অপদার্থের কথা, পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তির নহে। আর প্রলয়াবস্থায় জীবের সুখ-দুঃখ কি? সৃষ্টির সুখ-দুঃখ তুলনা করিলে সুখ বহু গুণে অধিক হইবে এবং বহু পবিত্রাত্মা জীবও মুক্তিসাধন করিয়া মোক্ষানন্দ ভোগ করেন। জীব প্রলয়াবস্থায় সুষুপ্তের স্থায় কর্তৃরহিত হইয়া পড়িয়া থাকে। ঈশ্বর প্রলয়ের পূর্বে সৃষ্টির পাপপুণ্যের ফল জীবগণকে কিরূপে দিতে পারিতেন? জীবগণই বা কিরূপে কর্মফল ভোগ করিতে পারিত? যদি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, “চক্ষুর প্রয়োজন কি”? তুমি বলিবে, “দর্শন”। তাহা হইলে জগৎ সৃষ্টি ব্যতীত ঈশ্বরের সৃষ্টিবিজ্ঞান, বল এবং ক্রিয়ার প্রয়োজন কি? তুমি উত্তরে অশ্রু কিছুই বলিতে পারিবে না। আর জগৎসৃষ্টি দ্বারাই পরমাত্মার জ্ঞানশীলতা, ধারণ এবং দয়া প্রভৃতি গুণ সার্থক হইতে পারে। তাঁহার অনন্ত সামর্থ্য জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ব্যবস্থা দ্বারাই সার্থক হইয়া থাকে। যেমন বেত্রের স্বাভাবিক গুণ দর্শন, সেইরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়া সমস্ত জীবকে অসংখ্য পদার্থ প্রদান পূর্বক পরোপকার করা ঈশ্বরের স্বাভাবিক গুণ।

(প্রশ্ন)—প্রথমে বীজ না বৃক্ষ? (উত্তর)—বীজ। কারণ বীজ হেতু, নিদান, নিমিত্ত এবং কারণ ইত্যাদি শব্দ একার্থবাচক। যেহেতু কারণের নাম বীজ, এইজন্ত উহা কার্যের পূর্ববৈ থাকে।

(প্রশ্ন)—যদি পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান হন, তবে তিনি কারণ এবং জীবকেও উৎপন্ন করিতে পারেন। যদি করিতে না পারেন, তবে তিনি সর্বশক্তিমানও হইতে পারেন না। (উত্তর)—সর্বশক্তিমান শব্দের অর্থ পূর্বে লিখিত হইয়াছে। যিনি অসম্ভব কার্য করিতে পারেন, তাঁহাকেই কি সর্বশক্তিমান বলে? যদি ঈশ্বর অসম্ভব কার্য অর্থাৎ কারণ রাতীত কার্য উৎপন্ন করিতে

পারেন, তাহা হইলে তিনি কারণ ব্যতীত দ্বিতীয় ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে, স্বয়ং যুজ্ঞগ্রস্ত হইতে এবং জড়, দুঃখী, অশায়কারী, অপবিত্র ও দুৰ্দ্ধারকারী ইত্যাদিও হইতে পারেন কি না ? ঈশ্বর স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অর্থাৎ যেমন অগ্নি উষ্ণ, জল শীতল এবং পৃথিবী আদি সমস্ত জড়—এই সবকে বিপরীত গুণবিশিষ্ট করিতে পারেন না। ঈশ্বরের নিয়ম সত্য ও পূর্ণ বলিয়া তিনি তাহার পরিবর্তন করিতে পারেন না। সুতরাং সর্বশক্তিমান শব্দের অর্থ এই পর্য্যন্তই যে, পরমাত্মা কাহারও সাহায্য ব্যতীত নিজের সকল কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন।

(প্রশ্ন)—ঈশ্বর সাকার অথবা নিরাকার ? নিরাকার হইলে তিনি হস্তাদি সাধন ব্যতীত জগদ্বিনির্মাণ করিতে পারেন না। কিন্তু সাকার হইলে কোন দোষ-ঘটে না। (উত্তর)—ঈশ্বর নিরাকার। যাহা সাকার অর্থাৎ শরীরবিশিষ্ট তাহা ঈশ্বর নয়। কারণ তাহা হইলে তিনি পরিমিত শক্তিসম্পন্ন, দেশ-কাল-কল্পসমূহে পরিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ছেদন-ভেদন, শীতোষ্ণ ও জ্বরপীড়াদিযুক্ত হইতেন। তাঁহাতে জীবের গুণ ব্যতীত ঈশ্বরের গুণ থাকিতে পারিত না। যেমন তুমি ও আমি সাকার অর্থাৎ শরীরধারী বলিয়া অণু-পরমাণু-ত্রসরেণু এবং প্রকৃতিকে স্ববশে আনিতে পারি না, সেইরূপ স্থূলদেহধারী পরমেশ্বরও সূক্ষ্ম পদার্থ সমূহ হইতে স্থূল জগৎ নির্মাণ করিতে পারেন না। পরমেশ্বরের ভৌতিক ইন্দ্রিয় গোলক ও হস্ত-পদাদি অবয়ব নাই কিন্তু তিনি তাঁহার অনন্ত শক্তি, বল এবং পরাক্রম দ্বারা যে সকল কার্য করেন, তাহা জীব ও প্রকৃতি দ্বারা কখনও হইতে পারে না। তিনি প্রকৃতি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপক বলিয়া প্রকৃতিকে জগদাকার দান করেন। (প্রশ্ন)—মনুষ্টাদির মাতা-পিতা সাকার বলিয়া যে রূপ তাহাদের সন্তানেরাও সাকার হইয়া থাকে ও মাতা-পিতা নিরাকার হইলে সন্তানেরাও নিরাকার হইত, সেইরূপ পরমেশ্বর নিরাকার হইলে তাঁহার সৃষ্ট জগৎও নিরাকার হইত। (উত্তর)—আপনার এই প্রশ্ন বালকোচিত। কারণ, আমি এইমাত্র বলিয়াছি যে, পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন কিন্তু নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতি ও পরমাণু যাহা স্থূল তাহা জগতের উপাদান কারণ। ঐ সকল সর্বব্যা নিরাকার নহে কিন্তু পরমেশ্বরের তুলনায় স্থূল এবং অল্প কার্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম। (প্রশ্ন)—পরমেশ্বর কি কারণ ব্যতীত কার্য করিতে পারেন না ? (উত্তর)—না। কারণ বাহার অভাব আছে, অর্থাৎ যাহা বর্তমান নহে, তাহার ভাব অর্থাৎ বর্তমান হওয়া সর্বব্যা অসম্ভব। যেমন যদি কেহ গল্পাচ্ছলে বলে, “আমি বন্ধার পুত্র-কন্যার বিবাহ

দেখিয়াছি, তাহার। নরশৃঙ্গের ধনু এবং আকাশ-কুমুদের মালা ধারণ করিয়াছিল, এবং মৃগতৃক্ষিকার জলে স্নান ও গন্ধর্ব্বনগরে বাস করিত, সেই স্থানে বিনা মেঘে বৃষ্টি এবং মৃত্তিকা ব্যতীত সব অগ্নাদি উৎপন্ন হইত”। এ সকল যেমন অসম্ভব, সেইরূপ কারণ ব্যতীত কার্যোৎপত্তিও অসম্ভব। আবার যেমন, যদি কেহ বলে, “মম মাতাপিতরৌ ন স্তোহহমেবমেবজাতঃ। মম মুখে জিহ্বা নাস্তি বদামি চ”, অর্থাৎ “আমার মাতাপিতা ছিল না, এমনই এমনই হইয়াছি, আমার মুখে জিহ্বা নাই, কিন্তু কথা বলিতেছি; গর্ভে সর্পাদি ছিল না, কিন্তু এখন নির্গত হইয়াছে; আমি কোনও স্থানে ছিলাম না, ইহারাও কোন স্থানে ছিল না, কিন্তু আমরা সকলে আসিয়াছি”। এইরূপ অসম্ভব কথা, প্রমত্ত গীত অর্থাৎ পাগলের প্রলাপ মাত্র।

(প্রশ্ন)—যদি কারণ ব্যতীত কার্য মা হয়, তবে কারণের কারণ কি? (উত্তর)—যাহা কেবল কারণরূপই, তাহা কাহারও কার্য হয় না। যাহা কাহারও কারণ এবং কাহারও কার্য হয়, তাহা স্বতন্ত্র পদার্থ। যেমন পৃথিবী গৃহাদির কারণ এবং জলাদির কার্য। কিন্তু আদি কারণ প্রকৃতি অনাদি।

মূলে মূলভাবাদমূলং মূলম্। সাংখ্য সূ. (অ. ১। সূ. ৬৭) ॥

মূলের মূল অর্থাৎ কারণের কারণ হয় না। অতএব যাহা সকল কার্যের কারণ, তাহার কারণ নাই। কেননা, কোন কার্যের আরম্ভের পূর্বে ভিনটি কারণ অবশ্যই থাকে। যেমন বস্ত্রনির্মাণের পূর্বে তন্তুবায়, তুলার সূত্র ও নালিকা প্রভৃতি বর্তমান থাকে বলিয়া বস্ত্রনির্মিত হয়, সেইরূপ জগদুৎপত্তির পূর্বে পরমেশ্বর, প্রকৃতি, কাল এবং আকাশ ছিল বলিয়া এবং জীব অনাদি বলিয়া এই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে কোন একটি না থাকিলে জগৎও হইত না।

অত্র নাস্তিকা আহঃ—শূন্যং তত্ত্বং ভাবো বিনশ্চতি

বস্তুধর্ম্মস্বাদ্বিনাশস্ত ॥ ১ ॥ সাংখ্য সূ. (অ. ১। সূ. ৪৪) ॥

অভাবাৎ ভাবোৎপত্তি নানুপম্বৃত্ত প্রাচুর্ভাবাৎ ॥ ২ ॥

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাকল্যদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈক্ল্যাদিনর্শনাৎ ॥ ৪ ॥

সর্ব্বমনিত্যমুৎপত্তিবিনাশধর্ম্মকত্বাৎ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বং নিত্যং পঞ্চভূতনিত্যত্বাৎ ॥ ৬ ॥

সর্বং পৃথগ্ ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাৎ ॥ ৭ ॥

সর্বমভাবো ভাবেষিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ ॥ ৮ ॥

শ্রায় সূ० । অ० ৪ । আ० ১ ।

এ স্থলে নাস্তিকেরা বলে যে, শূন্যই একমাত্র পদার্থ। সৃষ্টির পূর্বে শূন্য ছিল এবং অস্তেও শূন্য থাকিবে। কারণ, যাহা ভাব অর্থাৎ বর্তমান পদার্থ, তাহার অভাব হইয়া শূন্যে পরিণত হইবে।

(উত্তর)—আকাশ, অদৃশ্য অবকাশ এবং বিন্দুকেও শূন্য বলে। শূন্য জড় পদার্থ। এই শূন্যের মধ্যে সমস্ত পদার্থ অদৃশ্য থাকে। যেমন একটি বিন্দু হইতে রেখা, রেখাসমূহ হইতে বর্তুলাকার হইয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরের রচনানুসারে ভূমি এবং পর্বতাদি সৃষ্টি হইয়া থাকে। পুনশ্চ শূন্যের জ্ঞাতা শূন্য নহে ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যেমন অকুর বীজকে না ফাটাইয়া উৎপন্ন হয় না। বীজ ভাঙ্গিয়া দেখিলে তন্মধ্যে অকুরের অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেহেতু পূর্বে অকুর দৃষ্ট হয় নাই, অতএব উহা অভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। (উত্তর)—যাহা বীজকে কাটার তাহা প্রথম হইতেই বীজের মধ্যে ছিল। না থাকিলে কখনও উৎপন্ন হইত না ॥ ২ ॥

তৃতীয় শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে, পুরুষ কৰ্ম্ম করিলে কৰ্ম্মফল প্রাপ্তি হয় না। অনেক কৰ্ম্ম নিষ্ফল হইতে দেখা যায়। অতএব অনুমান করা যায় যে, কৰ্ম্মফলপ্রাপ্তি ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বর যে কৰ্ম্মফল দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তিনি দিয়া থাকেন, যে কৰ্ম্মফল দিতে ইচ্ছা করেন না, তাহা তিনি দেন না। সুতরাং কৰ্ম্মফল ঈশ্বরাধীন। (উত্তর)—কৰ্ম্মফল ঈশ্বরাধীন হইলে কৰ্ম্মব্যতীত ঈশ্বর ফল দেন না কেন? সুতরাং ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে কৰ্ম্মানুযায়ী ফল দান করেন। ঈশ্বর স্বতন্ত্র উদাসীন পুরুষকে কৰ্ম্মফল দিতে পারেন না, কিন্তু জীব যেমন কৰ্ম্ম করে ঈশ্বর তদ্রূপই ফল দান করেন ॥ ৩ ॥

চতুর্থ শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে, নিমিত্ত ব্যতীত পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষের কণ্টক তীক্ষ্ণগ্র দেখা যায়। এতদ্বারা জানা যায় যে, সৃষ্টির আরম্ভ সময়ে শরীরাদি পদার্থ নিমিত্ত ব্যতীত উৎপন্ন হইয়া থাকে। (উত্তর)—যাহা হইতে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই তাহার নিমিত্ত। কণ্টক বৃক্ষ ব্যতীত কণ্টক উৎপন্ন হয়না কেন? ॥৪॥

পঞ্চম শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে, যেহেতু সকল পদার্থই উৎপত্তি ও বিনাশশীল, সুতরাং সব অনিত্য।

শ্লোকার্থে'ন প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞস্তং গ্রন্থকোটিভিঃ ।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥

ইহা কোন গ্রন্থের শ্লোক। নবীন বেদান্তিগণ পঞ্চম নাস্তিক শ্রেণীর অন্তর্গত। কারণ তাহাদের মতে কোটি কোটি গ্রন্থের এই সিদ্ধান্ত যে, “ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে”। (উত্তর)—সকলের নিত্যতা নিত্য হইলে সকল অনিত্য হইতে পারে না। (প্রশ্ন)—সকলের নিত্যতাও অনিত্য, যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে নষ্ট করিয়া স্বয়ং নষ্ট হইয়া যায়। (উত্তর)—যাহা যথার্থরূপে উপলব্ধ হয়, তাহার বর্তমান অনিত্যত্ব ও পরমসূক্ষ্ম কারণকে কখনও অনিত্য বলা যায়ইতে পারে না। যদি বেদান্তিগণ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তবে ব্রহ্ম সত্য বলিয়া তাহার কার্য কখনও অসত্য হইতে পারে না। যদি বল যে, রজুও সর্পাদি স্বপ্নবৎ কল্পিত, তথাপি তাহা হইতে পারে না কারণ, কল্পনা গুণ। গুণ হইতে দ্রব্য এবং দ্রব্য হইতে গুণ পৃথক থাকিতে পারে না। কল্পনাকারী নিত্য হইলে তাহার কল্পনাও নিত্য হওয়া আবশ্যক। নতুবা তাহাকেও অনিত্য বলিয়া স্বীকার কর। দর্শন ও শ্রবণ ব্যতীত স্বপ্ন কখনও হয় না। জাগ্রত অবস্থায় অর্থাৎ বর্তমানে যে সত্য পদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান হয়, সংস্কার অর্থাৎ তাহার বাসনারূপ জ্ঞান আত্মাতে স্থিত থাকে। তাহাই স্বপ্নে প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন স্নপ্তি অবস্থায় বাহ্য পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানাতাব সম্বন্ধে বাহ্য পদার্থ সমূহ বিজ্ঞমান থাকে, সেইরূপ প্রলয়েও কারণদ্রব্য বিজ্ঞমান থাকে। সংস্কার ব্যতীত স্বপ্ন হইলে জন্মান্বয়েরও রূপের স্বপ্ন হওয়া উচিত। সুতরাং স্বপ্নাবস্থায় পদার্থ সমূহের জ্ঞানমাত্র থাকে, বাহিরে সকল পদার্থ বিজ্ঞমান থাকে। (প্রশ্ন)—যেমন জাগ্রত অবস্থায় দৃশ্যমান পদার্থ সমূহ স্নপ্তিতে অনিত্য, সেইরূপ জাগ্রত অবস্থায় দৃশ্যমান পদার্থ সমূহকেও স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্যমান পদার্থ সমূহের স্থায় মনে করা উচিত। (উত্তর)—এইরূপ কখনও মনে করা যায় না। কারণ স্বপ্ন এবং স্নপ্তিতে বাহ্য পদার্থ সমূহের জ্ঞানাতাব মাত্র হয়, অভাব হয় না। যেমন কাহারও পশ্চাত্তাপে অনেক পদার্থ অদৃষ্ট থাকিলে ঐ সকলের অভাব হয়না, স্বপ্ন এবং স্নপ্তি অবস্থা সম্বন্ধেও সেইরূপ। অতএব যাহা পূর্বের বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম, জীব এবং জগতের কারণ অনাদি ও নিত্য তাহাই সত্য ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে, যেহেতু পঞ্চভূত নিত্য, অতএব সমস্ত জগৎ নিত্য। (উত্তর)—ইহা সত্য নহে। কারণ যে পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ দৃষ্ট হয় তাহা নিত্য নহে। সমস্ত স্থূল জগৎ, শরীর এবং ঘটপটাদি পদার্থকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। সুতরাং কার্য্যকে নিত্য বলিয়া মানা যায় না ॥ ৬ ॥

সপ্তম শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে, সকল পদার্থ পৃথক পৃথক, এক নহে। আমরা যে সকল পদার্থ দেখি, তন্মধ্যে কোন দ্বিতীয় একই পদার্থ দৃষ্ট হয় না। (উত্তর)—অবয়ব সমূহের মধ্যে অবয়বী, বর্তমান কাল, আকাশ, পরমাঙ্গা এবং জাতি—এই সকল পৃথক পৃথক পদার্থসমূহের মধ্যে একই। এই সকল হইতে পৃথক কোন পদার্থ থাকিতে পারে না। সুতরাং সমস্ত পদার্থ পৃথক নহে, কিন্তু স্বরূপতঃ পৃথক পৃথক এবং পৃথক পৃথক পদার্থ সমূহের মধ্যে এক পদার্থও আছে ॥ ৭ ॥

অষ্টম শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে, যেহেতু সকল পদার্থের মধ্যে ইতরেতর অভাবের সিদ্ধি হয়, সুতরাং সমস্ত অভাবরূপ। যেমন “অনশ্চা গোঃ, অগৌরশ্চঃ”। গো অশ্ব নহে, অশ্ব গো নহে। সুতরাং সমস্ত অভাবরূপ মানা উচিত। (উত্তর)—সকল পদার্থেই ইতরেতরভাবের যোগ আছে। কিন্তু “গবি গৌরশ্চৈবৈ ভাবরূপো বর্ততে এব”, গোতে গো এবং অশ্বে অশ্বের ভাবই আছে, অভাব কখনও হইতে পারে না। পদার্থে ভাব না থাকিলে ইতরেতরাভাব কাহার মধ্যে বলা যাইবে ? ৮ ॥

নবম শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে স্বভাব হইতে জগতের উৎপত্তি হয়। যেমন জল ও অগ্ন একত্রে পচিলে কীট উৎপন্ন হয়। বীজ, পৃথিবী ও জলের সংমিশ্রণে ঘাস, বৃক্ষ এবং প্রস্তরাদি উৎপন্ন হয় এবং যেমন সমুদ্র ও বায়ুর সংযোগ বশতঃ তরঙ্গ, তরঙ্গ হইতে সমুদ্রফেন এবং হরিজ্ঞা, চূণ ও লেবুর রসের সংমিশ্রণে তিলক মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়, সেইরূপ সমস্ত জগৎ, তত্ত্বসমূহের স্বাভাবিক গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার সৃষ্টিকর্তা কেহই নাই। (উত্তর)—জগতের উৎপত্তি স্বভাব হইতে হইলে ইহার কখনও বিনাশ হইবে না। আবার বিনাশও স্বভাব হইতে হয় বলিয়া স্বীকার করিলে উৎপত্তি হইবে না। উভয় স্বভাব জ্বল্যে ধুগপৎ স্বীকার করিলে কখনও উৎপত্তি ও বিনাশের ব্যবস্থা হইতে পারে না। নিমিত্ত বশতঃ উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে নিমিত্তকে উৎপন্ন ও বিনাশশীল জ্বল্য হইতে পৃথক মনে করিতে হইবে।

স্বভাব হইতে উৎপত্তি ও বিনাশ হইলে যথাসময়ে উৎপত্তি ও বিনাশ হওয়া সম্ভব নহে। যদি স্বভাব হইতেই উৎপত্তি হয়, তবে এই পৃথিবীর নিকটে অগ্নি পৃথিবী এবং চন্দ্র সূর্য্য আদি উৎপন্ন হয় না কেন? যে যে পদার্থের যোগে যাহা যাহা উৎপন্ন হয় তাহা তাহা ঈশ্বরকৃত পদার্থ ছাড়া অগ্নি কিছু নহে; যেমন—বীজ, অন্ন ও জলাদি যোগে ঘাস, বৃক্ষ এবং কীটাদি উৎপন্ন হয়, তদ্ব্যতীত হয় না। হরিত্রা, চূণ ও লেবুর রস, দূর দূর দেশ হইতে আসিয়া স্বয়ং মিলিত হয় না। কিন্তু কেহ মিলিত করিলেই মিলিত হয়। আবার যথোচিত পরিমাণে মিলিত করিলেই তিলক মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়, নূনাদিক পরিমাণে অথবা অগ্নি প্রকার হইলে তিলক মৃত্তিকা হয় না। সেইরূপ প্রকৃতি ও পরমাণু জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ব্বক পরমেশ্বর কর্তৃক সংমিশ্রিত না হইলে জড় পদার্থের কোন কার্য্যাসিদ্ধির উপযোগী পদার্থ বিশেষরূপে নির্ম্মিত হওয়া অসম্ভব। স্বভাব হইতে সৃষ্টি হয় না কিন্তু পরমেশ্বরের রচনাক্রমে সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন)—এই জগতের কর্তা ছিল না, নাই এবং হইবে না। কিন্তু অনাদিকাল হইতে ইহা যেরূপ নির্ম্মিত ছিল সেইরূপই আছে। ইহার কখনও উৎপত্তি হয় নাই এবং কখনও বিনাশও হইবে না। (উত্তর)—কর্তা ব্যতীত কোন ক্রিয়া অথবা ক্রিয়াজন্য কোন পদার্থ নির্ম্মিত হইতে পারে না। পৃথিব্যাদি পদার্থের মধ্যে সংযোগ বিশেষ হইতে রচনা দৃষ্ট হয়। ইহা কখনও অনাদি হইতে পারে না। যাহা সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা সংযোগের পূর্ব্ব এবং বিনাশের অন্তে থাকে না। যদি তুমি ইহা স্বীকার না কর, তবে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রস্তর, হীরক এবং ইস্পাত প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া, অথবা গলাইয়া কিংবা ভস্ম করিয়া দেখ যে, এ সবলের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ পরমাণুসমূহ মিলিত রহিয়াছে কি না। যদি মিলিত হইয়া থাকে, তবে কালক্রমে অবশ্য পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যাইবে ॥ ১০ ॥

(প্রশ্ন)—অনাদি ঈশ্বর কেহই নাই। কিন্তু যিনি যোগাভ্যাস দ্বারা অগ্নিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞহাদি গুণবৃত্ত পূর্ণজ্ঞানী হন, সেই জীবকেই পরমেশ্বর বলে। (প্রশ্ন)—যদি অনাদি ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা না হন, তবে সাধনা দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবগণের আধার জীবনজগৎ, শরীর এবং ইন্দ্রিয়গোলক কিরূপে নির্ম্মিত হইতে পারে? এই সকল ব্যতীত জীব সাধনা করিতে পারে না। সাধনাব্যতীত সিদ্ধি কিরূপে হইবে? জীব

যতই সাধনা করিয়া সিদ্ধ হউক না কেন, কখনও সনাতন, অনাদি এবং অনন্ত-সিদ্ধিসম্পন্ন পরমেশ্বরের সদৃশ হইতে পারে না। কারণ জীবের চরম সীমা পর্য্যন্ত জ্ঞানবুদ্ধি হইলেও তাহার জ্ঞান ও সামর্থ্য পরিমিত। তাহার জ্ঞান ও সামর্থ্য অনন্ত হইতে পারে না। দেখ! আজ পর্য্যন্ত ঈশ্বরকৃত সৃষ্টিক্রমকে পরিবর্তন করিতে পারেন এমন কোন যোগী হন নাই, হইবেনও না। অনাদিসিদ্ধ পরমেশ্বর নেত্র দ্বারা দেখিবার এবং কর্ণদ্বারা শুনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কোনও যোগী তাহা পরিবর্তন করিতে পারেন না। সুতরাং জীব কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না।

(প্রশ্ন)—কল্প কল্পান্তবে ঈশ্বর কি ভিন্ন ভিন্ন রূপ সৃষ্টি করেন অথবা একরূপ সৃষ্টি করেন? (উত্তর)—এখন গেরূপ আছে, পূর্বেরও সেইরূপ ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। কোনরূপ প্রভেদ করা হয় নাই।

সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ

দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥

খা০ । ম০ ১০ । সূ০ ১৯০ । ম০ ৩ ॥

(ধাতা) পরমেশ্বর যেমন পূর্ব্বকল্পে সূর্য্য, চন্দ্র, বিহাৎ, পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানেও সেইরূপ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও সেইরূপ করিবেন। অতএব পরমেশ্বরের কার্য্য ভ্রম-প্রমাদরহিত বলিয়া সর্ব্বদা একরূপই হইয়া থাকে। যিনি অল্পজ্ঞ এবং যাহার জ্ঞানের বুদ্ধি হয়, তাঁহারই কার্য্যে ভ্রম হইয়া থাকে, ঈশ্বরের কার্য্যে নহে। (প্রশ্ন)—সৃষ্টি বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রে কি মতের ঐক্য আছে না বিরোধ আছে? (উত্তর)—ঐক্য আছে। (প্রশ্ন)—ঐক্য থাকিলে—

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুতঃ । আকাশাদ্বায়ুঃ । বায়োরগ্নিঃ ।
অগ্নেরাপঃ । অদ্যঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ । ওষধিভোহন্নম্ ।
অন্নাদ্ভেতঃ । রেতসঃ পুরুষঃ স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ ॥

(তৈত্তিরীয়োপনিং) । ব্রহ্মানন্দবৎ । অনু০ ১ ॥

ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষদের বচন। সেই পরমেশ্বর এবং প্রকৃতি হইতে আকাশ বা অবকাশ অর্থাৎ যে কারণরূপ দ্রব্য সর্ব্বত্র যেন বিস্তৃত ছিল, উহাকে

একত্র করাতে অবকাশ উৎপন্ন হয়, বস্তুতঃ আকাশের উৎপত্তি হয় না। কেননা আকাশ ব্যতীত প্রকৃতি ও পরমাণু কোথায় থাকিতে পারে? আকাশের পরে বায়ু, বায়ুর পরে অগ্নি, অগ্নির পরে জল, জলের পরে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে বীৰ্য্য, বীৰ্য্য হইতে শরীর অর্থাৎ পুরুষ উৎপন্ন হয়। এস্থলে আকাশাদি ক্রমানুসারে এবং ছান্দোগ্যে অগ্নি আদি ক্রমানুসারে এবং ঐতরেয়ে জলাদি ক্রমানুসারে সৃষ্টি হইয়াছে। বেদে কোন স্থলে পুরুষ হইতে, কোন স্থলে হিরণ্যগর্ভ আদি হইতে, মীমাংসায় কন্স হইতে, বৈশেষিকে কাল হইতে, শ্রায়ে পরমাণু হইতে, যোগে পুরুষকার হইতে, সাংখ্যে প্রকৃতি হইতে এবং বেদান্তে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি মানা হইয়াছে। এখন কাহাকে সত্য এবং কাহাকে মিথ্যা মনে করিব? (উত্তর)—এ বিষয়ে সকলেই সত্য, কেহই মিথ্যা নহে। যিনি বিপরীত বুঝেন তিনিই মিথ্যা। কেননা পরমেশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ এবং প্রকৃতি উপাদান কারণ। মহা-প্রলয়ের পরে সৃষ্টি আকাশাদি ক্রমে হইয়া থাকে। অর্থাৎ যখন আকাশ এবং বায়ুর প্রলয় হয় না, অগ্নি আদির হয়, তখন অগ্নাদিক্রমে সৃষ্টি হইয়া থাকে। যখন বিজ্ঞাৎ এবং অগ্নিরও নাশ হয় না, তখন জলক্রমে সৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে প্রলয়ে যে পদার্থ পর্যাস্ত প্রণয় হয়, সেই পদার্থ হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রথম সমুদ্রাস্তে লিখিত হইয়াছে যে, পুরুষ এবং হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি পরমেশ্বরের নাম। একই কার্যো একই বিষয়ে বিরুদ্ধবাদ হওয়াকে বিরোধ বলে। ছয় শাস্ত্রে ঐক্য এইরূপ :—

মীমাংসার মতে কন্স চেম্ভা ব্যতীত জগতে কোন কার্য্যই হয় না। বৈশেষিক মতে সময় ব্যতীত সৃষ্টি হয় না। শ্রায়ের মতে উপাদান কারণ ব্যতীত কোন বস্তু সৃষ্ট হইতে পারে না। যোগমতে বিজ্ঞা, জ্ঞান এবং চিটার ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না। সাংখ্যমতে তত্ত্বসমূহের মিলন ব্যতীত সৃষ্টি হয় না। বেদান্ত-মতে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি না করিলে কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব ছয় কারণ হইতে সৃষ্টি হইয়া থাকে। উক্ত ছয় কারণের ব্যাখ্যা এক-এক শাস্ত্রে এক-এক প্রকার লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধই নাই। যেমন ছয় জন পুরুষ মিলিয়া দেওয়ালের উপর চাল স্থাপন করে, সেইরূপ ছয় শাস্ত্রকার মিলিয়া সৃষ্টিরূপ বার্য্যের ব্যাখ্যা পূর্ণ করিয়াছেন। উদাহরণ

স্বরূপ পাঁচজন অন্ধ ও একজন ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তিকে কেহ হস্তীর এক এক অঙ্গের কথা বলিল। তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল “হস্তী কিরূপ”? তাহাদের মধ্যে একজন বলিল “স্তম্ভের স্থায়”, দ্বিতীয় জন বলিল “কুলার স্থায়”, তৃতীয় ব্যক্তি বলিল মূষলের স্থায়”, চতুর্থ ব্যক্তি বলিল “ঝাঁটার স্থায়”, পঞ্চম ব্যক্তি বলিল “বেদীর স্থায়” এবং ষষ্ঠ ব্যক্তি বলিল “কৃষ্ণদর্প চারিটি স্তম্ভের উপর কিঞ্চিৎ মহিষাকার”। সেইরূপ আধুনিক অনাধ, নবীনগ্রন্থপাঠী এবং প্রাকৃতভাষাভাষী লোকেরা ঋষি প্রণীত গ্রন্থপাঠ না করিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি কল্পিত নবীন সংস্কৃত ও ভাষাগ্রন্থ পাঠ করেন এবং একে অন্ধের নিন্দায় তৎপর হইয়া মিথ্যা বিবাদে রত থাকেন। তাহাদের কথা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির অথবা অন্ধ কাহারও মানিবার যোগ্য নহে। কারণ অন্ধ অন্ধের অনুসরণ করিলে ভ্রংশ পাইবে না কেন? বাস্তবিক আধুনিক অল্পবিদ্যাগত স্বার্থপর এবং ইন্দ্রিয়াসক্ত লোকদিগের লীলাখেলা জগতের সর্বনাশ করিতেছে।

(প্রশ্ন)—যদি কারণ ব্যতীত কার্য না হয়, তবে কারণের কারণ নাই কেন?
(উত্তর)—ওহে সরলবুদ্ধি ভ্রাতৃগণ! নিজের বুদ্ধি কিছু কার্যে প্রয়োগ করিতেছ না কেন? দেখ! সংসারে দুইটি পদার্থ আছে, তন্মধ্যে একটি কারণ অপরটি কার্য। যাহা কারণ, তাহা কার্য নহে এবং যখন কার্য তখন তাহা কারণ নহে। যতকাল মনুষ্য সৃষ্টিকে যথার্থরূপে বুঝিতে না পারে, ততকাল পর্য্যন্ত সে সম্যক জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না।

নিত্যায়াঃ সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থায়্যাঃ প্রকৃतेরুৎপন্নানাং পরমসূক্ষ্মাণাং পৃথক্ পৃথক্ বর্তমানানাং তত্ত্বপরমাণুনাং প্রথমঃ সংযোগারম্ভঃ সংযোগ-বিশেষাদবস্থান্তরস্য সূলাকার প্রাপ্তিঃ সৃষ্টিরূচ্যতে ॥

অনাদি নিত্যস্বরূপ সত্ত্ব-রজঃ-তম গুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন যে পরমসূক্ষ্ম পৃথক পৃথক ঐচ্ছমান্ তত্ত্বাবয়ব সমূহের প্রথম সংযোগারম্ভ, সেই সংযোগ বিশেষ হইতে অবস্থান্তর অর্থাৎ অস্থ অবস্থায় সূক্ষ্ম এবং সূলাকার হইতে হইতে বিচিত্ররূপ নির্মিত হইয়াছে। এইরূপ সংসর্গ হওয়াকে সৃষ্টি বলে।

ভাল, যে পদার্থ প্রথম সংযোগে মিলিত হয় ও মিলন ঘটায়, যাহা সংযোগের আদি এবং বিয়োগের অন্ত অর্থাৎ যাহার বিভাগ হইতে পারে না, তাহাকে কারণ বলে। যাহা সংযোগের পরে নির্মিত হয়, কিন্তু বিয়োগের পর তৎক্ষণাৎ থাকেনা, তাহাকে কার্য বলে। যে সেই কারণের কারণ, কার্যের কাষা,

কর্তার কর্তা, সাধনের সাধন এবং সাধোর সাধা ইত্যাদি কথা বলে, সে চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির এবং জ্ঞান থাকিতেও মূঢ়। চক্ষুর চক্ষু, প্রদীপের প্রদীপ, সূর্য্যের সূর্য্য কি কখনও হইতে পারে? যাহা হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় তাহা কারণ এবং যাহা উৎপন্ন হয় তাহা কার্য্য। যিনি কারণকে কার্য্যরূপে নির্মাণ করেন তিনি কর্তা।

নাসতো বিঘতে ভাবো নান্ভাবো বিঘতে সতঃ।

উভয়োরপি দৃকৌহন্তস্তনয়োস্তদ্বদর্শিভিঃ ॥

ভগবদ্গীতা (অ० ২।১৬) ॥

অসত্তের ভাব অর্থাৎ বিঘমানতা এবং সত্তের অন্ভাব অর্থাৎ অন্তর্ভূতমানতা কখনও হয় না। তদ্বদর্শিগণ এই উভয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। পক্ষপাতী, দুরাগ্রহী, মলিনাত্মা এবং বিঘ্নাহীন লোকেরা কিরূপে ইহা সহজে জানিতে পারে? যে বিঘ্নান ও সংস্করণায়ণ হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিচার করে না, সে সর্ববদা ভ্রমজালে জড়িত থাকে। যাহারা সকল বিঘ্নার সিদ্ধান্ত জানেন, জানিবার জন্য পরিশ্রম করেন এবং জানিয়া অকুপট ভাবে অপরকে জানান, তাঁহার ধন্য। সুতরাং সে কারণ ব্যতীত সৃষ্টি মানে, সে কিছুই জানে না।

সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে পরমাত্মা পূর্ব্বোক্ত পরমসূক্ষ্ম পদার্থ সমূহকে সম্মিলিত করেন। ঐ সকলের প্রথম অবস্থায় পরমসূক্ষ্ম প্রকৃতিরূপ কারণ অপেক্ষা যাহা কিঞ্চিৎ স্থূল হয়, তাহার নাম মহত্ত্ব। যাহা মহত্ত্ব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল হয়, তাহার নাম অহঙ্কার। অহঙ্কার হইতে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ সূক্ষ্মভূত শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা এবং শ্রাণ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, হস্ত, পাদ, উপস্থ ও মলদ্বার—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং একাদশ মন, অপেক্ষাকৃত স্থূলরূপে উৎপন্ন হয়। উক্ত পঞ্চতন্মাত্রা হইতে অনেক স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে যে পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হয়, আমরা ঐ সকলকে প্রত্যক্ষ করি। স্থূলভূত হইতে নানাবিধ ওষধি এবং বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়। ওষধি এবং বৃক্ষাদি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে বীৰ্য্য এবং বীৰ্য্য হইতে শরীর উৎপন্ন হয়।

কিন্তু আদিতে মৈথুনী সৃষ্টি হয় না। পরমাত্মা দ্রৌপদ্যের শরীর সৃষ্টি করিয়া তাঁহাতে জীবসংযোগ করিয়া দিলে মৈথুনী সৃষ্টি চলিতে থাকে। দেখ! শরীর-রচনার মধ্যে কিরূপ সৃষ্টিবিঘ্নের পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। ভিতরে অস্থিযোজন, নাড়ীবন্ধন, মাংসলেপন,

চর্মাচ্ছাদন, প্লীহা, যকৃৎ, ক্ষুদ্র পাখার স্থায় ফুসফুস স্থাপন, জীব সংযোজন, শিরোরূপ মূলরচনা, লোম-নখাদি স্থাপন, তারের স্থায় চক্ষুর অতীব সূক্ষ্ম শিরা রচনা, ইন্দ্রিয়মার্গ প্রকাশ, জীবের জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থায় ভোগের জ্ঞাত বিশেষ বিশেষ স্থানের নির্মাণ, সকল ধাতুর বিভাগ, কলা-কৌশল স্থাপন প্রভৃতি অদ্ভুত সৃষ্টি পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কে করিতে পারে? এই সকল ব্যতীত নানাবিধ রক্ত ধাতুপূর্ণ ভূমি, বট প্রভৃতি বৃক্ষাদির বীজের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম রচনা, অসংখ্য হরিৎ, শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, চিত্রবিচিত্র ও মিশ্রিত বর্ণের পত্র, পুষ্প এবং ফল-মূল নির্মাণ, মিষ্ট, ক্ষার, কটু, কষায়, তিক্ত অম্ল প্রভৃতি বিবিধ রস, সুগন্ধাদিযুক্ত পত্র, পুষ্প, ফল, অম্ল এবং কন্দ-মূল প্রভৃতি রচনা, কোটি কোটি পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্যাদি লোকের সৃষ্টি, ধারণ, ভ্রমণ করান এবং নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি পরমেশ্বর ব্যতীত কেহই করিতে পারে না। যখন কেহ কোন পদার্থ দেখে তখন তাহার বিবিধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়—প্রথমতঃ পদার্থের জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ পদার্থের রচনা দেখিয়া সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান। উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যক্তি বনে একখানি সুন্দর অলঙ্কার পাইয়া মনে করিল যে, উহা সুবর্ণ নিষ্পিত এবং কোন চতুর স্বর্ণকার উহা নির্মাণ করিয়াছে। সেইরূপ নানাবিধ সৃষ্টির রচনা দ্বারা সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের প্রতিপাদন হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন)—প্রথমে কি মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, অথবা পৃথিব্যাদির? (উত্তর)—পৃথিব্যাদির। কারণ পৃথিব্যাদি ব্যতীত মনুষ্যের স্থিতি ও পালন হইতে পারে না। (প্রশ্ন)—সৃষ্টির আদিতে কি একজন না বহু মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল? (উত্তর)—অনেক। কারণ যে সকল জীবের কর্ম্য ঐশী সৃষ্টিতে উৎপন্ন হইবার উপযুক্ত ছিল, সৃষ্টির আদিতে ঐশ্বর তাঁহাদিগকেই উৎপন্ন করিয়াছিলেন। যজুর্বেদে ও তাহার ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, “মনুষ্যা ঋষয়শ্চ যে। ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত”। এই প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, আদিতে অনেক অর্থাৎ শত শত, সহস্র সহস্র মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। সৃষ্টি দেখিলেও জানা যায় যে, মনুষ্যজাতি বহু মাতাপিতার সম্মান। (প্রশ্ন)—আদি সৃষ্টিতে মনুষ্যাদি বাল্য, যৌবন বা বৃদ্ধাবস্থায় না তিন অবস্থাতেই উৎপন্ন হইয়াছিল? (উত্তর)—যৌবন অবস্থায়। কারণ শৈশব অবস্থায় উৎপন্ন করিলে তাহাদের প্রতিপালনের জ্ঞাত অথ মনুষ্যাদির প্রয়োজন হইত। আবার বৃদ্ধাবস্থায় সৃষ্টি করিলে মৈথুনী সৃষ্টি হইত না। সুতরাং যৌবন অবস্থাতেই সৃষ্টি হইয়াছিল। (প্রশ্ন)—সৃষ্টির আরম্ভ আছে কি

না? (উত্তর)—নাই। যেমন দিনের পূর্বে রাত্রি, রাত্রির পূর্বে দিন, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, এইরূপে চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়, প্রলয়ের পূর্বে সৃষ্টি, সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি চক্রবৎ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টির আদি অথবা অন্ত নাই। কিন্তু যেমন দিন বা রাত্রির আরম্ভ ও অন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ সৃষ্টি এবং প্রলয়েরও আদি অন্ত হইয়া থাকে। যেমন পরমাঙ্গা, জীব ও জগতের কারণ—এই তিন স্বরূপতঃ অনাদি, সেইরূপ জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি প্রবাহরূপে অনাদি। যেমন নদী প্রবাহ কখনও শুষ্ক, কখনও অদৃশ্য এইরূপ দৃষ্টিগোচর হয়, বর্ষাকালে দৃশ্য ও গ্রীষ্মকালে অদৃশ্য হয়, সেইরূপ জগৎপার সমূহকে প্রবাহরূপ জানিতে হইবে। পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাব যেমন অনাদি, তাঁহার জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ও সেইরূপ অনাদি। ঈশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাবের যেমন আরম্ভ ও অন্ত নাই, তাঁহার কর্তব্য কর্মেরও সেইরূপ আরম্ভ ও অন্ত নাই। (প্রশ্ন)—পরমেশ্বর কোন কোন জীবকে মনুষ্য জন্ম, কোন জীবকে সিংহাদি ক্রুর জন্ম, কোন কোন জীবকে হরিণ ও গবাদি পশু জন্ম, কোন কোন জীবকে বৃক্ষ-কৃমি-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি জন্ম দিয়াছেন। ইহাতে পরমাঙ্গায় পক্ষপাত ঘটিতেছে। (উত্তর)—পক্ষপাত ঘটিতেছে না। কারণ পূর্ব সৃষ্টিতে কৃত ঐ সকল জীবের কর্মানুসারে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কর্ম ব্যতীত জন্ম ব্যবস্থা করিলেই পক্ষপাত করা হইত।

(প্রশ্ন)—মনুষ্যের আদি সৃষ্টি কোথায় হইয়াছিল? (উত্তর)—ত্রিবিটপ অর্থাৎ যাহাকে তিব্বত বলে সেই দেশে। (প্রশ্ন)—আদি সৃষ্টিতে কি এক জাতি ছিল অথবা অনেক জাতি ছিল? (উত্তর)—এক মানব জাতি ছিল। পরে “বিজানীহার্গান্ যে চ দম্যবঃ” (ঋঃ ১।৫১।৮), ইহা ঋগ্বেদের বচন। শ্রেষ্ঠদিগের আর্ঘ্য, বিদ্বান্ এবং দেব নাম এবং দুর্জনের দম্য অর্থাৎ ডাকাইত ও মূর্খ নাম—এইরূপ আর্ঘ্য ও দম্য দুই নাম হইল। “উত শূদ্রে উতার্যো” অথর্ব-বেদের বচন। আর্ঘ্যদিগের মধ্যে পূর্বেবাক্তরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারি বিভাগ হইল। বিজ বিদ্বান্দিগের নাম আর্ঘ্য এবং মূর্খদিগের নাম শূদ্র ও অনার্য্য অর্থাৎ “অনাড়ী” হইল। (প্রশ্ন)—তৎপর তাঁহার। এদেশে কিরূপে আসিলেন? (উত্তর)—যখন আর্ঘ্য ও দম্য, অর্থাৎ বিদ্বান্ দেব ও অবিদ্বান্ অশুরের মধ্যে কলহ বিবাদ বশতঃ নানা উপজব হইতে লাগিল, তখন আর্ঘ্যগণ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই ভূখণ্ডকে সর্বোৎকৃষ্ট জানিয়া এখানেই আসিয়া

বাস করিতে লাগিলেন। এইজন্য এদেশের নাম “আর্য্যাবর্ত” হইল। (প্রশ্ন)—
আর্য্যাবর্তের সীমা কতদূর পর্য্যন্ত ? (উত্তর)—

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্ত পশ্চিমাং ।

তয়োরেবাস্তুরং গির্য্যোআর্য্যাবর্তং বিভূর্ব্বুধাঃ ॥১॥

সরস্বতীদৃষত্বতো দেবনগোৰ্ধদন্তুরম্ ।

তং দেবনির্গ্মিতং দেশমার্য্যাবর্তং প্রচক্ষতে ॥২॥

মন্ত্ৰং (২ । ২২ । ১৭) ॥

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিক্ষাচল, পূর্বের ও পশ্চিমে সমুদ্র ॥ ১ ॥ পশ্চিমে সরস্বতী অর্থাৎ অটক নদী এবং পূর্ব্বদিকে দৃষত্বতী নদী। উহা নেপালের পূর্ব্বভাগের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গ ও আসামের পূর্ব্ব এবং ব্রহ্মদেশের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণের সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ইহার নাম ব্রহ্মপুত্র। অটক উত্তরস্থ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণের উপসাগরে মিলিত হইয়াছে। উত্তরে হিমালয়ের মধ্যরেখা, দক্ষিণে পর্ব্বত পর্য্যন্ত ও বিক্ষাচল হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত—এইসব অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে আর্য্যাবর্ত বলে। কারণ দেব অর্থাৎ বিদ্বান্ এবং আর্য্যগণ এই সকল দেশে বসতি স্থাপন করিয়া বাস করিয়াছিলেন।

(প্রশ্ন)—ইহার পূর্ব্ব এদেশের কি নাম ছিল ? এদেশে তখন কাহার বাস করিত ? (উত্তর)—ইহার পূর্ব্ব এদেশের কোন নাম ছিল না। আর্য্যদিগের পূর্ব্ব এদেশে কেহ বাসও করিত না। কারণ আর্য্যগণ স্থষ্টির আদিতে কিছুকাল পরে একেবারে তিব্বত হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

(প্রশ্ন)—কেহ কেহ বলেন যে, আর্য্যগণ ইরান হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের নাম আর্য্য হইয়াছে। তাঁহাদের পূর্ব্ব এদেশে বহু লোকের বাস করিত। আর্য্যগণ তাহাদিগকে অসুর ও রাক্ষস এবং আপনাদিগকে দেবতা বলিতেন। তাহাদের সহিত আর্য্যদিগের যে সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা দেবাসুর সংগ্রাম নামে আখ্যায়িকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(উত্তর)—ইহা সর্ব্বথা মিথ্যা। কারণ :—

বিজানীহার্য্য্যান্যে চ দন্তবো বর্হিস্বতে রক্ষয় শানদব্রতান্ ॥

ঋং । মং ১ । সূং ৫১ । মং ৮ ॥

উত শূদ্রে উতার্ঘ্যে ॥ অথর্ব০ (কা০ ১৯। ব০ ৬২) ॥

ইহা লিখিত হইয়াছে যে, ধার্মিক, বিদ্বান এবং আপ্ত-পুরুষদিগের নাম আৰ্য্য। ভূমিপরীত লোকদিগের নাম দন্য অর্থাৎ ডাকাইত, চুর্ত্ত, অধার্মিক এবং মূর্থ। সেইরূপ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ঋজদিগের নাম আৰ্য্য এবং শূত্রের নাম অনার্য্য অর্থাৎ অনাড়ী। যখন বেদে এইরূপ উক্তি আছে, তখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিদেশীয়দিগের কপোল-কল্পনা কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন না। আৰ্য্যাবর্ত্ত দেশীয় অর্জুন ও মহারাজা দশরথ প্রভৃতি হিমালয় পর্বতে আৰ্য্যদিগের সহিত দন্য, স্নেহ, এবং অশুরদিগের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে দেব অর্থাৎ আৰ্য্যদিগের রক্ষা এবং অশুরদিগের পরাজয় করিতে সহায়ক হইয়াছিলেন।

এতদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, আৰ্য্যাবর্ত্তের বাহিরে চতুর্দিকে অর্থাৎ হিমালয়ের পূর্বে, অগ্নিকোণে, দক্ষিণে, নৈঋত্বেকোণে, পশ্চিমে, বায়ুকোণে, উত্তরে এবং ঈশানকোণের দেশ সমূহে যে সকল মনুষ্য বাস করিত, তাহাদেরই নাম অশুর। কারণ যখনই হিমালয় প্রদেশস্থ আৰ্য্যদিগের উপর যুদ্ধার্থ আক্রমণ হইত, তখনই রাজা মহারাজা ঐ সকল উত্তরাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে আৰ্য্যদিগের সহায়তা করিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত দক্ষিণদেশে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার নাম দেবাসুর সংগ্রাম নহে, কিন্তু রাম-রাবণ অথবা আৰ্য্য-রাক্ষস সংগ্রাম।

কোন সংস্কৃতগ্রন্থে বা ইতিহাসে এইরূপ লিখিত নাই যে, আৰ্য্যগণ ইরান হইতে আসিয়াছিলেন বা এদেশীয় বহু মনুষ্যদিগকে যুদ্ধে পরাজিত ও বিভাড়িত করিয়া এদেশের রাজা হইয়াছিলেন। তাহা হইলে বিদেশীয়দিগের লেখা ক্রুরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে? আর—

স্নেহবাচশ্চাৰ্য্যবাচঃ সর্বৈ তে দন্যবঃ স্মৃতাঃ ॥১॥ মনু০ ১০।৪৫ ॥

স্নেহ দেশস্ততঃ পরঃ ॥ ২ ॥ মনু০ (২ ॥ ২৩) ॥

আৰ্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন অশুর দেশকে দন্যদেশ এবং স্নেহদেশ বলে। এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, আৰ্য্যাবর্ত্তের বাহিরে পূর্বদেশ, ঈশান, উত্তর, বায়ব্য এবং পশ্চিম-দেশবাসীদিগের নাম দন্য, স্নেহ ও অশুর এবং নৈঋত্বে, দক্ষিণ এবং আগ্নেয় দিকে আৰ্য্যাবর্ত্তবহির্ভূত দেশবাসীদিগের নাম রাক্ষস ছিল। এখনও দেখ, নিগ্রোধদিগের চেহারা যেরূপ রাক্ষসদের বর্ণনা আছে, তদ্রূপ ভয়ঙ্কর দেখায়।

আর্য্যাবর্তের ঠিক নিম্নদেশের অধিবাসীদিগের নাম নাগ। আর্য্যাবর্তবাসীদিগের পদতলে অবস্থিত বলিয়া সেই দেশের নাম পাতাল ছিল। নাগবংশীয় অর্থাৎ নাগনামা লোকদিগের বংশের লোকেরা সেই দেশে রাজত্ব করিতেন। এখানেরই নাগরাজকন্যা উলুপীর সহিত অর্জুনের বিবাহ হইয়াছিল। অর্থাৎ ইক্ষাকু হইতে কৌরব-পাণ্ডবের সময় পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে আর্য্যদিগের রাজত্ব ছিল এবং আর্য্যাবর্ত ব্যতীত অগ্ৰ্য্য দেশেও বেদের অগ্নিবিস্তার প্রচার ছিল। এ বিষয়ে প্রমাণ এই যে, ত্রক্ষার পুত্র বিরাট, বিরাটের পুত্র মনু, মনুর মরীচি প্রভৃতি দশ পুত্রের মধ্যে স্বায়ত্ত্ব প্রমুখ সাতজন রাজা ছিলেন। তাঁহাদিগের বংশের সম্ভাবন ইক্ষাকু আর্য্যাবর্তের প্রথম রাজা ছিলেন। তিনি আর্য্যাবর্তে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আর্য্যদিগের মধ্যে আলস্য, প্রমাদ এবং পারস্পরিক বিরোধ হেতু এখন অগ্ৰ্য্য দেশে রাজত্ব করা ত দূরে থাকুক, আর্য্যাবর্তেও তাঁহাদিগের অখণ্ড, স্বতন্ত্র, স্বাধীন এবং নির্ভয় রাজ্য নাই। যাহা কিছু আছে, তাহাও বিদেশীয়দিগের পদানত হইতেছে। অল্প কয়েকজন মাত্র রাজা স্বতন্ত্র আছেন। দুর্দিন উপস্থিত হইলে দেশবাসীদিগকে অনেক প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যিনি যতই করুন না কেন স্বদেশীয় রাজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিদেশীয় শাসন মতমতান্তরে আগ্রহরহিত, নিজের ও পরের প্রতি পক্ষপাতশূন্য এবং প্রজাদিগের প্রতি মাতাপিতার স্থায় দয়ালু, কৃপালু ও স্থায়পরায়ণ হইলেও সম্পূর্ণ সুখকর হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, পৃথক পৃথক শিক্ষা ও আচারব্যবহার সম্বন্ধীয় বিরোধ দূর হওয়া অতীব দুষ্কর। তাহা দূর না হইলে পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ উপকার ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া কঠিন। সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রে এবং ইতিহাসে যে সকল ব্যবস্থার উল্লেখ আছে, সেই সকল মাত্ৰ করা সংপূর্ণ-দিগের কর্তব্য।

(প্রশ্ন)—জগতের উৎপত্তিতে কতকাল ব্যতীত হইয়াছে? (উত্তর)—এক অর্ব্বদ, ছিয়ানব্বই কোটি, কয়েক লক্ষ ও কয়েক সহস্র বৎসর জগতের উৎপত্তি এবং বেরপ্রকাশের পর অতীত হইয়াছে। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা মৎপ্রণীত “ভূমিকায়” * লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সৃষ্টির উৎপত্তি ও রচনা এইরূপ জানিতে হইবে।

সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম খণ্ড অর্থাৎ যাহা বিভক্ত করা যায় না, তাহার নাম পরমাণু। বাইট পরমাণু মিলিয়া এক অণু হয়। দুই অণু মিলিয়া এক ষাণুক

* “ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকায়” বেদোৎপত্তি বিষয় দ্রষ্টব্য।

হয়। তিন ঙ্গুক হইতে অগ্নি, চারি ঙ্গুক হইতে জল এবং পাঁচ ঙ্গুক হইতে পৃথিবী অর্থাৎ তিন ঙ্গুকে এক ত্রসরেণু ও তাহার দ্বিগুণ হইলে পৃথিবী আদি দৃশ্য পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরমাত্মা এইরূপ ক্রমানুসারে পরমাণু মিলিত করিয়া পৃথিবী ইত্যাদি নির্মাণ করিয়াছেন।

(প্রশ্ন)—পৃথিব্যাদিকে কে ধারণ করে? কেহ বলে শেষ অর্থাৎ সহস্র যশাযুক্ত সর্পের মস্তকের উপর পৃথিবী অবস্থিত। আবার কেহ বলে যে, বৃষশৃঙ্গের উপর পৃথিবী আছে। তৃতীয় কেহ বলে যে পৃথিবী কিছুই উপর নাই। চতুর্থ কেহ বলে যে, বায়ু পৃথিবীর আধার। পঞ্চম কেহ বলে যে সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবী স্বস্থানে অবস্থিত আছে। ষষ্ঠ কেহ বলে যে, পৃথিবী গুরুত্ব বশতঃ আকাশের নিম্নে চলিতেছে। এ সকল কথার মধ্যে কোনটি সত্য বলিয়া মানিব?

(উত্তর)—বাহার মতে পৃথিবী শেষ সর্প ও বৃষশৃঙ্গের উপর অবস্থিত, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, সর্প ও বৃষের মাতাপিতার জন্মকালে পৃথিবী কাহার উপর ছিল? সর্প ও বৃষ প্রভৃতি কিসের উপর আছে? বৃষ পক্ষাবলম্বী মুসলমান ত নির্বাক হইবে কিন্তু সর্পপক্ষাবলম্বী বলিবে যে, সর্প কূর্ম্মের উপর, কূর্ম্ম জলের উপর, জল অগ্নির উপর, অগ্নি বায়ুর উপর এবং বায়ু আকাশে অবস্থিত। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, সমস্ত সৃষ্টি কাহার উপর আছে? তাহারা অবশ্য বলিবে যে, পরমেশ্বরের উপর। আবার যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবে যে শেষ এবং বৃষ কাহার সম্ভান? তাহারা বলিবে যে শেষ কশ্যপ ও কজ্জর এবং বৃষ গাভীর সম্ভান। কশ্যপ মরীচির, মরীচি মনুর, মনু বিরাটের এবং বিরাট ব্রহ্মার পুত্র। আদিতে ব্রহ্মা সৃষ্টি হইয়াছিলেন। শেষ সর্পের জন্মের পূর্বে পাঁচ পুরুষ গত হইয়াছিল। তখন কে পৃথিবীকে ধারণ করিত? অর্থাৎ কশ্যপের জন্মকালে পৃথিবী কাহার উপর ছিল? তখন “তেরী চূপ মেরী ভী চূপ”—তাহার পর বিবাদ আরম্ভ হইবে।

এই কথার ষথার্থ অভিপ্রায় এই যে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে “শেষ” বলে। কোন কবি বলিয়াছেন, “শেষাধারা পৃথিবীভ্যাক্তম্” অর্থাৎ শেষের আধার পৃথিবী। কেহ এই বাক্যের অর্থ না বুঝিয়া সর্পের মিথ্যা কল্পনা করিয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বর সৃষ্টি ও প্রলয়ের পরে “শেষ” অর্থাৎ পৃথক থাকেন। এইজন্য তাহাকে “শেষ” বলা হয় এবং তিনিই পৃথিবীর আধার।

সত্যেনোভিত্তা ভূমিঃ । ১০ । ৮৫ । ১ ॥

ইহা ঋগ্বেদের বচন । (সত্য) অর্থাৎ যিনি ত্রিকালাবধা এবং বাহ্যিক কখনও নাশ হয় না, সেই পরমেশ্বর পৃথিবী, আদিত্য ও বাবতীর লোক ধারণ করিয়াছেন ।

উক্ষা দাধার পৃথিবীমুততাম্ ॥ *

ইহাও ঋগ্বেদের বচন । এই “উক্ষা” শব্দের অর্থ কেহ বুঝ বুঝিয়া থাকিবে । কারণ বুঝের নামও উক্ষা । কিন্তু সেই মুঢ়ের এই জ্ঞান হইল না যে, বুঝের এত বড় পৃথিবী ধারণ করিবার ক্ষমতা কোথা হইতে আসিবে । বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর উপর জলসিক্কন করে বলিয়া সূর্য্যের নাম উক্ষা । সূর্য্য নিজ আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছে । কিন্তু পরমেশ্বর বাতীত সূর্য্যাদির ধারণকর্তা অপর কেহই নাই ।

(প্রশ্ন)—পরমাত্মা এতগুলি প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল কিরূপে ধাক্কণ করিতে পারেন ? (উত্তর)—অনন্ত আকাশের সম্মুখে বৃহৎ বৃহৎ ভূমণ্ডল কিছুই নহে অর্থাৎ যেমন সমুদ্রের সম্মুখে ক্ষুদ্র জলকণাবৎও নহে । সেইরূপ অনন্ত পরমেশ্বরের সম্মুখে অসংখ্যাত লোকলোকান্তর একটি পরমাণু সদৃশও বলা হইতে পারে না । পরমেশ্বর অন্তরে বাহিরে সর্বত্র ব্যাপক । “বিভুঃ প্রজাহু” (যজুঃ ৩২ ৮), সেই পরমাত্মা সকল প্রজার মধ্যে ব্যাপক হইয়া সকলকে ধারণ করিতেছেন । তিনি খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং পৌরাণিকদিগের কথা অনুসারে বিভূ না হইলে, সমস্ত সৃষ্টিকে কখনও ধারণ করিতে পারিতেন না । কারণ না পাইয়া কেহ কাহাকেও ধারণ করিতে পারে না । যদি কেহ বলেন যে, এই সকল লোক পরস্পর পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্থিত আছে, পরমেশ্বরের ধারণ করিবার প্রয়োজন কি ? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, “এই সৃষ্টি কি অনন্ত না “সান্ত” ? যদি তিনি বলেন, “অনন্ত”, তবে তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, সাকার বস্তু কখনও অনন্ত হইতে পারে না । যদি তিনি বলেন, “সান্ত”, তবে জিজ্ঞাস্য শেষ সীমার অর্থাৎ বাহ্যিক পরে আর কোন লোক নাই, সেখানে কাহার আকর্ষণে ধারণ হইতে

* ঋগ্বেদে “উক্ষা স জাবাপৃথিবী ভিত্তি” এই বচন আছে । অথর্ববেদে “অনভ্যনু দাধার পৃথিবীমুততাম্” ॥ (৪।১।১১) এইরূপ আছে ।

পারে? যেমন সমষ্টি ও ব্যষ্টি; মিলিত ভাবে সমুদয় বৃক্ষ সমষ্টিকে অরণ্য বলে, কিন্তু এক একটি বৃক্ষাদিকে পৃথক পৃথক গণনা করা হইলে ব্যষ্টি বলে। সেইরূপ সমস্ত ভূমণ্ডল-সমষ্টির নাম জগৎ। এইরূপ সমগ্র জগতের ধারণ ও আকর্ষণকর্তা পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহই নহে। সুতরাং যিনি সমস্ত জগতের রচয়িতা, তিনিই পরমেশ্বর।

স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্ ॥ (যজুঃ । ১৩।৪) ॥

ইহা যজুর্বেদের বচন। যে পরমাত্মা পৃথিবী আদি আলোকবিহীন লোক-লোকান্তর, সূর্য্যাদি আলোকময় লোকসমূহ এবং অস্ত্রাশ্র যাবতীয় পদার্থকে সৃজন ও ধারণ করিয়া সকলের মধ্যে ব্যাপক হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই সমস্ত জগতের কর্তা ও ধর্তা। (প্রশ্ন)—পৃথিবী আদি লোক কি ভ্রমণ করে, না স্থির আছে? (উত্তর)—ভ্রমণ করে। (প্রশ্ন)—কেহ কেহ বলে যে, সূর্য্য ভ্রমণ করে, কিন্তু পৃথিবী ভ্রমণ করে না। আবার কেহ কেহ বলে যে, পৃথিবী ভ্রমণ করে, সূর্য্য ভ্রমণ করে না। ইহার মধ্যে কোন কথাটি সত্য বলিয়া মানিব? (উত্তর)—এই দুইটিই অর্দ্ধ সত্য। কারণ, বেদে লিখিত আছে যে,—

আয়প্পোঃ পৃথিবীংক্রমীদসদন্ মাতরঃ পুরঃ।

পিতরং চ প্রযন্তু স্বঃ ॥ যজুঃ অ. ৩। মং ৬ ॥

অর্থাৎ এই ভূমণ্ডল জলের সহিত সূর্য্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। অতএব পৃথিবী ভ্রমণ করে।

আকুক্ষেণ রজসা বর্তমানো নিবেশ্যম্নতং মর্ত্যং চ।

হিরণ্যেণ সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥

যজুঃ । অ. ৩৩। মং ৪৩ ॥

বর্ষাদির প্রবর্তক, প্রকাশস্বরূপ, তেজোময় এবং রমণীয় স্বরূপযুক্ত সবিতা অর্থাৎ সূর্য্য অমৃতরূপ বৃষ্টি কিরণ দ্বারা যাবতীয় প্রাণী ও অপ্ৰাণীর মধ্যে অমৃত প্রবেশ করাইয়া থাকে এবং মূর্ত্তিমান পদার্থ সমূহকে আলোকিত করিয়া

ও সমস্ত লোকের সহিত আকর্ষণযুক্ত হইয়া স্বীয় পরিধিতে ভ্রমণ করিতে থাকে কিন্তু কোন লোকের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে না। এইরূপে এক এক ত্রক্ষাণ্ডে এক এক সূর্য্য প্রকাশক এবং অল্প সমস্ত লোকলোকান্তর প্রকাশ্য ; যেমন :—

দিবি সোমো^১ অধি^২শ্রিতঃ ॥ অথ° কাং ১৪ । অনু° ১ । মং ১ ॥

যেমন এই চন্দ্রলোক সূর্য্য দ্বারা আলোকিত হয়, সেইরূপ পৃথিবী আদি লোকও সূর্য্যেরই আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে। কিন্তু দিন রাত্রি সর্ব্বদা বর্তমান থাকে। কারণ ভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবী আদি লোকের যে অংশ সূর্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই অংশে দিন এবং যে অংশ পশ্চাৎ অর্থাৎ অন্তরাল হইতে থাকে, সেই অংশে রাত্রি হয়। অর্থাৎ উদয়, অস্ত, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন এবং মধ্যরাত্রি আদি যত কাল বিভাগ আছে, ঐ সকল দেশদেশান্তরে সর্ব্বদা বর্তমান থাকে। অর্থাৎ যখন আর্ধ্যাবর্তে সূর্য্যোদয় হয়, তখন পাতাল অর্থাৎ আমেরিকায় সূর্য্যাস্ত হয়। যখন আর্ধ্যাবর্তে সূর্য্যাস্ত হয়, তখন পাতালে সূর্য্যোদয় হয়। যখন আর্ধ্যাবর্তে মধ্যদিন অথবা মধ্যরাত্রি হয়, তখন পাতালে মধ্যরাত্রি বা মধ্যদিন থাকে। যাহারা বলে যে, সূর্য্য ভ্রমণ করে, কিন্তু পৃথিবী ভ্রমণ করে না, তাহারা অজ্ঞ। একরূপ হইলে, কয়েক সহস্র বৎসরের দিন ও রাত্রি হইত। সূর্য্যের নাম (ব্রহ্ম), সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ বড় এবং কোটি কোটি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। যেমন সর্ষপের সম্মুখে ঘুরিলে পর্ব্বতের অনেক বিলম্ব হয়, কিন্তু সর্ষপের ঘুরিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না ; সেইরূপ পৃথিবী ভ্রমণ করে বলিয়া যথা নিয়মে দিন রাত্রি হয়, সূর্য্যের ভ্রমণের জ্ঞান নহে। যাহারা বলে যে, সূর্য্য স্থির থাকে, তাহারা জ্যোতির্বিজ্ঞানিৎ নহে। কারণ, ভ্রমণ না করিলে সূর্য্য একরাশি হইতে অল্প রাশি অর্থাৎ স্থান প্রাপ্ত হইত না, এবং গুরু পদার্থ ভ্রমণ বাতীত আকাশে কখনও নির্দিষ্ট স্থানে থাকিতে পারে না। আবার জৈনগণ বলেন যে, পৃথিবী ভ্রমণ করে না, কিন্তু ক্রমশঃ নিম্নে চলিয়া যাইতেছে। কেবল অশ্বখীপে দুই সূর্য্য ও দুই চন্দ্র আছে। তাহারা ত ভাঙের গভীর নেশায় নিমগ্ন আছেন। কেন ? যদি পৃথিবী ক্রমশঃ নিম্নে চলিয়া যাইত, তাহা হইলে চতুর্দিকে বায়ুচক্র গঠিত না হওয়াতে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। আর নিম্নভাগের অধিবাসীদের বায়ু স্পর্শ হইত না, কিন্তু উপরিভাগের অধিবাসীদের অধিক বায়ু স্পর্শ হইত, এবং বায়ুর গতিও একরূপ হইত। দুই সূর্য্য ও দুই

চন্দ্র থাকিলে রাত্রি এবং কৃষ্ণপক্ষ ঘটাও অসম্ভব হইত। এইজন্য এক পৃথিবীর দিকটে এক চন্দ্র এবং অনেক পৃথিবীর মধ্যে এক সূর্য্য আছে।

(প্রশ্ন)—চন্দ্র, সূর্য্য এবং তারা কিরূপ পদার্থ? ঐ সকলের মধ্যে মনুষ্যাদির সৃষ্টি আছে কি না? (উত্তর)—এই সমস্ত তারা এক একটি লোক, ভ্রমধ্যে মনুষ্যাদি প্রজাও আছে। কারণ :—

এতেন্মু হীদং সর্বং বহু হিতমেতে হীদং সর্বং বাসয়ন্তে তত্তদিদং সর্বং বাসয়ন্তে তন্মাদসন্ম ইতি ॥

শত্ৰু । কাং ১৪ । (প্রং ৬ । ত্রাং ৭ । কং ৪) ॥

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, নক্ষত্র ও সূর্য্য—এই সকলের নাম বহু। কারণ, এই সকলের মধ্যে যাবতীর পদার্থ এবং প্রজা বাস করে। ইহারা ই সকলকে বাস করাইয়া থাকে। যেহেতু এই সকল বাসগৃহ স্বরূপ, অতএব এই সকলের নাম বহু। পৃথিবীর আয় চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র বহু। সুতরাং এই সকলের মধ্যে এইরূপ প্রজা থাকা সম্বন্ধে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? পরমেশ্বরের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী মনুষ্যাদি জীব সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং ঐ সকল লোক কি শূন্য থাকিবে? পরমেশ্বরের কোন কন্মই নিরর্থক নহে। এই সকল অসংখ্য লোক কি মনুষ্যাদি সৃষ্টি ব্যতীত কখনও সফল হইতে পারে? অতএব সর্বত্র মনুষ্যাদির সৃষ্টি আছে। (প্রশ্ন)—এই পৃথিবীতে মনুষ্যাদি সৃষ্টির যে রূপ আকৃতি ও অবয়ব, অত্যাশ্চর্য্য লোকেও কি তরূপ না দৃষ্টিপরীত? (উত্তর)—আকৃতিতে কিছু প্রভেদ হওয়া সম্ভব। এই পৃথিবীতে যেমন চীন, আফ্রিকা, আর্য্যাবর্ত্ত এবং ইউরোপ প্রভৃতি দেশে অবয়ব, বর্ণ, রূপ এবং আকৃতির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, লোক-লোকান্তরেও সেইরূপ আছে। কিন্তু এই লোকে যে জাতির যে প্রকার সৃষ্টি আছে, অশ্ব লোকেও সেই জাতির সেইরূপ সৃষ্টি আছে। এই লোকে শরীরের যে যে স্থানে নেত্রাদি অঙ্গ আছে, লোকান্তরেও সেই সেই স্থানে সেই সেই জাতির অঙ্গ সেইরূপই আছে। কারণ :—

সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ ।

দিবং চ পৃথিবী চাস্ত্রিকমথো স্বঃ ॥ ঋং । মং ১০ । সূং ১৯০ ॥

(ধাতা) পরমাত্মা পূর্বকল্পে সূর্য্য, চন্দ্র, ছালোক, ভূমি, অন্তরীক্ষ এবং তথাকার সুখকর পদার্থসমূহ যেইরূপ রচনা করিয়াছিলেন, এই কল্পে অর্থাৎ এই সৃষ্টিতেও সেইরূপ এবং সমস্ত লোক লোকান্তরেও সেইরূপ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

(প্রশ্ন)—এই লোকে যে সকল বেদ প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ সকল লোকেও সেই সকল বেদের প্রকাশ আছে কিনা ? (উত্তর)—ঐ সকলের প্রকাশ আছে। একই রাজার রাজ্যব্যবস্থা ও রাজনীতি যেমন সকল দেশে একইরূপ থাকে, রাজরাজেশ্বর পরমাত্মার বেদোক্ত নীতিও সেইরূপ তাঁহার সমস্ত সৃষ্টিরাজ্যে একই প্রকার। (প্রশ্ন)—যদি এই জীব ও প্রকৃতিতত্ত্ব অনাদি এবং এই সকল ঈশ্বর-সৃষ্টি না হয় তাহা হইলে এই সকলের উপর ঈশ্বরের অধিকার থাকাও উচিত নহে। কারণ সকলেই স্বতন্ত্র। (উত্তর)—যেমন রাজা ও প্রজাবর্গ সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও প্রজাবর্গ রাজার অধীনে থাকে, সেইরূপ জীব ও জড় পদার্থ পরমেশ্বরের অধীন। পরমেশ্বর সকল সৃষ্টির রচয়িতা, জীবদিগের কর্তৃফলদাতা, সকলের যথোচিত রক্ষক এবং অনন্ত শক্তিশালী। সুতরাং জীব এবং জড় পদার্থ তাঁহার অধীন হইবে না কেন ? অতএব জীব কর্ত্তব্যে স্বতন্ত্র, কিন্তু কর্ত্তব্যফলভোগে ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে পরতন্ত্র। সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি, সংহার এবং পালনকর্ত্তা।

অতঃপর বিত্তা, অবিত্তা, বন্ধন এবং মোক্ষবিষয় লিখিত হইবে। এস্থলে অষ্টম সমুদ্রাস সম্পূর্ণ হইল। ৮॥

ইতি শ্রীমদ্রায়ানন্দসরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে স্তোত্রান্বিতভূষিতে
সৃষ্টিপুংপত্তিস্থিতিপ্রলয়বিষয়েহষ্টমঃ সমুদ্রাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥৮॥

অথ নবম সমুদায়সারভূতঃ

অথ বিজ্ঞানবিজ্ঞানবাক্যমোক্ষবিষয়ান্ ব্যাখ্যান্যামঃ

বিজ্ঞানং চাহবিজ্ঞানং চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সূহ ।

অবিজ্ঞানায় মৃত্যুং তীৰ্জ্জ্বা বিজ্ঞানায়ামৃতমশ্নুতে ॥

যজুঃ । অং ৪০ । মং ১৪ ॥

যিনি যুগপৎ বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার স্বরূপ জ্ঞাত হন, তিনি অবিজ্ঞা অর্থাৎ কর্মোপাসনা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত হন । অবিজ্ঞার লক্ষণ :—

অনিত্যশুচিহ্নঃ খানাত্মন নিত্যশুচিহ্নখাত্মখ্যাতিরবিজ্ঞা ॥

[পাতং দং সাধনপাদে, সূং ৫]

ইহা যোগসূত্রের বচন । অনিত্য সংসার ও দেহাদিতে নিত্য বুদ্ধি, অর্থাৎ যে কার্যাজগৎ দৃষ্ট ও শ্রুত হয় তাহা চিরকাল থাকিবে, চিরকাল আছে এবং যোগবলে দেবগণের এই শরীর চিরকালই থাকে, এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি হওয়া অবিজ্ঞার প্রথম অংশ । অশুচি অর্থাৎ মলময় নারীদেহ ইত্যাদিতে এবং মিথ্যা ভাষণ ও চৌর্য্য প্রভৃতি অপবিত্র বিষয়ে পবিত্র বুদ্ধি দ্বিতীয় ভাগ । অত্যধিক বিষয়সন্তোগরূপ হৃৎথে স্মৃতিবুদ্ধি তৃতীয় ভাগ । অনাত্মীয় আত্মবুদ্ধি অবিজ্ঞার চতুর্থ অংশ । এই চারি প্রকারের বিপরীত জ্ঞানকে অবিজ্ঞা বলে । ইহার বিপরীত অর্থাৎ অনিত্যে অনিত্যবুদ্ধি, নিত্যে নিত্যবুদ্ধি, হৃৎথে হৃৎথবুদ্ধি, স্মৃথে স্মৃতিবুদ্ধি, অনাত্মীয় অনাত্মবুদ্ধি এবং আত্মীয় আত্মবুদ্ধির নাম বিজ্ঞা । অর্থাৎ “বেত্তি যথাবস্তুস্বপদার্থস্বরূপং যয়া সা বিজ্ঞা যয়া তদ্ব্যস্বরূপং ন জানাতি ভ্রমাদনুশ্লিষ্মনশ্চিচিনোতি যয়া সাহবিজ্ঞা” । যদ্বারা পদার্থের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা বিজ্ঞা এবং যদ্বারা তদ্ব্যস্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় না এবং একবস্ত

অশ্রু বস্ত্র বলিয়া প্রতীত হয় তাহাকে অবিজ্ঞা বলে। কৰ্ম ও উপাসনাকে অবিজ্ঞা বলিবার কারণ এই যে, এই সকল বাহ্য ও অন্তর ক্রিয়াবিশেষ, জ্ঞান বিশেষ নহে। এইজন্ত উক্ত মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, শুদ্ধ কৰ্ম ও পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতীত কেহ মৃত্যুদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। অর্থাৎ পবিত্র কৰ্ম, পবিত্র উপাসনা এবং পবিত্র জ্ঞান হইতেই মুক্তি, আর অপবিত্র মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি কৰ্ম, পাষণাদি মূর্তির উপাসনা ও মিথ্যাজ্ঞান হইতে বন্ধন হইয়া থাকে। কোন মনুষ্যই ক্ষণমাত্রের জন্তও কৰ্ম, উপাসনা ও জ্ঞানরহিত থাকে না। অতএব ধৰ্ম্মানুমোদিত সত্যভাষণাদি কৰ্মানুষ্ঠান এবং মিথ্যাভাষণাদি অধৰ্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়াই মুক্তির সাধন।

(প্রশ্ন)—কে মুক্তি প্রাপ্ত হয় না? (উত্তর)—যে বন্ধ। (প্রশ্ন)—বন্ধ কে? (উত্তর)—অধৰ্ম্ম ও অজ্ঞানে আবদ্ধ জীব। (প্রশ্ন)—বন্ধন এবং মোক্ষ কি স্বাভাবিক অথবা নৈমিত্তিক? (উত্তর)—নৈমিত্তিক। কারণ স্বাভাবিক হইলে বন্ধন ও মুক্তির অবসান কখনও হইত না। (প্রশ্ন)—

ন নিরোধো নচোৎপত্তির্বন্ধো ন চ সাধকঃ।

ন মুমুক্শুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেবা পরমার্থতা ॥

(গৌড়পাদীয় কারিকা। প্র০ ২। কা০ ৩২) ॥

এই শ্লোক মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকা সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম বলিয়া বাস্তবিক পক্ষে জীবের নিরোধ নাই, অর্থাৎ জীব কখনও আবরণে আচ্ছন্ন হয় না, জন্মগ্রহণ করে না বা বন্ধন প্রাপ্ত হয় না। জীব সাধক নহে অর্থাৎ কোন বিষয়ের জন্ত সাধনা করে না, মুক্তি পাইবার ইচ্ছা করে না এবং জীবের মুক্তিও কখনও নাই। কারণ যখন পরমার্থ দ্বারা বন্ধন হইল না, তখন মুক্তি কি? (উত্তর)—নবীন বেদান্তীদিগের এইরূপ উক্তি সত্য নহে। কারণ জীবের স্বরূপ অল্প স্তূতরাং জীব আবরণে আবদ্ধ হয়, শরীরের সহিত প্রকট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, পাপকর্মের ফলভোগরূপ বন্ধনে বদ্ধ হয়, সেই বন্ধনমোচনের সাধন অবলম্বন করে, দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করে এবং দুঃখ বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিও ভোগ করে। (প্রশ্ন)—এই সকল ধৰ্ম্ম, দেহ ও অন্তঃকরণের, জীবের নহে। জীব পাপ-পুণ্যরহিত সাক্ষীমাত্র। শীতোষ্ণ প্রভৃতি শরীরাদির ধৰ্ম্ম, আত্মা নির্লিপ্ত। (উত্তর)—দেহ ও অন্তঃকরণ জড় পদার্থ। এই সকলের শীতোষ্ণ

প্রাপ্তি ও ভোগ নাই। যে চেতন মনুষ্যাদি প্রাণী ইহা স্পর্শ করে সেই শীতোষ্ণ উপলব্ধি ও ভোগ করে। সেইরূপ প্রাণও জড় পদার্থ। প্রাণের ক্ষুধাও নাই, পিপাসাও নাই কিন্তু প্রাণবান জীবই ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিয়া থাকে। সেইরূপ মনও জড় পদার্থ। মনের হর্ষ বা শোক হইতে পারে না কিন্তু জীব মন দ্বারা হর্ষ-শোক ও সুখ-দুঃখ ভোগ করে। জীব শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা যেরূপ উত্তম অধম শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে সেইরূপ অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার দ্বারা সংকল্প-বিকল্প, নিশ্চয়, স্মরণ ও অহংভাব অনুভব করে এবং দণ্ড ও সম্মানভাজন হইয়া থাকে। যেমন তরবারি দ্বারা হত্যাকারী দণ্ডনীয় হয়, তরবারি দণ্ডনীয় হয় না, সেইরূপ দেহ-ইন্দ্রিয়-অন্তঃকরণ এবং প্রাণরূপ সাধন দ্বারা উত্তম-অধম কর্মের কর্তা জীবই সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। জীব কর্মের সাক্ষী নহে কিন্তু কর্তা এবং ভোক্তা। কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই কর্মের সাক্ষী। কর্মানুষ্ঠানতা জীবই কর্মে লিপ্ত হয়। জীব ঈশ্বররূপ সাক্ষী নহে।

(প্রশ্ন)—জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। যেমন দর্পণ ভাঙ্গিয়া গেলে বিশ্বের কিছুই অনির্ঘট হয় না। সেইরূপ যতকাল অন্তঃকরণরূপ উপাধি থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপ জীব থাকে। অন্তঃকরণ বিনষ্ট হইলে জীব মুক্ত হয়। (উত্তর)—ইহা বালকের কথা। কারণ সাকারেই সাকারের প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে যেমন মুখ ও দর্পণ সাকার এবং একটি অপরটি হইতে পৃথকও বটে। পৃথক না হইলে প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। ব্রহ্ম নিরাকার ও সর্বব্যাপক সুতরাং তাহার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। (প্রশ্ন)—দেখ, গভীর স্বচ্ছ জলে নিরাকার ও ব্যাপক আকাশের আভাস পতিত হয়। সেইরূপ স্বচ্ছ অন্তঃকরণে পরমাত্মার আভাস পতিত হয়। এইজন্ত ইহাকে চিদাভাস বলে। (উত্তর)—ইহা বালকবুদ্ধির মিথ্যা প্রলাপ। কারণ আকাশ দৃশ্যমান নহে। চক্ষু দ্বারা কিরূপে তাহা দৃষ্ট হইতে পারে? (প্রশ্ন)—যাহা উপরে নীল ও ধূম্রাকার দৃষ্ট হয় তাহা আকাশ কিনা? (উত্তর)—না। (প্রশ্ন)—তবে উহা কি? (উত্তর)—পৃথিবী, জল এবং অগ্নির পৃথক পৃথক ভ্রসরেণু দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে নীলিমা দেখা যায়, তাহা যে জলরাশি বর্ষিত হয় তাহার নীলিমা। যাহা ধূম্রাকার দৃষ্ট হয়, তাহা বায়ুমণ্ডলে ঘূর্ণায়মান পৃথিবী হইতে উগিত ধূলিরাশি। ঐ সকলের প্রতিবিম্ব জলে অথবা দর্পণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, আকাশের কখনও নহে।

(প্রশ্ন)—যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ, মেঘাকাশ এবং মহদাকাশের ব্যবহারিক ভেদ হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মের ব্রহ্মাণ্ড ও অন্তঃকরণের উপাধিগত ভেদ বশতঃ ঈশ্বর ও জীব নাম হইয়া থাকে। ঘটাদি নষ্ট হইলে মহদাকাশই বলা হইয়া থাকে। (উত্তর)—ইহাও অবিধানের কথা। কারণ আকাশ কখনও ছিন্নভিন্ন হয় না। কার্য্যকালে “ঘট আনয়ন কর” ইত্যাদি ব্যবহার হইয়া থাকে। কেহ বলে না “ঘটের আকাশ আনয়ন কর”। সুতরাং পূর্বোক্ত বাক্য যুক্তি সঙ্গত নহে।

(প্রশ্ন)—যেমন মৎস্য ও কীট প্রভৃতি সমুদ্রে এবং পক্ষী প্রভৃতি আকাশে বিচরণ করে, সেইরূপ অন্তঃকরণ চিদাকাশস্বরূপ ব্রহ্মে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্তঃকরণ জড় পদার্থ হইলেও সর্বব্যাপক পরমাত্মার সত্ত্বাদ্বারা অগ্নি-সংপৃক্ত লৌহের স্থায় চেতন হইয়া থাকে। যেমন তাহা বিচরণ করে কিন্তু আকাশ এবং ব্রহ্ম নিশ্চল, সেইরূপ জীবকে ব্রহ্ম স্বীকার করিলে কোন দোষ ঘটে না। (উত্তর)—তোমার এই দৃষ্টান্ত ঠিক নহে। কারণ যদি সর্বব্যাপী ব্রহ্ম অন্তঃকরণে প্রকাশমান হইয়া জীব হন, তবে তাহাতে সর্বজ্ঞতাদি গুণ থাকে কি না? যদি বল যে আবরণ বশতঃ সর্বজ্ঞতা থাকে না, তবে বল, ব্রহ্ম কি আবৃত ও খণ্ডিত না অখণ্ডিত? যদি বল যে ব্রহ্ম অখণ্ডিত, তবে তাঁহার মধ্যে কোন আবরণ নিক্ষেপ করা যাইতে পারে না। আবরণ না থাকিলে, সর্বজ্ঞতা থাকিবে না কেন? যদি বল যে ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অন্তঃকরণের সহিত যেন বিচরণ করেন স্বরূপতঃ নহে, তবে যখন তিনি স্বয়ং বিচরণ করেন না, তখন অন্তঃকরণ পূর্বপ্রাপ্ত যে যে স্থান পরিত্যাগ করিবে এবং যে যে স্থানে অগ্রসর হইতে থাকিবে, সে সে স্থানের ব্রহ্ম ভ্রান্ত ও অজ্ঞান হইয়া পড়িবেন। আর যে সকল স্থান পরিত্যক্ত হইবে, সে সকল স্থানের ব্রহ্ম জ্ঞানী, পবিত্র এবং মুক্ত হইতে থাকিবেন। এইরূপে অন্তঃকরণ, সৃষ্টির সর্বত্র ব্রহ্মকে বিকৃত করিবে এবং বন্ধন ও মুক্তিও ক্ষণে ক্ষণে হইতে থাকিবে। তোমার কথিত প্রমাণ অজুসারে তাহা হইলে কোন জীবের পূর্বদৃষ্টি ও ভ্রাত বিষয়ের স্মরণ হইত না। কারণ যে ব্রহ্ম দেখিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্ম থাকিলেন না। অতএব ব্রহ্ম ও জীব, জীব ও ব্রহ্ম, কখনও এক নহে, সর্বদা পৃথক্ পৃথক্।

(প্রশ্ন)—এই সমস্ত অধ্যারোপ মাত্র। এক বস্তুতে অশু বস্তু স্থাপনকে অধ্যারোপ বলে। ব্রহ্মবস্তুতে সমস্ত জগৎ ও তাহার ব্যবহারের অধ্যারোপ করিয়া জিজ্ঞাসুকে বুঝান হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সমস্তই ব্রহ্ম। (প্রশ্ন)—

অধ্যারোপ করায় কে ? (উত্তর)—জীব । (প্রশ্ন)—জীব কাহাকে বলে ? (উত্তর)—অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চেতনকে । (প্রশ্ন)—অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চেতন কি অশ্রু না তাহাই ব্রহ্ম ? (উত্তর)—তাহাই ব্রহ্ম । (প্রশ্ন)—তবে কি ব্রহ্মই নিজের মধ্যে জগতের মিথ্যা কল্পনা করিলেন ? (উত্তর)—হউক, তাহাতে ব্রহ্মের ক্ষতি কি ? (প্রশ্ন)—মিথ্যা কল্পনাকারী কি মিথ্যাবাদী নহে ?

(উত্তর)—না । কারণ যাহা মন ও বাণী দ্বারা কল্পিত ও কথিত হয় সে সমস্ত মিথ্যা । (প্রশ্ন)—তবে মন ও বাণী দ্বারা মিথ্যাকল্পনাকারী ও মিথ্যাবাদী ব্রহ্ম, কল্পিত ও মিথ্যাবাদী হইল কি না ? (উত্তর)—হউক । আমাদের ইচ্ছাপত্তি আছে ।

বাহবা ! মিথ্যাবাদী বেদান্তিগণ ! তোমরা সত্যস্বরূপ, সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প পরমাত্মাকে মিথ্যাচারী করিলে ! ইহা কি তোমাদের দুর্গতির কারণ নহে ? কোন্ উপনিষদে, সূত্রগ্রন্থে অথবা বেদে লিখিত আছে যে, পরমেশ্বর মিথ্যাসংকল্পকারী ও মিথ্যাবাদী ? তোমাদের কথা যেন “উন্টি চোর কোতবালকো দণ্ডে”, অর্থাৎ চোরের কোতবালকে দণ্ড দিবার কাহিনীর স্থায় । দারোগা চোরকে দণ্ড দিবে ইহাই ত উচিত কিন্তু চোরের দারোগাকে দণ্ড দেওয়া বিপরীত কথা । সেইরূপ তোমরা মিথ্যা সঙ্কল্পকারী ও মিথ্যাবাদী হইয়া তোমাদের দোষ ব্রহ্মে বুধা আরোপ করিতেছ । ব্রহ্ম মিথ্যাজ্ঞানী, মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাকারী হইলে অনন্ত ব্রহ্মই সেইরূপ হইয়া পড়িবে । কেননা ব্রহ্ম এক রস, সত্যস্বরূপ, সত্যমামী, সত্যবাদী এবং সত্যকারী । পূর্বোক্ত দোষগুলি তোমাদের, ব্রহ্মের নহে । তোমাদের কথিত বিছা অবিছা এবং তোমাদের অধ্যারোপও মিথ্যা । কারণ তোমরা ব্রহ্ম না হইয়াও আপনাদিগকে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মকে জীব মনে করিতেছ । ইহা মিথ্যাজ্ঞান নয় তবে কি ? যিনি সর্বব্যাপক, তিনি কখনও পরিচ্ছিন্ন ও অজ্ঞান হন না, এবং বন্ধনেও পতিত হন না । কারণ জীবই অজ্ঞান, পরিচ্ছিন্ন, একদেশী, অল্প এবং অল্পজ্ঞ । সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সেইরূপ নহেন ।

এখন মুক্তি ও বন্ধন বিষয়ের বর্ণনা করা যাইতেছে

(প্রশ্ন)—মুক্তি কাহাকে বলে ? (উত্তর)—“মুক্তিস্তি পৃথগ্ভবস্তি জনা বস্তাং সা মুক্তিঃ” । যে অবস্থায় মুক্ত হওয়া যায় তাহার নাম মুক্তি । (প্রশ্ন)—কি হইতে মুক্ত হওয়া ? (উত্তর)—সকল জীব যাহা হইতে মুক্ত হইতে

ইচ্ছা করে। (প্রশ্ন)—কি হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে? (উত্তর)—যাহা হইতে মুক্তি ইচ্ছা করে। (প্রশ্ন)—কি হইতে মুক্তি ইচ্ছা করে? (উত্তর)—দুঃখ হইতে। (প্রশ্ন)—মুক্ত হইয়া কাহাকে প্রাপ্ত হয় এবং কোথায় থাকে? (উত্তর)—সুখ প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মে থাকে। (প্রশ্ন)—কি কি কার্য্য করিলে মুক্তি এবং কি কি কার্য্য করিলে বন্ধন হয়? (উত্তর)—পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন; অধর্শ্ব, অবিজ্ঞা, কুসঙ্গ, কুসংস্কার এবং দুর্ঘট ব্যসন হইতে দূরে অবস্থান; সত্যভাষণ, পরোপকার, বিজ্ঞা ও পক্ষপাতরহিত জ্ঞায় এবং ধর্ম্মের বুদ্ধি; পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঈশ্বরের স্তুতি-প্রার্থনা-উপাসনা অর্থাৎ যোগাভ্যাস করা; অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ধর্ম্মানুমোদিত পুণ্যকার, জ্ঞানোন্নতি সাধন; সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনসমূহের অবলম্বন এবং পক্ষপাতরহিত জ্ঞায়ধর্ম্মানুসারে যাবতীয় কর্তব্যানুষ্ঠান ইত্যাদি সাধন দ্বারা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই সকলের বিপরীত ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা বন্ধন হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন)—মুক্তিতে জীবের লয় হয় না জীব বিজ্ঞমান থাকে? (উত্তর)—বিজ্ঞমান থাকে। (প্রশ্ন)—কোথায় থাকে? (উত্তর)—ব্রহ্মে। (প্রশ্ন)—ব্রহ্ম কোথায় থাকেন? মুক্ত জীব কি এক স্থানে থাকে অথবা স্বাধীনভাবে সর্বত্র বিচরণ করে? (উত্তর)—যে ব্রহ্ম সর্বত্র পূর্ণ, মুক্ত জীব তাঁহাতে অব্যাহতগতি অর্থাৎ কোন স্থানে তাহার বাধা থাকেনা এবং সে বিজ্ঞান ও আনন্দপূর্ণ হইয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে। (প্রশ্ন)—মুক্ত জীবের স্থূল শরীর থাকে কি না? (উত্তর)—থাকে না। (প্রশ্ন)—সুখ ও আনন্দ কিরূপে ভোগ করে? (উত্তর)—মুক্ত জীবের সত্যসংকল্প প্রভৃতি স্বাভাবিক গুণ ও সামর্থ্য থাকে, ভৌতিক সঙ্গ থাকেনা। যেমন—

শৃণ্বন্ শ্রোত্রং ভবতি, স্পর্শয়ন্ ত্বগ্ভবতি, পশ্যন্ চক্ষুর্ভবতি, রসয়ন্ রসনা ভবতি, জিহ্বয়ন্ জিহ্বা ভবতি, মন্বানো মনো ভবতি, বোধয়ন্ বুদ্ধির্ভবতি।
চেতয়ন্ চিত্তস্তবত্যহংকুর্বাণোহংকারো ভবতি ॥ শতপথঃ, কাণ্ড ১৪ ॥

মোক্ষে জীবাত্মার সঙ্গে ভৌতিক শরীর অথবা ইন্দ্রিয় গোলক থাকে না। কিন্তু তাহার স্বাভাবিক গুণ গুণ থাকে। মুক্তি অবস্থায় জীবাত্মা শুনিতে ইচ্ছা করিলে স্বশক্তিদ্বারাই শ্রোত্র, স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিলে ত্বক্, দেখিবার সংকল্প হইলে চক্ষু, স্বাদ গ্রহণের জন্ত রসনা, গন্ধ গ্রহণের জন্ত জিহ্বা, সংকল্প-বিকল্প করিবার সময় মন, নিশ্চয় করিবার জন্ত বুদ্ধি, স্মরণ করিবার জন্ত চিত্ত, অহংবুদ্ধির

জ্ঞান অহঙ্কার এবং সংকল্পমাত্র সাংকল্পিক শরীর হইয়া থাকে । শরীরের আধারে থাকিয়া জীব যেমন ইন্দ্রিয়গোলক দ্বারা স্বকার্য সাধন করে, সেইরূপ মুক্তি অবস্থায় স্বশক্তি দ্বারা সমস্ত আনন্দ ভোগ করে ।

(প্রশ্ন)—জীবাত্মার শক্তি কত প্রকারের এবং কি পরিমাণের ? (উত্তর)—মুখ্য শক্তি এক প্রকার কিন্তু বল, পরাক্রম, আকর্ষণ, প্রেরণা, গতি, ভীতি, বিচার, ক্রিয়া, উৎসাহ, স্মরণ, নিশ্চয়, ইচ্ছা, প্রেম, দ্বেষ, সংযোগ, বিভাগ, সংযোজন, বিভাজন, শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আশ্বাদন, গন্ধ গ্রহণ এবং জ্ঞান—এই (২৪) চতুর্বিংশ প্রকার সামর্থ্যযুক্ত । জীব তদ্বারা মুক্তি অবস্থায়ও আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে । মুক্তির সঙ্গে জীবের লয় হইলে মুক্তিসুখ কে ভোগ করিত ? জীবের নাশকেই যে মুক্তি মনে করে সে মহামূর্খ । কারণ জীবের পক্ষে দুঃখ বিমুক্ত হইয়া আনন্দস্বরূপ, সর্বব্যাপক এবং অনন্ত পরমেশ্বরে সানন্দে অবস্থান করাই মুক্তি । দেখ, বেদান্ত শারীরিক সূত্রে :—

অভাবং বাদরিরাহ হেবম্ ॥ (বেদান্ত দঃ ১৪ । ৪ । ১০) ॥

ব্যাসদেবের পিতা বাদরি মুক্তি-অবস্থায় জীবের এবং জীবের সহিত মনের বিচ্ছিন্নতা স্বীকার করেন । অর্থাৎ পরাশর মুক্তিতে জীবের এবং মনের লয় স্বীকার করেন না । সেইরূপ :—

ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥ (বেদান্ত দঃ ৪ । ৪ । ১১) ॥

এবং আচার্য্য জৈমিনি মুক্ত জীবের মনের স্থায় সূক্ষ্ম শরীর, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ প্রভৃতিরও বিচ্ছিন্নতা স্বীকার করেন, অভাব স্বীকার করেন না ।

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোহতঃ । (বেদান্ত দঃ ৪ । ৪ । ১২) ॥

ব্যাসমুনি মুক্তি-অবস্থায় ভাব অভাব উভয়ই স্বীকার করেন । অর্থাৎ তখন শুদ্ধসামর্থ্যযুক্ত জীব বিচ্ছিন্ন থাকে ; অপবিত্রতা, পাপাচরণ, দুঃখ এবং অজ্ঞানাদির অভাব হয় বলিয়া মনে করেন ।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥

(কঠঃ । অঃ ২ । বঃ ৬ । মঃ ১০) ॥

ইহা উপনিষদের বচন । যখন জীবের সহিত শুদ্ধ মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়
বিশ্রুত থাকে এবং বুদ্ধি স্থিরনিষ্চয় হয়, সেই অবস্থাকে পরমাগতি অর্থাৎ
মোক্ষ বলে ।

য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিন্মত্ব্যবিশোকোহবিজিঘৎ সোহপিপাসঃ
সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহনৈষ্ক্যব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ সর্বাত্মচ লোকা-
নাগ্নোতি সর্বাত্মচ কামান্ যন্তুমাভ্জানমনুবিগ্ধ বিজ্ঞানাতীতি ।

(ছান্দো০ প্র০ ৮ । খ০ ৭ । মং ১) ॥

স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে ॥
য এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আভ্জানমুপাসতে তস্মাত্তেবাঽ সর্বৈ
চ লোকা আভাঃ সর্বৈ চ কামাঃ স সর্বাত্মচ লোকানাগ্নোতি সর্বাত্মচ
কামান্ যন্তুমাভ্জানমনুবিগ্ধ বিজ্ঞানাতীতি ॥

(ছান্দো০ । প্র০ ৮ । খ০ ১২ । মং ৫ । ৬) ॥

মঘবন্মতঃ বা ইদং শরীরমাতং মৃত্যুনা তদস্মাহমৃতস্যশরীরস্যাত্মনো-
ধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়-
য়োরপহতিরন্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥

(ছান্দো০ প্র০ ৮ । খ০ ১২ । মং ১) ॥

যে পরমাত্মা অপহতপাপ্মা ; সর্বপাপ, জরা, মৃত্যু, শোক ও ক্ষুৎপিপাসারহিত
এবং যিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প, তাঁহার অনুসন্ধান করা এবং তাঁহাকে
জানিবার ইচ্ছা করা কর্তব্য। সেই পরমাত্মার সম্বন্ধবশতঃ মুক্তজীব সমস্ত
লোক ও সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হন। যিনি পরমাত্মাকে জানিয়া মোক্ষসাধন করিতে
এবং নিজকে শুদ্ধ করিতে জানেন, সেই মুক্ত জীব শুদ্ধ দিব্য নেত্র ও শুদ্ধ মন
দ্বারা কামনাসমূহ প্রত্যক্ষ করেন এবং ঐ সকল প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে বিচরণ করেন।
তিনি ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ দর্শনীয় পরমাত্মায় স্থির থাকিয়া মোক্ষ সুখ ভোগ করেন।
মুমুক্শু বিদ্বানেরা সেই সর্বাস্তুর্যামী পরমাত্মারই উপাসনা করিয়া থাকেন।
তদ্বারা তাঁহারা সর্বলোক ও সর্বকাম প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ সংকল্পানুযায়ী লোক ও
কাম্য পদার্থ প্রাপ্ত হন। সেই মুক্ত জীবগণ স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া সংকল্পময়
শরীর দ্বারা আকাশে পরমেশ্বরে বিচরণ করেন। কোন শরীরধারী ব্যক্তি সাংসারিক-
দুঃখরহিত হইতে পারে না। প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “হে পরমপূজিত

ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ ! এই স্থূল শরীর মরণধর্ম্মী । সিংহমুখে ছাগীর জ্ঞায় ইহা মৃত্যুমুখে অবস্থিত । এই দেহ অমর ও বিদেহী জীবাত্মার নিবাস স্থান । এইজন্ত জীব সর্বদা সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । শরীরধারী জীবের সাংসারিক সুখের নিবৃত্তি ঘটে এবং শরীরহিত মুক্ত জীবাত্মা ব্রহ্মে অবস্থান করে । সাংসারিক সুখ-দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করেনা, কিন্তু সে সর্বদা আনন্দে থাকে” ।

(প্রশ্ন)—জীব মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় কখনও জন্ম-মরণরূপ দুঃখে পতিত হয় কিনা ? কারণ :—

ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে ইতি ॥

উপনিষদ্বচনম্ (ছা० প্র० ৮ । খ० ১৫) ॥

অনারুতিঃ শব্দাদনারুতিঃ শব্দাৎ ॥

(শারীরিক সূত্র ৪ । ৪ । ৩৩) ॥

যদৃ গচ্ছা ন নিবর্তন্তে তন্মাম পরমং মম ॥ ভগবদগীতা ॥

ইত্যাদি বচন হইতে জানা যায় যে, যে অবস্থা হইতে জীব পুনরায় কখনও সংসারে প্রত্যাবর্তন করে না, তাহার নাম মুক্তি । (উত্তর)—ইহা সত্য নহে । কারণ, বেদে ইহার নিষেধ আছে । যথা :—

কস্য নুনং কতমস্থান্নতানাং মনামহে চারু দেবস্থ নাম ।

কো নো মহা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাত্রং চ ॥ ১ ॥

অগ্নের্বয়ং প্রথমস্থান্নতানাং মনামহে চারু দেবস্থ নাম ।

স নো মহা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাত্রং চ ॥ ২ ॥

খা० ॥ ম० ১ । সূ० ২৪ । মং ১ । ২ ॥

ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যস্তোচ্ছেদঃ ॥ ৫ ॥ সাংখ্যসূত্র ১ । সূ० ১৫৯ ॥

(প্রশ্ন) আমরা কাহার নামকে পবিত্র বলিয়া জানিব ? অবিনাশী পদার্থ সমূহের মধ্যে বিद्यমান, চিরপ্রকাশস্বরূপ কোন দেব আমাদের মুক্তিসুখ ভোগ করাইয়া, পুনরায় এই সংসারে জন্মদান করেন এবং পিতৃমাতৃদর্শন ঘটান ? ॥ ১ ॥ (উত্তর) আমরা এই স্বপ্রকাশস্বরূপ, অনাদি এবং সদায়মুক্ত পরমাত্মার নামকে

পবিত্র বলিয়া জানিব। তিনি আমাদিগকে মুক্তিতে আনন্দ ভোগ করাইয়া পুনরায় মাতাপিতার সংযোগে জন্মদান করিয়া তাঁহাদের দর্শন করান। সেই পরমাত্মাই মুক্তিবিন্যাস এবং সকলের অধিপতি ॥ ২ ॥ জীব যেমন এই সময়ে বন্ধ ও মুক্ত থাকে, সেইরূপ সর্বদাই থাকে। বন্ধ ও মুক্তির অত্যন্ত বিচ্ছেদ কখনও হয় না। আবার বন্ধ ও মুক্তি সর্বদা থাকে না। ৩ ॥ (প্রশ্ন)—

তদত্যন্তবিমোক্ষোৎপত্তিঃ ।

দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুক্তরোত্তরাপায়ে

তদন্তরাপায়াদপত্তিঃ । ন্যায় সূত্র (১।২২।২) ॥

দুঃখের অত্যন্ত বিচ্ছেদকে মুক্তিবলে। কারণ মিথ্যাজ্ঞান অবিজ্ঞা, লোভাদি দোষ, বিষয় দুষ্ট ব্যাসনে প্রবৃত্তি এবং জন্ম ও দুঃখের উত্তরোত্তর অবসানে পূর্বের পূর্বের নিবৃত্তি হইলেই মোক্ষ হইয়া থাকে এবং সর্বদা বিদ্যমান থাকে। (উত্তর)—ইহা আবশ্যক নহে যে, অত্যন্ত শব্দের অর্থ অত্যন্তাভাবই হইবে। যেমন, “অত্যন্তঃ দুঃখমত্যন্তঃ সুখং চাস্ত বর্ততে”,—এই কল্পিত অত্যন্ত দুঃখ এবং অত্যন্ত সুখ হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, তাহার অধিক দুঃখ এবং অধিক সুখ হইয়াছে। সেইরূপ এস্থলেও “অত্যন্ত” শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। (প্রশ্ন)—যদি মুক্তি হইতেও জীব প্রত্যাবৃত্ত হয়, তবে কতকাল পর্য্যন্ত মুক্তি অবস্থায় থাকে ? (উত্তর)—

তে ব্রহ্মলোকে হ পরাস্তকালে পরামুতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্বৈ ॥

(মুণ্ডক. ৩।খ. ২।মং ৬) ॥

ইহা মুণ্ডক উপনিষদের বচন। মুক্ত জীবগণ মুক্তি অবস্থায় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে আনন্দ ভোগ করিয়া, পুনরায় মহাকল্পের পর মুক্তিস্থলের অবসানে সংসারে প্রত্যাগমন করে।

মহাকল্পের গণনা এইরূপ :—তেতাল্লিশ লক্ষ, বিশ সহস্র বৎসরে এক চতুর্ঘুণী ; দুই সহস্র চতুর্ঘুণীতে এক অহোরাত্র ; এইরূপ ত্রিশ অহোরাত্রিতে এক মাস ; এইরূপ বার মাসে এক বৎসর এবং এইরূপ শত বৎসরে এক পরাস্ত কাল হইয়া থাকে। ইহা গণিতের নিয়মানুসারে সম্যক রূপে বুঝিয়া লইবে। মুক্তিস্থ ভোগের এই পরিমাণ কাল।

(প্রশ্ন)—সমস্ত সংসারের ও সকল গ্রন্থকারের মত এই যে, জীব মুক্তি

হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় কখনও জন্ম-মরণে পতিত হয় না। (উত্তর)—ইহা কখনও হইতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ জীবের সামর্থ্য ও দেহাদি সাধন পরিমিত। সুতরাং ঐ সকলের ফল অনন্ত কিরূপে হইতে পারে? জীবের অসীম সামর্থ্য, কৰ্ম্ম এবং সাধন নাই। এই কারণে জীব অনন্ত সুখ ভোগ করিতে পারে না। যাহাদের সাধন অনিত্য, তাহাদের ফল নিত্য হইতে পারে না। আবার, যদি কেহই মুক্তি হইতে প্রত্যাবর্তন না করে, তবে সংসারের উচ্ছেদ ঘটিবে অর্থাৎ জীব নিঃশেষ হইবে। (প্রশ্ন)—যত সংখ্যক জীব মুক্ত হয়, ঈশ্বর ততসংখ্যক নূতন জীব উৎপন্ন করিয়া সংসারে আনয়ন করেন বলিয়া জীব নিঃশেষ হয় না। (উত্তর)—তাহা হইলে জীব অনিত্য হইয়া পড়ে। কারণ যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশও হইয়া থাকে। তাহা হইলে আপনার মতানুসারে জীব মুক্তি পাইয়াও বিনষ্ট হইবে। সুতরাং মুক্তি অনিত্য হইয়া পড়িল। আর মুক্তির স্থানে অনেক ভীড় হইবে। কারণ, সে স্থানে আয় অধিক কিন্তু ব্যয় কিছুই না হওয়াতে বৃদ্ধির সীমা পরিসীমা থাকিবে না। আবার দুঃখানুভব ব্যতীত সুখানুভব হইতে পারে না। কেন না, কটু না থাকিলে কাহাকে মধুর বলা যাইবে? আর মধুর না থাকিলে কটুই বা কাহাকে বলা যাইবে? এক স্বাদ ও এক রসের বিরুদ্ধ হওয়ায় দুই রসের পরীক্ষা হইয়া থাকে। যদি কেহ কেবল মিষ্ট জ্ঞানই পান-ভোজন করিতে থাকে, তবে সকল প্রকার রসভোগীর স্থায় তাহার সুখানুভব হয় না। আবার, যদি ঈশ্বর সান্ত্ব কণ্ঠের অনন্ত ফল দান করেন, তবে তাঁহার স্থায়শীলতা নষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ ভার উত্তোলন করিতে পারে, তাহার উপর সেই পরিমাণ ভার স্থাপন করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য। যে ব্যক্তি এক মণ ভার উত্তোলন করিতে পারে, তাহার মস্তকের উপর দশ মণ ভার চাপাইয়া দিলে যেমন ভারাপর্ণকারীর নিন্দা হইয়া থাকে, সেইরূপ অল্পজ্ঞ ও অল্পসামর্থ্যবিশিষ্ট জীবের উপর অনন্ত সুখের ভারাপর্ণ করা ঈশ্বরের পক্ষে উচিত কার্য্য নহে। আবার যদি পরমেশ্বর নূতন নূতন জীব উৎপন্ন করেন, তাহা হইলে যে কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার অবসান হইবে। কারণ কোন ধনভাণ্ডার যতই বিশাল হউক না কেন, যদি তাহাতে কেবল ব্যয়ই থাকে কিন্তু আয় না থাকে, তবে এক সময়ে না এক সময়ে উহার নিঃশেষ হইবে। সুতরাং মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া এবং মুক্তি হইতে প্রত্যাগমন করা—এই ব্যবস্থাই ঠিক। কোন অপরাধী কি অল্পকালের কারাগার অপেক্ষা আজীবন কারাগার অথবা কাঁসী-দণ্ড ভাল মনে করে? মুক্তি হইতে প্রত্যাবর্তন না থাকিলে আজীবন

কারাগারের সহিত মুক্তির প্রভেদ এই যে, মুক্তিতে বাধ্যতামূলক পরিশ্রম নাই। আর অশ্রমে লয় হওয়া সমুদ্রে ডুবিয়া মরার স্থায় হইবে।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বরের স্থায় জীব নিত্যমুক্ত ও পূর্ণস্বামী হইলে কোন দোষ ঘটিবে না। (উত্তর)—পরমেশ্বর অনন্ত স্বরূপ। তাঁহার গুণ-কর্ম-স্বভাব ও সামর্থ্য অনন্ত। এই জন্ত তিনি কখনও অবিজ্ঞা ও দুঃখবন্ধনে পতিত হন না। জীব মুক্ত হইয়াও শুদ্ধস্বরূপ, অল্পজ্ঞ ও পরিমিত গুণ-কর্ম-স্বভাববিশিষ্ট থাকে। জীব কখনও পরমেশ্বরের সমান হয় না।

(প্রশ্ন)—তাহা হইলে মুক্তিও জন্ম-মরণ সদৃশ। সুতরাং তজ্জন্তু পরিশ্রম করা কুধা। (উত্তর)—মুক্তি জন্ম-মরণ সদৃশ নহে। কারণ (৩৬০০০) ছত্রিশ সহস্রবার সৃষ্টি ও প্রলয় হইতে যে পরিমাণ কালের প্রয়োজন হয়, ততকাল পর্যন্ত জীবদিগের মুক্তির আনন্দে থাকা এবং দুঃখ না থাকা কি সামান্য কথা? যদি আজ পানভোজন করা সত্ত্বেও কাল ক্ষুধা হয়, তাহা হইলে পানভোজনের ব্যবস্থা কর কেন? ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সামান্য ধন, রাজা, প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী এবং সম্ভানাদির জন্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় হইলে মুক্তির জন্ত ব্যবস্থা করার প্রয়োজন থাকিবে না কেন? মৃত্যু অবশ্যস্তাবী হওয়া সত্ত্বেও যেমন জীবনধারণের উপায় অবলম্বন করা হয়, সেইরূপ মুক্তি হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইলেও মুক্তির উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

(প্রশ্ন)—মুক্তির সাধন কি কি? (উত্তর)—কতকগুলি সাধন সম্বন্ধে পূর্বে লিখিত হইয়াছে। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সাধন এইরূপ।

মুক্তিকামী জীবনমুক্ত হইবে অর্থাৎ মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি যাবতীয় পাপ-কর্মের ফল দুঃখ সকল পরিত্যাগ করিবে এবং সুখরূপ ফলদায়ক সত্যভাষণ প্রভৃতি ধর্ম্যাচরণ অবশ্য করিবে। যিনি দুঃখমোচন ও সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে অবশ্যই অধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্যাচরণ করিতে হইবে। কারণ পাপাচরণ দুঃখের এবং ধর্ম্যাচরণ সুখের মূল কারণ।

সং-সংসর্গে থাকিয়া বিবেকের সাহায্যে সত্যাসত্য, ধর্ম্যাধর্ম্য এবং কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিবে। এ সকল পৃথক পৃথক জানিবে; জীবনরীর অর্থাৎ জীবের পঞ্চকোষ সম্বন্ধে বিচার করিবে।

প্রথম “অন্নময়” কোষ। উহা ভুক্ হইতে অস্থি পর্যন্ত সমস্ত “পৃথিবী”ময়। দ্বিতীয় “প্রাণময়” কোষ। ইহাতে “প্রাণ” অর্থাৎ বাহ্য ভিতর হইতে বাহিরে যায়; “অপান” বাহ্য বাহির হইতে ভিতরে আসে; “সমান” বাহ্য

নাভীস্থ হইয়া সর্বত্র শরীরে রস সঞ্চারিত করে ; “উদান”, বাহা দ্বারা কণ্ঠস্থ অন্নজল আকৃষ্ট হয় ও বল পরাক্রম বৃদ্ধি পায় এবং “ব্যান” যদ্বারা জীব সমস্ত শারীরিক চেষ্টাদি করে। তৃতীয় “মনোময়” কোষ। ইহাতে মনের সহিত অহঙ্কার ও পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ থাকে। চতুর্থ “বিজ্ঞানময়” কোষ। ইহাতে বুদ্ধি, চিত্ত এবং শ্রোত্র, দৃষ্, নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকে। এতদ্বারা জীব জ্ঞানাদি কার্য সম্পাদন করে। পঞ্চম “আনন্দময়” কোষ। ইহাতে প্রীতি, প্রসন্নতা, অন্নবিস্তর আনন্দ এবং আধার কারণরূপ প্রকৃতি থাকে। এই পঞ্চকোষ দ্বারা জীব সর্ববিধ জ্ঞান, কর্ম উপাসনা প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া থাকে।

অবস্থা ত্রিবিধ—প্রথম “জাগ্রত”, দ্বিতীয় “স্বপ্ন” এবং তৃতীয় “সুষুপ্তি”।

শরীর ত্রিবিধ—প্রথম স্থূল শরীর, বাহা দৃষ্ট হয় ; দ্বিতীয় পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত, মন এবং বুদ্ধি—এই সপ্তদশ তত্ত্বের সমষ্টিকে “সূক্ষ্ম শরীর” বলে। এই সূক্ষ্মশরীর জীবনে মরণেও জীবের সঙ্গে থাকে। ইহা বিবিধ—প্রথম ভৌতিক অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতের অংশ দ্বারা নির্মিত ও দ্বিতীয় স্বাভাবিক অর্থাৎ জীবের স্বাভাবিক গুণস্বরূপ। এই দ্বিতীয় সূক্ষ্ম এবং ভৌতিক শরীর মুক্তি অবস্থায়ও থাকে। এতদ্বারাই জীব মুক্তিতে সুখ ভোগ করে। তৃতীয় “কারণ শরীর”। ইহাতে সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা হয়। ইহা প্রকৃতিরূপ বলিয়া সর্বত্র ব্যাপক এবং সকল জীবের পক্ষে একই প্রকার। চতুর্থ “ভূরীয় শরীর”। ইহাতে জীব সমাধি দ্বারা পরমাত্মার আনন্দস্বরূপে মগ্ন থাকে।

এই সমাধি সংস্কারজন্য শুদ্ধ শরীরের পরাক্রম মুক্তিতেও বসার্থরূপে সহায়তা করে। সকলেই জানে যে, জীব এই সকল কোষ এবং অবস্থা হইতে পৃথক। কারণ মৃত্যু হইলে সকলেই বলে যে, জীব বহির্গত হইয়া গেল। এই জীবকেই সকল বিষয়ের প্রেরয়িতা, ধর্টা, সাক্ষী, কর্তা এবং ভোক্তা বলা হয়। যদি কেহ বলে যে জীব কর্তা, ভোক্তা নহে তবে জানিবে সে অজ্ঞ ও বিচারহীন। কারণ জীব ব্যতীত জড়পদার্থ সমূহের সুখ-দুঃখ ভোগ অথবা পাপ পুণ্যের কর্তৃক অশু কাহারও কখনও হইতে পারে না। অবশ্য এই সকলের সম্বন্ধ বশতঃ জীব পাপ-পুণ্যের কর্তা ও সুখ-দুঃখের ভোক্তা হইয়া থাকে। যখন ইন্দ্রিয় অর্থের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত এবং আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রেরণাদ্বারা প্রাণকে উত্তম অথবা অধম কর্মে নিয়োজিত করে,

তখনই উহা বহির্মুখ হইয়া যায়। তখন ভিতর হইতে আনন্দ, উৎসাহ, অভয়, এবং কুকর্মে ভয়, শঙ্কা এবং লজ্জা উৎপন্ন হয়। ইহা অন্তর্যামী পরমাত্মার শিক্ষা। যিনি এই শিক্ষানুসারে আচরণ করেন, তিনিই মুক্তিজন্য মুখ প্রাপ্ত হন। যিনি বিপরীত আচরণ করেন, তিনি বন্ধনজন্য দুঃখ ভোগ করেন।

মুক্তির দ্বিতীয় সাধন বৈরাগ্য অর্থাৎ বিবেক দ্বারা সত্যাসত্য জ্ঞান, সত্যাচরণ গ্রহণ এবং অসত্যাচরণ বর্জন—ইহাই বিবেক। পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পরমাত্মা পদার্থসমূহের গুণ-কর্ম-স্বভাব জানিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা, উপাসনার তৎপর থাকা, তাঁহার বিরুদ্ধ আচরণ না করা এবং সৃষ্টি হইতে উপকার গ্রহণ করাকে বিবেক বলে।

অতঃপর মুক্তির তৃতীয় সাধন “ষট্ ক সম্পত্তি”, অর্থাৎ ষড়বিধ কর্মানুষ্ঠান। প্রথমতঃ “শম” অর্থাৎ নিজ আত্মাকে অন্তঃকরণের সহিত অদৃশ্যাকরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্বদা ধর্ম আচরণে রত রাখা। দ্বিতীয়তঃ “দম” অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ এবং শরীরকে ব্যভিচারাদি কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া জিতেন্দ্রিয় থাকা ও এইরূপ শুভকর্মে প্রবৃত্ত থাকা। তৃতীয়তঃ “উপরতি”, অর্থাৎ দুষ্কর্মকারীদের সংসর্গ হইতে সর্বদা দূরে থাকা। চতুর্থতঃ “তিতিক্ষা”, অর্থাৎ নিন্দা, স্তুতি, হানি, লাভ যতই হউক না কেন, হর্ষ-শোক পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা মুক্তিসাধনে রত থাকা। পঞ্চমতঃ “ত্র্যঙ্কা” অর্থাৎ বেদাদি সত্যশাস্ত্র ও ইহার জ্ঞানদ্বারা পূর্ণ আপ্ত, বিদ্বান্ এবং সত্যোপদেশী মহাত্মাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করা। ষষ্ঠতঃ “সমাধান” অর্থাৎ চিন্তের একাগ্রতা। এই ছয়টি মিলিয়া অষ্ট তৃতীয় সাধন কথিত হয়। চতুর্থ সাধন “মুমুক্শু” অর্থাৎ ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তের যেমন অন্নজল ব্যতীত অপর কিছুতেই প্রীতি থাকে না, সেইরূপ মুক্তিসাধন ও মুক্তি ব্যতীত অপর কিছুতেই প্রীতি না রাখা।

এই চারি “সাধন”। তৎপর চারি “অনুবন্ধ”, অর্থাৎ সাধনের পরবর্তী অনুষ্ঠেয় কর্ম। তন্মধ্যে প্রথমতঃ মোক্ষের “অধিকারী”, যিনি এই চতুর্বিধ সাধনানুষ্ঠান, তিনিই মোক্ষের অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ “সম্বন্ধ” অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিপ্রতিপাদ্য এবং বেদাদি শাস্ত্র প্রতিপাদক,—এই দুইটিকে সম্যক্রূপে বুঝিয়া অধিত করা। তৃতীয়তঃ “বিষয়ী” অর্থাৎ সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম, ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়-বিশিষ্ট পুরুষের নাম “বিষয়ী”। চতুর্থতঃ “প্রয়োজন” অর্থাৎ সমস্ত দুঃখনিবৃত্তির পর পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি-মুখ ভোগ করা। এই চারিটিকে “অনুবন্ধ” বলে।

তদনন্তর “শ্রবণ চতুষ্টয়”—প্রথমতঃ “শ্রবণ” অর্থাৎ যখন কোন বিদ্বান উপদেশ প্রদান করেন, তখন শাস্ত্রভাবে মনোনিবেশ পূর্বক তাহা শ্রবণ করা। বিশেষতঃ ত্র্যম্বিজ্ঞা শ্রবণে অত্যন্ত মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। কারণ, সকল বিদ্বার মধ্যে ত্র্যম্বিজ্ঞা সূক্ষ্ম। দ্বিতীয়তঃ শ্রবণের পর “মনন” অর্থাৎ নির্জ্ঞন স্থানে উপবেশন পূর্বক শ্রুতবিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করা। যে বিষয়ে সংশয় হয়; তাহা পুনরায় জিজ্ঞাসা করা এবং শ্রবণকালেও বক্তা ও শ্রোতা উচিত মনে করিলে জিজ্ঞাসা ও সমাধান করা। তৃতীয়তঃ “নিদিধ্যাসন” অর্থাৎ শ্রবণ ও মনন পূর্বক নিঃসন্দেহ হইবার পর সমাধিস্থ হইয়া যাহা শ্রবণ মনন করা হইয়াছে, তাহা ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা এবং যাহা শ্রবণ মনন করা হইয়াছে, তাহা সেইরূপ কিনা জানা। চতুর্থতঃ সাক্ষাৎকার অর্থাৎ পদার্থের গুণ-বর্ণন-স্বভাব যথার্থরূপে জানা। এই চারিটিকে “শ্রবণচতুষ্টয়” বলে।

তমোগুণ অর্থাৎ ক্রোধ, মলীনতা, আনন্দ-প্রমাদ প্রভৃতি এবং রজোগুণ অর্থাৎ ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, কাম, অভিমান ও বিস্ফেপাদি দোষ হইতে সদা দূরে থাকিয়া সত্ত্ব অর্থাৎ শাস্ত্র প্রকৃতি, পবিত্রতা, বিজ্ঞা এবং বিচার প্রভৃতি ধারণ করিবে। (মৈত্রী) অর্থাৎ সুখীজনের সহিত মিত্রতা করিবে, (করুণা) অর্থাৎ দুঃখী জনকে দয়া করিবে; (মুদিতা) অর্থাৎ পুণ্যাত্মাদর্শনে আনন্দিত হইবে, (উপেক্ষা) অর্থাৎ দুঃখাত্মাদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিবে না বা বৈরভাবও পোষণ করিবে না। মুমুক্শু প্রত্যহ ন্যূনকালে দুই ঘণ্টাকাল অবশ্য ধ্যান করিবে। তদ্বারা অভ্যন্তরস্থ মন প্রভৃতি পদার্থ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। দেখ। জীব চেতন বলিয়া জ্ঞানস্বরূপ এবং মনের সাক্ষী। কারণ যখন মন শাস্ত্র, চঞ্চল, প্রফুল্ল অথবা বিষাদযুক্ত হয়, তখন তাহাকে যথার্থরূপে দর্শন করে। সেইরূপ জীব ইন্দ্রিয় ও গ্রাণ প্রভৃতির জ্ঞাতা, পূর্ববদৃষ্টবিষয়ের স্মরণকর্তা এবং একই সময়ে অনেক পদার্থের বোতা, ধারণ ও আকর্ষণ কর্তা; এবং সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক। পৃথক না হইলে এই সকলের স্বভাব কর্তা, প্রেরয়িতা এবং অধিষ্ঠাতা হইতে পারিত না।

অবিদ্যাংশ্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ ॥

যোগশাস্ত্রে পাদে ২। সূ. ৩ ॥

এই সকলের মধ্যে অবিদ্বার স্বরূপ পূর্বক কথিত হইয়াছে। পৃথক বর্তমান বুদ্ধিকে আত্মা হইতে পৃথক মনে না করা “অংশ্মিতা”। সুখে প্রীতির নাম “রাগ”,

হুঃখে অপ্রীতির নাম “দেব”। প্রাণীমাত্রই ইচ্ছা করে, “আমি সর্বদা এই শরীরেই থাকি, আমার কখনও মৃত্যু না হউক”। মৃত্যুদুঃখ হইতে যে ত্রাস হয়, তাহাকে “অভিনিবেশ” বলে। যোগাভ্যাস এবং বিজ্ঞান দ্বারা এই পঞ্চ ক্রেশ দূরীভূত করিয়া এবং ত্রসকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তির পরমানন্দ ভোগ করিতে হইবে।

(প্রশ্ন)—আপনি যেরূপ মুক্তি মানেন, অশ্রু কেহ সেইরূপ মানে না। দেখ! জৈনগণ মোক্ষশিলা, শিবপুরে যাইয়া নিস্তরুণভাবে বসিয়া থাকাকে, খৃষ্টানগণ চতুর্থ আকাশে বিবাহ, যুদ্ধ, গীত-বাছ করা এবং বস্ত্রাদি ধারণপূর্বক আনন্দভোগ করাকে; তদ্রূপ মুসলমানগণ সপ্তম আকাশকে; বামমার্গিগণ ত্রীপুরকে; শৈবগণ কৈলাসকে; বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠকে এবং গোকুলের গোঁসাইগণ গোলকে যাইয়া স্তূন্দরী স্ত্রী, অন্ন, পানীয়, বস্ত্র এবং স্থানাদি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে থাকাকে মুক্তি মনে করে। পৌরাণিকগণ (সালোক্য) অর্থাৎ ঈশ্বরধামে নিবাস, (সামুজ্য) অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্থায় ঈশ্বরের সন্নিকটে অবস্থান, (সারূপ্য) অর্থাৎ উপাস্ত্র দেবতার আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকা, (সামীপ্য) অর্থাৎ সেবকের স্থায় ঈশ্বরের সমীপে থাকা, এবং (সায়ুজ্য) অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হওয়া—এই পাঁচ প্রকারের মুক্তি স্বীকার করেন। বেদান্তিগণ ত্রক্ষে লয় হওয়াকে মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন। (উত্তর)—দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ সমুদ্রাসে যথাক্রমে জৈন, খৃষ্টান এবং মুসলমানদিগের মুক্তি বিষয় বিশেষরূপে লিখিত হইবে।

বামমার্গিগণ যে ত্রীপুরে যাইয়া লক্ষ্মীর স্থায় স্ত্রীসন্তোগ, মন্ত, মাংসভোজন এবং আমোদ প্রমোদ করাকে মুক্তি মনে করেন, তাহাতে ইহলোক অপেক্ষা অধিক কিছুই নাই। সেইরূপ মহাদেব ও বিষ্ণুসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট পুরুষের পার্শ্বতী ও লক্ষ্মী সদৃশ স্ত্রীর সহিত আনন্দ সন্তোগ করা সম্বন্ধে এখানকার ধনাঢ্য ও রাজাদিগের অপেক্ষা এইমাত্র অধিক লিখিত হইয়াছে যে, সে স্থানে রোগ হইবে না এবং চিরযৌবন থাকিবে। তাহাদের এই সকল কথা মিথ্যা। কারণ যে স্থানে ভোগ সে স্থানে রোগ, যে স্থানে রোগ, সে স্থানে বার্কক্য অবশ্য হয়। আর পৌরাণিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, তাহাদের যে পাঁচ প্রকারের মুক্তি আছে, তাহা কৃষি, কীট-পতঙ্গ এবং পশুদিরাও স্বাভাবিকরূপে প্রাপ্ত হয় কি না। সমস্ত লোক ঈশ্বরের এবং সমস্ত জীব তাঁহাতেই অবস্থান করে। সুতরাং “সালোক্য মুক্তি” অনায়াসে পাওয়া যাইতেছে। “সামীপ্য”—ঈশ্বর সর্বত্র

ব্যাপ্ত বলিয়া সকলেই তাঁহার সমীপস্থ। অতএব “সামীপ্য” মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ। “সামুজ্য”—জীব জন্মের অপেক্ষা সর্বপ্রকারে ক্ষুদ্র এবং চেতন বলিয়া স্বতঃস্ফূটবৎ। সুতরাং সামুজ্যমুক্তিও প্রযত্ন ব্যতীত সিদ্ধ হইয়া থাকে। সকল জীব সর্বব্যাপক পরমাত্মায় ব্যাপ্ত বলিয়া তাঁহার সহিত সংযুক্ত। সুতরাং “সামুজ্য” মুক্তিও স্বতঃসিদ্ধ। অণু সাধারণ নাস্তিকগণ মৃত্যুর পর তত্ত্বের সহিত তত্ত্বের মিলন হওয়াকে যে পরম মুক্তি মানে, তাহা কুকুর এবং গর্দভাদিও প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই সকল মুক্তি নহে, বরং একপ্রকার বন্ধন। কারণ এই সকল লোক শিবপুর, মোক্ষশিলা, চতুর্থ আকাশ, সপ্তম আকাশ, ত্রীপুর, কৈলাস, বৈকুণ্ঠ এবং গোলককে কোনও এক স্থানবিশেষ ও মুক্তিস্থান বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ঐ সকল স্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মুক্তির অবসান হইয়া যায়। সুতরাং কোন নগরের সীমার মধ্যে নজরবন্দ থাকার স্থায় একপ্রকার বন্ধন হইবে। যে অবস্থায় জীব ইচ্ছানুসারে সর্বত্র বিচরণ করিতে পারে, কোথাযও প্রতিরুদ্ধ হয় না, এবং যে অবস্থায় কোনও প্রকার ভয়, সংশয় ও দুঃখ থাকেনা তাহাকে মুক্তি বলে। জন্মকে সৃষ্টি এবং মৃত্যুকে প্রলয় বলে। জীব যথাসময়ে জন্মগ্রহণ করে।

(প্রশ্ন)—জন্ম এক না অনেক? (উত্তর)—অনেক। (প্রশ্ন)—অনেক হইলে পূর্বজন্ম ও মৃত্যুর বিষয় স্মরণ হয় না কেন? (উত্তর)—জীব অল্পজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী নহে, এইজন্ত স্মরণ থাকেনা। আবার যে মনদ্বারা জানা যায়, তাহাও একই সময়ে দুই জ্ঞান ধারণ করিতে পারে না। পূর্বজন্মের কথা ত দূরে থাকুক, এই দেহেই যখন জীব গর্ভে ছিল, তাহার শরীর গঠিত হইয়াছিল, তৎপশ্চাৎ সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল এবং পঞ্চম বৎসরের পূর্ব পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, ঐ সকল স্মরণ হয় না কেন? আবার জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় নানা বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার পর সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ়নিদ্রা হইলে, জাগ্রত প্রভৃতি অবস্থার কথা স্মরণ হয় না কেন? যদি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, “বার বৎসর পূর্বে, ত্রয়োদশ বৎসরের পঞ্চম মাসে, নবম দিনে, দশ ঘটিকার সময় প্রথম মিনিটে তুমি কি করিয়াছিলে? তখন তোমার মুখ, হস্ত, কণ, নেত্র এবং শরীর কোনদিকে কিরূপে ছিল, তুমি কি চিন্তা করিতেছিলে”? তুমি কি উত্তর দিবে? যখন এই শরীরেই এইরূপ, তখন পূর্বজন্মের বিষয় স্মরণ সম্বন্ধে সংশয় করা কেবল বালকের কার্য। আর এই সকল স্মরণ হয় না বলিয়াই জীব সুখী। নতুবা সকল জন্মের দুঃখ স্মরণ করিয়া দুঃখে মরিয়া

যাইত । কেহ পূর্ব এবং পরজন্মের কথা জানিতে ইচ্ছা করিলেও সে জানিতে পারে না । কারণ, জীবের জ্ঞান এবং স্বরূপ অল্প । ঈশ্বর ঐ সকল বিষয় জানেন, জীব জানিতে পারে না ।

(প্রশ্ন)—যখন জীবের পূর্বজ্ঞান থাকে না এবং ঈশ্বর তাহাকে দণ্ডদান করেন, তখন তাহার সংশোধন হইতে পারে না । কারণ যদি সে জানিত, “আমি এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহারই এই ফল”, তাহা হইলেই সে পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হইত । (উত্তর)—তুমি কয় প্রকার জ্ঞান স্বীকার কর ? (প্রশ্ন)—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা আট প্রকার । (উত্তর)—তবে তুমি সংসারে জন্ম হইতে বিভিন্ন সময়ের রাজ্য, ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি, দারিদ্র্য, নির্বুদ্ধিতা, মূর্থতা এবং সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দেখিয়া পূর্ব জন্মের জ্ঞান করিতে পার না কেন ? যদি দুইজন লোকের রোগ হয়, তন্মধ্যে একজন চিকিৎসক, অণ্ড জন চিকিৎসক নহে, তবে যিনি চিকিৎসক তিনি রোগের নিদান অর্থাৎ কারণ জানিতে পারেন, কিন্তু যিনি চিকিৎসাবিদ্যায় অনভিজ্ঞ তিনি জানিতে পারেন না । কারণ এই যে, যিনি চিকিৎসক, তিনি চিকিৎসাসাশ্ত্র পাঠ করিয়াছেন, অপর ব্যক্তি তাহা করেন নাই । কিন্তু স্বরাদি রোগ হইলে চিকিৎসানভিজ্ঞ ব্যক্তিও জানিতে পারে যে, কোন কুপথ্য সেবন করায় তাঁহার রোগ হইয়াছে । সেইরূপ জগতে বিচিত্র সুখ-দুঃখ প্রভৃতি কম বেশী দেখিয়া পূর্বজন্মের বিষয় অনুমান করিতে পার না কেন ? পূর্বজন্ম না মানিলে, পরমেশ্বর পক্ষপাতী হইয়া পড়েন । কারণ, তিনি পাপ ব্যতীত দারিদ্র্য প্রভৃতি দুঃখ এবং পূর্ব সঞ্চিত পুণ্য ব্যতীত রাজ্য, ধনাঢ্যতা এবং সুবুদ্ধি প্রদান করিবেন কেন ? কিন্তু পূর্বজন্মের পাপ-পুণ্য অনুসারে দুঃখ ও সুখ প্রদান করেন বলিয়া পরমেশ্বর যথার্থ শ্রায়কারী । (প্রশ্ন)—একমাত্র জন্ম হইলেও পরমেশ্বর শ্রায়কারী হইতে পারেন । কারণ, রাজা সর্বোপরি বর্ত্তমান, তিনি যাহা করেন, তাহাই শ্রায় । উদ্যানপালক নিজ উদ্যানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা বৃক্ষ রোপণ করে, তন্মধ্যে সে কোন বৃক্ষকে কর্ত্তন করে, কোন বৃক্ষকে উন্মূলিত করে, কোন বৃক্ষকে রক্ষা ও বর্দ্ধিত করে । সেইরূপ যাহার যে বস্তু, তিনি তাহা ইচ্ছানুসারে রাখিতে পারেন । তাঁহার উপর অণ্ড শ্রায়কারী নাই যিনি তাঁহাকে দণ্ড দিতে পারেন । তিনি কাহাকেও ভয় করেন না । (উত্তর)—পরমাত্মা শ্রায় করিতে ইচ্ছা করেন এবং তিনি কখনও অশ্রায় করেন না । এইজন্য তিনি পূজনীয় ও মহান । শ্রায়বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না । যেমন উদ্যানপালক নির্বিচারে রাস্তায় অথবা অস্থানে বৃক্ষ

রোপণ করিলে, কর্তনযোগ্য বৃক্ষকে কর্তন না করিলে, অযোগ্য বৃক্ষকে বর্জিত করিলে এবং যোগ্য বৃক্ষকে বর্জিত না করিলে দোষভাজন হয়, সেইরূপ বিনা কারণে কার্য্য করিলে ঈশ্বরেও দোষ ঘটে। পরমেশ্বর স্বভাবতঃ পবিত্র এবং শ্রায়কারী। এইজন্ত তিনি শ্রায়সঙ্গত কার্য্যই করিয়া থাকেন। উন্নত্তের শ্রায় কার্য্য করিলে তিনি পৃথিবীস্থ একজন উচ্চস্থানীয় শ্রায়াধীশ অপেক্ষাও হীন হইবেন ও কুখ্যাত হইবেন। এ জগতে যোগ্যতা ও উত্তম কর্ম্ম ব্যতীত সম্মান দিলে এবং দুষ্কর্ম্ম ব্যতীত দণ্ডদান করিলে কি তাহার নিন্দা ও অকীর্ত্তি হয় না? সুতরাং ঈশ্বর অশ্রায় করেন না এবং এই কারণে কাহাকেও ভয়ও করেন না।

(প্রশ্ন)—পরমাত্মা প্রথম হইতেই যাহাকে যে পরিমাণ দেওয়া স্থির করেন তাহাকে সেই পরিমাণই দেন, এবং যাহার জন্ত যাহা করা উচিত বিবেচনা করেন, তাহার জন্ত তাহাই করেন। (উত্তর)—এবিষয়ে জীবদিগের কর্ম্মানুসারেই বিচার হইয়া থাকে, অন্যথা নহে। অন্যথা হইলে তিনি অপরাধী অথবা অশ্রায়কারী হইয়া পড়েন। (প্রশ্ন)—ছোট বড় সকলের দুঃখ একই প্রকার। বড় লোকের বড় চিন্তা, ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র চিন্তা। উদাহরণস্বরূপ, কোন ধনীর লক্ষ টাকার জন্ত রাজদ্বারে বিচার উপস্থিত হইলে, তিনি গ্রীষ্মকালে পান্ধী করিয়া বাটী হইতে বিচারালয়ে গমন করেন। তাঁহাকে বাজারের মধ্য দিয়া যাইতে দেখিয়া অজ্ঞ লোকেরা বলিতে থাকে, “পাপ-পুণ্যের ফল দেখ! একজন পান্ধীর মধ্যে আনন্দে বসিয়াছে, অস্ত্রেরা নগ্নপদে আপাদমস্তক ঘর্মান্ত হইয়া পান্ধী বহন করিতেছে”। কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমান তাহারা বুঝিতে পারে যে, আদালত যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই ধনীর মনস্তাপ ও সন্দেহ এবং বাহকদিগের আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া ধনাঢ্য ব্যক্তি এখানে সেখানে যাইবার কথা ভাবিতে থাকেন। একবার মনে করেন, উকীলের নিকট যাই, আবার ভাবেন সেরেস্তাদারের নিকট যাই। আজ জয় কি পরাজয় হইবে জানি না। অজ্ঞদিকে বাহকেরা ভামাক খাইতে খাইতে পরস্পর কথোপকথন করে এবং পরে আনন্দে নিজা যায়। যদি ধনাঢ্য ব্যক্তি জয়লাভ করেন, তবে তাঁহার কিঞ্চিৎ আনন্দ হয়, কিন্তু পরাজয় হইলে তিনি দুঃখসাগরে নিমগ্ন হন। বাহকেরা কিন্তু যেমন তেমনই থাকে। এইরূপে রাজা সুন্দর ও সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেও শীত্র নিজা আসে না কিন্তু ভ্রমজীবীগণ কঙ্কর-প্রস্তুত-মুক্তিকায় এবং উচ্চ-নীচ ভূমিতেও শয়ন করিয়া শীত্রই ঘুমাইয়া পড়ে। এইরূপ সর্ব্বত্র

বুঝিতে হইবে। (উত্তর)—অজ্ঞ লোকেরা এইরূপ মনে করিয়া থাকে। যদি কোন ধনীকে বলা যায়, “তুমি বাহকের কার্য্য কর”, এবং বাহককে বলা হয়, “তুমি ধনাঢ্য হও”, তাহা হইলে ধনী কখনও বাহক হইতে ইচ্ছা করে না কিন্তু বাহকেরা ধনী হইতে ইচ্ছা করে। সুখদুঃখ সমান হইলে কেহ নিজ নিজ অবস্থা হইতে উন্নত বা অবনত হইতে ইচ্ছা করিত না। দেখ! একজন বিদ্বান, পুণ্যাত্মা ও ঐশ্বর্য্যশালী রাজার রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, অপর একজন মহাদরিজ ঘাসকর্ত্তকের স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। একজন গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া আজীবন সকল প্রকার সুখ, অপর একজন সকল প্রকার দুঃখ ভোগ করে। একজন ভূমিষ্ট হইবার পর সুন্দর, সুগন্ধযুক্ত জলাদিতে স্নান করে, বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার নাড়ীচ্ছেদন করা হয়, পরে তাহাকে দুগ্ধপানাদি করান হয়। সে দুগ্ধপান করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে মিশ্রি মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ যথেষ্ট দেওয়া হয়। তাহাকে আনন্দিত রাখিবার জন্য ভৃত্য, খেলনা ও বাহন রাখা হয়। সে উত্তম স্থানে লালিত পালিত হওয়াতে আনন্দে খেলা করে। অপর একজনের জঙ্গলে জন্ম হয় বলিয়া সে স্নানের জন্ত জলও প্রাপ্ত হয় না। দুগ্ধপান করিতে ইচ্ছা করিলে দুগ্ধদানের পরিবর্ত্তে তাহাকে কীল চড় মারা হয়। তখন সে অত্যন্ত আর্তস্বরে রোদন করিতে থাকে। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসাও করে না।

পাপ-পুণ্য ব্যতীত জীবের সুখদুঃখ হইলে পরমেশ্বরে দোষ ঘটে। আবার কৃতকর্ম্ম ব্যতীত সুখ-দুঃখপ্রাপ্তি হইলে স্বর্গ-নরকও থাকা উচিত নহে। পরমেশ্বর যদি কর্ম্মব্যতীত এখন সুখ-দুঃখ দিয়া থাকেন, তবে মৃত্যুর পরেও যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে নরকে বা স্বর্গে প্রেরণ করিবেন। তাহা হইলে সকল জীব অধার্ম্মিক হইবে। তাহারা ধর্ম্ম করিবে কেন? কারণ ধর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহাদের সন্দেহ হইবে। সমস্তই পরমেশ্বরের অধীন, তাহার বেক্রপ ইচ্ছা সেইরূপ করিবেন। ফলে পাপকর্ম্মে ভয় থাকিবে না এবং সংসারে পাপবুদ্ধি ও ধর্ম্মক্ষয় হইতে থাকিবে। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের পাপ-পুণ্যানুসারে বর্ত্তমান জন্ম এবং বর্ত্তমান ও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে ভবিষ্যৎ জন্ম হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন)—মনুষ্য ও পশাদি প্রাণীর শরীরে জীব কি একই প্রকার অথবা বিভিন্ন জাতীয়? (উত্তর)—জীব একই প্রকার। কিন্তু পাপ-পুণ্যের সংযোগ অনুসারে অপবিত্র অথবা পবিত্র হইয়া থাকে। (প্রশ্ন)—মনুষ্যের জীব পশাদিতে এবং পশাদির জীব মনুষ্যের শরীরে, স্ত্রীর জীব পুরুষের শরীরে

এবং পুরুষের জীব জীবী শরীরে যাতায়াত করে কিনা ? (উত্তর)—হ্যাঁ, অবশ্য যাতায়াত করে । কারণ পাপের বুদ্ধি এবং পুণ্যের হ্রাস হইলে মনুষ্যের জীব পশ্বাদির নীচদেহ প্রাপ্ত হয় । সেইরূপ ধর্ম অধিক এবং অধর্ম অল্প হইলে দেব অর্থাৎ বিদ্বানদের শরীর লাভ হয় । পাপ-পুণ্য সমান হইলে সামান্য মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয় । তন্মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও অধম পাপপুণ্যানুসারে মনুষ্যাদির উত্তম, মধ্যম ও অধম শরীরপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । অধিক পাপের ফল পশ্বাদির শরীরে ভোগ করিবার পর, পুনরায় পাপ-পুণ্য সমান হইলে জীব মনুষ্যশরীর ধারণ করে এবং পুণ্যফল ভোগ করিবার পর পুনরায় মধ্যম মনুষ্যশরীর প্রাপ্ত হয় । জীবের শরীর হইতে বহির্গত হওয়ার নাম “মৃত্যু” এবং শরীরের সহিত সংযুক্ত হওয়ার নাম “জন্ম” ।

জীব শরীর ত্যাগ করিবার পর যমালয়ে অর্থাৎ আকাশস্থ বায়ুতে থাকে । কারণ বেদে লিখিত আছে “যমেন বায়ুনা” । সুতরাং যম বায়ুর একটি নাম, গুরুড় পুরাণের কল্পিত যম নহে । ইহার বিশেষ খণ্ডন-মণ্ডন একাদশ সমুদ্রাসে লিখিত হইবে ।

পরে ধর্মরাজ অর্থাৎ পরমেশ্বর জীবকে পাপপুণ্য অনুসারে জন্মান করেন । জীব জীবনের প্রেরণায় বায়ু, অগ্নি, জল অথবা দেহছিজ দ্বারা অপরের শরীরে প্রবেশ করে, তৎপর ক্রমশঃ বীৰ্য্যে যাইয়া গর্ভে স্থিত হয় এবং শরীর ধারণ করিয়া বহির্গত হয় । যদি জীবদেহ ধারণ করিবার উপযুক্ত কর্ম থাকে তবে জীবদেহে, এবং যদি পুরুষদেহ ধারণ করিবার উপযুক্ত কর্ম থাকে, তবে পুরুষদেহে প্রবেশ করে । গর্ভস্থিতি কালে স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গে রজো-বীৰ্য্য সমান হইলে নপুংসক হয় ।

এইরূপে জীব যতকাল উত্তম কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত বহুবিধ জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে নিপতিত থাকে ; উত্তম কর্মের ফলে মনুষ্যদিগের মধ্যে উত্তম জন্ম লাভ করে এবং মুক্তি-অবস্থায় জন্মান্তর-দুঃখ রহিত হইয়। মহাকল্প পর্য্যন্ত আনন্দে অবস্থান করে । (প্রশ্ন)—মুক্তি কি এক জন্মে লাভ হয়, অথবা অনেক জন্মে ? (উত্তর)—অনেক জন্মে । কারণ :—

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিত্তে সর্বসংশয়াঃ ।

কীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাংবরে ॥

মুণ্ডক (২ । খণ্ড ২ । মং ৮) ।

যখন জীবের হৃদয়স্থ অবিজ্ঞা ও অজ্ঞানরূপী গ্রন্থি কণ্ঠিত হয়, সকল সংশয় ছিন্ন এবং দৃষ্ট কর্মের ক্ষয় হয়, তখনই সেই জীব, যে পরমাত্মা তাহার আত্মার অন্তরে

ও বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাতে নিবাস করে। (প্রশ্ন)—মুক্তি অবস্থায় জীব কি পরমেশ্বরে মিশিয়া যায় না পৃথক্ থাকে? (উত্তর)—পৃথক্ থাকে। কারণ, মিশিয়া গেলে মুক্তিসুখ ভোগ করিবে কে? আর তাহাতে মুক্তির যাবতীয় সাধন নিষ্ফল হইয়া যাইবে। তাহা ত মুক্তি নহে, কিন্তু জীবের প্রলয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে জীব পরমেশ্বরের আচ্ছাদপালন, সংকল্পানুষ্ঠান, সংসঙ্গ ও যোগাভ্যাস করে এবং পূর্বোক্ত সমস্ত সাধন অবলম্বন করে, সেই মুক্তি লাভ করে।

সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহ্যাং পরমে ব্যোমন্ ।

সৌহৃদুতে সর্বান কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিত্তি ।

তৈত্তিরীং (আনন্দবং । অনুং ১) ॥

যে জীবাত্মা স্বীয় বুদ্ধি ও আত্মায় অবস্থিত সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে জানে, সে সেই সর্বব্যাপক ব্রহ্মে থাকিয়া “বিপশ্চিত্তং” অনন্ত বিজ্ঞায়ুক্ত ব্রহ্মের সঙ্গে সমস্ত কাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে যে আনন্দ কামনা করে, সে সে আনন্দ প্রাপ্ত হয়; ইহাকে মুক্তি বলে। (প্রশ্ন)—জীব যদি শরীর ব্যতীত সাংসারিক সুখ ভোগ করিতে না পারে তবে মুক্তি অবস্থায় শরীর ব্যতীত কিরূপে আনন্দ ভোগ করিতে পারে? (উত্তর)—পূর্বে এ বিষয়ের মীমাংসা করা হইয়াছে। আরও কিঞ্চিৎ প্রবণ কর। জীবাত্মা যেমন শরীরের আধারে পার্থিব সুখ ভোগ করে, সেইরূপ পরমেশ্বরের আধারে মুক্তির আনন্দ ভোগ করে। সেই মুক্ত জীব অনন্ত ব্যাপক ব্রহ্মে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি দর্শন করে, অল্প মুক্তাত্মাদিগের সহিত মিলিত হয় এবং সৃষ্টিবিজ্ঞানমাত্মসারে দর্শন করিতে করিতে সমস্ত লোক-লোকান্তরে অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য লোকে পরিভ্রমণ করে। তখন মুক্তাত্মা তাহার জ্ঞানাতীত বিষয় সমূহ দর্শন করে। জ্ঞান যত অধিক হইতে থাকে আনন্দও তত অধিক হইতে থাকে। মুক্ত অবস্থায় জীবাত্মা নির্মল থাকে সুতরাং পূর্ণ জ্ঞানী হইয়া সম্মিলিত সমস্ত পদার্থ স্বার্থরূপে উপলব্ধি করে। এই সুখ বিশেষই স্বর্গ। আর বিষয় তৃষ্ণায় আবদ্ধ হইয়া দুঃখবিশেষ ভোগ করার নাম নরক। সুখের নাম “স্বঃ”। “স্বঃ সুখং গচ্ছতি যস্মিন্ স স্বর্গঃ”। “অতো বিপরীতো দুঃখভোগো নরক ইতি”। সাংসারিক সুখকেই সামান্য স্বর্গ এবং পরমেশ্বরপ্রাপ্তিজনিত আনন্দকে বিশেষ স্বর্গ বলে। সকল জীব স্বভাবতঃ সুখাভিলাষী। সকলেই দুঃখ হইতে মুক্তি ইচ্ছা করে।

কিঞ্চ যতদিন পুণ্যকর্ম না করে এবং পাপ পরিত্যাগ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখমোচন হয় না। কেন না, যাহার কারণ অর্থাৎ মূল আছে, তাহা কখনও নষ্ট হয় না। যেমন :—

হিমে মূলে বৃক্ষো নশ্চতি তথা পাপে ক্ষীণে দুঃখং নশ্চতি ॥

যেমন মূল ছিন্ন হইলে বৃক্ষ নষ্ট হয়, সেইরূপ পাপ দূরীভূত হইলে দুঃখের নাশ হইয়া থাকে। দেখ! মনুষ্যজাতিতে পাপ-পুণ্যের বহুপ্রকার গতি বর্ণিত হইয়াছে। যথা :—

মানসং মনসৈবায়মুপভূঙ্তে শুভাশুভম্ ।

বাচা বাচাকৃতং কর্ম কায়েনৈব চ কায়িকম্ ॥ ১ ॥

শরীরজৈঃ কর্মদোষৈর্ধাতি স্বাবরতাং নরঃ ।

বাচিকৈঃ পক্ষিমুগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্ ॥ ২ ॥

যো যদৈবাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে ।

স তদা তদগুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্ ॥ ৩ ॥

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোহজ্ঞানং রাগদ্বेषৌ রজঃ স্মৃতম্ ।

এতদ্ ব্যাপ্তিমদেতেষাম্ সর্বভূতান্নিতং বপুঃ ॥ ৪ ॥

তত্র যৎপ্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ ।

প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ ॥ ৫ ॥

যত্ত্ব দুঃখসমায়ুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ ।

তদ্রজোহপ্রতিপং বিচাৎ সততং হারি দেহিনাম্ ॥ ৬ ॥

যত্ত্ব স্ত্রান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্ ।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥ ৭ ॥

ত্রয়াণামপি চৈতেষাং গুণানাং যঃ ফলোদয়ঃ ।

অগ্রেয়া মধ্যো জঘন্যশ্চ তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ৮ ॥

বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।

ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্ ॥ ৯ ॥

আরস্তরুচিভাঃ ধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ ।

বিষয়োপসেবা চাক্রান্তং রাজসং গুণলক্ষণম্ ॥ ১০ ॥

লোভঃ স্বপ্নো ধৃতিঃ ক্রৌর্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা ।

যাচিস্থিতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্ ॥ ১১ ॥

যৎ কৰ্ম কৃত্বা কুৰ্ব্বৎশ্চ কৰিষ্যৎশ্চৈব লজ্জতি ।

তজ্জ্ঞেয়ং বিদুৰা সৰ্বং তামসং গুণলক্ষণম্ ॥ ১২ ॥

যেনাস্মিন্ কৰ্ম্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুঙ্কলাম্ ।

ন চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ং তু রাজসম্ ॥ ১৩ ॥

যৎ সৰ্ব্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্ ।

যেন তুষ্যতি চাত্মাশ্চ তৎ সত্ত্বগুণলক্ষণম্ ॥ ১৪ ॥

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্বর্থ উচ্যতে ।

সত্ত্বশ্চ লক্ষণং ধৰ্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেবাং যথোত্তরম্ ॥ ১৫ ॥

মনু০ । অ০ ১২ ॥ (শ্লো০ ৮ । ৯ । ২৫—৩৩ । ৩৫—৩৮) ॥

অর্থাৎ মনুষ্য এইরূপে উত্তম, মধ্যম এবং অধম স্বভাব জানিয়া উত্তম স্বভাব গ্রহণ এবং মধ্যম ও অধম স্বভাব পরিত্যাগ করিবে। ইহাও নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে, জীব মন, বাণী এবং শরীর দ্বারা যে শুভ অথবা অশুভ কৰ্ম্ম করে তাহার ফল যথাক্রমে মন, বাণী ও শরীর দ্বারা ভোগ করে অর্থাৎ সুখ-দুঃখ ভোগ করে ॥ ১ ॥ মনুষ্য শরীর দ্বারা চৌর্য্য, পরস্রী গমন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদ্বিগের হত্যা প্রভৃতি কুকৰ্ম্ম করিলে বৃক্ষাদি স্বাবর জন্ম, বাণী দ্বারা পাপ করিলে পক্ষী ও মৃগাদি জন্ম এবং মন দ্বারা পাপ করিলে চাণ্ডালাদির শরীর লাভ হয় ॥ ২ ॥ যে জীবের শরীরে যে গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, সেই গুণ তাহাকে আত্মবৎ করিয়া তুলে ॥ ৩ ॥ যখন আত্মার জ্ঞান থাকে তখন সত্ত্বগুণ, যখন অজ্ঞান থাকে তখন তমঃ এবং যখন রাগ-দ্বेष থাকে তখন রজোগুণ প্রবল বলিয়া জানিতে হইবে। এই তিন প্রাকৃতিক গুণ যাবতীয় সাংসারিক পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া আছে ॥ ৪ ॥ এ বিষয়ে জানা আবশ্যক যে, যখন আত্মায় প্রসন্নতা থাকে, মন প্রসন্ন এবং প্রশান্ত অবস্থার জায় শুদ্ধ ভানযুক্ত থাকে, তখন বুদ্ধিতে হইবে যে, সত্ত্বগুণ প্রধান এবং রজঃ ও তমোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে ॥ ৫ ॥ যখন আত্মা ও মন দুঃখিত ও অপ্রসন্ন হইয়া বিষয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন বুদ্ধিতে হইবে যে, রজোগুণ প্রধান এবং সত্ত্ব ও তমোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে ॥ ৬ ॥ যখন আত্মা ও মন সাংসারিক পদার্থে বিমোহিত ও বিবেক শূন্য অবস্থায় থাকে এবং বিষয়াসক্তিরেতু

বিতর্ক ও জ্ঞানের উপযুক্ত থাকে না, তখন নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, আমাতে তমোগুণ প্রধান এবং সত্ত্ব ও রজোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে ॥ ৭ ॥ এখন আমরা এই গুণত্রয়ের উত্তম, মধ্যম এবং অধম ফল সম্বন্ধে সম্যকরূপ আলোচনা করিব ॥ ৮ ॥ বেদাভ্যাস, ধর্ম্মানুষ্ঠান, জ্ঞানোন্নতি, পবিত্রতালাভের ইচ্ছা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধর্ম্মক্রিয়া এবং আত্মচিন্তা সত্ত্বগুণের লক্ষণ ॥ ৯ ॥ যখন রজোগুণের উদয় এবং সত্ত্ব ও তমোগুণের তিরোভাব হয়, তখন কার্য্যারম্ভে রুচি, ধৈর্য্যত্যাগ, অসৎকর্ম্ম গ্রহণ এবং নিরন্তর বিষয়ভোগে প্রীতি হইয়া থাকে । তখনই বুঝিতে হইবে যে, আত্মায় রজোগুণ প্রধানভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ যখন তমোগুণের আবির্ভাব এবং অশুভ দুই গুণের তিরোভাব হয়, তখন অত্যধিক লোভ অর্থাৎ সকল পাপের মূল বৃদ্ধি পায়, অত্যধিক আলস্য় ও নিদ্রা ; ধৈর্য্যনাশ, ক্রুরতা, নাস্তিক্য অর্থাৎ বেদ ও ঈশ্বরে অশ্রদ্ধা ; অস্তুঃকরণের বিভিন্ন বৃত্তি ও একাগ্রতার অভাব এবং দুর্দ্দ ব্রাসনে বিশেষ আসক্তি হয়, তখন বিদ্বানেরা তাহা তমোগুণের লক্ষণ বলিয়া জানিবেন ॥ ১১ ॥ যখন কোন কর্ম্ম করিতে, কোন কর্ম্ম করিয়া এবং করিবার ইচ্ছা হইলে নিজ আত্মা লজ্জা, শোক ও ভয় অনুভব করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, আত্মায় তমোগুণের প্রাবল্য হইয়াছে ॥ ১২ ॥ যখন জীবাত্মা কর্ম্মদ্বারা ইহলোকে বিপুল যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা করে এবং দারিদ্র্য্য সঙ্কেত চারণ এবং ভাট প্রভৃতিকে দান দিতে বিরত হয় না, তখন বুঝিতে হইবে যে, আত্মায় রজোগুণ প্রবল হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ যখন মানবাত্মা সর্বব্রত জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করে, গুণ গ্রহণ করিতে থাকে, সৎকর্ম্মে লজ্জা অনুভব করে না এবং সৎকর্ম্মে প্রসন্ন হয় অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণে রুচি থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে, আত্মায় সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ তমোগুণের লক্ষণ কাম, রজোগুণের লক্ষণ অর্থসংগ্রহের ইচ্ছা এবং সত্ত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম্মের সেবা । তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণ এবং রজোগুণ অপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫ ॥

এক্ষণে জীব যে যে গুণ দ্বারা যে যে গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে :—

দেবত্বং সাত্ত্বিকা যাস্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজস্যাঃ ।

তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেবা ত্রিবিধা গতিঃ ॥ ১ ॥

স্বাবরাঃ কৃমিকীটাস্চ মৎস্তাঃ সর্পাস্চ কচ্ছপাঃ ।

পশবশ্চ নৃগাশ্চৈব জঘন্য তামসী গতিঃ ॥ ২ ॥

হস্তিনাশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা শ্লেচ্ছাশ্চ গহিতাঃ ।
 সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ ॥ ৩ ॥
 চারণাশ্চ স্থপর্ণাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দান্তিকাঃ ।
 রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীষুভমা গতিঃ ॥ ৪ ॥
 বাল্লা মল্লা নট্টাশ্চৈব পুরুষাঃ শাস্ত্রবৃত্তয়ঃ ।
 দ্যুতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্তা রাক্ষসী গতিঃ ॥ ৫ ॥
 রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাজ্ঞাং চৈব পুরোহিতাঃ ।
 বাদয়ুক্রপ্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ ॥ ৬ ॥
 গন্ধৰ্ব্বা গুহ্যকা যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ যে ।
 তথৈবাম্বরসঃ সৰ্ব্বা রাজসীষুভমা গতিঃ ॥ ৭ ॥
 তাপসা যতনো বিপ্রা যে চ বৈমানিকা গণাঃ ।
 নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ ॥ ৮ ॥
 যজ্ঞান ঋষয়ো দেবা বেদা জ্যোতীর্ষি বৎসরাঃ ।
 পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতিঃ ॥ ৯ ॥
 ব্রহ্মা বিশ্বস্বজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ ॥
 উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১০ ॥
 ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন ধর্ম্মস্থাসেবনেন চ ।
 পাপাসংযাস্তি সংসারানবিদ্বাংসো নরাধমাঃ ॥ ১১ ॥

মনু० । অ० ১২ । (শ্লোঃ ৪০ । ৪২—৫০ । ৫২) ॥

সাত্ত্বিক মনুষ্য দেব অর্থাৎ বিদ্বান, রজোগুণাশ্রিত মনুষ্য মধ্যম ও তমোগুণাশ্রিত
 মনুষ্যেরা নীচগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১॥ যাহারা অভ্যস্ত তমোগুণাশ্রিত,
 তাহারা স্থাবর বৃক্ষাদি, কুমি, কীট, মৎস্ত, সর্প, কচ্ছপ, পশু এবং যুগলময়
 প্রাপ্ত হয় ॥২॥ যাহারা মধ্যম তমোগুণাশ্রিত তাহারা হস্তী, অশ্ব, শূদ্র, শ্লেচ্ছ,
 নিন্দিত কৰ্ম্মকারী, সিংহ, ব্যাঘ্র এবং বরাহ অর্থাৎ শূকরজন্ম প্রাপ্ত হয় ॥৩॥ যাহারা
 উত্তম তমোগুণাশ্রিত, তাহারা চারণ (কবিতা ও দোহা প্রভৃতি রচনা করিয়া
 মনুষ্যের গুণকীর্তনকারী), সুন্দর পক্ষী, দান্তিক পুরুষ অর্থাৎ নিজের আনন্দের
 জন্য আত্মপ্রশংসাকারী, হিংসক রাক্ষস, পিশাচ এবং অনাচারী অর্থাৎ মজাদি

পানকারী ও অশুচি হয়, এই সব উত্তম তমোগুণের ফল ॥৪॥ যাহারা জঘন্য রজোগুণাধিত, তাহারা ভল্লা অর্থাৎ ভরবারি প্রভৃতি দ্বারা আঘাতকারী, অথবা কোদাল প্রভৃতি দ্বারা খননকারী, মল্লা অর্থাৎ নৌকাদির চালক, নট অর্থাৎ বাঁশ প্রভৃতির উপর লক্ষদান, আরোহণ এবং অবরোহণ প্রভৃতি কলা প্রদর্শনকারী, শস্ত্রধারী ভূত্য এবং মত্তপানাসক্ত মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করে। ইহা অধম রজোগুণের ফল ॥৫॥ যাহারা মধ্যম রজোগুণবিশিষ্ট তাহারা রাজা, ক্ষত্রিয়বর্গস্থ রাজার পুরোহিত, বাদবিবাদকারী, দূত, প্রাড়্‌বিবাক (উকিল, ব্যারিষ্টার) এবং যুদ্ধ বিভাগের অধ্যক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে ॥৬॥ যাহারা উত্তম রজোগুণবিশিষ্ট তাহারা গন্ধর্ব্ব (গায়ক), গুহক (বাদিত্রবাদক), যক্ষ (ধনাঢ্য), বিদ্বান্দিগের সেবক এবং অঙ্গরা অর্থাৎ উত্তম রূপবতী স্ত্রী—এই সকলের জন্মপ্রাপ্ত হয় ॥৭॥ যাহারা তপস্বী, যতি, সন্ন্যাসী, বেদপাঠী, বিমানচালক, জ্যোতির্বিদ এবং দৈত্য অর্থাৎ দেহরক্ষক মনুষ্য, তাঁহাদিগকে প্রথম সত্ত্ব গুণজনিত কর্মের ফল বলিয়া জানিতে হইবে ॥৮॥ যাহারা মধ্যম সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইয়া কর্ম করেন, সেই সব জীব যজ্ঞকর্ত্তা, বেদার্থবিৎ, বিদ্বান্, বেদ-বিদ্যাৎ-কালবিদ্যাৎ, রক্ষক, জ্ঞানী এবং (সাধ্য) কার্য্যসিদ্ধির জন্য সেবনীয় অধ্যাপক জন্ম প্রাপ্ত হন ॥৯॥ যাহারা উত্তম সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইয়া উত্তম কর্ম করেন, তাহারা ব্রহ্ম অর্থাৎ সকল বেদের বেত্তা, বিশ্বশৃঙ্খ অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিক্রমবিদ্যা জানিয়া বিবিধ বিমানাদি যান-নির্মাণকারী, ধার্ম্মিক, সর্ব্বোত্তমবুদ্ধিসম্পন্ন ও অব্যক্তের জন্মলাভ করেন এবং প্রকৃতির বশিষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্ত হন ॥১০॥ যাহারা ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া বিষয়াসক্ত হয় ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মাচারী এবং মূর্থ হয়, তাহারা মনুষ্যদিগের মধ্যে নীচ ও দুঃখজনক স্থগিত জন্ম প্রাপ্ত হয় ॥১১॥

এইরূপে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের প্রভাবে জীব যেরূপ কর্ম্ম করে, তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হয়। যাহারা মুক্তিকামী তাহারা গুণাভীত অর্থাৎ সমস্ত গুণের স্বভাবে আবদ্ধ না হইয়া মহাযোগী হইয়া মুক্তিসাধন করিবেন। কারণ :—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ১ ॥ [পা০ ১।২]

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্ ॥ ২ ॥ [পা০ ১।৩]

এই সকল পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের সূত্র। মনুষ্য রজোগুণ ও তমোগুণযুক্ত কর্ম্ম হইতে মনকে নিরুদ্ধ করিবে ও শুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্ত কর্ম্ম হইতেও মনকে নিরুদ্ধ করিবে এবং শুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্ত হইবে। পরে সত্ত্বগুণকেও নিরুদ্ধ

করিয়া একাগ্র হইবে অর্থাৎ এক পরমাত্মার এবং ধর্মযুক্ত কর্মের অগ্রভাগে চিত্ত নিবদ্ধ রাখিবে অর্থাৎ সকল বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিবে ॥১॥ যখন চিত্ত একাগ্র ও নিরুদ্ধ হয়, তখন সর্বজ্ঞেয়া ঐশ্বরের স্বরূপে জীবাত্মার স্থিতি হইয়া থাকে ॥২॥ মুক্তির জ্ঞান এই সকল সাধন অবলম্বন করিবে। আর :—

অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ॥

ইহা সাংখ্যের (১।১) সূত্র। আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধীয় পীড়া, আধিতৌতিক অর্থাৎ অশ্রু প্রাণীদিগের দ্বারা দুঃখপ্রাপ্ত হওয়া এবং আধিদৈবিক অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অতিতাপ, অতিশীত, মন এবং ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় এই ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ পরম পুরুষার্থ।

অতঃপর আচার, অনাচার এবং ভক্ষ্যাহভক্ষ্য বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্রায়ানন্দসরস্বতীস্বামিনির্ম্মিতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে
বিজ্ঞাহবিজ্ঞাবন্ধমোক্ষবিষয়ে নবমঃ সমুদ্রাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ৯ ॥

অথ দশম সমুল্লাসারম্ভঃ

অথাহ্চার্য্যনাচার ভক্ষ্যাহভক্ষ্য বিষয়ান্ ব্যাখ্যান্যামঃ

একণে ধর্ম্মযুক্ত কৰ্ম্মাহুষ্ঠান, সুশীলতা, সংসংসর্গ ও সদ্ধিত্তাগ্রহণে রুচি প্রভৃতি
আচার এবং তদ্বিপরীত যাহাকে অনাচার বলে তৎসম্বন্ধে লিখিত হইতেছে :—

বিদ্বস্তিঃ সেবিতঃ সন্তির্নিত্যমদ্বৈতরাগিভিঃ ।

হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তম্ভিবোধতঃ ॥ ১ ॥

কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা ।

কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ ॥ ২ ॥

সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ ।

ত্রতানি যগধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বৈ সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩ ॥

অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্ দৃশ্যতে নেহ কহিচিৎ ।

যত্নকি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৪ ॥

বেদোহথিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্ ।

আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তৃষ্টিরেব চ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বস্ত সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা ।

ঋতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ ॥ ৬ ॥

ঋতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ ।

ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্ ॥ ৭ ॥

যোহবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাঙ্গ্যাদ্বিজঃ ।

স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥ ৮ ॥

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্ত্য চ প্রিয়মাত্মনঃ ।

এতচ্চতুর্বিধং প্রাহঃ সাক্ষাৎকর্ম্মস্ত লক্ষণম্ ॥ ৯ ॥

অর্থকামেধসক্তানাং ধর্মজ্ঞানাং বিধীয়তে ।

ধর্মং জিহ্বাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥ ১০ ॥

বৈদিকৈঃ কৰ্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্বিজ্ঞান্যাম্ ।

কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ ॥ ১১ ॥

কেশান্তঃ ষোড়শে বর্ষে ত্র্যম্বগস্য বিধীয়তে ।

রাজন্তবক্ষোর্বাংবিংশে বৈশ্যস্য দ্ব্যধিকে ততঃ ॥ ১২ ॥

মনু° । (অ° ২ । শ্লোঃ ১-৪।৬।৮।৯।১১-১৩।২৬।৩১) ॥

সর্বদা মনুষ্যের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, যাঁহারা রাগ-দ্বেষবিহীন বিদ্বান, তাঁহারা যাহা নিত্য সেবন করেন এবং হৃদয় অর্থাৎ আত্মা দ্বারা যাহা সত্য ও কর্তব্য বলিয়া জানেন, সেই ধর্মই মাননীয় ও আচরণীয় ॥১॥ কেননা এ সংসারে অত্যধিক সন্ধানতা অথবা নিকামতা প্রশস্ত নহে । কারণ কামনা দ্বারাই বৈদার্থ জ্ঞান ও বৈদোক্ত কৰ্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥২॥ যদি কেহ বলেন, “আমার কোন ইচ্ছা নাই এবং আমি নিকাম হইয়াছি বা হইব”, তবে তাহা কখনও হইতে পারে না । কারণ সকল কাম অর্থাৎ যজ্ঞ, সত্যভাষণাদি ক্রত, যম-নিয়মরূপী ধর্ম প্রভৃতি সমস্তই সফল হইতে হইয়া থাকে ॥৩॥ হস্ত, পাদ, নেত্র ও মন প্রভৃতি কামনা দ্বারাই চালিত হয় । এ সব কামনা দ্বারাই চলে । ইচ্ছা বাতীত চক্ষুর উন্নীলন-নিমীলনও হইতে পারে না ॥৪॥ এই জন্ত সম্পূর্ণ বেদ, মনুস্মৃতি, অগ্ন্যশ্ব ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র, সৎপুরুষদিগের আচার এবং নিজ আত্মার প্রীতিকর কার্য্য, অর্থাৎ বাহাতে ভয়, সংশয় ও লজ্জা উৎপন্ন না হয়, সেই কৰ্ম্মানুষ্ঠান করাই কর্তব্য । দেখ, যখনই কেহ মিথ্যা কথা বলে এবং চৌর্য্য আদি কুকৰ্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তখনই তাহার আত্মায় ভয়, সংশয় ও লজ্জা নিশ্চয় উৎপন্ন হয় । সুতরাং ঐ সকল কৰ্ম্ম করা উচিত নহে ॥৫॥ মনুষ্য উত্তমরূপে বিচার করিয়া জ্ঞাননেত্রের সাহায্যে সমগ্র শাস্ত্র, বেদ, সৎপুরুষদিগের আচার এবং নিজ আত্মার অবিরুদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করিবে । সেই ধর্ম শ্রুতি-প্রমাণ অনুসারে নিজ আত্মার অনুকূল হওয়া আবশ্যক ॥৬॥ যিনি বৈদোক্ত ও বৈদানুকূল স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি এবং পরলোকে সর্বোত্তম সুখ ভোগ করেন ॥৭॥ শ্রুতিকে বেদ এবং স্মৃতিশাস্ত্রকে ধর্মশাস্ত্র বলে । তদ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করা

আবশ্যক। যে বেদ এবং বেদানুকূল আশুগ্রন্থ সমূহের অগমান করে, তাহাকে শ্রেষ্ঠ লোকেরা সমাজচ্যুত করিবেন, কারণ বেদনিন্দককে নাস্তিক বলে ॥৮॥

সুতরাং বেদ, স্মৃতি, সংপুরুষদিগের আচার এবং নিজ আশ্রমের জ্ঞানের অনুকূল প্রিয় আচরণ—ধর্মের এই চারি লক্ষণ অর্থাৎ এই সকলের দ্বারাই ধর্ম লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ কিন্তু যিনি ধনলোভে এবং কাম অর্থাৎ বিষয়ভোগে আসক্ত না হন, তাহারই ধর্মজ্ঞান হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে বেদই পরম প্রমাণ ॥ ১০ ॥ অতএব বেদবিহিত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য নিজেদের এবং সন্তানদের কল্যাণের জন্ত নিষেকাদি সংস্কার করিবেন। এই সকল সংস্কার ইহজন্মে ও পরজন্মে পবিত্রকারী ॥ ১১ ॥ ব্রাহ্মণের ষোড়শ বর্ষে, ক্ষত্রিয়ের ষাটবৎসর বর্ষে এবং বৈশ্যের চতুর্বিংশ বর্ষে কেশান্তি কর্তব্য ও ক্ষৌরমুণ্ডন কর্তব্য হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ এই বিধির পর কেবল শিখা রাখিয়া অস্ত্রাঙ্গ কেশ অর্থাৎ শ্মশ্রু, গুস্ত্র এবং মস্তকের কেশ সর্বদা মুণ্ডন করিতে থাকিবে, অর্থাৎ আর কখনও রাখিবে না। শীতপ্রধান দেশ হইলে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবে অর্থাৎ ইচ্ছামত কেশ রাখিবে। উষ্ণপ্রধান দেশ হইলে শিখা সহিত সমস্ত কেশ ছেদন করা উচিত। কারণ মস্তকে কেশ থাকিলে উষ্ণতা অধিক হইয়া থাকে। তাহাতে বুড়ির হ্রাস হয়। শ্মশ্রু-গুস্ত্র রাখিলে পান-ভোজন উত্তমরূপে হয় না এবং তদ্ব্যতীত উচ্ছ্রিক্তও থাকিয়া যায়।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু।

সংযমে যত্নমতিষ্ঠেদু বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্ ॥ ১ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষবৃচ্ছ্যত্যাগশম্।

সম্মিয়ম্য তু তান্বেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥ ২ ॥

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবজ্রৈব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৩ ॥

বেদান্ত্যাগচ্চ যজ্ঞাচ্চ নিয়মাচ্চ তপাংসি চ।

ন বিপ্রদুষ্কৃত্যবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিং ॥ ৪ ॥

বশে কৃৎসেদ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।

সর্বান্ সংসাধয়েদর্ধানাক্ষিণ্ণং যোগতন্তুম্ ॥ ৫ ॥

শ্রদ্ধা স্পৃহা চ দৃষ্টি চ ভুক্তা ত্রাণা চ যো নরঃ ।
 ন হৃদ্যতি গায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥
 নাপৃষ্ঠঃ কশ্চিদ্ ক্রয়াম চাত্মায়েন পৃচ্ছতঃ ।
 জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ ॥ ৭ ॥
 বিত্তং বন্ধুবর্যঃ কৰ্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী ।
 এতানি মানুস্বানানি গরীয়ো যতদুত্তরম্ ॥ ৮ ॥
 অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্দ্রদঃ ।
 অজ্ঞঃ হি বালমিত্যাহঃ পিতেত্যেব তু মন্দ্রদম্ ॥ ৯ ॥
 ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ ।
 ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোহনুচানঃ স নো মহান্ ॥ ১০ ॥
 বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণাস্তু বীৰ্য্যতঃ ।
 বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রানামেব জন্মতঃ ॥ ১১ ॥
 ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্তু পলিতং শিরঃ ।
 যো বৈ যুবাণ্যধীযানস্তং দেবাঃ স্ববিরং বিদুঃ ॥ ১২ ॥
 যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ ।
 যশ্চ বিপ্রোহনধীযানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি ॥ ১৩ ॥
 অহিংসর্যেব ভূতানাং কার্য্যং ত্রোয়োহনুশাসনম্ ।
 বাক্ চৈব মধুরা ললিতা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা ॥ ১৪ ॥
 মনুং । অং ২ । (শ্লোং ৮৮ । ৯৩ । ৯৪ । ৯৭ । ১০০ । ৯৮ ।
 ১১০ । ১৩৬ । ১৫৩-১৫৭ । ১৫৯) ॥

যে সকল ইন্দ্রিয় চিত্তহরণকারী বিষয় সমূহে মনকে আবৃত্ত করে, সেই সকলকে
 নিরোধ করিতে চেষ্টা করা মনুষ্যের মুখ্য কর্তব্য । যেমন সারথী অশ্বকে সংযত
 করিয়া শুদ্ধ-মার্গে চালিত করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত করিয়া অধর্ম্মমার্গ
 হইতে নিবৃত্ত এবং সর্বদা ধর্ম্মমার্গে চালিত করিবে ॥ ১ ॥ কারণ, ইন্দ্রিয়
 সমূহকে বিষয়াসক্তি ও অধর্মে চালিত করিলে, মনুষ্যের নিশ্চয়ই দোষ ঘটে, কিন্তু
 এই সকলকে জয় করিয়া ধর্ম্মপথে চালিত করিলে, অতীষ্টসিদ্ধি হয় ॥ ২ ॥ ইহা
 নিশ্চিত যে, যেমন অগ্নিতে ইন্ধন ও ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নি বৃদ্ধি পাইতে
 থাকে, সেইরূপ উপভোগ দ্বারা বিষয় বাসনার উপশম কখনও হয় না বরং উহা

কেবল বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইজন্ত মনুষ্যের কখনও বিষয়াসক্ত হওয়া উচিত নহে ॥ ৩ ॥ যিনি জিতেন্দ্রিয় নহেন, তাঁহাকে বিপ্রদুষ্ট বলে। তাঁহার কার্যদ্বারা বেদজ্ঞান, ত্যাগ, যজ্ঞ, নিয়ম এবং ধর্ম্যাচরণ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু যিনি জিতেন্দ্রিয় ও ধার্মিক তাঁহারই এ-সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ অতএব পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং একাদশ মনকে নিজের বশীভূত করিয়া যুক্ত আহার-বিহার ও যোগ দ্বারা শরীর রক্ষা করিয়া সর্বার্থ সিদ্ধ করিবে ॥ ৫ ॥ যিনি স্তুতি শ্রবণে হর্ষ এবং নিন্দা শ্রবণে দুঃখ প্রকাশ করেন না ; যিনি প্রীতিকর স্পর্শে সুখ এবং অপ্ৰীতিকর স্পর্শে দুঃখ অনুভব করেন না ; যিনি সুন্দর রূপ দেখিয়া প্রসন্ন এবং কুরূপ দেখিয়া অপ্রসন্ন হন না ; যিনি উত্তম ভোজনে আনন্দিত ও নিকৃষ্ট ভোজনে দুঃখিত হন না এবং যিনি সুগন্ধে রুচি ও দুর্গন্ধে অরুচি প্রকাশ করেন না তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলে ॥ ৬ ॥ জিজ্ঞাসিত না হইয়া অথবা কপটভাবে জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর দিবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে জড়ের স্থায় থাকিবে। অবশ্য অকপট জিজ্ঞাসকে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও উপদেশ প্রদান করিবে ॥ ৭ ॥ প্রথম ধন, দ্বিতীয় বন্ধু, কুটুম্ব ও কুল, তৃতীয় বয়ঃক্রম, চতুর্থ উত্তম কর্ম এবং পঞ্চম শ্রেষ্ঠ বিদ্যা—এই পাঁচটি সম্মানাস্পদ। কিন্তু ধন অপেক্ষা বন্ধু, বন্ধু অপেক্ষা বয়ঃক্রম, বয়ঃক্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং কর্ম অপেক্ষা পবিত্র বিদ্যা, উত্তরোত্তর অধিক সম্মানাস্পদ ॥ ৮ ॥ শত বৎসর বয়স হইলেও বিদ্যা ও বিজ্ঞানবিহীন ব্যক্তি বালক এবং বিদ্যা ও বিজ্ঞানদাতা বালক হইলেও বৃদ্ধের স্থায় মাননীয়। কারণ সকল শাস্ত্র এবং আপ্ত বিদ্বানেরা অজ্ঞানীকে বালক ও জ্ঞানীকে পিতা বলিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥ অধিক বয়ঃক্রম এবং কেশ শ্বেত হইলেই এবং বহু ঐশ্বর্য ও আত্মীয়-স্বজন থাকিলেই কেহ বৃদ্ধ হয় না। কিন্তু ঋষি-মহাত্মাদিগের সিদ্ধাস্ত এই যে, যিনি আমাদের মধ্যে বিদ্যায় এবং বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ তিনিই বৃদ্ধ ॥ ১০ ॥ ব্রাহ্মণ জ্ঞানে, ক্ষত্রিয় বলে, বৈশ্য ধন-দায়ে এবং শূদ্র জন্মে অর্থাৎ অধিক আয় দ্বারা বৃদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ মস্তকের বেশ শ্বেত হইলেই কেহ বৃদ্ধ হয় না। কিন্তু কৃতবিদ্য যুবককে জ্ঞানিগণ মহান বলিয়া জানেন ॥ ১২ ॥ বিদ্যাহীন ব্যক্তি কাষ্ঠ নির্মিত হস্তী ও চর্ম নির্মিত যুগের স্থায়। তাদৃশ মনুষ্যকে জগতে নাম মাত্র মনুষ্য বলা হয় ॥ ১৩ ॥ অতএব বিদ্যাধ্যয়ন দ্বারা বিদ্বান্ ও ধর্মাত্মা হইয়া নির্বৈরভাবে সকল প্রাণীর কল্যাণার্থ উপদেশ প্রদান করিবে। উপদেশ কালে কোমল ও মধুর বাক্য বলিবে। বাঁহারা সত্যোপদেশ দ্বারা ধর্মের বুদ্ধি ও অধর্মের নাশ করেন সেই সব ব্যক্তিই ধন্য ॥ ১৪ ॥

নিত্য স্নান করিবে। বস্ত্র, অন্ন, পানীয় ও বাসস্থান সমস্ত পবিত্র রাখিবে। কারণ এ-সকল পবিত্র থাকিলে চিত্তশুদ্ধি ও আরোগ্যলাভ হয় ও তদ্বারা পুরুষকার বৃদ্ধি পায়। ময়লা ও দুর্গন্ধ দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত পরিষ্কার করিবে।

আচারঃ প্রথমো ধর্ম্যঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্তি এব চ ॥ মনু० অ० (১।১০৮) ॥

সত্যভাষণাদি আচরণকেই বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত আচার বলে।

মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরম্ । যজুঃ অ० ১৬ । ম० ১৫ ॥

আচার্য্যো উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে ।

(অথর্ব্ব० কা० ১১ । ব० ১৫) ॥

মাতৃদেবো ভব । পিতৃদেবো ভব । আচার্য্যদেবো ভব ।

অতিথিদেবো ভব ॥ (তৈত্তিরীয়ারণ্যকে । প্র० ৭ । অনু० ১১) ॥

মাতা-পিতা, আচার্য্য এবং অতিথির সেবা করাকে দেবপূজা বলে। জগতের হিতকর কর্ম্ম করা এবং অনিষ্টকর কার্য্য পরিত্যাগ করাই মনুজ্ঞের প্রধান কর্ত্তব্য। নাস্তিক, লম্পট, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, কপট এবং প্রভারক প্রভৃতি অসৎ লোকের সংসর্গ কখনও করিবে না। সর্ব্বদা আশু, সত্যবাদী, ধর্ম্মাত্মা এবং পরোপকার প্রিয় ব্যক্তিদিগের সংসর্গ করাই শ্রেষ্ঠাচার।

(প্রশ্ন)—আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে বিভিন্ন দেশে গমন করিলে আর্য্যাবর্ত্তবাসীদিগের আচার নষ্ট হয় কি না ? (উত্তর)—মিথ্যা কথা। কারণ যে কোন স্থানে অস্তুর-বাহির পবিত্র করা ও সত্যভাষণাদি আচরণ করা হউক না কেন, তদ্বারা কেহ কখনও ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় না কিন্তু কেহ আর্য্যাবর্ত্তে থাকিয়াও দুরাচারী হইলে তাহাকে ধর্ম্ম ও আচার ভ্রষ্ট বলা হয়। যদি ভিন্ন দেশে গমন করিলে আচার নষ্ট হইত, তাহা হইলে এইরূপ লিখিত হইত না :—

মেরোইরেশ্চ দ্বৈ বর্ষে বর্ষং হৈমবতং ততঃ ।

ক্রমেণৈব ব্যতিক্রম্য ভারতং বর্ষমাসদং ॥

স দেশান্ বিবিধান্ পশ্যাংস্টীনহুণনিষেবিতান্ ॥ (অ० ৩২৭) ॥

এই শ্লোকগুলি মহাভারতের শান্তিপর্বে মোক্ষধর্ম্ম বিষয়ে ব্যাস-শুক্র সংবাদে লিখিত আছে। এক সময়ে ব্যাসদেব তাঁহার পুত্র শুক্র এবং শিষ্ণুর

সহিত পাতালে অর্থাৎ আধুনিক আমেরিকায় বাস করিতেছিলেন। শুকাচার্য্য পিতাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আত্মবিজ্ঞা কি এই পর্য্যন্ত অথবা আরও অধিক? ব্যাসদেব জানিয়াও উত্তর দিলেন না। কারণ, তিনি পূর্বে এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। অপরকে সাক্ষী করিবার জন্ত তিনি পুত্র শুকদেবকে বলিলেন, “হে পুত্র! তুমি মিথিলা নগরীতে যাইয়া জনক রাজাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও। তিনি ইহার সমুচিত উত্তর দিবেন”। পিতার বাক্য শুনিয়া শুকাচার্য্য পাতাল হইতে মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পূর্বে মেরু অর্থাৎ হিমালয়ের ঈশান, উত্তর ও বায়ব্য কোণে অবস্থিত দেশের নাম হরিবর্ষ ছিল। বানরকে হরি বলে। ঐ দেশের অধিবাসিগণ বানরের স্থায় এখনও রক্তমুখ ও পিঙ্গলনেত্র। বর্ত্তমান সময়ে যে দেশের নাম “ইউরোপ”, সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম হরিবর্ষ। তিনি সেই দেশ, “হুণ” ও “ইহুদী” দেশও পরিদর্শন করিয়া চীনে আগমন করিলেন। অনন্তর চীন হইতে হিমালয়ে এবং হিমালয় হইতে মিথিলা পুরীতে আগমন করিলেন।

ক্রীষ্ণ ও অর্জুন পাতালে অশ্বতরী অর্থাৎ অগ্নিযানে বা বাম্পীর পোতে আরোহণপূর্ব্বক পাতালে যাইয়া উদ্দালক ঋষিকে লইয়া মহারাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে উপস্থিতি করিয়াছিলেন। গান্ধার অর্থাৎ কান্দাহারের রাজকন্যার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হইয়াছিল। পাণ্ডুর স্ত্রী মাত্রী ইরাণের রাজকন্যা ছিলেন। পাতাল অর্থাৎ আমেরিকার রাজকন্যা উলোপীর সহিত অর্জুনের বিবাহ হইয়াছিল। দেশ-দেশান্তর ও দ্বীপ-দ্বীপান্তরে যাতায়াত না থাকিলে এ সকল ঘটনা কিরূপে সম্ভব হইত? মনুষ্যুতিতে সমুদ্রগামী জলযানের উপর যে কর-আদায়ের উল্লেখ আছে, তাহাও আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দ্বীপান্তরে যাইবার জন্ত সম্ভব ছিল। আর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে সমস্ত পৃথিবীর রাজস্ববর্গকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্ত ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব চতুর্দিকে গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে দোষ মনে করিলে তাঁহারা কখনও যাইতেন না। পূর্বে আর্য্যাবর্ত্ত-বাসিগণ ব্যবসায় রাজকার্য্য এবং ভ্রমণ উপলক্ষে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেন। আজকাল যে স্পর্শদোষ ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা উৎপন্ন হইয়াছে, মূর্খদিগের ভ্রম এবং অজ্ঞানবুদ্ধিই তাহার মূল। বাঁহারা দেশ-দেশান্তর ও দ্বীপ-দ্বীপান্তরে গমন করিতে শঙ্কা করেন না, তাঁহারা নানা দেশে নানা জনসংসর্গে আসিয়া ও নানাবিধ রীতি-নীতি দেখিয়া স্বরাজ্যোন্নতি ও বাণিজ্য-বিস্তার করেন এবং নির্ভীক শৌর্য্যবীর্য়শালী হইয়া উত্তম রীতি-নীতি-গ্রহণ ও দুর্নীতিবর্জ্জনে তৎপর হইয়া

ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠেন। যাহারা ভ্রষ্টাচারিণী স্নেচ্ছকুলোৎপন্ন বেষ্টাদি সমাগমেও আচার ও ধর্মভ্রষ্ট হয় না, তাহারা ই দেশ-দেশান্তরে সৎপুরুষের সংসর্গে স্পর্শদোষ ঘটে বলিয়া মনে করে। ইহা কেবল মূর্খতা নহে ত কি? অবশ্য এতটা কারণ ত আছে যে, যাহারা মাংস ভক্ষণ এবং মত্তপান করে তাহাদের শরীর এবং বীৰ্য্যাদি ধাতুও তুর্গন্ধাদি দোষে দূষিত হয়। এইজন্য তাহাদের সংসর্গ করিলে আর্ধ্যদিগের মধ্যেও এই সমস্ত দোষ ঘটিতে পারে, ইহা যথার্থ বটে। কিন্তু যখন তাহাদের সহিত মেলা-মেশায় ও তাহাদের গুণগ্রহণে কোন দোষ অথবা পাপ হয় না, তখন তাহাদের মত্তপানাদি দোষ বর্জনপূর্বক তাহাদের গুণগ্রহণ করিতে কোন ক্ষতি নাই। মুর্খেরা তাহাদিগকে স্পর্শ এবং দর্শন করাও পাপ মনে করে। তজ্জন্ম ইহারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেও পারে না কারণ, যুদ্ধ করিতে হইলে দেখা এবং স্পর্শ করা আবশ্যক হয়। রাগ-দ্বेष, অহ্মায় এবং মিথ্যাভাবণাদি দোষ বর্জন করিয়া নির্বৈর্য্যতা, প্রীতি, পরোপকার এবং সৌজন্য প্রভৃতি অবলম্বন করাই সজ্জনদিগের পক্ষে সদাচার। ইহাও জানা আবশ্যক যে, ধর্ম আমাদের আত্মা ও কর্তব্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। যদি আমরা উত্তম কর্ম করি, তবে আমাদের দেশ-দেশান্তর এবং দ্বীপ-দ্বীপান্তর গমনে কোনও দোষ হইতে পারে না। দোষ কেবল পাপকর্মেই ঘটিয়া থাকে। অবশ্য-বেদোক্ত ধর্মের প্রতিপাদন এবং অসত্য মতের খণ্ডন অবশ্যই শিক্ষা করিতে হইবে, যেন কেহ আমাদের মধ্য প্রতীতি জন্মাইতে না পারে। দেশ-দেশান্তর ও দ্বীপ-দ্বীপান্তরে রাজত্ব অথবা বাণিজ্য ব্যতীত কখনও কি স্বদেশের উন্নতি হইতে পারে? যদি কোন দেশের অধিবাসিগণ কেবল স্বদেশেই বাণিজ্য করে এবং বিদেশীয়গণ তাহাদের দেশে আসিয়া বাণিজ্য ও রাজত্ব করে, তবে সে দেশে দারিদ্র্য ও দুঃখ ব্যতীত অণু কিছুই হইতে পারে না। ভণ্ড ও ধূর্তগণ জানে যে, জনসাধারণকে বিজ্ঞাশিক্ষা ও দেশ-দেশান্তর-গমনের অনুমতি দেওয়া হইলে তাহারা বুদ্ধিমান হইয়া উঠিবে এবং প্রতারণার জালে পতিত হইবে না। তাহাতে তাহাদের মর্য্যাদা ও জীবিকা নষ্ট হইবে। এইজন্য তাহারা গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে গোলযোগ বাধাইয়া থাকে, যেন কেহ বিদেশে যাইতে না পারে। অবশ্য এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত যে, কেহ যেন কখনও ভ্রমক্রমেও মত্ত-মাংস গ্রহণ না করে।

যাহারা বুদ্ধিমান তাহারা কি নিশ্চিতরূপে জানেন না যে, যুদ্ধকালে রাজ-পুরুষদিগের মধ্যে “চৌকা” (প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক পৃথক সীমাবদ্ধ ভোজন-স্থান)

রচনা করিয়া পৃথক রন্ধন ও ভোজন ব্যবস্থা অবশ্যই পরাজয়ের হেতু ? কিন্তু এক হস্তে ভোজন ও জলপান করিতে থাকা, আর অথ, হস্তী অথবা রথের উপর আরোহণ বা পদভ্রজে গমন করিয়া অশ্ব হস্তে শত্রু বিনাশ করিতে করিতে বিজয়লাভ করাই ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে সদাচার এবং পরাজিত হওয়াই অনাচার। মুঢ়তাবশতঃ এই সকল লোক “চৌকা” লাগাইয়া ও পরম্পর বিরোধ করিয়া, অপরের সহিত বিরোধ বাধাইয়া, সকল স্বাধীনতা, আনন্দ, ধন, রাজ্য, বিজ্ঞা ও পুরুষকারের উপর “চৌকা” রচনা করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া ইচ্ছা করিতেছে, “যদি কিছু আহাৰ্য্য পাই, তবে রন্ধন করিয়া ভোজন করি” কিন্তু তাহা হয় না। এইরূপে তাহারা সমস্ত আৰ্য্যাবৰ্ত্তকে “চৌকায়” পরিণত করিয়া তাহার সৰ্ব্বনাশ করিয়াছে। অবশ্য ভোজনের স্থান ধোয়া, লেপন করা, বাঁট দেওয়া ও আবর্জনা দূর করা বিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্তব্য। মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদিগের স্থায় কদর্য্য পাকশালা রাখা উচিত নহে।

(প্রশ্ন)—সথরী ও নিথরী কাহাকে বলে ? (উত্তর)—জলাদিতে অন্ন পাক করা হইলে সথরী হয়। ঘৃত ও দুগ্ধ পাক করা হইলে নিথরী অর্থাৎ চোখী হয়। ইহাও ধূর্তদিগের প্রচলিত ছলচাতুরী মাত্র। কারণ অধিক ঘৃত ও দুগ্ধ মিশ্রিত বস্তু খাইতে সুস্বাদু সুতরাং অধিকমাত্রায় স্নেহজাতীয় পদার্থ উদরে দিবার জন্ত তাহারা এই প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছে। অগ্নিতে অথবা কালক্রমে পক্ক বস্তুকে “পাকা” এবং যাহা রন্ধন করা হয় না, তাহাকে “কাঁচা” বলে। পক্ক ভোজ্য, অপক্ক অভোজ্য—এইরূপ সাধারণ নিয়ম চলে না। কারণ ছোলা প্রভৃতি কাঁচাও ভোজন করা হইয়া থাকে। (প্রশ্ন)—দ্বিজগণ স্বহস্তে পাক করিয়া খাইবেন, না শূদ্রের হস্তে পাক করাইয়া ভোজন করিবেন ? (উত্তর)—শূদ্রের হস্তে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিবেন। কারণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের নরনারী বেদাধ্যাপন, রাজ্যপালন, পশুপালন, বৃধি এবং বাণিজ্যে তৎপর থাকিবেন। শূদ্রের পাত্রে বা তাহার গৃহে পক্ক অন্ন আপৎকাল ব্যতীত ভোজন করিবে না। প্রমাণ শ্রুতঃ—

আৰ্য্যাধিষ্ঠিতা বা শূদ্রাঃ সংস্কর্তারঃ স্যুঃ ॥

আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র। (প্রপাঠক ২। পটল ২। খণ্ড ২। সূত্র ৪) ॥

ইহা আপস্তম্বের সূত্র। আৰ্য্যদিগের গৃহে শূদ্র অর্থাৎ মূর্খ জীপুরুষেরা রন্ধন প্রভৃতি সেবাকার্য্য করিবে। কিন্তু তাহার শরীর ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন থাকি আবশ্যক। আর্ধ্যদিগের গৃহে রন্ধন করিবার সময় মুখ বাঁধিয়া রন্ধন করিবে। যেন মুখ হইতে উচ্ছিষ্ট এবং নির্গত প্রশ্বাস অগ্নে না পড়ে। প্রত্যেক অষ্টম দিবসে ক্ষৌর কর্ম ও নখচ্ছেদন করাইবে। স্নান করিয়া রন্ধন করিবে। আর্ধ্যদিগকে ভোজন করাইবার পর নিজেরা ভোজন করিবে।

(প্রশ্ন)—যখন শূদ্রস্পৃষ্ট অন্নভোজনও দোষজনক তখন তাহার হস্তে পক্ক অন্ন কিরূপে ভোজন করা যাইতে পারে? (উত্তর)—ইহাও কপোল কল্পিত মিথ্যা কথা। জানিবেন যিনি গুড়, চিনি, ঘৃত, দুগ্ধ, আটা, শাক এবং ফলমূল ভোজন করিয়াছেন, তিনি জগতের সমস্ত লোকের হস্তে প্রস্তুত খাদ্য ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছেন। কারণ যখন শূদ্র, চামার, মেথর, মুসলমান এবং খৃষ্টান প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে ইক্ষু কর্তন করে, ছাড়ায় এবং পেষণ করিয়া রস নির্গত করে, তখন মল-মূত্র পরিত্যাগ করিবার পর হাত না ধুইয়াই উহা স্পর্শ ও উত্তোলন করে ও ধরে এবং ইক্ষুদণ্ড অর্ধেক চুষিয়া রস পান করিয়া বাকী অর্ধেক তন্মধ্যে নিক্ষেপ করে। রস পাক করিবার সময় ঐ রসে রুটিও সিদ্ধ করিয়া ভোজন করে। চিনি প্রস্তুত করিবার সময় পুরাতন জুতা দ্বারা উহা ঘর্ষণ করে। সেই জুতার তলায় মল-মূত্র-গোবর এবং ধূলা লাগিয়া থাকে। তাহার দ্বন্ধের মধ্যে তাহাদের গৃহের উচ্ছিষ্ট পাত্রের জল ঢালে, সেই উচ্ছিষ্ট পাত্রে ঘৃতাদি রাখে; আটা পিষিবার সময় সেইরূপ উচ্ছিষ্ট হস্তে উত্তোলন করে। তখন আটার বিন্দু বিন্দু ঘর্ষণে পড়িতে থাকে ইত্যাদি। ফল-মূল কন্দেও ঐরূপ লীলা-খেলা হইয়া থাকে। এই সকল সামগ্রী ভোজন করা হইলে, সকলের হস্তের অন্ন ভোজন করা হয়। (প্রশ্ন)—ফল-মূল কন্দ ও রস প্রভৃতি অদৃষ্ট বস্তুতে দোষ মনে করি না। (উত্তর)—বাহবা! সত্য কথা! এইরূপ উত্তর না দিলে কি ছাই ভস্ম থাইতে? গুড়, চিনি মিষ্ট লাগে, ঘৃত-দুগ্ধ পুষ্টিকর, এইজন্য স্বার্থপর লোকেরা কি না রচনা করিয়াছে! যদি অদৃষ্ট বস্তুতে দোষ না হয়, তবে কোন মেথর অথবা মুসলমান অথবা স্থানে স্বহস্তে কোন খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিলে ভোজন করিবে কি না? যদি বল “না”, তবে অদৃষ্টেও দোষ আছে। অবশ্য মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি মাংসাহারী ও মদ্যপায়ীদিগের হস্তে প্রস্তুত অন্নভোজনে আর্ধ্যদিগের মদ্যপান ও মাংসাহারের অপরাধ হইতে পারে। কিন্তু আর্ধ্যদিগের পরস্পরের মধ্যে একরূপ ভোজন হওয়া বিষয়ে কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। যতদিন পরস্পরের মধ্যে এক মত, এক লাভ-ক্ষতি এবং এক সুখ-দুঃখ বোধ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত উন্নতি হওয়া সুকঠিন।

তবে কেবল একরূপ খাদ্য ও পানীয় হইলেই সংস্কার হইতে পারেনা। যতদিন কুকর্ম্য পরিভ্যাগ ও সৎকর্ম্য গ্রহণ করা না হয়, ততদিন উন্নতির পরিবর্তে অনিষ্ট হইয়া থাকে। আর্ধ্যদিগের পরম্পরের মধ্যে অনৈক্য, মতভেদ, ব্রহ্মচর্য্য ও পঠন-পাঠনের অভাব, বাল্যকালে অশ্বয়ংবর বিবাহ, বিষয়াসক্তি, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি দোষ এবং বেদ-বিজ্ঞা প্রচারের অভাব ইত্যাদি কুকর্ম্য আর্ধ্যাবর্ত্তে বিদেশীয় রাজত্বের কারণ। যখন ভাই ভাই পরম্পরের মধ্যে কলহ বিবাদে লিপ্ত থাকে, তখনই তৃতীয় পক্ষ বিদেশী আসিয়া মধ্যস্থ হইয়া বসে। পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বে মহাত্মারতে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ? দেখ! মহাত্মারতের যুদ্ধে সকলে যুদ্ধস্থলে বাহনের উপর থাকিয়াই পান-ভোজন করিতেন। পরম্পরের মধ্যে অনৈক্যবশতঃ কুরু-পাণ্ডব এবং যাদবদিগের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এখনও সেই রোগ পিছে লাগিয়াই আছে। জানিনা এই ভীষণ রাক্ষস কখনও ছাড়িয়া যাইবে, না আর্ধ্যদিগকে সর্ব্বস্থখে বশিত করিয়া দুঃখসাগরে ডুবাইয়া মারিবে। আর্ধ্যগণ আজ পর্য্যন্তও সেই জ্ঞাতিহন্তা, স্বদেশনাশক, নীচ চুর্য্যোধনের ছুষ্ট মার্গের অনুসরণ করিয়া দুঃখবুদ্ধি করিতেছে। পরমেশ্বর কৃপা করুন, যেন আর্ধ্যদিগের এই মহাব্যাধি বিনষ্ট হয়।

ভক্ষ্যভক্ষ্য দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত, দ্বিতীয়তঃ চিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত। ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত যথা :—

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবানি চ ॥ মনু° (৫।৫) ॥

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-কত্রিয়-বৈশ্য এবং শূদ্রেরাও অপবিত্র ও মল-মুত্রাদির সংসর্গজাত শাক, ফল-মূল প্রভৃতি ভোজন করিবে না।

বর্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ । মনু° (১২।১৭৭) ॥

মদ্য, গজিকা, সিদ্ধি এবং অহিফেন প্রভৃতি বিবিধ মাদক দ্রব্য পরিভ্যাগ্য।

বুদ্ধিং লুপ্তাতি যদ্ভব্যং মদকারী তদুচ্যতে ॥

(শার্ঙ্গধর । অ° ৪।শ্লো° ২১) ॥

বুদ্ধিনাশক দ্রব্য কখনও সেবন করিবে না। পচা, বিকৃত, দূষিত, কুপক এবং মত্তমাংসাহারী স্নেহাদিগের হস্তে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিবে না। কারণ তাহাদের শরীর মত্ত মাংসের পরমাণুতে পরিপূর্ণ।

কোনও উপকারী পশুর হিংসা করিবে না। একটি গাভীর শরীর হইতে দুগ্ধ, ঘৃত, বুঘ এবং অন্ত গাভী উৎপন্ন হয়। তাহাতে একটি গাভীর দ্বারা উহার এক পুরুষে চারি লক্ষ পঁচাত্তর সহস্র ছয় শত মনুষ্য সুখভোগ করে। এমন পশুকে হত্যা করিবে না এবং কষ্ট দিবে না।

যদি কোন একটি গাভী হইতে প্রতিদিন বিশ সের এবং অন্ত একটি গাভী হইতে দুই সের দুগ্ধ পাওয়া যায়, তবে প্রত্যেকটি গাভী হইতে প্রতিদিন পাঁড়ে এগার সের দুগ্ধ হয়। কোন কোন গাভী ১৮ মাস এবং কোন কোন গাভী ছয় মাস পর্যন্ত দুগ্ধ দেয়, তাহাতে গড়ে বার মাস হয়। সুতরাং প্রত্যেক গাভীর আজীবন দুগ্ধদ্বারা ২৪৯৬০ (চব্বিশ সহস্র নয় শত ষাট) মনুষ্য একবার তৃপ্ত হইতে পারে। যদি এক একটি গাভীর ছয় ছয়টি করিয়া বৎস ও বৃন্তরী হইয়া থাকে এবং যদি প্রত্যেকটি গাভীর দুইটি করিয়া মরিয়াও যায়, তথাপি প্রত্যেক গাভীর দশটি করিয়া অবশিষ্ট থাকে। তন্মধ্যে পাঁচটি গাভীর সারাজীবনের দুগ্ধ একত্র করিলে ১২৪৮০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আট শত) মনুষ্য তৃপ্ত হইতে পারে। অবশিষ্ট পাঁচটি বুঘ সমস্ত জীবনে ন্যূনপক্ষে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মণ অন্ন উৎপন্ন করিতে পারে। যদি তাহা হইতে প্রত্যেক মনুষ্য তিন পোয়া করিয়া অন্ন ভোজন করে, তবে আড়াই লক্ষ মনুষ্যের তৃপ্তি হয়। সুতরাং দুগ্ধ এবং অন্ন একত্র করিলে ৩৭৪৮০০ (তিন লক্ষ চুয়ত্তর সহস্র আট শত) মনুষ্য তৃপ্ত হয়। উভয় সংখ্যা একত্র করিলে একটি গাভীর দ্বারা উহার এক জীবনে ৪৭৫৬০০ (চারি লক্ষ পঁচাত্তর সহস্র ছয় শত) মনুষ্য একবার পালিত হয়। যদি বংশানুবংশের বৃদ্ধি হিসাবে গণনা করা হয়, তবে অসংখ্য মনুষ্যের পালন হয়। এতদ্ব্যতীত বুঘ গাভী টানে, বাহনের কার্য এবং ভারোত্তোলন প্রভৃতি কার্য করে। তদ্বারা মনুষ্যের অনেক উপকার হয়। বিশেষতঃ গোধূদ্য অধিক উপকারী। বুঘের দ্বারা মহিষও উপকারী। কিন্তু গোধূদ্য এবং গব্য ঘৃত দ্বারা বুদ্ধিবুদ্ধি প্রদায়ক, যত লাভ হয়, মহিষের দুগ্ধে তত হয় না। এইজন্য আর্য্যগণ গাভীকে সর্বাপেক্ষা অধিক হিতকারী বলিয়া গণনা করিয়াছেন। বিধান মাত্রেয়ই এইরূপ করা উচিত।

ছাগদুগ্ধ দ্বারা ২৫৯২০ (পঁচিশ সহস্র নয় শত বিশ) মনুষ্যের পালন হয়। সেই রূপ হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, মেঘ এবং গর্দভ প্রভৃতি পশু দ্বারাও উপকার

হইয়া থাকে *। যাহারা এই সকল পশুকে হত্যা করে, তাহাদিগকে নরহতাকারী বলিয়া জানিবে।

দেখ! আৰ্য্যদিগের রাজত্বকালে এই সকল মহোপকারী গবাদি পশুকে হত্যা করা হইত না। সে সময়ে আৰ্য্যাবৰ্ত্তে এবং পৃথিবীর অগ্ৰাংশ দেশে মনুষ্যাদি সকল প্রাণী আনন্দে জীবনযাপন করিত। কারণ দুগ্ধ, ঘৃত এবং বৃষ প্রভৃতি পশুর আধিক্যবশতঃ প্রচুর অন্ন ও দুগ্ধ পাওয়া যাইত। যখন মাংসাহারী, মজুপায়ী এবং গবাদি পশুর হত্যাকারী বিদেশীয়গণ রাজ্যাধিকারী হইল, তখন হইতে আৰ্য্যদিগের ক্রমশঃ দুঃখ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কারণ :—

নষ্টে মূলে নৈব ফলং ন পুষ্পম্ ॥ (বৃদ্ধচারণক্য। অ০ ১০।১৩) ॥

যখন বৃক্ষের মূলই কণ্ঠিত হয় তখন ফল ফুল কোথা হইতে আসিবে? (প্রশ্ন)—সকলেই অহিংসক হইলে ব্যাঘ্রাদি পশু এত বৃদ্ধি পাইবে যে, তাহারা গবাদি পশুকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিবে ও পুরুষকার ব্যর্থ হইবে। (উত্তর)—অনিষ্টকারী পশু ও মনুষ্যদিগকে দণ্ডদান এবং বধ করা রাজ-পুরুষদিগের কর্তব্য। (প্রশ্ন)—তবে কি এ সকল পশুর মাংস ফেলিয়া দিবে? (উত্তর)—ইচ্ছা হয় ফেলিয়া দিবে, কুকুরাদি মাংসাহারী পশুদিগকে ভক্ষণ করাইবে জ্বালাইয়া দিবে অথবা কোন মাংসাহারীকে ভোজন করাইবে। তাহাতে সংসারের কিছুই ক্ষতি হইবে না কিন্তু সেই মাংসাহারী মনুষ্যের স্বভাব হিংস্র হইতে পারে। যে সকল ভোজ্য বস্তু হিংসা, চৌর্যা, বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং ছল-শঠতাদি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অভক্ষ্য। যাহা অহিংসা ও পুণ্যকর্মাদি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ভক্ষ্য। যে সকল বস্তু দ্বারা স্বাস্থ্যলাভ, রোগনাশ, বুদ্ধি-বল-পরাক্রম এবং আয়ুবৃদ্ধি হয়, সেই তণ্ডুল, গোধূম, কল-মূল-কন্দ, ঘৃত-দুগ্ধ-মিষ্টান্ন ইত্যাদি যথোচিত পাক ও মিশ্রিত করিয়া যথাসময়ে পরিমিত ভোজন করিবে। এই সকলকে ভক্ষ্য বলে। যে সকল পদার্থ নিজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও বিকার উৎপাদনকারী, সেই সকল সর্বদা পরিত্যাগ করিবে। যাহার পক্ষে যে বস্তু বিহিত, সে তাহাই গ্রহণ করিবে। ইহাকেও ভক্ষ্য বলে।

(প্রশ্ন)—এক সঙ্গে ভোজনে কি কোন দোষ আছে? (উত্তর)—দোষ আছে। কারণ একজনের সহিত অপর একজনের স্বভাব ও প্রকৃতির

ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা “গোকর্ণগানিধি” পুস্তিকায় করা হইয়াছে।

মিল হয় না। কুষ্ঠরোগীর সহিত ভোজনে স্নান ব্যক্তির শোণিত বিকৃত হয়। সেইরূপ অশু লোকের সহিত ভোজন করিলেও কিছু না কিছু বিকৃতি ঘটে, সংশোধন হয় না এইজন্য :—

নোচ্ছিষ্টং কশ্চিদ্দত্তামাগ্রাচ্চৈব তথাস্তুরা।

ন চৈবাত্যাশনং কুর্য্যাম্‌চোচ্ছিষ্টঃ কচিদব্রজেৎ ॥ মনু० (২। ৫৬) ॥

কাহারও নিজের উচ্ছিষ্ট দিবে না। কাহারও সহিত একপাত্রে ভোজন করিবে না। অধিক ভোজন করিবে না। ভোজনের পর মুখ হাত না ধুইয়া ইত্যন্তঃ বাতায়িত করিবে না। (প্রশ্ন)—তাহা হইলে “গুরোরুচ্ছিষ্ট-ভোজনম্”, এই বাক্যের কি অর্থ হইবে? (উত্তর)—উক্ত বাক্যের অর্থ এই যে, গুরুর ভোজনের পর পৃথক রক্ষিত শুদ্ধ অন্ন ভোজন করিবে অর্থাৎ গুরুর ভোজন করাইবার পর শিষ্যের ভোজন করা উচিত। (প্রশ্ন)—যদি উচ্ছিষ্ট মাত্রই নিষিদ্ধ হইল, তবে মধুমক্ষিকার উচ্ছিষ্ট মধু, গোবৎসের উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ, নিজের একগ্রাস ভোজনের পর নিজের যে উচ্ছিষ্ট তাহাও ভোজন করা উচিত নহে। (উত্তর)—মধু নামমাত্র উচ্ছিষ্ট। উহা অনেক ঔষধির সার হইতে গৃহীত হয়। গোবৎস উহার মাতার নিঃসৃত দুগ্ধ বাহির হইতে পান করে, ভিতরের দুগ্ধ পান করিতে পারে না সুতরাং উহা উচ্ছিষ্ট নহে। গোবৎসের দুগ্ধ পানের পর জল দ্বারা উহার মাতার শূন্য প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ পাত্রে দুগ্ধ দোহন করা উচিত। নিজের উচ্ছিষ্ট নিজের পক্ষে বিকারজনক হয় না। দেখ! ইহা স্বভাবসিদ্ধ যে, কাহারও উচ্ছিষ্ট কেহ ভোজন করিবে না। নিজের মুখ, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, উপস্থ এবং গুহেল্লিয়ার মলমূত্রাদি স্পর্শে ঘৃণা হয় না, কিন্তু অপরের মলমূত্র স্পর্শ করিতে ঘৃণা হয়। এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, এই ব্যবহার সৃষ্টিক্রমের বিপরীত নহে। অতএব মনুষ্যমাত্রই কেহ কাহারও উচ্ছিষ্ট বা ভুক্তাবশেষ ভোজন করিবে না।

(প্রশ্ন)—ভাল, স্বামী ও স্ত্রীরও কি পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করা উচিত নহে? (উত্তর)—না। কারণ তাহাদেরও শরীর বিভিন্ন প্রকৃতির। (প্রশ্ন)—বলুন মহাশয়! মনুষ্য মাত্রেরই হস্তপদ দ্রব্য ভোজনে দোষ কি? ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের শরীর অস্থি, মাংস ও চর্মনির্ম্মিত। ব্রাহ্মণের শরীরে যেরূপ শোণিত আছে, চণ্ডালাদির শরীরেও সেইরূপ শোণিত আছে। তবে মনুষ্যমাত্রেরই হস্তপদ অন্ন ভোজনে দোষ কি? (উত্তর)—দোষ আছে।

পুড়াইয়া সেই অগ্নিতে তামাক খাইলে এবং গৃহের প্রাচীরে গোময় লেপন করিলে সম্ভবতঃ মিঞাসাহেবদের রন্ধন ও ভোজনশালা অপবিত্র হইয়া যাইবে। ইহাতে সন্দেহ আছে কি” ?

(প্রশ্ন)—রন্ধনশালায় ভোজন করা উচিত, না বাহিরে ভোজন করা উচিত ?
(উত্তর)—উত্তম ও রমণীয় স্থানে ভোজন করা উচিত। কিন্তু যুদ্ধাদি স্থলে অশ্ব ও অশ্বাশ্রয় যান বাহনের উপর বসিয়া বা দাঁড়াইয়া পান-ভোজন করা কর্তব্য। (প্রশ্ন)—কেবল স্বপক অন্নই কি ভোজন করা উচিত ? অশ্বের হস্তপক অন্ন ভোজন করা কি উচিত নহে ? (উত্তর)—আর্য্যদিগের দ্বারা শুদ্ধ রীতি অনুসারে প্রস্তুত অন্ন আর্য্যদিগের সহিত ভোজন করিতে কোন দোষ নাই। কারণ ব্রাহ্মণবর্ণের ত্রীপুরুষেরা রন্ধন, লেপন এবং পাত্র মার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্যে সময় নষ্ট করিতে থাকিলে বিদ্রোহিত এবং অশ্বাশ্রয় শুভগুণের বৃদ্ধি কখনও হইতে পারে না। দেখ ! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পৃথিবীর রাজস্ববর্গ ও ঋষি-মহর্ষিগণ আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে একই রন্ধনশালা হইতে ভোজন করিয়াছিলেন। যখন খ্রীষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি মতমতান্তর প্রচলিত হইল, তখন হইতে আর্য্যদিগের পরম্পরের মধ্যে বৈরভাব ও বিরোধ হইতে লাগিল। তাহারাই মদ্যপান এবং গোমাংস প্রভৃতি ভোজন স্বীকার করিল। সেই সময় হইতে ভোজনাদিতে গোলাযোগ উপস্থিত হইল। দেখ ! আর্য্যাবর্ত্তদেশীয় নৃপতিগণ কাবুল, কান্দাহার, ইরান, আমেরিকা এবং ইউরোপ প্রভৃতি দেশের রাজকন্যা গান্ধারী, মাজী এবং উলোপী প্রভৃতিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শকুনি প্রভৃতি কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সহিত পান-ভোজন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ ছিল না। কারণ সেই সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র বেদোক্ত মত প্রচলিত ছিল এবং তাহাতেই সকলের নির্ভা ছিল। সকলেই পরম্পরের সুখ-দুঃখ ও লাভ-ক্ষতি নিজের মনে করিতেন। তখনই পৃথিবীতে সুখ ছিল। এখন অনেক ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হওয়াতে দুঃখ ও বিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার নিবারণ করা বুদ্ধিমানদিগের কর্তব্য। পরমাত্মা সকলের মনে সত্য মতের এমন অঙ্কুর রোপণ করুন, যেন মিথ্যা মত নীষ্রই বিলুপ্ত হয় এবং বিশ্বশ্রুতী বিচার পূর্বক বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দ বৃদ্ধি করিতে পারেন।

আচার-অনাচার ও ভক্ষ্যভক্ষ্য বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল। এই দশম সমুদ্রাসের সহিত এই গ্রন্থের পূর্ববর্ধ সম্পূর্ণ হইল। এ সকল সমুদ্রাসে বিশেষ

খণ্ডন-মণ্ডন লিখিত হয় নাই। কারণ এই যে, যতদিন মনুষ্য সত্যাসত্যের আলোচনার কিঞ্চিৎ সামর্থ্য অর্জন না করে, ততদিন পর্য্যন্ত সে স্থূল ও সূক্ষ্ম খণ্ডনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না। এইজন্য সকলকে সত্যাসত্য বিষয়ের উপদেশ দানের পর উত্তরার্ধে অর্থাৎ পরবর্তী চারি সমুদ্রাসে বিশেষ খণ্ডন-মণ্ডন লিখিত হইবে। এই চারি সমুদ্রাসের মধ্যে প্রথম সমুদ্রাসে আর্য্যবর্তী মত-মতান্তরের, দ্বিতীয় সমুদ্রাসে জৈন মতের, তৃতীয় সমুদ্রাসে খ্রীষ্টান মতের এবং চতুর্থ সমুদ্রাসে মুসলমান মতের খণ্ডন-মণ্ডন লিখিত হইবে। চতুর্দশ সমুদ্রাসের অন্তে স্বমতও লিখিত হইবে। বিশেষ খণ্ডন-মণ্ডন দেখিতে চাহিলে উক্ত চারি সমুদ্রাসে দ্রষ্টব্য। অবশ্য পূর্ববর্তী দশ সমুদ্রাসেও স্থলবিশেষে সাধারণভাবে যৎকিঞ্চিৎ খণ্ডন-মণ্ডন করা হইয়াছে। যিনি পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্বক জ্ঞায়দৃষ্টি সহকারে চতুর্দশ সমুদ্রাস 'পাঠ' করিবেন, তাঁহার আত্মায় সত্যার্থের প্রকাশ হইবে এবং তদ্বারা তিনি আনন্দ অমুভব করিবেন। কিন্তু যিনি হঠকারিতা, দুরাগ্রহ এবং ঈর্ষ্যা সহকারে এই গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিবেন তাঁহার পক্ষে ইহার যথার্থ অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যিনি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যথোচিত বিচার করিবেন না, তিনি ইহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া হাবুডুবু খাইবেন। সত্যাসত্যের নির্ণয় করিয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্যবর্জন পূর্বক পরমানন্দ লাভ করা বিদ্বান্দিগের কর্তব্য। সেইরূপ গুণগ্রাহী পুরুষই বিদ্বান্ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্শরূপ ফলপ্রাপ্ত হন ও আনন্দিত থাকেন।

ইতি শ্রীমদ্রায়ানন্দসরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে স্তোত্রাবিভূষিতে

আচার্য্যনাচার ভক্ত্যাভক্ত্যবিষয়ে দশমঃ সমুদ্রাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ১০ ॥

সমাপ্তোহয়ম্পূর্ব্বার্ধঃ ॥

উত্তরাধিকঃ

অনুভূমিকা (১)

ইহা প্রমাণসিদ্ধ যে, পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বে বেদ-মত ব্যতীত অন্য কোন মত ছিল না। বেদোক্ত সমস্ত বিষয় বিচার অবিরুদ্ধ। বেদের প্রভাব লুপ্ত হওয়াতে মহাভারতের যুদ্ধ ঘটে এবং ইহাতেই পৃথিবীতে অবিভাকার বিস্তৃত হয়। ফলে মনুষ্যের বুদ্ধি ভ্রম্যুক্ত হয় এবং ঘাঁহার মনে যেরূপ চিন্তার উদয় হইল, তিনি তদ্রূপ মতই প্রচলিত করিলেন। ঐ সকল মতের মধ্যে (৪) চারিটিই অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ পৌরাণিক, জৈন, খৃষ্টান এবং মুসলমান মত অন্য সমস্ত মতের মূল। এ সকল মত ক্রমান্বয়ে একটির পর একটি করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এখন এই চারি মতের শাখা এক সহস্রের কম নহে। যাহাতে এ সকল মতাবলম্বীর, তাঁহাদের শিষ্যগণের এবং অন্য সকলের পরস্পর সত্যাসত্য বিচার করিতে অধিক পরিশ্রম না হয়, এই উদ্দেশ্য লইয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যে সকল সত্যমতের মণ্ডন ও অসত্য মতের খণ্ডন করা হইয়াছে, তাহা সকলের জানা আবশ্যক মনে করিয়াছি। এ বিষয়ে আমার বিজ্ঞাবুদ্ধি অনুসারে পূর্বোক্ত চারি মতের মূলগ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা সকলের নিকট নিবেদন করা সঙ্গত মনে করিয়াছি। কারণ গুপ্ত বিজ্ঞানের পুনঃপ্রাপ্তি সহজ নহে। পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্বক এই গ্রন্থ পাঠ করিলে কোন্ মত সত্য ও কোন্ মত অসত্য, তাহা সকলেই জানিতে পারিবেন। তাহার পর স্ব স্ব উপলব্ধি অনুসারে সত্যমত গ্রহণ ও অসত্য মত বর্জন করা সকলের পক্ষে সহজ হইবে। ইহাদের মধ্যে পুরাণাদি গ্রন্থের শাখা শাখান্তর রূপ মতান্তর আখ্যাবর্ত দেশে প্রচলিত হইয়াছে। ইহাদের দোষ-গুণ সংক্ষেপে ১১শ সমুদ্রাসে প্রদর্শিত হইতেছে। যদি আমার এই কার্য্য দ্বারা কোন উপকার হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে না করেন, তবে তিনি যেন বিরোধও না করেন। কারণ

কাহারও অনিষ্ট করা, অথবা কাহারও সহিত বিরোধ করা আমার অভিপ্রেত নহে কিন্তু সত্যাসত্য নির্ণয় করা ও করান আমার উদ্দেশ্য। এইরূপ জ্ঞানদৃষ্টি সহকারে কার্য করা সকলের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। মনুষ্যজন্ম সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার ও করাইবার জন্ত, বাদবিবাদ করা ও করাইবার জন্ত নহে। এই মত-মতান্তরের বিবাদ বশতঃ জগতের যে-সকল অনিষ্ট ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ঘটবে, তাহা পক্ষপাতরহিত বিদ্বানেরা জানিতে পারেন। যতদিন মানবজাতির মধ্যে মিথ্যা মত-মতান্তরের বিরোধ দূর না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে আনন্দ থাকিবে না। যদি আমরা সকলে বিশেষতঃ বিদ্বানেরা, ঈর্ষা-দ্বेष পরিত্যাগ ও সত্যাসত্যের নির্ণয় করিয়া, সত্যগ্রহণ ও অসত্যবর্জন করিতে ও করাইতে ইচ্ছা করি, তবে তাহা আমাদের পক্ষে অসাধ্য নহে। ইহা নিশ্চিত যে, বিদ্বানদিগের বিরোধই সকলকে বিরোধ-জালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যদি তাঁহারা কেবলমাত্র স্বার্থসাধনে তৎপর না হইয়া সকলের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এখনই মতের ঐক্য হইতে পারে। ইহার উপায় এই গ্রন্থের শেষে লিখিত হইবে। সর্ববশক্তিমান পরমাত্মা সকল মনুষ্যের আত্মায় একমত হইবার উৎসাহ প্রদান করুন।

অলমতিবিস্তরেণ বিপশ্চিদ্ধরশিরোমণিষু ॥

উত্তরার্ক



অথৈকাদশসমুল্লাসারম্ভঃ

অথাহর্ষ্যাবর্তীরমতখণ্ডনমণ্ডনে বিশাস্ত্যামঃ

এখন আর্ঘ্যাবর্তদেশের অধিবাসী আর্ঘ্যদিগের মতের খণ্ডন মণ্ডন করা হইবে। পৃথিবীতে আর্ঘ্যাবর্তের স্থায় অপর কোন দেশ নাই। এইজন্য এ দেশের নাম সুবর্ণ ভূমি। কারণ এই দেশেই সুবর্ণ প্রভৃতি রত্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আর্ঘ্যগণ সৃষ্টির আদিতে এই দেশেই আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। আমরা সৃষ্টিপ্রকরণে বলিয়া আসিয়াছি যে, শ্রেষ্ঠ পুরুষের নাম আর্ঘ্য এবং আর্ঘ্যের নাম মনুষ্যের নাম দম্য। পৃথিবীর সকল দেশই এ দেশের প্রশংসা করিয়া থাকে এবং মনে করে যে, স্পর্শমণির কথা যাহা শুনা যায় তাহা মিথ্যা, কিন্তু আর্ঘ্যাবর্তই বথার্থ স্পর্শমণি। ইহার স্পর্শমাত্রই লৌহরূপ দরিদ্র বিদেশী স্বর্ণ অর্থাৎ ধনাঢ্য হইয়া উঠে।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।

স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ ॥ (মনু. ২।২০)

সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব পর্যন্ত, আর্ঘ্যদিগের সার্বভৌম চক্রবর্তী অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বোপরি একমাত্র রাজ্য ছিল। অত্যাশ্রম দেশে মাণ্ডলিক অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। কৌরব-পাণ্ডব পর্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্য ও প্রজাবর্গ এতদ্দেশীয় রাজ্য ও রাজশাসন মাণ্ড করিতেন। সৃষ্টির আদিতে রচিত মনুষ্যভিহী তাহার প্রমাণ। এই আর্ঘ্যাবর্তদেশপ্রসূত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ নিধানদিগের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, দম্য এবং মেচ্ছাদি পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য স্ব স্ব যোগ্য বিদ্যা ও চরিত্র শিক্ষা করিতেন। মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ ও মহাভারতের যুদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত রাজ্য এতদ্দেশীয় রাজ্যাবধীন ছিল। শোন! চীনের ভগবন্ত, আমেরিকার বক্রবাহন, যুরোপের বিড়ালাক্ষ অর্থাৎ মার্জারের চক্ষুর

শ্রায় চক্ষুবিশিষ্ট ইউনান বা গ্রীক নামধেয় যবন এবং ইরানের শল্য প্রভৃতি রাজশূবর্গ রাজসূর্য যজ্ঞে এবং মহাভারতের যুদ্ধে আদিষ্ট হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। রঘুবংশের রাজত্বকালে রাবণও এদেশের অধীন ছিল। রামচন্দ্রের সময়ে রাবণ বিজোহী হইলে, রামচন্দ্র তাহাকে দণ্ডদান করেন এবং তাহাকে রাজ্যচ্যুত ও বিনাশ করিয়া তাহার ভ্রাতা বিভীষণকে রাজ্যদান করেন।

স্বায়ম্ভব রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া পাণ্ডব পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের চক্রবর্তী রাজ্য ছিল। তাহার পর আর্য্যগণ পারস্পরিক বিরোধ বশতঃ যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। কারণ, পরমাত্মার সৃষ্টিতে দান্তিক, অশ্রায়কারী এবং বিজ্ঞাহীনদিগের রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। জগতে ইহা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রচুর ধন হইলে আলস্য, পুরুষকারের অভাব, ঈর্ষণ-ঘেব, বিষয়াসক্তি এবং প্রমাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহাতে দেশে বিজ্ঞা ও সুশিক্ষা নষ্ট হয় এবং ছুগুণ ও ছুটবাসন বর্দ্ধিত হয়। ফলে মত্ত-মাংসসেবন, বালা-বিবাহ এবং স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি দোষ বৃদ্ধি পায়। যখন যুদ্ধবিভাগে যুদ্ধবিজ্ঞা কৌশল এবং সৈন্যবল এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, পৃথিবীতে অপর কেহ তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না তখনই তাহাদের মধ্যে পক্ষপাত ও অভিমান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অশ্রায়ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইসকল দোষ ঘটিলে নিজেদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় অথবা অধিকতর শক্তিশালী কোন নিম্নবংশোৎপন্ন পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া সেই রাজাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। শিবাজী ও গোবিন্দ সিং মুসলমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া এইভাবে মুসলমান সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন।

অথ কিমেতৈর্ব্বা পরেহ্ষে মহাধনুর্ধরাচক্রবর্তিনঃ কেচিৎ স্ত্রুত্বান্ন ভূরিহ্ষ্মেন্দ্রহ্ষ্মান্ন কুবলয়াশ্ব যৌবনাশ্ব বহুত্বাশ্বপতি শশবিন্দু হরিশ্চন্দ্রাশ্বরীষ ননক্তু সর্ঘ্যাতি যযাত্যনরণ্যাক্সেনাদয়ঃ। অথ মরুত ভরত প্রভৃতয়ো রাজানঃ। ঐক্রেয়পনিঃ প্র০ ১। খং ৪ ॥

এই সব প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারতের যুগ পর্য্যন্ত আর্য্যকুলেই সার্বভৌম চক্রবর্তী নৃপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এখন ছুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের সন্তানগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বিদেশীয়দিগের পদাক্রান্ত হইতেছেন। এখানে যেমন স্ত্রুত্বান্ন, ভূরিহ্ষ্মান্ন, ইন্দ্রহ্ষ্মান্ন, কুবলয়াশ্ব, যৌবনাশ্ব, বহুত্বাশ্ব, অশ্বপতি, শশবিন্দু, হরিশ্চন্দ্র, অশ্বরীষ, ননক্তু, সর্ঘ্যাতি, যযাতি, অনরণ্য, অক্ষসেন, মরুত এবং ভরত সার্বভৌম অর্থাৎ সর্বদেশপ্রসিদ্ধ

চক্রবর্তী রাজাদিগের নাম লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ স্বায়ত্ত্ব প্রভৃতি চক্রবর্তী রাজাদিগের নাম মনুস্মৃতি এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। ইহা মিথ্যা মনে করা অজ্ঞান ও পক্ষপাতীর কার্য।

(প্রশ্ন)—আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি যে সকল বিচার কথা লিখিত আছে, ঐ সকল সত্য কি? সেই সময়ে কামান এবং বন্দুক ছিল কি না? (উত্তর)—এই সকল যে ছিল তাহা সত্য; কারণ এ সকল পদার্থবিজ্ঞা দ্বারা সম্ভব। (প্রশ্ন)—এসকল কি দেবতাদের মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধ হইত? (উত্তর)—না, যে সব বাক্য অস্ত্রশস্ত্রকে কার্যকরী করিত, তাহা ছিল “মন্ত্র” অর্থাৎ বিচার। ইহা দ্বারাই তাহা কার্যকরী করিত ও প্রচলন করিত। “মন্ত্র” শব্দমূলক বলিয়া তাহা দ্বারা কোন জব্য উৎপন্ন হয় না। যদি কেহ বলে যে, মন্ত্র দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি সেই মন্ত্র জপ করে তাহার হৃদয় ও জিহ্বা ভস্মীভূত হইবে। ফলে সে শত্রুকে বিনষ্ট করিতে গিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইবে। অতএব বিচারের নাম মন্ত্র। উদাহরণ স্বরূপ, রাজকাষ্যের বিচারকর্তাকে “রাজমন্ত্রী” বলা হয়। মন্ত্র অর্থাৎ বিচার দ্বারা প্রথমে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান হয়। পরে সেই জ্ঞান কার্যে প্রয়োগ করিলে, বহুবিধ পদার্থ এবং কলা-কৌশল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি লৌহের বাণ অথবা গোলা নির্মাণ করিয়া ভস্মাখ্যে এমন কোন পদার্থ রাখা হয় যে, উহার সহিত অগ্নি সংযোগ করিলে বায়ুতে ধূম বিস্তৃত হয় এবং সূর্য্যাকিরণ কিংবা বায়ু সংস্পর্শে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, তবে তাহাকে আগ্নেয়াস্ত্র কহে। তাহা নিবারণ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহার উপর বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করিবে। যেমন কেহ আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিয়া শত্রুসেনা বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ সেনাপতি নিজ সেনার রক্ষার্থ বারুণাস্ত্র দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্রের ক্রিয়া নিবারণ করিবে। বারুণাস্ত্র এইরূপ জব্যসংযোগে নির্মিত হয় যে, বায়ুস্পর্শ মাত্রই তাহার ধূম মেঘ হইয়া তৎক্ষণাৎ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে এবং অগ্নি নির্বাপিত করে। সেইরূপ নাগপাশ অস্ত্র শত্রুর উপর প্রয়োগ মাত্রই তাহার অঙ্গ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া ফেলে। সেইরূপ মোহনাস্ত্র নামে অপর একটি অস্ত্রে মাদকজব্য নিক্ষেপ করিলেই তাহার ধূম লাগিবা মাত্র সমস্ত শত্রুসেনা নিদ্রিত অথবা মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এইরূপ বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ছিল। ইহা ছাড়া তার, সীসক অথবা অশ্ব কোন পদার্থ হইতে বিজ্ঞাৎ উৎপন্ন করিয়া শত্রু বিনাশ করা হইত। তাহাকে আগ্নেয়াস্ত্র এবং পাণ্ডপত অস্ত্র বলা হইত।

“কামান” এবং “বন্দুক” অষ্টাদেশীয় ভাষার শব্দ, সংস্কৃত এবং আর্য্যাবর্তীয় ভাষার নহে। কিন্তু বিদেশীয়গণ যাহাকে “কামান” এবং “বন্দুক” বলে সংস্কৃতে এবং ভাষায় তাহাকে “শতগ্নী” ও “ভূশুভী” বলে। যাহারা সংস্কৃত বিজ্ঞা অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়া যাহা তাহা লিখেন ও বলেন। বুদ্ধিমান লোকেরা তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। যত প্রকার বিজ্ঞা পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়াছে, ঐ সমস্ত আর্য্যাবর্ত হইতে মিশরীয়গণ, মিশরীয়দিগের নিকট হইতে গ্রীকগণ, গ্রীকদের নিকট হইতে রোমকগণ, রোমকদিগের নিকট হইতে অষ্টাদেশ যুরোপীয় দেশে ও যুরোপ হইতে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

এখন পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্তে সংস্কৃতির যত প্রচার আছে, অল্প কোন দেশে তত নাই। কেহ কেহ বলে যে, জার্মানীতে সংস্কৃতির বহুল প্রচার আছে এবং মোক্ষমূলর সাহেব যত সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছেন, অল্প কেহ তত করেন নাই। ইহা কেবল কথার কথা। কারণ “যস্মিন্ দেশে ক্রমো নাস্তি তত্রৈরগোহপি ক্রমায়তে” অর্থাৎ যে দেশে কোন বৃক্ষ নাই, সে দেশে এরণ্ডকেই বৃহৎ বৃক্ষ বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। সেইরূপ যুরোপে সংস্কৃতির প্রচার না থাকিতে জার্মানগণ এবং মোক্ষমূলর সাহেব যৎসামান্য যাহা পাঠ করিয়াছেন তাহাই সে দেশের পক্ষে অধিক। কিন্তু আর্য্যাবর্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সংস্কৃতে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য নগণ্য মনে হইবে। কারণ আমি জার্মানদেশবাসী জনৈক “প্রিন্সিপালের” পত্র হইতে জানিয়াছি যে, জার্মানীতে সংস্কৃতভাষায় লিখিত পত্রের অর্থ করিতে পারেন, এমন লোকও নিতান্ত বিরল। মোক্ষমূলর সাহেবের সংস্কৃত-সাহিত্য ও কিঞ্চিৎ বেদ-ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া আমি জানিতে পারিতেছি যে, তিনি নানা স্থলে আর্য্যাবর্তীয় টীকাকারদিগের টীকা দেখিয়া যেমন ভ্রমেন করিয়া একটা কিছু লিখিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ, “যুগ্মস্তি ব্রহ্মমরুৎ চরন্তঃ পরিতপ্তবঃ। রোচস্তে রোচনা দিবি” ॥ (ঋক্ ১৬।১) ॥ তিনি এই মন্তব্য অর্থ করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য যে সূর্য্য অর্থ করিয়াছেন, তাহা ইহা অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ পরমাত্মা। ইহা মৎপ্রণীত “ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা” গ্রন্থে লিখিত। উক্ত গ্রন্থে এই মন্তব্যের অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সংস্কৃতে জার্মানদেশের ও মোক্ষমূলর সাহেবের পাণ্ডিত্য কতদূর তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা নিশ্চিত যে, পৃথিবীতে যত বিজ্ঞা ও যত মত প্রচারিত হইয়াছে, ঐ সকল আর্য্যাবর্ত দেশ হইতেই হইয়াছে। দেখ,

“জ্যাকালগট” * নামক করাসী দেশীয় জনৈক সাহেব, তৎপ্রণীত “বাইবেল-ইন-ইণ্ডিয়া” নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন যে, আৰ্য্যাবৰ্ত্ত সমস্ত বিজ্ঞা ও কল্যাণের ভাণ্ডার। সমস্ত বিজ্ঞা ও সমস্ত মত এই দেশ হইতেই বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, “হে পরমেশ্বর! পূর্বকালে আৰ্য্যাবৰ্ত্ত যেরূপ উন্নত ছিল, আমাদের দেশকেও সেইরূপ করুন”। তাঁহার লেখা উক্ত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সম্রাট দারাইকোহও নিশ্চিতরূপে জানিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় যেমন পূর্ণ বিজ্ঞা আছে, তদ্রূপ অল্প কোন ভাষায় নাই। তিনি উপনিষদের অনুবাদে লিখিতেছেন,—“আমি আরবী প্রভৃতি অনেক ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছি কিন্তু তাহাতে আমার মনের সংশয় দূর হয় নাই এবং আমি আনন্দ পাই নাই। যখন সংস্কৃত পড়িলাম ও শুনিলাম, তখন নিঃসংশয় হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম।” কাশীর মানমন্দিরে শিশুমার চক্রে দেখ। ইহার সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ না থাকিলেও, ইহা কেমন সুন্দর! ইহার দ্বারা আজ পর্য্যন্তও খগোলের অনেক বৃত্তান্ত জানা যায়। যদি “জয়পুরাধীশ সবাই” ইহার সংরক্ষণ এবং ভগ্ন অংশগুলির পুনর্নির্মাণ করেন, তবে অতি উত্তম কার্য্য হইবে। মহাভারতের যুদ্ধ এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশকে এমন আঘাত করিয়াছে যে, আজ পর্য্যন্ত এদেশ তাহার পূর্বাবস্থায় উপনীত হইতে পারে নাই। ভাই ভাইকে হত্যা করিলে যে সর্ব্বনাশ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ ॥ (বুদ্ধ চারণ্য, অং ১৬।১৭)।

ইহা কোন কবির বচন। বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী হইলে বুদ্ধি বিপরীত হইয়া থাকে। তাহাতে মনুষ্য বিপরীত কার্য্য করে। কেহ সরলভাবে বুঝাইলেও সে বিপরীত বুঝে এবং বিপরীত বুঝাইলে সরল বুঝে। বহু প্রসিদ্ধ বিদ্বান, রাজা-মহারাজা এবং ঋষি-মহর্ষিগণ মহাভারতের যুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন এবং অনেকে স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে বিজ্ঞা ও বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রচার নষ্ট হইয়া যায়। সকলে পরম্পর ঈর্ষ্যা-দ্বেষ্ট এবং দস্ত প্রকাশ করিতে থাকে। সেই সময়ে যিনি শক্তিশালী হইলেন, তিনিই দেশকে বশীভূত করিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন। এইরূপে আৰ্য্যাবর্ত্তে সর্ব্বত্র খণ্ড খণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। সে-অবস্থায় দ্বীপ-দ্বীপান্তরের রাজ্যব্যবস্থা কে করে? ব্রাহ্মণ বিজ্ঞাহীন হইলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ যে বিদ্যাহীন হইবে

* মূলে গোমুঠকার ছিল।

সে বিষয়ে বলিবার কি আছে? পদম্পরাক্রমে অর্ধসহিত বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিবার যে প্রথা ছিল, তাহাও লুপ্ত হইল। ব্রাহ্মণগণ কেবল জীবিকার্থ যাহা পাঠমাত্র করিতেন, তাহাও ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে শিক্ষা দিতেন না। গুরু বিতাহীন হইল; ছলনা, কপটতা এবং অধর্ম্যও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ ভাবিলেন যে নিজেদের জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহারা সকলে সহমত হইয়া স্থির করিলেন এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে এই বলিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন, “আমরাই ত তোমাদের পূজ্য দেব। আমাদের সেবা ব্যতীত তোমাদের স্বর্গ অথবা মুক্তিলাভ হইবে না। আমাদের সেবা না করিলে তোমরা ঘোর নরকে পতিত হইবে”। সর্বমান্য বেদ এবং ঋষি মুনিদিগের শাস্ত্রে লিখিত ছিল যে, পূর্ণবিদ্য ধার্মিকদিগের নাম ব্রাহ্মণ। কিন্তু সেই নাম মূর্থ, বিষয়াসক্ত, কপট, লম্পট এবং অধার্মিকদিগের উপর অরোপিত হইল। ভাল! আপ্ত বিদ্বান্দিগের লক্ষণ কি এ সকল মূর্খের মধ্যে কখনও ঘটিতে পারে? যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি যজ্ঞমান সংস্কৃত বিদ্বান্ সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেন, তখন তাহাদিগের নিকট যে সকল অলীক গল্প বলা হইত, সেই সকল হতভাগা তাহা বিশ্বাস করিত। তখন এই নামমাত্র ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল। তাহারা সকলকে নিজেদের বাগ্জালে জড়িত করিয়া বশীভূত করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—

ব্রাহ্মবাক্যং জনার্দনঃ ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের মুখ হইতে যে কোন বাক্য নির্গত হয়, তাহা যেন সাক্ষাৎ ভগবানের মুখনিঃসৃত। যখন জ্ঞানান্ধ অথচ ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়াদি শিষ্য জুটিতে লাগিল, তখন তথাকথিত ব্রাহ্মণগণ যেন বিষয়ানন্দের উপবন প্রাপ্ত হইল। তাহারা ইহাও ঘোষণা করিল যে, পৃথিবীর যাবতীয় উৎকৃষ্ট বস্তু সব ব্রাহ্মণের জন্ত অর্থাৎ তাহারা গুণ-কর্ম-স্বভাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া জন্মের ভিত্তিতে স্থাপন করিল। তাহারা যজ্ঞমানদিগের নিকট হইতে মৃতকের দান পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। যাহার যেমন ইচ্ছা, সে সেইরূপই করিতে লাগিল; এমন কি তাহারা বলিল, “আমরা ভূদেব, আমাদের সেবা ব্যতীত কেহ দেবলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না”। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক, “তোমরা কোন্ লোকে প্রবেশ করিবে? তোমাদের কার্য্য ত ঘোর নরকভোগের উপযুক্ত। তোমরা কৃষি, কীট, পতঙ্গাদি হইবে। তখন তাহারা অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া “আমরা যদি শাপ দিই, তবে তোমাদের

সর্বনাশ হইবে। কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে “ব্রহ্মজ্যোতী বিনশ্চতি” অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণবিদ্বেষী তাহার সর্বনাশ হইয়া থাকে। অবশ্য ইহা সত্য যাহারা পূর্ণবেদজ্ঞ, পরমাত্মার জ্ঞাতা, ধর্মাত্মা ও সমস্ত জগতের হিতকারী পুরুষদিগের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে কিন্তু যাহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে, তাহাদের ব্রাহ্মণ নাম হইতে পারে না এবং তাহারা সেবার উপযুক্ত নহে।

(প্রশ্ন)—তবে আমরা কি? (উত্তর)—তোমরা “পোপ”। (প্রশ্ন)—“পোপ” কাহাকে বলে? (উত্তর)—রোমান ভাষায় জ্যোষ্ঠ এবং পিতার নাম “পোপ” কিন্তু এখন যাহারা ছলনা ও কপটতা দ্বারা অপরকে প্রতারিত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে তাহাদিগকে “পোপ” বলে।

(প্রশ্ন)—আমরা ত ব্রাহ্মণ এবং সাধু; কারণ আমাদের পিতা ব্রাহ্মণ, মাতা ব্রাহ্মণী এবং আমরা অমুক সাধুর শিষ্য। (উত্তর)—ইহা সত্য। কিন্তু শোন ভাই! পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা ব্রাহ্মণী হইলে এবং স্বয়ং কোন সাধুর শিষ্য হইলে কেহ ব্রাহ্মণ অথবা সাধু হইতে পারে না কিন্তু যাহারা পরহিতকারী তাহারা নিজ গুণকর্মমণ্ডল দ্বারাই ব্রাহ্মণ এবং সাধু হইয়া থাকেন। শুনিয়াছি, রোমের পোপ তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেন, “তোমরা যদি তোমাদের পাপ আমার নিকট প্রকাশ কর, তবে ক্ষমা করিয়া দিব। আমার সেবা ও আমার আদেশ ব্যতীত কেহই স্বর্গে যাইতে পারে না। যদি তোমরা স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা কর, তবে আমার নিকট বত টাকা গচ্ছিত রাখিবে, তত মূল্যের সামগ্রী স্বর্গে প্রাপ্ত হইবে।” ইহা শুনিয়া যখন কোন জ্ঞানান্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তি, স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা করিয়া পোপকে প্রচুর ধন দিত, তখন তিনি বীশ ও মেরীর মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছণ্ডী লিখিয়া দিতেন :—“হে প্রভু বীশখন্ড! অমুক ব্যক্তি স্বর্গে যাইবার জন্ত তোমার নামে আমার নিকট লক্ষ মুদ্রা জমা করিয়া দিয়াছে। সে স্বর্গে উপস্থিত হইলে তুমি তোমার পিতার স্বর্গরাজ্যে পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা মূল্যের বাগান বাটী, পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা মূল্যের যান বাহন ভূত, পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রার ভোজ্য পানীয় ও বস্ত্রাদি এবং পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা আত্মীয় স্বজন ভাই বন্ধু প্রভৃতির নিমন্ত্রণের জন্ত দান করাইবে”। অনন্তর পোপ সেই ছণ্ডী-পত্রের নিম্নভাগে স্বাক্ষর করিয়া তাহার হস্তে দিয়া বলিতেন, “তোমার আত্মীয়-স্বজনদিগকে বলিয়া রাখিবে যে, যখন তোমার মৃত্যু হইবে, তখন যেন এই ছণ্ডী-পত্র

কবরের মধ্যে তোমার মস্তকের নীচে রাখা হয়। পরে যখন স্বর্গীয় দূত তোমাকে লইয়া যাইবার জন্ত উপস্থিত হইবেন, তখন তিনি সেই হস্তী-পত্র সহিত তোমাকে স্বর্গে লইয়া গিয়া লিখিত পরিমাণে সকল সামগ্রী তোমাকে প্রদান করাইবেন”। এখন দেখ! “পোপ” যেন স্বর্গের ঠিকাদারী লইয়াছিলেন। ইউরোপে যতদিন মূর্থতা ছিল, ততদিন সে দেশেও এইরূপ পোপ লীলা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন বিজ্ঞা বিস্তারের ফলে পোপের মিথ্যা লীলা বেশী চলে না, তবে নির্মূলও হয় নাই।

সেইরূপ জানা আবশ্যক যে, আর্য্যাবর্ষেও “পোপ” যেন লক্ষ লক্ষ অবতার হইয়া লীলা বিস্তার করিতেছে। রাজা-প্রজা সকলকে বিজ্ঞাশিক্ষা এবং সৎসঙ্গলাভে বাধা দেওয়া এবং দিবারাত্র তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করা ব্যতীত পোপদিগের অজ্ঞ কোন কার্য্য নাই; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহারা ছলনা কপটতা প্রভৃতি কুৎসিত ব্যবহার করে, তাহাদিগকেই “পোপ” বলে। তাহাদিগের মধ্যেও যাহারা ধার্মিক, বিদ্বান্ এবং পরোপকারী, তাহারা যথার্থই ব্রাহ্মণ এবং সাধু। এখন ছল-কপট স্বার্থপর লোকেরা যাহারা সকলকে প্রতারিত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে “পোপ” শব্দে তাহাদিগকেই বুঝিতে হইবে এবং সৎপুরুষদিগকে ব্রাহ্মণ ও সাধু নামে গ্রহণ করিতে হইবে। দেখ! সদ্ব্রাহ্মণ এবং সাধু কেহ না থাকিলে বেদাদি সত্যশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ স্বরসহিত পঠন পাঠন কে করিত এবং কেই বা জৈন, মুসলমান এবং খৃষ্টান প্রভৃতির জ্ঞান হইতে মুক্ত থাকিয়া আর্য্যদিগকে বেদাদি সত্যশাস্ত্রে অন্ধাশীল করিয়া বর্ণাশ্রমে রাখিত? ব্রাহ্মণ ও সাধু ব্যতীত ইহাতে কে সমর্থ হইত? মনু বলেন,—“বিবাদপ্যমৃতং ব্রাহ্মণম্”,—পোপলীলা দ্বারা বিভ্রান্ত না হইয়া জৈন প্রভৃতি মত হইতে নিরাপদ থাকাকে বিষ পরিত্যাগ করিয়া অমৃত গ্রহণের স্থায় গুণ মনে করিতে হইবে। যজ্ঞমানগণ বিজ্ঞাহীন হইলে ব্রাহ্মণগণ কিঞ্চিৎ পূজা-পাঠ শিক্ষা করিয়া গর্ব্বিত হইয়া উঠিল। তাহারা একমত হইয়া রাজস্ববর্গকে বলিল যে, ব্রাহ্মণ এবং সাধুগণ দণ্ডনীয় নহেন। দেখ! প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং সাধুদিগের সম্বন্ধেই “ব্রাহ্মণো ন হস্তব্যঃ” “সাধুর্নহস্তব্যঃ”—ঈদৃশ বচনগুলি পোপগণ নিজেদের সম্বন্ধে আরোপ করিল। তাহারা ঋষি-মুনিদিগের নামে মিথ্যাবচনপূর্ণ গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া তাহাদিগকে শুনাইতে লাগিল এবং প্রসিদ্ধ ঋষি-মহর্ষিদিগের নাম লইয়া নিজেদের উপর হইতে দণ্ড-ব্যবস্থা রহিত করিল। অনন্তর তাহারা যথেষ্টাচার করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ কঠোর নিয়মাবলী প্রচলিত হইল যে পোপদিগের আজ্ঞা ব্যতীত কেহ যেন শয়ন, উত্থান, উপবেশন, যাতায়াত এবং পান-ভোজনাদিও করিতে না পারে। তাহারা নৃপতিদিগের মনে এমন ধারণা বদ্ধমূল করিল যে “পোপ”সংজ্ঞক নাম মাত্র ভ্রাঙ্কণ এবং সাধুগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, তাহাদিগকে কখনও দণ্ড দেওয়া হইবে না। তাহাদিগকে দণ্ডনানের ইচ্ছাও কেহ মনে স্থান দিবে না। যখন এইরূপ মূর্থতা উপস্থিত হইল, তখন “পোপ”গণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে ও করাইতে লাগিল। মহাভারতের যুদ্ধের এক সহস্র বৎসর পূর্ব হইতেই এই বিকৃতির সূত্রপাত হইয়াছিল। কারণ, ঐ সময়ে ঋষি মুনিদিগের থাকার সঙ্গেও আলস্য, প্রমাদ এবং ঈর্ষ্যা-দ্বেষের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। সত্যোপদেশের অভাবে আর্গাবর্ষে অবিভা বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং পরম্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ আরম্ভ হইল।

উপদেশ্যোপদেশ্চ তৎসন্ধিঃ । ইতরথাক্ষপরম্পরা ॥

সাংখ্য সূ० (অ० ৩।৭৯।৮-১) ॥

অর্থাৎ সনুপদেশ্যে থাকিলে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ভাল ভাবে সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং সনুপদেশ্যে ও শ্রোতার অভাবে অক্ষপরম্পরা চলিতে থাকে। পুনরায় সৎপুরুষগণ জন্মিয়া সত্যোপদেশ দান করিলে অক্ষপরম্পরা নষ্ট হওয়ায় আলোক পরম্পরা চলিতে থাকে। পুনরায় পোপগণ তাহাদের পূজা, এমন কি তাহাদের চরণ পূজাও করাইতে আরম্ভ করিল এবং বলিল; “ইহাতেই তোমাদের কল্যাণ হইবে”। যখন জনসাধারণ এসকল মেষপালকবৎ মিথ্যা গুরু ও শিষ্যদিগের বশীভূত হইল, তখন তাহারা প্রমাদ ও বিষয়াসক্তিতে নিমগ্ন হইয়া গেল। তাহাদের বিভা-বল-বুদ্ধি-পরাক্রম এবং শৌর্য-বীৰ্য্যাদি যাবতীয় শুভগুণ নষ্ট হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা বিষয়াসক্ত হইয়া গোপনে মজ্জ-মাংস সেবন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদেরই মধ্যে বামমাগী আবির্ভূত হইয়া, “শিব উবাচ”, “পার্বতীবাচ” এবং “ভৈরব উবাচ”, ইত্যাদি লিখিয়া তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিল এবং তন্মধ্যে এই সকল বিচিত্র লীলা-খেলা সন্নিবিষ্ট করিল—

মত্তং মাংসং চ মীনং চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ ।

এতে পঞ্চ মকারাঃ স্ত্যম্মোক্ষদা হি যুগে যুগে ॥১॥ (কালীতন্ত্রাদিতে) ।

প্রযুক্তে ভৈরবীচক্রে সর্বৈ বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ।

নিরুক্তে ভৈরবীচক্রে সর্বৈ বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥২॥ (কুলার্ণব তন্ত্র) ।

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে ।

পুনরুত্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জন্ম ম বিদ্যতে ॥ ৩ ॥ (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র) ।

মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্ব্বযোনিষু ॥ ৪ ॥

বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব ।

একৈব শাস্ত্রবী মুদ্রা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥ ৫ ॥ (জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র) ॥

এই সকল গণ্ডমূৰ্ত্ত পোপের লীলা খেলা দেখ ! এই বামমার্গিগণ বেদবিরুদ্ধ মহাপাপজনক কার্য্যগুলিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিল । তাহারা মন্ত্ৰ, মাংস, মীন অর্থাৎ মৎস্য, মুদ্রা (পুরী, কচুরী, বৃহৎ রুটি প্রভৃতির চৰ্কণ, যোনি, পাত্ৰাধার মুদ্রা) এবং পঞ্চম মৈথুন অবলম্বন করিয়া সকল পুরুষকে শিব এবং সকল স্ত্রীকে পার্শ্বভীতুল্য মনে করে—

অহং ভৈরবস্তং ভৈরবী হ্যাবয়োরস্ত সঙ্গমঃ ।

যে কোনও স্ত্রী অথবা পুরুষ হউক না কেন, এই অর্থশূন্য বচন পাঠ করিয়া সমাগম করা বামমার্গিগণ দ্বোষজনক মনে করে না । যে সকল হীনচরিত্রা স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিতে নাই, তাহাদিগকে ইহারা অতি পবিত্র মনে করে । শাস্ত্রে রজস্বলা স্ত্রীলোকের স্পর্শ নিষিদ্ধ । বামমার্গিগণ তাহাকেও অতি পবিত্র মনে করে । ইহাদের মাথা-মুণ্ডহীন শ্লোক শোন—

রজস্বলা পুষ্করং তীর্থং চাণ্ডালী তু স্ময়ং কাশী । চন্দ্রকারী প্রয়াগঃ স্রাদ্ধজকী
মথুরা মতা ॥ অযোধ্যা পুষ্করী প্রোক্তা ॥ [রুদ্রযামল তন্ত্র]

“রজস্বলার সহিত সমাগম পুষ্করস্নান, চাণ্ডালীর সমাগম কাশীযাত্রা, চন্দ্রকারিণীর সমাগম প্রয়াগস্নান, রজকীর সমাগম মথুরা যাত্রা জানিবে এবং কঙ্করীর সহিত লীলা করিলে মনে করিবে অযোধ্যা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিলে ।” ইহারা মদ্যের নাম “তীর্থ”, মাংসের নাম “শুদ্ধি” ও “পুষ্প”, মৎস্যের নাম “তৃতীয়া” ও “জলতুষ্ণিকা”, মুদ্রার নাম “চতুর্থী” এবং মৈথুনের নাম “পঞ্চমী” রাখিয়াছে ॥১॥ এইরূপ নাম রাখিবার কারণ এই যে, অস্ত্র কেহ যেন বুঝিতে না পারে । ইহারা নিজেদের “কৌল”, “আর্জবীর”, “শাস্ত্রব” এবং “গণ” প্রভৃতি নাম রাখিয়াছে । যাহারা বামমার্গী নহে তাহাদের নাম ইহারা

“কণ্ঠক” “বিমুখ” এবং “শুদ্ধপশু প্রভৃতি রাখিয়াছে। যখন ভৈরবীচক্র হয় তখন ব্রাহ্মণ হইতে চাণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের নাম “দ্বিজ” হয় কিন্তু ভৈরবীচক্রে হইতে পৃথক্ হইবার পর সকলেই নিজ নিজ বর্ণ হইয়া যায় ॥২॥ ভৈরবীচক্রে বাগমার্গিগণ ভূমি অথবা পিড়ির উপর একটি বিন্দু, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ অথবা বর্গলাকার চিহ্ন রচনা করিয়া তদুপরি মন্ডের কলস স্থাপন করে এবং উহার পূজা করে। অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করে, “ব্রহ্মশাপং বিমোচয়,” হে মন্ত! তুমি ব্রহ্মাদির অভিষাপ হইতে মুক্ত হও। যে স্থানে বামমার্গী ব্যতীত অন্য কেহ প্রবেশ করিতে পারে না এইরূপ কোনও এক গুপ্ত স্থানে স্ত্রীপুরুষগণ সম্মিলিত হয়। সে স্থানে পুরুষেরা একটি স্ত্রীলোককে বিবস্ত্রা করিয়া পূজা করে। স্ত্রীলোকেরাও একজন পুরুষকে বিবস্ত্র করিয়া পূজা করে। অতঃপর কাহারও স্ত্রী, কাহারও কন্যা, মাতা, ভগ্নী এবং পুত্রবধূ প্রভৃতি সে-স্থানে উপস্থিত হয়। একটি পাত্রকে মত্তপূর্ণ করিয়া মাংস এবং বড়া প্রভৃতি একখানি ধালাতে স্নিথিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের আচার্য্য সেই মত্তপাত্র হস্তে লইয়া “ভৈরবোহম্”, “শিবোহম্”, “আমি ভৈরব” “আমি শিব” বলিয়া তাহা পান করে। অনন্তর ঐ উচ্ছিষ্ট পাত্র হইতে সকলে তাহা পান করে। তখন কাহারও স্ত্রীকে, কোনও বেষ্টাকে অথবা কোনও পুরুষকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার হস্তে তরবারি দিয়া স্ত্রীর নাম দেবী ও পুরুষের নাম মহাদেব রাখা হয় এবং তাহাদের উপস্থিত্রিয়ের পূজা করা হয়। তখন সেই দেবী অথবা শিবকে মন্ডের পেয়ালা পান করাইয়া, সেই উচ্ছিষ্ট পাত্র হইতে সকলে এক এক পেয়ালা পান করে। সেইরূপ পান করিতে করিতে ক্রমশঃ উন্মত্ত হইয়া পড়ে। তখন কাহারও ভগ্নী, কন্যা অথবা মাতা, যে কেহ হউক না কেন, যে যাহার সহিত ইচ্ছা কুরুষ্ম করে। কখনও অত্যধিক মত্ততা হইলে তাহারা পরস্পর জুতা, লাধি, ঘুসী মারা-মারি এবং কেশাকেশি করে। কাহারও কাহারও সেই স্থানেই বমন হয়। তখন তাহাদের মধ্যে উপস্থিত কোন অধোরী অর্থাৎ যে-ব্যক্তি সকলের মধ্যে সিদ্ধ বলিয়া গণ্য, সে সেই বমি ভক্ষণ করে। ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

হালাং পিবতি দীক্ষিতস্ত মন্দিরে স্তপ্তো নিশায়াং

গণিকাগৃহেষু। বিরাজতে কোলবচক্রবর্তী ॥

যে ব্যক্তি দীক্ষিত অর্থাৎ শৌণ্ডিকের গৃহে যাইয়া বোতলের পর বোতল মত্তপান করে, বেষ্টালায়ে যাইয়া তাহার সহিত কুরুষ্ম করিয়া শয়ন করে এবং

নির্লজ্জ ও নিঃশঙ্কভাবে এই সকল কৰ্ম করে, সে বামমার্গীগণের মধ্যে চক্রবর্তী রাজার স্থায় সর্বোপরি সম্মান প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে সর্বোপেক্ষা অধিক কুকৰ্ম্মী সেই তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে সৎকৰ্ম্ম করে এবং কুকৰ্ম্ম হইতে ভীত হয়, সেই নিকৃষ্ট। কারণ :—

পাশবন্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ ॥

[জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, শ্লোক ৪৩]

তন্ত্রে এইরূপ কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি লোকলজ্জা, শাস্ত্রলজ্জা, কুললজ্জা এবং দেশলজ্জা প্রভৃতি পাশে বদ্ধ থাকে সেই জীব এবং যে নির্লজ্জ হইয়া কুকৰ্ম্ম করে সেই সদাশিব। উড্ডীশ তন্ত্রান্বিতে এক প্রকার প্রয়োগ লিখিত আছে যে, এক গৃহের চতুর্দিকে প্রকোষ্ঠ থাকিবে। তন্মধ্যে মত্তের বোতল পূর্ণ করিয়া রাখিবে। এক প্রকোষ্ঠ হইতে এক বোতল মত্ত পান করিয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে যাইবে, সেই প্রকোষ্ঠ হইতে মত্তপান করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে এবং তৃতীয় প্রকোষ্ঠ হইতে মত্ত পান করিয়া চতুর্থ প্রকোষ্ঠে যাইবে। কাষ্ঠবৎ ভূমিতে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া মত্ত পান করিবে। একবার মাদকতা কাটিয়া গেলে পুনরায় পূর্ববৎ পান করিয়া পতিত হইবে। তৃতীয়বার এইরূপে পান করিয়া পতিত হইবার পর উঠিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ॥ ৩ ॥ ইহা সত্য যে, এইরূপ লোকের পুনরায় মনুষ্যজন্ম হওয়াই কঠিন এবং সে বহুকাল পর্য্যন্ত নীচ যোনিতে নিপতিত থাকিবে। বামমার্গীগণের তন্ত্রগ্রন্থে নিয়ম আছে যে, একমাত্র মাতা ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোককে ত্যাগ করা উচিত নহে অর্থাৎ কন্যা অথবা ভগ্নী যেকোন ইউক না কেন, সকলের সহিতই সমাগম করা উচিত। বামমার্গীগণের মধ্যে দশমহাবিষ্টা প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে মাতঙ্গী বিজ্ঞাবিশিষ্ট কেহ বলে, “মাতরমপি ন ত্যজেৎ,” অর্থাৎ মাতার সহিতও সমাগম না করিয়া ছাড়িবে না ॥ ৪ ॥ ইহারা স্ত্রী পুরুষের সমাগম কালে এই জপ করে, “আমরা যেন সিদ্ধিপ্রাপ্ত হই”। এমন পাগল মহামূর্খ সম্ভবতঃ সংসারে খুবই কম !!! যে ব্যক্তি মিথ্যা প্রচার করিতে ইচ্ছা করে, সে অবশ্যই সত্যের নিন্দা করে। দেখ। বামমার্গীগণ বলে যে, বেদ, শাস্ত্র পুরাণ সামান্য গণিকাভূত। কিন্তু তাহাদের শাস্ত্রবী মুজা গুপ্ত কুলবধূসদৃশ ॥৫॥ এই কারণে ইহারা বেদবিরুদ্ধ মত স্থাপন করিয়াছে। পরে তাহাদের মত বিশেষরূপে প্রচারিত হইলে তাহারা

ধূর্ততার সহিত বেদের নামেও বামমার্গের লীলা-খেলা ক্রমে ক্রমে প্রচলিত করিল। অর্থাৎ—

সৌত্রামণ্যাং সুরাং পিবেৎ । প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসম্ ।

বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি ॥

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মত্তে ন চ মৈথুনে ।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥ মনুঃ (অঃ ৫।৫৬) ॥

সৌত্রামণি যজ্ঞে মত্তপান করিবে। ইহার অর্থ এই যে, সৌত্রামণি যজ্ঞে সোমরস অর্থাৎ সোমলতার রস পান করিবে। “প্রোক্ষিত” অর্থাৎ যজ্ঞে মাংস-ভোজনে দোষ নাই। বামমার্গিগণ এইরূপ পামরোচিত বাক্যগুলি প্রচলিত করিয়াছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যদি বৈদিকী হিংসা হিংসা না হয়, তবে তোমার ও তোমার আত্মীয়-স্বজনকে বধ করিয়া হোম করা হইলে চিন্তার বিষয় কি? মাংসভক্ষণ, মত্তপান এবং পরস্পরীগমন প্রভৃতিতে দোষ নাই, এরূপ বলা বালকোচিত। কারণ প্রাণীদিগকে কষ্ট না দিলে মাংস পাওয়া যায় না। বিনা অপরাধে কষ্ট দেওয়াও ধর্ম-কার্য্য নহে। মত্তপান তা সর্বথা নিষিদ্ধ। কারণ, আজ পর্য্যন্ত বামমার্গীদিগের গ্রন্থ ব্যতীত অল্প কোন গ্রন্থে মত্তপানের বিধি নাই, অল্প সর্বত্র নিষেধ আছে। বিবাহ ব্যতীত মৈথুনেও দোষ আছে, তাহা নির্দোষ বলা দূষণীয়। এইরূপে মুনিঋষিদিগের গ্রন্থে নানাবিধ বচন প্রক্ষিপ্ত করিয়া এবং নিজের নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া গোমেধ ও অশ্বমেধ নামক যজ্ঞ করাইতেও আরম্ভ করিল। এই সকল পশুকে হত্যা করিয়া হোম করিলে, যজমান এবং পশু স্বর্গলাভ করে, এরূপও তাহারা ঘোষণা করিল। এ-বিষয়ে ইহা নিশ্চিত যে, ইহারা ব্রাহ্মণগ্রন্থে অশ্বমেধ, গোমেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ জানিতে পারে নাই। জানিলে এমন অনর্থ করিবে কেন?

(প্রশ্ন)—অশ্বমেধ, গোমেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি?

(উত্তর)—এই-সকলের অর্থ এই :—

রাষ্ট্রং বা অশ্বমেধঃ ॥ (শতঃ ১৩।১।৬।৩)

অশ্বং হি গোঃ ॥ (শতঃ ৪।৩।১।২৫)

অগ্নির্বা অশ্বঃ । আজ্যং মেধঃ ॥ (শতপথ ব্রাহ্মণে) ॥

অশ্ব-গবাদি পশু এবং মনুষ্য বধ করিয়া হোম করিবার কথা কোথায়ও নাই। কেবল বামমার্গীদিগের গ্রন্থেই এইরূপ অনর্থ লিখিত আছে। বামমার্গিগণই এই

সকল প্রচলিত করিয়াছে। অশ্রুশ্রু গ্রন্থে যে যে স্থলে এসকল আছে, সে সে স্থলে বামমার্গাদিগের দ্বারাই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। দেখ! রাজা দ্বায় ও ধর্ম্যামুসারে প্রজাপালন করিবেন ও বিজ্ঞাদির দাতা যজ্ঞমানের ঘৃতাদি দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবেন, ইহাই অশ্বমেধ। অন্ন, ইন্দ্রিয়, কিরণ এবং পৃথিবী ইত্যাদি পবিত্র রাখা গোমেধ। মনুষ্যের ঘৃত্যুর পর বিধিপূর্বক তাহার শরীর দাহ করাকে নরমেধ বলে।

(প্রশ্ন)—যজ্ঞকর্ত্তা বলেন যে, যজ্ঞ করিলে যজ্ঞমান ও পশু উভয়েই স্বর্গগামী হয় এবং হোম করিয়া পশুকে পুনর্জীবিত করা হয়। এ-সকল কথা সত্য কি না?

(উত্তর)—না। কারণ যাহারা বলে যে স্বর্গে যায়, তাহাদিগকে বধ করিয়া ও হোম করিয়া স্বর্গে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। তাহাদের প্রিয় মাতা-পিতা এবং স্ত্রী-পুত্রাদিকে বধ করিয়া হোম দ্বারা স্বর্গে পাঠাইয়া দেওয়া হয় না কেন? অথবা বেদী হইতে পুনরায় জীবিত করিয়া লওয়া হয় না কেন?

(প্রশ্ন)—যজ্ঞের সময় বেদ-মন্ত্র পাঠ করা হয়। বেদে ঐ সকল না থাকিলে কোথা হইতে পাঠ করা হয়? (উত্তর)—মন্ত্র কাহাকেও কোথায়ও পাঠ করিতে বাধা দেয় না। কারণ, মন্ত্র শব্দবিশেষ। কিন্তু মন্ত্রের অর্থ এই নহে যে পশুকে বধ করিয়া হোম করিবে। “অগ্নয়ে স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ এই যে অগ্নিতে হবি এবং পুষ্টিকর ও অশ্রুশ্রু গুণজনক ঘৃতাদি উত্তম পদার্থ দ্বারা হোম করিলে বায়ু, বৃষ্টি ও জল বিশুদ্ধ হওয়ায় জগতের পক্ষে সুখকর হইয়া থাকে। কিন্তু মুখেরা এই সত্য অর্থ বুঝিত না, কারণ যাহারা স্বার্থপর তাহারা তাহাদের স্বার্থসিদ্ধি ব্যতীত অন্য কিছুই জানে না এবং মানে না। “পোপ” দিগের এইরূপ অনাচার এবং যতকের ভ্রাতৃ তর্পণাদি অনুষ্ঠান দেখিয়া, বেদাদি শাস্ত্রের মহাভয়ঙ্কর নিন্দক বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচলিত হইল। শুনা যায় যে এদেশে গোরখপুরের একরাজা ছিলেন। পোপেরা তাঁহার দ্বারা যজ্ঞ করাইয়া অশ্বের সহিত তাঁহার মহিষীর সমাগম করায়। তাহাতে রাজমহিষীর মৃত্যু হইলে রাজার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি নিজ পুত্রকে রাজ্যদান পূর্বক সাধু হইয়া পোপদিগের রহস্য প্রকাশ করিতে থাকেন। তাঁহারই অনুগামীরূপে চার্বাক এবং আভাগক মতের উৎপত্তি হয়। এই সকল মতবাদীরা এইরূপ শ্লোক রচনা করিয়াছিল :—

পশুশ্চৈবহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি ।

অপিতা যজ্ঞমানেন তত্র কস্মিন্ন হিংস্রতে ॥ ১ ॥

মৃতানামিহ জন্তুনাং শ্রাদ্ধং চেতুষ্টিকারণম্ ।

গচ্ছতামিহ জন্তুনাং ব্যর্থং পাথ্যেয়কল্পনম্ ॥ ২ ॥

যদি পশু বধ করিয়া অগ্নিতে হোম করিলে পশু স্বর্গে যায়, তবে যজমান আপনার পিতা প্রভৃতিকে বধ করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করে না কেন? ১ ॥ যদি মৃতের তৃপ্তির জন্ত শ্রাদ্ধ-তর্পণ করা হয়, তবে বিদেশযাত্রীর পান-ভোজনের জন্ত পাথ্যেয় লওয়া বৃথা ॥২॥ শ্রাদ্ধ-তর্পণ দ্বারা মৃতের নিকট অন্নজল উপস্থিত হইলে কোন জীবিত প্রবাসী ও পথচারীর জন্ত গৃহে ভোজ্যসামগ্রী রন্ধন করিয়া তাহার নামে অন্নপাত্র ও জলপূর্ণ ঘটি রাখিয়া দিলে, ঐ সকল তাহার নিকট উপস্থিত হয় না কেন? যদি কোন জীবিত ব্যক্তি দূরদেশে অথবা দশ হাত অন্তরে অবস্থান করিলেও প্রদত্ত অন্ন তাহার নিকট না যায়, তবে অনুপস্থিত মৃত ব্যক্তি কিরূপে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে? যাহা হউক, জনসাধারণ তাহাদের এইরূপ যুক্তিসিদ্ধ উপদেশ মান্য করিতে লাগিল এবং তাহাদের মতের প্রসার হইতে লাগিল। যখন অনেক রাজা ও ভূস্বামী তাহাদের মতকে গ্রহণ করিল তখন “পোপ”গণও তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হইল। কারণ যেদিকে টাকা অধিক, তাহারা সেই দিকেই যায়। সুতরাং তাহারা শীঘ্রই জৈনমতাবলম্বী হইতে লাগিল।

জৈনদিগের মধ্যেও অন্তরূপ অনেক পোপ-লীলা আছে। তাহা দ্বাদশ সমুদ্রাসে লিখিত হইবে। অনেকে ইহাদের মত স্বীকার করিল বটে কিন্তু পার্বত্য দেশ, কাশী, কাশ্মীর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেশের অনেকে জৈন মত স্বীকার করিল না। জৈনগণ বেদার্থ না জানিয়া বাহিরের পোপ-লীলাকে ভ্রমবশতঃ বেদ মনে করিয়া বেদেরও নিন্দা করিতে লাগিল। তাহারা বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, যজ্ঞোপবীত এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানও নষ্ট করিল। যে স্থানে বেদ-সম্বন্ধীয় যত পুস্তক পাইল, সে সকল নষ্ট করিয়া আর্ঘ্যদিগের উপর তাহারা রাজ্যশাসন প্রতিষ্ঠিত করিল এবং তাহাদিগের উপর উৎপাতও করিতে লাগিল। যখন তাহারা নির্ভয় ও নিঃশঙ্ক হইল, তখন স্বমতাবলম্বী গৃহস্থ ও সাধকদিগের সম্মান এবং বেদমতাবলম্বীদিগের অপমান করিয়া পক্ষপাতপূর্ব্বক তাহাদিগকে দণ্ড দিতে লাগিল। তাহারা নিজে সুখেসুচ্ছন্দে থাকিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। জৈনগণ ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত নিজেদের তীর্থঙ্করদিগের বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে জৈনদের দ্বারা পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা

প্রচলিত হইল। পরমেশ্বরে বিশ্বাস হ্রাস পাইল এবং লোকে পাষণাদি মূর্তির পূজায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে আর্যাবর্তে তিন শত বৎসর ব্যাপী জৈন-রাজত্বের ফলে বেদার্থ-জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। এ সকল ঘটনার পর আনুমানিক প্রায় সার্ব্ব দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল।

পরে দ্বাবিংশ শত বৎসর পূর্বের জ্রবিড় দেশোদ্ভব শঙ্করাচার্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যাবলে ব্যাকরণাদি বাবতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, “হায়! সত্য আন্তিক বেদমত বিলুপ্ত এবং নাস্তিক জৈনমত প্রচলিত হওয়ার বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। যে কোনও রূপে এই মত নিরস্ত করা আবশ্যক।” শঙ্করাচার্য্য শাস্ত্রাধ্যয়ন ত করিয়াছিলেনই, জৈন-গ্রন্থসমূহেও তাঁহার অধ্যয়ন ছিল। যুক্তিও তাঁহার প্রবল ছিল। কিরূপে জৈনদিগকে নিরস্ত করা যাইতে পারে এবিষয়ে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, উপদেশ ও শাস্ত্র বিচার দ্বারা ইহাদিগকে নিরস্ত করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি উজ্জয়িনী নগরীতে আগমন করিলেন। তখন সুধর্য্য উজ্জয়িনীতে রাজা ছিলেন। তিনি জৈনগ্রন্থ এবং কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থও পাঠ করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইয়া বেদবিষয়ে উপদেশ করিতে লাগিলেন। তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “আপনি সংস্কৃত ও জৈন গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং আপনি জৈন-মত মানেন। এইজন্য আপনার নিকট নিবেদন এই যে আপনি জৈন-পণ্ডিত দিগের সহিত শাস্ত্র-বিচারের ব্যবস্থা বন্ধন। প্রতিজ্ঞা এই থাকিবে যে, যিনি পরাজিত হইবেন তিনি বিজেতার মত স্বীকার করিবেন এবং আপনিও বিজেতার মত গ্রহণ করিবেন। যদিও সুধর্য্য জৈনমতাবলম্বী ছিলেন, তথাপি সংস্কৃত গ্রন্থ-পাঠের ফলে তাঁহার বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ জ্ঞানালোক ছিল। উজ্জয়ী তাঁহার মন পশুছে অত্যধিক আচ্ছন্ন ছিল না। কারণ বিদ্বানেরা সত্যাসত্যের পরীক্ষা করিয়া সত্যকে গ্রহণ ও অসত্যকে বর্জন করিয়া থাকেন। যতদিন রাজা সুধর্য্য কোনও প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ এবং উপদেশক প্রাপ্ত হন নাই ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মনে এই সংশয় ছিল যে এ সকল মত-মতান্তরের মধ্যে কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা। শঙ্করাচার্য্যের বাক্য শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিলেন, “আমি নিশ্চয় শাস্ত্র-বিচার দ্বারা সত্যাসত্যের নির্ণয় করাইব।” তিনি দূর দূর হইতে জৈনপণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সভা আহ্বান করিলেন। উক্ত সভায় শঙ্করাচার্য্যের বেদমত এবং জৈনদের

বেদবিরুদ্ধ মত আলোচ্য বিষয় ছিল অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের পক্ষ ছিল বেদমত স্থাপন ও জৈনমত খণ্ডন এবং জৈনদিগের পক্ষ ছিল স্বমত-স্থাপন ও বেদমত খণ্ডন। কয়েক দিন ধরিয়া শাস্ত্রবিচার হইল। জৈনদিগের মত ছিল—সৃষ্টিকর্তা অনাদি ঈশ্বর কেহই নাই; জগৎ ও জীব অনাদি; এই দুইয়ের উৎপত্তি ও বিনাশ কখনও হয় না। শঙ্করাচার্যের মত ছিল ইহার বিপরীত—অনাদি-সিদ্ধ পরমাত্মাই জগতের কর্তা; জগৎ ও জীব মিথ্যা; পরমেশ্বর নিজে মায়া দ্বারা জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন; তিনিই ধারণ এবং প্রলয়কর্তা; জীব ও এই প্রপঞ্চ স্বপ্নবৎ। পরমেশ্বর স্বয়ং এই সকল রূপে লীলা করিতেছেন।

বহুদিন পর্যন্ত শাস্ত্র-বিচারের পর অবশেষে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা জৈনমত খণ্ডিত হইল এবং শঙ্করাচার্যের মত অখণ্ডিত রহিল। তখন জৈন পণ্ডিতগণ এবং রাজা সুধম্মা জৈনমত পরিত্যাগপূর্বক শঙ্করাচার্যের মত গ্রহণ করিলেন। মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। রাজা সুধম্মা তাঁহার আত্মীয়, বন্ধুবর্গ এবং অন্যান্য রাজাদিগকে পত্র লিখিয়া শঙ্করাচার্যের সহিত শাস্ত্রবিচার করাইলেন। কিন্তু তখন জৈনদিগের পরাজয়কাল উপস্থিত হুতরাং তাহারা পরাজিত হইতে লাগিল।

অনন্তর সুধম্মা প্রমুখ রাজ্যবর্গ সমগ্র আর্যাবর্তে শঙ্করাচার্যের পর্য্যটনের ব্যবস্থা করিলেন এবং তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভৃত্যাদি সঙ্গে দিলেন। সেই সময় হইতে পুনরায় সকলের যজ্ঞোপবীত হইতে লাগিল এবং বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনাও প্রচলিত হইল। শঙ্করাচার্য দশ বৎসরের মধ্যে আর্যাবর্তে সর্বত্র পর্য্যটন করিয়া জৈনমত খণ্ডন এবং বেদমত গণ্ডন করিলেন। শঙ্করাচার্যের সময়েই জৈন-বিধ্বংস হইয়াছিল। বর্তমানকালে যত জৈনমূর্তি বাহির করা হইতেছে, ঐ সকল শঙ্করাচার্যের সময়ে ভগ্ন হইয়াছিল। যে সকল মূর্তি অভয় অবস্থায় বাহির করা হইতেছে, সেইগুলি ভগ্ন হইবার ভয়ে জৈনগণ ভূমিতলে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত কোন কোন স্থান হইতে সেই সকল মূর্তি বাহির হইতেছে। শঙ্করাচার্যের পূর্বে শৈবমতও কিঞ্চিৎ প্রচলিত ছিল। তিনি সেই মত এবং বামমার্গীদের মতও খণ্ডন করিলেন। সে সময়ে এদেশে প্রভুত ধন ছিল এবং স্বদেশ-ভক্তিও ছিল। শঙ্করাচার্য এবং রাজা সুধম্মা জৈনমন্দিরসমূহ ভগ্ন করান নাই, কারণ এই সকল মন্দিরের মধ্যে তাঁহাদের বৈদিক পাঠশালা স্থাপন করিবার ইচ্ছা ছিল। বেদ-মত পুনঃপ্রবর্তনের পর তাঁহারা বিজ্ঞা-প্রচারসম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। এই সময়ে দুইজন জৈনের প্রতি শঙ্করাচার্য অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। ইহারা নামে মাত্র বেদমতাবলম্বী,

কিন্তু ভিতরে গোঁড়া জৈন অর্থাৎ ভণ্ড তপস্বী ছিল। ইহারা স্নযোগ পাইয়া শঙ্করাচার্য্যকে এমন বিষমিশ্রিত বস্তু ভোজন করাইল যে, তাঁহার অগ্নিমান্দ্য হইল। পরে শরীরে স্ফোটকাদি হইয়া ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার দেহান্ত ঘটিল। তখন সকলে নিক্রুৎসাহ হইল। যে বিজ্ঞাপ্রচারের কথা ছিল, তাহাও আর হইয়া উঠিল না। তিনি শারীরিক-ভাষ্য প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যবর্গ সে সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি জৈনমত খণ্ডনের জন্য ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা এবং জীব-ব্রহ্মের একতা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তাঁহার উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার দক্ষিণে শূদ্রেরী, পূর্বে ভূগোবর্দ্ধন, উত্তরে যোশী এবং ষারিকায় সারদা মঠ স্থাপন করিলেন। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য এবং মোহান্ত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া আনন্দভোগ করিতে লাগিল। কারণ শঙ্করাচার্য্যের পর তাঁহার শিষ্যদিগের বিশেষ সম্মানলাভ হইয়াছিল।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, যদি জীব ও ব্রহ্মের একতা এবং জগৎ মিথ্যা, ইহাই শঙ্করাচার্য্যের মত হয়, তবে তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে কিন্তু যদি তিনি জৈনমত খণ্ডনার্থ উক্ত মত স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে অপেক্ষাকৃত ভাল।

নবীন বেদান্তাদিগের মত এইরূপ (প্রশ্ন)—জগৎ স্বপ্নবৎ; রজ্জুতে সর্প, শুক্তিকায় রজত, মৃগভৃক্ষিকায় জল, গন্ধর্ব্ব নগর এবং ইন্দ্রজালবৎ এই সংসার মিথ্যা। এক ব্রহ্মই সত্য। সিদ্ধান্তী—তুমি মিথ্যা কাহাকে বলিতেছ? নবীন বেদান্তী—যাহা নাই, অথচ আছে বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই মিথ্যা। সিদ্ধান্তী—যে-বস্তু নাই, তাহার প্রতীতি কিরূপে হইতে পারে? নবীন—অধ্যারোপ দ্বারা। সিদ্ধান্তী—অধ্যারোপ কাহাকে বলে?

নবীন—“বস্তুস্তবস্তুরোপগমধ্যাসঃ” “অধ্যারোপাপবাদাত্যাং নিম্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে”। এক বস্তুতে অল্প বস্তুর আরোপকে অধ্যাস অথবা অধ্যারোপ বলে এবং তাহার নিরাকরণকে অপবাদ বলে। এই দুই হইতে প্রপঞ্চরহিত ব্রহ্মে প্রপঞ্চরূপ জগৎ বিস্তৃত হয়।

সিদ্ধান্তী—তুমি রজ্জুকে বস্তু এবং সর্পকে অবস্তু মনে করিয়া এই ভ্রমজালে পতিত হইয়াছ। সর্প কি বস্তু নহে? যদি বল যে রজ্জুতে সর্প নাই, তবে অল্প স্থানে আছে। তোমার হৃদয়ে তাহার সংস্কার মাত্র আছে। স্মরণ্য সেই সর্পও অবস্তু রহিল না। সেইরূপ স্থাপুতে পুরুষ এবং শুক্তিতে রজত ইত্যাদি ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। আবার স্বপ্নেও যে সকল বস্তুর ভান হইয়া

ধাকে, ঐ সকল বস্তু অশ্রুত থাকে এবং আত্মাতেও ঐ সকলের সংস্কার থাকে। স্মৃতরাং স্বপ্ন ও বস্তুতে অবস্থার আরোপ সদৃশ নহে।

নবীন—যাহা কখনও দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই, যেমন নিজের শিরশ্ছেদ হইয়াছে, নিজেই রোদন করিতেছি; উপরের দিকে জলপ্রবাহ চলিতেছে এবং যাহা কখনও ঘটে নাই তাহা দেখা যাইতেছে; এ সকল কিরূপে সত্য হইতে পারে?

সিদ্ধান্তী—এই দৃষ্টান্তও তোমার পক্ষ সিদ্ধ করিতেছে না। কারণ দর্শন-শ্রবণ ব্যতীত সংস্কার হয় না। সংস্কার ব্যতীত স্মৃতি এবং স্মৃতি ব্যতীত সাক্ষাৎ অনুভূতি হয় না। যখন কেহ কাহারও নিকট শ্রবণ করে অথবা দেখে যে, অমকের শিরশ্ছেদ হইয়াছে, তাহার ভ্রাতা এবং পিতা প্রভৃতিকে মুখে রোদন করিতে দেখিয়াছে এবং প্রশ্রবণের জল উর্দ্ধদিকে উঠিতে দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে; ঐ সকলের সংস্কার তাহার আত্মায় থাকে। যখন সে জাগ্রত অবস্থায় পদার্থ হইতে পৃথক হইয়া দেখে, তখন সে আত্মাতেই পূর্বদৃষ্ট অথবা পূর্বশ্রুত পদার্থসমূহ দেখিতে পায়। যখন নিজের মধ্যেই তাহা দেখে, তখনই নিজের শিরশ্ছেদ, নিজের রোদন এবং উর্দ্ধগামী জলপ্রবাহ দেখিতে পায়। স্মৃতরাং ইহাও বস্তুতে অবস্থার আরোপের ন্যায় হইল না। কিন্তু যেমন চিত্রকর পূর্ব দৃষ্ট, শ্রুত অথবা কৃত বিষয় আত্মা হইতে নির্গত করিয়া কাগজের উপর অঙ্কিত করে, অথবা যেমন প্রতিবিম্ব অঙ্কনকারী প্রতিবিম্ব দেখিয়া নিজ আত্মাতে উহার ধারণ করিয়া প্রতিবিম্ব অঙ্কিত করে, ইহাও সেইরূপ। অবশ্য ইহা সত্য যে, কখনও কখনও স্বপ্নে স্মরণযুক্ত প্রতীতি হয়; যেমন নিজ অধ্যাপককে দেখিতেছি। কখনও কখনও বহু পূর্ব দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানে সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। তখন স্মরণ থাকেনা যে, আমি ঐ সময়ে যাহা দেখিয়াছিলাম, শুনিয়াছিলাম অথবা করিয়াছিলাম, তাহাই দেখিতেছি, শুনিতেছি অথবা করিতেছি। জাগ্রতাবস্থায় যে নিয়মে স্মরণ হয়, স্বপ্নাবস্থায় সে ভাবে নিয়মপূর্বক হয় না। দেখ! জন্মান্বয়ের রূপের স্বপ্ন হয় না। অতএব তোমার অধ্যাস ও অধ্যারোপের লক্ষণ মিথ্যা। আর বেদান্তিগণ যে বিবর্তবাদ অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হওয়ার দৃষ্টান্ত অঙ্কে জগতের প্রতীতি হওয়া বিষয়ে দিয়া থাকেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে।

নবীন—অধিষ্ঠান ব্যতীত অধ্যাত্মের প্রতীতি হয় না। রজ্জু না থাকিলে সর্পেরও প্রতীতি হইতে পারে না। রজ্জুতে সর্প তিন কালেই থাকে না

কিন্তু কিঞ্চিৎ অন্ধকার ও কিঞ্চিৎ আলোক সংযোগে অকস্মাৎ রজ্জু দর্শনে সর্পের ভ্রম হওয়াতে জ্ঞাপ্তা ভয়ে কম্পিত হয়। যখন সে প্রদীপাদি দ্বারা ইহা দেখে, তখন তাহার ভ্রম ও ভয় নিবৃত্ত হইয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্মে জগতের যে মিথ্যা প্রতীতি হইয়াছে, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে সর্পের নিবৃত্তি ও রজ্জুর প্রতীতির স্থায় জগতের নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মের প্রতীতি হয়।

সিদ্ধান্তী—ব্রহ্মে জগতের ভান কাহার হইয়াছে? নবীন—জীবের।
সিদ্ধান্তী—জীব কোথা হইতে হইল? নবীন—অজ্ঞান হইতে। সিদ্ধান্তী—
অজ্ঞান কোথা হইতে হইল এবং কোথায় থাকে? নবীন—অজ্ঞান অনাদি
এবং উহা ব্রহ্মে থাকে। সিদ্ধান্তী—ব্রহ্মে ব্রহ্মের অথবা অশ্রু কাহারও অজ্ঞান
হইল? সেই অজ্ঞান কাহার হইল?

নবীন—চিদাভাসের। সিদ্ধান্তী—চিদাভাসের স্বরূপ কি? নবীন—ব্রহ্ম;
ব্রহ্মে ব্রহ্মের অজ্ঞান হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম নিজ স্বরূপ নিজেই ভুলিয়া যান। সিদ্ধান্তী—
ব্রহ্মের ভ্রম হইবার কারণ কি? নবীন—অবিজ্ঞা। সিদ্ধান্তী—অবিজ্ঞা সর্বব্যাপী
ও সর্বব্জের গুণ, না অল্পব্জের? নবীন—অল্পব্জের। সিদ্ধান্তী—তবে
তোমার মতে এক অনন্ত সর্বব্জ চেতন প্রতীত অশ্রু কোন চেতন আছে কি না?
অল্পব্জ কোথা হইতে আসিল? অবশ্য যদি অল্পব্জ চেতনকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন
মান তবে ঠিক। যদি ব্রহ্মের কোনও এক স্থানে নিজ স্বরূপের অজ্ঞান হয়, তবে
সেই অজ্ঞান সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যেমন শরীরের এক স্থানের ত্রণের যন্ত্রণা
সমস্ত শরীরের অবয়বগুলিকে অকস্মাৎ করিয়া দেয়, সেইরূপ যদি ব্রহ্মও এক দেশে
অজ্ঞান ও ক্লেশগুস্ত হন, তবে সমস্ত ব্রহ্মই অজ্ঞান হইয়া ক্লেশ অশ্রুভব করিবেন।
নবীন—এ সকল উপাধির ধর্ম, ব্রহ্মের নহে। সিদ্ধান্তী—উপাধি জড় না চেতন?
উহা সত্য না মিথ্যা? নবীন—অনির্বচনীয়; অর্থাৎ তাহাকে জড় বা চেতন, সত্য
বা মিথ্যা বলিতে পারা যায় না। সিদ্ধান্তী—তোমার এইরূপ বলা “বদতো
ব্যাঘাতঃ”এর স্থায়। কারণ যাহাকে অবিজ্ঞা বলিতেছ উহা জড় কি চেতন,
সং কি অসং, তাহা বলিতে পার না। কথাটা এইরূপ—কেহ পিতল মিশ্রিত
সুবর্ণকে সুবর্ণ না পিতল, পরীক্ষা করিবার জন্য কোন স্বর্ণ ব্যবসায়ীর
নিকট লইয়া গেল। তখন সে ইহাই বলিবে “আমি ইহাকে সুবর্ণও বলিতে
পারি না, পিতলও বলিতে পারি না; কিন্তু ইহার মধ্যে উভয় ধাতুর সংমিশ্রণ
আছে”। নবীন—দেখ! যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ, মেঘাকাশ এবং মহদাকাশ
উপাধি অর্থাৎ ঘট, ঘর এবং মেঘ থাকিতে আকাশ ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হয়;

বাস্তবিক মহাকাশই আছে ; সেইরূপ মায়া, অবিজ্ঞা, সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং অন্তঃকরণের উপাধিবশতঃ ব্রহ্ম অজ্ঞানের নিকট পৃথক্ পৃথক্ প্রতীয়মান হইতেছেন। বস্তুতঃ তিনি একই। নিম্নলিখিত প্রমাণে কি বলা হইয়াছে দেখুন :—

অগ্নির্ঘথেকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব ।

একস্তথা সর্বভূতাস্তরাণ্য রূপং রূপং প্রতিক্রপো বহিচ্চ ॥

(কঠ উ० বল্লী० ৫। ম० ৯) ॥

যেমন অগ্নি দীর্ঘ, বিস্তৃত, গোলাকার, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সর্ববিধ আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে ব্যাপক হইয়া তদাকার দেখায়, অথচ তাহা হইতে পৃথক্ , সেইরূপ সর্বব্যাপী পরমাত্মা অন্তঃকরণে ব্যাপক হইয়া অন্তঃকরণাকার হইতেছেন। কিন্তু তিনি অন্তঃকরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সিদ্ধান্তী—তোমার ইহা বলাও নিরর্থক। কারণ যেমন ঘট, মঠ, মেঘ এবং আকাশকে ভিন্ন মানিতেছে, সেইরূপ কার্য-কারণরূপ জগৎ এবং জীবকে ব্রহ্ম হইতে, আর ব্রহ্মকে এ সকল হইতে ভিন্ন মানিয়া লও। নবীন—যেমন অগ্নি সকল পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া তদাকার দেখায়, সেইরূপ পরমাত্মা জড় এবং জীবের মধ্যে ব্যাপক হইয়া সাকার অজ্ঞানদিগের নিকট সাকার দৃষ্ট হন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম জড়ও নহেন, জীবও নহেন। যেমন সহস্র জল-কুণ্ড রক্ষিত হইলে তন্মধ্যে সূর্য্যের সহস্র প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় ; প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য এক, কুণ্ডগুলি নষ্ট হইলে, অথবা জল প্রবাহিত কিংবা প্রসারিত হইলে সূর্য্য নষ্ট, প্রবাহিত অথবা প্রসারিত হয় না। সেইরূপ অন্তঃকরণে যে ব্রহ্মের আভাস পতিত হইয়াছে, তাহাকে চিদাভাস বলে। যতক্ষণ অন্তঃকরণ আছে, ততক্ষণ জীবও আছে। জ্ঞান দ্বারা অন্তঃকরণ নষ্ট হইলে, জীব ব্রহ্মস্বরূপ হয়। ব্রহ্ম-স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ জীব যতদিন এই চিদাভাসকে কর্তা, ভোক্তা, স্থখী, দুঃখী, পাপী, পুণ্যাত্মা এবং জন্ম-মরণধর্ম্মী ইত্যাদি মনে করিয়া এ-সকল নিজের মধ্যে আরোপ করে, ততদিন পর্য্যন্ত সে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয় না। সিদ্ধান্তী—তোমার এই দৃষ্টান্ত নিরর্থক। কারণ সূর্য্য সাকার পদার্থ, জল-কুণ্ডও সাকার। সূর্য্য জল-কুণ্ড হইতে এবং জল-কুণ্ড হইতে সূর্য্য পৃথক্ ; সেই কারণে প্রতিবিম্ব পতিত হয়। নিরাকার হইলে ঐ সকলের প্রতিবিম্ব কখনও হইত না। পরমেশ্বর নিরাকার এবং আকাশবৎ সর্বব্যাপক বলিয়া কোন পদার্থ হইতে তাঁহার কিংবা কোন পদার্থের তাঁহা হইতে পৃথক্ হওয়া অসম্ভব। আবার পরম্পরের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক

সম্বন্ধ বশতঃ একও হইতে পারে না। অর্থাৎ অদ্বয়ব্যতিরেকভাবে দেখিলে ব্যাপ্য-ব্যাপক মিলিত অথচ সর্বদা পৃথক থাকে। এক হইলে নিজের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপকতাব সম্বন্ধ কখনও ঘটিতে পারে না। বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে ইহা স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। ব্রহ্মের আভাসও পড়িতে পারে না। কারণ আকার ব্যতীত আভাস হওয়া অসম্ভব। তুমি যে অন্তঃকরণোপাধি দ্বারা ব্রহ্মকে জীব মানিতেছ, তাহা বালকোচিত। অন্তঃকরণ চলমান এবং খণ্ড খণ্ড, কিন্তু ব্রহ্ম অচল এবং অখণ্ড। যদি তুমি ব্রহ্ম এবং জীবকে পৃথক না মান, তবে ইহার উত্তর দাও। অন্তঃকরণ যে-যে স্থানে যাইবে সে-সে স্থানের ব্রহ্মকে অজ্ঞান এবং যে-যে স্থান পরিত্যাগ করিবে, যে-সে স্থানের ব্রহ্মকে জ্ঞানী করিবে কি না? যেমন আলোকের মধ্যে ছাতা যে-যে স্থানে যায়, সে-সে স্থানের আলোককে আবরণযুক্ত এবং যে-যে স্থান হইতে সরিয়া যায়, সে-সে স্থানের আলোককে আবরণরহিত করে; সেইরূপ অন্তঃকরণ ব্রহ্মকে ক্ষণে-ক্ষণে জ্ঞানী, অজ্ঞান, বদ্ধ এবং মুক্ত করিতে থাকিবে। অখণ্ড ব্রহ্মের এক দেশে আবরণের প্রভাব সর্বদেশে হওয়ায় সমস্ত ব্রহ্ম অজ্ঞান হইবে। কারণ তিনি চেতন। আবার মধুরায় যে অন্তঃকরণস্থ ব্রহ্ম যে-বস্তু দেখিয়াছে, কানীতে সে-অন্তঃকরণস্থ ব্রহ্মের তাহা স্মরণ হইতে পারে না। কারণ—“অগৃহীতমন্তো ন স্মরতীতি জ্ঞায়াৎ” একের দৃষ্ট বস্তুর স্মরণ অস্তুর হয় না। যে-চিদাভাস মধুরায় দেখিয়াছিল, সে-চিদাভাস কানীতে থাকে না। কিন্তু যাহা মধুরায় অন্তঃকরণের প্রকাশক, তাহা কানীস্থ ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্মই জীব হইলে, উভয়ে পৃথক না হইলে, জীবের সর্ববজ্ঞ হওয়া উচিত। ব্রহ্মের প্রতিবিশ্ব পৃথক হইলে প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ পূর্বদৃষ্ট ও পূর্বশ্রুত বিষয়ের জ্ঞান কাহারও হইতে পারে না। যদি বল যে, ব্রহ্ম এক বলিয়া স্মরণ হয়, তবে কোন এক স্থানে অজ্ঞানতা অথবা দুঃখ হইলে, সমস্ত ব্রহ্মের অজ্ঞানতা অথবা দুঃখ হওয়া উচিত। আবার এতাদৃশ দৃষ্টান্ত দ্বারা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বভাব ব্রহ্মকে অন্তর্জ্ঞ, অজ্ঞান এবং বদ্ধ প্রভৃতি দোষযুক্ত এবং অখণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করা হইল।

নবীন—নিরাকারেরও আভাস হইয়া থাকে, যেমন দর্পণে অথবা জলাদিতে আকাশের যে আভাস পড়ে তাহা নীল, অথবা অশু কোন প্রকার গভীর গাঢ় বর্ণ দেখায়, সেইরূপ সমস্ত অন্তঃকরণে ব্রহ্মের আভাস পতিত হয়। সিদ্ধান্তী—আকাশের রূপই নাই সুতরাং কেহ নেত্র দ্বারা উহাকে দেখিতেই পার না। যে-

পদার্থ দেখাই যায় না তাহা দর্পণে এবং জলাদিতে কিরূপে দেখা যাইবে ? সাকার বস্তু গভীর অথবা অগভীর বর্ণযুক্ত দৃষ্ট হয়, নিরাকার নহে। নবীন—তবে বাহ্য উপরে নীলবৎ দৃষ্ট হয়, তাহারই দর্পণের মালিকের মধ্যে ভান হয় ; তাহা কোন পদার্থ ? সিদ্ধান্তী—তাহা পৃথিবী হইতে উড্ডীন জল, পৃথিবী এবং অগ্নির ত্রসরেণু। যে-স্থান হইতে বর্ষা হয়, সে-স্থানে জল না থাকিলে বর্ষা কোথা হইতে হইবে ? সুতরাং বাহ্য দূরে দূরে শিবিরের স্থায় দৃষ্ট হয়, তাহা জল-চক্র। যেমন কুজাটিকা দূর হইতে ঘন দেখায়, কিন্তু নিকট হইতে পাতলা শিবিরের স্থায় দেখায়, সেইরূপ আকাশে জল দৃষ্ট হয়। নবীন—আমার রজ্জ্ব, সর্প এবং স্বপ্নাদির দৃষ্টান্ত কি মিথ্যা ? সিদ্ধান্তী—না। তোমার ধারণা মিথ্যা ; ইহা আমি পূর্বে লিখিয়াছি। ভাল, বল ত প্রথমে কাহার অজ্ঞানতা হয় ? নবীন—ব্রহ্মের। সিদ্ধান্তী—ব্রহ্ম কি অল্পজ্ঞ, না সর্বজ্ঞ ? নবীন—সর্বজ্ঞও নহেন, অল্পজ্ঞও নহেন। কারণ, সর্বজ্ঞতা এবং অল্পজ্ঞতা উপাধিযুক্তেরই হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তী—উপাধিযুক্ত কে ? নবীন—ব্রহ্ম। সিদ্ধান্তী—তাহা হইলে ব্রহ্মই সর্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ হইলেন। তবে তুমি সর্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞের প্রতিবেধ করিয়াছিলে কেন ? যদি বল যে, উপাধি কল্পিত, অর্থাৎ মিথ্যা, তবে কল্পক অর্থাৎ কল্পনাকারী কে ? নবীন—জীব ব্রহ্ম, না অশ্রু ? সিদ্ধান্তী—অশ্রু। কারণ, জীব ব্রহ্ম-স্বরূপ হইলে, যিনি মিথ্যা-কল্পনা করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম হইতে পারেন না। যাহার কল্পনা মিথ্যা, তিনি কখনও সত্য হইতে পারেন ? নবীন—আমরা সত্য ও অসত্য ছইকেই মিথ্যা বলিয়া মানি এবং বাণীদ্বারা বলাও মিথ্যা। সিদ্ধান্তী—যখন তুমি মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা-মননকারী, তখন মিথ্যাবাদী নহ কেন ? নবীন—ধামুন, সত্য-মিথ্যা আমার মধ্যেই কল্পিত। আমি উভয়েরই সাক্ষী এবং অধিষ্ঠান। সিদ্ধান্তী—তুমি সত্য-মিথ্যার আধার হইলে সুতরাং তুমি সাধু ও চোর সদৃশ হইলে। তাহাতে তুমি প্রামাণিকও রহিলে না। কারণ, যিনি সর্বদা সত্য মানেন, সত্য বলেন এবং সত্য করেন, কখনও মিথ্যা বলেন না, মানেন না এবং আচরণ করেন না, তিনিই প্রামাণিক। তুমি নিজেই নিজের বাক্যকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতেছ সুতরাং তুমি নিজেই মিথ্যাবাদী। নবীন—যে অনাদি মায়া ব্রহ্মের আশ্রয় এবং বাহ্য ব্রহ্মকেই আবৃত করে, আপনি তাহা মানেন কি না ? সিদ্ধান্তী—মানি না। কারণ তুমি মায়ার এমন অর্থ করিতেছ যে, বস্তু নাই, অথচ ভাসমান হয়। বাহার হৃদয়ে বিচারশক্তি নাই, সে-ই ইহা স্বীকার করিবে। কারণ যে-বস্তু নাই, তাহার ভাসমান হওয়া সর্বথা অসম্ভব। উদাহরণ

স্বরূপ, বন্ধার পুত্রের প্রতিবিম্ব কখনও হইতে পারে না। আর তুমি “সম্মুখাঃ সোম্যোমাঃ প্রজাঃ” ইত্যাদি ছান্দোগ্য উপনিষদোক্ত বচনের বিরুদ্ধ বলিতেছ ? নবীন—যাঁহারা আপনার অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত সেই বশিষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া নিশ্চলদাস পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ যাঁহা লিখিয়াছেন, আপনি তাঁহা খণ্ডন করিতেছেন ? আমরা বশিষ্ঠ, শঙ্করাচার্য্য এবং নিশ্চলদাস প্রভৃতিকে আপনার অপেক্ষা অধিক বিদ্বান্ মনে করি। সিদ্ধান্তী—তুমি কি বিদ্বান্ না অবিদ্বান্ ? নবীন—আমারও কিঞ্চিৎ বিদ্যা আছে। সিদ্ধান্তী—ভাল, তাঁহা হইলে তুমি আমার সম্মুখে বশিষ্ঠ, শঙ্করাচার্য্য এবং নিশ্চলদাসের পক্ষ স্থাপন কর, আমি তাঁহা খণ্ডন করিতেছি। যাঁহার পক্ষ সিদ্ধ হইবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইবেন। তাঁহাদের এবং তোমার বাক্য অখণ্ডনীয় হইলে তুমি তাঁহাদের যুক্তি দ্বারা আমার কথা খণ্ডন করিতে পার না কেন ? খণ্ডন করিতে পারিলে, তাঁহাদের এবং তোমার কথা মাননীয় হইবে। অনুমান হয় যে, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি জৈনমত খণ্ডন করিবার জন্তই এই মত স্বীকার করিয়া থাকিবেন। কারণ দেশ-কালানুযায়ী স্বপক্ষ সিদ্ধ করিবার জন্ত অনেক স্বার্থী বিদ্বান্ স্বপ্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত স্বজ্ঞানের বিরুদ্ধও কল্পনা করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা এসকল বিষয়, অর্থাৎ জীব ও জৈবের একত্ব এবং জগৎ মিথ্যা ইত্যাদি সত্য বলিয়া মানিয়াও থাকেন, তবে তাঁহাদের মত সত্য হইতে পারে না।

আবার, দেখ ! নিশ্চলদাসের পাণ্ডিত্য এইরূপ—“জীবো ব্রহ্মাহভিন্নশ্চৈতন-
দ্বাৎ”। তিনি “বৃত্তিপ্রভাকরে” জীব ও ব্রহ্মের একত্ব সিদ্ধির জন্ত অনুমান লিখিয়াছেন যে, চৈতন বলিয়া জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ইহা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির বাক্যসদৃশ। কারণ কেবলমাত্র সাধারণ্যবশতঃ একের সহিত অণ্ডের একত্ব সিদ্ধ হয় না ; বৈধর্ম্যা ভেদক হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেহ বলে যে, “পৃথিবী জলাহভিন্না জড়দ্বাৎ” পৃথিবী জড় বলিয়া জল হইতে অভিন্ন। যেমন এই বাক্য কখনও সঙ্গত হইতে পারে না, নিশ্চলদাসোক্ত লক্ষণও সেইরূপ নিরর্থক। কারণ জীবের অল্পত্ব, অল্পজ্ঞত্ব এবং ভ্রান্তিসংবাদি ধর্ম্য ব্রহ্মের বিরুদ্ধ এবং ব্রহ্মের সর্বগতত্ব, সর্বজ্ঞত্ব এবং অভ্রান্তত্ব ইত্যাদি ধর্ম্য জীবের বিরুদ্ধ। এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে ব্রহ্ম এবং জীব ভিন্ন ভিন্ন। যেমন গন্ধবৎ এবং কঠিনত্ব প্রভৃতি পৃথিবীর ধর্ম্য রসবৎ ও দ্রবত্ব প্রভৃতি জল-ধর্ম্যের বিরুদ্ধ বলিয়া পৃথিবী ও জল এক নহে। সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে বৈধর্ম্যা থাকাতো, জীব ও ব্রহ্ম কখনও এক ছিল না, নহে এবং হইবে না। এতদ্বারাই নিশ্চলদাস প্রভৃতির পাণ্ডিত্য বুঝিয়া লইবে।

যোগবাসিষ্ঠ-রচয়িতা একজন আধুনিক বেদান্তী ছিলেন। ইহা বাঙ্গালীকি, বসিষ্ঠ অথবা রামচন্দ্র দ্বারা কথিত বা শ্রুত নহে। কারণ তাঁহারা সকলে বেদান্তুযায়ী ছিলেন। তাঁহারা বেদবিরুদ্ধ রচনা করিতে, বলিতে অথবা শুনিতে পারেন না।

(প্রশ্ন)—ব্যাসদেব রচিত শারীরিক-সূত্রেও জীব-ব্রহ্মের একত্ব দৃষ্ট হয়, দেখ—

সম্পাদ্যাহবির্ভাবঃ স্মেন শব্দাৎ ॥ ১ ॥

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরূপন্ত্যাদিভ্যঃ ॥ ২ ॥

চিত্তিতন্যাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যোড়ুলোমিঃ ॥ ৩ ॥

এবমপ্যুপন্ত্যাসাৎ পূর্বেভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥ ৪ ॥

অত এব চানন্ত্যধিপত্তিঃ ॥ ৫ ॥

(বেদান্ত দ০ অ০ ৪। পা০ ৪। সূ০ ১। ৫-৭। ৯)।

অর্থাৎ জীব স্বীয় স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকট হয়। জীব পূর্বে ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। কারণ স্ব-শব্দদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের বোধ হয় ॥ ১ ॥ “অয়মাত্মা অপহত-পাপমা,” ইত্যাদি উক্ত বাক্যে ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত হেতুদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপে জীব স্থিত থাকে, ইহা জৈমিনি আচার্য্যের মত ॥ ২ ॥ ঔড়ুলোমি আচার্য্যের মতে তদাত্মক স্বরূপনিরূপণাদি বৃহদারণ্যকের হেতুরূপ বচনানুসারে, জীব চৈতন্যমাত্র স্বরূপে মুক্তিতে স্থিত থাকে ॥ ৩ ॥ ব্যাসদেব পূর্বেভাব এই সকল উক্তরণ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিরূপ হেতু বশতঃ জীবের ব্রহ্মস্বরূপ হওয়াতে অবিরোধ মানেন ॥ ৪ ॥ যোগী ঐশ্বর্য্যযুক্ত নিজ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অণু অধিপতি রহিত অর্থাৎ স্বয়ং নিজের এবং সকলের অধিপতিরূপ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিতে অবস্থিত থাকেন ॥ ৫ ॥

(উত্তর)—এসকল সূত্রের অর্থ এরূপ নহে। প্রকৃত অর্থ শুধুন! যতদিন জীব স্বীয় শুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া এবং সর্ববিধ মল রহিত হইয়া পবিত্র না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যোগবলে ঐশ্বর্য্য এবং নিজের অন্তর্যামী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে স্থিত হইতে পারে না ॥ ১ ॥ এইরূপে যখন যোগী পাপাদিরহিত এবং ঐশ্বর্য্যযুক্ত হয়, তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত মুক্তির আনন্দ ভোগ করিতে পারেন। জৈমিনি আচার্য্যের এই মত ॥ ২ ॥ যখন জীব অবিজ্ঞা প্রভৃতি দোষ-যুক্ত হয় এবং শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র স্বরূপে স্থির হয় তখনই “তদাত্মকত্ব” অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥ ব্যাসদেবের মত এই যে, যখন জীব জীবদশায় ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়া ঐশ্বর্য্য ও শুদ্ধ

বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখন জীব মুক্ত হইয়া নিজের নির্মল পূর্বস্বরূপে আনন্দভোগ করিতে থাকে ॥৪॥ যখন যোগী সত্যসঙ্কল্প হন, তখন তিনি স্বয়ং পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া মুক্তিযুথ ভোগ করেন। সে স্থানে জীব স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকে। সংসারে যেমন কেহ প্রধান এবং কেহ অপ্রধান থাকে, মুক্তিতে সেইরূপ হয় না। সমস্ত মুক্ত জীব একরূপই হইয়া থাকে ॥৫॥ তাহা না হইলে—

নেতরোন্মুপপত্তেঃ ॥ (১ । ১ । ১৬) ১ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ (১ । ১ । ১৭) ২ ॥

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ॥ (১ । ১ । ২২) ৩ ॥

অগ্নিন্নস্ত চ তদ্ব্যগং শাস্তি ॥ (১ । ১ । ১৯) ৪ ॥

অন্তস্তদ্ব্যপদেশাৎ ॥ (১ । ১ । ২০) ৫ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চাত্মঃ ॥ (১ । ১ । ২১) ৬ ॥

তুহাং প্রবিক্তাবাত্মানৌ হি তদ্বদর্শনাৎ ॥ (১ । ২ । ১১) ৭ ॥

অনুপপত্তেস্ত ন শারীরঃ ॥ (১ । ২ । ৩) ৮ ॥

অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ব্যপদেশাৎ ॥ (১ । ২ । ১৮) ৯ ॥

শারীরশ্চোহভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ (১ । ২ । ২০) ১০ ॥

ব্যাসমুনিকৃত বেদান্তসূত্রোণি ॥

অর্থ—ব্রহ্মতর জীব সৃষ্টিকর্তা নহে। কারণ এই তন্ত্র, অল্পজ্ঞ ও অল্পসামর্থ্যযুক্ত জীবের মধ্যে সৃষ্টিকর্তৃহ সন্তব নহে। অতএব জীব ব্রহ্ম নহে ॥১॥ “রসং হ্যেবাযং লঙ্কানন্দী ভবতি” ইহা উপনিষদের বচন। জীব এবং ব্রহ্ম পৃথক্, কারণ এই ছুইয়ের ভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এইরূপ না হইলে রস অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দস্বরূপ হয়—এই প্রাপ্তিবিষয় ব্রহ্ম এবং পাইবার পাত্র জীবের নিরূপণ হইতে পারে না। অতএব জীব এবং ব্রহ্ম এক নহে ॥২॥

দিব্যো হুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো হৃদ্রঃ ।

অপ্রাণো হমনঃ শুভ্রোহক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥

মুক্তকোপনিষদি (মুঃ ২ খঃ ১ মঃ ২) ॥

দিব্য, শুদ্ধ অমূর্ত্ত, সকলের মধ্যে পূর্ণ, অন্তরে বাহিরে নিরন্তর ব্যাপক, অজ, জন্ম-মরণ-শরীরধারণাদিরহিত, স্বাস-প্রশ্বাস-শরীর-মন সম্বন্ধরহিত, প্রকাশস্বরূপ

ইত্যাদি পরমেশ্বরের বিশেষণ। অক্ষর অর্থাৎ নাশরহিত প্রকৃতি অপেক্ষা জীব সূক্ষ্ম, ইহা অপেক্ষাও পরমেশ্বর সূক্ষ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। যেহেতু প্রকৃতি এবং জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদিত হয়, অতএব প্রকৃতি এবং জীব হইতেও ব্রহ্ম ভিন্ন ॥৩॥ এই সর্বব্যাপক ব্রহ্মে জীবের যোগ অথবা জীবের ব্রহ্মের যোগ প্রতিপাদিত হওয়াতে জীব এবং ব্রহ্ম ভিন্ন। কারণ ভিন্ন পদার্থের মধ্যেই যোগ হইয়া থাকে ॥৪॥ এই ব্রহ্মের অন্তর্যামিত্বাদি ধর্ম কথিত হইয়াছে। জীবের অভ্যন্তরে ব্রহ্ম ব্যাপক বলিয়া, ব্যাপ্য জীব ব্যাপক ব্রহ্ম হইতে পৃথক্। কারণ ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ ভেদেই ঘটে ॥ ৫ ॥ পরমাত্মা যেমন জীব হইতে ভিন্ন-স্বরূপ, সেইরূপ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, পৃথিব্যাदि ভূত, দিক্, বায়ু ও সূর্যাদি দিব্যগুণসমূহের ভোক্তা দেবতাবাচ্য বিদ্বান্ হইতেও পরমাত্মা পৃথক্ ॥ ৬ ॥ “গুহ্যং প্রবিশ্চোঁ সূক্ষ্ণতম লোকে” ইত্যাদি উপনিষদ বচনানুসারে জীব এবং পরমাত্মা পৃথক্। উপনিষদের বহু স্থলে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥ “শরীরে ভঃ শারীরঃ”; শরীরধারী জীব ব্রহ্ম নহে। কারণ ব্রহ্মের গুণ-কর্ম-স্বভাব জীবের ঘটে না ॥ ৮ ॥ (অধিদেবঃ) দিব্য মন এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ, (অধিভূতঃ) পৃথিব্যাदि ভূত, (অধ্যাত্ম) সকল জীবের মধ্যে পরমাত্মা অন্তর্যামী রূপে স্থিত আছেন। কারণ পরমাত্মার ব্যাপকত্ব প্রভৃতি ধর্ম উপনিষদে সর্বত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥৯॥ শরীরধারী জীব ব্রহ্ম নহে। কারণ ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ স্বরূপতঃ সিদ্ধ ॥১০॥

এই সকল শারীরিক সূত্রদ্বারাও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এবং জীবের ভেদ সিদ্ধ হয়। সেইরূপ বেদান্তীদিগের উপক্রম এবং উপসংহারও ঘটিতে পারে না। কারণ উপক্রম অর্থাৎ আরম্ভ ব্রহ্ম হইতে এবং “উপসংহার” অর্থাৎ প্রলয়ও ব্রহ্ম হইতেই হইয়া থাকে। যদি ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু না মান তবে উৎপত্তি এবং প্রলয়ও ব্রহ্মের ধর্ম হইয়া পড়ে। কিন্তু বেদাদি সত্যশাস্ত্রসমূহে উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত ব্রহ্মের প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ব্রহ্ম নবীনবেদান্তীদিগের উপর কুপিত হইবেন! কারণ নির্বিষকার, অপরিণামী, শুদ্ধ, সনাতন এবং অভ্রান্ত ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত ব্রহ্মে বিকার, উৎপত্তি এবং অজ্ঞান প্রভৃতি কোনরূপই সম্ভব হইতে পারে না। সেইরূপ উপসংহার (প্রলয়) হইবার পরেও ব্রহ্ম, কারণাত্মক জড় এবং জীব সর্বদা বিদ্যমান থাকে। এই জন্য উপক্রম এবং উপসংহারও বেদান্তীদিগের মিথ্যা

কল্পনা। এইরূপ অনেক ভ্রান্তিপূর্ণ কথা আছে; সে সকল শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিরুদ্ধ।

অতঃপর জৈন এবং শঙ্করাচার্য্যের কতিপয় অনুযায়ী যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার সংস্কার আখ্যাবর্ত্তে প্রসারিত হইয়াছিল। তাহাদের পরম্পরের মধ্যে খণ্ডন-মণ্ডনও চলিতেছিল। শঙ্করাচার্য্যের তিন শত বৎসর পরে উজ্জয়িনী নগরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য কিঞ্চিৎ প্রতাপশালী হইয়াছিলেন। তিনি রাজশ্রবণের মধ্যে আরক যুদ্ধ মিটাইয়া শান্তি স্থাপন করেন। তৎপরে রাজা ভর্তুহরি কাব্যাদি শাস্ত্র এবং অশ্রাব্য বিষয়েও কথঞ্চিৎ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সংসারবিরাগী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করেন। বিক্রমাদিত্যের পাঁচশত বৎসর পরে ভোজ রাজা হইলেন। তাঁহার ব্যাকরণ এবং কাব্য অলঙ্কারাদির একরূপ প্রচার করিলেন যে, তাঁহাদের রাজ্যে মেঘপালক কালিদাসও রঘুবংশ-কাব্যের রচয়িতা হইয়াছিলেন। কেহ ভোজরাজার নিকট উত্তম শ্লোক রচনা করিয়া লইয়া গেলে, তাঁহাকে প্রচুর ধন দেওয়া হইত এবং তিনি সম্মানও লাভ করিতেন।

অতঃপর রাজশ্রবণ এবং ধনাঢ্যগণ বিজ্ঞাধ্যয়নই পরিত্যাগ করিলেন। যদিও শঙ্করাচার্য্যের পূর্বে এবং বামমার্গীদিগের পরে শৈবাদি সম্প্রদায়ের মতবাদীরা ছিল, তথাপি তাহাদের শক্তিসামর্থ্য ছিল না। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে শৈবদিগের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল। বামমার্গীদিগের দশ-মহাবিজ্ঞা প্রভৃতি শাখার স্থায় শৈবদিগের পাশ্চপত প্রভৃতি বহু শাখা ছিল। লোকেরা শঙ্করাচার্য্যকে শিবের অবতার বলিয়া নির্ধারণ করিল। তাঁহার অনুযায়ী সন্ন্যাসিগণও শৈবমত অবলম্বন করিলেন এবং বামমার্গীদিগকেও তাহাদের সহিত মিলাইতেছিলেন। বামমার্গিগণ শিবপত্নী দেবীর উপাসক এবং শৈবগণ মহাদেবের উপাসক হইলেন। উভয়ে অজ্ঞাবধি রুদ্রাক্ষ ও ভস্মধারণ করেন। কিন্তু শৈবগণ বামমার্গীদিগের স্থায় বেদবিরোধী নহেন।

ধিক্ ধিক্ কপালং ভস্ম-রুদ্রাক্ষ-বিহীনম্ ॥ ১ ॥

রুদ্রাক্ষান্ কণ্ঠদেশে দশনপরিমিতান্ মস্তকে বিংশতী ছে,

ষট্ ষট্ কর্ণপ্রদেশে করযুগলগতান্ দ্বাদশান্ দ্বাদশৈব।

বাহুহোরিন্দোঃ কলাভিঃ পৃথগিতি গদিতমেকমেবং শিখায়াম্,

বক্ষশ্চক্কাহধিকং যঃ কলয়তি শতকং স স্বয়ং নীলকণ্ঠঃ ॥ ২ ॥

এইরূপে ইহারা বহুবিধ শ্লোক রচনা করিয়া বলিতে লাগিল যে, যাহার কপালে ভস্ম এবং কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ নাই, তাহাকে ধিক্ । “তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা” তাহাকে চণ্ডালবৎ বর্জন করা কর্তব্য ॥১॥ যিনি কণ্ঠে বত্রিশ, মস্তকে চল্লিশ, কর্ণে ছয় ছয়টি, হস্তে বার বারটি, বাহুতে ষোল ষোলটি, শিখায় একটি এবং হৃদয়ে একশত আটটি রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ মহাদেব তুল্য ॥২॥ শাক্তেরাও এইরূপ মানে। বামমার্গী এবং শৈবগণ অতঃপর একমত হইয়া যোনি-লিঙ্গ স্থাপন করিল। তাহারা উহাকে জলাধারী এবং লিঙ্গ নাম দিয়া পূজা করিতে লাগিল। নিলজ্জদিগের একটুও লজ্জা হইল না যে, তাহারা এই জঘন্য কার্য্য করিতেছে কেন? জনৈক কবি লিখিয়াছেন, “স্বার্থী দোষং ন পশ্যতি” স্বার্থপর লোকেরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুকার্য্যকেও শ্রেষ্ঠ কার্য্য মনে করে এবং তাহাতে কোন দোষ দেখে না। তাহারা পাষণাদির মূর্ত্তি এবং যোনি-লিঙ্গের পূজায় ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষসিদ্ধি মনে করিতে লাগিল। রাজা ভোজের পরবর্ত্তী কালে জৈনগণ নিজেদের মন্দির সমূহে মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া মূর্ত্তির দর্শন ও স্পর্শনাদির জন্ত যাতায়াত আরম্ভ করিলে তাহাদের শিষ্যেরাও তাহাদের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন ত এই সব পোপের শিষ্যগণও জৈনদের মন্দিরে যাতায়াত করিতে লাগিল। অপর দিকে পশ্চিম পথে ভিন্ন মত এবং যবনগণও আর্য্যাবর্ত্তে যাতায়াত করিতে লাগিল। তখন পোপগণ এই শ্লোক রচনা করিলেন :—

ন বদেদ্যাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ।

হস্তিনা তাদ্যমানোহপি ন গচ্ছেজ্জৈনমন্দিরম্ ॥

যতই কষ্ট হউক না কেন, প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও অর্থাৎ মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলেও যাবনী অর্থাৎ স্লেচ্ছভাষা মুখেও উচ্চারণ করিবে না। উন্নত হস্তী কর্তৃক তাড়িত হইয়া জৈনমন্দিরে প্রবেশ করিলে যদি প্রাণরক্ষা হয়, তথাপি জৈনমন্দিরে প্রবেশ করিবে না। সে স্থানে প্রবেশ করিয়া রক্ষা পাওয়া অপেক্ষা হস্তীর সন্মুখীন হইয়া মরা ভাল। এইরূপ ইহারা নিজেদের শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে লাগিল। যখন কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিত, “আপনাদের মত সন্থকে কোন প্রামাণিক গ্রন্থের প্রমাণ আছে কি?” তখন তাহারা উত্তর দিত, “হাঁ, আছে”। যখন বলা হইত,

“দেখান”, তখন তাহারা মার্কণ্ডেয় পুরাণাদির বচন পাঠ করিত এবং ছুর্গাপাঠে দেবীর যে বর্ণনা লিখিত আছে, তাহা শুনাইত।

রাজা ভোজের রাজ্যে কেহ কেহ ব্যাসদেবের নামে মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও শিবপুরাণ রচনা করিয়াছিল। সে বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া রাজা ভোজ উক্ত পণ্ডিতদিগকে হস্তচ্ছেদনাদি দণ্ডদান করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন যে, যে কেহ কাব্যগ্রন্থাদি রচনা করিবেন, তিনি নিজের নামেই করিবেন, ঋষিমুনিদিগের নামে করিবেন না। এ বিষয় রাজা ভোজ প্রণীত “সঞ্জীবনী” নামক ইতিহাসে লিখিত আছে। এই গ্রন্থ গনালিয়র রাজ্যে “ভিশু” নগরে তেওয়ারী ব্রাহ্মণদিগের গৃহে আছে। লখনুর রাও সাহেব এবং তাঁহার গোমস্তা রামদয়াল চৌবে মহাশয় উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব ৪৪০০ এবং তাঁহার শিষ্যগণ ৫৬০০ শ্লোকযুক্ত অর্থাৎ সর্বসমেত ১০,০০০ শ্লোকযুক্ত মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকসংখ্যা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে ২০,০০০ হয়। মহারাজ ভোজ বলেন যে তাঁহার পিতার সময়ে ২৫,০০০ এবং তাঁহার অর্ধেক বয়সে ৩০,০০০ শ্লোকযুক্ত মহাভারত পাওয়া যায়। শ্লোকসংখ্যা এইরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, মহাভারত এক উটের বোঝা হইয়া পড়িবে। আর ঋষিমুনিদিগের নামে পুরাণাদিগ্রন্থ রচিত হইতে থাকিলে, আর্য্যাবর্তবাসিগণ ভ্রমজালে পতিত হইবে এবং বৈদিকধর্ম্মরহিত হইয়া ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। এতদ্বারা জানা যায় যে, রাজা ভোজের মধ্যে কিছু কিছু বৈদিক সংস্কার ছিল। ভোজ প্রবন্ধে লিখিত আছে :—

ঘট্টেকয়া ক্রোশদশৈকমশ্বঃ স্কৃত্রিমো গচ্ছতি চারুগত্যা ।

বায়ুং দদাতি ব্যজনং সুপুঙ্কলং বিনা মনুষ্যেণ চলত্যজস্রম্ ॥

রাজা ভোজের রাজ্যে এবং তৎসমীপবর্তী স্থানে এমন এমন বহু স্তদক্ষ শিল্পী ছিলেন যে তাঁহারা ঘোটকাকার যন্ত্রকলাযুক্ত এক যান নির্মাণ করিয়াছিলেন, উহা এক ঘণ্টার কম সময়ে ১১ ক্রোশ এবং পূর্ণ এক ঘণ্টায় ২৭½ ক্রোশ যাইত। উহা স্থলে ও অন্তরীক্ষেও যাতায়াত করিত। তাহারা এক প্রকার পাখা এইরূপ প্রস্তুত করিয়াছিল যে, উহা মনুষ্যদ্বারা চালিত না হইয়াও কলা-যন্ত্রবলে গর্ব্বদা চালিত হইত এবং প্রচুর বায়ু সঞ্চার করিত। এই দুই পদার্থ আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিলে ইউরোপীয়গণ অহঙ্কারে এত স্ফীত হইত না।

যখন পোপগণ তাহাদের শিষ্যদিগকে জৈনদিগের নিকটে যাইতে বাধা দিয়াও, তাহাদের জৈনমন্দিরে যাতায়াত বন্ধ করিতে পারিল না এবং লোকেরা জৈনদিগের ধর্মোপদেশ শুনিবার জন্তও যাতায়াত করিতে লাগিল তখন জৈন পোপগণ পৌরাণিক পোপের শিষ্যদিগকে বিভ্রান্ত করিতে লাগিল। পৌরাণিকগণ ভাবিল যে, ইহার কোন উপায় করা উচিত। তাহা না হইলে তাহাদের শিষ্যগণ জৈন হইয়া যাইবে। সুতরাং পৌরাণিক পোপগণ স্থির করিল যে, জৈনদিগের স্থায় তাহাদেরও অবতার, মন্দির, মূর্তি ইউক এবং ধর্মকথা-সম্বন্ধীয় পুস্তক রচিত ইউক। ইহারা জৈনদিগের ২৪ তীর্থঙ্করের স্থায় ২৪ অবতার, মন্দির এবং মূর্তি নির্মাণ করাইল। জৈনদিগের আদি ও উত্তর পুরাণাদির স্থায় পৌরাণিকদিগের অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হইতে লাগিল।

রাজা ভোজের দেড়শত বৎসর পরে বৈষ্ণব মতের সূত্রপাত হয়। “শঠকোপ” নামক একব্যক্তি কঞ্জর-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার দ্বারা এই মত কিঞ্চিৎ প্রচলিত হইল। মেধর কুলোদ্ভব মুনিবাহন এবং তৃতীয় যবনকুলোদ্ভব যবনাচার্য আচার্য হইলেন। তদনন্তর চতুর্থ ব্রাহ্মণ-কুলজাত রামানুজ আবির্ভূত হইলেন। তিনি তাঁহার মত প্রসারিত করেন। শৈবগণ শিবপুরাণাদি, শাক্তগণ দেবীভাগবতাদি এবং বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুপুরাণাদি রচনা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা এসকল গ্রন্থ নিজের নামে প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, তাঁহাদের নামে রচিত হইলে এসকল গ্রন্থ কেহই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিবেন না। এইজন্ত তাঁহারা ব্যাসাদি ঋষি-মুনিদিগের নামে পুরাণ রচনা করিলেন। যাস্তবিক, এসকল গ্রন্থের “নবীন” নাম রাখাই উচিত ছিল। কিন্তু যেমন কোন দরিদ্র ব্যক্তি নিজ পুত্রের নাম “মহারাজাধিরাজ” এবং আধুনিক পদার্থের নাম “সনাতন” রাখে, সেইরূপ এ বিষয়েও আশ্চর্য্য কি? ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যেমন বিবাদ আছে, সেইরূপ পুরাণগুলির মধ্যেও বিবাদ রহিয়াছে।

মেধ! দেবীভাগবতে শ্রীপুরের অধিষ্ঠাত্রী “শ্রী” নাম্নী এক দেবীর উল্লেখ আছে। তিনি সমগ্র জগৎ এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহাদেবকেও সৃষ্টি করিলেন। যখন দেবীর ইচ্ছা হইল, তখন তিনি তাঁহার হস্ত ঘর্ষণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার হস্তে এক স্ফোটক হইল। সেই স্ফোটক হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। দেবী ব্রহ্মাকে বলিলেন, “তুমি আমাকে বিবাহ কর”। ব্রহ্মা বলিলেন, “তুমি আমার মাতা হও,

আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি না”। তাহা শুনিয়া মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে ভস্মীভূত করিলেন। তিনি পুনরায় হস্ত ঘর্ষণ করিয়া পূর্বের স্থায় দ্বিতীয় পুত্র উৎপন্ন করিলেন এবং তাহার নাম বিষ্ণু রাখিলেন। বিষ্ণুকেও পূর্বোক্তরূপে বলিলেন। বিষ্ণু স্বীকৃত না হইলে তাঁহাকেও তিনি ভস্মীভূত করিলেন। দেবী পুনরায় পূর্বোক্তরূপে তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন করিয়া তাহার নাম “মহাদেব” রাখিলেন এবং তাঁহাকেও বলিলেন, “তুমি আমাকে বিবাহ কর”। মহাদেব বলিলেন; “আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি না, তুমি অশ্ব স্ত্রীদেহ ধারণ কর”। দেবী তাহাই করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন, “এই দুইস্থানে ভস্মের স্থায় কি পড়িয়া আছে”! দেবী বলিলেন, “ইহারা তোমার দুই ভাই; ইহারা আমার আঞ্জা পালন করে নাই বলিয়া আমি ইহাদিগকে ভস্মীভূত করিয়াছি”। মহাদেব বলিলেন, আমি একা কি করিব? ইহাদিগকে জীবিত কর এবং আরও দুইজন স্ত্রীলোক উৎপন্ন কর। তিন জনের বিবাহ তিন জনের সহিত হইবে”। দেবী তাহাই করিলেন। অনন্তর তিন জনের সহিত তিন জনের বিবাহ হইল। বাহবা! মাতাকে বিবাহ করিল না, কিন্তু ভগ্নীকে বিবাহ করিল! ইহা কি উচিত কার্য্য বলিয়া মনে করিতে হইবে? পরে দেবী ইন্দ্রাদিকে উৎপন্ন করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং ইন্দ্রকে তাঁহার পাক্ষীবাহক ভূত করিলেন। এইরূপ মনগড়া সুদীর্ঘ গল্প রচিত হইয়াছে। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, “দেবীর শরীর এবং স্ত্রীপুরের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? দেবীর মাতাপিতা কাহার ছিলেন”? যদি বলে যে দেবী অনাদি, তবে সংযোগজ বস্তু কখনও অনাদি হইতে পারে না। যদি মাতা পুত্রের বিবাহ করিতে ভয় পায়, তবে ভ্রাতার ভগ্নী বিবাহ করা এমন কি ভাল কথা?

এই “দেবীভাগবতে” যেমন মহাদেব, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাদির হীনতা ও দেবীর মহত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ “শিবপুরাণে” দেবী প্রভৃতির অনেক হীনতা বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহারা সকলে মহাদেবের দাস এবং মহাদেব সকলের ঈশ্বর। যদি রুদ্রাক্ষ অর্থাৎ বৃকবিশেষের ফলের আঁটি এবং ভস্ম ধারণ করিলে মুক্তি হয় বলিয়া মনে করা যায়, তবে ভস্মে লুপ্তিত গর্দভ প্রভৃতি পশুর, কুঁচাদির ধারণকারী ভীল ও কঞ্জর প্রভৃতির এবং শূকর কুকুর গর্দভাদি ভস্ম লুপ্তিত পশুদিগের মুক্তি হয় না কেন?

(প্রশ্ন)—“কালাগ্নিক্রোধোপনিষদে” ভস্মলেপন করিবার যে বিধান আছে, তাহা কি মিথ্যা? এবং “ত্র্যাম্বকং জমদগ্নেং”, (যজুর্বৈদবচন) ইত্যাদি বেদমন্ত্রে

ভাস্কর্য্যের বিধান আছে। আর পুরাণে বর্ণিত আছে যে রুদ্রের চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হওয়াতে যে-বৃক্ষ হইয়াছিল, তাহার নাম রুদ্রাক্ষ। এইরূপে রুদ্রাক্ষ ধারণে পুণ্য হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। একটি মাত্র রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলেও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে যাওয়া যায়, যমরাজ ও নরকের ভয় থাকে না। (উত্তর)—“কালাগ্নিরূপোপনিষৎ” কোন “রথোড়িয়া” অর্থাৎ ভাস্কর্য্যের রচনা করিয়াছে। কারণ “যন্ত প্রথমা রেখা সা ভুলোকঃ”, ইত্যাদি বচন (উক্ত গ্রন্থে) নিরর্থক। প্রতিদিন হস্তরচিত ভাস্কর্য্যে বিরূপে ভুলোক বা তাহার বাচক হইতে পারে? আর যে “ত্র্যাম্বক জমদগ্নিঃ” ইত্যাদি মন্ত্র আছে তাহা ভাস্কর্য্য অথবা ত্রিপুণ্ড্র ধারণের সূচক নহে; কিন্তু “চক্ষুর্বৈ জমদগ্নিঃ”, (শতপথ) “হে পরমেশ্বর! আমার নেত্রের জ্যোতিঃ (ত্র্যাম্বক) তিন গুণ অর্থাৎ তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত থাকুক; আর আমিও এমন পুণ্যকর্ম্ম করি যাহাতে আমার দৃষ্টিনাশ না হয়”। ভাল, ইহা কত বড় মুখতার কথা যে, অশ্রুপাত হইতেও বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে! কেহ কি পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্ম্মের অশ্রুপাত করিতে পারে? পরমাত্মা যে-বৃক্ষের যে-বীজ রচনা করিয়াছেন, সে-বীজ হইতেই সে-বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে; অশ্রুপাত নহে। এই হেতু রুদ্রাক্ষ, ভাস্কর্য্য, তুলসী, কমলাক্ষ, বাস এবং চন্দনাদি কণ্ঠে ধারণ করা বহু পশুপৎ মনুষ্যের কার্য্য। এইরূপে বামমার্গী এবং শৈবগণ অতিশয় মিথ্যাচারী, বিরোধী এবং কর্তব্যভাগী। তাহাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তিনি এ-সকল কথা বিশ্বাস না করিয়া সংকর্ষ করিয়া থাকেন। যদি রুদ্রাক্ষ এবং ভাস্কর্য্যধারণ করিলে যমরাজের দূত ভয় পায়, তবে সম্ভবতঃ পুলিশের সিপাহীরাও ভয় পায়! যদি কুকুর, সিংহ, সর্প, বৃশ্চিক, মক্ষিকা এবং মশক প্রভৃতিও রুদ্রাক্ষ এবং ভাস্কর্য্যধারণীগকে ভয় না করে, তবে স্ত্রীয়াধীশগণ তাহাদিগকে ভয় করিবেন কেন?

(প্রশ্ন)—বামমার্গী এবং শৈবগণ প্রশংসনীয় না ইউন কিন্তু বৈষ্ণবগণ ত প্রশংসনীয়? (উত্তর)—বৈষ্ণবগণও বেদবিরোধী বলিয়া তদপেক্ষা নিন্দনীয়। (প্রশ্ন)—

“নমস্তে রুদ্রমন্ত্ৰবে।” “বৈষ্ণবমসি।” “বামনায় চ।” “গণানাং হ্রা গণপতিং হবামহে।” “ভগবতী ভূয়াঃ।” “সূর্য্য আত্মা জগতস্তম্বুশ্চ।”

এই সব বেদ-প্রমাণ দ্বারা শৈব প্রভৃতি মত সিদ্ধ হয়; তবে আবার খণ্ডন করিতেছেন কেন? (উত্তর)—এই সকল বচনদ্বারা শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায় সিদ্ধ হয়

না। কারণ, “রুদ্র” পরমেশ্বর, প্রাণাদি বায়ু, জীব এবং অগ্নি ইত্যাদির নাম। যিনি রুদ্র হইয়া দুইটিদিকে রোদন করান সেই রুদ্র পরমাত্মাকে নমস্কার, প্রাণ ও ঋতরাগ্নিকে অন্ন দিবে (নম ইতি অন্ননাম—নিঘণ্টু ২।৭), যিনি মঙ্গলকারী এবং যিনি সমস্ত জগতের অত্যন্ত হিতকারী সেই পরমাত্মাকে নমস্কার।

“শিবস্ত পরমেশ্বরস্তায়ং ভক্তঃ শৈবঃ।” “বিষ্ণোঃ পরমাত্মনোহয়ং ভক্তো বৈষ্ণবঃ।” “গণপতেঃ সকল জগৎস্বামিনোহয়ং সৈবকো গাণপতঃ।” “ভগবত্যাঃ বাণ্যা অয়ং সৈবকঃ ভাগবতঃ।” “সূর্য্যস্ত চরাচরাত্মনোহয়ং সৈবকঃ সৌরঃ।”

এ সকল রুদ্র, শিব, বিষ্ণু, গণপতি এবং সূর্য্যাদি পরমেশ্বরের নাম এবং ভগবতী সত্য-ভাষণযুক্তা বাণীর নাম। এ সকল না বুঝিয়া লোকে বিরূপ বিবাদ বাধাইয়াছে যথা—

কোন এক নৈরাগীর দুই চেলা ছিল। তাহারা প্রতিদিন গুরুর পা টিপিয়া দিত। তাহারা ভাগ করিয়া একজন দক্ষিণ এবং অল্প জন বাম পদ সেবার ভার লইয়াছিল। একদিন তাহাদের একজন বাজার করিবার জন্য কোন স্থানে গমন করে। অপর জন নিজ সেব্য পদের সেবা করিতে থাকে। ইত্যবসরে গুরুদেব পার্শ্বপরিবর্তন করাতে উক্ত শিষ্যের সেব্য পদের উপর তাহার গুরু-ভ্রাতার সেব্য পদ পতিত হইল। তাহাতে সে দণ্ড লইয়া সেই পদের উপর আঘাত করিল। গুরু বলিলেন, “ওরে দুষ্ট! তুই একি করিলি”? চেলা বলিল, “আমার সেব্যপদের উপর এই পদ আসিয়া পড়িল কেন?” ইত্যবসরে যে চেলা বাজারে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিল। সেও সেদ্ব্য পদের সেবা করিতে আরম্ভ করিল। সে দেখিল যে, সেই পদ ফুলিয়া গিয়াছে। তখন সে বলিল, “গুরুদেব! আমার এই সেব্য পদের কি হইয়াছে”? গুরু সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তখন সেই মূর্খও নিঃশব্দে দণ্ড লইয়া সজোরে গুরুর অঙ্গ পদের উপর আঘাত করিল। তখন গুরু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন উভয় চেলা দণ্ড লইয়া তাহার দুই পদের উপর আঘাত করিতে লাগিল। মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। তাহা শুনিয়া লোকেরা আসিয়া বলিল, “সাধু! আপনার কি হইয়াছে? তাহাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাধুকে ছাড়াইয়া লইয়া, সেই মূর্খ চেলাদ্বিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন

“যেথ, এই চুই পদই তোমাদের গুরুর । এই পদদ্বয়েরই সেবা করিলে তিনি স্নাত্ত প্রাপ্ত হন, তাহাতে ব্যথা দিলে তাঁহারই কষ্ট হয়” ।

একই গুরুর সেবায় শিষ্যেরা যেমন লীলা-খেলা করিল, সেইরূপ এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, অনন্ত-স্বরূপ পরমাত্মার বিষ্ণু এবং রুদ্র প্রভৃতি যে অনেক নাম আছে এবং যে-সকল নামার্থ প্রথম সমুদ্রাসে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সত্যার্থ না জানিয়া শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণবদি সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরের নিন্দা করিয়া থাকে । অল্পবুদ্ধিগণ একটুও নিজেদের বুদ্ধি খাটাইয়া চিন্তা করে না যে, বিষ্ণু, রুদ্র, এবং শিবাদি নাম এক অদ্বিতীয়, সর্বনিয়ন্তা ও সর্বাস্তর্যামী জগদীশ্বরের অনেক গুণ-কর্ম-স্বভাব সূচক বলিয়া তাঁহারই বাচক । ভাল, এমন মূর্খদিগের উপর কি ঈশ্বরের কোপ হয় না ? এখন চক্রাক্ত বৈষ্ণবদিগের অদ্ভুত লীলা দেখুন !

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মালা মল্লস্তথৈব চ ।

অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তহেতবঃ ॥

অতপ্ততনূর্ন তদাগো অশ্নুতে । ইতি শ্রুতং ।

(রামানুজপটলপদ্ধতৌ)

অর্থাৎ (তাপঃ) শব্দ, চক্র, গদা এবং পদ্মের চিহ্ন সমূহকে অগ্নিতে তাপাইয়া বাহ্যমূলে দাগ দিবার পর ছন্ধপূর্ণ পাত্রে শীতল করা হয় এবং কেহ কেহ সেই ছন্ধ পানও করে । এখন দেখুন ! প্রত্যক্ষ মনুষ্যমাংসের স্বাদও সম্ভবতঃ তাহাঙ্কিত থাকে । ইহারা এইরূপ কর্মদ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার আশা করে এবং বলে যে, শব্দ-চক্রাদির দ্বারা শরীর তপ্ত করা ক্ষতীত জীব পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, কারণ সে (আমঃ) অর্থাৎ কাঁচা । যেমন কাহারও নিকট রাজ্যের চাপরাস প্রভৃতি চিহ্ন থাকিলে সকলে তাহাকে রাজপুরুষ মনে করিয়া ভয় করে, সেইরূপ বিষ্ণুর শব্দ-চক্রাদি অস্ত্র চিহ্ন দেখিয়া যমরাজ এবং তাঁহার দূতগণ ভীত হন ও বলেন—

দোহা—বানা বড়া দয়াল কা, তিলক ছাপ গুর মাল ।

যম ডরপে কালু কহে, ভয় মানে ভূপাল ॥

অর্থাৎ ভগবানের ভেক, তিলক, ছাপ এবং মালা ধারণ করা শ্রেষ্ঠ কার্য্য । তদ্বারা যমরাজ এবং রাজাও ভীত হন । এইরূপই (পুণ্ড্রম্) ললাটে ত্রিশূলের স্থায় চিহ্ন

অঙ্কিত করা, (নাম) নারায়ণ দাস, বিষ্ণুদাস অর্থাৎ দাস-শব্দান্ত নাম রাখা, (মালা) পদ্মবীজের মালা এবং পঞ্চম (মন্ত্র) যথা :—ওম্ নমো নারায়ণায় ॥ ১ ॥ ইহারা জনসাধারণের জ্ঞান এই মন্ত্র রচনা করিয়াছে। সেইরূপ—শ্রীমন্নারায়ণ-চরণ শরণ প্রপঞ্চে ॥ শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ ॥ ২ ॥ শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ ॥ ৩ ॥ ইত্যাদি মন্ত্র ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্তদিগের জ্ঞান রচনা করিয়াছেন। দেখুন! ইহাও এক প্রকার ব্যবসায় বিশেষ। যেমন মুখ তেমন তিলক! এই পাঁচ সংস্কারকে চক্রাঙ্কিতগণ মুক্তির হেতু বলিয়া মানেন। মন্ত্র গুলির অর্থ—আমি নারায়ণকে নমস্কার করিতেছি ॥ ১ ॥ আমি লক্ষ্মীযুক্ত নারায়ণের চরণারবিন্দের শরণ লইতেছি ॥ ২ ॥ আমি শ্রীযুক্ত নারায়ণকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৩ ॥ অর্থাৎ শোভাযুক্ত নারায়ণকে আমার নমস্কার। বামমার্গিগণ যেমন পঞ্চ-মকার মানে, চক্রাঙ্কিতগণও সেইরূপ পাঁচ সংস্কার মানে। তাহারা শব্দ-চক্রদ্বারা দাগ দিবার জ্ঞান যে বেদ মন্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করে, তাহার পাঠ এবং অর্থ এইরূপ :—

পবিত্রং তে বিতং ব্রহ্মগম্পতে প্রভুর্গাত্রাণি পর্য্যেষি বিশ্বতঃ ।

অতপ্ততনুং তদামো অশ্নুতে শূতাস ইদ্বহস্তস্তৎসমাশত ॥ ১ ॥ তপোপ্পবিত্রং

বিতং দিবস্পদে ॥ ২ ॥ (ঋ. ম. ৯ । সূ. ৮৩ । মন্ত্র ১—২) ॥

হে ব্রহ্মগম্পতে! বেদের রক্ষক, সর্বসামর্থ্যযুক্ত, সর্বশক্তিমান প্রভো! আপনি নিজ ব্যাপ্তি দ্বারা সংসারের সকল অবয়ব ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য, সত্যভাষণ, শম, দম, যোগাভ্যাস, জিতেন্দ্রিয়তা এবং সংসঙ্গ ইত্যাদি তপশ্চর্য্যারহিত অপরিপক্ক অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট আত্মা, আপনার সেই সর্বব্যাপক পবিত্র স্বরূপকে প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যাঁহারা পূর্বোক্ত তপঃপ্রভাবে শুদ্ধ হন, তাঁহারাই তপশ্চর্য্যা করিতে করিতে আপনার শুদ্ধ স্বরূপকে উত্তমরূপে প্রাপ্ত হন ॥ ১ ॥ যাঁহারা প্রকাশ-স্বরূপ পরমেশ্বরের স্থিতিতে বিস্তৃত, পবিত্র আচরণরূপ তপশ্চর্য্যা করেন, তাঁহারাই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত ॥ ২ ॥

এখন চিন্তা করুন যে রামানুজীয় প্রভূতি এই মন্ত্র হইতে কিরূপে “চক্রাঙ্কিত” হওয়া সিদ্ধ করে? ভাল, বলুন! তাহারা কি বিদ্বান না অবিদ্বান ছিল? যদি বলেন যে বিদ্বান ছিল, তবে মন্ত্রটির এইরূপ অসম্ভব অর্থ করিল কেন? এই মন্ত্রে “অতপ্ততনুঃ” শব্দ আছে; কিন্তু “অতপ্ত ভূজৈবদেশঃ” নাই। আবার

“অভ্যন্তরঃ” ইহার অর্থ নখ-লিখাগ্র পর্যন্ত সমুদায়। যদি চক্রাক্ষিতগণ এই প্রমাণ হইতে অগ্নি দ্বারাই তাপিত করা স্বীকার করে, তবে নিজ নিজ শরীরকে কোন চুল্লীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করুক। তাহাও এই মন্তব্য বিরুদ্ধে হয়। কারণ মন্ত্রে সত্যভাষণাদি পবিত্র কৰ্ম্মকে তপশ্চর্যা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

ঋতং তপঃ সত্যং (তপঃ শ্রুতং তপঃ শাস্তং) তপো দমস্তপঃ
স্বাধ্যায়স্তপঃ ॥ তৈত্তিরীয়ঃ প্রঃ ১০। অঃ ৮ ॥

এ-সকলকে তপ বলে। (ঋতং তপঃ) যথার্থ শুদ্ধভাব, সত্য মানা, সত্য বলা, সত্য করা, মনকে অধর্ম্ম-মার্গ হইতে নিবৃত্ত করা, বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহকে অশ্রায় আচরণ হইতে বিরত রাখা অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়-মন দ্বারা শুভ কৰ্ম্মের আচরণ করা, বেদাদি সত্যবিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এবং বেদামূলকুল আচরণ প্রভৃতি পুণ্য-কৰ্ম্মামুষ্ঠানের নাম তপ। কোন ধাতুকে তপ্ত করিয়া তদ্বারা চর্ম্ম দগ্ধ করাকে তপ বলে না। দেখ! চক্রাক্ষিতগণ তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মনে করে কিন্তু তাহারা তাহাদের পরম্পরা এবং কুরুক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না।

“শঠকোপ” নামক এক ব্যক্তি চক্রাক্ষিতদিগের আদি পুরুষ ছিল। চক্রাক্ষিতদিগের গ্রন্থ-সমূহ এবং নাভা-ডোম রচিত ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিয়াছে :—

বিক্রীয় শূর্ণং বিচচার যোগী।

এই সব বচন চক্রাক্ষিতদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে। শঠকোপ যোগী কুলা নিৰ্ম্মাণ করিত এবং তাহা বিক্রয়ার্থ বিচরণ করিত অর্থাৎ সে “কঙ্কর” জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ সে ব্রাহ্মণদিগের নিকট অধ্যয়ন করিতে অথবা উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহারা তাহাকে তিরস্কার করিয়া থাকিবেন। এই নিমিত্ত সে ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধ সম্প্রদায়, তিলক এবং চক্রাক্ষিত প্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ মনগড়া নানা বিষয়ের প্রচলন করিয়া থাকিবে। শঠকোপের চেলা “মুনিবাহন” চাণাল বর্ষে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার চেলা “যাবনাচার্য্য” যখন-কুলোৎপন্ন ছিল। কেহ-কেহ তাহার নাম পরিবর্তন করিয়া তাহাকে “বামুনাচার্য্য”ও বলিয়া থাকেন। তাহার পরে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব “রামানুজ” চক্রাক্ষিত হইলেন। তাহার পূর্বের কতিপয় হিন্দী-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। রামানুজও কষ্টিং সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃতে শ্লোকবদ্ধ গ্রন্থ, শারীরিক সূত্র ও

উপনিষদের টীকা শঙ্করাচার্য্যাকৃত শারীরিক সূত্রের টীকার বিরুদ্ধে রচনা করেন। তিনি শঙ্করাচার্য্যের অনেক নিন্দা করেন।

শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমত—জীব-ব্রহ্ম এক, বাস্তবিক দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই, জগৎ-প্রপঞ্চ সমস্ত মিথ্যা। মায়ারূপ এবং অনিত্য। রামানুজের মত ইহার বিরুদ্ধ। তাঁহার মতে জীব, ব্রহ্ম এবং মায়ার তিনটিই নিত্য। এস্থলে বিচার্য্য এই যে, শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞায় ব্রহ্মাতিরিক্ত জীব এবং কারণ-বস্তু স্বীকার না করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আর রামানুজের এই অংশে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অর্থাৎ জীব এবং মায়ার সহিত পরমেশ্বর এক, এইরূপ তিন মন্না অথচ অদ্বৈত বলা ও জীবকে সর্ববধা ঈশ্বরের অধীন ও পরতন্ত্র মানা সর্ববধা ব্যর্থ। কণ্ঠী, তিলক, মালা এবং মূর্ত্তি পূজা প্রভৃতি ভ্রান্তমত প্রচলন করা ও অসঙ্গত কথা চক্রাক্ষিতদের মধ্যে আছে। চক্রাক্ষিত মত যতদূর বেদবিরুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্যের মত ততদূর বেদ বিরুদ্ধ নহে।

(প্রশ্ন)—মূর্ত্তিপূজা কোথা হইতে প্রচলিত হইল? (উত্তর)—জৈনদিগের নিকট হইতে। (প্রশ্ন)—জৈনগণ কোথা হইতে প্রচলিত করিল? (উত্তর)—নিজেদের মূর্ত্তি হইতে। (প্রশ্ন)—জৈনগণ বলেন যে, শাস্ত্র, ধ্যানাবস্থিত, উপবিষ্ট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিজের আত্মারও শুভ পরিণাম হইয়া থাকে। (উত্তর)—জীব চেতন কিন্তু মূর্ত্তি জড়। তবে কি জীবও মূর্ত্তির জ্ঞায় জড় পদার্থ হইয়া যাইবে? মূর্ত্তিপূজা কেবল ভ্রান্তমত বিশেষ। ইহা জৈনগণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। এইজন্ত দ্বাদশ সমুদ্রাসে এই মতের খণ্ডন করা হইবে। (প্রশ্ন)—শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় মূর্ত্তিপূজায় জৈনদিগের অনুকরণ করে নাই। বৈষ্ণবদিগের মূর্ত্তিও জৈনদিগের মূর্ত্তির জ্ঞায় নহে। (উত্তর)—অবশ্য ইহা সত্য। জৈন-মূর্ত্তির অনুকরণে নিৰ্ম্মিত হইলে, এ-সকল জৈনমতের সহিত মিশিয়া যাইত। এই নিমিত্ত জৈনমূর্ত্তির বিরুদ্ধ মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করা হইয়াছিল। বিশেষতঃ জৈনদিগের সহিত বিরোধ করা বৈষ্ণবদিগের এবং বৈষ্ণবদিগের সহিত বিরোধ করা জৈনদিগের প্রধান কার্য্য ছিল। জৈনগণ তাঁহাদের মূর্ত্তিগমূহ কিবদন্ত, ধ্যানাবস্থিত এবং সংসারবিরাগী মনুষ্যের আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া নিৰ্ম্মাণ করিত। বৈষ্ণবাদি তদ্বিরুদ্ধ যথেষ্ট শৃঙ্গারযুক্ত, স্ত্রীলোকের সহিত রঙ্গ-রাগ-ভোগ-বিষয়াসক্তি-সূচক আকৃতিবিশিষ্ট, দণ্ডায়মান এবং উপবিষ্ট মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিত। জৈনগণ শব্দ-ঘণ্টা-কাঁসি-ঘড়ী প্রভৃতি বাজায় না। কিন্তু বৈষ্ণবাদি মহাকোলাহল করিয়া থাকে। এইরূপ লীলা-খেলা রচনা করাতেই ত

বৈষ্ণবদি সম্প্রদায়স্থ পোপদিগের শিষ্যেরা জৈনদিগের জাল হইতে বাঁচিয়া ইহাদিগের লীলার জড়িত হইল এবং ব্যাসাদি মহর্ষির নামে মনঃড়া অসম্ভব গাধাসম্বলিত গ্রন্থ রচনা করিল। তাহারা ঐ সকল গ্রন্থের নাম পুরাণ রাখিয়া কথকতাও শুনাইতে আরম্ভ করিল। অতঃপর এইরূপ বিচিত্র মায়া রচনা করিতে লাগিল যে, প্রস্তরমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া গোপনে কোন পর্বতে অথবা অরণ্যাদিতে রাখিয়া আসিত, অথবা ভূমিতে পুতিয়া রাখিত। পরে ইহারা চেলাদের মধ্যে ঘোষণা করিত যে রাত্রিকালে মহাদেব, পার্বতী, রাধাকৃষ্ণ, সীতাম্রাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, ভৈরব এবং হনুমান প্রভৃতি স্বপ্নে বলিয়া দিয়াছেন, ‘আমি অমুক স্থানে আছি, আমাকে সে স্থান হইতে আনিয়া মন্দিরে স্থাপন কর এবং তুমি আমার পূজারী হইলে আমি মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করিব’। জ্ঞানান্ধ ধনাঢ্যগণ এ সকল পোপলীলা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেন, “এখন এই মূর্ত্তি কোথায় আছে”? তখন “পোপ” বলিতেন, “অমুক পর্বতে অথবা অরণ্যে আছে; আমার সঙ্গে চল দেখাইব”। তখন জ্ঞানান্ধগণ সেই ধূর্তের সঙ্গে সে স্থানে যাইয়া মূর্ত্তি দর্শন করিত এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার পায়ে পড়িয়া বলিত, “আপনার উপরে এই দেবতার বড়ই কৃপা; এখন ইহাকে আপনি লইয়া চলুন, আমি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিব। মন্দিরে এই দেবতার স্থাপনা করিয়া আপনি পূজা করিবেন। আমরাও এই প্রতাপশালী দেবতার দর্শন-স্পর্শন করিয়া মনোবাঞ্ছিত ফল লাভ করিব”। একজনের এইরূপ লীলা-খেলা রচনার পর দেখাদেখি সকল “পোপ” তাহাদের জীবিকার্থ ছলনা-কপটতা সহকারে বিভিন্ন মূর্ত্তি স্থাপন করিল।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বর নিরাকার, তিনি ধ্যানগম্য নহেন। এইজন্য মূর্ত্তি অবশ্যই ঠাকা উচিত। ভাল, যে ব্যক্তি কিছুই করে না সেও মূর্ত্তির সম্মুখে যাইয়া করযোড়ে পরমেশ্বরের নাম স্মরণ ও উচ্চারণ করে। ইহাতে কতি কি? (উত্তর)—পরমেশ্বর নিরাকার এবং সর্বব্যাপক। তাহার মূর্ত্তিই নির্মিত হইতে পারে না। কেবলমাত্র মূর্ত্তি দর্শনে পরমেশ্বরের স্মরণ হইলে, ঈশ্বর তাঁহার স্মৃতি যে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং বনস্পতি প্রভৃতি বিবিধ পদার্থে অন্তত রচনা করিয়াছেন, সেই পৃথিবী ও পর্বতাদি পরমেশ্বর-রচিত মহামূর্ত্তি স্বরূপ এবং যাহা হইতে ঐ সকল মনুষ্যকৃত মূর্ত্তি সমূহ নির্মিত হয় সে সকল দেখিয়া কি পরমেশ্বরের স্মরণ হইতে পারে না? তুমি বলিতেছ

যে, মূর্তি দর্শনে পরমেশ্বরের স্মরণ হয়, তোমার এই উক্তি সর্বথা মিথ্যা। কারণ সেই মূর্তি সম্মুখে না থাকিলে যখন পরমেশ্বরের স্মরণ হইবে না, তখন মনুষ্য নির্ভর পাইয়া চৌর্য্য এবং লাম্পট্য প্রভৃতি কুকর্মে রত হইতে পারে। কেন না সে জানে যে এ সময়ে এখানে কেহই আমাকে দেখিতেছে না। ফলে সে অনর্থ না করিয়া ছাড়ে না। এইরূপে পাষণাদি মূর্তিপূজায় অনেক দোষ ঘটে। এখন দেখুন! যিনি পাষণাদি মূর্তিকে না মানিয়া সর্বব্যাপক, সর্বাস্তর্য্যামী এবং স্মারকারী পরমাত্মাকে সর্বত্র সর্বদা জানেন এবং মানেন, তিনি তাঁহাকে সকলের সদসংকর্ষের জ্ঞাপ্তা এবং স্মরণ পরমাত্মা হইতে ক্ষণ মাত্রও দূর নহেন জানিয়া কুকর্ম্ম করা দূরে থাকুক, মনেও কুচেষ্টা করিতে পারেন না। কারণ তিনি জানেন, “যদি আমি বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারাও কোন কুকর্ম্ম করি, তবে এই অন্তর্য্যামীর স্মারবিধানে কিছুতেই দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইব না”।

আবার কেবলমাত্র নামস্মরণেও কোন ফল হয় না। “মিথ্রি, মিথ্রি” বলিলে মিষ্ট এবং “নিম্ব, নিম্ব” বলিলে তিক্ত অনুভব হয় না। জিহ্বা দ্বারা আশ্বাদন করিলেই মিষ্টত্ব অথবা তিক্তত্ব জানা যায়।

(প্রশ্ন)—নাম লওয়া কি সর্বথা মিথ্যা? পুরাণে নামস্মরণের বিশেষ মাহাত্ম্য লিখিত আছে। (উত্তর)—তোমাদের নাম লইবার প্রণালী ভাল নহে। তোমরা যেভাবে নাম স্মরণ কর উহা মিথ্যা। (প্রশ্ন)—আমাদের প্রণালী কিরূপ? (উত্তর)—বেদ-বিরুদ্ধ। (প্রশ্ন)—ভাল, এখন আপনি আমাদের নাম স্মরণের বেদোক্ত প্রণালী বলিয়া দিন। (উত্তর)—নামস্মরণের প্রণালী এইরূপ হওয়া উচিত, যেমন ঈশ্বরের এক নাম “স্মারকারী”। ইহার অর্থ এই যে যেমন পক্ষপাত রহিত হইয়া পরমাত্মা সকলের প্রতি যথোচিত স্মার বিচার করেন, সেইরূপ বুঝিয়া সকলে অশ্বের প্রতি সর্বদা স্মারসঙ্গত ব্যবহার করিবে; কখনও অস্মার করিবে না। এইরূপ একটিমাত্র নামের দ্বারাও মনুষ্যের কল্যাণ হইতে পারে।

(প্রশ্ন)—আমরাও জানি যে, পরমেশ্বর নিরাকার কিন্তু তিনি শিব, হিষ্টু, গণেশ, সূর্য্য এবং দেবী প্রভৃতির শরীর ধারণ করিয়া রামকৃষ্ণাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার মূর্তি নির্মিত হয়। ইহাও কি মিথ্যা? (উত্তর)—অবশ্য মিথ্যা। কারণ “অজ একপাৎ”, “অকারম্” ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা বেদে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর জন্ম-মরণ

রহিত। তিনি শরীর ধারণ করেন না। সেইরূপ যুক্তি দ্বারাও পরমেশ্বরের অবতার কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ তিনি আকাশবৎ সর্বত্র ব্যাপক ও অনন্ত এবং সুখদুঃখ ও দৃশ্যদ্র প্রভৃতি গুণ রহিত। তিনি এক ক্ষুদ্র বীৰ্য্যো, ক্ষুদ্র গর্ভাশয়ে এবং ক্ষুদ্র শরীরে কিরূপে আসিতে পারেন? যিনি একদেবী, তাঁহার যাওয়াযাত আছে। কিন্তু যিনি অচল ও অদৃশ্য এবং বাঁহা হইতে একটি পরমাণুও পৃথক্ নহে, তাঁহার অবতার বলা যেন বন্ধা-পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহার পৌত্র দর্শন করার জায়। (প্রশ্ন)—যেহেতু পরমেশ্বর ব্যাপক, অতএব তিনি মূর্তিতেও আছেন। সুতরাং যে কোন পদার্থে ইচ্ছা ভাবনা করিয়া তাঁহার পূজা করা কি ভাল নহে? দেখ :—

ন কাঠে বিদ্যতে দেবো ন পাষাণে ন মৃগ্ময়ে ।

ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ভাবো হি কারণম্ ॥

দেব পরমেশ্বর কাঠ, পাষাণ অথবা মৃত্তিকানির্মিত কোন পদার্থে থাকেন না, তিনি ভাবেই বিদ্যমান থাকেন। যে-স্থানে ভাবনা করা যায়, সে-স্থানেই পরমেশ্বর সিদ্ধ হন।

(উত্তরঃ)—যেহেতু পরমেশ্বর সর্বব্যাপক, অতএব কোন বস্তু-বিশেষে ভাবনা করা, অজ্ঞান না করা, যেন কোন চক্রবর্তী রাজাকে সকল রাজ্যসত্তা হইতে বিচ্যুত করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পর্ণকুটারের অধিপতি মনে করা। দেখ, ইহা কত বড় অপমান! তুমিও সেইরূপ পরমেশ্বরের অপমান করিতেছ। যদি পরমেশ্বরকে ব্যাপক বলিয়া মান, তাহা হইলে উদ্ভান হইতে পুষ্প-পত্র ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে অর্পণ কর কেন? চন্দন ঘর্ষণ করিয়া লেপন কর কেন? ধূপ জ্বালাইয়া দাও কেন? ঘণ্টা-কাঁসী-ঘড়ী-কাঁজে কাঠের দ্বারা আঘাত কর কেন? পরমেশ্বর তোমার হস্তে আছেন, তবে করঘোড় কর কেন? তিনি মস্তকে আছেন, তবে মস্তক নত কর কেন? তিনি অন্ন এবং জলাদিতে আছেন, তবে তাঁহাকে নৈবেদ্য অর্পণ কর কেন? তিনি জলে আছেন, তবে তাঁহাকে স্নান করাও কেন? সমস্ত পদার্থেই ত পরমাত্মা ব্যাপক আছেন। তুমি ব্যাপকের পূজা কর, না ব্যাপ্যের? যদি ব্যাপকের পূজা কর, তবে প্রস্তর কাষ্ঠাদির উপর পুষ্প চন্দনাদি অর্পণ কর কেন? যদি ব্যাপ্যের পূজা কর, তবে “আমি পরমেশ্বরের পূজা করিতেছি”, এমন মিথ্যা কথা বল কেন? “আমি প্রস্তরাদির পূজারী”—এই সত্য কথাটি বল না কেন?

এখন বল “ভাব” সত্য কি মিথ্যা? যদি বল সত্য, তবে পরমেশ্বর তোমার ভাবের অধীন হইয়া বদ্ধ হইবেন। আর তুমি মৃত্তিকায় সুবর্ণ-রজতাদি, প্রস্তুত হীরা-পাশা প্রভৃতি, সমুদ্রফেনায় মুক্তা, জলে ঘূত-দুগ্ধ-দধি প্রভৃতি এবং খুলিতে ময়দা শর্করা প্রভৃতির ভাবনা করিয়া এই সকলকে সে-সে-রূপে প্রস্তুত কর না কেন? তোমরা কখনও দুঃখের ভাবনা কর না, কিন্তু দুঃখ হয় কেন? সর্বদা সুখের ভাবনা কর, কিন্তু সুখী হও না কেন? অন্ধ ব্যক্তি নেত্রের ভাবনা করিয়া দেখে না কেন? মৃত্যুর ভাবনা কর না, কিন্তু মৃত্যুগ্রস্ত হও কেন? সুতরাং তোমার ভাবনা সত্য নহে। যে বস্তু যাহা তাহাকে তাহাই মনে করার নাম ভাবনা। অগ্নিকে অগ্নি এবং জলকে জল জানার নাম ভাবনা। জলকে অগ্নি এবং অগ্নিকে জল মনে করা অভাবনা। কেননা যে বস্তু যাহা তাহাকে তাহাই জানার নাম জ্ঞান, অজ্ঞা জানার নাম অজ্ঞান। অতএব তুমি অভাবনাকে ভাবনা এবং ভাবনাকে অভাবনা বলিতেছ। (প্রশ্ন)—হাঁ মহাশয়! যতক্ষণ বেদমন্ত্রদ্বারা আবাহন করা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেবতা আগমন করেন না। কিন্তু আবাহন করা হইলে তৎক্ষণাৎ দেবতা আগমন করেন এবং বিসর্জন করা হইলে চলিয়া যান। (উত্তর)—যদি মন্ত্রপাঠ করিয়া আবাহন করিলেই দেবতা উপস্থিত হন, তবে মূর্ত্তি চেতন হন না কেন? বিসর্জন করিলে চলিয়াই বা যান না কেন? আবার সেই দেবতা কোথা হইতেই বা আগমন করেন? কোথায়ই বা চলিয়া যান? অন্ধগণ! জ্ঞান কর, পূর্ণ পরমাত্মা আসেনও না, যানও না। যদি মন্ত্রবলে পরমেশ্বরকে আবাহন করিয়া আনাহিতে পার, তবে সেই মন্ত্রবলে স্বীয় মৃতপুত্রের শরীরে জীবকে আবাহন করিয়া আনাহিতে পার না কেন? শত্রুর শরীরে জীবাত্মার বিসর্জন করিয়া তাহাকে মারিতে পার না কেন? নির্বোধ, সরলমতি ভাই সব! পোপগণ তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিয়া থাকে। বেদে পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা এবং পরমেশ্বরের আবাহন বিসর্জন করার একটি অন্ধরও নাই। (প্রশ্ন)—

প্রাণা ইহাগচ্ছন্ত সুখং চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহা ।

আত্মেহাগচ্ছন্ত সুখং চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহা ।

ইন্দ্রিয়াণীহাগচ্ছন্ত সুখং চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহা ॥

এই সব বেদমন্ত্র আছে। আপনি “নাই” বলিতেছেন কেন ? (উত্তর)—
 তাই সব ! বুদ্ধি একটু কার্যে ও প্রয়োগ কর ! এ সকল কপোলকল্পিত,
 বামমার্গাদিগের বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থোক্ত পোপরিচিত পংক্তি ; বেদ-বচন নহে।
 (প্রশ্ন)—তন্ত্র কি মিথ্যা ? (উত্তর)—হাঁ, সর্বথা মিথ্যা। বেদে যেমন আবাহন
 এবং প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদি পাষাণাদি-মূর্ত্তি বিষয়ক একটি মন্ত্রও নাই, সেইরূপ “স্বানং
 সমর্পয়ামি” ইত্যাদি বচনও নাই। এতটুকুও নাই যে, “পাষাণাদিমূর্ত্তিং রচয়িত্বা
 মন্দিরেষু সংস্থাপ্য গন্ধাদিভিরর্চয়েৎ” অর্থাৎ পাষাণ-মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া
 মন্দিরে স্থাপন করিবে এবং চন্দন-অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিবে—এমন
 বাক্যের লেশমাত্রও নাই। (প্রশ্ন)—যদি বেদে বিধি না থাকে, তবে খণ্ডনও
 নাই। যদি খণ্ডন থাকে, তবে “প্রাপ্তৌ সত্যং নিষেধঃ” মূর্ত্তি থাকিলেই
 ত খণ্ডন হইতে পারে। (উত্তর)—বিধি ও নাইই, অধিকন্তু পরমেশ্বরের
 স্থানে অণু কোনও পদার্থকে পূজনীয় মানিবে না, এইরূপ সর্বথা নিষেধ
 আছে। অপূর্ববিধি কি হয় না ? শোন এইরূপ আছে—

অক্লান্তমঃ প্রবিশস্তি যেহসম্ভূতিমুপাসতে । ততো ভূয় ইব তে তমো য উ
 সম্ভূত্যা^৩রতাঃ ॥ ১ ॥ যজুঃ ॥ অ০ ৪০ । ম০ ৯ ॥ ন তস্ম্য প্রতিমা
 অস্তি ॥ ২ ॥ যজুঃ ॥ অ০ ৩২ । মং ৩ ॥

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে ।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ১ ॥

যন্মনসা ন সমুতে যেনাচ্ছন্দো মতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ২ ॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যন্তি ।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৩ ॥

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং^৩ শ্রুতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥

যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে ।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥ কেনোপনি০ ॥

যাহারা ব্রহ্মের স্থানে অসম্ভূতি অর্থাৎ অমুৎপন্ন, অনাদি প্রকৃতি-রূপ
 কারণের উপাসনা করে, তাহারা অক্লান্ত অর্থাৎ অজ্ঞানতা এবং ভুঃখসাগরে

নিমগ্ন হয়। যাহারা ব্রহ্মের স্থানে সম্ভূতিকে অর্থাৎ কারণ হইতে উৎপন্ন কার্যরূপ পৃথিব্যাदि ভূত, পাষণ, বৃক্ষাদির অবয়ব এবং মনুষ্যাদির শরীরের উপাসনা করে, তাহারা উক্ত অন্ধকার অপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকারে নিপতিত হয়; অর্থাৎ মহামূৰ্খরূপে চিরকাল ঘোর দুঃখরূপ নরকে পতিত হইয়া মহাক্লেশ ভোগ করে ॥ ১ ॥ যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপক, সেই নিরাকার পরমাত্মার প্রতিমা, পরিমাণ, সাদৃশ্য অথবা মূৰ্ত্তি নাই ॥ ২ ॥ যিনি বাণীর ইয়ত্তার বিষয় নহেন, অর্থাৎ যেমন “এই জল গ্রহণ কর”—এমন নহেন, কিন্তু বাঁহার ধারণ এবং সত্তা দ্বারা বাণী প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং উপাসনা কর; যাহা তাঁহা হইতে ভিন্ন, তাহা উপাস্ত নহে ॥ ১ ॥ মনের ইয়ত্তার মধ্যে বাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে জানেন, তাঁহাকে তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান ও উপাসনা কর; ব্রহ্মের স্থানে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, জীব ও অন্তঃকরণের উপাসনা করিও না ॥ ২ ॥ যিনি চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট হন না কিন্তু বাঁহার দ্বারা চক্ষু দেখিতে পায়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং উপাসনা কর; ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সূর্য্য-বিদ্যুৎ-অগ্নি আদি জড় পদার্থের উপাসনা করিও না ॥ ৩ ॥ যিনি শ্রোত্রদ্বারা শ্রুত হন না কিন্তু বাঁহার দ্বারা শ্রোত্র শ্রবণ করে, তুমি তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং তাঁহারই উপাসনা কর; তাঁহার স্থানে তাঁহা হইতে ভিন্ন শব্দ প্রভৃতির উপাসনা করিও না ॥ ৪ ॥ যিনি প্রাণদ্বারা চালিত হন না কিন্তু বাঁহার দ্বারা প্রাণ গতিশীল হয়, সেই ব্রহ্মকেই তুমি জান, এবং তাঁহারই উপাসনা কর; তাঁহা হইতে ভিন্ন, বায়ুর উপাসনা করিও না ॥ ৫ ॥ ইত্যাদি অনেক নিষেধ আছে। নিষেধ প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত উভয়েরই হইয়া থাকে। প্রাপ্তের নিষেধ—যেমন কেহ কোথায়ও বসিয়া আছে, তাহাকে সে-স্থান হইতে উঠাইয়া দেওয়া। অপ্রাপ্তের নিষেধ—যেমন কেহ বলিল, “হে পুত্র! তুমি কখনও চুরি করিও না, কূপে পতিত হইও না, অসৎ-সংসর্গ করিও না এবং বিদ্যাহীন থাকিও না” ইত্যাদি। যাহা মনুষ্যের জ্ঞানে অপ্রাপ্ত, তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানে প্রাপ্ত সুতরাং প্রাপ্তেরও নিষেধ করা হইয়াছে। এই কারণে পাসাণাদি মূৰ্ত্তির পূজা একান্ত নিষিদ্ধ।

(প্রশ্ন)—মূৰ্ত্তিপূজায় পুণ্য না থাকুক, পাপও ত নাই? (উত্তর)—কৰ্ম্ম দ্বিবিধ। এক বিহিত, অঙ্গ নিষিদ্ধ। বিহিত কৰ্ম্ম—বেদে যাহা সত্যভাষণাদি কর্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা। নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম—বেদে যাহা মিথ্যাভাষণাদি অকর্তব্য বলিয়া নিষিদ্ধ আছে, তাহা। বিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান যেমন ধৰ্ম্ম,

তাহা না করা তেমন অধর্ম ; সেইরূপ নিষিদ্ধ কর্ম করা অধর্ম এবং না করা ধর্ম । যখন তোমরা বেদের নিষিদ্ধ মূর্তিপূজা প্রভৃতি কর্ম কর তখন তোমরা পাপী নহ কেন ? (প্রশ্ন)—দেখুন ! বেদ অনাদি । পূর্বের মূর্তির কি প্রয়োজন ছিল ? কারণ, তখন দেবতাগণ প্রত্যক্ষ ছিলেন । এই পদ্ধতি ত পরবর্তী কালে তন্ত্র-পুরাণমতে প্রচলিত হইয়াছে । যখন মনুষ্যের জ্ঞান ও সামর্থ্য হ্রাস পাইল, তখন সে পরমেশ্বরের ধ্যান করিতে অসমর্থ হইল । কিন্তু সে ত মূর্তির ধ্যান করিতে পারে ! এই নিমিত্ত অজ্ঞানদিগের জন্ম মূর্তিপূজা । কেননা, সোপান-পদম্পরা অতিক্রম করিয়াই গৃহের উপরিভাগে যাওয়া যায় । প্রথম সোপান পরিত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে ইচ্ছা করিলে উঠা যায় না । সুতরাং মূর্তিই প্রথম সোপান । মূর্তিপূজা করিতে করিতে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে অন্তঃকরণ পবিত্র হইলে মনুষ্য পরমাত্মার ধ্যান করিতে সমর্থ হয় । লক্ষ্যবেধকারী যেমন প্রথমতঃ স্থূল লক্ষ্যের প্রতি বাণ অথবা গুলি গোলা প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে করিতে পরে সূক্ষ্ম লক্ষ্যও বিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ স্থূল মূর্তির পূজা করিতে করিতে পরে সূক্ষ্ম ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হওয়া যায় । যেমন বালিকাগণ যতদিন যথার্থ পতি প্রাপ্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত পুতুল খেলা করে, সেইরূপ মূর্তিপূজা করা কুকর্ম নহে ।

(উত্তর)—যেহেতু বেদবিহিত আচরণ ধর্ম এবং বেদবিরুদ্ধ আচরণ অধর্ম, অতএব তোমার বলা সত্ত্বেও মূর্তিপূজা করা অধর্ম স্থির হইল । যে-সকল গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ, ঐ সকল গ্রন্থের প্রমাণ দেওয়া নাস্তিকের কার্য বলিয়া জানিবে । শোন—

নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥ ১ ॥ (মনুঃ ২ । ১১) ।

যা বেদবাহ্যঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ ।

সর্ব্বান্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২ ॥

উৎপত্ত্যন্তে চ্যবন্তেচ যাত্ততোন্তানি কানিচিৎ ।

তাত্তর্ক্যাকালিকতয়া নিষ্ফলান্তনুতানি চ ॥ ৩ ॥

মনুঃ । অঃ ১২ । (৯৫ । ৯৬) ॥

মনু বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি বেদের নিন্দা অর্থাৎ অপমান করে, বেদত্যাগ ও বেদবিরুদ্ধ আচরণ করে তাহাকে নাস্তিক বলে ॥ ১ ॥ যে-সকল গ্রন্থ

বেদবহির্ভূত স্বর্ণিত ব্যক্তিদিগের রচিত বলিয়া সংসারকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করে, সে-সকল গ্রন্থ নিষ্ফল, অসত্য, অন্ধকারসদৃশ এবং ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখজনক ॥২॥ এ সকল বেদবিরুদ্ধ কল্পিত গ্রন্থ আধুনিক বলিয়া শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। এ-সকল গ্রন্থ মানা নিষ্ফল ও মিথ্যা ॥৩॥

এইরূপে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া মহর্ষি জৈমিনি পর্য্যন্ত সকলের মত এই যে, বেদবিরুদ্ধ মত স্বীকার না করা এবং বেদামুকূল আচরণ করাই ধর্ম। কেননা বেদ সত্যার্থপ্রতিপাদক। ইহা ছাড়া যাবতীয় তন্ত্র ও পুরাণ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া মিথ্যা। সুতরাং বেদবিরুদ্ধ গ্রন্থোক্ত মূর্ত্তি-পূজাও অধর্ম। জড়-পূজাধারা মনুষ্যের জ্ঞান কখনও বর্জিত হইতে পারে না বরং মূর্ত্তি-পূজা দ্বারা যে জ্ঞান আছে, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। অতএব জ্ঞানীদিগের সেবা ও সংসর্গই জ্ঞান-বৃদ্ধির কারণ, পাষণাদি নহে। পাষণাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তির পূজা দ্বারা কেহ কি পরমেশ্বরকে ধ্যানগম্য করিতে সমর্থ হয়? না, না। মূর্ত্তি-পূজা সোপান নহে কিন্তু একটি প্রাণ্ড গর্ভ। তন্মধ্যে পতিত হইলে মনুষ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। পুনরায় সেই গর্ভ হইতে সে নির্গত হইতে পারে না, তন্মধ্যেই সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য, সামান্য ধার্মিক বিদ্বান্ হইতে পরম-বিদ্বান্ যোগী পর্য্যন্ত সকলের সংসর্গে সচ্ছিত্তা এবং সত্যভাষণাদি গৃহের উপরিভাগে যাইবার জন্য সোপানের জায় পরমেশ্বর-প্রাপ্তির সোপান। কিন্তু মূর্ত্তি-পূজা করিতে করিতে কেহ জ্ঞানী ত হয় নাই, প্রত্যুত মূর্ত্তিপূজকগণ অজ্ঞান থাকিয়া মনুষ্যজন্ম বুধা নষ্ট করে। অনেকে মরিয়া গিয়াছে; যাহারা এখনও আছে বা হইবে, তাহারাও মনুষ্য-জন্মে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষপ্রাপ্তি-রূপ ফল হইতে বিমুখ হইয়া বুধা নষ্ট হইয়া যাইবে। মূর্ত্তি-পূজা ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিষয়ে স্থূল লক্ষ্য সদৃশ নহে কিন্তু ধার্মিক, বিদ্বান্ হওয়া এবং সৃষ্টিবিজ্ঞাই স্থূল লক্ষ্যবৎ। এ-সকল বৃদ্ধি করিতে করিতে মনুষ্য ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হয়। মূর্ত্তিপূজা পুতুল খেলার জায় নহে; কিন্তু প্রথম অক্ষর-পরিচয় এবং শ্রুশিক্ষা, পুতুল খেলার জায় ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধন। শুনুন! মনুষ্য শ্রুশিক্ষা ও বিজ্ঞানভাষ্য করিলে, সত্যস্বামী স্বরূপ পরমাত্মাকেও প্রাপ্ত হইবে।

(প্রশ্ন)—সাকারে মন স্থির হয় কিন্তু নিরাকারে স্থির হওয়া কঠিন। এইজন্য মূর্ত্তিপূজা থাকা উচিত। (উত্তর)—প্রথমতঃ,—সাকারে মন কখনও স্থির হইতে পারে না। কারণ, মন কারকে সহসা গ্রহণ করিয়া,

তাহারই এক-এক অবয়বের মধ্যে বিচরণ করে, অল্প বস্তুর প্রতি ধাবমান হয়। কিন্তু নিরাকার পরমাত্মার গ্রহণে মন যথাক্রমে প্রবলবেগে ধাবমান হইয়াও অস্ত পায় না। নিরবয়ব বলিয়া মন চঞ্চলও থাকে না। কিন্তু তাহার গুণ-কর্ম-স্বভাবের চিন্তা করিতে করিতে আনন্দে মগ্ন ও স্থির হইয়া যায়। সাকারে মন স্থির হইলে, জগতে সকলের মনই স্থির হইত। কারণ, জগতে মনুষ্য স্ত্রী, পুত্র, ধন এবং মিত্র প্রভৃতি সাকার পদার্থে আবদ্ধ থাকে। নিরাকারে লগ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও মন স্থির হয় না। কেননা, মন নিরবয়ব বলিয়া নিরাকারে স্থির হইয়া যায়। অতএব মূর্তিপূজা করা অধর্ম্য। দ্বিতীয়তঃ—মূর্তিপূজা উপলক্ষে লোকেরা কোটি কোটি টাকা মন্দিরে ব্যয় করিয়া দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং মন্দিরে প্রমাদ ঘটে। তৃতীয়তঃ—মন্দিরে স্ত্রী-পুরুষের মেলা হয়। তাহাতে ব্যভিচার, কলহ-বিবাদ এবং রোগাদি উৎপন্ন হয়। চতুর্থতঃ—মূর্তিপূজাকেই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সাধন মনে করিয়া লোকেরা পুরুষকার-রহিত হয় এবং বৃথা মনুষ্যজন্ম নষ্ট করে। পঞ্চমতঃ—বিবিধ বিরুদ্ধ স্বরূপ, নাম ও চরিত্রবিশিষ্ট মূর্তিগৃহের পূজারীদিগের মতের ঐক্য নষ্ট হয়। ফলে তাহারা বিরুদ্ধ মতে চলে এবং পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধি করিয়া দেশের সর্বনাশ করে। ষষ্ঠতঃ—মূর্তিপূজার ভরসায় শত্রুর পরাজয় এবং নিজের বিজয় মনে করিয়া মূর্তিপূজক নিশ্চেষ্ট থাকে। ফলে নিজের পরাজয় হইলে রাজ্য, স্বাভিজ্ঞা এবং ঐশ্বর্য্য-সুখ শত্রুর অধীন হয় এবং স্বয়ং পরাধীন সরাই-রক্ষকের অশ্ব এবং কুস্তকারের গর্দভের স্থায় শত্রুর বশীভূত হইয়া বহুবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। সপ্তমতঃ—যদি কেহ কাহাকেও বলে, “আমি তোমার উপবেশনের আসন বা নামের উপর পাথর রাখিতেছি” তখন সে যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করে অথবা গালি দেয়, সেইরূপ যাহারা পরমেশ্বরের উপাসনা-স্থান হৃদয়ে এবং নামে মূর্তি স্থাপন করে, পরমেশ্বর সেই দুর্বুদ্ধিদিগের সর্বনাশ করিবেন না কেন? অষ্টমতঃ—লোকেরা ভ্রান্ত হইয়া মন্দিরে মন্দিরে ও দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে কষ্টভোগ করে, ধর্ম্ম, সংসার এবং পারমার্থিক কার্য্য নষ্ট করে, চোর প্রভৃতি দ্বারা উৎপীড়িত হয় এবং প্রতারণাদিগের দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকে। নবমতঃ—দুঃখবুদ্ধি পূজারীদিগকে যে ধন দেওয়া হয়, তাহা তাহারা বেশা পরজীৱগমন, মত্তপান, মাংসাহার এবং কলহ-বিবাদে ব্যয় করে। তাহাতে দাতার সুখের মূল নষ্ট হইয়া দুঃখ উৎপন্ন হয়। দশমতঃ—

মাতাপিতা প্রভৃতি মাননীয় দিগের অপমান এবং পাষণাদি মূর্তির সম্মান করিয়া মনুষ্য কৃত্রিম হইয়া যায়। একাদশতঃ—যখন কেহ সেই মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলে কিংবা চোর অপহরণ করে, তখন মূর্তিপূজক “হায়! হায়!” করিয়া কাঁদিতে থাকে। দ্বাদশতঃ—পূজারীগণ পরস্পরী এবং পূজারিগণ পরপুরুষের সঙ্গবশতঃ প্রায়ই কলুষিত হইয়া দাম্পত্যপ্রেমের আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকে। ত্রয়োদশতঃ—প্রভু এবং ভূত্যের মধ্যে যথোচিত আজ্ঞাপালন না হওয়াতে তাহার পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। চতুর্দশতঃ—যাহারা জড়পদার্থের ধ্যান করে, তাহাদের আত্মাও জড়বুদ্ধি হয়। কারণ ধ্যেয়ের জড়ত্ব-বশতঃ অন্তঃকরণ দ্বারা অবশ্য আত্মায় আসে। পঞ্চদশতঃ—পরমেশ্বর জল-বায়ুর দুর্গন্ধ নিবারণ এবং আরোগ্যের জন্য সুগন্ধ পুষ্পাদি সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু পূজারীগণ তাহা ছিন্ন-ভিন্ন করে। কে জানে, এই সকল পুষ্পের সুগন্ধ আকাশে উৎখিত হইয়া কতদিন পর্য্যন্ত জল-বায়ু শুদ্ধ করিত! পূর্ণ সুগন্ধ বিস্তৃত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত এই সকলের সুগন্ধ থাকিত। পূজারীগণ কিন্তু মাঝখানে তাহা নষ্ট করিয়া দেয়। পুষ্পাদি কর্দ্দমের সহিত মিশিয়া পচিয়া বিপরীত দুর্গন্ধ উৎপাদন করে। প্রস্তরের উপর অর্পণ করিবার জন্তই কি পরমাত্মা পুষ্পাদি সুগন্ধ জব্য সৃষ্টি করিয়াছেন? ষোড়শতঃ—প্রস্তরের উপর অর্পিত পুষ্প-চন্দন এবং আতপ তণ্ডুল প্রভৃতি জল ও মৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ নর্দমা অথবা কুণ্ডের মধ্যে আসিয়া পচিবার পর, তাহা হইতে পুরীষ-গন্ধের স্থায় দুর্গন্ধ আকাশে উৎখিত হয় এবং সহস্র সহস্র জীব সেই নর্দমা অথবা কুণ্ডের মধ্যে পতিত হইয়া মরিয়া পচিতে থাকে। মূর্তিপূজায় এইরূপ অনেক দোষ আছে। অতএব সৎপুরুষদিগের পাষণাদি নির্ম্মিত মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করা কর্তব্য। বাঁহারা প্রস্তরমূর্তির পূজা করিয়াছেন, করেন এবং করিবেন, তাঁহারা পূর্বোক্ত দোষ হইতে রক্ষা পান নাই, পাইতেছেন না এবং পাইবেনও না।

(প্রশ্ন)—আপনার মতে কোনরূপ মূর্তিপূজা করিতে ও করাইতে নাই। কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক প্রাচীন পরম্পরা হইতে “পঞ্চদেব পূজা” শব্দ চলিয়া আসিতেছে। শিব, বিষ্ণু, অশ্বিনী, গণেশ এবং সূর্য্যের মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করাকেই “পঞ্চায়তন পূজা” বলে। ইহা কি পঞ্চায়তন-পূজা নহে? (উত্তর)—কোন প্রকারের মূর্তি পূজা করিবে না। কিন্তু নিম্নে যে “মূর্তিমান” শব্দকে বলা হইবে, তাহার পূজা অর্থাৎ সম্মান করা উচিত। সেই পঞ্চদেব-পূজা

এবং পঞ্চায়তন-পূজা শব্দের অর্থ অতি উত্তম কিন্তু বিজ্ঞানীন মুঢ়গণ তাহার সদর্থ পরিভ্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। আজকাল যে শিবাদি পঞ্চমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয়, তাহার ত খণ্ডন এখনই করা হইয়াছে। এখন সত্য, বেদোক্ত এবং বেদামুকুল পঞ্চায়তন, দেবপূজা ও মূর্ত্তিপূজার বিষয় শ্রবণ কর—

মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরম্ ॥১॥ যজুঃ ॥ (অং ১৬। মং ১৫)

আচার্য্যো ব্রহ্মচার্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে ॥২॥ অথর্ব্বং ॥ (কাং ১১।

বং ৫। মং ১৭)

অতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ ॥৩॥ অথর্ব্বং (কাং ১৫। বং ১৩। মং ৬)

অর্চত প্রার্চত প্রিয়মেধাসো অর্চত ॥ ৪ ॥ ঋগ্বেদে ॥

ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ॥ ৫ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিং (বল্লীং ১। অনুং ১)

কতম একো দেব ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে ॥ ৬ ॥

শতপথং । কাং ১৪। প্রপাঠং ৬। ব্রাহ্মং ৭। কণ্ডিকাং ১০ ॥

মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব আচার্য্যদেবো ভব অতিথিদেবো ভব ॥৭॥

তৈত্তিরীয়োং ॥ (বং ১। ১ অনুং ১১)

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈত্যাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা ।

পূজ্যা ভূষয়িতব্যাস্চ বহুকল্যাণমীপ্শুভিঃ ॥ ৮ ॥ মনুং । অং ৩। ৫৫ ॥

পূজ্যো দেববৎ পতিঃ ॥ ৯ ॥ মনুস্মৃতৌ ॥

প্রথম দেবতা মূর্ত্তিমতী পূজনীয়া মাতা অর্থাৎ সম্ভ্রানগণ কায়-মন-ধনদ্বারা সেবা করিয়া মাতাকে প্রসন্ন রাখিবে। কখনও তাঁহাকে হিংসা অর্থাৎ তাড়ণা করিবে না।

দ্বিতীয় দেবতা সম্মানের পাত্র পিতা। মাতার স্থায় তাঁহার সেবা কবিবে ॥১॥

তৃতীয় দেবতা বিজ্ঞাদাতা আচার্য্য। তাঁহাকে কায়-মন-ধন দ্বারা সেবা করিবে ॥২॥

চতুর্থ দেবতা অতিথি অর্থাৎ তিনি বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, অকপট এবং সকলের উন্নতিকামী। তিনি জগতে ভ্রমণ করিতে করিতে সত্যোপদেশদ্বারা সকলকে সুখী করেন, তাঁহার সেবা করিবে ॥ ৩ ॥

পঞ্চম দেবতা জ্ঞীর পক্ষে পূজনীয় পতি এবং পতির পক্ষে পূজনীয়া পত্নী।

এই পাঁচ মূর্ত্তিমান দেব। ইঁহাদিগের সংসর্গে মনুষ্য-দেহের উৎপত্তি, পালন, সত্যশিক্ষা, বিজ্ঞা ও সত্যোপদেশ লাভ হইয়া থাকে। ইঁহারাই পরমেশ্বর প্রাপ্তির সোপান-পরম্পরা। যাহারা ইঁহাদিগের সেবা না করিয়া পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা করে, তাহারা পাণিষ্ঠ ও নরকগামী। (প্রশ্ন)—মাতাপিতা প্রভৃতির সেবা করা হউক, মূর্ত্তিপূজাও করা হউক, তবে ত কোন দোষ নাই? (উত্তর)—পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা সর্বথা পরিত্যাগ করিবে, মাতাপিতা প্রভৃতি মূর্ত্তিমান দেবতাদিগের সেবা কল্যাণজনক। ইহা বড়ই অনর্থের কথা যে, মৃতগণ সাক্ষাৎ মাতাপিতা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সুখদাতা দেবতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অদেব পাষাণ প্রভৃতিতে মস্তক আঘাত করা স্বীকার করিয়াছে। কারণ, তাহারা মনে করে যদি মাতাপিতা প্রভৃতির সম্মুখে নৈবেদ্য অথবা পূজা-সামগ্রী রাখা হয়, তবে তাঁহারা স্বয়ং তাহা ভক্ষণ করিয়া ফেলিবেন এবং তাঁহারা নৈবেদ্য ও পূজা-সামগ্রী গ্রহণ করিলে তাহাদের নিজেদের মুখে অথবা হস্তে কিছুই পড়িবে না। এইজন্য তাহারা পাষাণাদির মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া উহার সম্মুখে নৈবেদ্য সজ্জিত করিয়া রাখে এবং টং টং, পুঁ পুঁ শব্দে ঘণ্টা ও শব্দ বাজাইয়া কোলাহল করে। তাহারা মূর্ত্তিকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া স্বয়ং ঐ সকল ভোগ করে। যেমন কেহ কাহাকেও এই বলিয়া ছলনা অথবা উত্যক্ত করে, “হুমুষ্ঠং গৃহাণ ভোজনং পদার্থং বাহং গ্রহীষ্যামি,” —“তুমি ঘণ্টা লও” এবং অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া তাহার সম্মুখ হইতে সকল বস্তু লইয়া স্বয়ং ভোগ করে। পূজারিদিগের অর্থাৎ পূজানামক সংকল্পের শত্রুদিগের লীলা-খেলাই এইরূপ। তাহারা মূর্ত্তিদিগকে জাঁক-জমক পারিপাট্য দেখাইয়া মূর্ত্তিগুলি সজ্জিত করে এবং নিজেরা বেশ্যা অথবা “ভড়ুয়া”র ম্যায় বেশভূষা গ্রহণ করিয়া নির্বুদ্ধি, হতভাগ্য এবং অনাধদিগের সামগ্রী লইয়া আনন্দ ভোগ করে। কোন ধার্মিক রাজা থাকিলে তিনি এ-সকল পাষাণপ্রিয়কে পাষাণ ভাঙ্গা-গড়াতে ও গৃহনির্মাণাদি কার্যে নিযুক্ত করিয়া খাদ্য ও পানীয় দান এবং জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতেন।

(প্রশ্ন)—যেমন স্ত্রীপ্রভৃতির পাষাণমূর্ত্তি দেখিয়া কামোৎপন্ন হয় সেইরূপ বীতরাগ এবং শাস্ত্রদিগের মূর্ত্তি দর্শনে বৈরাগ্য ও শান্তিলাভ হইবে না কেন? (উত্তর)—তাহা হইতে পারে না। কারণ মূর্ত্তির জড়ত্ব-ধর্ম্ম আত্মার সংক্রমিত হওয়ারিতে বিচার-শক্তি হ্রাস পায়। বিবেক ব্যতীত বৈরাগ্য, বৈরাগ্য ব্যতীত বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ব্যতীত শান্তি হয় না। যাহা কিছু

হইবার তাহা সৎপুরুষদিগের সংসর্গ, উপদেশ এবং তাঁহাদের ইতিহাস প্রভৃতি পাঠের ফলে হইয়া থাকে। কাহারও দোষগুণ না জানিয়া কেবল তাহার মূর্তিদর্শনে তাহার প্রতি প্রীতি উৎপন্ন হয় না। গুণজ্ঞানই প্রীতির কারণ। মূর্তিপূজা প্রভৃতি কুকর্মের জন্তই আখ্যাবর্তে কোটি কোটি নিষ্কর্য্য পুজারী, ভিক্ষুক, অলস এবং পুরুষকারবিহীন মনুষ্য রহিয়াছে। তাহারা মূঢ় বলিয়া সমস্ত সংসারে মূঢ়তা বিস্তার করিতেছে। ফলে মিথ্যা এবং প্রভাষণাও অনেক বিস্তার লাভ করিয়াছে। (প্রশ্ন)—দেখুন! কালীতে সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে “লাটভৈরব” প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য্য জনক ঘটনা দেখাইয়াছিলেন। যখন মুসলমানগণ ঐ সকল দেবমূর্তি ভগ্ন করিতে গিয়া কামান দাগিল ও গোলা প্রভৃতি বর্ষণ করিল তখন বড় বড় ভ্রমর বহির্গত হইয়া সৈন্যদিগকে ব্যাকুল করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। (উত্তর)—এই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা পাব্যাকৃত নহে। কিন্তু সে-স্থানে সম্ভবতঃ ভীমরুলের চাক সংলগ্ন ছিল। উহারা স্বভাবতঃই ক্রুরস্বভাব। কেহ উহাদিগকে বিরক্ত করিলে উহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করিবার জন্ত ছুটিয়া আসে। ছদ্ম-ধারা সম্বন্ধে আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারও পুজারীদিগের লীলা-খেলা মাত্র।

(প্রশ্ন)—দেখুন! মহাদেব স্নেহকে দর্শন দিবেন না বলিয়াই কূপের মধ্যে এবং “বেগীমাধব” জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া লুকাইয়াছিলেন। ইহাও কি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নহে? (উত্তর)—ভাল, কালভৈরব ও লাটভৈরব বাঁহাদের রক্ষক, ভূতপ্রেত এবং গরুড় প্রভৃতি বাঁহাদের অনুচর, তাঁহারা যুদ্ধ করিয়া মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দিলেন না কেন? পুরাণে মহাদেব এবং বিষ্ণু সম্বন্ধে আখ্যায়িকা আছে যে, তাঁহারা ত্রিপুরাসুর প্রভৃতি মহাভয়ঙ্কর বহু দুরাক্ষাদিগকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। তাহা হইলে তাঁহারা মুসলমানদিগকে ভস্ম করিলেন না কেন? এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, মূর্তিগুলি যুদ্ধ করিবার ও করাইবার কার্য্যে কিছুই নয়। মুসলমানগণ মন্দির এবং মূর্তিসমূহ ভগ্ন করিতে করিতে কালীর নিকট উপস্থিত হইলে, পুজারীগণ সেই পাব্যাক-লিঙ্গকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং বেগীমাধবকে ব্রাহ্মণের গৃহে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। যদি কালভৈরবের ভয়ে যমদূত পর্য্যন্ত কালীতে না যায় এবং কালভৈরব প্রলয়কালেও কালীকে বিনষ্ট হইতে না দেন, তাহা হইলে তিনি স্নেহ-দূতকে ভয় দেখাইলেন না কেন? নিজ রাজার মন্দিরকে নষ্ট হইতে দিলেন কেন? এ সমস্তই গোপ-মায়্যা।

(প্রশ্ন) গয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের পাপখণ্ডন হয়; সে-স্থানে

আমাদের পুণ্যপ্রভাবে পিতৃগণ স্বর্গে গমন করেন এবং তাঁহারা হাত বাড়াইয়া শিশু গ্রহণ করেন। এ সকল কথাও কি মিথ্যা? (উত্তর) সর্ব্বথা মিথ্যা। যদি সে স্থানে শিশুদানের এইরূপ প্রভাব হয় তবে পিতৃগণের মুখের জন্ত যে-সকল পাণ্ডাকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়, তাহাদের সেই টাকা বেষ্ঠাগমনাদি পাপ কার্যে ব্যয় করিতে যে পাপ হয়, তাহার খণ্ডন হয় না কেন? আর আজকাল পাণ্ডা ব্যতীত অন্য কাহারও হাত বাহির করিতে দেখা যায় না। কোন ধূর্ত কখনও ভূমিতে গর্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে সম্ভবতঃ কোন এক জনকে বসাইয়া দিয়া থাকিবে। পরে তাহার মুখের উপর কুশ বিছাইয়া শিশুদান করিলে সেই ভণ্ড তাহা গ্রহণ করিয়া থাকিবে। যদি এইরূপ কোন নির্বোধ ধনাঢ্য ব্যক্তিকে কেহ প্রতারণিত করে, তবে তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। সেইরূপ রাবণ যে বৈষ্ণবকে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহাও মিথ্যা কথা। (প্রশ্ন) দেখুন! কলিকাতার কালীকে এবং কামাক্ষ্যা প্রভৃতি দেবীকে লক্ষ লক্ষ লোক মানে, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? (উত্তর) কিছুই না। এ-সকল অন্ধলোক মেঘের স্থায় একে অন্তের অনুগমন করে এবং গর্ভে ও কূপে পতিত হয়, গিছে সরিতেও পারে না। এইরূপ মুখেরা একে অন্তের অনুগমন করিয়া মূর্ত্তিপূজারূপ গর্ভে আবদ্ধ হয় এবং হুঃখ ভোগ করে। (প্রশ্ন) ভাল, ইহাও যাইতে দিন। কিন্তু জগন্নাথে প্রত্যক্ষ আশ্চর্য্য আছে। প্রথমতঃ কলেবর পরিবর্তনের সময় চন্দনকাষ্ঠ খণ্ড সমুদ্র হইতে নিজে নিজেই আসে। দ্বিতীয়তঃ চুল্লির উপর উপযুক্তপরি সাতটি হাঁড়ী রাখা হইলেও উপরের হাঁড়ী গুলির অন্ন প্রথমে সিদ্ধ হয় আর সে-স্থানে কেহ জগন্নাথের প্রসাদ ভোজন না করিলে তাহার কুষ্ঠরোগ হয়। তৃতীয়তঃ রথ নিজে নিজেই চলে। চতুর্থতঃ পাপীরা জগন্নাথের দর্শন পায় না। পঞ্চমতঃ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার রাজ্যে দেবতার মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। ষষ্ঠতঃ কলেবর পরিবর্তনের সময় একজন রাজা, একজন পাণ্ডা এবং একজন সূত্রধর মরিয়া যায়। এই সব আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার কি আপনি মিথ্যা বলিতে পারেন? (উত্তর) এক ব্যক্তি বার বৎসর পর্য্যন্ত জগন্নাথের পূজা করিয়াছিল। সে সংসারবিরাগী হইয়া মধুরায় আগমন করিলে আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাহাকে ঐ সকল কথার উত্তর জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল যে, এসকল মিথ্যা। ষাটাহউক, বিচার দ্বারা নির্ণয় হয় যে, কলেবর পরিবর্তনের সময়

উপস্থিত হইলে নৌকাযোগে চন্দনকাষ্ঠ আনিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। ঐসকল কাষ্ঠ সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে কিনারায় গিয়া ঠেকে। সূত্রধরগণ ঐসকল কাষ্ঠ লইয়া মূর্তি নির্মাণ করে। পাকের সময় গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পাচক ব্যতীত অন্য কাহাকেও যাইতে বা দেখিতে দেওয়া হয় না। ভূমির উপর চতুর্দিকে ছয়টি এবং মধ্যস্থলে একটি চক্রাকার চুল্লী নির্মিত হয়। হাঁড়ীগুলির তলদেশে ঘৃত, মৃত্তিকা এবং ছাই মাখাইয়া, ছয়টি চুল্লীতে তণ্ডুল পাক করিবার পর হাঁড়ীগুলির তলা মাজিয়া এবং মধ্যস্থলের হাঁড়ীতে চাউল ঢালিয়া দিয়া ছয়টি চুল্লীর মুখ লৌহ নির্মিত তাওয়া দ্বারা বন্ধ করা হয়। দর্শনকারী ধনাঢ্য হইলে তাহাকে ডাকিয়া দেখান হয়। উপরের হাঁড়ী হইতে পক্ষ অন্ন এবং নীচের হাঁড়ীর অপক্ক তণ্ডুল বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইয়া বলা হয়, “হাঁড়ীর জন্ম কিছু রাখিয়া দিন”। তখন সেই নির্বেদ্য ধনাঢ্য ব্যক্তি টাকা ও মোহর দান করে; কেহ কেহ মাসিক বৃত্তিও বাঁধিয়া দেয়। শূদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মন্দিরে নৈবেদ্য আনয়ন করে। নৈবেদ্য নিবেদন করা হইলে সেই শূদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাহা উচ্ছিষ্ট করিয়া দেয়। পরে যদি কেহ টাকা দিয়া হাঁড়ী লইতে ইচ্ছা করে, তবে তাহা তাহার গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। দরিদ্র গৃহস্থ ও সাধু-সন্ন্যাসী হইতে আরম্ভ করিয়া শূদ্র ও অন্ত্যজ পর্য্যন্ত সকলে এক পংক্তিতে বসিয়া একে অন্তের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে। এক পংক্তি উঠিয়া গেলে তাহাদের উচ্ছিষ্ট পাতার উপরেই অন্য এক পংক্তি বসাইয়া দেওয়া হয়। কি ভয়ঙ্কর অনাচার! অনেকে সে-স্থানে উচ্ছিষ্ট ভোজনের পরিবর্তে স্বহস্তে পাক ও ভোজন করিয়া চলিয়া আসে। তাহাদের কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ হয় না। সেই জগন্নাথ পুরীতে অনেকেই প্রসাদ ভোজন করে না। তাহাদেরও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ হয় না। জগন্নাথ পুরীতে অনেক কুষ্ঠরোগী আছে, প্রতিদিন উচ্ছিষ্ট ভোজন করা সত্ত্বেও তাহাদের কিন্তু রোগ দূর হয় না। এই জগন্নাথে বামমার্গিগণ ভৈরবী চক্র রচনা করিয়াছিল। কারণ শূভ্রা ত্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের ভগ্নী। তাঁহাকেই দুই ভ্রাতার মধ্যস্থলে স্ত্রী ও মাতার স্থানে বসাইয়াছে। ভৈরবী চক্র না হইলে এ ব্যাপার কখনও হইত না।

আবার রথচক্রের সহিত যজ্ঞ কোশল থাকে। যখন চক্র ঘুরান হয়, তখন উহা ঘূর্ণায়মান হয় এবং রথ চলে। মেলার মধ্যস্থানে রথ উপস্থিত হইলে যজ্ঞের কাঁটা বিপরীত ভাবে ঘুরাইবা মাত্র রথ স্থির হইয়া যায়। তখন

পূজারীগণ এই বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে—“দান কর, পুণ্য কর, তবেই জগন্নাথ প্রসন্ন হইয়া নিজের রথ নিজেই চালাইবেন, তোমাদেরও ধর্ম্মরক্ষা হইবে”। যতক্ষণ পূজা সামগ্রী আসিতে থাকে, ততক্ষণ তাহারা ঐরূপ চীৎকারই করিতে থাকে। সামগ্রী আসা শেষ হইলে একজন পাণ্ডা উত্তম বস্ত্র এবং শাল প্রভৃতি পরিধান করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া কর-ঘোড়ে স্তুতি পাঠ করে—“হ প্রভো জগন্নাথ! আপনি কৃপা করিয়া রথ চালান এবং আমাদিগের ধর্ম্মরক্ষা করুন”। এই সব বলিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া রথে আরোহণ করে। তখনই যন্ত্রের কাঁটা সোজা ঘুরাইয়া দেওয়া হয় এবং সহস্র সহস্র লোক জয় জয় শব্দে রঞ্জু আকর্ষণ করে। তখন রথ চলিতে থাকে। যে-সময় বহুলোক দর্শনার্থ গমন করে তখন এত বড় প্রকাণ্ড মন্দিরে দিবাভাগে অন্ধকার থাকে এবং প্রদীপ জ্বলাইতে হয়। মূর্ত্তিগুলির সম্মুখে পর্দা টানিয়া দেয়, দুই দিকে পর্দা খাটাইবার ব্যবস্থা থাকে। তখন পাণ্ডা ও পূজারীগণ ভিতরে দাঁড়াইয়া থাকে। একদিকে পর্দা টানা মাত্র তৎক্ষণাৎ মূর্ত্তি আড়াল হইয়া যায়। তখন তাহারা চীৎকার করিয়া বলে, “তোমরা পূজা সামগ্রী আনয়ন কর, তোমাদের পাপ দূর হইবে। তখনই দর্শন হইবে, শীঘ্র আনয়ন কর”। তখন দুর্ভাগা সরল চিত্ত লোকেরা ধূর্ত্তদিগের দ্বারা লুপ্তিত হয়। সেই সময়ে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র পর্দা টানিয়া দেওয়া হয় ও তখনই দর্শন হয় এবং দর্শনার্থিগণ “জয় জয়” ধ্বনি করিতে থাকে। অতঃপর তাহারা প্রসন্নচিত্তে থাকি খাইতে খাইতে লাল্হিত হইয়া প্রস্থান করে।

ইন্দ্রহাস্য রাজার বংশধরগণ অতীবধি কলিকাতায় আছেন। তিনি একজন ঐশ্বর্য্যশালী রাজা এবং দেবীর উপাসক ছিলেন। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে আখ্যাবর্ত্তে ভোজন-সম্বন্ধীয় গোলযোগ দূর করিবেন। কিন্তু মূর্ত্তগণ কখনও তাহা পরিজ্ঞাপন করিবে কি? কাহাকেও দেবতা মানিতে হইলে যে সকল শিল্পী মন্দির নির্মাণ করিয়াছিল, তাহাদিগকেই মানা উচিত।

কলেবর পরিবর্ত্তনের সময় রাজা, পাণ্ডা বা সূত্রধর মরে না। কিন্তু তাহারা ভিনজনই সে স্থানে নেতৃত্ব করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ তাহারা দরিদ্রদিগকে কষ্ট দিয়া থাকিবে। তাহারা সকলে একমত হইয়া পড়ে। কলেবর পরিবর্ত্তনের সময় ভিন জনই উপস্থিত থাকে। মূর্ত্তির কাঁপা বন্ধস্থলে

একটি স্বর্ণপাত্রে শালগ্রাম রক্ষিত থাকে। উহা প্রতিদিন ধুইয়া চরণায়ত প্রস্তুত করা হয়। সম্ভবতঃ রাত্রির শয়ন-আরতির সময়ে তাহারা ঐ শালগ্রামের গাত্রে বিধাস্ত কিছু মাখাইয়া দিয়া থাকিবে। তাহা ধুইয়া ঐ তিন জনকে পান করাইয়া থাকিবে। তাহাতে তাহারা তিন জন কখনও মরিয়া গিয়া থাকিবে। যদি মরিয়াই থাকে, সম্ভবতঃ এইরূপেই মরিয়াছে। কিন্তু ভোজন-ভট্টগণ ঘোষণা করিয়া থাকিবে যে, জগন্নাথদেব নিজের শরীর পরিবর্তন করিবার সময় তিন জন ভক্তকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। পরম্ব ঠকাইয়া লইবার জন্য এইরূপ অনেক মিথ্যা কথা রটান হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন)—রামেশ্বরে যে গঙ্গোত্তরীরের জল-সেক করিবার সময় লিঙ্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাও কি মিথ্যা? (উত্তর)—হঁ, মিথ্যা। কারণ উক্ত মন্দিরেও দিবসে অন্ধকার থাকে। দিবা-রাত্র প্রদীপ স্থলে। যখন জলধারা বর্ষিত হয়, তখন সেই জলে বিজ্ঞাতের স্থায় প্রদীপের প্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত হয়, ইহা ছাড়া অস্ত কিছুই নহে। পাষণের ত্রাসবৃদ্ধি হয় না। যতখানি ততখানিই থাকে। এইরূপ লীলা-খেলা দ্বারা তুর্ভাগা নির্বুদ্ধিলোকদিগকে প্রতারণা করা হয়।

(প্রশ্ন)—রামচন্দ্র রামেশ্বরকে স্থাপন করিয়াছিলেন। মূর্তিপূজা বেদবিরুদ্ধ হইলে, রামচন্দ্র মূর্তি স্থাপন করিবেন কেন? বাল্মীকিই বা রামায়ণে তাহা লিখিবেন কেন? (উত্তর)—রামচন্দ্রের সময়ে উক্ত লিঙ্গ অথবা মন্দিরের নাম গন্ধও ছিল না। কিন্তু ইহা সত্য যে, দক্ষিণ দেশীয় রাম নামক জনৈক রাজা মন্দির নির্মাণ করাইয়া লিঙ্গের নাম রামেশ্বর রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া হনুমান প্রভৃতির সহিত বিমান-যোগে লঙ্কা হইতে অবোধায় প্রত্যাবর্তন কালে সীতাকে বলিয়াছিলেন :—

অত্র পূর্বং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্বিভুঃ। সেতুবন্ধ ইতি বিখ্যাতম্ ॥

বাল্মীকি রা°। লঙ্কাকা°। [সর্গ ১২৫। শ্লোকঃ ২০]।

অগ্নি সীতে! তোমার বিরোগে ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণ-কালে আমি এই স্থানেই চাতুর্দাস্ত করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান করিয়াছিলাম। যিনি সর্বত্র বিভু (ব্যাপক), যিনি দেবাদিদেব মহাদেব পরমাত্মা, তাহারই কৃপায় আমরা এ-স্থানে সকল সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। দেখ! আমরা এই সেতুবন্ধন পূর্বক লঙ্কার আসিয়া রাবণকে বধ করি এবং তোমাকে লইয়া আসিয়াছি। এতদ্ব্যতীত বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে অস্ত কিছুই লেখা নাই। (প্রশ্ন)—

“রঙ্গ হৈ কালিয়াকন্ত কো। জিসনে হুকা পিলায়া সন্ত কো ॥”

মন্দিরে কালিয়াকন্তের একটি মূর্তি আছে। ঐ মূর্তি আজ পর্যন্ত হুঁকায় তামাক খাইয়া থাকে। মূর্তিপূজা মিথ্যা হইলে এই-আশ্চর্য জনক ব্যাপারও মিথ্যা হইত। (উত্তর)—মিথ্যা, মিথ্যা। এ-সমস্তই পোপ-লীলা। উক্ত মূর্তিটির মুখ হয় ত কাঁপা। উহার পৃষ্ঠ হইতে প্রাচীরের অপর পার্শ্বে অশ্রু গৃহে নল সংলগ্ন থাকিবে। যখন পূজারী তামাক সাজাইবার পর হুঁকায় নল সংলগ্ন করিয়া সেই নল মূর্তির মুখে সংলগ্ন করে এবং পর্দা ফেলিয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া আসে, তখন পিছনের লোক নলে মুখ দিয়া হয়ত টানিতে থাকে, তাহাতে হুঁকা গড়-গড় শব্দ করে। সম্ভবতঃ অশ্রু একটি ছিদ্র মূর্তির নাসিকা ও মুখের সহিত সংলগ্ন থাকে। যখন পিছন দিকে ফুঁ দেওয়া হয়, তখন সম্ভবতঃ নাসিকা ও মুখের ছিদ্র দিয়া ধূম নির্গত হয়। সেই সময়ে পূজারীগণ অনেক মূর্খের ধন-সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে নিঃস্ব করিয়া তোলে। (প্রশ্ন)—দেখুন! “ডাকরজী”র মূর্তি ষারিকা হইতে ভক্তের সহিত চলিয়া আসিয়াছিল। মূর্তিটি কয়েক মণ ভারী ছিল। উহাকে সওয়া রতি সোনার দ্বারা ওজন করা হয়। ইহাও কি আশ্চর্য্য নহে? (উত্তর)—না। সেই ভক্ত হয়ত মূর্তিটি চুরি করিয়া আনিয়াছিল। সওয়া রতি সোনা দ্বারা মূর্তি ওজন করার কথা সম্ভবতঃ কোন ভাংখোরের অলীক গল্প। (প্রশ্ন)—দেখুন! অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সোমনাথদেব ভূমি হইতে উদ্ধে থাকিতেন। ইহাও কি মিথ্যা? (উত্তর)—অবশ্য মিথ্যা। শুনুন! নীচে ও উপরে চুষক প্রস্তর সংলগ্ন ছিল। উহার আকর্ষণে মূর্তিটি মধ্যস্থলে স্থির থাকিত। “মহাম্মদ গজনবী” যখন আক্রমণ করিল তখন এই চমৎকার ব্যাপার হইল যে, সোমনাথের মন্দির ভগ্ন এবং পূজারী ও ভক্তদের দুর্দশা হইল। লক্ষ লক্ষ সৈন্য দশ সহস্র সৈন্যের সম্মুখে পলায়ন করিল। তখন পোপ-পূজারীগণ পূজা, পুস্তকচরণ, স্তুতি এবং প্রার্থনা করিতে লাগিল, “হে মহাদেব! তুমি এই শ্লেচ্ছদিগকে বিনাশ কর, আমাদের রক্ষা কর”। তাহারা তাহাদের শিশু-সেবকদিগকে এবং রাজাদিগকে বুঝাইতে লাগিল, “আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, মহাদেব ভৈরব অথবা বীরভক্তকে পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহারা শ্লেচ্ছদিগকে বিনাশ করিবেন, অথবা তাহাদিগকে অন্ধ করিবেন। এখনও আমাদের দেবতা প্রকট আছেন। হনুমান, দুর্গা এবং ভৈরব স্বপ্ন দিয়াছেন যে তাঁহারা সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন। সেই দুর্ভাগ্য সরলপ্রকৃতি রাজা এবং ক্ষত্রিয়গণ পোপদিগের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ায় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া

রহিলেন। কত জ্যোতিষী পোপ বলিল, “এখনও তোমাদের আক্রমণের মুহূর্ত উপস্থিত হয় নাই। একজন বলিল যে অষ্টম স্থানে চন্দ্রমা আছে। অপর একজন সম্মুখে যোগিনী দেখাইল। ইহারা ‘এ-সকল ছল-চাতুরীতে ভুলিয়া রহিলেন। যখন স্নেচ্ছ-সেনা আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল, তখন তাহারা হৃদশাপন্ন হইয়া পলায়ন করিলেন। কত পোপ-পূজারী এবং তাহাদের শিষ্যগণ ধৃত হইল। পূজারীগণ করজোড়ে ইহাও বলিল, “তিন কোটি টাকা গ্রহণ করুন, মন্দির এবং মূর্তি ভগ্ন করিবেন না”। মুসলমানগণ বলিল,—“আমরা ‘বৃত্তপরন্ত’ অর্থাৎ মূর্তিপূজক নহি, কিন্তু ‘বৃত্তশিকন’ অর্থাৎ মূর্তিভঞ্জন। তাহারা তৎক্ষণাৎ মন্দির ভগ্ন করিল। উপরের ছাদ ভগ্ন হইল, চূষক-প্রস্তর পৃথক হইয়া যাওয়াতে মূর্তিটি পড়িয়া গেল। শুনা যায়, সোমনাথের ভগ্নমূর্তি হইতে ১৮ কোটি টাকা মূল্যের রত্ন বাহির হয়। তখন পূজারী এবং পোপ-দিগের উপর কশাঘাত হইতে লাগিল। তাহারা রোদন করিতে থাকিলে বলা হইল, “ধন-ভাণ্ডার দেখাও”। তাহারা গ্রহণের আধিক্যে তৎক্ষণাৎ তাহা দেখাইয়া দিল। তখন শত্রুগণ সমস্ত ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিল। পোপ এবং তাহাদের শিষ্যদিগকে “গোলাম” এবং “বেগারী” করা হইল। তাহাদের দ্বারা আটা ময়দা পিষাণ, বাসকাটান এবং মল-মূত্রাদি পরিষ্কার করান হইল। তাহাদিগকে ছোলা খাওয়ান হইল। হায়! কেন তাহারা প্রস্তরপূজা করিয়া নিজেদের সর্বনাশ করিল? কেনই বা তাহারা পরমেশ্বররের ভক্তি করিল না? তবে ত তাহারা স্নেচ্ছদিগের দাঁত ভাজিয়া দিত এবং বিজয়ী হইত। দেখ, যত সংখ্যক মূর্তি আছে, তত সংখ্যক শূন্যবীরের পূজা (সম্মান প্রদর্শন) করিলেও কথঞ্চিৎ রক্ষা হইত। পূজারীগণ প্রস্তর মূর্তিগুলিকে ত কতই ভক্তি করিত; কিন্তু একটি মূর্তিও উড়িয়া গিয়া শত্রুর মস্তকে পড়িল না। যদি তাহারা মূর্তির পরিবর্তে কোন শৌর্য-বীর্যসম্পন্ন পুরুষের সেবা করিত, তবে তিনি তাহার সেবকদিগকে যথাসক্তি রক্ষা এবং শত্রুদিগকে বিনাশ করিতেন।

(প্রশ্ন)—দ্বারিকার রণছোড়জী “নসীমহতার” নিকট হুণী পাঠাইয়া ছিলেন এবং তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি বিষয়ও কি মিথ্যা?
(উত্তর)—কোন ধনাঢ্য বণিক টাকা দিয়া থাকিবেন, কিন্তু কেহ মিথ্যা রটনা করিয়া থাকিবে যে, শ্রীকৃষ্ণ সেই টাকা পাঠাইয়াছেন। যখন সংবৎ ১৯১৪ সালে ইংরেজগণ কামানের দ্বারা মন্দির ও মূর্তিগুলি উড়াইয়া দিয়াছিল,

তখন মূর্তি কোথায় গিয়াছিল ? কিন্তু বাঘেরগণ কিরূপ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়াছিল ! মূর্তি ত একটি মাহির ঠাংও ভাঙিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণের স্থায় কোন বীর থাকিলে তিনি শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিতেন এবং শত্রুও পলায়ন করিত। ভাল, যাহাদের রক্ষক প্রহৃত হয়, সে-সকল শরণাগত প্রহৃত হইবে না কেন ? (প্রশ্ন)—জ্বালামুখী ত প্রত্যক্ষ দেবী ! তিনি সব কিছুই ভক্ষণ করেন এবং ভোগ-সামগ্রী প্রদত্ত হইলে তাহার অর্ধেক ভক্ষণ করেন ও অর্ধেক রাখিয়া দেন। মুসলমান সম্রাটগণ তাঁহার উপর জলপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়া ও তাঁহাকে লোহার অবরণে আবৃত করা সত্ত্বেও তাঁহার জ্বালা নির্বাপিত অথবা ক্রুদ্ধ হয় নাই। হিজলাজও সেইরূপ অর্ধরাত্রিতে বাহকপৃষ্ঠে পর্বতোপরি দর্শন দান করেন এবং পর্বতকে গর্জন করান। চন্দ্রকূপ কথা বলে। যোনি-যজ্ঞ দিয়া নির্গত হইলে পুনর্জন্ম হয় না। ঠুমরা (বীজবিশেষ) বাঁধিলে পূর্ণ মহাপুরুষ হওয়া যায়। হিজলাজ দর্শন করিয়া না আসা পর্য্যন্ত অর্ধেক মহাপুরুষ থাকিতে হয়। এ-সকল কথা কি মানিবার যোগ্য নহে ? (উত্তর)—না। কারণ, জ্বালামুখী পর্বত হইতে যে অগ্নি নির্গত হয়, তন্মধ্যে পূজারীদিগের বিচিত্র লীলা-খেলা আছে। সম্ভারের স্নাতের চামচে যে জ্বালা উৎপন্ন হয়, চামচ অগ্নি হইতে পৃথক্ করা হইলে অথবা ফুঁ দিলে তাহা নিভিয়া যায়। জ্বালা কিঞ্চিৎ স্নাত ভক্ষণ করে, অবশিষ্ট পরিত্যাগ করে। সেইরূপ উক্তস্থানে চুল্লীর জ্বালার বাহা নিক্ষেপ করা হয়, তাহা ভস্ম হইয়া যায়। বনে বা গৃহে অগ্নি লাগিলে, তাহা সমস্তই ভক্ষণ করে। উক্ত স্থানে ইহা অপেক্ষা অধিক কি আছে ? একটি মন্দির, একটি কুণ্ড এবং ইতস্ততঃ নল-রচনা ব্যতীত হিজলাজের কোন বাহক নাই। সে-স্থানে পোপ-পূজারীদিগের লীলা-খেলা ব্যতীত অল্প কিছুই নাই। সে-স্থানে জল এবং চোরাবালির একটি কুণ্ড নির্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছে। উহার তলদেশ হইতে বুদ্ধ উঠে। মূঢ়গণ তাহা দেখিয়া যাত্রা সফল মনে করে। পোপগণ ধনহরণার্থ যোনি-যজ্ঞ নির্মাণ করাইয়া রাখিয়াছে। সেইরূপ ঠুমরাও পোপলীলা বিশেষ। যদি উদ্ভাৱা মহাপুরুষ হওয়া যায়, তবে কোন পশুর পৃষ্ঠে “ঠুমরা”র বোঝা চাপান হইলে, পশুও কি মহাপুরুষ হইয়া যাইবে ? অত্যাশ্রম ধর্মযুক্ত পুরুষকারের দ্বারাই ত মহাপুরুষ হওয়া যায়।

(প্রশ্ন)—অমৃতসরের দীর্ঘিকা অমৃতরূপ। একটি মুরেঠা ফলের অর্ধেক

মিষ্ট। একটি প্রাচীর নত হয়, কিন্তু পতিত হয় না। রেবালসরে ভেলা ভাসে। অমরনাথে শিবলিঙ্গ স্বয়ং নির্মিত হয়। হিমালয় হইতে এক জোড়া পারাবত আসিয়া সকলকে দর্শন দিয়া চলিয়া যায়। ইহাও কি বিশ্বাস-যোগ্য নহে? (উত্তর)—না। উক্ত সরোবর নামেই অমৃতসর। এক সময়ে যখন সেইস্থানে বন ছিল, তখন উক্ত সরোবরের জল সম্ভবতঃ ভাল ছিল। তাহাতে উহার নাম অমৃতসর রাখা হইয়া থাকিবে। উহা অমৃত হইলে পৌরাণিকদিগের বিশ্বাস অনুযায়ী কেহ মরিবে না। প্রাচীর এমন ভাবে গাঁথা হইয়া থাকিবে যে, উহা নত হয় কিন্তু পড়িয়া যায় না। রীঠায় কলমের আরোপ হইয়া থাকিবে অথবা উহা অলীক গল্প মাত্র। রেবালসরে ভেলা ভাসার মধ্যে কোন কারিগরী থাকিবে। অমরনাথে বরফের পর্বত নির্মিত হয়। তাহা হইলে জল জমিয়া ক্ষুদ্র লিঙ্গ-নির্মিত হওয়া আশ্চর্যের কথা কি? সম্ভবতঃ এক জোড়া পালিত পারাবত ছিল। পোপ-মহাশয় পাহাড়ের আড়াল হইতে হয়ত ঐগুলি ছাড়িয়া দিতেন এবং দেখাইয়া টাকা হরণ করিতেন।

(প্রশ্ন)—হরিদ্বার স্বর্গ-দ্বার। “হরের প্যায়ড়ী”তে স্নান করিলে পাপ দূর হয়। তপোবনে বাস করিলে তপস্বী হওয়া যায়। দেবপ্রয়াগে, গঙ্গোত্তরীতে গোমুখ এবং উত্তর কাশীতে গুপ্তকাশী ও ত্রিগুণী নারায়ণ এ-সকল স্থানে দর্শন হয়। ছয় মাস পর্য্যন্ত মনুজগণ এবং ছয়মাস পর্য্যন্ত দেবগণ কেদার ও বজ্রীনারায়ণের পূজা করিয়া থাকে। মহাদেবের মুখ নেপালের পশুপতিতে, নিতম্ব কেদারে, জাহ্নু তুঙ্গনাথে এবং চরণ অমরনাথে আছে। ইঁহাদের দর্শন এবং ইঁহাদের স্থানে স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয়। ইচ্ছা হইলে কেদার ও বজ্রীনাথ হইতে স্বর্গে যাওয়া যায়। এই সব বিষয় কেমন? (উত্তর)—হরিদ্বার উত্তর দিকের পর্বতে যাইবার কয়েকটি পথের আরম্ভ স্থল। “হরের প্যায়ড়ী” স্নানের জন্ত নির্মিত কুণ্ডের সোপানাবলী। সত্য বলিতে গেলে, উহা “হাড়-প্যায়ড়ী”। কারণ দেশ-দেশান্তরে মৃতলোকদের হাড়গুলি ঐ-স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়। পাপ কখনও কোনও স্থানে ভোগ ব্যতীত দূরীভূত অথবা খণ্ডিত হয় না। তপোবন যখন ছিল, তখন ছিল। এখন ত “ভিক্ষুক-বন”। তপোবনে গমন করিলে বা বাস করিলে তপ হয় না। তপ ত করিলেই হয়। কেননা সে-স্থানে বহু মিথ্যাবাদী দোকানদারও বাস করে। “হিমবতঃ প্রভবতি গঙ্গা” পর্বতের উপর হইতে জল পতিত হয়। গো-মুখাকৃতি পোপলীলাবশতঃ নির্মিত

হইয়া থাকিবে। সেই পর্বত পোপদিগের স্বর্গ। সেখানে “উত্তরকাশী” প্রভৃতি স্থান ধ্যানীদিগের পক্ষে উত্তম; কিন্তু দোকানদারের জন্ত এই সকল স্থানেও দোকানদারী আছে। দেবপ্রয়াগ পৌরাণিক গল্পকথকদিগের লীলা-খেলা মাত্র। সে-স্থানে অলকনন্দা ও গঙ্গা মিলিত হইয়াছে, এইজন্য সে-স্থানে দেবভাগন বাস করেন। এইরূপ গল্প না করিলে কেই বা সে-স্থানে যাইবে, কেই বা টাকা দিবে? গুপ্তকাশী ত নহে, উহা ত প্রসিদ্ধ কাশী। তিন যুগের ধুণী ত দেখা যায় না; কিন্তু যেমন খাখীদিগের ধুণী এবং পার্শীদিগের অগ্নিকুণ্ড সর্বদা জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ পোপদিগের দশ বিশ পুরুষের ধুণী হয়ত থাকিবে। পর্বতের অভ্যন্তরে উত্তাপ থাকে, তাহা হইতে জল তপ্ত হইয়া নির্গত হয়। তাহারই নাম তপ্তকুণ্ড। তাহার নিকটে অপর একটি কুণ্ডে উপরের অথবা যে-স্থানে উত্তাপ নাই, সে-স্থানের জল আসে। এইজন্য উহা শীতল। কেদারের যে স্থান সেখানের ভূমি অতি উত্তম। কিন্তু সেস্থানেও পোপগণ এবং তাহাদের চেলারা একখণ্ড জমাত প্রস্তরের উপর মন্দির নির্মাণ করাইয়া রাখিয়াছে। সে-স্থানেও মোহন্ত, পূজারী এবং পাণ্ডারা নির্বোধ ধনাঢ্য লোকদিগের নিকট হইতে ধন লইয়া বিযয়ানন্দ ভোগ করে।

বজ্রিনারায়ণেও এইরূপ অনেক ঠগ বিচার পণ্ডিত আছে। “রাবলজী” সেখানকার প্রধান ব্যক্তি। এক জ্বরী কথা ত দূরে থাকুক তাহার অনেক জ্বরী আছে। একটি মন্দিরের নাম পশুপতি এবং একটি মূর্তির নাম পঞ্চমুখী রাখা হইয়াছে। যখন জিজ্ঞাসা করিবার কেহ থাকে না, তখনই পোপলীলা বলবতী হয়। কিন্তু পার্শ্বতালোকে রা তীর্থস্থ লোকদিগের স্থায় ধূর্ত এবং পরস্বাপহারী হয় না। তথাকার ভূমি অত্যন্ত রমণীয় এবং পবিত্র। (প্রশ্ন)—বিক্র্যাচলে বিদ্যোৎসবী অষ্টভুজা কালী প্রত্যক্ষ এবং সত্য। বিদ্যোৎসবী দিনে তিন বার তিন প্রকার রূপ পরিবর্তন করেন এবং তাঁহার আবেষ্টনের মধ্যে একটি মক্ষিকাও থাকে না। প্রয়াগ তীর্থরাজ। সে-স্থানে মস্তক যুগুন করিলে সিদ্ধি এবং গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম স্থলে স্নান করিলে অভীষ্ট লাভ হয়। সেইরূপ অযোধ্যা কয়েকবার উড়িয়া যাবতীয় অধিবাসীদিগের সহিত স্বর্গে চলিয়া গিয়াছিল। মথুরা সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বৃন্দাবন লীলা স্থান, গোবর্দ্ধন এবং ব্রজবাত্রী মহাভাগ্যের কল। সূর্যাগ্রহণের সময়ে কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোকের মেলা হয়। এসকল

কি মিথ্যা ? (উত্তর)—প্রত্যক্ষভাবে তিনটি মূর্তি পাষণ মূর্তিরূপে দৃষ্ট হয়। তিন কালে তিন প্রকার রূপ হইবার কারণ পুজারীদিগের বেশ ভূষা পরাইবার চাতুর্য্য মাত্র। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, সেখানে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ মক্ষিকা থাকে। প্রয়াগে সম্ভবতঃ কোন নাপিত শ্লোকচয়িতা ছিল। সে পোপকে কিছু ধন দিয়া মুগুন মাহাত্ম্য রচনা করিয়া বা করাইয়া থাকিবে। যদি প্রয়াগে স্নান করিয়া লোক স্বর্গে যাইত, তবে কাহাকেও গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখা যাইত না। কিন্তু সকলকেই গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখা যায়। অথবা যে কেহ সে-স্থলে ডুবিয়া মরে, তাহার জীবাশ্মাও সম্ভবতঃ আকাশে বায়ুর সহিত বিচরণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে। তীর্থরাজ নামও পোপগণই রাখিয়াছে। জড়পদার্থে রাজাপ্রজ্ঞাভাব কখনও থাকিতে পারে না। ইহা নিতান্ত অসম্ভব কথা যে, অযোধ্যানগরী বস্তী, কুকুর, গর্দভ, মেধর, চর্ম্মকার এবং পায়খানা সমেত তিনবার স্বর্গে গমন করিয়াছিল। অযোধ্যা স্বর্গে ত যায় নাই, যেখানে ছিল সেইখানেই আছে। কিন্তু পোপদিগের মুখের কথায় অযোধ্যা স্বর্গে উড়িয়া গিয়াছিল। সেই গল্প শব্দরূপে উড়িয়া বেড়াইতেছে। নৈমিষারণ্য প্রভৃতির পোপলীলাও এইরূপ। মধুরা ত্রিলোক হইতে বিলক্ষণ ত নহে কিন্তু সে-স্থানে অত্যন্ত লীলাকারী তিনটি প্রাণী আছে। তাহাদের উৎপাতে জলে-স্থলে-অস্তরিক্ষে কাহারও সুখে থাকা কঠিন। প্রথমতঃ সে-স্থানে যে কেহ স্নান করিতে যায়, তাহার নিকট হইতে কর আদায় করিবার জন্ত একজন চৌবে দাঁড়াইয়া বলিতে থাকে—“যজমান ! টাকা দাও। সিদ্ধি, মরিচ এবং লাড়ু খাইব, পানীয় পান করিব এবং যজমানের জয় কামনা করিব”। দ্বিতীয়তঃ জলে কচ্ছপ দংশন করে। এ গুলির উৎপাতে ঘাটে স্নান করাও কঠিন। তৃতীয়তঃ উপরে রক্তমুখ বানরগণ পাগড়ী, টুপী, গহনা, এমন কি জুতা পর্য্যন্ত ছাড়ে না। ইহারা দংশন করে এবং থাকা দিয়া ফেলিয়া মারে। এই তিনটিই পোপদিগের এবং তাহাদের শিষ্যবর্গের পুজনীয়। কচ্ছপগুলিকে মণ মণ ছোলা ও ভাত, বানরগুলিকে মণ মণ গুড়-ছোলা প্রভৃতি এবং চৌবেকে দক্ষিণা ও লাড়ু দিয়া সেবকগণ সেবা করিতে থাকে। বৃন্দাবন যখন ছিল, তখন ছিল। এখন ত উহা বেষ্টাবনের জায়। সেখানে যুবক যুবতী এবং গুরু শিষ্যদিগের লীলাখেলা চলিতেছে। সেইরূপ গোবর্দ্ধনের দীপমালিকার মেলায় এবং ব্রজযাত্রায়ও পোপদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রেও সেইরূপ জীবিকার

লীলা-খেলা বৃত্তিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে বাঁহারা ধার্মিক এবং পরোপকারী তাঁহারা পোপ লীলা হইতে দূরে থাকেন।

(প্রশ্ন)—মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থ সনাতন কাল হইতে প্রচলিত আছে। এসকল মিথ্যা কিরূপে হইতে পারে? (উত্তর)—তুমি সনাতন কাহাকে বল? বাহা চিরকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা কি? যদি ইহা চিরকাল ছিল, তবে বেদ এবং ব্রাহ্মণাদি ঋষিমুনিকৃত গ্রন্থসমূহে তাহার উল্লেখ নাই কেন? এই মূর্ত্তিপূজা আড়াই অথবা তিন সহস্র বৎসরের এ দিকে বামমার্গী এবং জৈনদিগের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্বে আর্য্যাবর্ত্তে ইহা ছিল না। তীর্থসমূহও ছিল না। যখন জৈনগণ গিরনার, পালিটানা, শিখর, শত্রুঞ্জয় এবং আবু প্রভৃতি তীর্থ রচনা করে তখন পৌরাণিকগণও সেই সকল তীর্থের অনুসরণে তীর্থ রচনা করে। যদি কেহ এ সকলের আরম্ভ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি পাণ্ডাদিগের অতি প্রাচীন খাতাপত্র এবং তাম্রলিপি প্রভৃতি দেখিবেন। তাহা হইলে ইহা নির্ণয় হইবে যে, তীর্থগুলি পাঁচশত অথবা একসহস্র বৎসরের এদিকেই রচিত হইয়াছে। এক সহস্র বৎসরের ওদিকের লেখা কাহারও নিকট দেখা যায় না, সুতরাং তীর্থগুলি আধুনিক। (প্রশ্ন)—যে যে তীর্থ অথবা নামমাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণিত আছে অর্থাৎ যেমন “অশ্বক্লেত্র কৃতং পাপং কাশীক্ষেত্রে বিনশ্চতি” এসকল সত্য কি না? (উত্তর)—না, কারণ যদি পাপ দূর হইত, তবে দরিদ্র ঐশ্বর্য্য ও রাজসিংহাসন এবং অন্ধ চক্ষু লাভ করিত। কুষ্ঠরোগিগণ কুষ্ঠরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিত। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব কাহারও পাপ বা পুণ্য দূর হয় না। (প্রশ্ন)—

গঙ্গা গঙ্গৈতি যো ক্রয়াতোজনানাং শতৈরপি ।

মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো বিমূলোকং স গচ্ছতি ॥ ১ ॥

হরিহরতি পাপানি হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ২ ॥

প্রাতঃকালে শিবং দৃষ্টা নিশিপাপং বিনশ্চতি ।

আজন্মকৃতং মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে সপ্তজন্মনাম্ ॥

এসব পুরাণোক্ত শ্লোক। যদি শত-সহস্র ক্রোশ দূর হইতেও কেহ গঙ্গা গঙ্গা বলে, তবে তাহার পাপ নষ্ট হয় এবং সে বিমূলোক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে চলিয়া যায় ॥ ১ ॥ “হরি” এই অক্ষরদ্বয়ের উচ্চারণ সমস্ত পাপ হরণ করে।

রাম, কৃষ্ণ, শিব এবং ভগবতী প্রভৃতি নামের মাহাত্ম্যও সেইরূপ ॥ ২ ॥ যদি কেহ প্রাতঃকালে শিব অর্থাৎ শিবলিঙ্গ অথবা উহার মূর্তি দর্শন করে, তবে তাহার রাত্তিকৃত পাপ দূর হয়। মধ্যাহ্নকালে দর্শনদ্বারা সমস্ত জীবনের এবং সায়াংকালে দর্শন দ্বারা সাতজন্মের পাপ দূর হয়। এই দর্শন-মাহাত্ম্য কি মিথ্যা? (উত্তর)—ইহা যে মিথ্যা, সে বিষয়ে সংশয় কি? গঙ্গা গঙ্গা অথবা হরে, রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, শিব এবং ভগবতী নামস্মরণে কখনও পাপ দূর হয় না। যদি হইত তাহা হইলে কেহই দুঃখী থাকিত না এবং পাপ করিতে কেহ ভীতও হইত না। আজকাল পোপলীলা দ্বারা পাপ-বৃদ্ধি হইতেছে। মূঢ়দিগের বিশ্বাস এই যে, “আমরা পাপ করিয়া নামস্মরণ অথবা তীর্থযাত্রা করিলে পাপের নিবৃত্তি হইবে”। এই বিশ্বাসে পাপ করিয়া তাহারা ইহলোক এবং পরলোক নষ্ট করে। কিন্তু কৃতপাপের ফলভোগ করিতেই হয়।

(প্রশ্ন)—তবে কোন তীর্থ এবং নাম-মাহাত্ম্য সত্য কি না? (উত্তর)—ইহা। বেদাদি সত্য-শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ধার্মিক বিদ্বান্দিগের সঙ্গ, পরোপকার, ধর্ম্মানুষ্ঠান, যোগাভ্যাস, নিবৈরভাব, অকপটতা, সত্যভাষণ, সত্যমনন, সত্যানুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য, আচার্য্য-অতিথি-পিতা-মাতার সেবা, পরমেশ্বরের স্তুতি-প্রার্থনা-উপাসনা, শাস্তি, জিতেন্দ্রিয়তা, সুশীলতা, ধর্ম্মসঙ্গত পুরুষদ্বার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান—এই সব শুভ-গুণ-কর্ম্ম দুঃখ হইতে উদ্ধার করে বলিয়া এ সকলের নাম তীর্থ। জল-স্থলময় স্থান আদি কখনও তীর্থ হইতে পারে না। কারণ “জনা বৈস্তরস্তু তানি তীর্থানি” মনুস্মৃতি যাহার দ্বারা দুঃখ হইতে পার হয় তাহার নাম তীর্থ। জলস্থল ত্রাণ করে না, কিন্তু ডুবাইয়া বিনাশ করে। তবে নৌকা প্রভৃতির নাম তীর্থ হইতে পারে। কারণ ওদ্ধারা সমুদ্রাদি উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

সমানতীর্থে বাসী ॥ (অষ্টাধ্যায়ী) অ° ৪। পা° ৪। সূ° ১০৮ ॥

নমস্তীর্থায় চ ॥ যজুঃ ॥ অ° ১৬। (ম° ৪২) ॥

যে-সকল ব্রহ্মচারী এক সঙ্গে একই আচার্য্যের নিকট একই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহারা সকলেই সতীর্থ অর্থাৎ সমান-তীর্থসেবী। যিনি বেদাদি শাস্ত্র এবং সত্যভাষণাদি ধর্ম্মলক্ষণযুক্ত বলিয়া সাধু, তাঁহাকে অন্নাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যাগ্রহণ করা ইত্যাদির নাম তীর্থ। ইহাকেই নাম-স্মরণ বলে, যথা—

যস্মৈ নাম মহদযশঃ ॥ যজুঃ ॥ (অ° ৩২। ম° ৩) ॥

অর্থাৎ পরমেশ্বরের নাম মহদ্বশ জানিয়া ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য করা উচিত। ব্রহ্মা, পরমেশ্বর, ঈশ্বর, জ্ঞায়কারী, দয়ালু এবং সর্ব্বশক্তিমান প্রভৃতি নাম পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব-সূচক। যেমন ব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা মহান, পরমেশ্বর ঈশ্বরের ঈশ্বর, ঈশ্বর সামর্থ্যযুক্ত এবং তিনি জ্ঞায়কারী, কখনও অজ্ঞায় করেন না। তিনি দয়ালু, সকলের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, নিজ শক্তি দ্বারাই সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন না। ব্রহ্মা বিবিধ জাগতিক পদার্থসমূহের স্রষ্টা। বিষ্ণু সর্ব্বত্র ব্যাপক এবং রক্ষাকর্ত্তা। মহাদেব দেবগণের দেব। রুদ্র প্রলয়কারী, ইত্যাদি। এ-সকল নামের অর্থ নিজের মধ্যে ধারণ করিবে অর্থাৎ মহৎকার্য্য দ্বারা মহান এবং সমর্থদিগের মধ্যে সমর্থ হইবে। সর্ব্বদা সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। কখনও অধর্ম্ম করিবে না। সকলের প্রতি দয়া করিবে। সকল প্রকার সাধন সফল করিবে। শিল্পবিদ্যার সাহায্যে সর্ব্ববিধ পদার্থ নির্মাণ করিবে। সংসারে নিজ সুখ-দুঃখের জ্ঞায় সকলের সুখ-দুঃখ মনে করিবে। সকলকে রক্ষা করিবে। বিদ্বান্দিগের মধ্যে বিদ্বান্ হইবে। কুর্কর্ম্মকারীদিগকে এবং কুকর্মে প্ররোচনাকারীদিগকে যথাবিধি দণ্ড দিবে এবং সজ্জন-দিগকে রক্ষা করিবে। পরমেশ্বরে নাম সমূহের এইরূপ অর্থ জানিয়া তাঁহার গুণকর্ম্মস্বভাবের অনুকূল স্বীয় গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব গঠন করিতে থাকিবে। ইহাই পরমেশ্বরের নাম-স্মরণ। (প্রশ্ন) —

গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ ।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবেঃ ॥

এইসব গুরুমাহাত্ম্য সত্য কি না? গুরুর চরণামৃত পান করিবে, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে। গুরু লোভী হইলে তাঁহাকে বামনের জ্ঞায়, ক্রোধী হইলে নরসিংহের জ্ঞায়, মোহগ্রস্ত হইলে রামের জ্ঞায় এবং কামুক হইলে কৃষ্ণের জ্ঞায় জানিবে। গুরু যতই পাপ করুক না কেন, তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিবে না। সন্ত অথবা গুরুর দর্শনার্থ গমনকালে পদে পদে অশ্বমেধের ফল হয়। এসকল কথা সত্য কি না? (উত্তর) — সত্য নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং পরব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই নাম। তাঁহার তুল্য গুরু কখনও হইতে পারেন না। এই গুরুমাহাত্ম্য এবং গুরুগীতাও এক প্রকার পোপলীলা। গুরু মাতাপিতা, আচার্য্য এবং অতিথি — ইহারাই গুরু। ইহাদের সেবা করা এবং

ইহাদের নিকট বিজ্ঞা ও সুশিক্ষা গ্রহণ ও দান করা গুরুশিষ্যের কর্তব্য। কিন্তু গুরু লোভী, ক্রোধী, মোহী এবং কামুক হইলে তাহাকে সর্বধা বর্জন এবং শিক্ষা দান কর' কর্তব্য। সহজ শিক্ষায় সংশোধন না হইলে অর্থ-পাণ্ডা অর্থাৎ তাড়ণা-দণ্ড প্রাণহরণ পর্য্যন্তও দোষজনক নহে। যদি বিজ্ঞা এবং অজ্ঞান্য সদৃশগুণদ্বারা গুরুত্ব না হয়, তবে মিথ্যা কষ্টী, ভিলকধারী এবং বেদবিরুদ্ধ মন্ত্রোপদেশকারী গুরুই নহে, কিন্তু মেষপালক। যেমন মেষপালক নিজের ভেড়ী ও ছাগী হইতে দুগ্ধাদি লইয়া প্রয়োজন সিদ্ধ করে, সেইরূপ ঈদৃশ গুরু শিষ্যশিষ্যা দিগের ধন হরণ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে। সেই—

দোং—গুরু লোভী চেলা লালচী, দোনেঁ। খেলোঁ দাও।

ভবসাগর মেঁ ডুবতে, বৈঠ পথর কী নাও ॥

গুরু মনে করেন যে, চেলা চেলীরা কিছু না কিছু দিবেই; চেলারা মনে করে যে মিথ্যা শপথ এবং পাপমোচনাদির জন্ত গুরুর প্রয়োজন। এই লোভে দুই কপট মুনিই সমুদ্রে প্রস্তরনির্মিত নৌকায় আরোহণকারীর জ্বায় দুঃখময় ভব-সাগরের দুঃখে নিমগ্ন হয়। এমন গুরু ও চেলার মুখে ছাই পড়ুক। তাহার নিকট কেহই দাঁড়াইবে না, দাঁড়াইলে দুঃখসাগরে নিপতিত হইবে। পূজারী ও পৌরাণিকদিগের জ্বায় মেষপালক গুরুদিগের দ্বারাও মূর্ত্তি পূজা প্রচলিত হইয়াছে। যাহারা স্বার্থপর তাহাদের কার্য্যই এইরূপ। যাহারা পরার্থপর তাহারা স্বয়ং দুঃখ পাইলেও জগতের উপকার করিতে বিরত হন না। এতদ্ব্যতীত গুরুমহাশয়্যা এবং গুরু-গীতা প্রভৃতিও লোভী ও কুকর্ম্মী গুরুগণ রচনা করিয়াছে। (প্রশ্ন)—

অষ্টাদশপুরাণানাং কর্তা সত্যবতীশ্বতঃ ॥১॥

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ ॥২॥ মহাভারত ॥

পুরাণাত্মখিলানি চ ॥৩॥ মনুং ।

ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদঃ ॥৪॥

ছান্দোগ্যং ॥ প্রং ৭। খং ১ ॥

দশমেহহনি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত ॥৫॥

পুরাণবিজ্ঞা বেদঃ ॥৬॥ সূত্রম্ ।

ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা। ব্যাসের বচন অবশ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১ ॥ ইতিহাস, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণের সাহায্যে

বেদার্থের শিক্ষা করিবে ও শিক্ষা দিবে। কারণ ইতিহাস ও পুরাণ বেদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত ॥ ২ ॥ পিতৃকর্মে পুরাণ এবং খিল অর্থাৎ হরিবংশ-কথা শ্রবণ করিবে ॥ ৩ ॥ অশ্বমেধের সমাপ্তিতে দশম দিবসে কিঞ্চিৎ পুরাণের কথা শ্রবণ করিবে ॥ ৪ ॥ বেদার্থজ্ঞাপক বলিয়া পুরাণ-বিদ্যাকে বেদ বলে ॥ ৫ ॥ ইতিহাস-পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলে ॥ ৬ ॥ এই সব প্রমাণ দ্বারা পুরাণ-সমূহের প্রামাণিকতা এবং তদ্বারা মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থেরও প্রামাণিকতা সিদ্ধ হয়। কারণ পুরাণে মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থের বিধান আছে। (উত্তর)—ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণের কর্ত্তা হইলে পুরাণ গুলিতে এত অলীক গল্প থাকিত না। শারীরিক সূত্র এবং যোগশাস্ত্রের ভাষ্য প্রভৃতি ব্যাসকৃত গ্রন্থ-সমূহ পাঠ করিলে জানা যায় যে, ব্যাসদেব মহান্ বিদ্বান্, সত্যবাদী, ধার্মিক এবং যোগী ছিলেন। তিনি কখনও এমন মিথ্যা কথা লিখিতেন না। এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, যে-সকল পরম্পর-বিরোধী সম্প্রদায়ী লোকেরা ভাগবতাদি নবীন কপোল কল্পিত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্যাসদেবের গুণের লেশমাত্রও ছিল না। আর বেদশাস্ত্রের বিরুদ্ধ অসত্য কথা লেখা ব্যাসদেবের জ্ঞান বিদ্বান্ পুরুষের কার্য্য নহে। কিন্তু তাহা বিরোধী, স্বার্থপর, মূর্থ এবং পাপীদের কার্য্য। শিবপুরাণাদির নাম ইতিহাস ও পুরাণ নহে, কিন্তু—

ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথানারাজসীরিতি ॥

ইহা ব্রাহ্মণ এবং সূত্রগ্রন্থের বচন। ঐতরেয়, শতপথ, সাম এবং গোপথ ব্রাহ্মণেরই ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা এবং নারাজসী—এই পাঁচ নাম। (ইতিহাস)—যেমন জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ; (পুরাণ)—জগতের উৎপত্তি প্রভৃতির বর্ণনা; (কল্প)—বৈদিক শব্দ সমূহের সামর্থ্য-বর্ণন এবং অর্থ-নিরূপণ; (গাথা)—কাহারও দৃষ্টান্ত-দাষ্টান্তরূপ কথাপ্রসঙ্গ এবং (নারাজসী)—মহুযাদিগের প্রশংসনীয় অথবা অপ্রশংসনীয় কর্ম্মের বর্ণন। এই সকলের দ্বারাই বেদার্থ-প্রতীতি হইয়া থাকে। পিতৃকর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের প্রশংসা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শ্রবণ করা এবং অশ্বমেধের অস্তেই ইহা শ্রবণের কথা লিখিত আছে। কারণ ব্যাসকৃত গ্রন্থের শ্রবণ-শ্রাবণ তাঁহার জন্মের পরেই সম্ভব, পূর্বে নহে। ব্যাসদেবের জন্মের পূর্বেও বেদার্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপন এবং শ্রবণ-শ্রাবণ হইত। দ্বুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহেই এই সকল ঘটনা হইতে পারে। নবীন কপোলকল্পিত ত্রীমস্তাগবত এবং শিবপুরাণাদি মিথ্যা অথবা কলুষিত

গ্রন্থ-সমূহে এই সব হইতে পারে না। ব্যাসদেব বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপন দ্বারা বেদার্থ বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছিল। পারাপারের মধ্যরেখাকে ব্যাস বলে। তিনি ঋগ্বেদের আরম্ভ হইতে অথর্ববেদের শেষ পর্য্যন্ত চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়া শুকদেব এবং কৈমিনি প্রভৃতি শিষ্যদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার জন্মনাম ছিল “কৃষ্ণবৈপায়ন”। যদি কেহ বলেন যে ব্যাসদেব বেদ-সমূহের সংগ্রহকর্তা, তবে তাহা মিথ্যা। কারণ ব্যাসদেবের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,—পরশর, শক্তি, বশিষ্ঠ এবং ব্রহ্মা প্রভৃতিও চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

(প্রশ্ন)—পুরাণের সকল কথাই কি মিথ্যা? না তাহাতে কিছু সত্যও আছে? (উত্তর)—অনেক কথাই মিথ্যা। তবে যুগাকর স্মৃতি-অনুসারে কিঞ্চিৎ সত্যও আছে। যাহা সত্য তাহা বেদাদি সত্যশাস্ত্রের; কিন্তু যাহা মিথ্যা তাহা পোপদের পুরাণরূপ গৃহের। শিবপুরাণে যেমন শিবকে পরমেশ্বর মানিয়া বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, গণেশ এবং সূর্য্যাদিকে তাঁহার দাস বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেইরূপ বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে বিষ্ণুকে পরমাত্মা এবং শিব প্রভৃতিকে বিষ্ণুর দাস মানিয়াছে। দেবীভাগবত দেবীকে পরমেশ্বরী কিন্তু শিব এবং বিষ্ণু প্রভৃতিকে তাঁহার কিঙ্কর করিয়াছে। গণেশখণ্ডে গণেশকে ঈশ্বর এবং অবশিষ্ট সকলকে দাস করা হইয়াছে। ভাল, যদি এ সকল কথা সম্প্রদায়ী পোপদিগের না হয়, তবে কাহাদের? যে কোন একই ব্যক্তির রচিত হইলে এমন পরস্পরবিরুদ্ধ কথা থাকিতে পারে না এবং বিদ্বান্দের রচিত হইলে এ সকল কখনও থাকিতে পারে না। ইহাতে একটিকে সত্য মানিতে গেলে অপরটি মিথ্যা হয়; দ্বিতীয়টিকে সত্য মানিতে গেলে তৃতীয়টি মিথ্যা হয়; আবার তৃতীয়টিকে সত্য মানিলে অষ্ট সবগুলিই মিথ্যা হয়। শিবপুরাণবাদী শিব হইতে, বিষ্ণুপুরাণবাদী বিষ্ণু হইতে, দেবীপুরাণবাদী দেবী হইতে, গণেশখণ্ডবাদী গণেশ হইতে, সূর্য্যপুরাণবাদী সূর্য্য হইতে এবং বায়ুপুরাণবাদী বায়ু হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি ও প্রলয় বর্ণনা করিয়া, পুনরায় এক এক জন হইতে যাহা জগতের কারণরূপে লিখিত হইয়াছে তাহার উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছে। যদি কেহ তাহাদিগকে দ্বিজ্ঞাসা করে, “যিনি জগতের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়কর্তা, তিনি উৎপন্ন হইতে পারেন কি না? আর যিনি উৎপন্ন, তিনি কখনও সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন কি না?” তবে তাহাদের কেবল নিস্তক হইয়া থাকা ব্যতীত অষ্ট কিছু বলা সম্ভব নহে।

ইহাদের সকলের শরীরের উৎপত্তিও সৃষ্টির উপাদান হইতেই হইয়া থাকিবে। বাঁহারা নিজেরাই সৃষ্ট পদার্থ এবং পরিচ্ছিন্ন, তাঁহারা জগতের সৃষ্টিকর্তা কিরূপে হইতে পারেন ? সৃষ্টিও বিলক্ষণ বিলক্ষণ প্রকারের মানা হইয়াছে। ইহাও সর্ব্বথা অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ—

শিবপুরাণে শিব ইচ্ছা করিলেন “আমি সৃষ্টি করিব”। তখন এক নারায়ণকে জলাশয়ে উৎপন্ন করিলেন। তাঁহার নাভি হইতে কমল উৎপন্ন হইল। কমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন যে, সমস্ত জলময়। তখন তিনি অঙ্গুলি ভরিয়া জল তুলিয়া দেখিলেন এবং পুনরায় জলে ফেলিয়া দিলেন। জল হইতে বুধুদু এবং বুধুদু হইতে একজন পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। তিনি ব্রহ্মাকে বলিলেন, “হে পুত্র ! সৃষ্টি কর। ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, “আমি তোমার পুত্র নহি, কিন্তু তুমি আমার পুত্র”। তাঁহাদের মধ্যে কলহ হইতে লাগিল। উভয়ে দিব্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জলের উপর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাদেব চিন্তা করিলেন, “আমি বাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা পরস্পর কলহ করিতেছে”। তখন তাহাদের উভয়ের মধ্য হইতে এক তেজোময় লিঙ্গ উৎপন্ন হইয়া শীঘ্র আকাশে চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিলেন, “ইহার আদি-অন্ত জানা আবশ্যক, যিনি আদি অন্ত জানিয়া প্রথমে ফিরিয়া আসিবেন তিনি পিতা এবং যিনি পরে আসিবেন কিংবা সীমা জানিয়া ফিরিয়া আসিবেন না, তিনি পুত্র বলিয়া কথিত হইবেন। বিষ্ণু কূর্ণধর ধারণ করিয়া নিম্নাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মা হংস শরীর ধারণ করিয়া উর্দ্ধাভিমুখে বাইতে লাগিলেন। উভয়ে মনোবেগ সহকারে চলিলেন, দিব্য সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত গমন করিয়াও তাহার অন্ত পাইলেন না। তখন নিম্নে বিষ্ণু উপরের কথা এবং উপরে ব্রহ্মা নিম্নের কথা ভাবিতেছিলেন, “যদি তিনি বিবরণ জ্ঞাত হইয়া আসিয়া থাকেন, তবে আমাকে পুত্র হইতে হইবে”। তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন ইতোমধ্যে একটি গাভী ও একটি কেতকী বৃক্ষ উপর হইতে অবতরণ করিল। ব্রহ্মা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমরা কোথা হইতে আসিল” ? তাহারা বলিল, “আমরা এক সহস্র বৎসর ধরিয়া এই লিঙ্গের আধারে চলিয়া আসিতেছি”। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই লিঙ্গের অন্ত আছে কি না” ? তাহারা বলিল, “নাই”। তখন ব্রহ্মা বলিলেন, “তোমরা আমার সঙ্গে চল

এবং এইরূপ সাক্ষ্য দাও। গাভী বলুক, ‘আমি এই লিঙ্গের মস্তকের উপর চুম্বধারা বর্ষণ করিতাম,’ আর বৃক্ষ বলুক, ‘আমি পুষ্প বর্ষণ করিতাম’। তোমরা এইরূপ সাক্ষ্য দিলে আমি তোমাদিগকে যথাস্থানে লইয়া যাইব”। তাহার বলিল, “আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না”। তখন ত্রক্ষা কুপিত হইয়া বলিলেন, “যদি সাক্ষ্য না দাও, তবে আমি তোমাদিগকে এখনই ভস্ম করিব”। তখন উভয়েই ভীত হইয়া বলিল, “আপনার কথামুযারীই সাক্ষ্য দিব”। তখন তিন জনই নিম্নদিকে চলিলেন। বিষ্ণু পূর্বেই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ত্রক্ষাও উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি লিঙ্গের অন্ত জানিয়া আসিয়াছ?” বিষ্ণু বলিলেন, “আমি ইহার অন্ত পাই নাই”। ত্রক্ষা বলিলেন, “আমি জানিয়া আসিয়াছি”। বিষ্ণু বলিলেন, “কোনও সাক্ষী উপস্থিত কর”। তখন গাভী এবং বৃক্ষ সাক্ষ্য দান করিল, “আমরা উভয়েই লিঙ্গের মস্তকে ছিলাম”। তখন লিঙ্গ হইতে একটি শব্দ নির্গত হইয়া বৃক্ষকে অভিশাপ দিল, “যেহেতু তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, অতএব তোমার ফুল জগতে আমার অথবা অন্য কোন দেবতার উপর অর্পিত হইবে না। কেহ অর্পণ করিলে তাহার সর্বনাশ হইবে”। তাহা গাভীকে অভিশাপ দিল, “যে মুখ দিয়া তুমি মিথ্যা বলিয়াছিস, সে মুখে তুমি বিষ্ঠা ভক্ষণ করিবি। কেহ তোর মুখের পূজা করিবে না কিন্তু তোর পুচ্ছের পূজা হইবে”। ইহা ত্রক্ষাকে অভিশাপ দিল, “যেহেতু তুমি মিথ্যা বলিয়াছিস, অতএব সংসারে কোথায়ও তোর পূজা হইবে না”। ইহা বিষ্ণুকে বর দান করিল, “তুমি সত্য বলিয়াছিস, এইজন্ত সর্বত্র তোর পূজা হইবে”। পুনরায় উভয়ে লিঙ্গের স্তুতি করিলেন। তাহাতে প্রসন্ন হইয়া এক জটাজুট মূর্তি সেই লিঙ্গ হইতে নির্গত হইলেন। তিনি বলিলেন, “আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিবার জন্ত পাঠাইয়াছিলাম, তোমরা বিবাদে প্রবৃত্ত রহিয়াছ কেন” ? ত্রক্ষা ও বিষ্ণু বলিলেন, আমরা সামগ্রী ব্যতীত কিরূপে সৃষ্টি করিব” ? তখন মহাদেব জটা হইতে একটি ভস্মের গোলা বাহির করিয়া বলিলেন, “যাও, ইহার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি রচনা কর” ইত্যাদি। ভাল, যদি কেহ এই পুরাণ-রচয়িতা পোপদিগকে জিজ্ঞাসা করে, “যখন সৃষ্টিতত্ত্ব ও পঞ্চমহাভূত ছিল না, তখন ত্রক্ষা, বিষ্ণু, এবং মহাদেবের শরীর, জল, কমল, লিঙ্গ, গাভী, কেতকী বৃক্ষ এবং ভস্মের গোলা কি তোমাদের পিত্রালয় হইতে উপস্থিত হইয়াছিল ?”

সেইরূপ ভাগবতে বিষ্ণুর নাতী হইতে কমল, কমল হইতে ত্রক্ষা, ত্রক্ষার দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ হইতে স্নায়ভুব, বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে সত্যরূপা বাণী, ললাট হইতে রুদ্র, মরীচি প্রভৃতি দশ পুত্র এবং সেই দশ পুত্র হইতে দশ প্রজাপতি উৎপন্ন হন। কশ্যপের সহিত দশ প্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্তার বিবাহ হয়। তাঁহাদের মধ্যে দিতি হইতে দৈত্য, দম্বু হইতে দানব, অদিতি হইতে আদিত্য, বিনতা হইতে পক্ষী, কক্ষ হইতে সর্প, সরমা হইতে কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি এবং অগ্ন্যাদি স্ত্রী হইতে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দভ, মহিষ, তৃণ, উলু এবং বাবলা প্রভৃতি কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন হইল।

বাহবা, বাহবা! সবজ্ঞানী ছেলে ভুলানো ভাগবত-রচয়িতা! তোমাকে কি বলিব? এ সকল মিথ্যা কথা লিখিতে একটুও লজ্জা সঙ্কোচ হইল না! একেবারেই কি অন্ধ হইলে? ভাল, স্ত্রী-পুরুষের রজো-বীৰ্য্যসংযোগে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে কিন্তু পশু, পক্ষী ও সর্পাদির কখনও হইতে পারে না। কারণ তাহা সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ। হস্তী, উষ্ট্র, সিংহ, কুকুর, গর্দভ এবং বৃক্ষাদির স্ত্রী-গর্ভাশ্রয়ে স্থিত হইবার অবকাশ কিরূপে হইতে পারে? সিংহ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া নিজেদের মাতাকে ভক্ষণ করিল না কেন? মনুষ্যদেহ হইতে পশু, পক্ষী ও বৃক্ষাদির উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পোপদিগকে ধিক্! পোপরচিত এই মহা অসম্ভব লীলা-খেলাকেও ধিক্। ইহা অভাবধি সংসারকে বিজ্ঞাস্ত করিতেছে। বড়ই অশ্চর্য্যের বিষয়, জ্ঞানাত্মক পোপগণ এবং তাহাদের বাহু ও অন্তর্দৃষ্টিবিহীন চেলারা এ সকল মিথ্যা বিষয় শ্রবণ করে এবং বিশ্বাস করে। ইহারা কি মানুষ, অথবা অশ্ব কিছু!! ভাগবতাদি পুরাণরচয়িতারা মাতৃগর্ভেই বিনষ্ট হয় নাই কেন? অথবা জন্মকালেই ইহাদের মৃত্যু হয় নাই কেন? এ সকল পাপ হইতে রক্ষা পাইলে আর্য্যাবর্ত্ত বহু দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইত।

(প্রশ্ন)—এ সকল বিষয়ে বিরোধ হইতে পারে না। কারণ “বাহার বিবাহ তাহারই গীত”। বিষ্ণুর স্মৃতি কালে বিষ্ণুকেই পরমেশ্বর, অশ্বকে দ্বাস এবং শিবের স্মৃতিকালে শিবকে পরমাত্মা, অপরকে কিঙ্কর করা হইল। পরমেশ্বরের মায়ায় সমস্তই হইতে পারে। পরমেশ্বর মনুষ্য হইতে পশুদি এবং পশুদি হইতে মনুষ্যাদির উৎপত্তি করিতে পারেন। দেখুন। যিনি কোন কারণ ব্যতীত মায়া দ্বারা সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার পক্ষে অসম্ভব কি আছে? তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

(উত্তর) ওহে নিকোঁধগণ! যাহার বিবাহ, তাহারই গুণগান করা হয়। কিন্তু তাহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অপর সকলকে নিকৃষ্ট বলিয়া নিন্দা করা হয় কি? তাহাকে কি সকলের পিতা মনে করা হয়? পোপমহাশয়! বল ত তুমি ভাট এবং ভোষামোদকারী চারণ অপেক্ষাও অধিবতর অলীক গল্পকারী কি না? যাঁহার পক্ষ গ্রহণ কর, তাঁহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ কর, এবং যাঁহার বিরুদ্ধে যাও, তাহাকেই সর্বাপেক্ষা হেয় কর। সত্য এবং ধর্ম্মে তোমার প্রয়োজন কি? স্বার্থসিদ্ধিতেই তোমার প্রয়োজন। মনুষ্যেই মায়া হইতে পারে। যে ব্যক্তি ছলনা ও কপটতায়ুক্ত, তাহাকেই মায়াবী বলে। পরমেশ্বরে ছলনা কপটতা প্রভৃতি দোষ নাই। অতএব তাঁহাকে মায়াবী বলা যাইতে পারে না। আদি সৃষ্টিতে কশ্যপ এবং কশ্যপ-পত্নীদিগের দ্বারা পশু, পক্ষী, সর্প এবং বৃক্ষাদির উৎপত্তি হইয়া থাকিলে, আজকালও তদ্রূপ সম্ভাবন কেন হয় না? পূর্ব্বে যে-সৃষ্টিক্রম লিখিত হইয়াছে, তাহাই যথার্থ। অনুমান হয় যে, পোপমহাশয় নিম্নলিখিত বাক্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া বৃথা প্রলাপ বলিয়াছেন :—

তস্মাৎ কশ্যপ্য ইমাঃ প্রজাঃ ॥ [শতং ৭৫।১।৫] ॥

শতপথে লিখিত আছে যে, সমস্ত সৃষ্টিই কশ্যপের রচিত।

কশ্যপঃ কস্মাৎ পশ্যকো ভবতীতি ॥ নিকৃৎ, [অং ২। খং ২] ॥

সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের নাম “কশ্যপ”। কারণ তিনি পশ্যক অর্থাৎ “পশ্যতীতি পশ্যঃ পশ্য এব পশ্যকঃ”। যিনি অভ্রান্ত হইয়া চরাচর জগৎ, যাবতীয় জীব, তাহাদের কর্ম্ম এবং যাবতীয় বিত্তাকে যথার্থরূপে দেখেন, তিনি কশ্যপ। “আত্মস্তুবিপর্যায়শ্চ” মহাভাষ্যের এই বচনানুসারে আদি অক্ষর অন্তে এবং অন্ত্য অক্ষর আদিতো আসায় “পশ্যক”এর স্থানে “কশ্যপ” হইয়াছে। ইহার অর্থ না জানিয়া যেন ঘটা ঘটা ভাং পানের ফলে ইহারা সৃষ্টিবিরুদ্ধ বর্ণন করিয়া বৃথা জীবন নষ্ট করিয়াছে।

উদাহরণস্বরূপ, মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুর্গাপাঠে আছে যে, দেবগণের শরীর হইতে তেজ নির্গত হইয়া এক দেবী উৎপন্ন হইলেন। তিনি মহিষাসুরকে বধ করিলেন। রক্তবীজের শরীরের এক এক বিন্দু রক্ত ভূমিতে পতিত হওয়ার তাদৃশ রক্তবীজ উৎপন্ন হইয়া সমস্ত জগৎ রক্তবীজে পরিপূর্ণ করিল এবং রক্তনদী প্রবাহিত হইল। এইরূপ বহু অলীক গল্প লিখিত

আছে। যখন রক্তবীজ দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ হইল তখন দেবী, তাঁহার সিংহ এবং সেনা কোথায় ছিল? যদি বল যে, রক্তবীজ-দেবীর নিকট হইতে দূরে দূরে ছিল, তবে ত সমস্ত জগৎ রক্তবীজে পরিপূর্ণ হয় নাই। এরূপ হইলে পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি প্রাণী, জলস্থ কুন্তীর, হাঙ্গর, মৎস্য কচ্ছপ এবং বনস্পতি প্রভৃতি কোথায় ছিল? নিশ্চয়, এ সকল চণ্ডী-রচয়িতা পোপের গৃহে পলায়ন করিয়া থাকিবে!!! দেখুন, ভাঙের নেশায় কিরূপ অসম্ভব গল্প রচনা করা হইয়াছে। এ সকল গল্পের কুল-কিনারা নাই!!

একগে, যাহাকে “শ্রীমদ্ভাগবত” বলা হয়, তাহার লীলা-খেলা শোন। নারায়ণ ত্র্যম্বকে চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপদেশ প্রদান করেন—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমম্বিতম্।

সরহস্ত্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥

(ভা০ স্ক০ ২। অ০ ৯। শ্লো০ ৩০) ॥

যখন ভাগবতের মূলই মিথ্যা, তখন বৃক্ষ মিথ্যা হইবে না কেন? শ্লোকার্থ—
“হে ত্র্যম্বক! আমার যে পরম গুহ্য জ্ঞান যাহা বিজ্ঞান ও রহস্তপূর্ণ এবং ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের অন্তরূপ, তাহাই তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর”। যখন বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান বলা হইয়াছে, তখন “পরম” অর্থাৎ জ্ঞানের এই বিশেষণ নিরর্থক, আর “গুহ্য” বিশেষণ দ্বারা “রহস্ত্য”ও পুনরুক্ত হয়। যখন মূল শ্লোক অনর্থক, তখন গ্রন্থ অনর্থক নহে কেন? ত্র্যম্বকে বর দান করা হইল—

ভবানু কল্প বিকল্পেষু ন বিমূহ্যতি কহিচিৎ ॥

[ভাগ০, স্ক০ ২। অ০ ৯। শ্লো০ ৩৬]

“আপনি (কল্প) সৃষ্টি এবং (বিকল্প) প্রলয়ে কখনও মোহপ্রাপ্ত হইবেন না। এইরূপ লিখিত থাকি সবেও পুনরায় দশম স্কন্ধে ত্র্যম্বক মোহিত হইয়া বৎস হরণ করিলেন এইরূপ লেখা হইয়াছে। এই দুই কথার মধ্যে একটি সত্য হইলে, অপরটি মিথ্যা হয়। এইরূপে উভয়ই মিথ্যা হইয়া পড়ে। বৈকুণ্ঠে ত রাগ, ঘৃণা, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা এবং দুঃখ নাই। তাহা হইলে বৈকুণ্ঠ-দ্বারে সনকাদির ক্রোধ হইল কেন? ক্রোধ হইয়া থাকিলে ঐহান স্বর্গই নহে। জয় ও বিজয় দ্বারপাল ছিল। প্রচুর আজ্ঞা অবশ্য তাহাদের পালনীয় ছিল। সনকাদিকে বাধা দেওয়াতে কি তাহাদের অপরাধ হইয়াছিল?

কিন্তু অপরাধে তাহাদের উপর অভিলাপ ফলিতেই পারে না। কিন্তু অভিলাপ হওয়ার হইল—“তোমরা পৃথিবীতে পতিত হও”। এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, সেখানে ভূমি ছিল না। আকাশ, বায়ু, অগ্নি এবং জল ছিল। তাহা হইলে এইরূপ ঘর, মন্দির এবং জল কিসের আশ্রয়ে ছিল? আবার জয়-বিজয় এই বলিয়া সনকাদির স্তুতি করিল,—“মহাশয়! পুনরায় আমরা কবে বৈকুণ্ঠে আসিব”? তাহারা বলিলেন, “যদি প্রেমভাবে নারায়ণকে ভক্তি কর, তাহা হইলে সপ্তম জন্মে, কিন্তু যদি শত্রুভাবে ভক্তি কর, তবে তৃতীয় জন্মে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইবে।” এখানে বিচার্য্য এই যে, জয়-বিজয় নারায়ণের ভূত্য ছিল। তাহাদের রক্ষা এবং সহায়তা করা নারায়ণের কর্তব্য ছিল। যদি কেহ বিনা অপরাধে কাহারও ভূত্যকে যজ্ঞা দেয় এবং তাহার প্রভু যজ্ঞাদাতাকে দণ্ডিত না করেন, তবে সকলেই তাহার ভূত্যের দুর্দশা ঘটাইবে। জয়-বিজয়কে পুরস্কৃত করা এবং সনকাদিকে অধিক দণ্ডদান করা নারায়ণের কর্তব্য ছিল। কারণ সনকাদি ভিতরে প্রবেশ করিবার অশু জিদ ধরিয়া ভূত্যদিগের সহিত বিবাদ করিল কেন? তাহাদিগকে অভিলাপই বা দিল কেন? ভূত্যদিগের পরিবর্তে সনকাদিকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা নারায়ণের পক্ষে শ্রাস্তব্য কার্য্য ছিল। নারায়ণ এমন অজ্ঞানের শ্রাস্ত্য কার্য্য করিলে, তাহার সেবক বৈষ্ণবদিগের দুর্দশা যতই অধিক হউক না কেন, তাহা অল্পই বলিতে হইবে। অতঃপর জয়-বিজয় হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যাক্ষিপুরুষে জন্মগ্রহণ করে। হিরণ্যাক্ষ বরাহকর্তৃক নিহত হয়। তাহার সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে যে, সে পৃথিবীকে মাছের শ্রাস্ত্য জড়াইয়া উপাধান করিয়া শয়ন করিয়াছিল। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া তাহার মস্তকের নিম্ন হইতে পৃথিবীকে মুখ দিয়া ধরিলেন। তখন হিরণ্যাক্ষ জাগিয়া উঠিল এবং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হইতে লাগিল। বরাহ হিরণ্যাক্ষকে বধ করিল। যদি কেহ পোপদিগকে জিজ্ঞাসা করে, “পৃথিবী কি গোলাকার, অথবা মাছের শ্রাস্ত্য”? তাহারা কিছুই বলিতে পারিবে না। কারণ পৌরাণিকগণ ভূগোল-বিজ্ঞান শত্রু। ভাল, যখন পৃথিবীকে জড়াইয়া উপাধান করা হইল, তখন সে স্বয়ং কিসের উপর শয়ন করিল? বরাহই বা কিসের উপর দিয়া দোড়াইয়া আসিল? বরাহ ত পৃথিবীকে মুখে ধারণ করিল, কিন্তু উভয়ে কিসের উপর দোড়াইয়া যুদ্ধ করিল? দোড়াইবার ত অশু কোন স্থানই ছিল না। তবে

তাহারা সম্ভবতঃ ভাগবতাদি পুরাণ রচয়িতা পোপের বন্ধের উপর দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু পোপগণ তখন কিসের উপর শয়ন করিয়াছিল? কথাটা এইরূপ—“গল্পীর গৃহে গল্পী এসে গল্প করে গেল”। মিথ্যাবাদীর গৃহে মিথ্যাবাদী গল্পী আসিলে, গল্পের অভাব কি? বাকী রহিল হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ এক জন ভক্ত ছিল। সে তাহার পিতাকর্তৃক বিজ্ঞানশিক্ষার্থ পাঠশালায় প্রেরিত হইয়াছিল। প্রহ্লাদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগকে বলিত, “আমার প্লেটে রাম নাম লিখিয়া দাও”। তাহার পিতা তাহা শুনিয়া তাহাকে বলিল, “তুই আমার শত্রুর ভজনা করিতেছিস কেন?” বালক মনিল না। তখন তাহার পিতা তাহাকে বাঁধিয়া পর্বত হইতে ফেলিয়া দিল, কূপে নিদ্রেপ করিল কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুই হইল না। হিরণ্যকশিপু একটি লৌহস্তম্ভ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া প্রহ্লাদকে বলিল, “যদি তোমার ইচ্ছা দেব রাম সত্য হয় তবে এই স্তম্ভ ধরিলে দক্ষ হইবে না”। প্রহ্লাদ উহা ধরিতে উচ্চত হইল। তখন তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল, দক্ষ না হইয়া সে রক্ষা পাইবে কি না। নারায়ণ সেই স্তম্ভের উপর ক্ষুজ্র ক্ষুজ্র পিঙ্গলিকা শ্রেণী চালিত করিলেন। প্রহ্লাদ তাহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্তম্ভ ধরিল। স্তম্ভ বিদীর্ণ হইল। স্তম্ভের মধ্যে হইতে নৃসিংহ বহির্গত হইয়া তাহার পিতাকে ধরিয়া উদর বিদীর্ণ করিলেন। অনন্তর নৃসিংহ প্রহ্লাদকে স্নেহের সহিত লেহন করিতে লাগিলেন। নৃসিংহ প্রহ্লাদকে বলিলেন, “তুমি বর প্রার্থনা কর”। প্রহ্লাদ পিতার সদগতি প্রার্থনা করিল। নৃসিংহ বরদান করিলেন, “তোমার একবিংশ পুরুষ সদগতি প্রাপ্ত হইরাছে”।

এখন দেখ, এও এক গল্পীর ভাই গল্পী! যদি ভাগবতের কোন শ্রোতা অথবা পাঠককে ধরিয়া উপর হইতে নিদ্রা নিদ্রেপ করা হয়, তবে কেহই তাহাকে রক্ষা করিবে না, সে চূর্ণ বিচূর্ণ এবং বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। প্রহ্লাদের পিতা তাহাকে বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য পাঠাইয়া কি কোন মন্দ কর্ম করিয়াছিল? কিন্তু প্রহ্লাদ এমনই মুর্থ যে, সে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইতে ইচ্ছা করিল। প্রজ্জলিত স্তম্ভে পিঙ্গলিকা বিচরণ করিতেছিল এবং প্রহ্লাদ স্তম্ভ স্পর্শ করিয়াও দক্ষ হইল না। যে ব্যক্তি এসকল কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাকেও উত্তপ্ত স্তম্ভের সহিত সংলগ্ন করা উচিত। যদি সে দক্ষ না হয়, তবে জানিতে হইবে যে প্রহ্লাদও দক্ষ হয় নাই।

অধিকন্তু, নৃসিংহও দ্বন্দ্ব হইলেন না কেন? পূর্বের সনকাদির বর ছিল যে, তৃতীয় জন্মের পর সে বৈকুণ্ঠে আসিবে। তোমাদের নারায়ণ কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন? ভাগবতের মতে ব্রহ্মা, প্রজাপতি, কশ্যপ, হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু চতুর্থ পুরুষের অন্তর্গত। প্রহ্লাদের একবিংশ-পুরুষ হয়ও নাই, অথচ একবিংশ পুরুষ সদগতি লাভ করিয়াছে বলা কিরূপ ভ্রম! আবার সেই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুন্তকর্ণ এবং পরে শিশুপাল ও বক্রদন্ত রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহা হইলে নৃসিংহের বর কোথায় উড়িয়া গেল? ভ্রান্ত লোকেরাই এরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ কথা বলে এবং বিশ্বাস করে। যাঁহারা বিদ্বান তাঁহারা কখনও সেরূপ করেন না। আর অক্রুর—

রথেন বায়ুবেগেন ॥ (ভা. স্ক. ১০। অ. ৩৯। শ্লোক ৩৮) ॥

জগাম গোকুলং প্রতি ॥ (ভা. স্ক. পূ. অ. ৩৮। শ্লোক ২৪) ॥

অক্রুর কংসকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সূর্যোদয়কালে বায়ুবেগবিশিষ্ট অশ্বযুক্ত রথে যাত্রা করিলেন এবং সূর্যাস্তকালে চারি মাইল দূরবর্তী গোকুলে উপনীত হইলেন। অশ্বগুলি সম্ভবতঃ ভাগবত-রচয়িতাকে প্রদক্ষিণ করিতেছিল, অথবা অক্রুর ও অশ্চালক পথ ভুলিয়া ভাগবত-রচয়িতার গৃহে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল ॥ লিখিত আছে যে, পুতনার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত এবং অতিশয় দীর্ঘ ছিল। ত্রীকৃষ্ণ মধুরা ও গোকুলের মধ্যস্থলে পুতনাকে বধ করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে মধুরা এবং গোকুল উভয়ই ধ্বসিয়া গিয়া এই পোপের বাড়ীও চাপা দিত ॥ অজ্ঞামীলের কথাও আবোল তাবোল লিখিত হইয়াছে। তিনি নারদের উপদেশে তাঁহার পুত্রের নাম নারায়ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে পুত্রকে নাম ধরিয়া ডাকেন। ইত্যবসরে নারায়ণ লাফাইয়া পড়িলেন। নারায়ণ কি তাঁহার মনের ভাব জানিতেন না যে, তিনি তাঁহার পুত্রকে ডাকিতেছিলেন, তাঁহাকে নহে? যদি এইরূপই নাম-মাহাত্ম্য হয়, তবে আজকালও যাঁহারা নারায়ণের নাম স্মরণ করেন, নারায়ণ তাঁহাদের হৃৎখমোচনের জন্ত আগমন করেন না কেন? আর ইহা সত্য হইলে, কারাগারে কয়েদীগণ “নারায়ণ” “নারায়ণ” শব্দ উচ্চারণ করিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হয় না কেন?

এইরূপে নৃসিং পর্বতের পরিমাণও জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিরুদ্ধ লিখিত হইয়াছে।

প্রিয়তম রাজার রথচক্রের ঘর্ষণে সমুদ্র হইয়াছে। পৃথিবীর আয়তন
উনপঞ্চাশ কোটি যোজন, ইত্যাদি। এত মিথ্যা গাল গল্প ভাগবতে লিখিত
আছে যে, তাহার সীমা-পরিসীমা নাই। এই ভাগবত বোপদেব-রচিত।
ঐহার ভ্রাতা জয়দেব “গীতগোবিন্দ” রচনা করিয়াছিলেন। দেখ! তিনি
স্বরচিত “হিমাজি” নামক গ্রন্থে এই মর্মে শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—
“আমি শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ রচনা করিয়াছি”। সেই লিপির ভিন পত্র আমার
নিকট ছিল। তন্মধ্যে এক পত্র হারাইয়া গিয়াছে। সেই পত্রের লিখিত
শ্লোকগুলির অভিপ্রায় লইয়া আমি নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক রচনা করিয়াছি।
বিনি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি হিমাজি গ্রন্থে দেখিয়া লইবেন।

হিমাঙ্গে: সচিবস্থার্থে সূচনা ক্রিয়তেহধুনা ।

স্বক্কাহধ্যায়কথানাঞ্চ যৎপ্রমাণং সমাসতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণঞ্চ ময়েরিতম্ ।

বিভুবা বোপদেবেন শ্রীকৃষ্ণস্য যশোহন্বিতম্ ॥ ২ ॥

নষ্ট পত্রে এই মর্মের শ্লোক ছিল যে, রাজসচিব হিমাজি বোপদেব
পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন, “আপনার রচিত সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিবার
অবকাশ আমার নাই। অতএব আপনি শ্লোকবদ্ধ সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র প্রস্তুত
করুন, যেন আমি তাহা পাঠ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় জানিতে পারি”।
তদনুসারে বোপদেব নিম্নলিখিত সূচীপত্র রচনা করেন। তন্মধ্যে দশটি শ্লোক
পূর্বেোক্ত নষ্ট পত্রে নষ্ট হইয়া গিয়াছে সুতরাং একাদশ শ্লোক হইতে
লিখিত হইতেছে। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বোপদেব-রচিত—

বোধস্তীতি হি প্রাহুঃ শ্রীমদ্ভাগবতং পুনঃ ।

পঞ্চ প্রশ্নাঃ শৌনকস্য সূতস্তাত্ত্রোত্তরং ত্রিষু ॥ ১১ ॥

প্রশ্নাবতারয়োশ্চৈব ব্যাসস্য নিরুতিঃ কুতাং ।

নারদস্তাত্ত্র হেতুক্তিঃ প্রতীত্যর্থং স্বজন্ম চ ॥ ১২ ॥

সুপ্তস্বং দ্রোণ্যভিবস্তুদস্ত্রাং পাণ্ডবা বনম্ ।

ভীষ্মস্য স্বপদপ্রাপ্তিঃ কৃষ্ণস্য দ্বারিকাগমঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রোতুঃ পরীক্ষিতো জন্ম ধৃতরাষ্ট্রস্য নির্গমঃ ।

কৃষ্ণমর্ত্যত্যাগসূচা ততঃ পার্থমহাপথঃ ॥ ১৪ ॥

ইত্যাদ্যাদশভিঃ পাদৈরধ্যায়ার্থঃ ক্রমাৎ স্মৃতঃ ।

স্বপরপ্রতিবন্ধোনং স্মীতং রাজ্যং জহৌ নৃপঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি বৈরাজ্ঞো দাচে'্যাক্তৌ প্রোক্তা দ্রৌণিজয়াদয়ঃ ।

ইতি প্রথমঃ স্কন্ধঃ ॥ ১ ॥

বোপদেব পণ্ডিত এইরূপ ষাদশ স্কন্ধের সুচীপত্র রচনা করিয়া সচিব হিমাত্মিকে দিয়াছিলেন। যিনি বিস্তৃতরূপে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে বোপদেবরচিত হিমাত্মি গ্রন্থ জ্ঞেয়। এইরূপে অষ্টাশু পুরাণের লীলা-খেলাও বুঝিতে হইবে। তবে কোনটিতে অল্প, কোনটিতে অধিক আছে।

দেখ। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস অতি উৎকৃষ্ট। তাঁহার গুণ-কর্ম্ম স্বভাব ও চরিত্র আশুপুরুষোচিত। মহাভারতে কোথায়ও লিখিত হয় নাই যে, শ্রীকৃষ্ণ জীবনে কোন অধর্ম্ম অথবা কুকর্ম্ম করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ভাগবত-রচয়িতা তাঁহার সম্বন্ধে মন-গড়া অনুচিত দোষারোপ করিয়াছেন। দুষ্ক-দধি-মাংস প্রভৃতি অপহরণ; কুজাদাসীর সহিত সমাগম; পরস্ত্রীদিগের সহিত রাসক্রীড়া ইত্যাদি মিথ্যাদোষসমূহ শ্রীকৃষ্ণে আরোপ করা হইয়াছে। ভিন্নমতাবলম্বিগণ এসকল পাঠ করিয়া, শুনিয়া, অশ্রুকে পাঠ করাইয়া ও শুনাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার নিন্দা করিয়া থাকেন। এই ভাগবত না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রায় মহাশ্রাদ্দিগের মিথ্যা নিন্দা কিরূপে হইতে পারিত? শিবপুরাণে ষাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের বর্ণনা আছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ঐ সকল লিঙ্গে জ্যোতির লেশমাত্রও নাই। রাত্রিকালে প্রদীপ ব্যতীত অন্ধকারে লিঙ্গ দেখাও যায় না। এসকল পোপমহাশয়ের লীলা।

(প্রশ্ন)—যখন বেদপাঠের সামর্থ্য রহিল না তখন স্মৃতি, যখন স্মৃতি-পাঠের বুদ্ধি রহিল না তখন শাস্ত্র, যখন শাস্ত্র-পাঠের সামর্থ্য রহিল না তখন কেবল স্ত্রী-শূত্রাদির জ্ঞান পুরাণ রচিত হইল। কারণ ইহাদের বেদপাঠ এবং বেদশ্রবণ করিবার অধিকার নাই। (উত্তর)—ইহা মিথ্যা কথা। কারণ অধ্যয়ন-অধ্যাপন দ্বারাই সামর্থ্য জন্মে এবং বেদপাঠ ও বেদ শ্রবণ করিবার অধিকার সকলের আছে। দেখ। গার্গী প্রভৃতি নারীরা বেদাধ্যয়ন করিতেন। ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে যে শূত্র জানশ্রুতিও রৈক্যমূনির নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যজুর্বেদের যজুর্বিংশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, মনুষ্যমাত্রেয়ই বেদপাঠ এবং বেদশ্রবণ করিবার অধিকার

আছে। বাঁহারা ঐ-রূপ মিথ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়া মনুষ্যদিগকে সত্যগ্রন্থপাঠে বিরত করে এবং তাহাদিগকে ভ্রমজালে জড়িত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে, তাহারা মহাপাপী নহে ত কি ?

দেখ! ইহারা কিরূপ গ্রহ-চক্র রচনা করিয়াছে। তাহা বিভ্রাটীন মনুষ্যদিগকে প্রাস করিয়াছে।

‘আকৃষ্ণেন রজসা’ ০। ১। সূর্য্যের মন্ত্র। ‘ইমং দেবা অসপত্নঃ স্ত্রুবক্ষম্’ ০। ২। চন্দ্রের। ‘অগ্নিমূর্ক্ণা দিবঃ ককুৎপতিঃ’ ০। ৩। ‘মঙ্গলের। উষ্মাস্থাগে’ ০। ৪। বুধের। ‘বৃহস্পতে অতিয়দর্যো’ ০। ৫। বৃহস্পতির। ‘শুক্রেমক্ষসঃ’ ০। ৬। শুক্রের। ‘শরোদেবীরভিষ্টয়’ ০। ৭। শনির। ‘কয়া নশ্চিত্র আভুব’ ০। ৮। রাহুর এবং ‘কেতুঃ কৃষ্ণম কেতবে’ ০। ৯। ইহাকে কেতুর কণ্ডিকা বলে। কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে (আকৃষ্ণে ০) ইহা সূর্য্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণসূচক ॥ ১ ॥ দ্বিতীয় মন্ত্র রাজশুণ বিধায়ক ॥ ২ ॥ তৃতীয় মন্ত্র অগ্নি-সূচক ॥ ৩ ॥ চতুর্থ মন্ত্র যজমান-বাচক ॥ ৪ ॥ পঞ্চম মন্ত্র বিদ্বান্দের বাচক ॥ ৫ ॥ ষষ্ঠ মন্ত্র বীর্ঘ্য এবং অন্ন-বাচক ॥ ৬ ॥ সপ্তম মন্ত্র জল, প্রাণ এবং পরমেশ্বরবাচক ॥ ৭ ॥ অষ্টম মন্ত্র মিত্র-বাচক ॥ ৮ ॥ নবম মন্ত্র জ্ঞানগ্রহণ-বিধায়ক ॥ ৯ ॥ কিন্তু এসব গ্রহ-বাচক নহে। অর্থ না জানিয়া লোকেরা ভ্রম-জালে পতিত হইয়াছে।

(প্রশ্ন)—গ্রহের ফল হয় কি না? (উত্তর)—পোপ-লীলায় যেরূপ বর্ণিত আছে, সে-রূপ নহে। কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণ দ্বারা উষ্ণতা ও শীতলতা অথবা কোন ঋতু-যুক্ত কাল-চক্রের সম্বন্ধ বশতঃ ইহারা প্রকৃতির অনুকূলে কিংবা প্রতিকূলে সুখ-দুঃখের নিমিত্ত হইয়া থাকে। পোপলীলা-ধারীরা কি বলে, শোন, “যজমান, শেঠ মহাশয়! আজ তোমাদের অষ্টমে চন্দ্র এবং সূর্য্যাদি ত্রুর ঘরে আসিয়াছে। আড়াই বৎসরে শনৈশ্চর এক পাদে আসিয়াছে। তোমার খুব বিঘ্ন হইবে। এই গ্রহ তোমাকে বাড়ী-ঘর ছাড়াইয়া বিদেশে ভ্রমণ করাইবে। কিন্তু যদি তুমি গ্রহের দান, জপ, পাঠ এবং পূজা করাও, তবে দুঃখ হইতে রক্ষা পাইবে”। ইহাদিগকে বলা উচিত, “শোন, পোপ মহাশয়! তোমার সহিত গ্রহের কি সম্বন্ধ? গ্রহ কি বস্তু? (পোপ) :—

দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাচ্চ দেবতাঃ ।

তে মন্ত্রা ত্রাক্ষণাধীনাস্তস্মাৎ ত্রাক্ষণদৈবতম্ ॥

দেখ! কেমন প্রমাণ রহিয়াছে। সমস্ত জগৎ দেবতাদিগের অধীন। সমস্ত দেবতা মন্দের অধীন। মন্ত্রসমূহ ব্রাহ্মণের অধীন। এই জন্ত ব্রাহ্মণকে দেবতা বলে। দেবতাকে ইচ্ছা করিলেই আহ্বান ও প্রসন্ন করিয়া কার্য্য-সিদ্ধি করাইবার অধিকার আমাদেরই আছে। আমাদের মন্ত্র-শক্তি না থাকিলে তোমাদের স্থায় নাস্তিকেরা আমাদেরই সংসারে থাকিতেই দিত না।

(সত্যবাদী)—সম্ভবতঃ চোর, দস্যু এবং কুকর্শ্মিগণও তোমাদের দেবতাদিগের অধীন! সম্ভবতঃ দেবতারাই তাহাদের দ্বারা ছুই কৰ্ম্ম করাইয়া থাকেন। তাহা হইলে তোমাদের দেবতা ও রাক্ষসের মধ্যে কোন প্রভেদ রহিল না। যদি তোমরা তোমাদের অধীন মন্ত্রবলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার, তাহা হইলে সেই সব মন্ত্রবলে দেবতাদিগকে বশীভূত করিয়া নিজের গৃহে রাজ্য-কোষ উঠাইয়া আনিয়া স্থাপন করিয়া অনায়াসে আনন্দ ভোগ কর না কেন? শনৈশ্চর প্রভৃতির তৈলাদি দান গ্রহণ করিবার জন্ত গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়াও কেন? যাহাকে তোমরা কুবের মনে কর, তাহাকে বশীভূত করিয়া ইচ্ছামত ধন লইতে থাক। হৃতভাগ্য দরিদ্রদিগকে লুণ্ঠন করিতেছ কেন? যদি তোমাদিগকে দান করিলে গ্রহ প্রসন্ন এবং না করিলে অপ্রসন্ন হয়, তবে সূর্য্যাদি গ্রহের প্রসন্নতা এবং অপ্রসন্নতা আমাদেরই প্রত্যক্ষ দেখাও। যদি একজনের অষ্টম স্থানে চন্দ্র-সূর্য্য থাকে এবং অপরের তৃতীয় স্থানে থাকে, তবে তাহাদিগকে জ্যৈষ্ঠমাসে নগ্নপদে উত্তপ্ত ভূমির উপর চলিতে দেওয়া হউক। যাহার প্রতি প্রসন্ন তাহার চরণ ও শরীর দন্ধ না হওয়া, যাহার প্রতি ক্রুদ্ধ তাহার দন্ধ হওয়া উচিত। পৌষমাসে উভয়কে বিবস্ত্র করিয়া পৌর্ণমাসীর সমস্ত রাত্রি মাঠে রাখা হউক। তাহাতে যদি একজনের শীতানুভব হয় কিন্তু অপরের না হয়, তাহা হইলে গ্রহ ক্রুর কিংবা সৌম্যদৃষ্টি কি না, জানা যাইবে।

অধিকন্তু গ্রহের সঙ্গে কি তোমাদের কুটুস্থিতা আছে? তোমাদের ডাক বা টেলিগ্রাম কি তাহাদের নিকট যাতায়াত করে, কিংবা তোমরা তাহাদের নিকট যাতায়াত কর? অথবা তাহারা কি তোমাদের নিকট যাতায়াত করে? তোমাদের মধ্যে মন্ত্রশক্তি থাকিলে তোমরা স্বয়ং রাজা অথবা ধনাঢ্য হও না কেন? কিংবা শত্রুদিগকে বশ কর না কেন? যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা স্বরূপ বেদের বিরুদ্ধে পোপলীলা প্রচলিত করে, তাহারাই নাস্তিক। তোমাদিগকে গ্রহদান দ্বিবার পরিবর্তে যাহার উপর গ্রহদৃষ্টি আছে, সেই যদি তাহা ভোগ করে, তবে তোমাদের চিন্তার বিষয় কি? যদি

বল—না, তোমাদিগকেই দান করিলে গ্রহ প্রসন্ন হয় অপরকে দান করিলে হয় না তবে কি তোমারাই গ্রহগণের ঠিকা লইয়াছ ? যদি লইয়া থাক তবে সূর্যাদিকে স্বগৃহে আবাহন করিয়া পুড়িয়া মর ।

ইহাই সত্য যে, সূর্যাদি লোক জড় পদার্থ। তাহারা কাহাকেও হুখ বা ছুঃখ দিবার চেষ্টা করে না। কিন্তু গ্রহদানোপজীবী তোমরা যত জন আছ, সকলেই এক একটি মূর্ত্তিমান গ্রহ। কারণ গ্রহশব্দের অর্থ তোমাদের উপরেই খাটে। “যে গৃহস্থি তে গ্রহাঃ” বাহারা গ্রহণ করে, তাহাদের নাম গ্রহ। যতক্ষণ তোমরা রাজা, ধনাঢ্য বণিক এবং দরিদ্রদিগের নিকট পদার্পণ না কর, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নবগ্রহের কথা কাহারও স্মরণও হয় না। যখন তোমরা সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান সূর্য এবং শনৈশ্চরাদি ক্রুর গ্রহরূপে তাহাদিগকে আক্রমণ কর তখন কিছু গ্রহণ না করিয়া তাহাদিগকে ছাড় না। বাহারা তোমাদের কবলে পতিত না হয়, তোমরা তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করিতে থাক।

(পোপ)—দেখুন ! জ্যোতিষের ফল প্রত্যক্ষ। জ্যোতিষ আকাশে অবস্থানকারী সূর্য, চন্দ্র, রাহু এবং কেতুর সংযোগরূপ গ্রহণ সম্বন্ধে পূর্বেই সূচনা দেয়। জ্যোতিষ যেমন প্রত্যক্ষ, তাহার ফলও সেইরূপ প্রত্যক্ষ। দেখুন ! ধনাঢ্য, দরিদ্র, রাজা, ভিক্ষুক, সুখী এবং দুঃখী হওয়া গ্রহেরই ফল। (সত্যবাদী)—গ্রহণরূপ যে প্রত্যক্ষ ফলের কথা বলিতেছ তাহা গণিতবিজ্ঞার ফল, ফলিত জ্যোতিষের নহে। গণিত-বিজ্ঞা সত্য। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষ প্রাকৃতিক সম্বন্ধ-জাত ফলব্যতীত মিথ্যা। অনুলোম এবং প্রতিলোম ভ্রমণকারী পৃথিবী ও চন্দ্রের সম্বন্ধে গণিতের সাহায্যে স্পষ্ট জানা যায় যে অমুক সময়ে, অমুক দেশে এবং অমুক অবয়বে সূর্য্যগ্রহণ অথবা চন্দ্রগ্রহণ হইবে, যেমন—

ছাদয়ত্যর্কমিন্দুর্বিধুং ভূমিতাঃ ॥

ইহা “সিদ্ধান্তশিরোমণির” বচন। “সূর্য্যসিদ্ধান্তা” দিতেও এইরূপ আছে—যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্রমা আসে তখন সূর্য্যগ্রহণ, আর যখন সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী আসে তখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে অর্থাৎ চন্দ্রমার ছায়া পৃথিবীর উপর এবং পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রমার উপর পতিত হয়। সূর্য্য জ্যোতির্ষ্ময়, সুতরাং সূর্য্যের সম্মুখে কাহারও ছায়া পতিত হয় না। কিন্তু যেমন প্রকাশমান সূর্য্য অথবা প্রদীপ হইতে দেহাদির ছায়া বিপরীত

দিকে পতিত হয়, তদ্রূপ গ্রহণ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। সমুদায়গণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ধনাঢ্য, দরিদ্র, রাজা, প্রজা এবং ভিক্ষুক হইয়া থাকে, গ্রহের প্রভাবেনে নহে। বহু জ্যোতিষী গ্রহ সম্বন্ধীয় ফলিত জ্যোতিষ অনুসারে স্ব স্ব পুত্রকন্যার বিবাহ দেয় তবুও তাহাদের মধ্যে ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে বিধবা এবং মৃতদার পুরুষও দৃষ্ট হয়। ফল সত্য হইলে এইরূপ হইবে কেন? অতএব কর্ম্মের গতিই সত্য, গ্রহের গতি সুখ ও দুঃখ ভোগের কারণ নহে। ভাল, গ্রহ আকাশে অবস্থিত, পৃথিবীও আকাশে বহুদূরে অবস্থিত। তাহাদের সহিত কর্তা ও কর্ম্মের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। জীব কর্ম্মকর্তা এবং কর্ম্মের ফলভোক্তা। পরমাত্মা তাহাকে কর্ম্মফল ভোগ করান। তোমরা যদি গ্রহফল স্বীকার কর, তবে এই প্রশ্নের উত্তর দাও—“যে ক্ষণে একজন মনুষ্যের জন্ম হয়, সে ক্ষণকে ধরা ত্রুটি মনে করিয়া তোমরা জন্মপত্র রচনা কর। সে ক্ষণে পৃথিবীতে অণু কাহারও জন্ম হয় কি না?” যদি বল “না”; তবে মিথ্যা বল হয়। যদি বল “হয়”, তবে একজন চক্রবর্তী রাজারূপে পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়, অপর একজন সেকুপ হয় না কেন? অবশ্য তোমরা এপর্যন্ত বলিতে পার যে ইহা তোমাদের উদয় পূর্ণ করিবার লীলা খেলা মাত্র, তবে কেহ তাহা স্বীকার করিতেও পারে।

(প্রশ্ন)—গুরুড়পুরাণও কি মিথ্যা? (উত্তর)—হাঁ, মিথ্যা। (প্রশ্ন)—তবে মৃত জীবের কি প্রকার গতি হইয়া থাকে? (উত্তর)—তাহার যেমন কর্ম্ম। (প্রশ্ন)—যমরাজ রাজা, তাহার মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত। কাজলের পর্বত সদৃশ শরীরধারী ভয়ঙ্কর অনুচরগণ জীবদিগকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদিগকে পাপ পুণ্যানুসারে নরকে নিক্ষেপ করে অথবা স্বর্গে উপস্থিত করে। জীবগণ যাহাতে বৈতরণী নদী পার হইতে পারে তজ্জন্য দান পুণ্য, ত্র্যাক্ষ, তর্পণ এবং গোদান প্রভৃতি করা হইয়া থাকে। এ সকল কথা মিথ্যা কিরূপে হইতে পারে? (উত্তর)—এ সকল পোপলীলার অলীক গল্প। অহাশ্ব স্থানের যে-সকল জীব যমলোকে যায়, যমরাজ এবং চিত্রগুপ্ত তাহাদের জ্ঞায় বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি যমলোকবাসী জীবগণ পাপ-কর্ম্ম করে, তাহা হইলে অণু যমলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সেই স্থানের জ্ঞায়াধীশ তাহাদের প্রতি জ্ঞায় বিচার করিবেন। যমদূতগণের শরীর পর্বতাকার হইলে দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? পর্বতাকার হইলে মৃত জীবদিগকে লইয়া যাইবার সময় তাহাদের একটি অঙ্গুলিও ঘারের মধ্য দিয়া

বাইতে পারে না। পথ এবং গলির মধ্যে তাহারা আটকাইয়া যায় না কেন ? যদি বল যে তাহারা সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে, তবে পূর্বের পর্বাতকার শরীরের প্রকাণ্ড অস্থিগুলি পোপ মহাশয় নিজের গৃহে ব্যতীত অন্য কোথায় রাখিবেন ? বনে আগুন লাগিলে পিপীলিকাদি জীব বিনষ্ট হয়। তাহাদিগকে ধরিবার জন্য অসংখ্য যমদূত উপস্থিত হইলে, সে স্থানে তখন অন্ধকার হওয়া উচিত। যখন জীবগণকে ধরিবার জন্য তাহারা সকলে ধাবমান হয়, তখন একের উপর অন্যের খাঁকা লাগিবে। তখন তাহাদের প্রকাণ্ড অবয়বগুলি ভূপৃষ্ঠে পতিত বিশাল পর্বতশিখরের ন্যায় গরুড় পুরাণের পাঠক ও শ্রোতাদিগের শ্রোত্রে গিয়া পড়িবে। তাহারা চাপা পড়িয়া মরিবে অথবা তাহাদের গৃহঘার এবং যাতায়াতের পথ অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে। তখন তাহারা কিরূপে বহির্গত হইয়া চলাফেরা করিতে সমর্থ হইবে ? শ্রাদ্ধ, তর্পণ এবং প্রদত্ত শিশু মৃতজীবদিগের নিকট ত উপস্থিত হয় না ; কিন্তু মৃতকদিগের প্রতিনিধি পোপ মহাশয়ের গৃহে, উদরে এবং হস্তে গিয়া পতিত হয়। বৈতরণীর জন্য যে গোদান গ্রহণ করা হয়, তাহা পোপ মহাশয়ের অথবা কসাই প্রভৃতির গৃহে চলিয়া যায়। বৈতরণীতে গাভী উপস্থিত না হইলে মৃতক কাহার পুচ্ছ ধরিয়া পার হইবে ? মৃতকের হস্ত ত এখানেই দৃঢ় অথবা প্রোথিত করা হইয়াছে। তাহা হইলে পুচ্ছ কিরূপে ধরিলে ? এ বিষয়ে একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত আছে—

এক জাঠ ছিল। তাহার গৃহে একটি অতি উত্তম গাভী ছিল। গাভীটি প্রত্যহ অর্দ্ধ মণ দুগ্ধ দিত। দুগ্ধ খুবই সুস্বাদু ছিল। পোপ মহাশয়ও সেই দুগ্ধ কখনও কখনও পান করিতেন। জাঠের পুরোহিত ভাবিতে-ছিল, “জাঠের বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুকালে এই গাভীটি সংকল্প করাইয়া গ্রহণ করিব”। দৈবযোগে কয়েক দিনের মধ্যে জাঠের পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তাহার বাকরোধ হইল। তখন তাঁহাকে পালঙ্ক হইতে ভূমিতে আনয়ন করা হইল। তাঁহার প্রাণত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। তখন জাঠের আত্মীয় বন্ধু এবং কুটুম্বগণও উপস্থিত ছিল। পোপ জাঠকে ডাকিয়া বলিল, “যজ্ঞমান ! এখন তুমি ইহার হাতে গোদান করাত”। জাঠ পিতার হস্তে দশটি টাকা রাখিয়া বলিল, “সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করুন”। পোপ বলিলেন, “বাঃ বাঃ ! পিতা কি বার বার মরে ? এখন একটি অল্পবয়সী, সর্বথা উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভী প্রত্যক্ষ আনয়ন কর। এমন গাভীই দান করান উচিত।

(জাঠ)—আমার একটি মাত্র গাভী আছে। সেই গাভীটি না হইলে আমার পুত্রকন্যাদিগের চলিবে না। অতএব সেইটি দিব না। এই কুড়িটি টাকা লইয়া সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করুন। এই টাকায় অশ্ব একটি গাভী ক্রয় করিবেন। (পোপ)—“বাহবা, বাহবা! তুমি কি তোমার পিতা অপেক্ষা গাভীকেই অধিক মনে করিতেছ? তুমি কি তোমার পিতাকে বৈতরণী নদীতে ডুবাইয়া কষ্ট দিতে ইচ্ছা কর? তুমি ত বেশ স্নপুত্র দেখিতেছি”! সে সময় জাঠের কুটুম্বগণও পোপের পক্ষ গ্রহণ করিল। কারণ পোপ তাহাদিগকে পূর্বেই বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল এবং সেই সময়ে তাহাদিগকেও ইঙ্গিত করিল। সকলে মিলিয়া জিদ ধরিলে অবশেষে গাভীটি পোপকেই দান করা হইল। তখন জাঠ কিছুই বলিল না। তাহার পিতার মৃত্যু হইল। পোপ বৎস সহিত গাভীটি এবং দুগ্ধদোহন করিবার পাত্রটি লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল। সে পরে গাভী এবং দুগ্ধপাত্র গৃহে রাখিয়া পুনরায় জাঠের গৃহে উপস্থিত হইল, মৃতকের সহিত আশানভূমিতে যাইয়া দাহকর্ম্ম করাইল। সে স্থানেও সে কিঞ্চিৎ পোপলীলা চালাইল। পরে দশ গাত্র এবং সপিওকরণ প্রভৃতিতেও জাঠকে সে শোষণ করিল। মহাত্মাক্ষণগণও লুণ্ঠন করিল। পেটুকেরাও অনেক সামগ্রী উদরস্থ করিল। এরূপে সকল কার্য্য সমাপ্ত হইল। তৎপর জাঠ যাহার তাহার বাড়ী হইতে দুগ্ধ যাজ্ঞা করিয়া আনিয়া দিন যাপন করিত। চতুর্দশ দিবসের প্রাতঃকালে সে পোপের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, গাভী দোহন করিয়া দুগ্ধপাত্র পূর্ণ করা হইয়াছে। পোপ উঠিয়া বাইবার জন্ত প্রস্তুত। ইত্যবসরে জাঠ উপস্থিত! তাহাকে দেখিয়া পোপ বলিল “যজ্ঞমান! এস, বস”। (জাঠ)—“পুরোহিত মহাশয়! আপনিই এদিকে আসুন”। (পোপ)—আচ্ছা, দুগ্ধ রাখিয়া আসি। (জাঠ)—না, না। দুগ্ধপাত্র লইয়া এদিকে আসুন”। তখন দুর্ভাগা পোপ দুগ্ধপাত্র সম্মুখে রাখিয়া বসিল। (জাঠ)—আপনি বড় মিথ্যাবাদী। (পোপ)—কি মিথ্যা কথা বলিয়াছি? (জাঠ)—বলুন, আপনি গাভীটি লইয়াছিলেন কেন? (পোপ)—তোমার পিতার বৈতরণী নদী পার করাইবার জন্ত। (জাঠ)—আচ্ছা, তাহা হইলে আপনি গাভীটিকে বৈতরণী নদীর তীরে পাঠাইয়া দেন নাই কেন? আমি ত আপনার ভরসায় বসিয়া আছি; আর আপনি নিজের গৃহে গাভীটি বাঁধিয়া নিশ্চেষ্ট আছেন। না জানি, আমার পিতা বৈতরণীতে কতই না হাবু ডুবু খাইয়াছেন। (পোপ)—না, না। এ দানের পুণ্য প্রভাবে সে স্থানে অশ্ব গাভী উৎপন্ন হইয়া

তাঁহাকে পার করিয়া দিয়াছে। (জাঠ)—বৈতরণী নদী এ স্থান হইতে কতদূর এবং কোন দিকে? (পোপ)—আমুমানিক ত্রিশ কোটি ক্রোশ দূরে; পৃথিবীর আয়তন উপপঞ্চাশ কোটি যোজন এবং ইহার দক্ষিণ নৈঋত কোণে বৈতরণী নদী। (জাঠ)—যদি এতদূরে পত্র বা টেলিগ্রামে সংবাদ গিয়া থাকে এবং উত্তর আসিয়া থাকে যে, সে স্থানে পুণ্যপ্রভাবে গাভী উৎপন্ন হইয়া অমৃতের পিতাকে পার করিয়াছে, তবে সেই পত্র বা টেলিগ্রাম দেখান। (পোপ)—আমার নিকট গুরুড়পুরাণের বচন ব্যতীত অন্য কোন ডাক বা টেলিগ্রাম নাই। (জাঠ)—আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব যে, এই গুরুড় পুরাণ সত্য? (পোপ)—সকলেই যেরূপ বিশ্বাস করে। (জাঠ)—আপনাদের পূর্ব পুরুষেরা আপনাদের জীবিকার জন্য এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কারণ, পিতার নিকট কেহই পুত্র অপেক্ষা বেশী প্রিয় নহে। যখন আমার পিতা আমার নিকট পত্র অথবা টেলিগ্রাম পাঠাইবেন তখনই আমি বৈতরণীর তীরে গাভী পাঠাইব এবং তাঁহাকে পার করিয়া গাভীটিকে গৃহে আনয়ন করিব। তাহা হইলে আমার ও আমার পুত্রকন্যাদিগের দুঃখপান চলিতে থাকিবে। “আমুন, আমুন” এই বলিয়া জাঠ দুঃখপূর্ণ পাত্র, গাভী এবং বৎস লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্ভূত হইল। (পোপ)—তুমি দান করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতেছ, তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। (জাঠ)—“চূপ করুন, নতুবা তের দিন পর্য্যন্ত দুঃখভাবে আমি যে কষ্ট পাইয়াছি, তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইব। তখন পোপ নীরব রহিল। জাঠ গাভী ও বৎস লইয়া স্বগৃহে উপস্থিত হইল।

জাঠের স্থায় লোক থাকিলে সংসারে পোপ লীলা চলিতে পারে না। পোপ দিগের মতে দশগাত্র সপিণ্ড করিলে শরীরের সহিত জীবের মিলন হয়। তাহাতে অল্পষ্ট মাত্র শরীর নিশ্চিহ্ন হইবার পর জীব যমলোকে গমন করে। যদি তাহাই হয়, তবে মৃত্যুকালে যমদূতের আগমন বৃথা। ত্রয়োদশাহের পরে আগমন করা উচিত। যদি শরীর নিশ্চিহ্ন হয়, তবে মৃত জীব নিজের জ্ঞী, সন্তান, আত্মীয় এবং বন্ধুদিগের মোহে ফিরিয়া আসে না কেন? (প্রশ্ন)—স্বর্গে কিছুই পাওয়া যায় না। এখানে যাহা দান করা হয় তাহাই সে স্থানে পাওয়া যায়। অতএব সমস্তই দান করা উচিত। (উত্তর)—তোমাদের সেই স্বর্গ অপেক্ষা ইহলোক শ্রেষ্ঠ। এখানে ধর্ম্মশালা আছে, লোকে দান করে, বন্ধু ও জ্ঞাতিবর্গের নিকট হইতে প্রচুর নিমন্ত্রণ পাওয়া যায় এবং উত্তম উত্তম পরিধেয় পাওয়া যায়। তোমাদের কথিত প্রমাণ-অমৃতসারে

স্বর্গে কিছুই পাওয়া যায় না। এমন নির্দয়, কৃপণ এবং কাঙ্গাল স্বর্গে পোপ যাইয়া বিনষ্ট হউক। সে স্থানে সজ্জনদিগের কি প্রয়োজন? (প্রশ্ন)—যদি তোমাদের কথা মত যমলোক এবং যম না থাকে, তবে জীব মৃত্যুর পর কোথায় যায় এবং কেইবা তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান বিচার করে? (উত্তর)—তোমাদের গুরুড়পুরাণোক্ত কথা ত প্রমাণ নহে, বেদোক্ত বাক্যই প্রমাণ, যথা—

যমেন, বায়ুনা। সত্যরাজন্। [যজুঃ ২০।৪]

ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, “যম” বায়ুর নাম। জীব শরীর পরিত্যাগ করিয়া বায়ুর সহিত অন্তরিক্ষে থাকে। সত্যকর্তা, পক্ষপাতরহিত, পরমাত্মা “ধর্ম্মরাজ” সকলের বিচারক। (প্রশ্ন)—আপনার বাক্যানুসারে সিদ্ধ হইতেছে যে, কাহাকেও গোদান করা এবং কোনরূপ পুণ্যকার্য্য করা উচিত নহে। (উত্তর)—তোমার এ কথা সর্ব্বথা নিরর্থক। কারণ, স্তুপাত্রে, ও পরোপকারীকে পরহিতার্থ স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মুক্তা, মাণিক্য, অন্ন, জল, বাসস্থান এবং বস্ত্রাদি অবশ্য দান করা উচিত। কিন্তু কুপাত্রে কখনও দান করা উচিত নহে।

(প্রশ্ন)—স্তুপাত্র এবং কুপাত্রের লক্ষণ কি? (উত্তর)—ছলনা-কপটতায়ুক্ত, স্বার্থপর, বিষয়াসক্ত, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহযুক্ত, পরের অনিষ্টকারী, লম্পট, মিথ্যাবাদী, বিভ্রাটীন, কুসঙ্গী ও অলস হওয়া; দাতার নিকট বারংবার প্রার্থনা করা ও ধর্না দেওয়া; দাতা দান না করিলেও জিদ বশতঃ যাজ্ঞা করিতে থাকা; সন্তুষ্ট না হওয়া; যে দান করে না তাহার নিন্দা করা ও তাহাকে অভিশাপ ও গালি দেওয়া; কোন ব্যক্তি অনেক বার সেবা করিয়া পুনরায় সেবা না করিলে, তাহার শত্রু হওয়া; বাহিরে সাধুর বেশ ধরিয়া লোককে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করা; নিজের নিকট ধন থাকা সত্ত্বেও “আমার নিকট কিছুই নাই” বলা; সকলকে ফুসলাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করা; দিবা-রাত্র ভিক্ষারত থাকা; নিমন্ত্রিত হইলে ভাং প্রভৃতি মাদকদ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে সেবন করিয়া অত্যধিক পরজ্ঞব্য ভোজন করা; উন্মত্ত, প্রমাদগ্রস্ত এবং সত্যমার্গ-বিরোধী হওয়া; স্বার্থ সাধনে অসত্য পথে চলা; শিশুদিগকে কেবল নিজেরই সেবা করিবার এবং অপর কোন যোগ্যব্যক্তির সেবা না করিবার উপদেশ দেওয়া; সচ্ছিত্তি প্রবৃত্তির বিরোধী হওয়া; জাগতিক ব্যবহারে অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ, মাতা-পিতা, সন্তান, রাজা-প্রজা এবং আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে অপ্রীতি উৎপাদন করা,

এবং “সমস্তই মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা” এইরূপ অসমুপদেশ দান করা ইত্যাদি কুপাত্তের লক্ষণ ।

বঁাহারা ভ্রমচাচারী ও জিতেন্দ্রিয় ; বঁাহারা বেদাদি বিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপন করেন ; বঁাহারা স্তম্ভীল, সত্যবাদী, পরোপকারপ্রিয়, পুরুষকারসম্পন্ন, উদার, বিদ্যা ও ধর্ম্মে নিরন্তর উন্নতিশীল, ধর্ম্মাচ্ছাদা, শাস্ত, নিন্দা-স্তুতিতে হর্ষ-শোক-রহিত, নির্ভয়, উৎসাহী, যোগী, জ্ঞানী ; বঁাহারা সৃষ্টিক্রম, বেদান্তা এবং ঈশ্বরের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবের অমুকূল আচরণ করেন ; বঁাহারা স্থায়নিষ্ঠ, পক্ষপাতরহিত, সত্যোপদেশী, সত্যশাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনকারীদিগের পরীক্ষক ; বঁাহারা কাহারও তোষামোদ করেন না ; বঁাহারা প্রশ্নসমূহের যথার্থ সমাধান করেন ; বঁাহারা আশ্রয়ৎ অপরেরও সুখদুঃখ এবং লাভ-ক্ষতি অনুভব করেন ; বঁাহারা অবিজ্ঞাদি ক্রেশ, হঠকারিতা, দুরাগ্রহ এবং দত্তরহিত ; বঁাহারা অপমানকে অমৃতবৎ এবং সম্মানকে বিষবৎ মনে করেন ; বঁাহারা সম্ভুক্ত, অর্থাৎ যে-কেহ প্রীতির সহিত যাহা কিছু দান করে, তাহাতেই যিনি প্রসন্ন থাকেন ; বঁাহারা বিপৎকালে একবার যাত্ৰা করিয়া প্রত্যাখ্যাত বা বর্জিত হইলেও দুঃখিত না হইয়া বা কুচেষ্টা না করিয়া সেন্ধান হইতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যান কিন্তু তাহার নিন্দা করেন না ; বঁাহারা স্তম্ভীদিগের সহিত মিত্রতা এবং দুঃখীদিগের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন ; বঁাহারা পুণ্যাচ্ছাদিগের সহিত আনন্দভোগ এবং পাপীদিগের প্রতি “উপেক্ষা” প্রদর্শন করেন ; অর্থাৎ বঁাহারা রাগেষু রহিত, সত্যমননকারী, সত্যবাদী, সত্যকারী, অকপট, ঈর্ষ্যা-ষেবরহিত, গভীরপ্রকৃতি, সজ্জন, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সর্ব্বথা দুরাচার রহিত ; বঁাহারা নিজের শরীর, মন এবং ধনকে পরোপকারে নিয়োজিত করেন এবং পরের সুখের জন্য যিনি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করেন ;—এইরূপ শুভলক্ষণযুক্ত লোকদিগকেই সুপাত্র বলে । কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আগৎকালে প্রাণীমাত্রই অন্ন, জল, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য এবং স্থান পাইবার অধিকারী ।

(প্রশ্ন)—দাতা কত প্রকারের ? (উত্তর)—তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও অধম । যিনি দেশ-কাল-পাত্র জানিয়া সত্যবিদ্যা এবং ধর্ম্মোন্নতিরূপ পরোপ-কারার্থ দান করেন, তিনি উত্তম দাতা । যিনি কীর্ত্তি ও স্বার্থসাধনের জন্য দান করেন তিনি মধ্যম দাতা । যিনি নিজের অথবা পরের কোনও উপকার করিতে পারেন না কিন্তু বেষ্টাগমনাদি কার্যে ভাঁড় এবং ভাটদিগকে দান করেন, দান করিবার সময় যিনি ভিন্নস্বার এবং অপমানাদি কুচেষ্টা ও

করেন, সুপাত্র এবং কুপাত্রেয় মধ্যে যিনি পার্থক্য জানেন না, কিন্তু “সকল চাউলই টাকায় ষাট সের” এইরূপ বলিয়া বিক্রেতাদিগের স্থায় বিবাদ করেন ; অপর কোনও ধর্ম্মাত্মাকে কষ্ট দিয়া সুখী হইবার জন্য যিনি দান করেন ; তিনি অধম দাতা । যিনি পরীক্ষার পর বিদ্বান্ ও ধর্ম্মাত্মাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করেন ; তিনি উত্তম দাতা । যিনি পরীক্ষা করেন বা না করেন, কেবল আশ্রয়প্রার্থীদিগকে দান করেন ; তিনি মধ্যম দাতা । যিনি পরীক্ষা ব্যতীত অন্ধের স্থায় নিষ্ফল দান করেন ; তিনি নিকৃষ্ট দাতা । (প্রশ্ন)—দানের ফল কি ইহলোকে হইয়া থাকে, অথবা পরলোক ? (উত্তর)—সর্বত্র হইয়া থাকে । (প্রশ্ন)—নিজে নিজেই হয়, কিংবা কোনও ফলদাতা আছেন ? (উত্তর)—ফলদাতা পরমেশ্বর । যেমন কোনও দস্যু তস্কর স্বয়ং কারাগারে যাইতে চাহে না, রাজা তাহাকে যাইতে বাধ্য করেন এবং ধর্ম্মাত্মাদিগকে দস্যু-তস্করাদি হইতে রক্ষা করিয়া সুখভোগ করান । সেইরূপ পরমাত্মা সকলকে পাপপুণ্যের দুঃখ-সুখরূপ ফল যথোচিত ভোগ করাইয়া থাকেন । (প্রশ্ন)—গুরুভূপূরাণাদি গ্রন্থ স্বেদার্থ অথবা বেদের পরিপোষক কি না ? (উত্তর)—না, বেদবিরোধী ও বিপরীতগামী । তন্ত্রও সেইরূপ । যেমন কেহ একজনের মিত্র হইয়া সমস্ত সংসারের শত্রু হয়, তন্ত্রবিদ্বাদিগণও সেইরূপ । কারণ, এসকল গ্রন্থ পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন করাইয়া থাকে । এ-সকল গ্রন্থ কাহারও মানা উচিত নহে । এ সকল মানা পশুদের পরিচায়ক ।

দেখ, শিবপুরাণে ত্রয়োদশী, সোমবার ; আদিত্যপুরাণে রবিবার ; চন্দ্রখণ্ডে সোমগ্রহযুক্ত মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর রাহু এবং কেতু ; বৈষ্ণব মতে একাদশী ; বামনের দ্বাদশী ; নৃসিংহ বা অনন্তের চতুর্দশী, চন্দ্রমার পৌর্ণমাসী ; দিক্‌পালদিগের দশমী ; দুর্গার নবমী ; বহুদিগের অষ্টমী ; মুনিদিগের সপ্তমী ; স্বামি-কার্ত্তিকের ষষ্ঠী ; নাগের পঞ্চমী ; গণেশের চতুর্থী ; গৌরীর তৃতীয়া ; অশ্বিনীকুমারের দ্বিতীয়া ; আত্মাদেবীর প্রতিপদ এবং পিতৃগণের অমাবস্তা—এ সকল পৌরাণিক পদ্ধতি অনুসারে উপবাসের দিন । সর্বত্র ইহাষ্ট লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি এই সকল বার এবং তিথিতে খাদ্য পানীয় গ্রহণ করে, সে নরকগামী হয় । তাহা হইলে পোপ এবং পোপের শিষ্যদিগের কোনও বার অথবা কোনও তিথিতে ভোজন করা উচিত নহে । কারণ পান-ভোজন করিলে নরকগামী হইতে হইবে । “নির্ঘয়সিদ্ধু”, “ধর্ম্মসিদ্ধু” এবং

“অতীর্ক” প্রভৃতি প্রমাদগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা রচিত গ্রন্থসমূহে এক এক ভ্রমের চূর্ণদর্শন করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, শৈবগণ একাদশীতে, এইরূপ কেহ কেহ দশমীবিন্দাতে, কেহ কেহ দ্বাদশীতেই একাদশীর ভ্রত করিয়া থাকে। কেমন বিচিত্র পোপলীলা! ক্ষুধার মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও বাদ বিবাদ করে। যে ব্যক্তি একাদশী ভ্রত প্রচলিত করিয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল স্বার্থপরতাই আছে, দয়ার লেশমাত্রও নাই। পোপগণ বলেন :—

একাদশীমাসে পাপানি বসন্তি ।

একাদশীর দিনে, সমস্ত পাপ অঙ্গে বাস করে। পোপকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক, “কাহার পাপ বাস করে? তোমার বা তোমার পিতা প্রভৃতির”? যদি সকলের সকল পাপ একাদশীতে গিয়া বাস করে, তাহা হইলে একাদশীর দিন কাহারও কোনও প্রকার দুঃখ থাকা উচিত নহে। কিন্তু তাহা ত হয় না; বরং বিপরীত, ক্ষুধাদির দ্বারা দুঃখ হইয়া থাকে। কষ্ট পাপেরই ফল। অতএব উপবাসে দুঃখভোগ করা পাপ। ইহার বিশেষ মাহাত্ম্য রচিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া বহুলোক প্রভারিত হয়। এই বিষয়ে একটি গাথা আছে—

ব্রহ্মলোকে এক বেষ্ঠা ছিল। সে কোনও অপরাধ করায় তাহাকে অভিশাপ দেওয়া হয়। সে পৃথিবীতে পতিত হইয়া স্তুতিপূর্বক জিজ্ঞাসা করিল, “আমি কিরূপে পুনরায় স্বর্গে আসিতে পারিব”? তাহাকে বলা হইল, “যদি কেহ তোমাকে কখনও একাদশীভ্রতের ফল দান করে, তাহা হইলেই তুমি তখন স্বর্গে ফিরিয়া আসিবে”। সে বিমানসহিত কোন নগরে পতিত হইল। তথাকার রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে”? সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিল, “যদি কেহ আমাকে একাদশীর ফলদান করে, তবে আমি পুনরায় স্বর্গে যাইতে পারিব”। রাজা নগরে অনুসন্ধান করাইয়া একাদশীভ্রতের অনুষ্ঠান কাহারও সন্ধান পাইলেন না। একদিন কোন শূদ্রদম্পতির মধ্যে কলহ হয়। স্ত্রী ক্রোধবশে দিবারাত্র অনাহারে থাকিল। দৈবযোগে সেদিন একাদশী ছিল। সে বলিল, “আমি ত একাদশী জানিয়া করি নাই, কিন্তু দৈবাৎ সেদিন উপবাসে ছিলাম”। রাজার সিপাহীদিগকে এইরূপ বলা হইলে, তাহারা তাহাকে রাজার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল।

রাজা তাহাকে বলিলেন, “তুমি এই বিমানকে স্পর্শ কর”। সে স্পর্শ করিয়া মাত্র বিমান তৎক্ষণাৎ উপরে উড়িয়া গেল। যখন অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত একাদশীত্রয়ের এই ফল, তখন জ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হইলে তাহার ফলের কি সীমা পরিসীমা আছে !!! বাহবা ! জ্ঞানানুগুণ ! ইহা সত্য হইলে আমরা একটি পানের খিলি যাহা স্বর্গে পাওয়া যায় না তাহা স্বর্গে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। যদি সব একাদশীত্রতানুষ্ঠানকারিগণ নিজেদের ফল দান করিলে একটা পানের খিলি স্বর্গে চলিয়া যায়, তাহা হইলে লক্ষ কোটি পান সেখানে পাঠাইব এবং আমরাও একাদশী করিতে থাকিব। কিন্তু যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে তোমাদিগকে এইরূপ উপবাসের যত্নরূপ বিপদ হইতে রক্ষা করিব :

এই চব্বিশটি একাদশীর পৃথক পৃথক নাম রাখা হইয়াছে। কোনটির নাম “ধনদা”, কোনটির “কামদা”, কোনটির “পুত্রদা” এবং কোনটির “নির্জলা” ইত্যাদি নাম। অনেক দরিদ্র, বিষয়াসক্ত, নিঃসন্তান লোক একাদশী ত্রত করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়াছে এবং অনেকে মরিয়াও গিয়াছে ; কিন্তু ধন, কাম্যবস্তু এবং পুত্র প্রাপ্ত হয় নাই। আর দ্বৈঘ্য মাসের শুরু পক্ষে যখন এক ঘণ্টা কাল জল না পাইলে মনুষ্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে, তখন ত্রতকারীদিগের দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বিধবাদিগের একাদশীর দিন অভ্যস্ত দুর্দশা হইয়া থাকে। এই সকল বিধান লিখিবার সময় নির্দয় কসাইদিগের মনে দয়ার লেশ মাত্র উপস্থিত হয় নাই। যদি ইহারা নির্জলার নাম সজলা এবং পৌষ মাসের শুরুপক্ষের একাদশীর নাম নির্জলা রাখিত, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত ভাল হইত। কিন্তু পোপের দয়ার কি প্রয়োজন ? “যে বাঁচে বাঁচুক, যে মরে মরুক কিন্তু পোপের পেট ভরুক”। গর্ভবতী অথবা সন্তোবিবাহিতা স্ত্রী, বালক বা যুবকদিগের কখনও উপবাস করা উচিত নহে। যদি করিতেই হয়, তবে যে দিন অজীর্ণ অথবা ক্ষুধামান্দ্য হয়, সেদিন শর্করায়ুক্ত সরবত অথবা দুগ্ধ পান করিয়া থাকা উচিত। যে ব্যক্তি ক্ষুধার সময় আহার করে না আর যে ক্ষুধা ব্যতীত আহার করে, তাহার উভয়েই রোগ সাগরে নিমগ্ন হইয়া দুঃখ ভোগ করে। এ সকল প্রমাদগ্রস্তের কথা ও লেখাকে কাহারও প্রমাণ বলিয়া মনে করা উচিত নহে।

এখন শুরু-শিষ্য, মন্ত্রোপদেশী এবং মত মতান্তরের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। যুক্তিপূজক সম্প্রদায়ী লোকেরা প্রমাণ করে যে, বেদ অনন্ত,

ঋগ্বেদের ২১, যজুর্বেদের ১০১, সামবেদের ১০০০ এবং অথর্ববেদের ৯ শাখা আছে। তন্মধ্যে অল্প কয়েকটি পাওয়া যায়। অবশিষ্ট গুলি লুপ্ত হইয়াছে। লুপ্ত শাখাসমূহের মধ্যে হয় ত মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থের প্রমাণ থাকিবে। না থাকিলে পুরাণে ঐ সকল কোথা হইতে আসিবে? যদি কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হয়, তবে পুরাণ দেখিয়া মূর্ত্তিপূজার বিষয়ে সংশয়ের কি থাকিতে পারে? (উত্তর)—যেমন বৃক্ষশাখা বৃক্ষসদৃশ হইয়া থাকে, বিপরীত নহে; শাখা ক্ষুদ্র হউক অথবা বৃহৎ হউক, তাহাতে বিরোধ হইতে পারে না; সেইরূপ বেদের যতগুলি শাখা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যখন পাবাগাদি মূর্ত্তির এবং জল-স্থলরূপী তীর্থসমূহের প্রমাণ দৃষ্ট হয় না, তখন ধরা যাইতে পারে, লুপ্ত শাখাগুলিতেও ঐ সকল ছিল না। চারি বেদ সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। শাখা সমূহ কখনও বেদবিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহা বিরুদ্ধ হইবে তাহাকে কেহই শাখা সিদ্ধ করিতে পারিবে না। সুতরাং পুরাণ বেদের শাখা নহে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক লোকেরা এ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। যদি আপনারা বেদকে পরমেশ্বরকৃত মানেন, তবে “আখ্যায়ন” প্রভৃতি ঋষি-মুনিদিগের নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিকে বেদ মানেন কেন? যেমন শাখাপত্র দেখিয়া অশ্বখ, বট এবং আত্ম প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ চিনিতে পারা যায়, সেইরূপ ঋষি-মুনিকৃত বেদাঙ্গ, চারি ব্রাহ্মণ, অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং উপবেদ প্রভৃতির সাহায্যে বেদার্থ জানা যায়। এজন্য এ সকল গ্রন্থকে শাখা বলিয়া মানা হইয়াছে। যাহা বেদ-বিরুদ্ধ তাহা প্রামাণ্য এবং যাহা বেদানুকূল তাহা অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। যদি তুমি অদৃষ্ট শাখাসমূহের মধ্যে মূর্ত্তি প্রভৃতির প্রমাণ আছে বলিয়া কল্পনা কর, তবে যদি কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করে যে, লুপ্ত শাখাগুলির মধ্যে বিপরীত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ শূত্র ও অস্ত্রাজাদির নাম ব্রাহ্মণাদি এবং ব্রাহ্মণাদির নাম শূত্র ও অস্ত্রাজাদি, অগমনীয়া গমন, অকর্তব্য্য কর্তব্য্য, মিথ্যাভাষণাদি ধর্ম্ম, সত্যভাষণাদি অধর্ম্ম; এই সব হয়ত লিখিত আছে তাহা হইলে আমি তোমাকে যে উত্তর দিয়াছি, তুমি তাহাকে সেই উত্তরই দিবে। অর্থাৎ বেদ এবং প্রসিদ্ধ শাখাসমূহে যেমন ব্রাহ্মণাদির নাম ব্রাহ্মণাদি এবং শূত্রাদির নাম শূত্রাদি লিখিত আছে, সেইরূপ অদৃষ্ট শাখাসমূহেও আছে স্বীকার করা উচিত। নতুবা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্ত বিপরীত হইয়া যাইবে। ভাল, জৈমিনি, ব্যাস এবং পতঞ্জলির সময় পর্য্যন্ত সমস্ত শাখাই বিজ্ঞমান

ছিল কি না ? যদি বল যে ছিল না, তবে তুমি অশ্রুধা বলিতে পারিবে না কিন্তু যদি বল যে ছিল, তবে থাকা সম্বন্ধে প্রশ্ন কি ? দেখ, জৈমিনি মীমাংসায় সমস্ত কর্ণকাণ্ড, পতঞ্জলি মুনি যোগশাস্ত্রে সমস্ত উপাসনাকাণ্ড এবং ব্যাসমুনি শারীরিকসূত্রে সমস্ত জ্ঞানকাণ্ড বেদান্তকূল বলিয়া লিখিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থসমূহে মূর্ত্তিপূজা এবং প্রয়াগাদি তীর্থের নাম নিশানাও লিখেন নাই। কোথা হইতে লিখিবেন ? যদি বেদে কোনও স্থলে এসকল থাকিত, তবে তাঁহারা না লিখিয়া কখনও ছাড়িতেন না। অতএব লুপ্ত শাখাসমূহও মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতির প্রশংসা ছিল না। এই শাখাগ্রন্থগুলি বেদ নহে। কারণ শাখাগ্রন্থগুলির মধ্যে ঈশ্বরকৃত বেদের প্রতীক ধরিয়া ব্যাখ্যা এবং সাংসারিক লোকের ইতিহাস প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। সুতরাং বেদে মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থ কখনও থাকিতে পারে না। বেদে ত কেবল মনুষ্যদিগকে বিভাবিষয়ক উপদেশ দান করা হইয়াছে। তাহাতে কোন মনুষ্যের নাম মাত্রও নাই ; বরং মূর্ত্তিপূজার সর্বধা খণ্ডনই আছে।

দেখ, মূর্ত্তিপূজা দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ এবং শিব প্রভৃতির বড়ই নিন্দা এবং উপহাস হইয়া থাকে। সকলেই জানে যে, তাঁহারা মহান রাজাধিরাজ ছিলেন এবং সীতা, রুক্মিণী, লক্ষ্মী এবং পার্শ্বতী প্রভৃতি তাঁহাদের পত্নীগণ মহারাণী ছিলেন। কিন্তু পূজারীগণ তাঁহাদের মূর্ত্তিগুলি মন্দিরে স্থাপন করিয়া তাঁহাদের নামে ভিক্ষা প্রার্থনা করে। অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ভিক্ষারী সাজায় এবং সকলকে বলে—“আমুন, শেঠ-সাহকারগণ ! মহারাজগণ ! দর্শন করুন, বসুন, চরণামৃত গ্রহণ করুন ; কিছু পূজাসামগ্রী অর্পণ করুন ; মহারাজ ! সীতা-রাম, রুক্মিণী-কৃষ্ণ, রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং পার্শ্বতী-মহাদেব আজ তিন দিন যাবৎ বাল্যভোগ অথবা রাজভোগ অর্থাৎ জলপান বা ভোজ্যপানীয় প্রাপ্ত হন নাই। আজ ইহাদের নিকট কিছুই নাই। রাণী অথবা শেঠপত্নীগণ অল্প সীতাদেবীর “নথ” প্রভৃতি গড়াইয়া দিল। যদি ভোজ্যসামগ্রী পাঠান, তবে রাম-কৃষ্ণাদির ভোগ নিবেদন করিব। ইহাদের বস্ত্র ছিল হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের কোণগুলি ভগ্ন হইয়াছে। উপর হইতে জল চুইয়া পড়িতেছে। যাহা কিছু ছিল, দুষ্ট চোর সমস্তই লইয়া গিয়াছে। দেখুন, ইন্দুর কোন কোন সামগ্রী কাটিয়া ফেলিয়াছে। একদিন ইন্দুর গুলি এমন অনর্থ করিল যে, ঠাকুরদের চক্ষু বাহির করিয়া লইয়া পলাইয়া গেল। আমরা রৌপ্যের চক্ষু নির্মাণে অসমর্থ, তজ্জন্তু কড়ির চক্ষু

লাগাইয়া দিয়াছি”। রামলীলা এবং রাসমণ্ডলও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সীতা-রাম এবং রাধা-কৃষ্ণ নাচিতেছেন। রাজা এবং মোহন্ত প্রভৃতি তাঁহাদের সেবকগণ আনন্দের সহিত উপবিষ্ট থাকেন। মন্দিরের মধ্যে সীতা-রাম দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পূজারী অথবা মোহন্ত আসন অথবা গদীর উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া থাকেন। অত্যধিক গরম সন্ধ্যাও মন্দিরে তালা লাগাইয়া ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং নিজেরা উন্মুক্ত বায়ুতে পালঙ্কোপরি শয়ন করে। অনেক পূজারী, বানরীর গলায় বানর-শাবকের শ্রাব, নিজেদের নারায়ণকে ডিবার মধ্যে বন্ধ করিয়া বস্ত্রাদি দ্বারা বাঁধিয়া তাহা গলায় খুলাইয়া রাখে। যদি কেহ মূর্তি ভগ্ন করে, তবে পূজারী “হার! হার!” বলিয়া বৃকে করাঘাত করিতে করিতে বকিতে থাকে যে, “হুবৃন্তগণ সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ, অথবা শিব-পার্বতীকে ভগ্ন করিল। এখন নিপুণ শিল্পি-নির্মিত অপর একটি খেতপ্রস্তরের মূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হইবে। বৃত ব্যভীত নারায়ণের ভোগ হয় না। অধিক না হউক, অন্ন অবশ্যই পাঠাইবেন”—ইত্যাদি বিষয় ধনাঢ্যদিগের নিকট উপস্থিত করা হইয়া থাকে। রাসমণ্ডল অথবা রামলীলার শেষে সীতা-রাম অথবা রাধা-কৃষ্ণের দ্বারা ভিক্ষা করান হইয়া থাকে। যে স্থানে মেলা অথবা ভীড় হয়, সে-স্থানে কোন বালকের মস্তকে মুকুট পরাইয়া তাহাকে কানাই সাজান হয় এবং তাহাকে পশ্চিমধ্যে বসাইয়া ভিক্ষা করান হয়। এসকল ক্রুরূপ দুঃখের বিষয়, তাহা তোমরা বিবেচনা কর। ভাল, বল ত! সীতা-রাম প্রভৃতি কি ঐদৃশ দরিদ্র এবং ভিক্ষুক ছিলেন? ইহা তাঁহাদের উপহাস এবং নিন্দা নহে ত কি? ইহাতে নিজেদের মহামাণ্ড্য ব্যক্তিদিগের অত্যন্ত নিন্দা হইয়া থাকে। যে সময়ে সীতা, রুক্মিণী লক্ষ্মী এবং পার্বতী বিজ্ঞমান ছিলেন, যদি সে সময়ে তাঁহাদিগকে পশ্চিমধ্যে কিংবা কোন গৃহে দণ্ডায়মান করিয়া পূজারীগণ বলিত, “এস, ইহাদের দর্শন কর, কিছু পূজা-সামগ্রী দাও,” তাহা হইলে তাঁহারা কখনও সে সকল লোকের বাক্যানুসারে এমন কার্য্য করিতেন না এবং করিতে দিতেন না। কেহ তাঁহাদিগকে এইরূপ উপহাস করিলে, তাঁহারা কি তাহাকে দণ্ড না দিয়া ছাড়িতেন? অবশ্য, পূজারীগণ তাঁহাদের নিকট দণ্ড পান নাই বটে, কিন্তু কৃত-কর্ম্মের জন্য মূর্ত্তিবিরোধীদিগের হস্তে অনেক “প্রসাদ” লাভ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। যতদিন তাঁহারা এই কুকর্ম্ম ত্যাগ না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত যে এইরূপ দণ্ড লাভ করিতে থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? এসকল

কর্মের দ্বারাই আখ্যাবর্তের মহা অনিষ্ট এবং পাষণাদি মূর্তিপূজকদিগের প্রত্যহ পরাজয় হইতেছে। কারণ, পাপের ফল হুঃখ। পাষণাদির মূর্তিতে বিশ্বাস বশতঃ অনেক অনিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ সকল পরিত্যাগ না করিলে, প্রত্যহ আরও অধিক অনিষ্ট হইতে থাকিবে।

মূর্তিপূজকদের মধ্যে বামমার্গিগণ গুরুতর অপরাধী। তাহারা চেলা করিবার সময় সাধারণকে—

দং দুর্গায়ৈ নমঃ। ভং ভৈরবায় নমঃ। ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্ছে ॥

এই মন্ত্রমুহুর উপদেশ দিয়া থাকে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে একাক্ষরী মন্ত্রের উপদেশ দেওয়া হয়, যথা :—

হ্রীং, ত্রীং, ক্লীং ॥ [শাবরতন্ত্রং বং প্রকীং প্রং ৪৪] ইত্যাদি।

ধনাঢ্যদিগের পূর্ণাভিষেক করান হয়। দশমহাবিষ্কার মন্ত্র এইরূপ—

হ্রাং হ্রীং হ্রুং বগলামুখ্যে ফট্ স্বাহা ॥ [শাং প্রকীং প্রং ৪১]

কোন কোন স্থলে—

হ্রুং ফট্ স্বাহা ॥ (কামরত্ন তন্ত্র বীজ মন্ত্র ৪)।

এই মন্ত্রোপদেশ দেওয়া হয়। ইহার মারণ, মোহন, উচ্চাটন, বিদ্বেষণ এবং বশীকরণাদির প্রয়োগ করিয়া থাকে। উক্ত মন্ত্রদ্বারা ত কিছুই হয় না, কিন্তু ক্রিয়া দ্বারাই সমস্ত করিয়া থাকে। যখন কাহারও প্রতি মারণমন্ত্র প্রয়োগ করা হয়, তখন যে প্রয়োগ করায় তাহার নিকট হইতে ধন লইয়া, যাহাকে মারিতে হইবে তাহার আকৃতিবৎ আটা অথবা মূর্তিকার পুতুল নির্মাণ করা হয়। সেই পুতুলের বক্ষে, নাভিতে এবং কণ্ঠে ছুরি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। উহার চক্ষু এবং হস্ত-পদে কীলক বিদ্ধ করা হয়। সেই পুতুলের উপর ভৈরব এবং দুর্গা মূর্তি নির্মাণ করিয়া তাহার হস্তে ত্রিশূল দিয়া, উহার হৃদয়ের উপর সংলগ্ন করা হয়। একটি বেদী নির্মিত করিয়া মাংসাদির হোম করিতে থাকে এবং অত্মদিকে দ্রুত প্রেরণ করিয়া যাহার উপর মারণ মন্ত্র প্রয়োগ করা হয় তাহাকে বিধ প্রকৃতির দ্বারা মারিবার ব্যবস্থা করা হয়। যদি নিজের পুরস্চরণের মধ্যেই তাহাকে বিনাশ করা যায়, তবে মন্ত্রপ্রয়োগকারী নিজেকে ভৈরব অথবা দেবীর সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করে এবং “ভৈরবো ভূতনাশক ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে :—

“মারয় মারয়, উচ্চাটয় উচ্চাটয়, বিদ্বেষয় বিদ্বেষয়, ছিক্কি ছিক্কি, ভিক্কি ভিক্কি, বশীকুরু বশীকুরু, খাদয় খাদয়, ভক্ষয় ভক্ষয়, ত্রোটয় ত্রোটয়, নাশয়

নাশন, মম শত্রু বশীকর বশীকর হং ফট্ট স্বাহা” ॥ (কামরত্ন তন্ত্র, উচ্চাটন প্রকরণ মং ৫—৭) ॥

—ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে এবং তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে মন্ত্রপান ও মাংসভোজন করে। জঘুগলের মধ্যস্থলে তাহারা সিন্দুরের রেখা ধারণ করে; কখন কখনও কালী প্রভৃতির জন্ত কোন মানুষকে ধরিয়া বধ করে এবং তাহারা হোম করিবার পর তাহার মাংস কিঞ্চিৎ ভোজনও করে। যদি কেহ ভৈরবী চক্রে যাইয়া মন্ত্রপান এবং মাংসভক্ষণ না করে, তবে তাহাকে বধ করিয়া হোম করা হয়। উক্ত তান্ত্রিকদের মধ্যে যে ব্যক্তি অঘোরী হয়, সে মৃত মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ করে। তাহারা “অজরী” “বজরী” করে, তাহারা মন্ত্রপান এবং বিষ্টা ভক্ষণও করে। তাহাদের মধ্যে এক “চোলী মার্গী” এবং অপর এক “বীজমার্গী” আছে। চোলিমার্গীগণ কোন গুপ্ত স্থানে অথবা ভূমিতে একটি স্থান নির্মাণ করে। সে স্থানে সকলের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, ভগ্নী, মাতা এবং পুত্রবধু প্রভৃতিকে সন্মিলিত হইয়া একত্র মাংসভক্ষণ এবং মন্ত্রপান করে। একটি স্ত্রীলোককে বিবস্ত্রা করিয়া পুরুষেরা তাহাকে চূর্ণাধেবী নাম দিয়া তাহার গুপ্ত-ইন্দ্রিয়ের পূজা করে। একটি পুরুষকে উলঙ্গ করিয়া তাহার গুপ্ত ইন্দ্রিয়ের পূজা স্ত্রীলোকেরা করে। যখন মন্ত্রপান করিতে করিতে সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখন স্ত্রীলোকদিগের কাঁচুলী অর্থাৎ বন্ধের বস্ত্রসমূহ একটি প্রকাণ্ড মাটির গামলার মধ্যে রাখা হয়। তখন এক একজন পুরুষ সেই গামলার মধ্যে হাত দিয়া যে বাহার বস্ত্র পায়, তাহার মাতা, ভগ্নী, কন্যা পুত্রবধু, যে কেহ শুউক না কেন, ঐ সময়ের জন্ত তাহার স্ত্রী হইয়া যায়। তখন তাহারা পরস্পর কুর্কর্ম করে। অত্যধিক নেশা হইলে পরস্পর কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ছুতা-মারামারি করে। প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করে। তখন মাতা মাতা, কন্যা কন্যা, ভগ্নী ভগ্নী এবং পুত্রবধু পুত্রবধু হইয়া যায়। বীজমার্গী স্ত্রী-পুরুষেরা সমাগমের পর বীৰ্য্য জলে নিক্ষেপ করিয়া পান করে। সেই পানযোগ এই সকল কুর্কর্মে মুক্তির সাধন বলিয়া মনে করে। ইহাদের বিদ্ভা, বিচার এবং সৌজন্য প্রভৃতি কিছুই নাই।

(প্রশ্ন)—শৈবগণ ত ভাল ? (উত্তর)—ভাল কোথা হইতে হইবে ? “যেমন প্রেতনাথ তেমন ভূতনাথ”। বামমার্গীগণ যেকোন মন্ত্রোপদেশ দ্বারা

লোকের ধনহরণ করে, শৈবগণ সেইরূপ “ওম নমঃ শিবায়” এই পঞ্চাক্ষরাদি মন্ত্রোপদেশ দান করে, রুদ্রাক্ষ ও ভস্মধারণ করে, মৃত্তিকা ও পাবাণাদির লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করে এবং মুখে “হর হর, বম্ বম্” উচ্চারণ করিয়া ছাগলের শব্দের স্থায় বিকট শব্দ করে। তাহাদের মতে এইরূপ করিবার কারণ এই যে, তালি-বাছ এবং বম্ বম্ শব্দে পার্বতী প্রসন্ন হন, কিন্তু মহাদেব অপ্রসন্ন হন। কারণ, যখন মহাদেব ভস্মাস্তরের সম্মুখ হইতে পলায়ন করেন, তখন বিক্রপ-সূচক বম্ বম্ শব্দ এবং বিক্রপ করিয়া তালি বাছ হইয়াছিল। গালবাছ করিলে পার্বতী অপ্রসন্ন কিন্তু মহাদেব প্রসন্ন হন। কারণ পার্বতীর পিতা দক্ষ-প্রজাপতির শিরশ্ছেদ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল এবং তাহার ধড়ের উপর ছাগমুণ্ড সংলগ্ন করা হইয়াছিল। সেই-জন্ত ছাগশব্দের অনুকরণে গালবাছ করা হইয়া থাকে। শৈবগণ শিবরাত্রির প্রদোষ ত্রত করে এবং তদ্বারা মুক্তি হয় বলিয়া মনে করে। জুতরাং তাহারাও বামামর্গাদিগের জ্ঞানই ভ্রান্ত। তাহাদের মধ্যে কানফাটা, নাথ, গিরি, পুরী, বন, অরণ্য, পর্বত ও সাগর এবং অনেক গৃহস্থও শৈব হইয়া থাকে। কেহ কেহ “তুই অশ্বের উপরে আরোহণ করে,” অর্থাৎ বাম এবং শৈব উভয় মতই মানিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বৈষ্ণবও হইয়া থাকে সে বিষয়ে প্রমাণ—

অন্তঃশাস্তা বহিশ্ শৈবাঃ সভামধ্যে চ বৈষ্ণবাঃ ।

নানারূপধরা কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে ॥

ইহা ভক্তের শ্লোক। এই বামমার্গিগণ বহুরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করে। ইহারা অন্তরে শাস্ত অর্থাৎ বামমার্গী, বাহিরে শৈব অর্থাৎ রুদ্রাক্ষ ভস্মধারী, কিন্তু সভায় বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া পরিচয় দেন।

(প্রশ্ন)—বৈষ্ণব ত ভাল ? (উত্তর)—ছাই ভাল ! যেমন উহারা ভেমন ইহারা। বৈষ্ণবদিগের লীলা খেলা দেখ। তাহারা আপনাদিগকে বিষ্ণুর দাস করে। তাহাদের মধ্যে ত্রিবৈষ্ণব অর্থাৎ চক্রাক্ষিতগণ আপনাদিগকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে, অবশ্য এ সকল কিছুই নহে।

(প্রশ্ন)—এ-সকল কিছু নহে কেন ? সব কিছুই আছে দেখুন ! ললাটে নারায়ণের চরণাবিন্দ-সদৃশ তিলক এবং মধ্যস্থলে পীতবর্ণ “শ্রী” লেখা আছে। এইজন্য আমরাদিকে শ্রীবৈষ্ণব বলে। এক নারায়ণ স্বাভীভ

আমরা অপর কাহাকেও মানি না। আমরা শিব-লিঙ্গ দর্শনও করি না। কারণ, তাহাতে আমাদের ললাটে বিরাজমানা শ্রী লঙ্ঘিত হন। আমরা “আলমন্দার” প্রভৃতি স্তোত্র পাঠ করি। মন্ত্রের দ্বারা নারায়ণের পূজা করি। মাংসভক্ষণ এবং মত্তপান করি না। তবে আমরা ভাল নহি কেন? (উত্তর)—এই ভিলককে হরি-পদাকৃতি এবং এই পীতরেখাকে “শ্রী” মনে করা বৃথা। কারণ ইহা তোমাদের হস্তের কারুকার্য; আর তোমাদের ললাটের চিত্র হস্তি-ললাটে অঙ্কিত চিত্র বিচিত্র রেখার স্থায়। তোমাদের ললাটে বিষ্ণুর পদচিহ্ন কোথা হইতে আসিল? কেহ কি বৈকুণ্ঠে যাইয়া বিষ্ণুপদচিহ্ন ললাটে ধারণ করিয়া আসিয়াছে? (বিবেকী)—শ্রী জড়পদার্থ না চেতন? (বৈষ্ণব)—চেতন। (বিবেকী)—তবে এই জড় রেখা শ্রী নহে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, শ্রী কি নির্মিত অথবা নির্মিত নহে? যদি নির্মিত না হয়, তবে উহা শ্রী, নহে; কারণ তোমরা প্রতিদিন স্বহস্তে উহা নির্মাণ করিয়া থাকে। সুতরাং উহা শ্রী হইতে পারে না। যদি তোমাদের ললাটে শ্রী থাকে, তবে বহু বৈষ্ণবের মুখ শ্রীহীন অর্থাৎ শোভারহিত দৃষ্ট হয় কেন? ললাটে শ্রীথাকা সত্ত্বেও উদর-পুষ্টির জন্য গৃহে গৃহে ভিক্ষা এবং সদাত্ত গ্রহণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও কেন? ললাটে শ্রী, কিন্তু কার্যে মহাদরিদ্র—ইহা উন্মাদ ও নিলজ্জের কথা।

ইহাদের মধ্যে “পরিকাল” নামক একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিল। সে চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি এবং ছল-কপটতা দ্বারা পরম্ব হরণ করিয়া বৈষ্ণবদিগের নিকট অর্পণ করিতে আনন্দ পাইত। একদিন পরিকাল চুরি করিতে গিয়া লুণ্ঠনের উপযুক্ত কোন সামগ্রী না পাইয়া ব্যাকুলচিত্তে ঘুরিতে ফিরিতেছিল। নারায়ণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভক্ত দুঃখ পাইতেছে। তিনি ধনাঢ্য বণিকরূপ ধারণ এবং অঙ্গুরীয় প্রভৃতি অলঙ্কার পরিধান করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক পরিকালের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তখন পরিকাল রথের নিকট যাইয়া বণিককে বলিল, “তোমার সমস্ত অলঙ্কারাদি শীঘ্র খুলিয়া দাও, নতুবা তোমাকে হত্যা করিব”। নারায়ণের অঙ্গুরীয় খুলিতে খুলিতে বিলম্ব হইলে, পরিকাল তাঁহার অঙ্গুলি কাটিয়া অঙ্গুরীয় লইল। তাহাতে নারায়ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং তাহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, “তুমি আমার অতি প্রিয় ভক্ত; কারণ তুমি সব ধন লুণ্ঠন ও অপহরণ করিয়া বৈষ্ণবদিগের সেবা করিয়া থাক অতএব তুমি শ্রেষ্ঠ”। তখন পরিকাল বৈষ্ণবদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত অলঙ্কার অর্পণ

করিল। এক সময়ে জনৈক বণিক পরিকালকে ভূত্যরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাকে জাহাজে দেশে দেশান্তরে লইয়া গেলেন। সে স্থান হইতে সুপারী লইয়া জাহাজ পূর্ণ করা হইল। পরিকাল একটি সুপারী ভাঙ্গিয়া দুইভাগ করিয়া বণিককে বলিল, “আমার এই অর্ধেক সুপারী জাহাজে রাখুন এবং লিখিয়া দিন যে, জাহাজে পরিকালের অর্ধেক সুপারী আছে”। বণিক বলিলেন, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে এক সহস্র সুপারী লইতে পার। পরিকাল বলিল, “না, আমি এমন অধ্যাত্মিক নহি যে, মিথ্যা বলিয়া কিছু গ্রহণ করিব। আমার ত অর্ধেক সুপারীর প্রয়োজন”। দুর্ভাগ্য সরলচিত্ত বণিক তাই লিখিয়া দিলেন। জাহাজ স্বদেশের বন্দরে উপস্থিত হইলে, সুপারী নামাইবার আয়োজন হইল। তখন পরিকাল বলিল “আমার অর্ধেক সুপারী দিন”। বণিক তাহার অর্ধেক সুপারী দিতে উদ্বৃত্ত হইলেন। তখন পরিকাল কলহ করিতে লাগিল। সে বলিল “জাহাজে ত আমার অর্ধেক সুপারী আছে। আমি অর্ধেক ভাগ করিয়া লইব”। বিনাদ রাজপুরুষ দিগের নিকট পর্যাস্ত গেল। পরিকাল বণিকের লেখা দেখাইয়া বলিল “এই ব্যক্তি অর্ধেক সুপারী দিবার কথা লিখিয়াছে”। বণিক অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু পরিকাল মানিল না। সে অর্ধেক সুপারী লইয়া বৈষ্ণবদিগকে অর্পণ করিল। তখন ত বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইল। যে পরিকাল দম্ভা এবং তন্দ্রা ছিল তাহার মূর্তি অজ্ঞান মন্দিরে রক্ষিত আছে। ভক্তমাল গ্রন্থে এই আখ্যায়িক লিখিত আছে। বুদ্ধিমানেরা দেখিবেন যে বৈষ্ণবগণ, তাহাদের সেবক এবং নারায়ণ—এই তিন মিলিয়া চোরমণ্ডলী কি না। অশু মত মতান্তরের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভালও আছেন, কিন্তু এই মতে থাকিয়া সর্বদা ভাল হওয়া যায় না।

এখন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে নানাপ্রকার ভেদ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভিলক ও কষ্টী-ধারণ দেখা যায়। রামানন্দী দুই পার্শ্বে গোপীচন্দন, মধ্যে রক্তবর্ণ বিন্দু; নিম্নবত দুইটি সূক্ষ্মরেখার মধ্যে একটি কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু; মাধব কৃষ্ণবর্ণ রেখা; গোড়ীর বাঙ্গালী কাটারীর স্থায় রেখা এবং রামপ্রসাদী উজ্জল রেখাধারের মধ্যে একটি শ্বেতবর্ণ গোলাকার টীকা ধারণ করে। এইরূপে ইহার বিভিন্ন প্রকার কথাও বলে। রামানন্দীরা বলে যে, নারায়ণের হৃদয়ে অঙ্কিত রক্তবর্ণ রেখা লক্ষ্য করি। গোঁসাইগণ বলে যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয়ে রাধা বিরাজমানা আছেন, ইত্যাদি। ভক্তমাল গ্রন্থে এক আখ্যায়িক আছে।

একব্যক্তি বৃক্ষতলে ঘুমাইতেছিল। নিদ্রিত অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু হয়। উপর হইতে একটি কাক বিষ্ঠা ত্যাগ করিলে, তাহা মৃতের ললাটে তিলকাকার হইয়া গেল। তাহাকে লইবার জন্য যমদূত উপস্থিত হইল। ইত্যবসরে বিষ্ণুদূতও আসিল। তখন উভয়ের মধ্যে কলহ হইতে লাগিল। যমদূত বলিল, “আমাদের প্রভুর আজ্ঞানুসারে আমরা ইহাকে যমলোকে লইয়া যাইব”। বিষ্ণুদূত বলিল, “আমাদের প্রভুর আজ্ঞানুসারে ইহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে হইবে। দেখ, ইহার ললাটে বৈষ্ণবের তিলক আছে; ইহাকে তোমরা কিরূপে লইয়া যাইবে?” তখন যমদূত চুপ করিয়া চলিয়া গেল এবং বিষ্ণুদূত আনন্দের সহিত তাহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। নারায়ণ তাহাকে বৈকুণ্ঠে রাখিলেন। দেখ, যখন দৈবাৎ তিলক রচিত হইবার এমন মাহাত্ম্য, তখন যাহারা শ্রীতির সহিত স্বহস্তে তিলক ধারণ করে, তাহারা যে নরক হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমরা জিজ্ঞাসা করি—যখন ক্ষুদ্র তিলক ধারণ করিলে বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়, তখন সমস্ত মুখে তিলক লেপন করিলে, সমস্ত মুখ কৃষ্ণবর্ণ করিলে অথবা সমস্ত শরীরে তিলক লেপন করিলে বৈকুণ্ঠেরও পরে যাওয়া যায় কি না? বাস্তবিক এ সকল কথাই কোন অর্থই নাই। ইহাদের মধ্যে অনেক “খাখী” বন্ধলনির্মিত কোপীণ পরিধান করিয়া, ধুণি জ্বালিয়া পোহায়; জটা বৃদ্ধি করে; সিদ্ধপুরুষের বেশ ধারণ করে; বকের ছায় ধ্যানাবস্থিত হয়; গজিকা, ভাং এবং চরসের নেশা করে এবং চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রাখে। সকলের নিকটেই তাহারা অন্ন অন্ন অন্ন, আটা-ময়দা ও পরলা-কড়ি ভিক্ষা করে এবং গৃহস্থের ছেলেদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া চেলা করিয়া লয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ মুটে-মজুর শ্রেণীর লোক। কেহ বিভ্রাশিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহাকে পড়িতে দেয় না এবং বলে যে—

পাঠিতব্যং তদপি মর্তব্যং দম্বকটাকটেতি কিং কর্তব্যম্।

অর্থাৎ সাধু-সন্ন্যাসীদিগের বিভ্রাশিক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? যাহারা বিভ্রাশিক্ষা করে তাহারাও মরিয়া যায়, তাহা হইলে দম্বকটাকটা কটাকট শব্দ করা কেন? চারি ধাম ঘুরিয়া আসা, সাধুদিগের সেবা এবং শ্রীরামের তজনা করা সাধুদের কার্য্য।

যদি কেহ মূর্ত্তা ও অবিভার মূর্ত্তি না দেখিয়া থাকে, তবে সে “খাখী”

দর্শন করিয়া আশ্রুক। কেহ বয়সে খাখীদের মাতাপিতার সমান হইলেও নিকটে উপস্থিত হইলে তাহাকে তাহার! “ছেলে” “মেয়ে” বলিয়া সম্বোধন করে। রুংখড়, সুংখড়, গোদড়ীয়, জমাতওয়ালা, স্ততরেসাই, অকালী, কাণকাটা, জোগী, ঔষড় প্রভৃতিও খাখীদের অনুরূপ।

জনৈক খাখীর চেলা “জ্রীগণেশায় নমঃ” মুখস্থ করিতে করিতে কুপে জল ভরিতে গিয়াছিল। সে স্থানে একজন পণ্ডিত বসিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে “জ্রীগণেশায়নমে” মুখস্থ করিতে শুনিয়া বলিলেন, “ওহে সাধু! অশুদ্ধ মুখস্থ করিতেছ, “জ্রীগণেশায় নমঃ”—এইরূপ বল। সাধু তৎক্ষণাৎ ঘটীতে জল পূর্ণ করিয়া গুরুর নিকট গিয়া বলিল, “একজন বামুন আমার আবৃত্তিকে অশুদ্ধ বলিতেছে।” খাখী তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কুপের নিকট গেল এবং পণ্ডিতকে বলিল, “তুমি আমার চেলাকে বিভ্রান্ত করিতেছ? তুমি গণ্ডমূৰ্খ কি পড়িয়াছ? দেখ, তুমি এক প্রকারের পাঠ জান, আমি তিন প্রকারের পাঠ জানি—“জ্রীগণেশায়নমে” “জ্রীগণেশায়নমে” “জ্রীগণেশায়নমে”। (পণ্ডিত)—শুন সাধু! বিছা বড় কঠিন। অধ্যয়ন ব্যতীত বিছালাভ হয় না। (খাখী)—যাও, যাও; আমি সকল বিদ্বানকে মর্দন করিয়া ভাংয়ের সহিত বাঁটিয়া একেবারে গিলিয়া ফেলিয়াছি। সন্তদিগের মহান পরাক্রম। তুই বেচারা অপদার্থ কি জানিবি? (পণ্ডিত)—বিছালিক্ষা করিলে এরূপ কুৎসিত শব্দ বলিতে না; সকল প্রকার জ্ঞান থাকিত। (খাখী)—ওরে! তুই কি আমার গুরু? আমি তোমার উপদেশ শুনিব না। (পণ্ডিত)—শুনিবে কোথা হইতে? বুদ্ধি যে নাই। উপদেশ শুনিবার ও বুঝিবার জন্য বিছা আবশ্যক। (খাখী)—যে সকল শাস্ত্র পাঠ করে কিন্তু সাধুদিগকে মানে না, জানিও সে কিছুই পাঠ করে নাই। (পণ্ডিত)—অশু, আমরা সন্তদিগের সেবা করি; কিন্তু তোমার স্তায় ধূর্তদের দেবা করি না। সজ্জন, বিদ্বান, ধার্মিক এবং পরোপকারী পুরুষকে সাধু বলে। (খাখী)—দেখ, আমি দিবা-রাত্রি বিবস্ত্র থাকি, ধুণি জ্বালাই; শত শত বার গাঁজা-চরসের দম দিই; তিন তিন ঘটী ভাং পান করি; গাঁজা, ভাং এবং ধুতুবা পাতার ভাজি করিয়া খাই; সৈকো-বিষ ও আফিম অনায়াসে গলাধঃকরণ করি; নেশায় বিত্তোর হইয়া দিবারাত্র নিশ্চিন্ত থাকি; সংসারকে কিছুই মনে করি না; ভিক্ষা করিয়া রুটি খাই এবং সমস্ত রাত্রি এমন কাসি যে, কেহ পার্শ্বে শয়ন

করিলে তাহার নিজ্ঞা হয় না—ইত্যাদি সিদ্ধি ও সাধুত্ব আমার মধ্যে আছে। তবে তুমি আমার নিল্লা করিতেছ কেন? সাবধান, অপদার্থ! আমাকে বিরক্ত করিলে তোমাকে ভঙ্গ্য করিয়া ফেলিব। (পণ্ডিত)—এ সকল অসাধু, মূর্থ এবং নির্বোধের কথা, সাধুর নহে। শুন, “সান্নোতি পরাণি ধর্মকারণাণি স সাধুঃ” যিনি ধর্মসঙ্গত উত্তম কার্য করেন, সর্বদা পরোপকারে রত থাকেন, যিনি দোষরহিত বিদ্বান্ এবং যিনি সত্যোপদেশ দ্বারা সকলের হিত সাধন করেন, তাঁহাকেই সাধু বলে। (খাখী)—যাও যাও, সাধুর কার্য তুমি কি জানিবে? সাধুদের মহান্ পরাক্রম। সাধুর সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিও না, অশ্রুণা এক চিমটার আঘাতে মাথা ফাটাইয়া দিব। (পণ্ডিত)—আচ্ছা, খাখী যাও! স্বস্থানে যাও; আমার উপর অধিক ক্রুদ্ধ হইও না। রাজ্য কিরূপ জান কি? কাহাকেও আঘাত করিলে ধৃত হইবে, জেল ভোগ করিবে, বেত খাইবে কিংবা কেহ তোমাকেও আঘাত করিবে। তখন কি করিবে? এসকল সাধুর লক্ষণ নহে। (খাখী)—চলরে চেলা! কোন্‌ রাক্ষসের মুখ দেখাইলি? (পণ্ডিত)—তুমি কখনও কোন মহাত্মার সঙ্গ কর নাই, নতুবা এমন জড়বুদ্ধি ও মূর্থ থাকিতে না। (খাখী)—আমি নিজেই মহাত্মা। আমার অশ্রু কাহারও প্রয়োজন নাই। (পণ্ডিত)—যে হতভাগ্য, তাহার তোমারই শ্রায় বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইয়া থাকে। খাখী স্বস্থানে চলিয়া গেল, পণ্ডিতও গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সন্ধ্যা-আরতি সমাপ্ত হইলে বহু খাখী উক্ত খাখীকে বুদ্ধ জানিয়া “দণ্ডোৎ” “দণ্ডোৎ” বলিতে বলিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া সেখানে বসিল। খাখী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ওরে রামদাসিয়া! তুই কি পড়িয়াছিস? (রামদাস)—মহারাজ, আমি “বেঙ্গুসহসর নাম” পড়িয়াছি। (খাখী)—ওরে গোবিন্দদাসিয়া! তুই কি পড়িয়াছিস? (গোবিন্দদাস)—আমি অমুক খাখীর নিকট “রামসতবরাজ” পড়িয়াছি। তখন রামদাস বলিল—ভগবন্‌! আপনি কি পড়িয়াছেন? (খাখী)—আমি গীতা পড়িয়াছি। (রামদাস)—কাহার নিকট? (খাখী)—যা যা, ছেলে মানুষ! আমি কাহাকেও গুরু করি না। দেখ, আমি “পরাগরাজে” থাকিতাম; অক্ষরও চিনিতাম না। লম্বা-ধূতীপরা কোন পণ্ডিতকে দেখিলে গীতার পুঁথী লইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, এই অনুস্মারযুক্ত অক্ষরের কি নাম? এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আঠার অধ্যায় গীতা রগড়াইয়া ফেলিয়াছি কিন্তু কাহাকেও গুরু করি নাই।

ভাল, অবিভা এমন বিচার শব্দকে আশ্রয় না করিয়া কোথায় বাইবে ? এই সকল লোক নেশা, প্রমাদ, বিবাদ, ভোজন, শয়ন, বাঁজ-পিটা, ঘন্টা-ঘড়ি ও শব্দবাত্ত, ধূনি প্রজ্জলিত রাখা, স্নান-প্রক্ষালন করা এবং চতুর্দিকে বৃথা পর্য্যটন করা ব্যতীত অন্য কোন সংকার্য্য করে না। কেহ ইচ্ছা করিলে প্রান্তরকেও হস্ত জবীকৃত করিতে পারে, কিন্তু খাখীদের আশ্রায় জ্ঞান-সঞ্চার করা কঠিন। কারণ, তাহারা সচরাচর শূদ্রবর্ণ, শ্রমজীবী, কৃষক এবং কাছাড় শ্রেণীর লোক। তাহারা স্ব স্ব বৃত্তি পরিচয় করিয়া ভ্রম্মলেপন পূর্ব্বক বৈরাগী অথবা খাখী প্রকৃতি হয়। সুতরাং তাহারা বিজ্ঞা অথবা সংসঙ্গ আদির মাহাত্ম্য জানিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে নাথদিগের মন্ত্র “নমঃ শিবায়,” খাখীদিগের “নৃসিংহার নমঃ,” রামাবতদিগের “শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ” অথবা “সীতারামাভ্যাং নমঃ;” কৃষ্ণোপাসকদিগের “শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ,” “নমো ভগবতে বাসুদেবায়” এবং বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের “গোবিন্দায় নমঃ”। এসকল মন্ত্র কর্ণে পড়িয়া মাত্রই শিস্ত করিয়া লওয়া হয় এবং এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, “বৎস! কমণ্ডলুর মন্ত্র পাঠ কর”—

জল পবিতর সখল পবিতর ঔর পবিতর কুআ।

শিব কহে সুন পার্বেতী তুম্বা পবিতর ছয়া ॥

ভাল, এইরূপ লোক কি সাধু অথবা বিদ্বান্ হইবার অথবা জগতের উপকার করিবার উপযুক্ত ? খাখীগণ দিবারাত্র কাষ্ঠ ও শুদ্ধ গোময় ছালাইতে থাকে। এক মাসে কয়েক টাকার কাষ্ঠ পোড়াইয়া ফেলে। এক মাসের উপযোগী কাষ্ঠের মূল্যে কঙ্কলাদি বস্ত্র ক্রয় করিলে শতাংশের একাংশ ব্যয় করিয়াও আনন্দে থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের এত বুদ্ধি কোথা হইতে আসিবে ? ধুণিতে তপ্ত হয় বলিয়াই তাহারা নিজেদের নাম তপস্বী রাখিয়াছে। যদি এইরূপে তপস্বী হওয়া যায়, তবে বহু মনুষ্যেরাও তাহাদের অপেক্ষা অধিক তপস্বী। যদি জটাবুদ্ধি, ভ্রম্মলেপন এবং তিলক ধারণ করিলে তপস্বী হওয়া যায়, তবে সকলেই তাহা করিতে পারে। ইহারা বাহিরে ত্যাগী, কিন্তু অন্তরে অভ্যস্ত সংগ্রহী।

(প্রশ্ন)—করীরগন্ধী কি ভাল ? (উত্তর)—না। (প্রশ্ন)—ভাল নহে কেন ? তাহারা পাতাংগাদি মূর্ত্তিপূজার খণ্ডন করে। কবীর সাহেব ফুল হুইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং অন্তে ফুলই হইয়া গিয়াছিলেন। জ্ঞানী,

বিষ্ণু এবং মহাদেবের জন্মের পূর্বেও কবীর সাহেব বিদ্যমান ছিলেন। কবীর একজন মহান সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; এমন কি বেদ পুরাণও বাহা জানিতে পারে না, কবীর তাহা জানেন। কবীরইত সত্যপথ দেখাইয়াছেন। কবীরপন্থীদিগের মন্ত্র “সত্য নাম কবীর” ইত্যাদি। (উত্তর)—পাষণাদিকে পরিত্যাগ করিয়া পালঙ্ক, গদী, তাকিয়া, খড়ম এবং জ্যোতিঃ অর্থাৎ দীপ প্রভৃতির পূজা করা, পাষণ-নির্মিত মূর্তির পূজা অপেক্ষাও কম নহে। কবীর সাহেব কি কীট অথবা ফুলের কুঁড়ী ছিলেন যে, তিনি ফুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং অন্তেও ফুলই হইয়া গিয়াছিলেন? এ বিষয়ে নিম্ন-বর্ণিত বাহা শুনা যায়, তাহা সত্য হইতে পারে। কাশীতে এক তন্তুবায় বাস করিত। সে নিঃসন্তান ছিল। একদিন অল্প রাত্রি থাকিতে সে এক গলিপথ দিয়া যাইতে ছিল। সে পথিমধ্যে দেখিতে পাইল যে, একটি বুড়ীতে ফুলের মধ্যে একটি শিশু রহিয়াছে। সে শিশুটিকে তুলিয়া লইয়া তাহার স্ত্রীকে দিল। তাহার স্ত্রী শিশুটিকে পালন করিল। শিশুটি বড় হইয়া তন্তুবায়ের কাজ করিত। সে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিবার জন্ত কোন পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হয়। পণ্ডিত তাহার অপমান করিয়া বলিল—“আমরা তন্তুবায়কে পড়াই না”। অতঃপর সে আরও কয়েকজন পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইল কিন্তু কেহই তাহাকে পড়াইল না। তখন সে অর্থহীন ভাষায় কিছু কিছু রচনা করিয়া তন্তুবায় প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে বুঝাইতে লাগিল। সে তানপুরা লইয়া গান করিত এবং ভজন-সঙ্গীত রচনা করিত; বিশেষতঃ সে পণ্ডিত, শাস্ত্র এবং বেদের নিন্দা করিত। কয়েক জন মূর্থ তাহার জালে আবদ্ধ হয়। তাহার মৃত্যুর পর লোকে তাহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া প্রচার করিল। সে জীবদ্দশায় বাহা রচনা করিয়াছিল তাহার শিষ্যগণ ঐসকল পাঠ করিতে লাগিল। তাহারা সিদ্ধাস্ত করিল যে কর্ণরত্ন বন্ধ করিলে যে শব্দ শ্রুত হয়, তাহাই অনাহত শব্দ। কবীরপন্থিগণ মনের বৃত্তিসমূহকে “স্মৃতি” বলে। মনকে সেই শব্দ শুনিতে প্রবৃত্ত করাকে পরমেশ্বরের ধ্যান বলে এবং যিনি তাহা করেন তিনিই সন্ত। সেই শব্দ কালের অতীত। কবীরপন্থিগণ ছুরিকাকৃতি তিলক এবং চন্দনাদি কাষ্ঠের কণ্ঠী ধারণ করে। ভাল, ভাবিয়া দেখ যে, তাহাতে আত্মার উন্নতি এবং জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে পারে কি না। বস্তুতঃ এসকল লীলা-খেলা বালকোচিত ক্রীড়া মাত্র।

(প্রশ্ন)—পঞ্জাব প্রদেশে নানক সাহেব এক মত প্রবর্তন করেন। তিনিও মূর্তিপূজার খণ্ডন করিতেন এবং অনেককে মুসলমান মত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সাধু হন নাই, কিন্তু গৃহস্থই ছিলেন। দেখ! তিনি নিম্নলিখিত মন্ত্রোপদেশ দিতেন। তাহাতেই জানা যায় যে, তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল ছিল।

ওঁ সত্যনাম কৰ্তা পুরুষ নির্ভো নির্বৈর অকালমূর্ত অজোনি সহভংগুরু
প্রসাদ জপ আদি সচ জুগাদি সচ হৈ ভী সচ নানক হোনী ভী সচ ॥ (জপজী
পৌড়ী) ॥ ১ ॥*

(উত্তর)—নানকের উদ্দেশ্য ত ভাল ছিল ; কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞা মোটেই ছিল না। অবশ্য, তিনি পঞ্জাব প্রদেশের গ্রাম্য ভাষা জানিতেন। বেদাদিশাস্ত্র এবং সংস্কৃত ভাষা কিছুই জানিতেন না ; নতুবা নির্ভয় শব্দকে ‘নির্ভো’ লিখিবেন কেন? এ বিষয়ে তাঁহার রচিত সংস্কৃত স্তোত্রই প্রমাণ। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, “আমি সংস্কৃতেও পারদর্শিতা দেখাইব,” কিন্তু অধ্যয়ন ব্যতীত সংস্কৃত আয়ত্ত করা কিরূপে সম্ভব? অবশ্য, যে সকল গ্রামবাসী কখনও সংস্কৃত শুনে নাই, তিনি সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করিয়া তাহাদিগের নিকট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াও পরিগণিত হইয়া থাকিবেন। মান-মর্যাদা এবং যশোলিপ্সা ব্যতীত কখনও এইরূপ করিতেন না। খ্যাতি-প্রতিপত্তিলাভের ইচ্ছা তাঁহার অবশ্যই ছিল। নতুবা যে ভাষা জানিতেন, সেই ভাষাই ব্যবহার করিতেন এবং বলিতেন “আমি সংস্কৃত অধ্যয়ন করি নাই।” তাঁহার কিছু অহঙ্কার ছিল, এইজন্য মান-মর্যাদার জন্য কথঞ্চিৎ দস্ত প্রকাশও করিয়া থাকিবেন। এইজন্য তাঁহার গ্রন্থে নানাস্থলে বেদের নিন্দা এবং স্তুতি আছে। তাহা না থাকিলে, যদি কেহ তাঁহাকে বেদের অর্থ জিজ্ঞাসা করিত এবং তিনি তাহা না জানিতেন, তবে তাঁহার প্রতিপত্তি নষ্ট হইত। এই কারণে তিনি প্রথমেই তাঁহার শিষ্যদিগের সমক্ষে কোন কোন স্থলে বেদের বিরুদ্ধে বলিতেন এবং কোন কোন স্থলে বেদের প্রশংসাও

* অর্থ—“ওম্” ঈশ্বার সত্য নাম, তিনি কৰ্তা, নির্ভয়, নির্বৈর, অকাল, অমূর্ত, অজোনি-সম্ভব, সৰ্বদা প্রকাশমান ; গুরুর কৃপায় তাঁহার জপ কর। সেই পরমাত্মা আদিতে সত্য ছিলেন, তিনি যুগের আদিতে সত্য ছিলেন, বর্তমানেও সত্য আছেন এবং ভবিষ্যতেও সত্য থাকিবেন। —অনুবাদক।

করিতেন। কারণ কোনও স্থলে প্রশংসা না করিলে লোকে তাহাকে নাস্তিক বলিত। যেমন—

বেদ পঢ়ত ব্রহ্মা মরে চারে। বেদ কহানি। সন্ত (সাধ) কি মহিমা
বেদ না জানে ॥ (স্তুতমণী পৌড়ী ৭। চৌঃ ৮) ॥

নানক ব্রহ্মজ্ঞানী আপ পরমেশ্বর ॥ স্তঃ পৌঃ ৮ ! চৌঃ ৬ ॥*

বেদপাঠিগণ কি মরিয়া গিয়াছেন ? নানক প্রভৃতি কি আপনাদিগকে অমর মনে করিতেন ? তাঁহারা কি মরেন নাই ? বেদ সমস্ত বিজ্ঞার ভাণ্ডার। কিন্তু যিনি চারি বেদকে কাহিনী বলেন, তাঁহার সকল কথাই কাহিনী। যখন মুর্খেরই নাম সাধু, তখন সেই অভাগা বেদের মহিমা কখনও জানিতে পারে কি ? যদি নানক কেবল বেদেরই সম্মান করিতেন, তবে তাঁহার সম্প্রদায় চলিত না ; সুতরাং তিনি গুরুও হইতে পারিতেন না। তিনি যখন নিজেই সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন নাই, তখন কিরূপে তাহা অশ্রুকে শিক্ষা দিয়া শিষ্ট্য করিতে পারিবেন ? অবশ্য ইহা সত্য যে, যে সময় তিনি পঞ্জাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে পঞ্জাবে সংস্কৃতের চর্চাই ছিল না এবং সে দেশ মুসলমান বর্জক উৎপীড়িত ছিল। সে সময় তিনি কতকগুলি লোককে রক্ষা করিয়াছিলেন। নানকের জীবদ্দশায় তাঁহার সম্প্রদায় গঠিত হয় নাই এবং তাঁহার শিষ্ট্যও অধিক সংখ্যায় হয় নাই। অশিক্ষিত লোকদের রীতি এই যে, তাহারা ব্যক্তিবিশেষকে মৃত্যুর পর সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া প্রচার করে এবং পরে তাহার অনেক মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া তাহাকে ঈশ্বরের সমকক্ষ মনে করে। নানক অত্যন্ত ধনাঢ্য বা রাজাও ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার শিষ্ট্যগণ “নানকচন্দ্রোদয়” এবং “জন্মশাখী” প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি একজন প্রকাণ্ড সিদ্ধ এবং ঐশ্বর্যশালী পুরুষ ছিলেন। নানক নাকি ব্রহ্মাদির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেক কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার সম্মান করিয়াছিলেন। নানকের বিবাহে নাকি অশ্ব, রথ, হস্তী, সুবর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা এবং পান্না প্রভৃতি অমূল্য বস্তুসমূহের ইয়ত্তা ছিল না। ভাল এ সকল অলীক গল্প নহে, তবে কি ? অবশ্য এ বিষয়ে তাঁহার শিষ্ট্যগণই দোষী, তিনি নহেন।

* অর্থ—বেদপাঠ করিয়া ব্রহ্মা মরিয়াছেন। চারিবেদ কাহিনী মাত্র। সাধুর মহিমা বেদও জানে না। ব্রহ্মজ্ঞানী নানক স্বয়ং পরমেশ্বর। —অনুবাদক।

তাঁহার পর তাঁহার পুত্র হইতে উদাসী-সম্প্রদায় এবং রামদাস হইতে নির্মল-সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা হিন্দী ভাষায় বিভিন্ন বিষয় রচনা করিয়া গ্রন্থের মধ্যে সম্মিষ্ট করিয়াছেন। গোবিন্দ সিংহ দশম গুরু ছিলেন। তাঁহার পর ঐ গ্রন্থে কাহারও ভাষা মিশ্রিত করা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সময় পর্য্যন্ত যতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ছিল ঐ সমস্ত একত্র করিয়া বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছিল। নানক সাহেবের পর বহু হিন্দী গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। অনেকে পৌরাণিক গল্পের স্থায় মিথ্যা গল্প রচনা করিয়াছিল। তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ তিনি ঈশ্বর হইয়াছেন মনে করিয়া কপোপাসনা ছাড়িয়া তাঁহার দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে বড়ই বিকৃতি ঘটয়াছে। নতুবা নানক ঈশ্বর-ভক্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, যদি তাঁহার শিষ্যগণ সে বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করিতেন, তবে বড়ই ভাল হইত। এখন উদাসীরা বলেন “আমরা বড়”; নির্মলরা বলেন, “আমরা বড়”; অকালী এবং সূত্রহসারীরা বলেন, “আমরা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ”।

ইহাদিগের মধ্যে গোবিন্দসিংহ শৌর্য-বীর্যসম্পন্ন ছিলেন। মুসলমানগণ তাঁহার পূর্বপুরুষদিগকে অনেক নিৰ্যাতন করিয়াছিল। তিনি তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা করেন কিন্তু তাঁহার নিকট কোন যুদ্ধোপকরণ ছিল না; অপরদিকে মুসলমান সাম্রাজ্য দেদীপ্যমান ছিল। তিনি এক পুরুষের করাইয়া ঘোষণা করিলেন, “দেবী আমাকে বর দিয়াছেন এবং খড়্গ দিয়া বলিয়াছেন, “তুমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তোমার বিজয় হইবে”। বহু লোক তাঁহার সহযোগী হইল। তিনি বামমার্গীদিগের “পঞ্চ মকার” এবং চক্রাক্তিদিগের “পঞ্চ সংস্কারে”র স্থায় “পঞ্চ ককার” প্রবর্তিত করিলেন। “পঞ্চ ককার” যুদ্ধোপযোগী ছিল। প্রথম “কেশ”—অর্থাৎ ইহা ধারণ করিলে যুদ্ধকালে যশ্টি ও তরবারি হইতে কতকটা আশ্রয়লাভ করা যায়। দ্বিতীয় “কঙ্কণ”—অকালীগণ ইহা মস্তকের উপর পান্ডুর মধ্যে রাখেন। হাতে “কড়া”—এতদ্বারা হস্ত এবং মস্তকের রক্ষা হইতে পারে। তৃতীয় “কচ্ছ”—অর্থাৎ হাঁটুর উপর এক প্রকার জাঙ্ঘিয়া। ইহা দৌড়াইবার এবং লাফাইবার পক্ষে সুবিধাজনক। সচরাচর মল্লযোদ্ধা এবং বাজিকরগণ এই উদ্দেশ্যে ইহা ধারণ করে, যেন শরীরের মৰ্ম্মস্থান নিরাপদে থাকে এবং কোন প্রতিবন্ধ উপস্থিত না হয়। চতুর্থ “কঙ্গা” (চিরুণী)—ইহার দ্বারা কেশ-সংস্কার করা হয়। পঞ্চম

“কাচু” (কৃপাণ)—ইহা শত্রুর সহিত হাতাহাতি যুদ্ধকালে কাজে লাগে। গোবিন্দসিংহ স্বকীয় বুদ্ধিমত্তা দ্বারা ঐ সময়ের জন্ত এ সকল ধারণের রীতি প্রচলিত করিয়াছিলেন। এখন এ সকল ধারণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহা যুদ্ধের প্রয়োজনে কর্তব্য ছিল, এখন তাহা ধর্মের অঙ্গরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহারা মূর্তিপূজা করেন না বটে, কিন্তু মূর্তিপূজা অপেক্ষা গ্রন্থপূজা অধিক করিয়া থাকেন। গ্রন্থপূজা কি মূর্তিপূজা নহে? কোন জড় পদার্থের সম্মুখে মস্তক অবনত করা কিংবা কোন জড় পদার্থের পূজা করা—সমস্তই মূর্তিপূজা। মূর্তিপূজকেরা যেমন ব্যবসায় কাঁদিয়া তাহাদের জীবিকার বাবস্থা করিয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ করিয়াছেন। পুজারীগণ যেমন মূর্তিদর্শন করায় এবং পূজা-সামগ্রী নিবেদন করায়, নানকপন্থীরাও সেইরূপ গ্রন্থের পূজা করেন, গ্রন্থের দ্বারা পূজা করান, পূজা সামগ্রীও নিবেদন করান। মূর্তিপূজকেরা বেদের যতদূর সম্মান করেন, গ্রন্থসাহেবপন্থীরা বেদকে ততদূর সম্মান করেন না। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে তাঁহারা বেদ শ্রবণও করেন নাই, পাঠও করেন নাই; কি করিবেন? যদি তাঁহারা শ্রবণ ও পাঠ করিতেন, তবে যে সকল বুদ্ধিমান লোক হঠকারী এবং দুরাগ্রহী নহেন, তাঁহারা যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, বেদমত গ্রহণ করিতেন। যাহা হউক, নানকপন্থীরা ভোজন-সম্বন্ধীয় গোলযোগ অনেক দূর করিয়াছেন। যদি তাঁহারা এইভাবে বিষয়াসক্তি এবং আত্মস্তরিতা দূর করিয়া বেদমতের উন্নতি সাধন করেন, তবে বড়ই ভাল হয়।

(প্রশ্ন)—দাহুপন্থীদের পন্থা ত ভাল? (উত্তর)—বৈদিক পন্থাই ভাল। যদি পার, তাহাই অনুসরণ কর; নতুবা সর্বদা হাবুডুবু খাইতে থাকিবে। দাহুপন্থীদের মতে গুজরাটে দাহুর জন্ম হইয়াছিল। পরে তিনি জয়পুরের নিকটবর্তী “জামেরে” বাস করিতেন। তিনি তেলীর কাজ করিতেন। ঈশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টিলীলা এই যে, দাহুরও পূজা হইতে লাগিল। এখন দাহুপন্থীরা বেদাদিশাস্ত্রের যান্ত্রীয় উপদেশ পরিত্যাগ করিয়া “দাহুরাম” “দাহুরাম” জপ করাকেই মুক্তির সাধন বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। সত্যোপদেশের অভাবে এইরূপ ভ্রান্ত মত প্রচলিত হইয়া থাকে।

অল্পদিন হইল “রামস্নেহী” নামে অপর একটি মত সাহপুরা হইতে প্রচলিত হইয়াছে। উক্ত মতাবলম্বিগণ বেদোক্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া “রাম” “রাম” জপ করাকেই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাতেই জ্ঞান, ধ্যান ও মুক্তি মনে করে। কিন্তু স্মৃধার সময় রাম নাম হইতে অন্ন-ব্যঞ্জন নির্গত হয় না; ভোজ্য,

পানীয় প্রভৃতি গৃহস্থের গৃহেই পাওয়া যায়। ইহারাও মূর্তিপূজাকে দ্বিধার দিয়া থাকে বটে, কিন্তু নিজেরাই মূর্তি হইয়া রহিয়াছে। ইহারা জ্বীলোক-দিগের সংসর্গে অধিক সময় যাপন করে, কারণ “রামকী” ব্যতীত রামের আনন্দই হইতে পারে না। এস্থলে রামস্নেহী মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। রামচরণ নামে একজন সাধু ছিলেন। তাঁহার মত প্রধানতঃ মেবারের অন্তর্গত শাহপুরা হইতে প্রচলিত হয়। তিনি “রাম রাম” শব্দকেই পরম মন্ত্র এবং সিদ্ধান্ত বলিয়া মানেন। তাঁহার একটি গ্রন্থে সমুদ্রাস প্রভৃতির বাণী এইরূপ লিখিত আছে—

তাঁহার বচন ॥

ভরম রোগ তব হী মিট্যা, রট্যা নিরঞ্জন রাই ।

তব জন্ম কা কাগজ ফট্যা, কট্যা কর্ম তব জাই ॥ সাখী ৬ ॥*

এখন বুদ্ধিমানেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, “রাম” “রাম” বলিলেই অজ্ঞান-রূপ ভ্রম, অথবা পাপের জন্ত যমরাজের শাসন, অথবা কৃতকর্ম কখনও নষ্ট হইতে পারে কি না। ইহা কেবল মনুষ্যদগকে পাপে জড়িত করা এবং তাহাদের মানব-জন্ম নষ্টকরা মাত্র। এস্থলে ইহাদের প্রধান গুরু রামচরণের কতিপয় বাক্য উদ্ধৃত হইল—

মহমা নাঁব প্রতাপ কী, স্ত্রণৌ সরবণ চিত লাই ।

রামচরণ রসনা রটৌ, ক্রম সকল বাড় জাই ॥

জিন জিন স্ত্রগর্যা, নাঁব কুং, সো সব উতর্যা পার ।

রামচরণ জো বীসর্যা, সোহী জমকে দ্বার ॥

রাম বিনা সব বুট বতায়ো ॥

রাম ভজত ছুট্যা সব ক্রম্যা । চন্দ অরু সূর দেহ পরকম্যা ॥

রাম কহে তিন কুঁ ভৈ নাইঁ । তীন লোক মেঁ কীরতি গাহীঁ ॥

রাম রটত জম জোর ন লাগৈ ॥

রাম নাম লিখ পথর তরঁই । ভগতি হেতি ওতার হী ধরহী ॥

* (অর্থ)—ভ্রমরূপ রোগ তখনই দূর হইল। নিষ্কল রাজা তখনই ঘোষণা করিলেন। যমরাজের পদ তখনই ছিন্ন হইল। সকল কর্ম তখনই স্মরণ হইল।—অম্ববাদক।

উঁচ নীচ কুল ভেদ বিচারে । সো তো জনম আপণো হাটৈ ॥
 সম্ভা কৈ কুল দীসে নাঁহী । রাম রাম কহ রাম সম্ভাহী ।
 এসো কুণ জো কীরতি গাটৈ । হরি হরি জন কো পার ন পাটৈ ॥
 রাম সন্তুঁ কা অন্ত ন আটৈ । আপ আপ কী বুদ্ধি সম গাটৈ ॥ *
 এ সকলের খণ্ডন ॥

প্রথমতঃ রামচরণ প্রভৃতির গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, তিনি একজন সরল প্রকৃতির গ্রাম্য লোক ছিলেন, কিছুই অধ্যয়ন করেন নাই, নতুবা এমন নিরর্থক গল্প লিখিবেন কেন? তাঁহার ইহা বলা ভুল যে, রাম রাম বলিলে কর্মের খণ্ডন হয়। এইরূপ শিক্ষাদ্বারা তাঁহারা কেবল তাঁহাদের এবং অপরের জীবন নষ্ট করিয়া থাকেন। যমের ভয় ত বড় কথা; রাজ-সিপাহী, চোর, ডাকাত, ব্যাঘ্র, সর্প, বৃশ্চিক এবং মশক প্রভৃতির ভয়ও দূর হয় না। দিবারাত্র রাম নাম জপ করিতে থাকিলেও কিছুই হয় না। যেমন “শর্করা” “শর্করা” বলিলে মুখ মিষ্ট হয় না, সেইরূপ সত্যভাবগাদি কর্ম না করিয়া কেবল রাম রাম করিলে কিছুই হয় না। যদি রাম রাম করিলে তাঁহাদের রাম না শুনে, তবে চিরজীবন রাম রাম করিলেও শুনিবেন না। যদি একবার রাম রাম বলিলে শুনে, তবে দ্বিতীয়

* (অর্থ)—একাগ্রচিত্তে নামের মহিমা প্রবণ কর। হে রসনা! তুমি সর্বদা রাম নাম উচ্চারণ কর, তোমার সকল কষ্ট শীঘ্রই দূর হইবে। যে ব্যক্তি রাম নাম স্মরণ করে, তাহার দুঃখ দূর হয় এবং সে ভবপারে চলিয়া যায়। যে ব্যক্তি রাম নাম বিন্ধিত হয়, সে যমদ্বারে দুঃখ দ্বারা বেষ্টিত হয়। রাম ব্যতীত সমস্তই মিথ্যা। রামের ভজনা করাই তোমার কর্তব্য। তাহাতে তোমার সকল পাপের খণ্ডন হইবে। অন্তরিক্ষে তাঁহারই হস্তরচিত চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার সেবা করে। রাম নামে ভয় দূর হয়। জিতুবন তাঁহার যশোগান করে। রাম নামে যমরাজ ভয় পায়। প্লেট কিংবা কাগজের উপর বারংবার রাম নাম লিখিলে প্রস্তুত জলে ভাসে। রাম তাঁহার ভক্তদিগের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে ব্যক্তি উচ্চ-নীচ জাতিবিচার করে, তাহার জীবন নষ্ট হয়। সাধুগণ জাতি-কুলের বিচার করেন না। রাম সর্বত্র ব্যাপক হইয়া রহিয়াছেন। বারংবার রাম নাম জপ কর। যিনি রামের গুণ গান করেন তিনিই মর্ত্য। রামের মহিমা কে গান করিবে? কে তাঁহার অন্ত পাইবে? লোকে স্ব-স্ব-বুদ্ধি অনুসারে তাঁহার গুণ গান করিয়া থাকে।—অনুবাদক।

বার বলাও বুঝা। এই সকল লোক আপনাদের উদর-পূর্তি ও অপরের জীবন ব্যর্থ করার জন্য এক ভ্রমজাল রচনা করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা শুনি এবং দেখি, ইহারা নাম ধারণ করে “রামশ্নেহী”, কিন্তু কাজ করেন “রাঁড়শ্নেহী”। যে দিকে দেখিবেন সে দিকেই বিধবারা সাধুদিগকে পেষন করিয়া রহিয়াছে। ভগুমী প্রচলিত না হইলে আধ্যাত্মের এমন দুর্দশা হইবে কেন? তাহারা নিজেদের চেলাদিগকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করায়। জীলোকেরা ইহাদিগকে দণ্ডবৎ সাক্ষাৎ প্রণাম করে। নির্জন স্থানে জীলোকদিগের সহিত সাধুদিগের লীলা-খেলা চলিতে থাকে।

মারবাড়ের অন্তর্গত “খেড়াপা” গ্রাম হইতে তাহাদের অন্য একটি শাখা উদ্ভূত হইয়াছে; তাহার বৃত্তান্ত এইরূপ। রামদাস নামে চন্দ্রকার জাতীয় একজন চতুর লোক ছিল। তাহার দুই স্ত্রী ছিল। সে প্রথমে অধোরী হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত কুকুরের সহিত একত্র ভোজন করিত। অনন্তর সে প্রথমে বামমার্গী এবং তৎপশ্চাৎ কুণ্ডাপন্থী হয়। অবশেষে সে “রামদেবের কামড়িয়া” হইয়া তাহার দুই স্ত্রীর সহিত গান করিত।* পর্য্যটন করিতে করিতে “সীথল” গ্রামে† চন্দ্রকারদিগের “গুরু রামদাসের” সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। রামদাস তাহাকে রামদেবের মতবাদ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া চেলা করে। রামদাস “খেড়াপা” গ্রামে অবস্থিতি করিয়া সে স্থানে তাহার মত প্রচার করিতে লাগিল। সাহপুরে রামচরণের মত প্রচারিত হইল। তাহার বৃত্তান্তও এইরূপ শুনা যায়। রামচরণ জয়পুরের একজন বণিক ছিলেন। তিনি “দাঁতড়া” গ্রামে জনৈক সাধুর নিকট ভেক গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকেই গুরু করেন। পরে তিনি সাহপুরে যাইয়া “আজ্জা” গাড়িলেন। নির্বোধ লোকদিগের মধ্যে ভ্রান্ত মত শীঘ্রই বহুমূল্য হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার মতও প্রতিষ্ঠিত হইল। যাহারা রামচরণের পূর্বোক্ত উপদেশানুসারে শিষ্টত্ব গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে উচ্চ নীচ কোন ভেদ থাকে না। ভ্রান্ত্য হইতে অন্ত্যজ পর্য্যন্ত তাহাদের চেলা হইয়া থাকে। এখনও তাহারা কুণ্ডাপন্থীদিগেরই সদৃশ যুগ্ম

* রাজপুতনায় চন্দ্রকারগণ গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া রামদেব প্রভৃতির গান করিয়া থাকে। তাহারা এই গানকে “শব্দ” বলে, এবং তাহা চন্দ্রকার এবং অন্ত্যজ জাতিকে শুনায়। ইহাদিগকে “কামড়িয়া” বলা হয় ॥ স. দা. ॥

† সীথল বোধপুর রাজ্যের একটি বৃহৎ গ্রাম। স. দা. ॥

পাত্রে ভোজন এবং সাধুদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে। তাহারা অশ্বেষ সন্তানদিগকে বৈদিকধর্ম, মাতা-পিতা এবং সাংসারিক ব্যবহার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া চেলা করিয়া লয়। তাহারা রাম নামকেই মহামন্ত্র এবং “ছুচ্ছম” * বেদ বলিয়া মানে। রাম রাম বলিলে অনন্ত জন্মের পাপ দূর হয় এবং রাম নাম ব্যতীত কাহারও মুক্তি হয় না। যিনি শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত রাম নাম জপ করিবার উপদেশ দেন, তাহারা তাঁহাকেই সত্য গুরু বলে, সত্য গুরুকে পরমেশ্বর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাহার মূর্তির ধ্যান করে। সাধুদের চরণ প্রক্ষালন করিয়া তাহারা সেই জল পান করে। চেলা গুরুর নিকট হইতে দূর দেশে গমন কালে, গুরুর নখ ও শ্মশ্রু-কেশ নিজের নিকট রাখিয়া দেয় এবং ঐসকল প্রক্ষালন করিয়া নিত্য “চরণামৃত” পান করে। তাহারা রামদাস এবং হররামদাসের বাণী-গ্রন্থকে বেদ অপেক্ষাও অধিক মান্য করে এবং উহাকে পরিক্রমা করিয়া তাহারা আট বার দণ্ডবৎ প্রণাম করে। গুরু নিকটে থাকিলেও তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করা হয়। স্ত্রী-পুরুষকে একই “রাম-রাম” উপদেশ দেওয়া হয়। ইহারা নাম স্মরণকেই কল্যাণ এবং অধ্যয়নকে পাপ মনে করে। ইহাদের সাখী—

পংডতঙ্গি পানে পড়ী। ও পূরব লো পাপ।

রাম রাম স্মরণ্যা বিনা, রাইগেয়া রীতো আপ ॥

বেদ পুরাণ পঢ়ে পঢ় গীতা, রাম ভজন বিন রই গয়ে রীতা ॥ †

এই সব পুস্তক রচনা করা হইয়াছে। ইহাদের মতে স্ত্রীর পক্ষে পতিসেবা পাপ, গুরু ও সাধুসেবাই ধর্ম। তাহারা বর্ণাশ্রম মানে না। রামস্নেহী না হইলে তাহারা ব্রাহ্মণকে নীচ চণ্ডাল, কিন্তু রামস্নেহী হইলে তাহাকে উত্তম মনে করে। তাহারা ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করে না বটে, কিন্তু রামচরণের উপরি লিখিত বচন।

ভগতি হেতি ঔতার হী ধরহী ॥

* ছুচ্ছম অর্থ্যাৎ স্মরণ ॥ স০ দা০ ॥

† অর্থ—পাণ্ডিত্যের কোন প্রয়োজন নাই। অধ্যয়ন করা পাপ। রাম নাম জপ ব্যতীত সমস্ত কর্মই বৃথা। বেদ, পুরাণ এবং গীতার অধ্যয়ন রাম নাম উচ্চারণ ব্যতীত বৃথা।—অম্ববাদক।

ইহাও মান্য করে এবং সাধুদিগের হিতার্থ অবতার বাদও স্বীকার করে। তাহাদের এই সমস্ত ছল চাতুরি আখ্যায়িকের পক্ষে অহিতকারী। এতদ্বারা পণ্ডিতগণ অধিক বুঝিয়া লইবেন।

(প্রশ্ন)—গোকুলিয়া গোসাঁইদিগের মত ত অতি উত্তম? দেখ! ইহার বিরূপ ঐশ্বর্য্য ভোগ করে, ঐশী লীলা ব্যতীত ইহা কি সম্ভব? (উত্তর)—এ সকল ঐশ্বর্য্য গৃহস্থদিগের, গোসাঁইদিগের কিছুই নহে। (প্রশ্ন)—বাহবা! বাহবা! এসকল ঐশ্বর্য্য গোসাঁইদের প্রতাপেই সম্ভব, অপর কাহারও এরূপ হয় না কেন? (উত্তর)—অন্তেরাও এরূপ ছল-প্রপঞ্চ রচনা করিলে যে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহাদের অপেক্ষা অধিক ধূর্ততা করিলে আরও অধিক ঐশ্বর্য্য লাভ হইতে পারে। (প্রশ্ন)—বাহবা! ইহার মধ্যে ধূর্ততা কি? এসব ত গোলোকের লীলা! (উত্তর)—গোলোকের লীলা নহে, কিন্তু গোসাঁইদেরই লীলা! গোলোকের লীলা হইলে, গোলোকও তেমনই হইবে। এই মত “তৈলঙ্গ” দেশ হইতে প্রচলিত হইয়াছে। লক্ষণভট্ট নামক জনৈক তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ, বিবাহের পর কোন কারণে মাতা-পিতা এবং স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া কাশী গমন করে এবং “আমার বিবাহ হয় নাই,” এইরূপ মিথ্যা বলিয়া সম্যাস গ্রহণ করে। দৈবযোগে তাহার মাতা-পিতা এবং পত্নী শুনিতে পাইলেন যে, সে কাশীতে সম্যাস গ্রহণ করিয়াছে। লক্ষণভট্টের মাতা-পিতা ও স্ত্রী কাশীতে উপস্থিত হইলেন। যিনি তাহাকে সম্যাস দিয়াছিলেন, তাঁহাকে মাতা-পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি আমাদের পুত্রকে সম্যাসী করিয়াছেন কেন? দেখুন! এই ইহার যুবতী পত্নী”। তাহার স্ত্রী বলিলেন, “যদি আপনি আমার পতিকে আমার সঙ্গী না করেন, তবে আমাকেও সম্যাস দিন”। তখন সাধু লক্ষণভট্টকে ডাকিয়া বলিলেন, “তুমি বড় মিথ্যাবাদী। তুমি সম্যাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহাশ্রম কর; কারণ তুমি মিথ্যা বলিয়া সম্যাস লইয়াছ”। সে তাহাই করিল এবং সম্যাস পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের সঙ্গে যাত্রা করিল। দেখুন, এই মতের মূলেই মিথ্যা এবং কপটতা! সে তৈলঙ্গ দেশে উপস্থিত হইলে কেহই তাহাকে জাতিতে গ্রহণ করিল না। সেস্থান হইতে বহির্গত হইয়া সে ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীর নিকটবর্তী “চণারগড়ের” নিকটে “চম্পারণ্য” নামক বনে যাইতেছিল। সে স্থানে কেহ একটি শিশুকে নিক্ষেপ করিয়া দূরে দূরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া

চলিয়া গিয়াছিল। যাহারা শিশুকে ফেলিয়া গিয়াছিল, তাহারা ভাবিয়াছিল যে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত না করিলে কোন জীব শিশুটিকে বধ করিবে। লক্ষণভট্ট ও তাহার পত্নী শিশুটিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিল এবং পরে কাশীবাসী হইল। শিশুটি বড় হইলে তাহার মাতাপিতার মৃত্যু হয়। সে কাশীতে বাল্যকাল হইতে যৌবন পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখিতেছিল। অনন্তর সে কোথায়ও বিষ্ণুস্বামী নামক এক ব্যক্তির মন্দিরে যাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সেখানে কোন গোলমাল হওয়ায় সে পুনরায় কাশী চলিয়া আসে ও সন্ন্যাস গ্রহণ করে। তখন কোন এক জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণ কাশীতে বাস করিতেন। তাঁহার একটি যুবতী কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন, “তুমি সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া আমার কন্যাকে বিবাহ কর”। তাহাই হইল। যাহার পিতা কত লীলা খেলা করিয়াছিল, সে সেরূপ করিবে না কেন? সে পূর্বে যে বিষ্ণুস্বামীর মন্দিরে চেলা হইয়াছিল ত্রীকে লইয়া সে সেই স্থানে চলিয়া গেল; কিন্তু বিবাহিত বলিয়া সেখান হইতেও বিতাড়িত হইল। পরে সে অবিচার গৃহস্বরূপ ব্রহ্মদেশে যাইয়া নানা প্রকার ছল-চাতুরী এবং যুক্তি দ্বারা নিজের প্রপঞ্চ বিস্তার করিতে লাগিল। সে মিথ্যা প্রচার করিল, “শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে; তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে গোলোক হইতে ‘দৈবী জীবগণ’ মর্ত্যালোকে আসিয়াছে; তাহাদিগকে ‘ব্রহ্মসম্বন্ধ’ প্রভৃতি দ্বারা পবিত্র করিয়া গোলোকে প্রেরণ কর”। সে এইভাবে মূর্খদিগকে প্রলোভনের কথা শুনাইয়া অল্প কয়েক জনকে অর্থাৎ ৮৪ জনকে বৈষ্ণব করিল এবং নিম্নলিখিত মন্ত্র রচনা করিয়া তাহার মধ্যেও ভেদ রাখিল, যথা—

শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম ॥১ ক্লীং কৃষ্ণায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥২

(গোপালসহস্র নাম)।

এই দুইটি সাধারণ মন্ত্র কিন্তু পরবর্তী মন্ত্রটি ব্রহ্মসম্বন্ধ এবং সমর্পণ করাইবার জন্য—

শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম সহস্রপরিবৎসরমিতকালজাতকৃষ্ণবিয়োগজনিত তাপক্লেশানন্ততিরোভাবোহং ভগবতে কৃষ্ণায় দেহেন্দ্রিয়প্রাণান্তঃকরণ তদ্ধর্মাংশ্চ দারাগারপুত্রাপ্তবিন্তেহপরাণ্যাঅনা সহ সমর্পয়ামি দাসোহং কৃষ্ণ তবান্মি ॥৩

এই মন্ত্রোপদেশ দ্বারা শিষ্য-শিষ্যাঙ্গিকে সমর্পণ করান হইয়া থাকে। “ক্লীং কৃষ্যয়েতি”—এই “ক্লীং” তন্ত্রগ্রন্থোক্ত। এতদ্বারা জানা যায় যে, বল্লভ-মতও বামমার্গের রূপান্তর মাত্র। এই কারণে গোঁসাইগণ অধিকাংশ সময় ত্রীলোকদিগের সংসর্গে যাপন করিয়া থাকে। “গোপীবল্লভেতি”—ত্রীকৃষ্ণ কি কেবল গোপীদিগেরই প্রিয় ছিলেন? তিনি অশ্ব বাহারও কি প্রিয় ছিলেন না? যে ব্যক্তি ত্রৈণ অর্থাৎ ত্রীসংসর্গে আসক্ত, সেই ত্রীলোক-দিগের প্রিয় হইয়া থাকে। ত্রীকৃষ্ণ কি এইরূপ ছিলেন? এখন “সহস্র পরিবৎসরেতি”—এস্থলে সহস্র বৎসরের গণনা বুঝা। কারণ বল্লভ এবং তাহার শিষ্যগণ কেহই সর্বজ্ঞ নহে। এক সহস্র বৎসর পূর্বেই কি ত্রীকৃষ্ণের বিয়োগ হইয়াছিল? এবং ইহা ত আশ্চর্য্যের কথা। কিন্তু যখন বল্লভের মত ছিল না এবং যখন বল্লভের জন্মও হয় নাই, তৎপূর্বে তাঁহার দৈবী জীবদিগের জন্ম তিনি আসেন নাই কেন? “ভাপ” এবং “ক্লেশ” এই দুইটি পর্য্যায়বাচী শব্দ; সুতরাং দুইটির মধ্যে একটিই গ্রহণ করা উচিত ছিল, দুইটি নহে। “অনন্ত” শব্দের পাঠ নিরর্থক। “অনন্ত” শব্দ রাখিলে “সহস্র” শব্দের পাঠ রাখা উচিত নহে। “সহস্র” শব্দের পাঠ রাখিলে “অনন্ত” শব্দের পাঠ সর্বথা নিরর্থক। আর যে ব্যক্তি অনন্তকাল পর্য্যন্ত “তিরোহিত” অর্থাৎ আচ্ছাদিত থাকে, তাহার মুক্তির জন্ম বল্লভের প্রয়োজন নাই। কারণ অনন্তের অন্ত হয় না। ভাল, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্তঃকরণ এবং উচ্চার ধর্ম, ত্রী, পুত্র, বাসস্থান এবং প্রাপ্তধন কৃষ্ণকে অর্পণ করা হইবে কেন? কৃষ্ণ পূর্ণকাম; সুতরাং তিনি কাহারও দেহাদির ইচ্ছা করিতে পারেন না। দেহাদির অর্পণও হইতে পারে না। কারণ দেহ বলিতে নথ শিখাগ্র পর্য্যন্ত বুঝায়। দেহের মধ্যে ভাল মন্দ বাহ্য কিছু আছে, মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত তাহা কিরূপে সমর্পণ করা যাইবে? আবার পাপ পুণ্যরূপ কর্ম কৃষ্ণকে অর্পণ করা হইলে কৃষ্ণই তাহার ফলভাগী হইবেন। বস্তুতঃ নাম ত লওয়া হয় কৃষ্ণের, কিন্তু সমর্পণ করান হয় নিজের জন্ম! ভাষা হইলে দেহের মধ্যে মলমূত্রাদি সমস্তই গোঁসাই ঠাকুরকে অর্পণ করা হয় না কেন? তবে কি, “মিষ্ট গপ্ করিয়া গিলা এবং তিস্ত থু করিয়া ফেলা”? ইহাও লিখিত আছে যে, গোঁসাই ঠাকুরকেই অর্পণ করিবে, অস্ত্র কোন মতাবলম্বীকে করিবে না। এ সকল নিতান্ত স্বার্থপরতার কথা। পরের ধন-সামগ্রীর হরণ এবং বেদোক্ত ধর্মের নাশের জন্ম এ সকল লীলা খেলা রচিত হইয়াছে। বল্লভের প্রণব দেখ—

শ্রাবণশ্রামলে পক্ষ একাদশ্যাং মহানিশি ।
 সাক্ষাৎগবতা প্রোক্তং তদক্ষরশ উচ্যতে ॥ ১ ॥
 ব্রহ্মসম্বন্ধকরণাং সর্বেষাং দেহজীবয়োঃ ।
 সর্বদোষনিবৃত্তির্হি দোষাঃ পঞ্চবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২ ॥
 সহজা দেশকালোখা লোকবেদনিরূপিতাঃ ।
 সংযোগজাঃ স্পর্শজাশ্চ ন মন্তব্য্যাঃ কদাচন ॥ ৩ ॥
 অন্তথা সর্বদোষাণাং ন নিবৃত্তিঃ কথঞ্চন ।
 অসমর্পিতবস্তুনাং তস্মাদ্বর্জজনমাচরেৎ ॥ ৪ ॥
 নিবেদিভিঃ সমর্প্যৈব সর্বং কুর্যাদিতি স্থিতিঃ ।
 ন মতং দেবদেবস্তা স্বামিভুক্তিসমর্পণম্ ॥ ৫ ॥
 তস্মাদাদৌ সর্বকার্যে সর্ববস্তুসমর্পণম্ ।
 দত্তাপহারবচনং তথা চ সকলং হরেঃ ॥ ৬ ॥
 ন গ্রাহমিতি বাক্যং হি ভিন্নমার্গপরং মতম্ ।
 সেবকানাং যথা লোকে ব্যবহারঃ প্রসিধ্যতি ॥ ৭ ॥
 তথা কার্যং সমর্প্যৈব সর্বেষাং ব্রহ্মতা ততঃ ।
 গঙ্গাত্রে গুণদোষাণাং গুণদোষাদিবর্ণনম্ ॥ ৮ ॥

এই সব শ্লোক গৌসাইদিগের সিদ্ধাস্তরহস্তাদি গ্রন্থে লিখিত আছে ।
 ইহাই তাহাদের মতের মূলতত্ত্ব । ভাল, যদি কেহ ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে,
 “শ্রীকৃষ্ণের দেহান্ত হইয়াছে, কিছু কম পাঁচ সহস্র বৎসর অতীত হইল ।
 তিনি বল্লভের সহিত শ্রাবণ মাসের অর্ধরাত্রে কিরূপে সাক্ষাৎ করিলেন ? ১ ॥
 যে ব্যক্তি গৌসাইয়ের চেলা হয় এবং তাহাকে সমস্ত পদার্থ সমর্পণ করে,
 তাহার শরীর এবং আত্মার সকল দোষ দূরীভূত হয় । মূর্খদিগকে বিজ্ঞাস্ত
 করিয়া স্বমতে আনিবার জন্য বল্লভের এই প্রপঞ্চ ! গৌসাইয়ের শিষ্য
 শিষ্যানিগের সকল দোষ দূরীভূত হইলে তাহারা রোগ এবং দারিদ্র্য প্রভৃতি
 দুঃখের দ্বারা প্রণীড়িত থাকে কেন ? এ সকল দোষ পঞ্চবিধ ॥ ২ ॥ প্রথমতঃ
 সহজ দোষ—এ সকল স্বাভাবিক অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি হইতে উৎপন্ন হয় ।
 দ্বিতীয়তঃ, কোন দেশ-কালে যে নানাবিধ পাপ করা হইয়া থাকে । তৃতীয়তঃ,
 সংসারে যাহাকে ভক্ষ্যভক্ষ্য বিষয়ক দোষ বলে এবং মিথ্যাভাষণাদি যাহা বোদ্ধব্য

দোষ। চতুর্থতঃ, সংযোগজ দোষ—কুসঙ্গ অর্থাৎ চৌর্য, লাম্পট্য এবং মাতা, ভগ্নী, কন্যা, পুত্রবধূ ও গুরুপত্নী প্রভৃতির সহিত সমাগম। পঞ্চমতঃ, স্পর্শজ দোষ, অর্থাৎ যাহা অস্পর্শনীয়ের স্পর্শ হইতে উৎপন্ন হয়। গৌসাইদিগের অনুসারিগণ এই পাঁচ প্রকার দোষ কখনও স্বীকার করে না অর্থাৎ তাহারা যথেষ্টাচার করে ॥ ৩ ॥ গৌসাইয়ের মত গ্রহণ ছাড়া নাকি কোন দোষেরই নিবৃত্তি হয় না। এইরূপে গৌসাইদিগের চেলারা সমর্পণ না করিয়া কোন বস্তু ভোগ করে না। তাই তাহাদের চেলারা নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ এবং ধন সামগ্রীও সমর্পণ করিয়া থাকে। সমর্পণের নিয়ম এই যে, গৌসাই ঠাকুরের চরণসেবার সমর্পিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামী নিজের স্ত্রীকেও স্পর্শ করিবে না ॥ ৪ ॥ এই কারণে গৌসাইদিগের চেলারা সমর্পণ করিবার পর নিজ নিজ ভোগ্য বস্তু সমূহ ভোগ করে। কারণ, স্বত্বাধিকারীর ভোগের পর আর সমর্পণ হইতে পারে না ॥ ৫ ॥ এই নিমিত্ত সকল কার্যে সকল বস্তু প্রথমে সমর্পণ করিতে হয়। ভাষা প্রভৃতিকেও প্রথমে গৌসাই ঠাকুরকে সমর্পণ করিয়া পরে গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে হরিকে সকল পদার্থ সমর্পণ করিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য ॥ ৬ ॥ গৌসাই মত ব্যতীত অশ্রু মতবিষয়ক কোন কথাও গৌসাইদের চেলা-চেলারা কখনও শুনিবে না এবং গ্রহণও করিবে না। তাহাদের এই রীতি প্রসিদ্ধ ॥ ৭ ॥ এইরূপে সকল বস্তু সমর্পণ করিয়া সকলের মধ্যে ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে হয়। তৎপর যেমন গঙ্গায় অশ্রু জল মিলিত হইয়া গঙ্গারূপ হইয়া যায়, অপর মতে যাহা দোষ নিজ মতে তাহা গুণ হইয়া যায়। অতএব নিজ মতের গুণাবলী বর্ণন করিতে থাকিবে ॥ ৮ ॥

এখন দেখুন, গৌসাইদিগের মত অশ্রু সকল মত অপেক্ষা অধিক স্বার্থপরতা পূর্ণ। ভাল, যদি কেহ গৌসাইদিগকে জিজ্ঞাসা করে, “তোমরা ব্রহ্মের একটি লক্ষণও জান না, শিষ্য-শিষ্যাদিগের ব্রহ্মসম্বন্ধ ঠিকরূপে করাইতে পারিবে?” যদি বলে “আমরাই ব্রহ্ম, আমরাদিগের সহিত সম্বন্ধ হইলেই ব্রহ্মসম্বন্ধ হয়”, তাহা হইলে বলিতে হইবে “ব্রহ্মের গুণ-বর্ণন-স্বভাব একটিও তোমাদের মধ্যে নাই। তোমরা কি কেবল ভোগ-বিলাসের জন্য ব্রহ্ম হইয়া বসিয়াছ? ভাল, তোমরা ত শিষ্য-শিষ্যাদিগকে তোমাদের নিকট সমর্পিত করাইয়া পবিত্র কর; কিন্তু তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূ প্রভৃতি অসমর্পিত থাকিতে, অপবিত্র থাকে কি না? তোমরা অসমর্পিত বস্তুকে অপবিত্র মনে কর, তাহা হইলে অসমর্পিত মাতা-পিতা

হইতে উৎপন্ন বলিয়া তোমরা অপবিত্র নহ কেন? অতএব তোমাদের জ্ঞী, কষ্টা এবং পুত্রবধূ প্রভৃতিকেও অশ্রমতাবলম্বীদিগের নিকট সমর্পিত করা কর্তব্য। যদি বল “না, না” তাহা হইলে তোমরাও অপর জ্ঞী, পুরুষ এবং ধন-সম্পত্তিকে সমর্পিত করা ও করান পরিত্যাগ কর। ভাল, এতদিন যাহা হইবার হইয়াছে, এখন ত মিথ্যা-প্রপঞ্চ প্রভৃতি কুকর্মগুলি পরিত্যাগ কর। পরমেশ্বরোক্ত বেদবিহিত শ্রেষ্ঠ পন্থা অনুসরণ করিয়া মানবজীবন সফল কর এবং ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্বিধ ফল প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ ভোগ কর”।

আরও দেখুন! গৌসাইগণ তাহাদের সম্প্রদায়কে পুষ্টিমার্গ বলে। পান ভোজন করা, পুষ্ট হওয়া, জীলোকদিগের সংসর্গ এবং যথেষ্ট ভোগ-বিলাস করাকে পুষ্টিমার্গ বলা হয়। কিন্তু তাহাদিগকে বলা আবশ্যক, যখন তাহারা অত্যন্ত গুরুতর ভগবন্দর প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া যন্ত্রণায় যেরূপ ছট ফট করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা তাহারা জানে না? সত্য বলিতে হইলে, উহা “পুষ্টিমার্গ” নহে, কিন্তু “কুষ্ঠীমার্গ”। যেমন কুষ্ঠরোগীর দেহ হইতে সমস্ত ধাতু গলিয়া গলিয়া বহির্গত হয় এবং সে বিলাপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, ইহাদের লীলা-খেলার মধ্যেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব তাহাদের পন্থাকে “নরকমার্গ” বলা সঙ্গত হইতে পারে। কারণ, দুঃখের নাম নরক এবং সুখের নাম স্বর্গ। গৌসাইগণ এইরূপ মিথ্যাভাল রচনা করিয়া, দুর্ভাগা সরলপ্রকৃতি জনসাধারণকে জালে জড়িত করে এবং নিজদিগকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া সকলের স্বামী লাঞ্ছিয়া বসে। ইহারা বলে—“যত দৈবী জীব গোলোক হইতে ইহলোকে আদিয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের জন্য আমরা লীলা-পুরুষোত্তম রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যতদিন আমাদের উপদেশ গ্রহণ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত গোলোক প্রাপ্তি ঘটিবে না। সে স্থানে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, অপর সকলেই জীলোক”। বাহবা, বাহবা! গৌসাইদিগের মত কি চমৎকার!! তাহাদের শিষ্যগণ সকলেই হইবে গোপী! এখন ভাবিয়া দেখুন যে, যে ব্যক্তির দুই জ্ঞী, তাহারই কত দুর্দশা! কিন্তু যে স্থানে একজন পুরুষের পশ্চাতে কোটি কোটি জীলোক লাগিয়া রহিয়াছে, তাহার দুঃখের কি সীমা-পরিসীমা আছে? যদি বল যে, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অনন্ত, তিনি সকলকে সন্তুষ্ট করেন। তাহা হইলে তাহার জ্ঞী অর্থাৎ যিনি স্বামিনী, তাহার শক্তিও শ্রীকৃষ্ণেরই তুল্য; কারণ

তিনি শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গিণী। যদি ইহলোকে শ্রী-পুরুষের কাম-চেষ্টা সমান, অথবা পুরুষ অপেক্ষা শ্রীলোকের অধিক হয়, তাহা হইলে গোলোকেও তদ্রূপ হইবে না কেন? যদি তাহাই হয়, তবে অশ্রু শ্রীদেব সহিত স্বামিনীর সম্ভবতঃ অনেক কলহ বিবাদ হইতে থাকিবে; কারণ সপত্নীভাব অত্যন্ত ক্লেশজনক। তাহাতে হয়ত গোলোক স্বর্ণের পরিবর্তে নরকবৎ হইয়াছে। আবার, বঙ্কশ্রীগামী পুরুষ ভগন্দর প্রভৃতি রোগে পীড়িত থাকে; সম্ভবতঃ গোলোকেও তাহা হইয়া থাকিবে। ছি! ছি!! ছি!!! এমন গোলোক অপেক্ষা মর্ত্যালোকই ভাল। দেখ! ইহলোকে যেমন গোসাঁই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া, বহু শ্রীলোকের সহিত লীলা করে, তদ্রূপ ভগন্দর এবং প্রমেহাদি রোগে পীড়িত হইয়া মহাহুঃখ ভোগ করে, সেইরূপ বলুন, ষাঁহার নিজ স্বরূপ গোসাঁই পীড়িত হয়, সেই গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণও এসকল রোগে পীড়িত কেন হইবেন না? তিনি পীড়িত না হইলে, যে গোসাঁই তাঁহার স্বরূপ, সে পীড়িত হয় কেন? (প্রশ্ন)—মর্ত্যালোকে তিনি লীলাবতার খারণ করেন বলিয়া রোগ এবং দোষাদি হইয়া থাকে, গোলোকে হয় না। কারণ, সেখানে রোগ দোষ নাই। (উত্তর)—“ভোগে রোগভয়ম্”; যেখানে ভোগ সেখানে রোগ অবশ্যই থাকে। আর, শ্রীকৃষ্ণের কোটি কোটি শ্রীর সম্মান হয় কি না? যদি হয়, তবে কি কেবল পুত্রই হয়, না কেবল কন্যাই হয়, না ছুইই হয়? যদি বল যে, কেবল কন্যাই হয়, তবে তাহাদের বিবাহ কাহাদের সহিত হইয়া থাকে? সেখানে ত কৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন পুরুষ নাই! যদি অশ্রু পুরুষ থাকে, তবে তোমার প্রতিজ্ঞাহানি হইল। যদি বল যে, কেবল পুত্রই হয়, তাহা হইলেও এই দোষই ঘটিবে যে, তাহাদের বিবাহ কোথায় এবং কাহাদের সহিত হইবে। যদি গৃহেই গোলযোগ সারিয়া লওয়া হয়, অথবা যদি কাহারও পুত্র অথবা কন্যা হয়, তাহা হইলেও তোমার “গোলোকে একই পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ”—এই প্রতিজ্ঞা-হানি হইল। যদি বল যে, সম্মান হয়ই না, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণে নপুংসকত্ব এবং শ্রীলোকে বঙ্ক্যাহ দোষ আসিবে। ভাল, তবে এই গোলোক কিরূপ হইল? ইহা যেন দিল্লীর বাদশাহের বেগম-শিবির! গোসাঁইগণ যে শিশু-শিশুদিগের দেহ-মন-ধন আপনাদিগকে অর্পিত করাইয়া গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাও উচিত কর্ম নহে। কারণ, বিবাহের সময় পত্নী পতিকে এবং পতি পত্নীকে স্ব স্ব দেহ সমর্পণ করে।

পুনরায় মন জ্ঞাতকে সমর্পণ করা যায় না। কেবল মনের সহিতই শরীরের সমর্পণ হইতে পারে। সুতরাং এইরূপ সমর্পণ করিলে সে ব্যক্তিচারী হইবে। এখন অবশিষ্ট রহিল ধন। এ বিষয়েও এইরূপ লীলা-খেলা বৃষ্টিতে হইবে। কেননা, মন ব্যতীত কিছুই সমর্পণ হইতে পারে না। গৌসাইদিগের অভিপ্রায় এই যে, উপার্জন করিবে চেলায়া, কিন্তু আনন্দভোগ করিবে তাহার। বল্লভ সম্প্রদায়ভুক্ত গৌসাইগণ কেহই ভৈলঙ্গী জাতীয় নহে। কেহ তাহাদিগকে ভুল করিয়া কষ্টাদান করিলে, সেও জাতিচ্যুত ও কলুষিত হয়। কারণ, গৌসাইগণ জাতিচ্যুত, বিজ্ঞাহীন এবং তাহার দ্বিবারাত্র বিষয়ে আসক্ত থাকে। আরও দেখুন, যখন কেহ গৌসাইদের প্রবেশোৎসব করে, তখন গৌসাই তাহার গৃহে যাইয়া কাষ্ঠ-পুস্তলিকার দ্বার নিস্তরূপ ভাবে বসিয়া থাকে, কোন কথাও বলে না, কোন কার্যও করে না। সে দুর্ভাগ্য মূর্খ না হইলে কথা বলিতে পারিত। সুতরাং তাহার পক্ষে “মূর্খানাং বলং মৌনম্” অর্থাৎ মৌনই মূর্খদিগের বল, কেননা কথা বলিলে তাহার রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু গৌসাই জ্বীলোকদিগের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। সে যাহার দিকে তাকাইবে, তাহার বড়ই ভাগ্যদায় হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। তজ্জন্ত তাহার পতি, ভ্রাতা, বন্ধু এবং মাতা-পিতা অত্যন্ত প্রসন্ন হন। জ্বীলোকেরা গৌসাই ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে। যাহার প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হয় সে পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার একটি অঙ্গুলী টিপিয়া দেয়। তখন সেই জ্বীলোক এবং তাহার পতি প্রভৃতি নিজেদিগকে ধন্য ও ভাগ্যবান মনে করে। তখন তাহার পতি আদি সকলে তাহাকে বলে, “তুই গৌসাই ঠাকুরের চরণ সেবায় যা”। যে সকল স্থলে তাহার পতি আদি প্রসন্ন হয় না, সে সকল স্থলে দূতী এবং কুটনী দ্বারা কার্যসিদ্ধি করা হয়। সত্য বলিতে গেলে, এরূপ কার্য করিবার জন্ত গৌসাইদের মন্দিরে এবং তাহাদের নিকটে অনেক জ্বীলোক থাকে।

গৌসাইদের দক্ষিণা সম্বন্ধে এইরূপ লীলা খেলা হইয়া থাকে। তাহার। যাম্প্রদা করে,—“গৌসাই ঠাকুরের ভেট আন; তাহার জ্বী, পুত্র, কন্যা, মজ্বী, প্রধান কর্মকর্তা, ভৃত্য, গায়ক এবং ঠাকুরের জন্ত পূজাসামগ্রী আনয়ন কর”। তাহার। এইরূপ সাত দোহান হইতে যথেষ্ট সামগ্রী আদায় করে। গৌসাই ঠাকুরের কোন সেবকের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বন্ধের উপর চরণ রাখে এবং বাহা কিছু প্রাপ্ত হয়, তাহা আত্মসাৎ করে। ইহা কি মহাত্মাঙ্গণ

এবং ডোম বা মুদাকরাসের কার্য্য নহে? কোন কোন শিশু বিবাহের সময় গোসাঁই ঠাকুরকে আনাইয়া তাহার দ্বারাই পুত্রকন্টার বিবাহ দিয়া থাকেন। কোন কোন সেবক গোসাঁই ঠাকুরকে কেসর স্নান করায় অর্থাৎ জ্বীপুরুষেরা গোসাঁই-ঠাকুরের শরীরে কেসর লেপন করিয়া একটি বৃহৎ পাত্রে মধ্যে পিঁড়ি পাতিয়া তাহাকে স্নান করায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে জ্বীলোকেরাই স্নান করাইয়া থাকে। স্নানের পর গোসাঁই ঠাকুর শীতাম্বর পরিধান করিয়া, কাষ্ঠপাছুকা পরিয়া বাহিরে আসিলে তাহার বস্ত্র সেই পাত্রে নিক্ষেপ করা হয়। অনন্তর সেবকগণ সেই জলে আচমন করে। গোসাঁই ঠাকুরকে উত্তম মশলাযুক্ত একটি পানের শিলি দেওয়া হয়। সে উহা চর্বণ করিয়া কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ করিলে সেবকগণ তাহার মুখের নিকট একটি রৌপ্যের ডিবা ধরিয়া থাকে। তখন সে সেই চর্বিত তাম্বুলের অবশিষ্টাংশ সেই পাত্রে নিক্ষেপ করে। উহাকে “প্রসাদী” বলিয়া সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ইহার নাম “খাস প্রসাদী”।

এখন ভাবিয়া দেখুন, যে এ সকল মনুষ্য কিরূপ! যে স্থানে মৃত্যু এবং অনাচার থাকে সে স্থানে এরূপই হয়। অনেক গোসাঁই এইরূপ সমর্পণ গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবদিগের হস্তেই ভোজন করে, অস্তুর অন্ন ভোজন করে না। কেহ কেহ বৈষ্ণবদিগের হস্তেও ভোজন করে না, এমন কি কাষ্ঠ পর্য্যন্ত খুইয়া গ্রহণ করে। কিন্তু আটা, গুড়, চিনি এবং ঘি প্রভৃতি খোঁত করে না, খুইলে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং কি করা যায়, খুইলে ত এসকল হাতছাড়া হয়। গোসাঁইগণ বলে, “আমরা ঠাকুরের রঙ্গ-রাগ এবং ভোগের জন্য অনেক ধন ব্যয় করি”; কিন্তু এসকল রঙ্গ-রাগ, ভোগ তাহারা নিজেরাই ভোগ করে। বাস্তবিক পক্ষে তাহাতে ভয়ানক অনর্থ হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ—দোলযাত্রার সময় পিচকারী ভরিয়া জ্বীলোকের গুপ্তাঙ্গে রং নিক্ষেপ করা হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে দুগ্ধ-বিক্রয় নিষিদ্ধ, গোসাঁইগণ তাহাও করিয়া থাকে। (প্রশ্ন)—গোসাঁই-ঠাকুর রুটি, ডাল, দধিমিশ্রিত ব্যঞ্জন, ভাত, শাক, মিষ্টান্ন এবং লাড্ডু প্রভৃতি প্রকাশ্যভাবে বাজারে বসিয়া বিক্রয় করে না, কিন্তু ঐসকল ভূতাদিগের পাতায় ভাগ করিয়া দেয়, তাহারা বিক্রয় করে, গোসাঁইগণ করে না। (উত্তর)—গোসাঁইগণ ভূতাদিগকে মাসিক বেতন দিলে, তাহারা খাচ্ছ জব্যের পাতা লইবে কেন? তাহারা ভূতাদিগকে বেতনের পরিবর্তে ডাল ভাত প্রভৃতি দিয়া থাকে। তাহারা ঐসকল বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে। গোসাঁইগণ স্বয়ং বাজারে বিক্রয় করিলে, তাহাদের ব্রাহ্মণ

ভূত্যাগণ দুষ্কবিক্রয়রূপ পাপ হইতে রক্ষা পাইত এবং শুধু গোঁসাইগণ দুষ্কবিক্রয়রূপ পাপের ভাগী হইত। কিন্তু, তাহারা প্রথমে এই পাপে নিমগ্ন হয়, পরে অপরকেও তন্মধ্যে নিমগ্ন করে। নাথদ্বারা প্রভৃতি স্থানে গোঁসাইগণ স্বয়ং এ সকল সামগ্রী বিক্রয় করিয়া থাকে। দুষ্কবিক্রয় হীনের কর্ম, জ্ঞেষ্ঠের মহে। এইরূপ লোকেরাই আধ্যাত্মিকের অধোগতি আনয়ন করিয়াছে।

(প্রশ্ন)—স্বামী নারায়ণের মত কেমন? (উত্তর)—“যাদৃশী শীতলাদেবী তাদৃশো বাহনঃ খরঃ”। গোঁসাইদিগের স্থায় স্বামী নারায়ণ মতাবলম্বীদিগেরও ধনহরণ প্রভৃতি বিচিত্র লীলা আছে। দেখুন, অযোধ্যার নিকটবর্তী কোন গ্রামে সহজানন্দ নামক এক ব্যক্তির জন্ম হয়। ত্রয়োদশীকালে সে গুজরাট, কাঠিয়াবাড় এবং কচ্ছভূজ প্রভৃতি দেশে পর্যটন করিত। সে দেখিল যে, এদেশের লোক মূর্থ এবং সরল প্রকৃতির। ইহাদিগকে যেদিকে আকৃষ্ট করা যাইবে, সেই দিকেই আকৃষ্ট হইবে। সে এসকল স্থানে দুই চারিজন শিষ্য করিল। শিষ্যেরা একমত হইয়া ঘোষণা করিল যে সহজানন্দ নারায়ণের অবতার এবং সে একজন মহান সিদ্ধ পুরুষ। তিনি চতুর্ভূজ মূর্তি ধারণ করিয়া ভক্তদিগকে সাক্ষাৎ দর্শন দান করেন। কাঠিয়াবাড় অঞ্চলে “দাদাখাচর” নামক একজন কৃষক জমিদার ছিলেন। স্বামী নারায়ণের শিষ্যগণ তাঁহাকে বলিল, “যদি আপনি চতুর্ভূজ নারায়ণ দর্শনের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা সহজানন্দের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি”। তিনি বলিলেন “বেশ ভাল কথা”। তিনি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। সহজানন্দ একটি গৃহের মধ্যে মস্তকে মুকুট এবং দুই হস্তে শঙ্খ-চক্র ধারণ করিল। অপর এক ব্যক্তি তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিজের দুই হস্তে গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া সহজানন্দের বগলের ভিতর দিয়া সন্মুখের দিকে হস্ত প্রসারিত করিল। এইরূপে সহজানন্দ চতুর্ভূজাকৃতি দেখাইতে লাগিল। স্বামী নারায়ণের শিষ্যগণ দাদাখাচরকে বলিল “একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিবামাত্র চক্ষু মুদিত করিয়া এদিকে চলিয়া আসিবেন; অধিক দর্শন করিলে নারায়ণ ক্রুদ্ধ হইবেন”। শিষ্যদিগের মনে এই চিন্তা ছিল যে, তিনি তাহাদের কপটতা যেন পরীক্ষা করিতে না পারেন।

তাহারা দাদাখাচরকে লইয়া গেল। সহজানন্দ জরীর কাজকরা উজ্জল রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া অন্ধকার গৃহে দণ্ডায়মান ছিল। তাহার

শিষ্যগণ সেই গৃহাভিমুখে লষ্ঠনের আলোক নিক্ষেপ করিল। দাদাখাচর তাকাইবামাত্র চতুর্ভূজ মূর্তি দেখিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রদীপ আড়াল করিয়া দেওয়া হইল। তখন সকলে অবনত মস্তকে নমস্কার করিয়া অশ্রুদিকে চলিয়া গেল। ইত্যবসরে শিষ্যগণ বলিতে লাগিল, “ধন্য আপনার ভাগ্য ! আজ আপনি মহারাজের চেলা হইয়া পড়ুন”। তিনি বলিলেন, “বেশ ভাল কথা”। তখন তাহারা সকলে স্থানান্তরে গমন করিল। সেখানে তাহারা দেখিল যে, সহজানন্দ অশ্রু বস্ত্র পরিধান করিয়া গদীর উপর উপবিষ্ট আছেন। তখন শিষ্যগণ বলিল “ঐ দেখুন ! এখন অশ্রুরূপ ধারণ করিয়া এখানে বিরাজ করিতেছেন”। দাদাখাচর তাহাদের দলে আবদ্ধ হইলেন। তখন হইতে স্বামী নারায়ণ মত বন্ধমূল হইল, কারণ, দাদাখাচর একজন বর্দ্ধিষু জমিদার ছিলেন। সহজানন্দ সে স্থানেই স্বকীয় মতের ভিত্তি স্থাপন করিল। অনন্তর সহজানন্দ ইত্যন্ততঃ পর্যাটন করিয়া সকলকে উপদেশ দান করিতে লাগিল। সে অনেককে সাধুও করিল। কখনও কখনও কোন কোন সাধুর কণ্ঠনালী মর্দন করিয়া তাহাকে মূর্চ্ছিত করিয়া দিত এবং সকলকে বলিত, “আগি ইহাকে সমাধিতে চড়াইয়াছি”। এইরূপ ধূর্ততা করিয়া সে কাঠিয়াবাড়ের সরল প্রকৃতির লোকদিগকে তাহার চক্রে আবদ্ধ করিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার শিষ্যগণ অনেক ভণ্ডামী এবং ছল-চাতুরী অবলম্বন করিল। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত উপযোগী হইতে পারে—

একজন লোক চুরি করিবার সময় ধরা পড়ে। বিচারক তাহাকে নাস'-কর্ণচ্ছেদের দণ্ড দিল। তাহার নাসিকা ছেদন করা হইলে সে ধূর্ত নাচিতে, গাহিতে এবং হাসিতে লাগিল। লোক জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি হাসিতেছ কেন ?” সে বলিল, “তাহা বলিবার কথা নহে”। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, “এমন কি কথা ?” সে বলিল “বড়ই আশ্চর্যের কথা, আমি এমন কখনও দেখি নাই”। লোকেরা বলিল, “কি কথা বল”। সে বলিল, “আমি সম্মুখে সাক্ষাৎ চতুর্ভূজ নারায়ণকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি এবং নাচিয়া গাহিয়া নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, আমি সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছি”। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, “আমাদের দর্শন হয় না কেন ?” সে বলিল, “নাসিকা অন্তরায় রহিয়াছে ; নাসিকা ছেদন করিলেই নারায়ণের দর্শন পাইবে, নতুবা নহে”। জনতার মধ্যে কোন মূর্থ ইচ্ছা করিল যে, নাসিকা যায় যাউক কিন্তু নারায়ণের

দর্শনলাভ করিতেই হইবে। সে বলিল, “আমারও নাসিকা ছেদন করিয়া আমাকে নারায়ণ দেখাও”। সেই ধূর্ত তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া কাণে কাণে বলিল, “তুমিও বল যে নারায়ণ দেখিতেছি, নতুবা তোমার এবং আমার উভয়েরই উপহাস হইবে”। সেও ভাবিল, এখন নাসিকা ত আর আসিবে না, স্তূতরাং এক্রপ করাই সঙ্গত। তখন সেও সে স্থানে সেই ধূর্তের মত নাচিতে, লাফাইতে, গাহিতে, বাজাইতে এবং হাসিতে লাগিল ও বলিল, “আমিও নারায়ণ দেখিতেছি”। এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক সহস্র লোক তাহাদের দলে যোগদান করিল। তাহাতে অত্যন্ত হলুদুলু পড়িয়া গেল। তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়ের নাম “নারায়ণদর্শী” রাখিল। কোন মূর্থ রাজা তাহা শুনিয়া তাহাদিগকে ডাকাইলেন। রাজা তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহারা অত্যন্ত নাচিতে, লাফাইতে এবং হাসিতে লাগিল। “রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যাপার কি” ? তাহারা বলিল, “আমরা সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখিতেছি”। রাজা বলিলেন, “আমি দেখিতেছি না কেন” ? নারায়ণদর্শী বলিল, “যতক্ষণ নাসিকা আছে ততক্ষণ দেখা যাইবে না। নাসিকা ছেদন করাইলেই নারায়ণ প্রত্যক্ষ দেখিবেন”। রাজা তাঁহাদের কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং বলিলেন, “জ্যোতিষী মহাশয়। মুহূর্ত দেখুন”। উত্তরে জ্যোতিষী বলিলেন, “যে আজ্ঞা, অন্নদাতা! দশমীর দিন প্রাতঃকাল আট ঘটিকার সময়, নাসিকা ছেদন এবং নারায়ণ দর্শনের উৎকৃষ্ট মুহূর্ত”। বাহবা পোপ! নিজের পুঁথীতে নাসিকা ছেদন করার ও করাইবার মুহূর্তও লিখিয়া দিয়াছ! রাজার ইচ্ছানুসারে যখন উক্ত এক সহস্র নাককাটার জন্ত ভোজনের ব্যবস্থা দেওয়া হইল, তখন তাহারা অত্যন্ত হুটেচিতে নাচিতে, লাফাইতে এবং গাহিতে লাগিল। কিন্তু ইহা রাজার দেওয়ান প্রমুখ কোন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির ভাল মনে হইল না। রাজার নববই বৎসর বয়স্ক চারি পুরুষের একজন দেওয়ান ছিলেন। সে সময়ে তাহার প্রপৌত্র দেওয়ানের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বুদ্ধ দেওয়ানের নিকট যাইয়া তাঁহাকে সেই বিষয় জানাইলেন। বুদ্ধ বলিলেন, “ইহারা ধূর্ত, তুমি আমাকে রাজার নিকট লইয়া চল”। তিনি লইয়া গেলেন। বুদ্ধ বসিতেই রাজা অত্যন্ত আনন্দের সহিত নাককাটাদিগের বিষয় বিবৃত করিলেন। বুদ্ধ দেওয়ান বলিলেন, “শুশুন মহারাজ! এত শীঘ্র কিছু করা উচিত নহে। পরীক্ষা না করিলে অমুতাপ করিতে হয়। (রাজা) —এই এক সহস্র লোক কি মিথ্যা কথা বলিতেছে? (দেওয়ান) —

সত্য বলিতেছে কি মিথ্যা বলিতেছে, পরীক্ষা ব্যতীত কিরূপে বলিতে পারেন ? (রাজা)—কিরূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক ? (দেওয়ান)—বিজ্ঞা, সৃষ্টিক্রম এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা । (রাজা)—যে ব্যক্তি এ সকল বিষয় অধ্যয়ন করে নাই, সে কিরূপে পরীক্ষা করিবে ? (দেওয়ান)—বিদ্বান্দিগের সংসর্গে জ্ঞানোন্নতি দ্বারা । (রাজা)—যদি বিদ্বান্ পাওয়া না যায়, তবে ? (দেওয়ান)—পুরুষকার সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কিছুই দুর্লভ নহে । (রাজা)—আপনিই বলুন, কি করা যাইতে পারে ? (দেওয়ান)—আমি বুদ্ধ, গৃহেই থাকি, অল্প কয়েক দিন মাত্র বাঁচিব ; অতএব আমিই প্রথমে পরীক্ষা করিয়া লই, তাহার পর যেরূপ উচিত মনে হইবে, সেরূপ করিবেন । (রাজা)—অতি উত্তম কথা । জ্যোতিষী মহাশয় ! দেওয়ানের জন্ত মুহূর্ত্ত দেখুন । (জ্যোতিষী)—যে আজ্ঞা মহারাজ ! এই শুক্লা পঞ্চমীর দিন দশ ঘটিকার সময় উত্তম মুহূর্ত্ত । পঞ্চমীর দিবসে বুদ্ধ দেওয়ান বেলা আট ঘটিকার সময়, রাজাকে বলিলেন যে, দুই-এক সহস্র সৈন্য লইয়া যাত্রা করা আবশ্যক । (রাজা)—সেখানে সৈন্যের প্রয়োজন কি ? (দেওয়ান)—আপনি রাজ্য-ব্যবস্থা অবগত নহেন ; আমি যেরূপ বলিতেছি সেরূপ করুন । রাজা সেনা প্রস্তুত করিবার জন্ত আদেশ দিলেন এবং সার্ক নয় ঘটিকার সময় সকলকে লইয়া যাত্রা করিলেন । নাককাটা তাঁহাকে দেখিয়া নাচিতে এবং গাহিতে লাগিল । রাজা উপবেশন করিলে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে যাহার নাসিকা ছিন্ন হইয়াছিল এবং যে উক্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, সেই মোহন্তকে ডাকিয়া বলা হইল, “আজ আমাদের দেওয়ানকে নারায়ণ দর্শন করাইয়া দিন” । মোহন্ত বলিল, “আচ্ছা” । দশ ঘটিকার সময় এক ব্যক্তি দেওয়ানের নাকের নিম্নে থালা ধরিয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা তাঁহার নাসিকা ছেদন করিয়া থালার নিক্ষেপ করিল । দেওয়ানের নাক হইতে রক্তের ধারা ছুটিতে লাগিল । দেওয়ানের মুখ মলিন হইল । তখন সেই ধূর্ত্ত দেওয়ানের কর্ণে মস্ত্রোপদেশ প্রদান করিল, “আপনিও হাসিয়া সকলকে বলুন যে, আপনিও নারায়ণ দর্শন করিতেছেন । ছিন্ন নাসিকা ত আর ফিরিয়া পাইবেন না । তাহা না করিলে, আপনার বড়ই উপহাস হইবে ; সকলে আপনার কথা লইয়া হাস্য করিবে” । সে এই বলিয়া চলিয়া গেলে, দেওয়ান গামোছা লইয়া নাসিকা চাপা দিলেন । রাজা দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নারায়ণ দেখিতেছেন কি না বলুন” । দেওয়ান রাজার কাণে কাণে বলিলেন, “কিছুই দেখিতেছি

না ; এই ধূর্ত অনর্থক এক সহস্র মনুষ্যকে নষ্ট করিয়াছে” । রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কি করা কর্তব্য” ? তিনি বলিলেন, “ইহাদিগকে ধৃত করিয়া কঠোর দণ্ড দান করা এবং যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধ রাখা কর্তব্য । আর যে দুর্বৃত্ত এসকল লোককে নষ্ট করিয়াছে, তাহাকে গাধার পিঠে চড়াইয়া নিতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া বধ করা কর্তব্য” । যখন রাজা এবং দেওয়ান কাণে কাণে কথা বলিতেছিলেন, তখন ধূর্তগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল ; কিন্তু চতুর্দিক সৈন্যবেষ্টিত থাকায় পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না । রাজা আদেশ দিলেন, এসকল লোককে ধৃত করিয়া ‘বেড়ী’ দাও, এবং এই দুর্বৃত্তের মুখে কালি মাখাইয়া ইহাকে গাধার পিঠে চড়াও । ইহার গলায় ছিন্ন জুতার মালা পরাইয়া ইহাকে সর্বত্র ঘুরাও । বালকেরা ইহার উপর ধূলি-ভস্ম নিক্ষেপ করুক । ইহাকে চতুষ্পাশ্বে মোড়ে মোড়ে জুতার দ্বারা প্রহার করাও এবং কুকুরদ্বারা দংশন করাইয়া বধ কর । তাহা না করিলে, অশ্রোরাও এইরূপ কুকর্ম্ম করিতে ভয় পাইবে না” । এইরূপ করিবার পর “নাককাটা-সম্প্রদায়” বিলুপ্ত হইল । বেদবিরোধিগণ এইরূপে পরস্ব হরণ করিতে অতিশয় চতুর । ইহাই সম্প্রদায়ীদিগের লীলা-খেলা ।

স্বামী নারায়ণের মতাবলম্বিগণও পরস্ব হরণ করে, ছলকপটাপূর্ণ কার্য্য করে এবং বহু মুখকে মৃত্যুকালে এই বলিয়া বিভ্রান্ত করে,—“সহজানন্দ শ্বেতবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তোমাকে মুক্তিধামে লইয়া যাইবার জন্ত আসিয়াছেন ; তিনি প্রত্যহ এই মন্দিরে একবার করিয়া আসিয়া থাকেন” । মেলার সময় পূজারীগণ মন্দিরের ভিতর থাকে । নীচে দোকান সাজাইয়া রাখা হয় । মন্দির হইতে দোকানে যাইবার একটি ছিন্ন-পথ থাকে । কেহ নারিকেল সমর্পণ করিলে, উহা দোকানে নিক্ষেপ করা হয় অর্থাৎ এইরূপ একটি নারিকেল দিনের মধ্যে এক সহস্র বার বিক্রয় করা হয় । অশ্বাত্ত সামগ্রীও এইরূপে বিক্রয় করা হয় । যে সাধু যে ভ্রোগী, তাহার দ্বারা উদ্ধৃপ কার্য্যই করান হইয়া থাকে । নাপিত হইলে নাপিতের, কুস্তকার হইলে কুস্তকারের, শিল্পী হইলে শিল্পীর, বণিক্ হইলে বণিকের এবং শূত্র হইলে শূত্রের কার্য্য করান হইয়া থাকে ।

ইহারা নিজেদের শিষ্যদিগের উপর এক প্রকার কর (ট্যাক্স) ধাৰ্য্য করিয়াছে এবং প্রতারণা দ্বারা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা সঞ্চয় করিয়াছে ও করিতেছে । যে ব্যক্তি গদীতে বসে, সে গৃহস্থ হয়, বিবাহ করে এবং অলঙ্কারাদি পরিধান

করে। যখন কোন স্থানে প্রবেশোৎসব হয়, তখন গোকুলিয়াদিগের স্থায়ী গোঁসাই ঠাকুর তাহার জ্বর নামে পূজা-সামগ্রী লয়। ইহারা আপনাদিগকে “সংসঙ্গী” এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে “কুসঙ্গী” বলে। নিজেরা ছাড়া অপর কেহ যতই উত্তম, ধার্মিক এবং বিদ্বান হউন না কেন, ইহারা কাহারও সম্মান এবং সেবা কখনও করে না। কারণ, ইহাদের মতে ভিন্নমতাবলম্বীর সেবা পাপজনক। ইহাদের সাধুরা প্রকাশ্যভাবে জ্রীলোকের মুখ দর্শন করে না কিন্তু গোপনে কি লীলা-খেলা করে তাহা কে জানে? ইহাদের খ্যাতি সর্বত্র কমিয়াছে। স্থলবিশেষে সাধুদের পরজগীগমন প্রভৃতি লীলা-খেলাও প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহার মৃতদেহ গুপ্ত কূপে নিক্ষেপ করিয়া রটাওয়া দেয় যে, “অমুক সাধু সন্দেহে বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছেন। সহজানন্দ আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। আমরা এই বলিয়া অনেক প্রার্থনা করিলাম—“ভগবান! ইঁহাকে লইয়া যাইবেন না; কারণ, এই মহাত্মা এখানে থাকিলেই ভাল হয়। সহজানন্দ বলিলেন, “না, এখন বৈকুণ্ঠে ইঁহার বিশেষ প্রয়োজন আছে; তজ্জন্ত ইঁহাকে লইয়া যাইতেছি”। আমরা স্বচক্ষে সহজানন্দকে দেখিয়াছি; তাঁহার বিমানও দেখিয়াছি। তিনি মুমূর্ষুদিগকে বিমানে করিয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে উড়ে লইয়া গেলেন”। যখন কোন সাধু পীড়িত হয় এবং তাহার জীবনের আশা থাকে না, তখন সে বলে, “আমি কাল রাত্রে বৈকুণ্ঠে গমন করিব”। শুনা যায় যে, যদি সেই রাত্রিতে তাহার মৃত্যু না হয় এবং সে মুর্চ্ছিত অবস্থায় থাকে, তবে তাহাকেও কূপে নিক্ষেপ করা হয়। এইরূপ করিবার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সেই রাত্রিতে নিক্ষেপ করা না হইলে, তাহাকে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। সেইরূপ কোন গোকুলিয়া গোঁসাইয়ের মৃত্যু হইলে, তাহার চেলারা বলে, “গোঁসাই-ঠাকুর লীলা-বিস্তার করিয়া গিয়াছেন”। স্বামী নারায়ণ মতাবলম্বী এবং গোঁসাইদিগের মন্ত্র একই, যথা—শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম”। এই মন্ত্রের অর্থ করা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণ অর্থাৎ আমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছি। কিন্তু ইহার অর্থ, শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণাগত শরণপ্রাপ্ত, এইরূপও হইতে পারে। এসকল সম্প্রদায় মূর্খতাবশতঃ অর্থহীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ বাক্য রচনা করে, কারণ ইহাদের কিছুমাত্র বিজ্ঞা নাই।

(প্রশ্ন)—মাধব মত ভাল ত? (উত্তর)—মাধবমতাবলম্বীগণও অপর

মতাবলম্বীদিগের স্থায়। ইহারাও চক্রাক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদের ও চক্রাক্ষিতদের মধ্যে এই পার্থক্য—রামানুজী মাত্র একবার চক্রাক্ষিত হয় কিন্তু মাধব প্রতি বর্ষে একবার করিয়া চক্রাক্ষিত হয়। চক্রাক্ষিতগণ ললাটে পীতবর্ণ রেখা এবং মাধবগণ কৃষ্ণবর্ণ রেখা অঙ্কিত করে। জনৈক মাধব পণ্ডিতের সহিত কোন এক মহাত্মার শাস্ত্রবিচার হইয়াছিল। (মহাত্মা)—তুমি এই কৃষ্ণবর্ণ রেখা এবং তিলক ধারণ করিয়াছ কেন? (শাস্ত্রী)—এসকল ধারণ করাতে আমি বৈকুণ্ঠে যাইব। আর শ্রীকৃষ্ণের শরীর কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়া আমরা কৃষ্ণবর্ণ তিলক ধারণ করিয়া থাকি। (মহাত্মা)—যদি কৃষ্ণরেখা এবং তিলক ধারণ করিলে বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়, তবে সমস্ত মুখ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিলে কোথায় যাওয়া যাইবে? তবে কি বৈকুণ্ঠে অতিক্রম করা যাইবে? যদি শ্রীকৃষ্ণের শরীর কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তবে তোমারও সমস্ত শরীর কৃষ্ণবর্ণ কর, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমাদের সাদৃশ্য হইতে পারে। অতএব মাধব মতও পূর্বোক্ত মত সমূহের সদৃশ।

(প্রশ্ন)—লিঙ্গাক্ষিত মত কিরূপ? (উত্তর)—লিঙ্গাক্ষিতগণ চক্রাক্ষিতদিগের স্থায়। চক্রাক্ষিতগণ চক্রদ্বারা চিহ্নিত হয় এবং লিঙ্গাক্ষিতগণ লিঙ্গাকৃতি দ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকে। চক্রাক্ষিতগণ যেমন নারায়ণ ব্যতীত অপর কাহাকেও মানে না, তাহারাও সেইরূপ মহাদেব ব্যতীত অপর কাহাকেও মানে না। লিঙ্গাক্ষিতদিগের বিশেষত্ব এইযে তাহারা একটি প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গকে স্বর্ণ অথবা রৌপ্যমণ্ডিত করিয়া গলদেশে সংলগ্ন রাখে এবং জলপান করিবার সময় সেই লিঙ্গকে দেখাইয়া পান করে। তাহাদের মন্ত্রও শৈবদিগের মন্ত্র সদৃশ।

ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা সমাজের দোষ-গুণ বর্ণন ॥

(প্রশ্ন)—ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজ ভাল কি না? (উত্তর)—কোন কোন বিষয়ে ভাল এবং বহু বিষয়ে মন্দ। (প্রশ্ন)—ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনা সমাজ সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাদের নিয়ম অতি উত্তম। (উত্তর)—সর্বাংশে উত্তম নহে; কারণ, বেদবিজ্ঞাহীন লোকদিগের কল্যাণ সর্বথা সত্য কিরূপে হইতে পারে? ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজ অসংখ্যক লোককে খৃষ্টান মতের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন; পাবাপাদি মূর্তির পূজাও রুডক পরিমাণে দূর করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে অজ্ঞাত জলীক গ্রন্থজাল

হইতেও কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন। এ সকল ভাল কথা। (১) কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্বদেশ-ভক্তি নিতান্ত বিরল। ইহারা খৃষ্টান-আচার অনেক গ্রহণ করিয়াছেন; পানভোজন এবং বিবাহাদির নিয়মও পরিবর্তন করিয়াছেন। (২) স্বদেশের প্রশংসা অথবা পূর্বপুরুষদিগের গৌরব করা ত দূরে থাকুক, বরং তৎপরিবর্তে শতমুখে নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বক্তৃতায় ইংরেজ প্রভৃতি খৃষ্টানদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন কিন্তু ব্রহ্মাদি মহর্ষিদিগের নামও উল্লেখ করেন না। প্রত্যুত তাঁহারা বলেন যে, স্মৃতিতে আজ পর্য্যন্ত ইংরেজ ব্যতীত অপর কেহ বিদ্বান হয় নাই; আর্য্যাবর্তবাসিগণ চিরকাল মূর্থ ছিলেন এবং তাঁহাদের কখনও উন্নতি হয় নাই। (৩) তাঁহারা বেদাদির প্রশংসা করা ত দূরে থাকুক, নিন্দা করিতেও পরাশ্রুত হন না। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় পুস্তকে সাধুদিগের গণনায় “ঈশা”, “মুসা”, “মহম্মদ”, “নানক” এবং “চৈতন্য” লিখিত আছে। কোন ঋষি মহর্ষির নামও নাই। এতদ্বারা জানা যায় যে, বাঁহাদের নাম লিখিত আছে, ইহারা তাঁহাদেরই মতানুযায়ী। যদিও উক্ত সমাজের সভ্যগণ আর্য্যাবর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এদেশেরই অন্ন-জল গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তথাপি মাতাপিতা পিতামহের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় মতের দিকে অধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং এতদেশীয় সংস্কৃত বিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইয়াও আপনাদিগকে বিদ্বান বলিয়া প্রকাশ করেন। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়া পাণ্ডিত্যাভিমानी হইয়া সহসা মতবিশেষ প্রচার করা কিরূপে স্থায়ী উন্নতিবিধায়ক কার্য্য হইতে পারে ?

(৪) তাঁহারা ইংরেজ, যবন এবং অন্ত্যজ প্রভৃতির সহিতও পানভোজন সম্পর্কে কোন ভেদাভেদ রাখেন না। তাঁহারা সম্ভবতঃ বুঝিয়া থাকিবেন যে, সকলের সহিত পানভোজন করিলেই এবং জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া দিলেই তাঁহাদের এবং তাঁহাদের দেশের সংস্কার হইবে। কিন্তু এসকল কার্য্যদ্বারা সংস্কারের পরিবর্তে বিকারই ঘটয়া থাকে। (৫)—(প্রশ্ন)—জাতিভেদ ঐশ্বর্য্য কৃত না মনুষ্যকৃত ? জাতিভেদ ঐশ্বর্য্যকৃত ও মনুষ্যকৃত দুইই। (প্রশ্ন)—ঐশ্বর্য্যকৃতই বা কিরূপ, মনুষ্যকৃতই বা কিরূপ ? (উত্তর)—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ এবং জলচর প্রভৃতি জাতি পরমেশ্বরকৃত। যেমন পশুর মধ্যে গো, অশ্ব এবং হস্তী প্রভৃতি; বৃক্ষের মধ্যে অশ্বখ, বট এবং আম্র প্রভৃতি; পক্ষীর মধ্যে হংস, কাক এবং বক প্রভৃতি এবং জলজন্তুর মধ্যে মৎস্য, কুন্তীর প্রভৃতি—এইরূপ জাতিভেদ আছে, সেইরূপ মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য, শূত্র এবং অন্যান্য প্রভৃতি জাতিভেদ ঐশ্বর্যকৃত। পরন্তু মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি সামান্য নহে, কিন্তু সামান্য বিশেষায়ক রূপে পরিগণিত। পূর্বের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রসঙ্গে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ গুণ-কর্ম স্বভাব দ্বারা বর্ণ ব্যবস্থা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। গুণ-কর্ম-স্বভাব অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদি বর্ণের পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা রাজা এবং বিদ্বান্দিগের কর্তব্য। ইহাই মনুষ্যকৃত। আহাৰ্য্যভেদও ঐশ্বর্যকৃত এবং মনুষ্যকৃত। সিংহ মাংসাহারী, কিন্তু গণ্ডার, মহিষ প্রভৃতি তৃণভোজী। এই ব্যবস্থা ঐশ্বর্যকৃত, কিন্তু দেশ-কাল-বস্তু ভেদে আহাৰ্য্যভেদ মনুষ্যকৃত। (প্রশ্ন)—দেখুন! যুরোপীয়গণ বুট জুতা, কোট, পেণ্টলুন পরিধান করেন এবং হোটেলে সকলের হস্তে ভোজন করেন; তজ্জন্তু তাঁহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। (উত্তর)—ইহা আপনাদের ভুল, কারণ মুসলমান এবং অন্যান্যগণের সকলের হস্তে ভোজন করা সম্বন্ধে উন্নতি হয় না কেন? যুরোপীয়দিগের মধ্যে বালাবিবাহ নাই; বালক-বালিকাদের মধ্যে বিদ্যা ও শ্রমিকার প্রচলন আছে। তাঁহাদের মধ্যে স্বয়ংবর বিবাহ প্রচলিত আছে, তাঁহারা অসংলোকে উপদেশ গ্রহণ করেন না; বিদ্বান্ হইয়া তাঁহারা যাহার তাহার ভ্রান্ত মতে আবদ্ধ হন না; সমাজে সকলে পরস্পর বিচার পূর্বক কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া তাহা সম্পাদন করেন; স্বজাতির উন্নতির জন্ত দেহ-মন-ধন নিয়োজিত করেন এবং আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা উত্তোষ করিতে থাকেন। দেখুন! তাঁহারা আদালত এবং কার্যালয়ে স্বদেশনির্মিত জুতা লইয়া যাইতে অমুদ্রিত করেন, কিন্তু এতদেশীয় জুতা লইয়া যাইতে দেন না। এতদ্বারা বুঝিয়া লইবেন যে, তাঁহারা স্বদেশ নির্মিত জুতার যত দূর সম্মান করেন, তদ্রূপে দেশীয় মনুষ্যেরও ততদূর সম্মান করেন না। দেখুন! একশত বৎসরের কিছু অধিক হইল, যুরোপীয়গণ এদেশে আসিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহারা স্বদেশে যেরূপ মোটা বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন, আজ পর্যন্ত সেইরূপ বস্ত্রই পরিধান করিতেছেন। তাঁহারা স্বদেশের রীতি নীতি পরিত্যাগ করেন নাই; কিন্তু আপনারা অনেকে তাঁহাদের অনুকরণ করিয়াছেন। এই হেতু আপনারা নির্বোধ, আর তাঁহারা বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচিত হন। অনুকরণ করা কোন বুদ্ধিমানের কার্য নহে। তাঁহারা যে কোনও কার্যে নিযুক্ত হন, তাহা যথোচিত সম্পাদন করেন; সর্বদা আত্মানুবর্তী থাকেন এবং বাণিজ্যাদিতে স্বদেশবাসীদিগের সহায়তা করেন। এসকল উত্তম গুণ ও কর্ম দ্বারা তাঁহাদের

উন্নতি হয়। তাঁহারা বুট জুতা, কোট, পেণ্টলুন পরিধান; হোটেলে পান ভোজনাদি সাধারণ ও গার্হিত কার্য দ্বারা উন্নত হন নাই। যুরোপীয়দিগের মধ্যেও জাতিভেদ আছে। দেখুন! যে কোন উচ্চপদস্থ ও উচ্চাধিকারী যুরোপীয়ই হউন না কেন, তিনি যদি ভিন্ন দেশীয় বা ভিন্ন মতাবলম্বীর কন্যাকে বিবাহ করেন, অথবা যদি কোন যুরোপীয়ের কন্যার সহিত কোন ভিন্নদেশীয় পুরুষের বিবাহ হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অন্তেরা তাঁহাদের সহিত নিমজ্ঞ, সহভোজন এবং বিবাহাদির সম্বন্ধ বন্ধ করে। ইহা জাতিভেদ নহে, তবে কি? আপনারা সরলপ্রকৃতি; তাই আপনাদিগকে এই বলিয়া বিভ্রান্ত করা হয় যে, তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। আপনারাও মূর্থতাবশতঃ তাহা বিশ্বাস করেন।

অতএব যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা পূর্বক করা উচিত, যেন পরে অনুতাপ করিতে না হয়। দেখুন! বোগীর জন্মই চিকিৎসক এবং ঔষধের প্রয়োজন, নীরোগের জন্ম নহে। যাঁহারা বিদ্বান তাঁহারা নীরোগ; যাঁহারা বিজ্ঞানীন তাঁহারা অবিজ্ঞানরোগগ্রস্ত। সেই রোগ দূর করিবার জন্ম সত্য বিজ্ঞা এবং সত্যোপদেশের প্রয়োজন। এতদেশীয়দিগের রোগ এই যে, তাহারা অবিজ্ঞাবশতঃ মনে করে যে, পান-ভোজন দ্বারাই ধর্ম থাকে এবং যায়। কাহাকেও পান ভোজন বিষয়ে অনাচার করিতে দেখিলে তাহারা বলে যে, ধর্মভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেহ তাহার কথা শুনে না, তাহার নিকট বসে না এবং তাহাকে নিকটে বসিতেও দেয় না।

এখন বলুন, আপনাদের বিজ্ঞা কি স্বার্থের জন্ম না পরার্থের জন্ম? যদি আপনাদের বিজ্ঞা দ্বারা ঐ সব অবিজ্ঞাগ্রস্ত লোকেরা লাভবান হয়, তবেই তাহা পরমার্থ। যদি বলেন, “তাঁহারা গ্রহণ করে না, আমরা কি করিব”? ইহা আপনাদের দোষ, তাহাদের নহে। কারণ আপনারা সন্দেহী হইলে তাঁহারা আপনাদের সংসর্গে আসিয়া উপকৃত হইত। কিন্তু আপনারা সহস্র লোকের হিত তুচ্ছ করিয়া শুধু নিজেরা সুখভোগ করিয়াছেন। ইহা আপনাদের গুরুতর অপরাধ। কারণ পরের হিতসাধনকে ধর্ম এবং পরের অনিষ্ট সাধনকে অধর্ম বলে। অতএব অজ্ঞদিগকে ছুঃখসাগর হইতে পার করিবার জন্ম বিদ্বানদিগের পক্ষে যথাযোগ্য আচরণ দ্বারা নৌকাস্বরূপ হওয়া কর্তব্য। সর্বথা মূর্থের জ্ঞায় কার্য করা উচিত নহে; কিন্তু বাহাতে প্রত্যহ তাহাদের এবং আপনাদের ক্রমশঃ উন্নতি হয়, তাহাই করা কর্তব্য।

(প্রশ্ন)—আমরা কোন পুস্তককে ঈশ্বরকৃত অথবা সর্বাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করি না, কারণ মানব-বুদ্ধি অপ্রাপ্ত নহে। অতএব মনুষ্যপ্রণীত সমস্ত গ্রন্থই ভ্রান্ত। এই জন্য আমরা সকল গ্রন্থ হইতে সত্য গ্রহণ এবং অসত্য বর্জন করি। বেদ, বাইবেল, কোরাণ অথবা যে কোন গ্রন্থই হউক না কেন, সর্বত্র সত্যই আমাদের পক্ষে গ্রহণীয়, কোন গ্রন্থের অসত্য গ্রহণীয় নহে। (উত্তর)—যে যুক্তির দ্বারা আপনারা সত্যগ্রাহী হইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাই আপনাদিগকে অসত্যগ্রাহী প্রতিপন্ন করিতেছে। কারণ যখন কোন মনুষ্যই অপ্রাপ্ত নহে, তখন আপনারাও মনুষ্য বলিয়া ভ্রান্ত। মনুষ্যের বাক্য সর্বাংশে প্রমাণ নহে, সুতরাং আপনাদের বাক্যও বিশ্বাসযোগ্য নহে। আপনাদের বাক্য সর্বথা বিশ্বাস করা উচিত নয় বরং তাহা বিযুক্ত অয়ের দ্বায় পরিত্যাগ। অতএব আপনাদের রচিত ব্যাখ্যা-গ্রন্থগুলি কাহারও পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। “চতুর্বেদী মহাশয় ষড়্বেদী হইতে গিয়া নিজের দুইবেদ হারাইয়া দ্বিবেদী হইয়া পড়িলেন”। অপর সকলের দ্বায় আপনারাও সর্বত্র নহেন। সময় বিশেষে হয়ত আপনারাও ভ্রমবশতঃ অসত্য গ্রহণ এবং সত্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এইজন্য আমাদের দ্বায় অল্পজ্ঞ-নিগের পক্ষে পরমাস্ত্রার বচনেরই সহায়তা গ্রহণ করা কর্তব্য। বেদ বিষয়ক ব্যাখ্যানে যেসকল লিখিয়া আসিয়াছি, আপনাদেরও সেসকল স্বীকার করা উচিত; নতুবা “যতো ভ্রষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ” হইতে হইবে। যেহেতু বেদে সকল সত্য পাওয়া যায় এবং তাহাতে অসত্যের লেশমাত্র নাই, অতএব বেদ গ্রহণ সম্বন্ধে সংশয় করা কেবল নিজের ও পরের অনিষ্ট করা মাত্র। এই কারণেই আধ্যাবর্ত্তবাসিগণ আপনাদিগকে তাঁহাদের নিজের বলিয়া মনে করেন না এবং আপনারাও আধ্যাবর্ত্তের উন্নতির কারণ হইতে পারেন নাই। আপনারা যেন সব ধরের তিক্তক প্রতিপন্ন হইয়া মনে করিয়াছেন, “আমরা এইরূপে নিজেদের এবং অপর সকলের হিতসাধন করিব” কিন্তু তাহা করিতে পারিবে না। কোন সন্তানের মাতাপিতা সংসারের সকল সন্তানের পালন-ভার গ্রহণ করিলে সকলের পালন ত অসম্ভব হয়ই, অধিকন্তু নিজ সন্তানও বিনষ্ট হয়; আপনাদের সেই অবস্থা। ভাল, বেদাদি সত্যশাস্ত্র সমূহ স্বীকার না করিয়া আপনারা কি কখনও আপনাদের বাক্যের সত্যতা এবং অসত্যতা পরীক্ষা করিয়া আধ্যাবর্ত্তের উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইবেন? এ দেশের যে রোগ হইয়াছে, তাহার ঔষধ আপনাদের নিকট নাই। যুরোপীয়গণ আপনাদের অপেক্ষা রাখেন

না এবং আধ্যাত্মবাসিগণ আপনাদিগকে ভিন্ন মতাবলম্বীর সদৃশ মনে করেন। এখনও যদি আপনারা বুঝিয়া বেদাদি শাস্ত্র মাজ্জ করেন এবং তদ্বারা দেশের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হন, তবেই আপনাদের কল্যাণ হইবে। আপনারা বলেন যে, সমস্ত সত্য পরমেশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে পরমেশ্বর কর্তৃক ঋষিদিগের আশ্রয় প্রকাশিত সত্যস্বরূপ বেদকে মানেন না কেন? অবশ্য না মানিবার কারণ এই যে, আপনারা বেদ পাঠ করেন নাই, পাঠ করিবার ইচ্ছাও করেন না। তাহা হইলে আপনাদের বেদোক্ত জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে?

(৬) খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদিগের স্থায় আপনারাও উপাদান কারণ ব্যতীত জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন এবং জীবকেও উৎপন্ন মনে করেন। সৃষ্টির উৎপত্তি এবং জীব ও ঈশ্বর বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহার উত্তর দ্রষ্টব্য। কারণ ব্যতীত কার্য হওয়া এবং উৎপন্ন বস্তুর নাশ না হওয়াও সর্বদা অসম্ভব। (৭) আপনাদের ইহাও একটি দোষ যে, আপনারা বিশ্বাস করেন যে অনুতাপ এবং প্রার্থনা দ্বারা পাপের নিবৃত্তি হয়। এই বিশ্বাস বশতঃ জগতে পাপ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। পৌরাণিকগণ তীর্থযাত্রাদি দ্বারা; জৈনগণ নবকার মন্ত্রজপ এবং তীর্থাদি দ্বারা; খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা এবং মুসলমানগণ “তোবা, তোবা” শব্দ উচ্চারণ দ্বারা ভোগ ব্যতীত পাপ মোচন হয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহাতে পাপ হইতে ভয়ের পরিবর্তে পাপে অধিক প্রবৃত্তি জন্মে। এ বিষয়ে ত্রাস্ত এবং প্রার্থনা সমাজের সভ্যগণ পৌরাণিক প্রভৃতির সদৃশ। তাঁহারা যদি বেদ মানিতেন তাহা হইলে ভোগ ব্যতীত পাপ-পুণ্যের নিবৃত্তি হয় না জানিয়া সর্বদা পাপ হইতে ভীত এবং ধর্ম প্রবৃত্ত থাকিতেন। ভোগ ব্যতীত নিবৃত্তি স্বীকার করিলে ঈশ্বর অস্তায়কারী হইয়া থাকেন। (৮) আপনারা জীবের অনন্ত উন্নতি বিশ্বাস করেন; তাহা কখনও হইতে পারে না। কারণ সসীম জীবের গুণ-কর্ম-অভ্যাসের ফলও নিশ্চয়ই সসীম। (প্রশ্ন)—যেহেতু পরমেশ্বর দয়ালু, অতএব তিনি সসীম কর্মেরও অসীম ফল দান করিতে পারেন। (উত্তর)—তাহা হইলে পরমেশ্বরের স্থায়-কারিতা নষ্ট হইবে এবং কেহই সৎকর্মে উন্নত হইবে না; কারণ পরমেশ্বর অল্প সৎকর্মেরও অনন্ত ফল দান করিবেন এবং পাপ যতই গুরুতর হউক না কেন, অনুতাপ ও প্রার্থনা দ্বারা তাহা দূরীভূত হইবে। এরূপ বিশ্বাস বশতঃ ধর্মহানি এবং অধর্ম বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। (প্রশ্ন)—আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানকে

বেদ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করি ; নৈমিত্তিক জ্ঞানকে সেরূপ মনে করি না । পরমেশ্বর প্রদত্ত স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদের না থাকিলে, বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপন, অর্থবোধ এবং অর্থ-ব্যাখ্যা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? এই নিমিত্ত আমাদের মত অতি উত্তম । (উত্তর)—আপনাদের একথা নিরর্থক ; কারণ প্রদত্ত জ্ঞান স্বাভাবিক হইতে পারে না । সহজাত জ্ঞানই স্বাভাবিক । ইহার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে না । তবে স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা কেহ উন্নতিও করিতে পারে না । স্বাভাবিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বহু মনুষ্যগণ উন্নতি লাভ করিতে পারে না কেন ? নৈমিত্তিক জ্ঞানই উন্নতির কারণ । দেখুন । আপনারা এবং আমরা বাল্যকালে কর্তব্যাকর্তব্য এবং ধর্মাদ্বয় কিছুই যথার্থরূপে জানিতাম না । বিদ্বানদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াই তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিলাম । অতএব স্বাভাবিক জ্ঞানকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা যুক্তি সঙ্গত নহে । (৯)—আপনারা যে পূর্বজন্ম এবং পরজন্ম স্বীকার করেন না তাহা খৃষ্টান এবং মুসলমানদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন । পূর্বজন্ম ব্যাখ্যা-শ্রমজ্ঞে ইহার যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিবেন । যাহা হউক, এইমাত্র বুঝিয়া রাখুন যে, জীব শাস্ত্রত অর্থাৎ নিত্য ; জীবের কর্মও প্রবাহরূপে নিত্য । কর্ম কর্মীর সম্বন্ধ নিত্য । জীব কি কোন স্থানে নিকর্যা হইয়া বসিয়াছিল, অথবা থাকিবে ? আপনাদের মতানুসারে পরমেশ্বরও নিকর্যা হইয়া পড়েন । পূর্বজন্ম এবং পরজন্ম স্বীকার না করিলে, কৃতহানি, অকৃতাত্মাগম, নৈবৃত্ত্য এবং বৈষম্য দোষও ঈশ্বরে ঘটে । কারণ জন্ম ব্যতীত পাপ-পুণ্যের ফলভোগ হইতে পারে না । অপরের যেরূপ দুঃখ দুঃখ এবং লাভ কৃতি করা হইয়াছে, তদনুসারে ফলভোগ শরীর ধারণ ব্যতীত হইতে পারে না । পূর্বজন্মের পাপ-পুণ্য ব্যতীত ইহজন্মে সুখ-দুঃখের প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? এসকল পূর্বজন্মের পাপ-পুণ্য অনুসারে না হইলে পরমেশ্বর অজ্ঞানকারী হইয়া পড়েন । ভোগব্যতীত কর্মকল যেন বিনষ্ট হইবে । এই নিমিত্ত আপনাদের একথাও যুক্তি সঙ্গত নহে । (১০)—আর একটি কথা, পরমেশ্বর ব্যতীত দিব্যগুণবিশিষ্ট পদার্থসমূহ এবং বিদ্বানদিগকে দেবতা বলিয়া স্বীকার না করাও সঙ্গত নহে । কারণ, পরমেশ্বর মহাদেব ; অন্তদেব না থাকিলে তাঁহাকে মহাদেব কিরূপে বলা যাইতে পারে ? দেবগণের অধিপতি বলিয়াই তাঁহার নাম মহাদেব । (১১)—অগ্নিহোত্রাদি পরহিতকর কার্যসমূহকে কর্তব্য-বুলিয়া মনে না করাও সঙ্গত নহে । (১২)—ঋষি মহর্ষিকৃত উপকায়

• (প্রশ্ন)—আপনি সকলেরই খণ্ডন করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু স্ব-ব-ধর্মের
সবলেই উত্তম; সুতরাং কাহারও খণ্ডন করা উচিত নহে। যদি খণ্ডন
করেন, তবে আপনি ইহাদের অপেক্ষা বিশেষ কি বলিতেছেন? যদি বিশেষ
কিছু বলিতেছেন, তবে কি আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা আপনার সমকক্ষ
কেহ কখনও ছিল না বা নাই? আপনার এইরূপ অহঙ্কার করা উচিত

নহে। কারণ পরমাত্মার সৃষ্টিতে কেহ কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট অথবা পরস্পর সমকক্ষ রহিয়াছে। সুতরাং কাহারও গৰ্ব্ব করা উচিত নহে। (উত্তর)—ধর্ম কি সকলের জন্য এক না অনেক? যদি বলেন অনেক, তবে একটি অপরাতির বিরুদ্ধ না অবিরুদ্ধ? যদি বলেন বিরুদ্ধ, তবে ধর্ম এক ব্যতীত দুই হইতে পারে না। যদি বলেন অবিরুদ্ধ, তবে পৃথক পৃথক ধর্ম থাকি বৃথা। অতএব ধর্ম ও অধর্ম একই, অনেক নহে। আমি ইহাই বিশেষ বলিতেছি যে, যদি কোন রাজা সকল সম্প্রদায়ের উপদেষ্টাদিগকে একত্র করেন, তাহা হইলে এক সহস্রের কম হইবে না। কিন্তু এসকল সম্প্রদায় চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত, যথা:—“পুরাণী” (পৌরাণিক), “কিরানী” (খ্রীষ্টান), “জৈন” এবং “কুরানী” (মুসলমান)। সমস্ত সম্প্রদায় এই চারিটিরই অন্তর্গত। যদি কোন রাজা ইহাদিগকে এক সভায় সম্মিলিত করেন, তাহা হইলে কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া প্রথমে বামমার্গীকে জিজ্ঞাসা করিবে, “মহাশয়! আমি আজ পর্য্যন্ত কোন গুরু অথবা কোন ধর্ম স্বীকার করি নাই। বলুন! সকল ধর্মের মধ্যে কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ? যে ধর্ম শ্রেষ্ঠ আমি সেই ধর্মই গ্রহণ করিব”।

(বামমার্গী)—আমাদের। (জিজ্ঞাসু)—এই নয় শত নিরানব্বইটি কিরূপ? (বামমার্গী)—সকলেই মিথ্যাবাদী এবং নরকগামী; কারণ, “কোলাৎ পরভরং নহি”, এই বাক্যের প্রমাণ-অনুসারে কোন ধর্মই আমাদের ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। (জিজ্ঞাসু)—আপনাদের ধর্ম কি? (বামমার্গী)—ভগবতীকে মানা, মন্ত্রমাংসাদি পঞ্চ মকার সেবন এবং রক্তপান প্রভৃতি চৌষটি তত্ত্ব মানা ইত্যাদি। যদি তুমি মুক্তি কামনা কর তবে আমাদের চেলা হইয়া পড়। (জিজ্ঞাসু)—আচ্ছা, অশ্ব মহাত্মাদের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসি; তৎপর আমার বাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রীতি হইবে, তাঁহারই চেলা হইব। (বামমার্গী)—ওহে! কেন ভ্রমে পড়িয়াছ? এসকল লোক তোমাকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহাদের জালে আবদ্ধ করিলে। কাহারও নিকট বাইও না। আমাদেরই শরণাগত হও; নতুবা অনুতাপ করিতে হইবে দেখ। আমাদের মতে ভোগ এবং মোক্ষ দুইই আছে। (জিজ্ঞাসু)—আচ্ছা, দেখিয়া ত আসি। তিনি অগ্রসর হইয়া “শৈবের” নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও সেইরূপ উত্তর দিলেন, বিশেষ এতটুকু বলিলেন যে, শিবপূজা, রক্তপান ও ভয়ধারণ এবং লিজার্জন ব্যতীত কখনও মুক্তি হয়

না। জিজ্ঞাসু তাঁহার নিকট হইতে “নবীন-বেদান্তীর নিকট গমন করিলেন। (জিজ্ঞাসু)—মহাশয়! বলুন, আপনার ধর্ম কি? (বেদান্তী)—আমি ধর্মার্থ কিছুই মানি না। অধর্মই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। আমাতে ধর্মার্থ কোথায়? এই জগৎ সবই মিথ্যা। যদি জ্ঞানী এবং শুদ্ধ-চেতন হইতে ইচ্ছা করেন, তবে নিজকে ব্রহ্ম স্বীকার এবং জীৱতাব পরিত্যাগ করিয়া নিত্য মুক্ত হউন। (জিজ্ঞাসু)—যদি আপনি ব্রহ্ম এবং নিত্য মুক্ত হন, তবে আপনার মধ্যে ব্রহ্মের গুণ কর্ম স্বভাব নাই কেন? এবং শরীরে আবদ্ধ কেন? (বেদান্তী)—আপনি শরীর দেখিতেছেন, এই নিমিত্ত আপনি ভ্রান্ত; আমি ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই দেখিতেছি না। (জিজ্ঞাসু)—তবু আপনি কে? কাহাকে দেখিতেছেন? (বেদান্তী)—ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ব্রহ্মকেই দেখিতেছেন। (জিজ্ঞাসু)—ব্রহ্ম কি দুই? (বেদান্তী)—না, ব্রহ্ম নিজেই নিজেই দেখিতেছেন। (জিজ্ঞাসু)—কেহ কি নিজেই নিজের স্বর্গে আরোহণ করিতে পারে? আপনার কথা কিছুই নহে; ইহা কেবল উদ্ভাদের প্রলাপ মাত্র।

জিজ্ঞাসু পরে জৈনের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও সেইরূপ বলিলেন। কিন্তু বিশেষ এইমাত্র বলিলেন যে, জিনধর্ম ব্যতীত অপর সকল ধর্মই মিথ্যা। জগতের কঠা অনাদি ঈশ্বর কেহই নাই। জগৎ অনাদি কাল হইতে যেমন তেমনই আছে; পরেও তেমনি থাকিবে। তুমি আমার চেলা হইয়া পড়। কারণ আমি “সমাক্ষী,” অর্থাৎ সর্বোত্তমভাবে উত্তম এবং সমস্ত উত্তম কথা মানি। জৈনপন্থী ব্যতীত সমস্ত “মিথ্যাক্ষী”। জিজ্ঞাসু অগ্রসর হইয়া খ্রীষ্টানকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও বামমার্গীর স্থায় প্রয়োগ করিলেন; বিশেষ এইমাত্র বলিলেন, “সকল মনুষ্যই পাপী, নিজ শক্তিবলে পাপ দূরীভূত হয় না। যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস ব্যতীত কেহ পবিত্র হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যীশু সকলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্বীয় জীবন বিসর্জন করিয়া দিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তুমি আমার চেলা হইয়া পড়”। জিজ্ঞাসু তাহা শুনিয়া মৌলবী সাহেবের নিকট গমন করিলে তাঁহার সহিতও পূর্বোক্তরূপ কথোপকথন হইল। তিনি বিশেষ এইমাত্র বলিলেন, এক অধিষ্ঠীত ধূনা, তাঁহার পৈগম্বর মহম্মদ ও কোরাণ শরীফে বিশ্বাস ব্যতীত কেহই মুক্তি পাইতে পারে না। যে ব্যক্তি এই ধর্ম বিশ্বাস করে না, সে মারকী কাকির এবং বখা। জিজ্ঞাসু তাহা শুনিয়া বৈকবের নিকট উপস্থিত হইলে

তাঁহার সহিত ও পূর্বোক্তরূপ কথোপকথন হইল। তিনিও বিশেষ এইমাত্র বলিলেন, “আমার ভিলক এবং ছাপ দেখিয়া যমরাজ ভীত হন”। তাহা শুনিয়া জিজ্ঞাসু মনে মনে ভাবিলেন, “যখন মশা মাছি, চোর ডাকাত পুলিশের সিপাহী এবং শত্রুরা ভয় পায় না তখন যমরাজের অনুচরগণ ভয় পাইবে কেন” ? জিজ্ঞাসু পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সকল মতাবলম্বীই নিজ নিজ মত সত্য বলিয়া প্রকাশ করিল। কেহ বলিল, “আমাদের কবীর সত্য, কেহ নানক, কেহ দাদু, কেহ বল্লভ, কেহ সহজানন্দ এবং কেহ মাধবারিকে অবতার বলিল। জিজ্ঞাসু সকলের কথা শ্রবণ করিলেন।

এইরূপে সহস্র সহস্র লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে তাহাদের সকলের মধ্যেই বিরোধ রহিয়াছে। তিনি স্থির করিলেন যে, তাহাদের মধ্যে কেহই গুরু হইবার উপযুক্ত নহে কারণ তাহাদের এক এক জনের মত যে মিথ্যা, সে বিষয়ে নয় শত নিরানব্বই জন সাক্ষ্য দিয়াছে। মিথ্যাবাদী দোকানদার, বেট্টা অথবা বেট্টার ভৃত্যগণ যেমন নিজ নিজ বস্তুর গৌরব এবং অপরের নিন্দা করে, ইহারাও ওজ্রপ।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥১॥ তস্মৈ স বিদ্বানুপসমায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমাস্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাস্তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥২॥ মুণ্ডক (খং ২। মং ১২। ১৩)।

সেই সত্যের বিজ্ঞানার্থে শিষ্য সমিৎপাণি অর্থাৎ কৃতাজ্জলি হইয়া অরিত্ত হস্তে বেদবিৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট গমন করিবেন; ভ্রান্ত প্রত্যারকদিগের জালে পতিত হইবেন না ॥ ১ ॥ এইরূপ কোন জিজ্ঞাসু বিদ্বানের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি সেই সমাগত শাস্ত্রচিন্ত, জিতেদ্বির জিজ্ঞাসুকে স্বার্থ ব্রহ্মবিদ্যা এবং পরমাত্মার গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবেন। যে যে সাধন অবলম্বন করিলে ভ্রাতার ধর্ম্ম কর্ম্ম-কাম-মোক্ষ লাভ হয় এবং পরমাত্মাকে জানা যায়, তাহাও শিক্ষা দিবে ॥ ২ ॥ জিজ্ঞাসু এইরূপ একজন আশু পুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “নহাশয়! সম্প্রদায়বাহিগণের গোলযোগে আমার চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়াছে; যদি আমি ইহাদিগের মধ্যে কাহারও শিষ্য গ্রহণ করি, তাহা হইলে ময় শক্ত নিরানব্বই সম্প্রদায় আমার বিরোধী হইবে। যাহার একজন মাত্র শিষ্য,

নয় শত নিরানব্বই জন শত্রু, সে কখনও জুখী হইতে পারে না। অতএব আপনার উপদেশ গ্রহণ করিব; আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন”।

(আপ্ত-বিদ্বান)—এই সমস্ত মত অবিজ্ঞা-প্রসূত এবং বিজ্ঞাবিরোধী। সম্প্রদায়-বাদীগণ মূর্খ, অধম এবং বহু মনুষ্যদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া ও নিজেদের জালে আবদ্ধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে। সেই দুর্ভাগা লোকেরা মান-জীবনের ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া বৃথা জীবন নষ্ট করে। দেখ, যে বিষয়ে উক্ত সহস্র মতের মধ্যে ঐক্য আছে, সেই বেদ-মত গ্রাহ্য; কিন্তু যে বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ তাহা কল্লিত, মিথ্যা এবং অগ্রাহ্য। (জিজ্ঞাসু)—ইহার পরীক্ষা কিরূপে হইবে? (আপ্ত-বিদ্বান)—তুমি সকলের নিকট যাইয়া এসমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা কর; সকলেই একমত হইবে। তখন জিজ্ঞাসু উক্ত সহস্র মতবাদীগণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, “সকলে শুনুন! ধর্ম কি সত্যভাষণে না মিথ্যা-ভাষণে”? সকলে সম্মুখে বলিল, “সত্যভাষণে ধর্ম, অসত্যভাষণে অধর্ম”। “সেইরূপ বিজ্ঞাত্যাস, ব্রহ্মচর্য্যাপালন, পূর্ণযৌবনে বিবাহ, সংসংসর্গ, পুরুষকার এবং সত্যাচরণ প্রভৃতিতে ধর্ম, না অবিজ্ঞা, ব্রহ্মচর্য্য হানি, ব্যভিচার, অসংসংসর্গ, আলস্য, অসত্যাচরণ, ছল, কপটতা, হিংসা এবং পরের অনিষ্টসাধন ইত্যাদিতে”? এ সম্বন্ধেও সকলে একমত হইয়া বলিল যে, বিজ্ঞাদি গ্রহণে ধর্ম এবং অবিজ্ঞাদি গ্রহণে অধর্ম। তখন জিজ্ঞাসু সকলকে বলিলেন, “এইরূপে তোমরা সকলে একমত হইয়া সত্য ধর্মের উন্নতি এবং অসত্য মার্গের হানি কর না কেন”? তাহারা সকলে বলিল, “এইরূপ করিলে, আমাদেরকে মানিবে কে? তাহাতে আমাদের শিষ্যগণ আমাদের আজ্ঞামুবর্ত্তী থাকিবে না; আমাদের জীবিকাও নষ্ট হইবে এবং আমরা যে আনন্দ ভোগ করিতেছি তাহা হইতেও বঞ্চিত হইব। অতএব ইহা জানা সত্ত্বেও আমরা স্ব স্ব মত প্রচার করি এবং সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি; কারণ কথায় বলে, “শরকরা দিয়া কুটি খাও, কপটতা দ্বারা সংসারকে ঠকাও”। সংসারে যাহারা সরলপ্রকৃতি এবং সত্যপরায়ণ, তাহাদিগকে কেহ কিছু দেয় না, জিজ্ঞাসাও করে না। কিন্তু যাহারা ছল-চাতুরী ও ধূর্ততা করে, তাহারাই ধন-সামগ্রী প্রাপ্ত হয়”।

(জিজ্ঞাসু)—তোমরা যে এইরূপ ভণ্ডামী করিয়া জনসাধারণকে প্রভাবিত করিতেছ; তজ্জন্ত রাজা তোমাদিগকে দণ্ড দেন না কেন? (মতবাদী)—

আমরা রাজাকেও চেলা করিয়া লইয়াছি। আমরা যে পাকা ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহা নষ্ট হইবার নয়। (জিজ্ঞাসু)—তোমরা যে ছল-চাতুরি দ্বারা অল্প মতাবলম্বীকে প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছ, তজ্জন্য পরমেশ্বরের নিকট কি উত্তর দিবে? তোমরা ত ঘোর নরকে পতিত হইবে। সামান্য জীবিকার জন্য এমন গুরুতর অপরাধ করিতে বিরত হও না কেন? (মতবাদী)—যখন বাহা হইবে, দেখা যাইবে। নরক কিংবা পরমেশ্বরের দণ্ড যখন হইবে তখন হইবে; এখন ত আমরা আনন্দ ভোগ করিতেছি। লোকে সম্ভুক্তচিত্তে আমাদিগকে ধন-সামগ্রী দান করে, আমরা বলপূর্ব্বক আদায় করি না, তবে রাজা দণ্ড দিবেন কেন? (জিজ্ঞাসু)—যদি কেহ কোন অল্প বয়স্ক বালককে ফুসলাইয়া ধন-সামগ্রী হরণ করে, তাহা হইলে সে দণ্ডিত হয়। তোমাদেরও সেইরূপ দণ্ড হয় না কেন? কারণ—

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্দ্রদঃ ॥

মনু० (অ० ২। শ্লোঃ ৫৩) ॥

জ্ঞানহীনকে বালক এবং বুद्धিমান জ্ঞানহাতাকে পিতা এবং বৃদ্ধ বলে। ষাঁহার বুद्धিমান বিদ্বান্, তাঁহার তোমাদের বাক্যে মোহিত হন না; কিন্তু যাহারা বালকের দ্বায় অজ্ঞ, তোমরা তাহাদিগকে প্রভাবিত করিয়া থাক। তজ্জন্য তোমাদের অবশ্য রাজদণ্ড হওয়া উচিত। (মতবাদী)—রাজা প্রজা সকলেই যখন আমাদের মতাবলম্বী, তখন আমাদিগকে দণ্ড দিবে কে? যখন সেইরূপ ব্যবস্থা হইবে, তখন এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অল্প ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে। (জিজ্ঞাসু)—তোমরা নিশ্চেষ্ট থাকিয়া নিরর্থক লোকের ধন হরণ করিতেছ। যদি তোমরা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গৃহস্থের বালক-বালিকা-দিগকে বিদ্যাশিক্ষা দাও, তাহা হইলে তোমাদের এবং গৃহস্থদিগের কল্যাণ হইতে পারে। (মতবাদী)—শৈশব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখভোগ পরিত্যাগ করা, বাল্যকাল হইতে যৌবন পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত থাকা, তদনন্তর অধ্যাপন ও উপদেশ প্রদান কার্যে চিরজীবন পরিশ্রম করার প্রয়োজন কি? আমরা বিনা বস্ত্রে ও বিনা পরিশ্রমে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ ভোগ করিয়া থাকি, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন? (জিজ্ঞাসু)—কিন্তু ইহার পরিণাম ত মন্দ। দেখ! তোমরা ভয়ানক রোগগ্রস্ত হও, শীঘ্র মরিয়া যাও, বুद्धিমানদিগের দ্বারা নিন্দিত হও; ভাণ্ডাণি বুঝ না কেন? (মতবাদী)—ওরে ভাই!

টকা ধর্মটকা কন্দ টকা হি পরমং পদম্ ।

যস্য গৃহে টকা নাস্তি হা ! টকা টক্টকায়তে ॥ ১ ॥

আনা অংশকলাঃ প্রোক্তা রূপোহসৌ ভগবান্ স্বয়ম্ ।

অতন্তং সর্ব ইচ্ছন্তি রূপ্যং হি গুণবত্তমম্ ॥২॥

তুমি বালক, সংসারের বিষয় কিছুই জান না। দেখ! টাকা ব্যতীত ধর্ম, কর্ম এবং পরমার্থ লাভ হয় না। যাহার গৃহে টাকা নাই, সে “হায় টাকা! হায় টাকা”! করিতে করিতে টক্ টক্ করিয়া ভাল জিনিষের দিকে তাকাইতে থাকে, আর মনে মনে চিন্তা করে, “হায়! আমার নিকট টাকা থাকিলে আমি এই উত্তম জিনিষ ভোগ করিতে পারিতাম”। ১ ॥ বোলকলাযুক্ত ভগবানের কথা সকলেই শ্রবণ করে, কিন্তু কেহই তাহাকে দেখিতে পায় না কিন্তু বোল আনা এবং পয়সা কড়িরূপ কলাযুক্ত টাকাই সাক্ষাৎ ভগবান্। এই নিমিত্ত সকলেই টাকার অন্বেষণে নিযুক্ত; কারণ টাকাচারাই সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। (জিজ্ঞাসু)—সত্যই তোমাদের ভিতরের লীলা-খেলা জানা গেল! তোমরা নিজের সুখের জন্তই এই সকল ভণ্ডামী অবলম্বন করিয়াছ। কিন্তু এ সকলের দ্বারা জগতের সর্বনাশ হয়। যেমন সত্যোপদেশে সংসারের উপকার হয় সেইরূপ মিথ্যা উপদেশের দ্বারা জগতের অনিষ্ট হইয়া থাকে। তোমাদের যখন ধনের প্রয়োজন, তখন চাকুরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যাদি দ্বারা ধন সংগ্রহ কর না কেন? (মতবাদী)—তাহাতে অধিক পরিশ্রম এবং কখনও ক্ষতিও হইয়া থাকে কিন্তু আমাদের এই লীলা-খেলার কখনও কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না, সর্বদা লাভই লাভ! দেখুন! তুলসীপত্র নিক্ষেপ করিয়া, চরণায়ত্ত দিয়া এবং কণ্ঠী বাঁধিয়া দিয়া মন্তক মুণ্ডিত করিলে শিষ্যগণ চিরজীবন পশুবৎ হইয়া যায়; পরে তাহাদিগকে যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া চালাইতে পারা যায়।

(জিজ্ঞাসু)—লোকেরা তোমাদিগকে এত ধন দেয় কেন? (মতবাদী)—ধর্ম, স্বর্গ এবং মুক্তির জন্ত। (জিজ্ঞাসু)—যখন তোমরা নিজেরাই যুক্ত নও, মুক্তির স্বরূপ এবং সাধনও জান না তখন তোমাদের সেবকগণ কি পাইবে? (মতবাদী)—ইহলোকে পাইবে কি? না, স্বত্বের পর পরলোকে পাইবে। তাহারা আমাদের যত দান করে এবং আমাদের যত সেবা করে, সমস্তই পরলোকে প্রাপ্ত হইবে। (জিজ্ঞাসু)—তাহারা তাহাদের প্রদত্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হউক বা না হউক, তোমরা গ্রহণকারীরা কি পাইবে?

নরক কিংবা অন্ত কিছু? (মতবাদী)—আমরা ভজন করিয়া থাকি, তাহার ফল স্বরূপ সুখ আমরা প্রাপ্ত হইব। (জিজ্ঞাসু)—তোমাদের ভজন তা টাকার জন্ত। টাকা তা এখানেই পড়িয়া থাকিবে। যে মাংসপিণ্ড পোষণ করিতেছে, তাহাও ভস্ম হইয়া এখানেই পড়িয়া থাকিবে। পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে তোমাদের আত্মাও পবিত্র হইত। (মতবাদী)—কেন, আমরা কি অপবিত্র? (জিজ্ঞাসু)—তোমাদের অন্তর অত্যন্ত অপবিত্র। (মতবাদী)—তুমি কিরূপে জানিলে? (জিজ্ঞাসু)—তোমাদের রীতি-নীতি এবং ব্যবহার দেখিয়া। (মতবাদী)—মহাত্মাদিগের ব্যবহার হস্তী দন্তের স্তায়। হস্তীর দন্ত ভোজনের জন্ত একরূপ এবং দেখাইবার জন্ত অন্তরূপ থাকে। সেইরূপ আমরাও অন্তরে পবিত্র, কেবলমাত্র বাহিরে লীলা করিয়া থাকি। (জিজ্ঞাসু)—তোমাদের অন্তর পবিত্র হইলে, তোমাদের বাহিরের কৰ্মও পবিত্র হইত। অতএব তোমাদের অন্তরও অপবিত্র। (মতবাদী)—আমরা যেরূপই হইনা কেন, আমাদের শিষ্যগণ অবশ্যই ভাল। (জিজ্ঞাসু)—যেমন শুরু তেমনই শিষ্য। তোমরা যেরূপ, তোমাদের শিষ্যেরাও সেরূপ। (মতবাদী)—একরূপ কখনও হইতে পারে না; কারণ, মনুষ্যের গুণ কৰ্ম স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। (জিজ্ঞাসু)—অবশ্য বাল্যকালে একরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, সত্যভাষণাদি ধর্মগ্রহণ এবং মিথ্যাভাষণাদি অধর্ম পরিভ্যাগ করা হইলে, একমত হইতে পারে। মতদ্বৈধ অর্থাৎ ধর্মাত্মা এবং অধর্মাত্মা থাকে থাকুক। তবে ধর্মাত্মা অধিক এবং অধর্মাত্মা অল্প সংখ্যক হইলে সংসারে সুখবৃদ্ধি, আবার অধর্মাত্মকের সংখ্যা অধিক হইলে দুঃখবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিদ্বানেরা সকলে একরূপ উপদেশ প্রদান করিলে একমত হইতে কিস্কিন্মাত্র বিলম্ব হয় না। (মতবাদী)—আজকাল কলিযুগ, সত্যযুগের কথা বলিও না। (জিজ্ঞাসু)—কলিযুগ কালের নাম। কাল নিষ্ক্রিয় বলিয়া কোন ধর্ম্যাধর্মের সাধক অথবা বাধক হইতে পারে না। তোমরাই সাক্ষাৎ মুক্তিমান কলিযুগ হইয়া রহিয়াছ। মহুয়াই সত্যযুগ এবং কলিযুগ না হইলে, সংসারে ধর্মাত্মা কেহই থাকিত না। দোষ গুণ সংসর্গজাত, স্বাভাবিক নহে। এই পর্য্যন্ত কথোপকথনের পর, জিজ্ঞাসু আগুপুরুষের নিকট বাইয়া বলিলেন, “মহাশয়! আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। নতুবা আমিও ইহাদের জালে পতিত হইয়া নষ্টজন্ম হইতাম। এখন আমিও ভ্রান্ত মত গুলির খণ্ডন এবং বেদোক্ত সত্যমতের মণ্ডন করিতে থাকিব। (আগু)—

কিছুতে সত্যের মণ্ডন এবং অসত্যের খণ্ডন করিতে হয়, তাহা সকলকে পড়াইয়া ও শুনাইয়া, সত্যোপদেশের দ্বারা সকলের উপকার করা সর্বসাধারণের, বিশেষতঃ বিদ্বান এবং সন্ন্যাসীদের কর্তব্য।

(প্রশ্ন)—ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী ভাল কি না? (উত্তর)—এসব আশ্রম ত ভাল কিন্তু, আজকাল এসকল আশ্রমের মধ্যেও অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কত লোক নামে ব্রহ্মচারী হইয়া বৃথা জটাবৃত্তি করে এবং ‘সিদ্ধান্ত’ প্রদর্শন করে। তাহারা জপ এবং পুরস্চরণ প্রভৃতিতে রত থাকে, বিচারচর্চার নামও করে না; যে জন্ত তাহাদের ব্রহ্মচারী নাম, সেই ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের অধ্যয়নার্থ তাহারা কিছুমাত্র পরিশ্রম করে না। এসকল ব্রহ্মচারী ছাগীর গলস্তনবৎ নিরর্থক। যে সকল বিদ্বাহীন ব্যক্তি দণ্ড এক কমও লইয়া কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, বৈদিকধর্মের কিছুই উন্নতি করে না, বাল্যকালে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া পর্যটন করিতে থাকে, বিদ্বাত্যাস পরিত্যাগ করিয়া জল, স্থল ও পাষাণাদিনির্মিত মূর্তির দর্শন এবং পূজা করিয়া ইত্যন্তঃ ভ্রমণ করে, জ্ঞানদ্বন্দ্বও মৌন থাকে, প্রচুর ভোজ্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়া নির্জল স্থানে নিদ্রায় কাল যাপন করে, ঈর্ষ্যাষেষের বশীভূত হইয়া পরিনন্দা ও কুর্কর্মদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, কাব্যরস এবং দণ্ড মাত্র ধারণ করিয়া নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করে এবং নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া কোনরূপ সংকর্ষের অনুষ্ঠান করে না, সেরূপ সন্ন্যাসী বৃথাই জগতে বাস করে। তাহাদের দ্বারা জগতের হিত সাধিত হয় তাহারাই যথার্থ সন্ন্যাসী।

(প্রশ্ন)—গিরী, পুরী, ভরতী প্রভৃতি গোঁসাইগণ ত ভাল? তাহারা মণ্ডলী গঠন করিয়া ইত্যন্তঃ পর্যটন করেন, শত শত সাধককে আনন্দ দান করেন, সর্বত্র অশেষ মত প্রচার করেন এবং যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়ন-অধ্যাপনও করিয়া থাকেন। এইজন্ত তাহাদের ভাল হওয়াই সম্ভবপর।

(উত্তর)—এই দশটি নাম পরবর্তী কালে কল্পিত হইয়াছে, সনাতন নহে। তাহাদের মণ্ডলীসমূহ কেবল ভোজনার্থ। অনেক সাধু কেবল ভোজনার্থ মণ্ডলীর মধ্যে থাকে এবং মণ্ডলীর গৌরবও করে। তাহারা একজনকে মোহন্ত করে। সে সায়ংকালে তাহাদের মধ্যে প্রধানরূপে বেদীতে উপবেশন করে। তখন ব্রাহ্মণ এবং সাধুগণ দণ্ডায়মান হইয়া পুষ্পহস্ত—

নারায়ণং পদ্মভবং বলিষ্ঠং শক্তিং চ তৎপুত্রপরাশরং চ। ব্যাসং শুকং
দেবীড়পদং মহাস্তম্ ॥

এই সব শ্লোক পাঠ করে ও “হর” “হর” শব্দে তাহার উপর পুষ্পবর্ষণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। কেহ সেইরূপ না করিলে, তাহার সেহাঙ্গে ঝাঝাও কঠিন হয়। লোককে দেখাইবার জন্ত তাহারা এসকল ভণ্ডামী করিয়া থাকে; তাহাতে তাহাদের সম্মান এবং ধন-সামগ্রীলাভ হয়। কত মঠধারী গৃহস্থ হইলেও কেবলমাত্র সন্ন্যাসের গৰ্ব করিয়া থাকে? কোন কৰ্ম করে না। পঞ্চম সমুদ্রাসে সন্ন্যাসীর যে কর্তব্য লিখিত হইয়াছে, তাহারা তাহা না করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করে। কেহ তাহাদিগকে সহুপদেশ প্রদান করিলেও তাহারা বিরোধী হইয়া উঠে। তাহারা নানা প্রকার কল্হাঙ্ক এবং ভয় ধারণ করে। কেহ কেহ শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গৰ্ব করিয়া থাকে। *কদাচিত্ শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা স্বনত অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যোক্ত মতের স্থাপন এবং চক্রাক্তিত প্রভৃতি মতের খণ্ডন করিতে থাকে। তাহারা বৈদিক মতের উন্নতিসাধন এবং ভ্রান্ত মতসমূহের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয় না। এসকল সন্ন্যাসী মনে করে, “আমাদের খণ্ডন-মণ্ডনের কি প্রয়োজন? আমরা ত মহাত্মা”। এইরূপ মনুষ্য সংসারের ভারস্বরূপ। তাহারা এইরূপ বলিয়াই, বেদমার্গবিরোধী বামমার্গ প্রভৃতি সম্প্রদায়, খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং জৈন প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাইতেছে। তাহাতে তাহাদের সর্বনাশ হইলেও তাহারা চক্ষু উন্মীলন করিতেছে না। করিবে কেন? মনে কর্তব্যবুদ্ধি এবং কর্তব্য কর্ত্তে উৎসাহ থাকিলে ত করিবে! কিন্তু তাহারা নিজ নিজ সম্মান এবং খাত্ত ও পানীর অপেক্ষা কিছুই অধিক মনে করে না। তাহারা লোকনিন্দাকে অত্যন্ত ভয় করে, কিন্তু তাহাদের (লোকৈষণা) ইহলোকে সম্মান, (বিত্তৈষণা) ধনবৃদ্ধিতে তৎপর হইয়া বিষয়ভোগ এবং (পুত্রৈষণা) পুত্রবৎ শিষ্যদিগের প্রতি আসক্তি—এই ত্রিবিধ এষণা পরিত্যাগ করা কর্তব্য। এষণা দূরীভূত না হইলে সন্ন্যাসী কিরূপে হইতে পারে? ফল কথা, পঞ্চ-পাতরহিত বেদোপদেশ দ্বারা অহর্নিশ জগতের কল্যাণসাধনে রত থাকা সন্ন্যাসীর প্রধান কর্তব্য। নিজ আশ্রমোচিত কর্তব্যসমূহ সম্পাদন না করিলে সন্ন্যাসী প্রভৃতি নাম ধারণ করা নিরর্থক।

গৃহস্থগণ স্বার্থের জন্ত ব্যবসায় প্রভৃতিতে যেরূপ পরিশ্রম করেন, সন্ন্যাসিগণ ভৌতিক পরিশ্রম সহকারে পরহিত সাধনে নিযুক্ত থাকিবেন তাহাতেই বাবতীর আশ্রমের উন্নতি হইতে পারে। দেখুন, আপনাদের সম্মুখে

ব্রাহ্ম মতসমূহ প্রসার লাভ করিতেছে, এতদ্দেশীয়গণ খ্রীষ্টান এবং মুসলমান পর্য্যন্ত হইয়া যাইতেছে কিন্তু আপনাদের নিজের গৃহরক্ষা এবং অপরকে স্বমতে আনয়ন করা সম্ভব হইতেছে না! সম্ভব ত তখনই হইবে যখন আপনারা ইচ্ছা করিবেন! বস্তুতঃ যতদিন আপনারা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্ত যত্নবান না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আর্থ্যাবর্ত্ত এবং অস্তান্ত দেশের উন্নতি হইতে পারে না। বেদাদি সত্যশাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন অধ্যাপন, যথোচিত ত্র্যম্বকাদি আশ্রমসমূহের অবলম্বন এবং সত্যোপদেশ সর্বত্র সকলের উন্নতির কারণ। এসকল হইলেই দেশের উন্নতি হইতে পারে। মনে রাখিবেন, কত ছল কপটতা এবং প্রবঞ্চনা আপনাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যবসায়ী সাধু প্রকাশ করে যে, তাহাদের পুত্রাদি প্রদান করিবার অলৌকিক শক্তি আছে। তাহা শুনিয়া বহু জীলোক তাহাদের নিকট যাইয়া করযোড়ে পুত্র প্রার্থনা করে। সাধুগণ তাহাদের সকলকেই পুত্রপ্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করে। সে সকল জীলোকের মধ্যে কাহারও পুত্র হইলে, সে মনে করে সাধুর বাক্যদ্বারাই তাহার পুত্র লাভ হইল। যদি কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, “শুকরী, কুকুরী, গর্দভী এবং কুকুটী প্রভৃতির শাবকগুলি কোন সাধুর বাক্যদ্বারা হইয়া থাকে”? তাহা হইলে তাহারা কোনই উত্তর দিতে পারিবে না! যদি সাধুদের মধ্যে কেহ বলে, “আমি সম্ভ্রান্তকে জীবিত রাখিতে পারি,” তবে জিজ্ঞাসা এই যে তাহারা স্বল্প মৃত্যুগ্রস্ত হয় কেন? কত ধূর্ত এইরূপ মায়াপ্রপঞ্চ রচনা করে যে, তাহাতে অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোকেরাও প্রতারিত হয়। ধনসারীর ঠগদের কথা উল্লেখযোগ্য। তাহারা পাঁচ সাত জন মিলিয়া দূর দেশে গমন করে। সে স্থানে তাহারা তাহাদের মধ্যে উত্তম শারীরিক গঠনযুক্ত একজনকে সিদ্ধ পুরুষ সাজায়। যে নগরে অথবা গ্রামে ধনাঢ্যদিগের বাস, তম্বিকটবর্ত্তী কোন অরণ্যে সেই সিদ্ধপুরুষকে রাখিয়া কয়েক জন সাধক তাহার অপরিচিত সাজিয়া যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, “আপনি এমন কোন মহাত্মাকে এখানে কোথায় দেখিয়াছেন কি”? তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, “সেই মহাত্মা কে এবং তিনি কিরূপ”? সাধক বলে, “তিনি এক জন মহান সিদ্ধ পুরুষ; মনের কথা তিনি বলিয়া দেন; মুখে যাহা বলেন তাহাই হয়; তিনি মহান যোগীরাজ; আমি তাহার দর্শনার্থ গৃহত্যাগী হইয়া পর্য্যটন করিতেছি। কাহারও নিকট শুনিতে পাইলাম যে, তিনি এদিকে আসিয়াছেন”। তখন

গৃহস্থ বলে, “আপনার সহিত সেই মহাত্মার সাক্ষাৎ হইলে, আমাকেও বলিবেন ; আমি তাঁহার সাক্ষাৎ করিব এবং তাঁহাকে আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করিব” । এইরূপে সাধক সমস্ত দিন নগরে প্রত্যেককে সেই সিদ্ধ পুরুষের কথা বলিতে থাকে । রাত্রিকালে সিদ্ধপুরুষ ও সাধকগণ মিলিত হইয়া পান-ভোজনের পর শয়ন করে । সাধকগণ পুনরায় প্রাতঃকালে নগরে বা গ্রামে প্রবেশ করিয়া পূর্বের স্থায় দুই তিন দিন ধরিয়া বলিয়া বেড়ায় । চারি জন সাধক কোন ধনাঢ্যকে বলে, “সেই মহাত্মাকে পাইয়াছি ; আপনার দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকিলে চলুন” । ধনাঢ্য যাইতে উত্তত হইলে, সাধকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, “আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন আমাদের কাছে বলুন” । তখন কেহ পুত্রলাভ, কেহ ধনলাভ, কেহ রোগনিবারণ এবং কেহ শত্রুজয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করে । সাধকেরা সেখানে ধনাঢ্যকে লইয়া যায় । সিদ্ধপুরুষের সহিত তাহাদের সঙ্কেত অনুসারে ধনাকাজীকে দক্ষিণ পার্শ্বে, পুত্রাকাজীকে সম্মুখে, আরোগ্য-কামীকে বামপার্শ্বে এবং শত্রুজয়াকাজীকে পশ্চাৎ দিক হইতে উপস্থিত করিয়া সম্মুখবর্তী লোকদিগের মধ্যে বসায় । দর্শনার্থিগণ নমস্কার করিলে, সেই সমস্ত সিদ্ধপুরুষ অলৌকিক শক্তির গর্বে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠে, “এখানে আমার নিকট কি ছেলে আছে যে, তুমি পুত্রকামনা করিয়া আসিয়াছ” ? ধনাকাজীকে বলে, “কেন ? এখানে কি টাকার থলি আছে যে, তুমি ধনাকাজী করিয়া আসিয়াছ” ? ফকিরের কাছে ধন কোথায় ? রোগীকে বলে, “আমি কি চিকিৎসক যে, তুমি রোগমুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিয়াছ ? আমি চিকিৎসক নহি যে তোমাকে সুস্থ করিব । কোন চিকিৎসকের নিকট যাও” ।

আবার আগন্তকের পিতা রোগাক্রান্ত হইলে, সাধক তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, মাতা রোগাক্রান্ত হইলে তর্জনী, ভ্রাতা রোগাক্রান্ত হইলে মধ্যমা, স্ত্রী রোগাক্রান্ত হইলে অনামিকা এবং কন্যা রোগাক্রান্ত হইলে কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা সঙ্কেত করে । সিদ্ধ পুরুষ তাহা দেখিয়া বলে, “তোমার পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভ্রাতা বা কন্যা রোগাক্রান্ত হইয়াছে” । তখন প্রার্থী চারি জনই অত্যন্ত মোহিত হইয়া যায় । সাধকেরা তাহাদিগকে বলে, “দেখুন ! আমরা যেরূপ বলিয়াছিলাম, ঠিক সেরূপ কি না” ? গৃহস্থেরা বলে, হাঁ, আপনারা যেরূপ বলিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপ ; আপনারা আমাদের উপকার করিয়াছেন । আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে এমন মহাত্মার দর্শন পাইয়া কৃথার্থ হইলাম” । তখন সাধকেরা

বলে, “শুশুন ভ্রাতৃগণ! এই মহাত্মা মনোগামী, বহুদিন এখানে থাকিবেন না। যদি কোন বিষয়ে তাঁহার আশীর্বাদ নিতে হয়, তবে নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে দেহ মন ধন দ্বারা তাঁহার সেবা করুন। কারণ সেবার দ্বারাই ফল লাভ হয়; ইনি কাহারও প্রতি প্রসন্ন হইলে, না জানি কি বর প্রদান করিবেন! সাধুদিগের মহিমা অপার”! গৃহস্থগণ এইরূপ তোষামদ শুনিয়া আনন্দের সহিত তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করে। সাধকেরাও, পাছে কেহ তাহাদের ভণ্ডামী প্রকাশ করিয়া দেয়, এই ভয়ে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে থাকে এবং কোন ধনাঢ্যের কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার নিকট সিদ্ধপুরুষের প্রশংসা করে; আর তাহাদের সঙ্গে যায়, তাহাদের সম্বন্ধেও সমস্ত কথা প্রকাশ করে।

তখন নগরে কোলাহল উত্থিত হয় যে, “অমুক স্থানে একজন মহান সিদ্ধ পুরুষ আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট চল”। তখন জনসাধারণ দলে দলে যাইয়া সিদ্ধপুরুষকে জিজ্ঞাসা করে, “মহাশয়! আমার মনের কথা বলুন”। কিন্তু সে সময়ে ব্যবস্থা স্থির না থাকাতে সিদ্ধপুরুষ “আমাকে অধিক বিরক্ত করিও না” বলিয়া নিঃশব্দ মৌন সাধন করিতে থাকে। সাধকেরাও তখন বলে, “আপনারা অধিক বিরক্ত করিলে ইনি চলিয়া যাইবেন”। (আগন্তুকদিগের মধ্যে) কেহ ধনাঢ্য থাকিলে, তিনি সাধককে পৃথক স্থানে ডাকাইয়া বলেন, “যদি আমার মনের কথা বলাইয়া দিতে পারেন তবে সত্য বলিয়া স্বীকার করিব”। তখন সাধক জিজ্ঞাসা করে, “কি কথা বলুন ত”? ধনাঢ্য সাধককে মনের কথা বলিয়া দিলে সাধক তাঁহাকে পূর্বোক্ত সঙ্কেত অনুসারে বসাইয়া দেয়। সিদ্ধপুরুষ বৃত্তিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মনের কথা বলিয়া দেয়। তাহা শুনিয়া উপস্থিত জনসাধারণ বলিতে থাকে, “আহা কি মহান সিদ্ধ পুরুষ”! অতঃপর কেহ মিষ্টান্ন, কেহ পয়সা, কেহ টাকা, কেহ মোহর, কেহ বস্ত্র, কেহ বা সিধা সামগ্রী অর্পণ করে। এইরূপে যত দিন সিদ্ধ পুরুষকে বহু লোক মাণ্ড করিতে থাকে, তত দিন সে যথেষ্ট লুণ্ঠন করে। কোন কোন স্থলে সে দুই একজন নির্বোধ ধনাঢ্যকে পুত্র প্রাপ্তির আশীর্বাদ স্বরূপ কিঞ্চিৎ ভস্ম তুলিয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে সহস্র সহস্র টাকা লইয়া বলে, “যদি তোমার সত্য ভক্তি থাকে তবে পুত্র হইবে”।

এইরূপ বহু প্রতারক থাকে, কেবলমাত্র বিদ্বানদিগের দ্বারাই তাহাদের পরীক্ষা হইতে পারে, অশু কাহারও দ্বারা নহে। এই অশু বেদাদি

শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং সংসংসর্গের প্রয়োজন। এতদ্বারা সকলেই রক্ষা পাইতে পারে এবং অন্ধকেও রক্ষা করিতে পারে। কারণ, বিজ্ঞাই মনুষ্যের নেত্ররূপ। বিজ্ঞাশিক্ষা ব্যতীত জ্ঞান হয় না। যাহারা বাল্যকাল হইতে শুলিকা প্রাপ্ত হয়, তাহারাই মনুষ্যগণ বাচ্য এবং বিদ্বান্ হইয়া থাকে। যাহারা অসংসংসর্গে থাকে, তাহারাই দুষ্চরিত্র, পাপী এবং মহান্বর্থ হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করে। এই নিমিত্ত জ্ঞানেরই বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। যে জানে সেই মানে—

ন বেত্তি যো যশ্চ গুণপ্রকর্ষং স তশ্চ নিন্দাং সততং করোতি ।

যথা কিরাতি করিকুন্তজাতা মুক্তাঃ পরিত্যজ্য বিভর্তি গুঞ্জাঃ ॥

(বু., চা., অং ১১। শ্লো. ১২) ॥

ইহা কোন কবির শ্লোক। বশু ভীল যেমন গজমুক্তা পরিত্যাগ করিয়া গুঞ্জার হার পরিধান করে, সেইরূপ যে যাহার গুণ জানে না, সে নিরন্তর তাহার নিন্দা করে। যিনি বিদ্বান্, জ্ঞানী, ধার্মিক, সংস্কী, যোগী, পুরুষকারসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় এবং শুলীল, তিনিই ধর্ম্য, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে প্রাপ্ত হইয়া ইহজন্মে এবং পরজন্মে সর্বদা আনন্দে অবস্থান করেন।

এহলে আর্য্যাবর্তীয় মত-মতান্তর সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখিত হইল। অতঃপর আর্য্যবংশীয় রাজাদিগের যে সামান্য ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, তাহা সজ্ঞানদিগের অবগতির জন্য বিবৃত করা যাইতেছে :—

এখন মহারাজ “যুধিষ্ঠির” হইতে মহারাজ “বশপাল” পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্তীয় রাজবংশের কিঞ্চিৎ ইতিহাস লিখিত হইতেছে। “স্বায়ম্ভব” মনু হইতে মহারাজ যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত ইতিহাস মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে। এহলে পাঠকগণ যুধিষ্ঠির হইতে তৎপরমর্ন্তী কালের কিঞ্চিৎ ইতিহাস জানিতে পারিবেন। আমি এ বিষয় রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর মেবার রাজ্যের রাজধানী চিতোরগড়ের স্ত্রীনাথদ্বারা হইতে প্রকাশিত এবং বিজ্ঞাবাদিগের সম্মিলিত “হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকা” এবং “মোহনচন্দ্রিকা” নামক পাশ্চিক পত্রিকা হইতে অনুবাদ করিয়াছি। যদি আর্য্যগণ এইরূপ ইতিহাস এবং অন্তান্ত বিজ্ঞাবিষয়ক গ্রন্থাবলী অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশিত করিতে থাকেন, তাহা হইলে দেশের বড়ই কল্যাণ হয়। উক্ত পত্রিকাষয়ের সম্পাদক মহাশয়, ১৭৮২ (সত্তর শত বিরাষ্ট) বিক্রম সংবতের লিখিত একখানি গ্রন্থ তাঁহার কোন

বন্ধুর নিকট প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রচলিত ১৯৩৯
সংবতের মার্গশীর্ষ শুক্লপক্ষের ১৯ এবং ২০ কিরণে অর্থাৎ পত্রিকা-সংখ্যায়
মুদ্রিত করেন। প্রমাণ স্বরূপ তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আর্য্যাবর্ত্তদেশীয় রাজবংশাবলী

ইঙ্গ্রপ্রস্বে আর্য্যগণ শ্রীমন্মহারাজ “যশপাল” পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন।
শ্রীমন্মহারাজ “যুধিষ্ঠির” হইতে মহারাজ “যশপাল” পর্য্যন্ত রাজবংশের আনুমানিক
১২৪ (এক শত চব্বিশ) জন রাজা মোট ৪১৫৭ বৎসর ৯ মাস ১৪ দিন যে
রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আর্য্যরাজা ১২৪, বর্ষ ৪১৫৭, মাস ৯, দিন ১৪। শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্ঠির
হইতে ৩০ পুরুষ পর্য্যন্ত যাঁহার আনুমানিক ১৭৪০ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন রাজ্য
করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিবরণ এইরূপ—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। রাজা যুধিষ্ঠির	৫৬	৮	২৫	১৬। সুচিরথ	৪২	১১	২
২। রাজা পরীক্ষিত	৬১	০	০	১৭। শুরসেন (২য়)	৫৮	১০	৮
৩। রাজা জনমেজয়	৮৪	৭	২৩	১৮। পর্ব্বতসেন	৫৫	৮	১০
৪। রাজা অশ্বমেধ	৮২	৮	২২	১৯। মেধাবী	৫২	১০	১০
৫। দ্বিতীয় রাম	৮৮	২	৮	২০। সোনচীর	৫০	৮	২১
৬। ছত্রমল	৮১	১১	২৭	২১। ভীমদেব	৪৭	৯	২০
৭। চিত্ররথ	৭৫	৩	১৮	২২। নৃহরিদেব	৪৫	১১	২৩
৮। দুর্জয়শৈল্য	৭৫	১০	২৪	২৩। পূর্ণমল	৪৪	৮	৭
৯। রাজা উগ্রসেন	৭৮	৭	২১	২৪। করদবী	৪৪	১০	৮
১০। শুরসেন	৭৮	৭	২১	২৫। অলংমিক	৫০	১১	৮
১১। ভুবনপতি	৬৯	৫	৫	২৬। উদয়পাল	৩৮	৯	০
১২। রণজীত	৬৫	১০	৪	২৭। ভুবনমল	৪০	১০	২৬
১৩। ঋক্ষক	৬৪	৭	৪	২৮। দমাত	৩২	০	০
১৪। নৃখদেব	৬২	০	২৪	২৯। ভীমপাল	৫৮	৫	৮
১৫। নরহরিদেব	৫১	১০	২	৩০। ক্ষেমক	৪৮	১১	২১

রাজা ক্ষেমকের প্রধান মন্ত্রী বিশ্ববা ক্ষেমকরাজকে হত্যা করিয়া সিংহাসন

অধিকার করেন। তাঁহার বংশে ১৪ পুরুষ ৫০০ বৎসর ৩ মাস ১৭ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। বিজ্ঞবা	১৭	৩	২৯	৮। কক্রত	৪২	৯	২৪
২। পুরসেনী	৪২	৮	২১	৯। সজ্জ	৩২	২	১৪
৩। বীরসেনী	৫২	১০	৭	১০। অমরচূড়	২৭	৩	১৬
৪। অনঙ্গশায়ী	৪৭	৮	২৩	১১। অমীপাল	২২	১১	২৫
৫। হরিজিৎ	৩৫	৯	১৭	১২। দশরথ	২৫	৪	১২
৬। পরমসেনী	৪৪	২	২৩	১৩। বীরসাল	৩১	৮	১১
৭। সুখপাতাল	৩০	২	২১	১৪। বীরসালসেন	৪৭		১৪

রাজা বীরসালসেনের প্রধান মন্ত্রী বীরমহাপ্রধান তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তাঁহার বংশে ১৬ পুরুষ ৪৪৫ বৎসর ৫ মাস ৩ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। রাজা বীরমহা	৩৫	১০	৮	৯। তেজপাল	২৮	১১	১০
২। অজিত সিংহ	২৭		১৯	১০। মাণিকচন্দ	৩৭	৭	২১
৩। সর্বদত্ত	২৮	৩	১০	১১। কামসেনী	৪২	৫	১০
৪। ভুবনপতি	১৫	৪	১০	১২। শক্রমর্দন	৮	১১	১৩
৫। বীরসেন	২১	২	১৩	১৩। জীবনলোক	২৮	৯	১৭
৬। মহীপাল	৪০	৮	৭	১৪। হরিরাম	২৬	১০	২৯
৭। শক্রসাল	২৬	৪	৩	১৫। বীরসেন (২য়)	৩৫	২	২০
৮। সজ্জরাজ	২৭	২	১০	১৬। আদিত্যকেতু	২৩	১১	১৩

প্রয়াগের রাজা “ধন্ধর” মগধদেশের রাজা আদিত্যকেতুকে হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তাঁহার বংশে ৯ পুরুষ ৩৭৪ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। রাজা ধন্ধর	৪২	৭	২৪	৫। চরনাথ	২৮	৫	২৫
২। মহর্ষি	৪১	২	২৯	৬। জীবনরাজ	৪৫	২	৫
৩। সনরচী	৫০	১০	১৯	৭। রত্নসেন	৪৭	৪	২৮
৪। মহাযুদ্ধ	৩০	৩	৮	৮। আরীলক	৫২	১০	৮
				৯। রাজপাল	৩৬	০	০

সামন্ত মহান্‌পাল রাজা রাজপালকে হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তিনি ১ পুরুষে ১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার বৃদ্ধি নাই।

রাজা বিক্রমাদিত্য অবস্থিকা (উজ্জয়িনী) হইতে যুদ্ধ করিয়া রাজা মহান্‌পালকে নিহত করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তাঁহার বংশে ১ পুরুষ ৯৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার বৃদ্ধি নাই।

শালিবাহনের মন্ত্রী, পৈঠণের যোগী, সমুদ্রপাল বিক্রমাদিত্যকে হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তাঁহার বংশে ১৬ পুরুষ ৩৭২ বৎসর ৪ মাস ২৭ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। সমুদ্রপাল	৫৪	২	২০	৯। অমৃতপাল	৩৬	১০	১৩
২। চন্দ্রপাল	৩৬	৫	৪	১০। বলীপাল	১২	৫	২৭
৩। সাহায়পাল	১১		১১	১১। মহীপাল	১৩	৮	৪
৪। দেবপাল	২৭		২৮	১২। হরীপাল	১৪	৮	৪
৫। নরসিংহপাল	১৮		২০	১৩। সীসপাল *	১১	১০	১৩
৬। সামপাল	২৭		১৭	১৪। মদনপাল	১৭	১০	১৯
৭। রঘুপাল	২২	৩	২৫	১৫। কন্দুপাল	১৬	২	২
৮। গোবিন্দপাল	১৭	১	১৭	১৬। বিক্রমপাল	২৪	১১	১৩

রাজা বিক্রমপাল পশ্চিমাঞ্চলের রাজা মলুখচন্দ বোহরাকে আক্রমণ করিয়া সন্মুখ যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে মলুখচন্দ বিক্রমপালকে নিহত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার বংশে ১০ পুরুষ ১৯১ বৎসর ১ মাস ১৬ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। মলুখচন্দ	৫৪	২	১০	৬। কল্যাণচন্দ	১০	৫	৪
২। বিক্রমচন্দ	১২	৭	১২	৭। ভীমচন্দ	১৬	২	৯
৩। অমীনচন্দ †	১০	০	৫	৮। লোবচন্দ	২৬	৩	২২
৪। রামচন্দ	১৫	১১	৮	৯। গোবিন্দচন্দ	৩১	৭	১২
৫। হরীচন্দ	১৪	৯	২৪	১০। রাণী পদ্মাবতী‡	১	০	

* কোন ইতিহাসে ভীমপালও লিখিত আছে

† ইহার নাম কোথায়ও মানকচন্দও আছে।

‡ এই পদ্মাবতী গোবিন্দচন্দের রাণী ছিলেন।

রাণী পদ্মাবতী নিঃসন্তানা অবস্থায় পরলোক গমন করেন। এই নিমিত্ত তাঁহার মল্লিগণ সর্বসম্মতি ক্রমে হরিপ্রেম বৈরাগীকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার নামে রাজত্ব করিতে থাকেন। এই বংশে ৪ পুরুষ ৫০ বৎসর ২১ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। হরিপ্রেম	৭	৫	১৬	৩। গোপালপ্রেম	১	৭	২৮
২। গোবিন্দপ্রেম	২০	২	৮	৪। মহাবাহু	৬	৮	২৯

রাজা মহাবাহু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্কার্য্য বনে গমন করেন। তাহা শুনিয়া বঙ্গদেশের রাজা আধীসেন ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া নিজে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বংশে ১২ পুরুষ ১৫১ বৎসর ১১ মাস ২ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। রাজা আধীসেন	১৮	৫	২১	৭। কল্যাণসেন	৪	৮	২১
২। বিলাবলসেন	১২	৪	২	৮। হরীসেন	১২	০	২৫
৩। দেশবসেন	১৫	৭	১২	৯। ক্ষেমসেন	৮	১১	১৫
৪। মাধসেন	১২	৪	২	১০। নারায়ণসেন	২	২	২৯
৫। ময়ূরসেন	২০	১১	২৭	১১। লক্ষ্মীসেন	২৬	১০	
৬। ভীমসেন	৫	১০	৯	১২। দামোদরসেন	১১	৫	১৯

রাজা দামোদরসেন তাঁহার পাত্রমিত্রদিগকে অনেক কষ্ট দেন। এই নিমিত্ত তাঁহার জনৈক পাত্রমিত্র দীপসিংহ সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া স্বয়ং রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বংশে ৬ পুরুষ ১০৭ বৎসর ৬ মাস ২২ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। দীপসিংহ	১৭	১	২৬	৪। নরসিংহ	৪৫	০	১৫
২। রাজসিংহ	১৪	৫		৫। হরিসিংহ	১৩	২	২৯
৩। রণসিংহ	৯	৮	১১	৬। জীবনসিংহ	৮		১

কোন কারণ বশতঃ রাজা জীবনসিংহ তাঁহার সমস্ত সৈন্ত উত্তরদিকে প্রেরণ করেন। বৈরাটের রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান সেই সংবাদ পাইয়া জীবনসিংহকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতে

আরম্ভ করেন। * তাঁহার বংশে ৫ পুরুষ ৮৬ বৎসর ২০ দিন রাজত্ব করেন।
তাঁহাদের তালিকা :—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। পৃথিবীরাজ	১২	২	১৯	৪। উদয়পাল	১১	৭	৩
২। অভয়পাল	১৪	৫	১৭	৫। যশপাল	৩৬	৪	২৭
৩। দুর্জয়পাল	১১	৪	১৪				

সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘোরী গজনির দুর্গ হইতে রাজা যশপালকে আক্রমণ করেন এবং সংবৎ ১২৪৯ সালে তাঁহাকে প্রয়াগের দুর্গে বন্দী করেন। অতঃপর সুলতান শাহাবুদ্দিন ইন্দ্রপ্রস্থে (দিল্লীতে) রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বংশে ৫৩ পুরুষ ৭৫৪ বৎসর ১ মাস ১৭ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের বিষয় অনেক ইতিহাসে লিখিত আছে ॥ এই নিমিত্ত তাহা এ স্থলে লিখিত হইল না। অতঃপর বৌদ্ধ এবং জৈনমত সম্বন্ধে লিখিত হইবে ॥

ইতি শ্রীমদ্রায়ানন্দস্বরস্বতীস্বামিনির্ম্মিতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাভিভূষিতে
আর্য্যাবর্ত্তীয়মতখণ্ডনমণ্ডনবিষয় একাদশঃ সমুদ্রাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥-১॥

* অতঃপর অন্যান্য ইতিহাসে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘোরী বহবার আক্রমণ করেন কিন্তু পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অবশেষে সংবৎ ১২৪৯ সালে নিজেদের পরস্পরের মধ্যে ভেদবশতঃ পৃথিবীরাজ শাহাবুদ্দিন কর্তৃক পরাজিত হন। শাহাবুদ্দিন তাঁহাকে বন্ধ করিয়া জীবিতাবস্থায় স্বদেশে লইয়া যান এবং পরে স্বয়ং দিল্লীতে (ইন্দ্রপ্রস্থে) রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। মুসলমানদিগের রাজত্ব ৫৫ পুরুষের মধ্যে ৬১৩ বৎসর ছিল।

অনুভূমিকা (২)

আর্য্যাবর্তবাসীদিগের মধ্যে সত্যাসত্য নির্ণয়ের অবলম্বন স্বরূপ বেদবিজ্ঞা বিলুপ্ত হইলে অবিজ্ঞানিস্তার বশতঃ নানা মত মতান্তরের উৎপত্তি হয় ; ফলে জৈন প্রভৃতি বিজ্ঞাবিরুদ্ধমত সমূহ প্রচারিত হইতে থাকে। বাণ্মীকির রামায়ণ এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে জৈনের নামমাত্রও নাই, কিন্তু জৈন গ্রন্থসমূহে রামায়ণ এবং মহাভারতের রাম এবং কৃষ্ণ প্রভৃতির আখ্যায়িকা বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, জৈনমত এ সকল গ্রন্থের পরবর্তী। জৈনগণ বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের মত অতি প্রাচীন। যদি তাহাই হইত, তবে রামায়ণ প্রভৃতিতে অবশ্য তাঁহাদের কথা উল্লেখ থাকিত। অতএব জৈনমত এ সকল গ্রন্থের পরে প্রবর্তিত হইয়াছে।

যদি কেহ বলেন যে, জৈনগ্রন্থের উপাখ্যানসমূহ অবলম্বন করিয়া রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাস্তা—রামায়ণ প্রভৃতিতে তোমাদের গ্রন্থের উল্লেখ মাই কেন? অথচ জৈনগ্রন্থসমূহে রামায়ণ প্রভৃতির উল্লেখ থাকার কারণ কি? পুত্র কি কখনও পিতার জন্ম দেখিতে পায়? নিশ্চয় নহে। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, জৈন ও বৌদ্ধমত শৈব ও শাক্ত প্রভৃতি মতেরও পরবর্তী।

এই ষাটশ সমুদ্রাসে (১২) জৈনমত বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে সন্ধান উল্লেখ পূর্বক জৈনগ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এ বিষয়ে জৈনদিগের কিছু মনে করা উচিত নহে; কারণ তাঁহাদের মতবিষয়ে যাহা যাহা লিখিয়াছি সে সব আলোচনার উদ্দেশ্য সত্যাসত্যের নির্ণয়; বিরোধ অথবা অনিষ্টসাধন নহে। ইহা পাঠ করিলে জৈন, বৌদ্ধ অথবা অগর যে কোন সম্প্রদায় সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য চিন্তা করিবার এবং লিখিবার সুযোগ পাইবেন এবং তাহাতে তাঁহাদের জ্ঞানোদয়ও হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাদী প্রতিবাদীরূপে প্রীতিসহকারে তর্ক অথবা লিখিত বিচার না করা যায় ততক্ষণ

সত্যাসত্যের নির্ণয় হইতে পারে না। বিদ্বান্দিগের মধ্যে সত্যাসত্যের নির্ণয় না হইলে অবিদ্বান্দিগকে ঘোরতর অন্ধকারে পতিত হইয়া বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব সত্যের জয় এবং অসত্যের ক্ষয়ের জন্ত মিত্রভাবে তর্ক অথবা লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করা মানব জাতির প্রধান কর্তব্য। তদ্ব্যতীত তাহাদের কখনও উন্নতি হইতে পারে না।

বৌদ্ধ এবং জৈনমত সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বৌদ্ধ এবং জৈনগণ ব্যতীত অন্যান্য মতাবলম্বীদিগের পক্ষেও অপূর্ব লাভ ও জ্ঞানজনক হইবে। কারণ এই যে, জৈনগণ তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ অপর কোন মতাবলম্বীকে দেখিতে, পাঠ করিতে অথবা লিখিয়া লইতেও দেন না। বোম্বাই আর্চ্যাসমাজের মন্ত্রী শেঠ “সেবকলাল কৃষ্ণদাস” এবং আমার বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রমে কতকগুলি জৈনগ্রন্থ হস্তগত হইয়াছে। ঐসকল গ্রন্থ কান্নীস্থ “জৈন প্রভাকর” যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বোম্বাইতে “প্রকরণ রত্নাকর” নামক গ্রন্থখানিও মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতেও সকলের পক্ষে জৈন মত কি, তাহা জানা সহজ হইয়াছে।

ভাল, ইহা কিরূপ বিদ্বানের কার্য্য যে, নিজ মত সংক্রান্ত পুস্তকগুলি নিজেই দেখিবেন, অপর কাহাকেও দেখাইবেন না! ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, ষাঁহার ঐসকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে পূর্বেই সন্দেহ ছিল যে, তাঁহাদের গ্রন্থে অনেক অসম্ভব কথা আছে; অন্তমতাবলম্বিগণ ঐসকল পাঠ করিলে খণ্ডন করিবে এবং স্বমতাবলম্বিগণও ভিন্ন মত বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলে নিজ মতে বিশ্বাস হারাওয়া ফেলিবে। যাহা হউক, এমন অনেকেই আছেন, তাঁহারা নিজেদের দোষ দেখিতে পান না, কিন্তু অন্তের দোষ দেখিতে অত্যন্ত উৎসুক। ইহা স্মারসঙ্গত কথা নহে। কারণ প্রথমে নিজের দোষ দেখিয়া পরে অন্তের দোষ দেখা এবং সংশোধন করা কর্তব্য।

এখন বৌদ্ধ এবং জৈনমত বিষয়ক আলোচনা সদাশয় পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করা যাইতেছে। ইহা কিরূপ, তাহা তাঁহারা ই বিবেচনা করিবেন।

কিমধিকলেখন বুদ্ধিমন্ত্যেযু ॥

অথ দ্বাদশ সমুলসারম্ভঃ

অথ নাস্তিক মতান্তর্গত চারুবাক বৌদ্ধ জৈনমত খণ্ডন-
মণ্ডন বিষয়ানু ব্যাখ্যাস্ত্যামঃ ॥

বৃহস্পতি নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বেদ, ঐশ্বর এবং যজ্ঞাদি উত্তম
কর্মসমূহও স্বীকার করিতেন না। শুশুন তাঁহার মতে—

যাবজ্জীবং স্বখং জীবেষ্মাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ ।

ভস্মীভূতস্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কুতঃ ॥

মনুষ্যাদি কোন প্রাণী মৃত্যুর অগোচর নহে অর্থাৎ সকলকেই মরিতে
হইবে। অতএব যতদিন শরীরে জীব থাকে, ততদিন স্বখে থাকিবে। যদি
কেহ বলে যে ধর্ম্মাচরণে কষ্ট হয় বটে কিন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে পরজন্মে
বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহার প্রতি “চারুবাকের” উত্তর, “ওগো
তাই। তুমি নির্বোধ ; মৃত্যুর পর শরীর ভস্ম হইয়া যায়, যে ব্যক্তি পান-
ভোজন করিয়াছিল, সে পুনরায় সংসারে আসিবে না। যে কোনও রূপে হউক,
আনন্দে থাক ; সংসারে নীতি অনুসারে চল ; ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি কর এবং তদ্বারা
যথেষ্ট ভোগ কর। মনে রাখিও, এই লোকই আছে, পরলোক বলিয়া
কিছুই নাই। দেখ! পৃথিবী, জল, অগ্নি এবং বায়ু—এই চারি ভূতের
পরিণাম হইতে এই শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে এ সকলের যোগবশতঃ
চৈতন্য উৎপন্ন হয়। যেমন মাদক দ্রব্য সেবন করিলে মাদকতা (নেশা) উৎপন্ন
হয়, সেইরূপ জীব শরীরের সহিত উৎপন্ন হইয়া শরীরের নাশের সহিত স্বয়ং
নষ্ট হইয়া যায়। তাহা হইলে পাপ-পুণ্যের ফল কাহার হইবে ?

তচ্চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এব আত্মা দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ ॥

চারি ভূতের সংযোগ বশতঃ এই শরীরে জীবাত্মা উৎপন্ন হয় এবং এ সকলের
বিয়োগের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কারণ, মৃত্যুর পর কোম জীব প্রত্যক্ষ
হয় না। আমরা এক প্রত্যক্ষই মানি, কারণ প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমানাদি

হইতেই পারে না। অতএব মুখ্য প্রত্যক্ষের সম্মুখে অনুমানাদি গোণ বলিয়া তাহা গ্রহণীয় নহে। সুন্দরী ত্রীরা আলিঙ্গনে আনন্দ সম্ভোগ করা পুরুষার্থের ফল।” (উত্তর)—পৃথিব্যাদি ভূত জড়। জড় হইতে কখনও চেতনের উৎপত্তি হইতে পারে না। বর্তমানে পিতৃ-মাতৃসংযোগে দেহের উৎপত্তি হয়; কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর ব্যতীত মনুষ্যাদি শরীরের নিৰ্ম্মাণকর্তা অপর কেহ থাকিতে পারে না। মাদকতার আয় চেতনের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না। কারণ, চেতনেরই মাদকতা হইতে পারে, জড়ের নহে। পদার্থসমূহ নষ্ট অর্থাৎ অদৃশ্য হয়, কিন্তু কাহারও অভাব হয় না। এইরূপে অদৃশ্য হইলে জীবেরও অভাব হয়, এইরূপ মনে করা উচিত নহে। দেহের সহিত সংযোগ হইলেই জীবাত্মা প্রকট হয়। জীবাত্মা শরীর পরিত্যাগ করিলে, মৃতদেহ পূর্ব্বের আয় চেতনাযুক্ত থাকিতে পারে না। বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে :—

নাহং মোহং ত্রবীমি অনুচ্ছিত্তিধৰ্ম্মায়মাভ্যোতি ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, “হে মৈত্রেয়ি! আমি মোহবশতঃ বলিতেছিলাম, কিন্তু সত্যই আত্মা অবিনাশী। আত্মার সংযোগ বশতঃ শরীর চেষ্টা করে। জীবের শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর শরীরে কোন জ্ঞানই থাকে না। যদি দেহ হইতে পৃথক আত্মা না থাকে, তাহা হইলে বাহার সংযোগ বশতঃ চেতনতা এবং বিয়োগ বশতঃ জড়তা হয়, তাহা দেহ হইতে পৃথক। চক্ষু লকলকে দেখে, চক্ষু নিজেকে দেখিতে পায় না। সেইরূপ যে প্রত্যক্ষ করে, সে নিজেকে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। যেমন কেহ চক্ষুদ্বারা ঘটপটাদি দেখে, সেইরূপ জ্ঞানদ্বারা চক্ষুকে দেখে। দ্রষ্টা দ্রষ্টাই থাকে, দৃশ্য কখনও হয় না। যেমন আধার ব্যতীত আধেয়, কারণ ব্যতীত কার্য্য, অবয়বী ব্যতীত অবয়ব এবং কর্তা ব্যতীত কর্ম্ম থাকিতে পারে না, সেইরূপ কর্তা ব্যতীত প্রত্যক্ষ কিরূপে হইতে পারে? সুন্দরী ত্রীসংসর্গ পুরুষার্থের ফল হইলে, তজ্জনিত ক্ষণিক সুখদুঃখও পুরুষার্থের ফল। তাহা হইলে স্বর্গসুখের হানি হইলে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যদি বলেন যে, দুঃখমোচন এবং সুখবৃদ্ধির জন্ত যত্নবান্ হওয়া উচিত তাহা হইলে মুক্তিসুখের হানি হইবে। সুতরাং ইন্দ্রিয়সুখ পুরুষার্থের ফল নহে।

(চারবাক)—যাহারা দুঃখমিশ্রিত সুখ পরিত্যাগ করে, তাহারা মূর্খ। যেমন কৃষক ধাত্ত হইতে তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া তুষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ

সুখীগণ সংসারে সুখ গ্রহণ এবং দুঃখ বর্জন করিবেন। যাহারা ইহলোকের উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ করিয়া, অনুপস্থিত স্বর্গস্থলের ইচ্ছায় ধূর্তোপদিষ্ট বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তাহারা অজ্ঞান। যখন পরলোকই নাই, তখন তাহার আকাঙ্ক্ষা করা মূৰ্খতা। কারণ :—

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদান্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণনম্ ।

বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ ॥

চারবাক মতের প্রচারক “বৃহস্পতি” বলিতেছেন যে, নির্বোধ এবং পুরুষকারবিহীন লোকেরা অগ্নিহোত্র, ত্রিবেদ, ত্রিদণ্ড এবং ভস্মলেপন প্রভৃতি তাহাদের জীবিকা স্বরূপ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু কণ্টকবিন্দু হওয়া ইত্যাদি কারণে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম নরক, আর জগন্নিখ্যাত রাজা ও পরমেশ্বর হওয়া এবং দেহের নাশ হওয়াকে মোক্ষ বলে। মোক্ষ অল্প কিছুই নহে। (উত্তর)—বিষয়সুখমাত্রই পুরুষকারের ফল এবং বিষয়দুঃখের নিবৃত্তি মাত্রই কৃতকৃত্যতা ও স্বর্গ মনে করা মূৰ্খতা। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞের দ্বারা বায়ু, বৃষ্টি এবং জল পবিত্র হয়; তাহাতে আরোগ্য এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সিদ্ধ হয়। ইহা না জানিয়া বেদ, ঈশ্বর এবং বেদোক্ত কৰ্ম্মের নিন্দা করা ধূর্তের কার্য্য। ত্রিদণ্ড এবং ভস্মধারণের যে খণ্ডন করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত। কণ্টকাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখের নাম নরক হইলে তদপেক্ষা অধিক কষ্টকর মহারোগ প্রভৃতি নরক নহে কেন? ঐশ্বর্য্যশালী এবং প্রজাপালনে সমর্থ রাজাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা সঙ্গত, কিন্তু যে রাজা পাপী এবং অশ্রায়কারী, তাহাকেও পরমেশ্বরের স্তায় সম্মান করার মত মূৰ্খতা আর কি আছে? যদি শরীরবিরোগমাত্রকেই মোক্ষ বলা হয়, তাহা হইলে গর্দভ, কুকুর প্রভৃতি এবং তোমাদের মধ্যে প্রভেদ রহিল কি? কেবল আকৃতিমাত্রই প্রভেদ রহিল। (চারবাক)—

অগ্নিরুক্ষো জলং শীতং শীতস্পর্শস্তথাহনিলঃ ।

কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাত্তদব্যবস্থিতিঃ ॥ ১ ॥

ন স্বর্গো নাইপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ ।

নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥ ২ ॥

পশুশ্চেচ্ছিতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্কৌমে গমিষ্যতি ।
 স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মিন্ হিংস্রতে ॥ ৩ ॥
 মৃতানামপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধং চেতুপ্তিকারণম্ ।
 গচ্ছতামিহং জন্তুনাং ব্যর্থং পাথৈয়কল্পনম্ ॥ ৪ ॥
 স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ ।
 প্রাসাদস্তোপরিস্থানামত্র কস্মিন্ দীয়তে ॥ ৫ ॥
 যাবজ্জীবৎ স্বখং জীবদ্গুণং কৃত্বা মৃতং পিবেৎ ।
 ভক্ষ্যীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥ ৬ ॥
 যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেব বিনির্গতঃ ।
 কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ ॥ ৭ ॥
 ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্তিহ ।
 মৃতানাং প্রেতকার্যাণি ন তদ্বদবিদ্যতে কচিৎ ॥ ৮ ॥
 ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভগুধূর্তনিশাচরাঃ ।
 জফরীতুফরীত্যাди পণ্ডিতানাং বচঃ শ্রুতম্ ॥ ৯ ॥
 অশ্রুতাত্ৰ হি শিল্পস্ত পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 ভগৈস্তদ্বৎ পরৈশ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১০ ॥
 মাংসানাং খাদনং তদ্বমিশাচরসমীৰিতম্ ॥ ১১ ॥

চারবাক, আভাণক, বৌদ্ধ এবং জৈনমতে স্বভাব হইতে জগৎ উৎপন্ন
 হইয়াছে। স্বাভাবিক গুণের সহিত জীবাসংযোগে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়।
 জগতের কর্তা কেহই নাই ॥ ১ ॥ ইহাদের মধ্যে চারবাকের মত এইরূপ,
 কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনগণ পরলোক এবং জীবাত্মা স্বীকার করেন। চারবাক
 তাহা স্বীকার করেন না। অবশিষ্ট বিষয়ে উক্ত তিন সম্প্রদায়ের মতই প্রায়ঃ
 একরূপ; কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। তাঁহাদের মতে স্বর্গ,
 নরক এবং পরলোকগামী কোন আত্মা নাই। বর্ণাশ্রমের ক্রিয়াও ফলদায়ক
 নহে ॥ ২ ॥ যদি যজ্ঞে কোন পশু বধ করিয়া হোম করিলে সেই পশু
 স্বর্গে যায়, তবে যজমান তাহার পিতাকে বধ করিবার পর হোম করিয়া
 স্বর্গে প্রেরণ করে না কেন? ॥ ৩ ॥ যদি শ্রাদ্ধ তর্পণ মৃত জীবদিগের পক্ষে তৃপ্তিকর
 হয়, তাহা হইলে বিদেশযাত্রী পাথৈয়স্বরূপ অন্নবস্ত্র এবং টাকা-কড়ি সঙ্গে

লইয়া যায় কেন? যদি মৃতের নামে অর্পিত বস্তু স্বর্গে যায়, তাহা হইলে যাহারা বিদেশে গিয়াছে, তাহাদের আত্মীয়েরাও তাহাদের নামে বস্তু অর্পণ করিয়া বিদেশে প্রেরণ করিতে পারে। যদি প্রবাসী আত্মীয়গণ তাহা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে পরলোকবাসিগণ কিরূপে প্রাপ্ত হইবে? ॥ ৪ ॥ যদি মর্ত্যালোকের দানের দ্বারা স্বর্গবাসী তৃপ্ত হয়, তাহা হইলে গৃহের নিম্নস্থলে দান করিলে, উপরিস্থিত ব্যক্তিগণ তৃপ্ত হয় না কেন? ॥ ৫ ॥ অতএব যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল স্নাত্তেই জীবন যাপন করিবে। গৃহে কোন বস্তু না থাকিলে ঋণ করিয়া আনন্দ ভোগ করিবে; সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না কারণ যে শরীরে জীব পান-ভোজন করিয়াছে, সে শরীরের উভয়েই (ঋণদাতা ও গ্রহীতা) ফিরিয়া আসিবে না, তখন কে কাহার নিকট চাহিবে বা কে পরিশোধ করিবে? ॥ ৬ ॥ মৃত্যুর পর জীব শরীর হইতে বহির্গত হইয়া পরলোকে গমন করে, এইরূপ যে লোকোক্তি আছে তাহা মিথ্যা। কারণ তাহা সত্য হইলে পরলোকগত জীব কুটুম্বদিগের মোহে আসক্ত হইয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসে না কেন? ॥ ৭ ॥ সুতরাং এ সকল ভ্রান্তধারণ নিজের জীবিকার উপায় করিয়াছে। মৃতকের জন্ত দশগাত্ৰাদি ক্রিয়াও তাহাদের জীবিকার লীলা ॥ ৮ ॥ বেদরচয়িতা ভণ্ড, ধূর্ত এবং নিশাচর এই তিন। “জফরী”, তুফরী ইত্যাদি ধূর্ত পণ্ডিতদিগের বচন ॥ ৯ ॥ ধূর্তদিগের রচনা দেখুন। যজ্ঞমানের দ্রৌ অশ্লিষ্ট গ্রহণ করিবে, অশ্বের সহিত তাহার সমাগম করাইবে, যজ্ঞমানের কণ্ঠ্য সহিত ঠাট্টা পরিহাস করিবে—এই সব কথা ধূর্ত ভিন্ন অপর কেহ কি লিখিতে পারে? ॥ ১০ ॥ বেদে যেস্থলে মাংসভোজনের কথা লেখা হইয়াছে, তাহা রাক্ষসের রচনা ॥ ১১ ॥

(উত্তর)—চেতন পরমেশ্বর কর্তৃক নির্মিত না হইলে, জড় পদার্থসমূহ স্বাভাবিকভাবে নিয়মপূর্বক মিলিত হইয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি স্বভাব হইতেই হইত, তবে দ্বিতীয় সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং নক্ষত্রাদি লোক স্বয়ং নির্মিত হয় না কেন? ॥ ১১ ॥ স্নাত্তভোগের নাম স্বর্গ এবং দুঃখভোগের নাম নরক। জীবাত্মা না থাকিলে স্নাত্তদুঃখ কে ভোগ করিবে? বর্তমানের জ্ঞান পরজন্মেও জীব স্নাত্তদুঃখের ভোক্তা। বর্ণাশ্রমীদিগের সত্যভাষণ এবং পরোপকার প্রভৃতি ক্রিয়াও কি নিষ্ফল? কখনই না ॥ ২ ॥ বেদাদি সত্যশাস্ত্রে কোথাও পশু বধ করিয়া হোম করিবার কথা লিখিত হয় নাই। মৃতকের শ্রাদ্ধ-তর্পণও কপোলকল্পিত, কারণ, এ সকল বেদাদি সত্যশাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং ভাগবতাদি পুরাণমতাবলম্বীদিগের অনুকূল মত। এইজন্ত ইহার খণ্ডন অনিবার্য্য ॥ ৩৪।৫ ॥ বিজ্ঞান বস্তুর স্বভাব

কখনও হয় না ; বিজ্ঞান জীবেরও অভাব হইতে পারে না । দেহ ভঙ্গ্য হয়, কিন্তু জীব ভঙ্গ্য হয় না, জীব ত অশ্রু শরীরে গমন করে । অতএব ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যাহারা ঋণ করিয়া পরের অব্য ভোগ করিয়া, শোধ করে না তাহারা নিশ্চয়ই পাপী হয় এবং পরজন্মের দুঃখরূপ নরক ভোগ করে ॥ ৬ ॥ দেহ হইতে বহির্গত হইয়া জীব স্থানান্তরে গমন করে এবং দেহান্তর প্রাপ্ত হয় । তাহার পূর্বজন্ম ও কুটুম্ব প্রভৃতির কোন জ্ঞান থাকে না । এই জন্ম কুটুম্বদিগের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারে না ॥ ৭ ॥ ইঁ, ব্রাহ্মগণ তাহাদের জীবিকার জন্ম প্রেতকর্ষ রচনা করিয়াছে । ইহা বেদোক্ত নহে বলিয়া খণ্ডনীয় ॥ ৮ ॥

এখন দেখুন ! যদি চারবাক প্রভৃতি বেদাদি সত্যশাস্ত্র দর্শন পাঠ এবং শ্রবণ করিতেন তাহা হইলে কখনও বেদের নিন্দা করিতেন না এবং বলিতেন না যে, বেদ ভণ্ড, ধূর্ত এবং নিশাচরসদৃশ ব্যক্তিদিগের রচিত । অবশ্য মহীধর প্রভৃতি টীকাকারগণই ভণ্ড, ধূর্ত এবং নিশাচর সদৃশ ; ধূর্ততা তাঁহাদের, বেদের নহে । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, চারবাক, আভাগক, বৌদ্ধ এবং জৈনগণ মূল চারিবেদের সংহিতাগুলি দর্শন, শ্রবণ ও পাঠ করেন নাই এবং কোন বিদ্বানের নিকট অধ্যয়নও করেন নাই । এই নিমিত্ত তাঁহারা নষ্ট ভ্রষ্ট বুদ্ধি লইয়া নিরর্থক বেদের নিন্দা করিয়াছেন এবং ভ্রষ্টবুদ্ধি বামমার্গীদিগের প্রমাণশূন্য কপোল কল্পিত জঘন্য টীকাসমূহ পাঠ করিয়া বেদবিরোধী হইয়াছেন । ফলে তাঁহারা অবিভ্যাক্ষপী অতল সমুদ্রে নিপতিত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

ভাল, এস্থলে বিবেচ্য এইযে, স্ত্রীলোকের দ্বারা অশ্লিলগ্রহণ করান, অশ্লের সহিত তাহার সমাগম করান, যজ্ঞমানের কণ্ঠার সহিত হাস্য পরিহাস করা—বামমার্গী ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে । এসকল মহাপাপী বামমার্গী ব্যতীত কে এমন ভ্রষ্ট, অশুদ্ধ, বেদার্থবিরুদ্ধ বেদব্যাখ্যা করিবে ? চারবাক প্রভৃতির জন্ম দুঃখ হয় যে তাঁহারা নির্বিচারে বেদের নিন্দায় তৎপর হইয়াছিলেন এবং স্বীয় বুদ্ধির কোনই সম্ভাবহার করেন নাই । তাঁহাদের দুর্ভাগ্য এই যে সত্যাসত্যের বিচার পূর্বক সত্যের মণ্ডন এবং অসত্যের খণ্ডন করিবার মত বিজ্ঞা তাঁহাদের ছিল না ॥ ১০ ॥ মাংসভোজনের কথাও বামমার্গী টীকাকারদিগের লীলা । এই নিমিত্ত তাহাদিগকে রাক্ষস বলা উচিত । বেদে কোনও স্থলে মাংসভোজনের উল্লেখ মাত্রও নাই । সুতরাং যে সকল টীকাকার বেদ না জানিয়া শুনিয়া বেদের মনগড়া নিন্দা করিয়াছেন, এসকল মিথ্যা বলার

পাপ নিশ্চয়ই তাঁহাদের স্বক্ষে পতিত হইবে। ইহা সত্য যে, তাঁহারা বেদবিরোধী হইয়াছিলেন, হইয়াছেন এবং হইবেন, তাঁহারা অবিচারপী অন্ধকারে নিপতিত হইয়া সুখের পরিবর্তে যতই দারুণ দুঃখ ভোগ করিবেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে ততই অল্প হইবে। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই বেদামুকুল আচরণ করা কর্তব্য ॥ ১১ ॥

বামমার্গিগণ মিথ্যা কপোল কল্পনা করিয়া বেদের নামে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে অর্থাৎ যথেষ্ট মত্তপান, মাংসভোজন, পরস্রোগমনাদি দুষ্ট কর্মের প্রবর্তনকল্পে বেদের উপর কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে। ইহাদের দেখাদেখি, চারবাক, বৌদ্ধ ও জৈনগণও বেদের নিন্দা করিতে আরম্ভ করে, নিজেরা পৃথক এক বেদবিরুদ্ধ, অনীশ্বরবাদী অর্থাৎ নাস্তিক মত প্রচলন করিল। চারবাকাদি যদি বেদের মূল অর্থ আলোচনা করিতেন তবে মিথ্যা টীকাসমূহ দেখিয়া সত্য বেদমত পরিভাগ করিতেন কি? কি করা যায়! হতভাগাদের “বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি”। যখন নষ্ট ভ্রষ্ট হওয়ার সময় আসে তখনই মানুষের বুদ্ধি বিপরীত হয়। এখন চারবাক প্রভৃতির মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা লিখিত হইতেছে। তাঁহারা অনেক বিষয়ে একমত। চারবাক দেহের উৎপত্তির সহিত জীবের উৎপত্তি এবং দেহনাশের সহিত জীবের নাশ স্বীকার করেন না। তাঁহারা পুনর্জন্ম এবং পরলোক মানেন না এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত অনুমানাদি প্রমাণ স্বীকার করেন না। চারবাক শব্দের অর্থ বাক্যপ্রয়োগে প্রাগল্ভ, বিশেষার্থ “বৈতণ্ডিক”। বৌদ্ধ এবং জৈনগণ প্রত্যক্ষাদি চারি প্রমাণ, অনাদি জীব, পুনর্জন্ম, পরলোক এবং মুক্তিও স্বীকার করেন। চারবাকের সহিত বৌদ্ধ এবং জৈনের এতটা মতভেদ আছে। নাস্তিকতা, বেদ ও ঈশ্বর নিন্দা, পরমতর্ষস, অতঃপর আলোচ্য হয় যত্ন (হয় কর্ম) এবং জগতের অকর্তৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সকলেই একমত। চারবাকমত সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।

এখন বৌদ্ধমত সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে—

কার্য্যকারণভাবাচ্ছা স্বভাবাচ্ছা নিয়ামকাৎ ।

অবিনাভাবনিয়মো দর্শনাস্তরদর্শনাৎ ॥

কার্য্য-কারণভাব অর্থাৎ কার্য্যদর্শনে কারণের এবং কারণদর্শনে কার্য্যাদির সাক্ষাৎকার হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষদ্বারা শেষে অনুমান হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত

প্রাণীদিগের সম্পূর্ণ ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে না। এই সব লক্ষণ দ্বারা অনুমানের প্রাধান্য স্বীকার করাতে চারবাক হইতে বৌদ্ধ একটি পৃথক শাখা হইয়াছে।

বৌদ্ধ চারি প্রকারের—প্রথম “মাধ্যমিক”, দ্বিতীয় “যোগাচার”, তৃতীয় সৌত্রান্তিক এবং চতুর্থ “বৈভাষিক”। “বুদ্ধা নির্বর্ততে স বৌদ্ধঃ”। বুদ্ধি দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় অর্থাৎ যে যে বিষয় নিজের বুদ্ধিতে বুঝা যায় তাহা তাহা মান্য এবং যাহা যাহা নিজের বোধগম্য হয় না তাহা তাহা অস্বীকার করা বৌদ্ধদের লক্ষণ। বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রথম “মাধ্যমিক” সর্বশূন্যবাদী অর্থাৎ তাঁহাদের মতে যাবতীয় পদার্থ শূন্য অর্থাৎ আদিতে এবং অন্তে থাকে না, মধ্যে প্রতীতি হইলে প্রতীতিকালে থাকিয়া পরে শূন্য হইয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, উৎপত্তির পূর্বের ঘট ছিল না, প্রধ্বংসের পর থাকে না এবং ঘটজ্ঞান কালে ভাসমান হইয়া পদার্থান্তরে যাইতে যাইতে ঘটজ্ঞান থাকে না। অতএব শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব। দ্বিতীয় “যোগাচার” বাহ্যশূন্যতাবাদী; অর্থাৎ পদার্থসমূহ অভ্যন্তরস্থ জ্ঞানের মধ্যে ভাসমান হয়, বাহিরে নহে। যেমন আত্মায় ঘটজ্ঞান আছে বলিয়াই মনুষ্য বলে “ইগা ঘট”। ভিতরে জ্ঞান না থাকিলে বলিতে পারিত না। ইহারা এইরূপ মানে। তৃতীয় “সৌত্রান্তিক” দিগের মতে বাহিরে বস্তুর অনুমান হয়, কিন্তু বাহিরে সাদৃশ্যপাদ কোন বস্তু প্রত্যক্ষ হয় না; একদেশে প্রত্যক্ষ হওয়াতে শেষে অনুমান হইয়া থাকে। তাহাদের মত এইরূপ। চতুর্থ “বৈভাষিক”দিগের মতে পদার্থ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়, ভিতরে নহে। উদাহরণ স্বরূপ, “অয়ং নীলো ঘটঃ”—এই প্রতীতির মধ্যে নীলবর্ণ ঘটাকৃতি বাহিরে প্রতীত হয়। তাহারা এইরূপ মানে। বুদ্ধ সকল বৌদ্ধের আচার্য্য হওয়া সত্ত্বেও শিষ্যদিগের বুদ্ধিতেই বণতঃ চতুর্বিধ শাখা হইয়াছে। সূর্য্যাস্তের পর লম্পটগণ পরস্পরীকমানে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তখন সূর্য্যগণ সত্যভাষণাদি সংকল্প করিয়া থাকেন। সুতরাং একই সময়ে স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে লোকে ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত চারিটি শাখার মধ্যে “মাধ্যমিক” মতে সমস্তই কণিক অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে বুদ্ধির পরিণাম হওয়াতে পূর্ব্বক্ষণে যে বস্তু যে রূপ জ্ঞাত ছিল, পরক্ষণে তাহা সেইরূপ থাকে না। সুতরাং সমস্তই কণিক। তাহারা এইরূপ মানে। দ্বিতীয় “যোগাচার” মতে সমস্ত প্রবৃত্তি দুঃখরূপ; কারণ কোন বস্তুর প্রাপ্তিতে কেহই সন্তুষ্ট থাকে না। একটির প্রাপ্তিতে অন্যটির প্রাপ্তির ইচ্ছা

বর্তমানই থাকে। তৃতীয় “সৌত্রাস্তিক” মতে পদার্থসমূহ স্ব স্ব লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, গোচিহ্ন দ্বারা গো ও অশ্বচিহ্ন দ্বারা অশ্ব জানা যায়। অতএব লক্ষণ সর্বদা লক্ষ্যের মধ্যে থাকে। তাহারাই এইরূপ বলে। চতুর্থ “বৈভাষিক” মতে শূণ্যই একমাত্র পদার্থ। বৈভাষিকগণ মাধ্যমিক মতের সর্বশূণ্যবাদ স্বীকার করেন। বৌদ্ধদিগের অনেক বিবাদী পক্ষও আছে। এইরূপে তাঁহারা চারিপ্রকার ভাবনা স্বীকার করেন। (উত্তর)—যদি সমস্তই শূণ্য হয়, তাহা হইলে শূণ্যের জ্ঞাতা শূণ্য হইতে পারে না এবং শূণ্য শূণ্যকে জানিতে পারে না। সুতরাং শূণ্যের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুই পদার্থ সিদ্ধ হয়। যদি “যোগাচার” বাহ্যশূন্যতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে পর্বত তাঁহার ভিতরে থাকা উচিত। যদি বলেন যে, পর্বত ভিতরে আছে তবে তাঁহার হৃদয়ে পর্বতসদৃশ অবকাশ কোথায়? অতএব পর্বত বাহিরে থাকে কিন্তু পর্বতজ্ঞান আশ্চর্য থাকে। সৌত্রাস্তিক কোন পদার্থকে প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহা হইলে তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার বাক্যও অনুমান সাপেক্ষ হওয়া উচিত, প্রত্যক্ষ নহে। যদি কোন পদার্থই প্রত্যক্ষ না হয়, তবে “অয়ং ঘটঃ” এইরূপ প্রয়োগও হওয়া উচিত নহে; কিন্তু “অয়ং ঘটেকদেশঃ” ইহা ঘটের একদেশ, এইরূপ প্রয়োগ হওয়া উচিত। ঘটের এক দেশের নাম ঘট নহে, কিন্তু সমুদায়ের নাম ঘট। “ইহা ঘট” এই বলিলে ঘট প্রত্যক্ষ, অনুমেয় নহে, কারণ সমস্ত অবয়বের মধ্যে অবয়বী এক। অবয়বী একের প্রত্যক্ষ হইলে ঘটের সমস্ত অবয়বও প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ সাবয়ব ঘট প্রত্যক্ষ হয়। চতুর্থ বৈভাষিক মতে বাহ্য পদার্থ প্রত্যক্ষ, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ যে স্থলে জ্ঞাতা এবং জ্ঞান থাকে, সেই স্থলেই প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যক্ষের বিষয় বাহিরে থাকে, কিন্তু তদাকার জ্ঞান আশ্চর্য হয়। যদি কণিক পদার্থ এবং ঐ পদার্থের জ্ঞানও কণিক হয়, তাহা হইলে, “প্রত্যভিজ্ঞা” অর্থাৎ “আমি একথা বলিয়াছিলাম” এইরূপ স্মরণ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু পূর্বদৃষ্ট এবং পূর্বশ্রুত বিষয়েরই স্মরণ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত কণিকবাদও যুক্তিসঙ্গত নহে। যদি সমস্তই দুঃখ হয় এবং সুখ কিছুই না থাকে, তাহা হইলে রাত্রির অপেক্ষায় দিন এবং দিনের অপেক্ষায় রাত্রির স্থায় সুখের অপেক্ষা ব্যতীত দুঃখ সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব সমস্তই দুঃখ, এই মত যুক্তিসঙ্গত নহে। স্বলক্ষণ মানিলে নেত্র রূপের লক্ষণ এবং রূপ লক্ষ্য। যেমন ঘটের রূপ ঘটের রূপের লক্ষণ। চক্ষু লক্ষণ হইতে পৃথক। পক্ষান্তরে গন্ধ পৃথিবী হইতে অভিন্ন এইরূপ

ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য এবং লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। শূন্যের যে উত্তর পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, এস্থলে তাহাই গ্রহণীয় অর্থাৎ শূন্যের জ্ঞাতা শূন্য হইতে ভিন্ন।

সর্বস্য সংসারস্য দুঃখাত্মকত্বং সর্ববীৰ্য্যকরসংগতম্ ॥

বঁাহারা বৌদ্ধদিগের তীর্থঙ্কর, তাঁহাদিগকে জৈনগণও মানেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। তাঁহারা সকলেই পূর্বোক্ত ভাবনাচতুষ্টয় অর্থাৎ চারি প্রকার ভাবনা দ্বারা বাসনাসমূহের নিবৃত্তি বশতঃ শূন্যরূপ নির্বাণ অর্থাৎ মুক্তি স্বীকার করেন। তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্যদিগকে যোগাচার সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহাদের মতে গুরুবাক্যই প্রমাণ এবং অনাদি বুদ্ধিতে বাসনা উৎপন্ন হয় বলিয়া বুদ্ধি অনেকাকার হইয়া ভাসমান হয়। তন্মধ্যে প্রথমতঃ স্কন্ধ :—

রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারসংজ্ঞকঃ ॥

(প্রথম) ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যে রূপাদি বিষয় গৃহীত হয় তাহাকে “রূপস্কন্ধ”, (দ্বিতীয়) আলায়বিজ্ঞান প্রবৃত্তির জ্ঞান হওয়া কার্য্যকে “বিজ্ঞানস্কন্ধ”, (তৃতীয়) রূপস্কন্ধ এবং বিজ্ঞানস্কন্ধ হইতে উৎপন্ন সূত্রদুঃখ প্রভৃতির প্রতীতিরূপ ব্যবহারকে “বেদনাস্কন্ধ”, (চতুর্থ) গণাদি সংজ্ঞার সহিত নামীর সম্বন্ধ স্বীকার রূপ ব্যবহারকে “সংজ্ঞাস্কন্ধ” এবং (পঞ্চম) বেদনাস্কন্ধ হইতে উৎপন্ন রাগ ঘৃষাদি ক্রোধ এবং ক্রোধাত্মকাদি উপক্রোধ, মদ, প্রমাদ, অভিমান, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মরূপ ব্যবহারকে “সংস্কারস্কন্ধ” বলে। সমস্ত সংসার দুঃখ, দুঃখের আলায় এবং দুঃখের সাধন স্বরূপ, এইরূপ ভাবনা করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হওয়া বৌদ্ধদিগের মত। চারবাকদিগের মধ্যে বিশেষ এই যে, তাঁহারা মুক্তি, অনুমান এবং জীব স্বীকার করেন না।

দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ ।

ভিগ্ধস্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্ব্বহুভিঃ কিল ॥ ১ ॥

গন্তীরোত্তানভেদেন কচিচ্চোভয়লক্ষণঃ ।

ভিন্না হি দেশনা ভিন্ন শূন্যতাদ্বয়লক্ষণা ॥ ২ ॥

অর্থানুপার্জ্য বহুশো দ্বাদশায়তনানি বৈ ।

পরিতঃ পূজনীয়ানি কিমনৈরিহ পূজিতৈঃ ॥ ৩ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঠৈব তথা কর্মেন্দ্রিয়াণি চ ।

মনো বুদ্ধিরিতি প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং বুধৈঃ ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী, অনাসক্ত, জীবমুক্ত, যিনি লোকনাথ বুদ্ধ প্রভৃতি তীর্থঙ্কর-দিগের তত্ত্ববেত্তা, যিনি বিভিন্ন পদার্থের উপদেষ্টা এবং বহুরূপে ও বহু উপায়ে যিনি বর্ণিত হইয়াছেন তাঁহাকে মায়া করিবে ॥ ১ ॥ ভিন্ন ভিন্ন গুরুদিগের প্রদত্ত পূর্বোক্ত শূন্যতা লক্ষণযুক্ত উপদেশ সমূহ মায়া করিবে। ঐসকল অত্যন্ত গভীর এবং প্রসিদ্ধ ভেদে কোনস্থলে গুপ্ত ও কোনস্থলে প্রকট ॥ ২ ॥ দ্বাদশায়তন পূজাই মোক্ষদায়িনী। তজ্জন্ম বহু ধনসামগ্রী সংগ্রহ করিবে এবং দ্বাদশায়তন অর্থাৎ দ্বাদশ প্রকারের স্থানবিশেষ নির্মাণ করিয়া সর্বতোভাবে পূজা করিবে। অপর কাহারও পূজা করিবার প্রয়োজন কি? ॥ ৩ ॥ ইহাদের দ্বাদশায়তন পূজা এই—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রোত্র, চক্ষু, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা; পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক, হস্ত, পাদ, গৃহ এবং উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধিকে সংস্কার অর্থাৎ আনন্দে প্রবৃত্ত রাখা ইত্যাদি বৌদ্ধদিগের মত ॥ ৪ ॥

(উত্তর)—সমস্ত সংসার দুঃখরূপ হইলে তাহাতে কোন জীবের প্রবৃত্তি থাকি বচিত নহে। কিন্তু সংসারে জীবের প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। অতএব সমস্ত সংসার দুঃখরূপ হইতে পারে না। কিন্তু সংসারে সুখ ও দুঃখ দুইই আছে। বৌদ্ধগণ এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন যে সংসার দুঃখরূপ, তাহা হইলে তাঁহারা পানভোজন এবং ঔষধ পণ্য প্রভৃতি সেবন করিয়া শরীর রক্ষায় যত্নবান হইয়া সুখ কেন চান? যদি বলেন “আমরা যত্নবান হই বটে কিন্তু তাহাকে কেবল দুঃখই মনে করি”। তাহাও অসম্ভব; কারণ জীব সুখ জানিয়া প্রবৃত্ত এবং দুঃখ জানিয়া নিবৃত্ত হয়। সংসারে ধর্ম্মামুষ্ঠান, বিদ্যা এবং সংস্কার প্রভৃতি যাবতীয় শ্রেষ্ঠ কার্য সুখকর। বৌদ্ধ ব্যতীত কোন বিদ্বান এসকল দুঃখজনক বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

পূর্বোক্ত পঞ্চ স্বরূপ একেবারে অপূর্ণ। কারণ এ সকল পরীক্ষা করিলে এক একটি স্বরূপ মধ্যে অনেক ভেদ হইতে পারে। অনাদি, নাথদিগেরও নাথ পরমাত্মার পরিবর্তে যে সকল তীর্থঙ্করকে উপদেষ্টা এবং লোকনাথ বলিয়া মায়া করা হয়, সেই তীর্থঙ্করদিগকে কে উপদেশ দিয়াছেন? যদি বলেন, তাঁহারা নিজে নিজেই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তবে তাহা অসম্ভব, যেহেতু

কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না। অথবা যদি মনে করা যায় যে, তাঁহাদের মতানুসারে তাহা হইতে পারে, তবে এখনও তাঁহাদের মধ্যে অধ্যয়ন অধ্যাপন, শ্রবণ শ্রাবণ এবং জ্ঞানীদিগের সংসর্গ ব্যতীত কেহই জ্ঞানবান হন না কেন? যেহেতু হন না, অতএব এইরূপ কখন সর্ববিধা ভিত্তিহীন, যুক্তিশূণ্য এবং সন্নিপাত রোগীর প্রলাপসদৃশ। যদি বৌদ্ধমতে সমস্তই শূণ্যরূপ অদ্বৈত হয়, তবে তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ বিজ্ঞমান বস্তু কখনও শূণ্যরূপ হইতে পারে না। অবশ্য তাহা সূক্ষ্ম কারণরূপে পরিণত হয়। অতএব তাঁহাদের উক্তি ভ্রান্তিপূর্ণ।

যদি উপার্জিত অর্থব্যয় দ্বারা দ্বাদশায়তন পূজাকে মোক্ষসাধক বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে দশ প্রাণ এবং একাদশ জীবাত্মার পূজা করেন না কেন? যদি ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের পূজাও মোক্ষসাধক হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধ ও বিষয়াসক্তদিগের মধ্যে কি প্রভেদ রহিল? যদি বৌদ্ধগণ বিষয়াসক্তি হইতে নিস্তার পাইলেন না, তবে তাঁহাদের মুক্তিই বা কোথায় রহিল! আর এক্ষেত্রে মুক্তির প্রয়োজনই বা কি? অবিজ্ঞাবিষয়ে বৌদ্ধগণ কি প্রকার উন্নতিই না করিয়াছেন! এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে এমন কেহই নাই। বাস্তবিক বেদ এবং ঈশ্বরের সহিত বিরোধ করিয়া তাঁহারা এই ফল লাভ করিলেন যে, প্রথমতঃ সমস্ত সংসারকে দুঃখরূপ ভাবনা করিয়া পরে মধ্যস্থলে দ্বাদশায়তন পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই দ্বাদশায়তন পূজা কি পার্শ্বিক বস্তুর পূজা ব্যতীত অণু কিছু? যদি ওদ্বারা মুক্তিলাভ হইতে পারে, তবে কি কেহ চক্ষু বন্ধ করিয়া অন্বেষণ করিলেও রত্নলাভ করিতে পারে? বেদ এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকায় ইহাদের এমনই লীলা-খেলা হইয়াছে! যদি এখনও সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা বেদ এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া জীবন সফল করুন। “বিবেকবিলাস” নামক গ্রন্থে বৌদ্ধমত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

বৌদ্ধানাং স্তগতো দেবো বিশ্বং চ ক্ষণভঙ্গুরম্ ।

আর্য্যাসত্ত্বাখ্যাদত্বচতুষ্টয়মিদং ক্রমাৎ ॥ ১ ॥

দুঃখমায়তনং চৈব ততঃ সমুদয়ো মতঃ ।

মার্গশ্চেত্যস্ত চ ব্যাখ্যা ক্রমেণ শ্রয়তামতঃ ॥ ২ ॥

দুঃখসংসারিণক্ষকাস্তে চ পঞ্চ প্রকীর্তিতাঃ ।

বিজ্ঞানং বেদনাসংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ ॥ ৩ ॥
 পঞ্চেন্দ্রিয়াণি শব্দা বা বিষয়াঃ পঞ্চ মানসম্ ।
 ধৰ্ম্মায়তনমেতানি দ্বাদশায়তনানি তু ॥ ৪ ॥
 রাগাদীনাং গণো যঃ স্তাৎ সমুদেতি নৃণাং হৃদি ।
 আত্মাত্মীয়স্বভাবাখ্যঃ স স্তাৎ সমুদয়ঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥
 কণিকাঃ সৰ্ব্বসংস্কারা ইতি যা বাসনা স্থিরা ।
 স মার্গ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স চ মোক্ষোহভিধীয়তে ॥ ৬ ॥
 প্রত্যক্ষানুমানং চ প্রমাণং দ্বিতয়ং তথা ।
 চতুঃপ্রস্থানিকা বৌদ্ধাঃ খ্যাতা বৈভাষিকাদয়ঃ ॥ ৭ ॥
 অথো জ্ঞানান্বিতো বৈভাষিকেণ বহু মন্যতে ।
 সৌত্রান্তিকেন প্রত্যক্ষগ্রাহোহর্থো ন বহির্মতঃ ॥ ৮ ॥
 আকারসহিতাবুদ্ধির্যোগাচারস্য সম্মতা ।
 কেবলাং সংবিদাং স্বস্থাং মন্যন্তে মধ্যমাঃ পুনঃ ॥ ৯ ॥
 রাগাদি জ্ঞানসম্ভানবাসনাচ্ছেদসম্ভবা ।
 চতুর্গামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ১০ ॥
 কৃতিঃ কমণ্ডলুশ্মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ববাহুভোজনম্ ।
 সংঘো রক্তান্বরত্বং চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিঃ ॥ ১১ ॥

ভৃগুতদেব ভগবান বুদ্ধ বৌদ্ধদিগের পূজনীয়, জগৎ কণভঙ্গুর, আর্য্য পুরুষ
 ও আর্য্য স্ত্রী এবং তত্ত্বসমূহের আখ্যা সংজ্ঞাদি প্রসিদ্ধি—এই চারিটি বৌদ্ধদিগের
 মস্তব্য বিষয় ॥ ১ ॥ এই বিশ্ব দুঃখের আলায় স্বরূপ, ইহা জানিতে পারিলে মনুষ্য
 সমুদয় অর্থাৎ উন্নতি লাভ করে । এসকল বিষয়ের ব্যাখ্যা ক্রমশঃ প্রবণ কর ॥ ২ ॥
 সংসারে কেবল দুঃখই আছে । পূর্বোক্ত পঞ্চ স্বরূপ সম্যকরূপে জানিবে ॥ ৩ ॥
 পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এ সকলের শব্দাদি পঞ্চ বিষয় এবং মন বুদ্ধি ও অন্তঃকরণ
 ধর্ম্মের এই দ্বাদশ স্থান ॥ ৪ ॥ মনুষ্যের হৃদয়ে যে রাগদ্বेषাদি সমূহের উৎপত্তি হয়,
 ঐ সকলকে সমুদয় এবং আত্মা ও আত্মার স্বভাব এবং গুণকে আখ্যা
 বলে । এ সকল হইতে পুনরায় সমুদয় হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ সমস্ত সংস্কার
 কণিক । বাসনার স্থিরতাই বৌদ্ধদিগের পন্থা । উক্ত শূন্যত্ব শূন্যরূপ হওয়ার নাম
 মোক্ষ ॥ ৬ ॥ বৌদ্ধগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণই স্বীকার করেন । ইহাদের

মধ্যে চারি প্রকার ভেদ আছে যথা—বৈভাবিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার এবং মাধ্যমিক ॥ ৭ ॥ তন্মধ্যে বৈভাবিকমতে জানে যে পদার্থ আছে, তাহাই বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার্য। যাহা জানে নাই, সিদ্ধপুরুষগণ তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারেন না। সৌত্রান্তিকগণ ভিতরকে প্রত্যক্ষ পদার্থ স্বীকার করেন, বাহিরকে নহে ॥ ৮ ॥ যোগাচার আকারবিশিষ্ট বিজ্ঞানযুক্ত বুদ্ধি স্বীকার করেন এবং মাধ্যমিক কেবল নিজের মধ্যে পদার্থ সমূহের জ্ঞান মাত্র মানেন, পদার্থ স্বীকার করেন না ॥ ৯ ॥ চারি প্রকার বৌদ্ধ মতেই রাগাদি জ্ঞানপ্রবাহের বাধনার নাশ হইতে মোক্ষলাভ হয় ॥ ১০ ॥ যুগাদির চর্মা, কমণ্ডলু, মুণ্ডিত মস্তক, বকল বস্ত্র, পূর্বাহ্নে অর্থাৎ নয় ঘটিকার পূর্বে ভোজন, নিঃশব্দ না থাকা এবং রক্তবস্ত্র ধারণ—ইহাই বৌদ্ধ সাধুর লক্ষণ ॥ ১১ ॥

(উত্তর)—যদি সুগত বুদ্ধই বৌদ্ধদিগের দেব হন, তাহা হইলে তাঁহার গুরু কে ছিলেন? বিশ্ব ক্ষণভঙ্গুর হইলে, দীর্ঘ কাল পূর্বে দৃষ্ট পদার্থের “ইহা তাহাই”, এইরূপ স্মরণ হইতে পারে না। যাহা ক্ষণভঙ্গুর তাহা পদার্থ রূপেই থাকে না; সুতরাং কাহার স্মরণ হইবে? ক্ষণিকবাদই বৌদ্ধদের মার্গ হইলে তাঁহাদের মোক্ষও ক্ষণভঙ্গুর হইবে। যদি জ্ঞানবিশিষ্ট অর্থই জ্ঞান হয়, তবে জড় জীবো জ্ঞান থাকা উচিত। তবে তাহা সঞ্চালন প্রভৃতি ক্রিয়া কাহার উপর করে? ভাল, যাহা বাহিরে দৃষ্ট হয় তাহা মিথ্যা কিরূপে হইতে পারে? বুদ্ধি আকারবিশিষ্ট হইলে দৃশ্য হওয়া উচিত। যদি কেবলমাত্র জ্ঞানই জ্ঞানে আচ্ছাদিত হয় এবং বাহ্য পদার্থকে বল ও জ্ঞান বলিয়াই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জ্ঞেয় পদার্থ বাতীত জ্ঞান হইতে পারে না। যদি বাসনাচ্ছেদই মুক্তি হয়, তবে সুবৃষ্টি অবস্থাতেও মুক্তি হয় বলিয়া মনে করা উচিত। কিন্তু এইরূপ মনে করা বিভাবিক, সুতরাং গর্হিত। বৌদ্ধদিগের মতবাদ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। ইহা পাঠ করিলে বুদ্ধিমান এবং বিচারশীল পুরুষেরা জানিতে পারিবেন যে তাঁহাদের বিভাবুদ্ধি এবং মতবাদ কিরূপ। জৈনগণও ইহা স্বীকার করেন।

অতঃপর জৈনমত বর্ণনা করা যাইতেছে।

প্রকরণরত্নাকর প্রথম ভাগ, নয়চক্রসারে নিম্নলিখিত বিষয় লিখিত আছে যে—বৌদ্ধগণ এক এক সময়ে নব নব ভাবে (১) আকাশ, (২) কাল, (৩) জীব এবং (৪) পুণ্ডল (পরমাণু)—এই চারি জ্ঞেয় স্বীকার করেন।

জৈনগণ ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদগলাস্তিকায়, জীবাস্তিকায় এবং কাল—এই ছয় জব্য স্বীকার করেন; তন্মধ্যে কালকে আস্তিকায় স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহাদের মতে কাল উপচার বশতঃ জব্য; কিন্তু যস্যার্থতঃ তাহা নহে। আস্তিকায় সমূহের মধ্যে “ধর্মাস্তিকায়” পরিণামিহ বশতঃ পরিণাম প্রাপ্ত জীব এবং পুদগল গতি ধারণের অবলম্বন স্বরূপ। ইহা অসংখ্য স্থানে এবং অসংখ্য লোকে অনন্ত পরিমাণে ব্যাপক হইয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয় “অধর্মাস্তিকায়”। ইহা স্থিরতা বশতঃ পরিণামী আত্মা এবং পরমাণু সমূহের ধারণের হেতু স্বরূপ। তৃতীয় “আকাশাস্তিকায়”। ইহা সকল জব্যের আধার এবং অবগাহন, প্রবেশ ও বহির্গমন প্রভৃতির কর্তা জীব ও পুদগলের অবগাহন হেতু এবং সর্বব্যাপী। চতুর্থ “পুদগলাস্তিকায়”। ইহা কারণ স্বরূপ সূক্ষ্ম, নিত্য, এক রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ কার্যের লিঙ্গ, পূর্ণ করিবার এবং জবীভূত হইবার স্বভাববিশিষ্ট। পঞ্চম “জীবাস্তিকায়”। ইহা চেতনালক্ষণ জ্ঞান এবং দর্শনের উপযুক্ত, অনন্ত পর্যায় বশতঃ পরিণামী, কর্তা এবং ভোক্তা। ষষ্ঠ “কাল” যাহা পূর্বোক্ত পাঁচ আস্তিকায়ের পরম, অপরম, নবীন ও প্রাচীনত্বের চিহ্ন স্বরূপ প্রসিদ্ধ এবং বর্তমান রূপ পর্যায়যুক্ত তাহাকে কাল বলে।

(সমীক্ষক)—বৌদ্ধগণ যে চারি জব্যকে প্রত্যেক সময়ে নূতন নূতন হয় বলিয়া মনে করেন, তাহা মিথ্যা। কারণ আকাশ, কাল, জীব এবং পরমাণু কখনও নূতন অথবা পুরাতন হয় না; এসকল অনাদি এবং কারণ রূপে অবিনাশী। অতএব এসকলের মধ্যে নূতনত্ব কিংবা পুরাতনত্ব ঘটিতে পারে না। এসকল বিষয়ে জৈনদিগের মতও সঙ্গত নহে। কারণ ধর্ম্য এবং অধর্ম্য জব্য নহে, কিন্তু গুণ। এই দুইটি জীবাস্তিকায়ের অন্তর্গত। অতএব আকাশ, পরমাণু, জীব এবং কাল, এসকল মানাই সঙ্গত। বস্তুতঃ বৈশেষিকে যে নয় জব্য স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাই যথার্থ। কারণ পৃথিব্যাदि পাঁচ তত্ত্ব, কাল, দিক্, আত্মা এবং মন এই নয়টি নিশ্চয়ই পৃথক পৃথক পদার্থ। একমাত্র জীবকেই চেতন মনে করা এবং ঈশ্বর না মানা জৈন এবং বৌদ্ধদিগের পক্ষে মিথ্যা পক্ষপাতের কথা।

বৌদ্ধ এবং জৈনগণ যে সপ্তভঙ্গী এবং স্তাদ্বাদ মানেন, তাহা এইরূপ—
“সন্ ঘটঃ”, ইহাকে প্রথম ভঙ্গ বলে। কারণ ঘটের বিজ্ঞমানতা অর্থাৎ “বট আছে”, এই বাক্য ঘটাব্যবের বিরোধ করিল। দ্বিতীয় ভঙ্গ, “অসন্

ঘটঃ” অর্থাৎ “ঘট নাই”; প্রথম ঘটের ভাব এবং এই ঘটের অভাব বশতঃ দ্বিতীয় ভঙ্গ হইল। তৃতীয় ভঙ্গ, “সন্নসন্ন ঘটঃ”, অর্থাৎ এই ঘট ত আছে, কিন্তু ইহা পট নহে। এই ভঙ্গ প্রথম ও দ্বিতীয় ভঙ্গ হইতে পৃথক হইল। চতুর্থ ভঙ্গ, “ঘটোহঘটঃ” যেমন “অঘটঃ পটঃ,” নিজের মধ্যে অণু পটের অভাব হওয়ায় ঘটকে অঘট বলা হয়। ঘটের যুগপৎ দুই সংজ্ঞা—ঘট এবং অঘট। পঞ্চম ভঙ্গ এই যে, ঘটকে পট বলা অসঙ্গত; অর্থাৎ ঘটের মধ্যে ঘটই বস্তু এবং পটই অবস্তু। ষষ্ঠ ভঙ্গ এই যে, যাহা ঘট নহে, তাহাকে ঘট বলা যায় না; যাহা ঘট তাহাই ঘট, তাহাকেই ঘট বলা সঙ্গত। সপ্তম ভঙ্গ এই যে, যাহার সম্বন্ধে বলা অভিপ্রেত, তাহা নাই, আর তাহা ঘট বলিবারও যোগ্য নহে। সেইরূপ :—

স্বাদস্তি জীবোহয়ং প্রথমো ভঙ্গঃ ॥ ১ ॥

স্বান্নাস্তি জীবো দ্বিতীয়ো ভঙ্গঃ ॥ ২ ॥

স্বাদবক্তব্যো জীবস্তৃতীয়ো ভঙ্গঃ ॥ ৩ ॥

স্বাদস্তি নাস্তি নাস্তিরূপো জীবঃচতুর্থো ভঙ্গঃ ॥ ৪ ॥

স্বাদস্তি অবক্তব্যো জীবঃ পঞ্চমো ভঙ্গঃ ॥ ৫ ॥

স্বান্নাস্তি অবক্তব্যো জীবঃ ষষ্ঠো ভঙ্গঃ ॥ ৬ ॥

স্বাদস্তি নাস্তি অবক্তব্যো জীব ইতি সপ্তমো ভঙ্গঃ ॥ ৭ ॥

অর্থাৎ হে জীব! এইরূপ বলা হইলে জীবের মধ্যে জীবের বিরুদ্ধ জড় পদার্থের অভাব হওয়াকে প্রথম ভঙ্গ বলে। দ্বিতীয় ভঙ্গ এই যে, জড়ের মধ্যে জীব নাই, এইরূপ বলা হয়। এই নিমিত্ত ইহাকে দ্বিতীয় ভঙ্গ বলে। তৃতীয় ভঙ্গ এই যে, জীব আছে, কিন্তু বলিবার যোগ্য নহে। চতুর্থ ভঙ্গ এই যে, জীব যখন শরীর ধারণ করে, তখন প্রকট এবং যখন শরীর হইতে পৃথক হয়, তখন অপ্রকট থাকে; এইরূপ বলা। জীব আছে, কিন্তু বলিবার যোগ্য নহে যখন এইরূপ বলা হয়, তখন তাহাকে পঞ্চম ভঙ্গ বলে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জীব সম্বন্ধে বলা যায় না সুতরাং জীব চক্ষুপ্রত্যক্ষ নহে; এইরূপ ব্যবহারকে ষষ্ঠ ভঙ্গ বলে। একই সময়ে অনুমান দ্বারা জীব থাকা, আবার অদৃশ্য বলিয়া না থাকা; একরূপ না থাকা, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া, অস্তি-নাস্তি এবং নাস্তি-অস্তি ব্যবহারও না হওয়া, ইহাকে সপ্তম ভঙ্গ বলে।

এইরূপে নিত্যত্ব সপ্তভঙ্গী, অনিত্যত্ব সপ্তভঙ্গী, সামান্য ধর্ম, বিশেষ ধর্ম, গুণ এবং পর্যায়ে প্রত্যেক বস্তুতে সপ্তভঙ্গী হইয়া থাকে। সেইরূপ জব্য, গুণ, স্বভাব এবং পর্যায় অনন্ত বলিয়া সপ্তভঙ্গীও অনন্ত। বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের শ্রাদ্ধবাদ এবং সপ্তভঙ্গী শ্রায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। (সমীক্ষক) —এই কথা একমাত্র অশোহন্যভাবে সাধর্ম্যবৈধর্ম্যে চরিতার্থ হইতে পারে। এই সরল প্রকরণ পরিত্যাগ করিয়া কঠিন জাল রচনা করার উদ্দেশ্যে অজ্ঞানদিগকে জালে আবদ্ধ করা। দেখ! জীবের অভাব অজীবে এবং অজীবের অভাব জীবে থাকেই, যেমন জীব এবং জড়ের অস্তিত্ব সাধর্ম্য, চেতনত্ব এবং জড়ত্ব বৈধর্ম্য; অর্থাৎ জীবের মধ্যে চেতনত্ব (অস্তি) আছে, জড়ত্ব (নাস্তি) নাই। এইরূপে জড়ের মধ্যে জড়ত্ব আছে চেতনত্ব নাই। অতএব গুণ-কর্ম-স্বভাবের সাধর্ম্য এবং বৈধর্ম্য দ্বারা বিচার করিলে ইহাদের সমস্ত সপ্তভঙ্গী এবং শ্রাদ্ধবাদ সহজে বোধগম্য হয়। তাহা হইলে এত প্রপঞ্চ বিস্তারের প্রয়োজন কি? এ বিষয়ে বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের মত একই, স্থলবিশেষে কিছু প্রভেদ হওয়ায় ভিন্ন ভাবও হয়।

অতঃপর কেবলমাত্র জৈনমত সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে—

চিদচিদ্বৈ পরে তত্ত্বৈ বিবেকস্তদ্বিবেচনম্ ।

উপাদেয়মুপাদেয়ং হেয়ং হেয়ং চ কুর্বতঃ ॥ ১ ॥

হেয়ং হি কর্তৃরাগাদি তৎকার্য্যমবিবেকিনঃ ।

উপাদেয়ং পরং জ্যোতিরূপযোগৈকলক্ষণম্ ॥ ২ ॥

জৈনগণ “চিৎ” এবং “অচিৎ” অর্থাৎ চেতন এবং জড় দুইটি মাত্র পয়ত্ত্ব স্বীকার করেন। সেই দুইটির বিবেচনার নাম বিবেক। যাঁহারা গ্রহণযোগ্য পদার্থ গ্রহণ এবং বর্জনযোগ্য পদার্থ বর্জন করেন, তাঁহাদিগকে বিবেকী বলে ॥ ১ ॥ জগতের বর্ত্তা, রাগাদি এবং ঈশ্বর জগতের কারণ,— এই অবিবেকী মতের বর্জন এবং যোগদ্বারা লক্ষিত পরমজ্যোতিঃস্বরূপ জীবের গ্রহণই শ্রেয়ঃ ॥ ২ ॥ তাৎপর্য্য এই যে, বৌদ্ধ এবং জৈনগণ জীব ব্যতীত অপর কোন চেতন তত্ত্ব এবং ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কোন অনাদি সিদ্ধ ঈশ্বর নাই। এবিধে রাজা শিবপ্রসাদ “ইতিহাসতিমিরনাশক” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বৌদ্ধ

এবং জৈন দুইটি নাম মাত্র, কিন্তু মত একই। এই দুইটি শব্দ পর্যায়বাচী। বৌদ্ধদিগের মধ্যে বামযাগী, মন্তপায়ী ও মাংসভোজী বৌদ্ধও আছেন। তাঁহাদের সহিত জৈনদিগের বিরোধ আছে। কিন্তু মহাবীর এবং গৌতম গণধরকে বৌদ্ধগণ বুদ্ধ এবং জৈনগণ গণধর এবং জিনবর বলিয়া থাকেন। জিন হইতে পরম্পরা ক্রমে জৈনমত চলিয়া আসিয়াছে। রাজা শিবপ্রসাদ তাঁহার “ইতিহাসতিমিরনাশক” নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন যে, স্বামী শঙ্করাচার্য্য প্রায় একসহস্র বৎসর পূর্বের আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বের সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধ অথবা জৈনধর্ম্য বিস্তৃত হইয়াছিল। এবিষয়ে তিনি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—“যে বেদবিরুদ্ধ মত মহাবীর গণধর গৌতম স্বামীর সময় হইতে স্বামী শঙ্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং যাহা সম্রাট অশোক এবং সম্প্রতি মহারাজ বিশ্বাস করিতেন, বৌদ্ধমত বলিতে আমি সেই মতই বুঝি। জৈনমত কখনও তাহার বহির্ভূত হইতে পারে না। যে জিন শব্দ হইতে জৈনের এবং যে বুদ্ধ শব্দ হইতে বৌদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই দুইটি শব্দ পর্যায়বাচক। অভিধানে দুইটি শব্দের একই অর্থ লিখিত হইয়াছে। জৈন এবং বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় গৌতমকে মানেন। তদ্ব্যতীত দীপবংশ প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহে শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধকে প্রায়ই মহাবীর নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। শাক্যমুনির সময়ে হয়ত বৌদ্ধ এবং জৈন দুইটি একই মত ছিল। আমরা যে গৌতমের অনুযায়ীদিগকে জৈন না লিখিয়া বৌদ্ধ লিখিয়াছি, তাহার কারণ এই যে, অগ্নি দেশীয়গণ তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ নামেই অভিহিত করিয়াছেন”। অমরকোষেও এইরূপ লিখিত আছে—

সর্বজ্ঞঃ স্মৃগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তুথাগতঃ ।

সমস্তুভদ্রো ভগবান্মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ ॥ ১ ॥

যড়ভিজ্ঞো দশবলোহরয়বাদী বিনায়কঃ ।

মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্ত যঃ ॥ ২ ॥

স শাক্যসিংহঃ সর্বার্থঃ সিদ্ধশ্শৌক্কোদনিচ্চ সঃ ।

গৌতমশ্চার্কবক্ষুচ্চ মায়াদেবীস্তুতচ্চ সঃ ॥ ৩ ॥

অমরকোষ কা० ১-বর্গ-১ শ্লোক ৮-১০ ॥

এখন দেখ । বুদ্ধ ও জিন এবং বৌদ্ধ ও জৈন একেরই নাম কিনা। অমরসিংহও

কি ভ্রমক্রমে বুদ্ধ এবং জিনকে একই ব্যক্তি বলিয়া লিখিয়াছেন? যে সকল জৈন বিজ্ঞানী, তাঁহারা নিজেদের বা অপরের সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন, কেবল ভ্রমগ্রহ বশতঃ প্রলাপ বকিয়া থাকেন। কিন্তু জৈনদিগের মধ্যে যাহারা বিদ্বান, তাঁহারা জানেন যে, বুদ্ধ ও জিন এবং বৌদ্ধ ও জৈন পর্যায়াবলী। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জৈনমত অনুসারে জীবই পরমেশ্বর হইয়া যায়। জৈনগণ তাঁহাদের তীর্থঙ্করদিগকেই কেবলী মুক্তিপ্রাপ্ত এবং পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মতে অনাদি পরমেশ্বর কেহই নাই। সর্বজ্ঞ, বীতরাগ, অর্হন্, কেবলী, তীর্থঙ্কর এবং জিন—নাস্তিকদিগের দেবগণের এই ছয়টি নাম। চন্দ্রসূরি “আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার” নামক গ্রন্থে আদিদেবের স্বরূপ এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন:—

সর্বজ্ঞো বীতরাগাদিদোষত্বেলোক্যপূজিতঃ ।

যথা স্থিতার্থবাদী চ দেবোহর্হন্ পরমেশ্বরঃ ॥ ১ ॥

“তীতাতিতৌ”ও এইরূপ লিখিয়াছেন—

সর্বজ্ঞো দৃশ্যতে তাবন্মোনীমস্মদাদিভিঃ ।

দৃষ্টো ন চৈকদেশোহস্তি লিঙ্গং বা যোহনুমাপয়েৎ ॥ ২ ॥

ন চাগমবিধিঃ কশ্চিন্নিত্যসর্বজ্ঞ বোধকঃ ।

ন চ তত্রার্থবাদানাং ভাৎপর্য্যমপি কল্পতে ॥ ৩ ॥

ন চাত্মার্থপ্রধানৈস্তৈস্তদস্তিত্বং বিধীয়তে ।

ন চানুবাদিত্বং শক্যঃ পূর্বমন্ত্ৰৈরবোধিতঃ ॥ ৪ ॥

যিনি রাগাদি-দোষরহিত, যিনি ত্রিলোকপূজ্য; যিনি পদার্থসমূহের যথার্থ বক্তা এবং যিনি সর্বজ্ঞ, অর্হন্ দেব, তিনিই পরমেশ্বর ॥ ১ ॥ যেহেতু আমরা পরমেশ্বরকে এখন দেখি না সুতরাং কোন সর্বজ্ঞ, অনাদি পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ নহেন। ঈশ্বর বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় অনুমানও বটিতে পারে না। কারণ একদেশ প্রত্যক্ষ না হইলে অনুমান হইতে পারে না ॥ ২ ॥ প্রত্যক্ষ এবং অনুমান না থাকায় আগম অর্থাৎ নিত্য, অনাদি এবং সর্বজ্ঞ পরমাত্মার বোধক শব্দপ্রমাণও হইতে পারে না। অতএব ত্রিবিধ প্রমাণের অভাবে অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতি, নিন্দা এবং পরকৃতি বা পরের চরিত্র-বর্ণন এবং পুরাকল্প ইতিহাসেরও উপযোগিতা নাই ॥ ৩ ॥ তদ্ব্যতীত অস্তার্থ প্রধান

অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাসের আয় পরোক্ষ পরমাত্মার সিদ্ধিরও বিধান হয় না। তাহা হইলে উপদেষ্টাদিগের নিকট ঈশ্বর সম্বন্ধে শ্রবণ ব্যতীত পুনরাবৃত্তিও হইতে পারে না। ৪ ॥

পূর্বোক্ত মতের প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ শব্দ—অনাদি ঈশ্বর না থাকিলে, “অর্হন দেবের” মাতা-পিতা প্রভৃতির শরীর কে নির্মাণ করিল? সংযোগকর্তা ব্যতীত যথাযোগ্য সর্বব্যয়সম্পন্ন ও যথোচিত কার্যক্ষম শরীর নির্মিত হইতে পারে না। শরীরের উপাদান জড় হওয়ায় উহা স্বয়ং এমন সৃষ্টি হইয়া রচিত হইতে পারে না। কারণ জড়পদার্থের মধ্যে যথাযোগ্য নির্মিত হইবার জ্ঞানই নাই। আবার যিনি প্রথমে রাগাদি দোষযুক্ত হইয়া, পরে দোষরহিত হন তিনি কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন না। কারণ, যে নিমিত্তবশতঃ তিনি রাগাদি হইতে মুক্ত হন, সেই নিমিত্ত নষ্ট হইলে, তাহার কার্যামুক্তিও অনিত্য হইবে। যিনি অল্প এবং অল্পজ্ঞ তিনি কখনও সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপক হইতে পারেন না। জীবের স্বরূপ একদেশী এবং পরিমিত গুণকর্ম-স্বভাববিশিষ্ট। জীৱ সর্বতোভাবে সর্ববিদ্যার যথার্থ বক্তা হইতে পারে না অতএব তোমাদের তীর্থঙ্কর কখনও পরমেশ্বর হইতে পারেন না ॥ ১ ॥

তোমরা কি কেবল প্রত্যক্ষ পদার্থই স্বীকার কর? অপ্রত্যক্ষ পদার্থ কি স্বীকার কর না? যেমন রূপগ্রহণের সাধন চক্ষু, শব্দগ্রহণের সাধন কর্ণ, সেইরূপ অনাদি পরমাত্মাকে দর্শন করিবার সাধন শুদ্ধ অস্তুংকরণ। পরিত্রাঙ্গারা বিজ্ঞা এবং যোগাভ্যাস দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। যেমন অধ্যয়ন ব্যতীত বিজ্ঞালাভ হয় না, সেইরূপ যোগাভ্যাস এবং জ্ঞান বিজ্ঞান ব্যতীত পরমাত্মাকেও দর্শন করা যায় না। যেমন পৃথিবীর রূপাদি গুণ দেখিয়া এবং জানিয়া, গুণ হইতে অব্যবহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট পৃথিবী প্রত্যক্ষ করা যায় সেইরূপ সৃষ্টিতে পরমাত্মার চিহ্নস্বরূপ রচনা বিশেষ দেখিয়া পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। পাপাচরণের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই মনে যে ভয়, সংশয় এবং লজ্জা উৎপন্ন হয়, তাহা পরমাত্মা হইতেই হয় তদ্বারাও পরমাত্মা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে সুতরাং অনুমান সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে কি? ২ ॥

প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হওয়ায় আগম প্রমাণও নিত্য, অনাদি এবং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বোধক। অতএব ঈশ্বর বিষয়ে শব্দ প্রমাণও আছে। যখন জীব ত্রিবিধ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তখন সে যথার্থরূপে অর্থবাদ অর্থাৎ পরমেশ্বরের গুণাবলীর প্রশংসা করিতে সমর্থ হয়। কারণ, যে পদার্থ

নিত্য, তাহার গুণ-কর্ম-স্বভাবও নিত্য। তাহার প্রশংসায় কোন প্রতিবন্ধ নাই ॥ ৩ ॥ যেমন মনুষ্যদিগের মধ্যে কৰ্ত্তা ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না, সেইরূপ কৰ্ত্তা ব্যতীত মহৎ কার্য্যও সর্বথা অসম্ভব। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যুগেরও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। উপদেষ্টাদিগের নিকট পরমাত্মা সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিবার পর তাহার পুনরুক্তিও সহজসাধ্য ॥ ৪ ॥ অতএব জৈনদিগের পক্ষে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অভাব উল্লেখ করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করা ইত্যাদি কার্য্য অমুচিত। (প্রশ্ন)—

অনাদেরাগমস্যার্থো ন চ সর্বজ্ঞ আদিমান।

কৃত্রিমেণ ত্বসত্যেন স কথং প্রতিপাদ্যতে ॥ ১ ॥

অথ তদ্বচনেনৈব সর্বজ্ঞোহনৈঃ প্রদীয়তে।

প্রকল্পেত কথং সিদ্ধিরন্তোহন্তাশ্রয়্যোস্তয়োঃ ॥ ২ ॥

সর্বজ্ঞোক্ততয়া বাক্যং সত্যং তেন তদস্তিতা।

কথং তদুভয়ং সিধ্যেৎ সিদ্ধমূলান্তরাদৃতে ॥ ৩ ॥

প্রসঙ্গবশতঃ সর্বজ্ঞ অনাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না কারণ কৃত্রিম অসত্য বাক্যের দ্বারা উহা প্রতিপাদিত হইতে পারে না। যদি পরমেশ্বরেরই বাক্যদ্বারা পরমেশ্বরসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে অনাদি ঈশ্বর দ্বারা অনাদি শাস্ত্রসিদ্ধি এবং অনাদি শাস্ত্রদ্বারা অনাদি ঈশ্বরসিদ্ধি—ইহাতে অন্তোহন্তাশ্রয় দোষ ঘটে ॥ ২ ॥ কারণ, সর্বজ্ঞের বচন বলিয়া বেদবাক্য সত্য, আবার সেই বেদবাক্যদ্বারাই ঈশ্বরসিদ্ধি করা হইতেছে; তাহা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? সেই শাস্ত্র এবং পরমেশ্বর সিদ্ধির জন্ত তৃতীয় কোন প্রমাণ আবশ্যক এইরূপ স্বীকার করিলেও অনবস্থা দোষ ঘটে ॥ ৩ ॥ (উত্তর)—আমাদের মতে পরমেশ্বর এবং তাঁহার গুণ-কর্ম-স্বভাব অনাদি। অনাদি এবং নিত্য পদার্থের মধ্যে অন্তোহন্তাশ্রয় দোষ ঘটিতে পারে না। যেমন কার্য্যদ্বারা কারণের এবং কারণদ্বারা কার্য্যের জ্ঞান হয়; কার্য্য কারণের এবং কারণে কার্য্যের স্বভাব নিত্য, সেইরূপ পরমেশ্বর এবং তাঁহার অনন্ত বিজ্ঞাদি গুণ সমূহও নিত্য, সুতরাং ঈশ্বরকৃত বেদে অনবস্থা দোষ ঘটে না ॥ ১।২।৩ ॥ তোমরা যে তীর্থঙ্করকে পরমেশ্বর মান, তাহা কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ পিতৃমাতৃসংযোগ ব্যতীত তাঁহাদের শরীরই হয় না, তবে তাঁহারা তপশ্চর্যা, জ্ঞান ও যুক্তি কিরূপে

প্রাপ্ত হইতে পারেন? সংযোগের আদি নিশ্চয়ই আছে; কারণ বিয়োগ না হইলে সংযোগ হইতেই পারে না। অতএব অনাদি সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরকে স্বীকার কর। দেখ! যিনি যতই সিদ্ধ হউন না কেন, কাহারও পক্ষে শরীর প্রভৃতির রচনা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। সুযুপ্তি অবস্থায় সিদ্ধ জীবের কোন ভান থাকে না। আবার যখন কেহ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার জ্ঞানও হ্রাস পায়। ভ্রান্তবুদ্ধি জৈন ব্যতীত অপর কেহই পরিমিত সামর্থ্যবিশিষ্ট একদেয়ীকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। যদি তোমরা বল যে, তীর্থঙ্করগণ তাঁহাদের মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তবে তাঁহাদের মাতা-পিতা কাহাদের হইতে, পুনরায় তাঁহাদের মাতাপিতা কাহাদের হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? সুতরাং এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটিবে।

আন্তিক এবং নাস্তিকের কথোপকথন ॥

অতঃপর “প্রবরণরত্নাকর” দ্বিতীয় ভাগের আন্তিক ও নাস্তিকবাদ সম্বন্ধীয় আলোচনা-মূলক প্রশ্নোত্তর লিখিত হইতেছে। কয়েক জন সুপ্রসিদ্ধ জৈন কর্তৃক সর্বসম্মতি ক্রমে এ সকল বোঝাইতে মুঞ্জিত হইয়াছে।

(নাস্তিক) — ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছুই হয় না, যাহা কিছু হয় সমস্তই কৰ্ম্ম হইতে হয়। (আন্তিক) — যদি সমস্তই কৰ্ম্ম হইতে হয়, তাহা হইলে কৰ্ম্ম কি হইতে হয়? যদি বল যে, জীবাদি হইতে হয় তবে জীব শ্রোত্রাদি সাধন দ্বারা যে সকল কৰ্ম্ম করে, সে সকল কি হইতে হইল? যদি বল যে, অনাদি কাল এবং স্বভাব হইতে, তবে যাহা অনাদি তাহার কখনও অভাব হওয়া অসম্ভব। সুতরাং তোমাদের মতে মুক্তির অভাব হইবে। যদি বল প্রাগভাববৎ অনাদি সাস্তু, তবে বিনা চেষ্টায় সমস্ত কৰ্ম্মের নিবৃত্তি হইবে। যদি ঈশ্বর ফলদাতা নহেন, তাহা হইলে জীব পাপের দুঃখরূপ ফল কখনও স্বেচ্ছাক্রমে ভোগ করিবে না। যেরূপ তন্দ্র প্রভৃতি স্বেচ্ছায় চৌর্য অপরাধের দণ্ড ভোগ করে না কিন্তু রাজ্যব্যবস্থাদ্বারা ভোগ করে, সেইরূপ পরমেশ্বর ভোগ করান বলিয়াই জীব পাপপুণ্যের ফল ভোগ করে; অতীত কৰ্ম্মসম্বন্ধ উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ একের কৃতকৰ্ম্মের ফল অপর একজনকে ভোগ করিতে হইবে।

(নাস্তিক) — ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়; সক্রিয় হইলে তাঁহাকেও কৰ্ম্মফল ভোগ

করিতে হইত। অতএব আমাদের মতে কেবলীপ্রাপ্ত মুক্তগণ নিষ্ক্রিয়, তোমরাও তাহা স্বীকার কর। (আন্তিক)—ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় নহেন, কিন্তু সক্রিয়। তিনি চেতন স্তূতরাং কর্তা নহেন কেন? তিনি যদি কর্তা হন, তাহা হইলে ক্রিয়া হইতে কখনও পৃথক্ হইতে পারেন না। তোমরা যেমন মনে কর যে তীর্থঙ্করই ঈশ্বর এবং তিনি কৃত্রিম ভাবে জীব হইতেই হইয়াছেন, কোন বিদ্বান্ এইরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। কারণ যদি ঈশ্বর নিমিত্ত বশতঃ উৎপন্ন হন, তবে তিনি অনিত্য এবং পরাধীন, ঈশ্বর হইবার পূর্বে জীব ছিলেন। পরে কোন নিমিত্তবশতঃ ঈশ্বর হইয়াছেন। স্তূতরাং তিনি পরে আবার জীব হইবেন, নিজের স্বাভাবিক জীবন কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, অনন্ত কাল হইতে জীব আছে ও থাকিবে। অতএব অনাদি স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার করাই সঙ্গত। দেখ! বর্তমানে জীব পাপপুণ্য করে এবং সুখ দুঃখ ভোগ করে; ঈশ্বর কখনও সেইরূপ করেন না। তিনি ক্রিয়াবান্ না হইলে এ জগৎ কিরূপে সৃষ্টি করিলেন? যদি মনে করা হয় যে কর্ম প্রাগভাবৎ অনাদি এবং সান্ত, তবে কর্মের সমবায় সম্বন্ধ থাকিবে না, তাহা হইলে কর্ম সংযোগজ এবং অনিত্য হইবে। যদি মুক্তি অবস্থায় ক্রিয়াই স্বীকার না কর, তাহা হইলে মুক্তজীব অজ্ঞ না প্রাজ্ঞ? যদি তাহাই হয় তবে সে অন্তঃক্রিয়াযুক্ত। তাহা হইলে জীব কি মুক্তি-অবস্থায় জড় প্রস্তরবৎ একস্থানে পড়িয়া থাকে এবং কোন প্রচেষ্টা করে না? তবে মুক্তি কি হইল? মুক্ত জীব ত অন্ধকার এবং বন্ধনে পতিত হইল! (নাস্তিক)—ঈশ্বর ব্যাপক নহেন। তিনি যদি ব্যাপক হইতেন, তাহা হইলে সফল পদার্থই চেতন হইত। কিন্তু তাহা নহে কেন? আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র প্রভৃতির উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট অবস্থা হইল কেন? ঈশ্বর সর্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত থাকিলে ক্ষুদ্র এবং মহত্ব থাকিতে পারে না। (আন্তিক)—ব্যাপ্য এবং ব্যাপক এক নহে। ব্যাপ্য একদেশী, ব্যাপক সর্বদেশী। যেমন আকাশ সর্বত্র ব্যাপক, কিন্তু ভূমণ্ডল এবং ঘট পটাদি যাবতীর ব্যাপ্য একদেশী; যেমন পৃথিবী ও আকাশ এক নহে, সেইরূপ ঈশ্বর এবং জগৎও এক নহে। যেমন আকাশ যাবতায় ঘট পটাদিতে ব্যাপক, কিন্তু ঘট পটাদি আকাশ নহে; সেইরূপ চেতন পরমেশ্বর সকল পদার্থের মধ্যে আছেন কিন্তু সকল পদার্থ চেতন নহে। যেমন পণ্ডিত মুর্থ, ধর্মাত্মা অধর্মাত্মা সকলেই সমান নহে; সেইরূপ বিদ্বাদি সদৃশ, সত্যভাষণাদি কর্ম এবং সুশীলতা প্রভৃতি স্বাভাবিক

গুণের ন্যূনতাদিক্য বশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্ত্যজদিগকে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের চতুর্থ সমুদ্রাসে বর্ণব্যবস্থা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা সেন্থলে দ্রষ্টব্য।

(নাস্তিক)—সৃষ্টি ঈশ্বর কৃত হইলে মাতাপিতা প্রভৃতির প্রয়োজন কি ? (আস্তিক) ঈশ্বর ঐশী সৃষ্টির কর্তা, জৈব সৃষ্টির কর্তা নহেন। ঈশ্বর জীবের কর্তব্য কর্ম করেন না কিন্তু জীবই জীবের কর্তব্য কর্ম করে। ঈশ্বর বৃক্ষ, ফল, ওষধি এবং অন্নাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, মনুষ্য ঐ সকল কুটিয়া পিষিয়া রুটি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ না করিলে ঈশ্বর কি কখনও মনুষ্যের পরিবর্তে এ সকল কার্য্য করিবেন ? কিন্তু এসকল কার্য্য ব্যতীত জীবের পক্ষে জীবনধারণও হইতে পারে না। অতএব আদিসৃষ্টিতে জীবের শরীর নির্মাণ ঈশ্বরাদীন ; তৎপর পুত্রাদি উৎপন্ন করা জীবের কর্তব্য।

(নাস্তিক)—যদি পরমাত্মা শাস্ত, অনাদি, চিদানন্দ এবং জ্ঞানস্বরূপ হন, তাহা হইলে তিনি জগৎ-প্রপঞ্চ এবং দুঃখের মধ্যে নিপতিত হইলেন কেন ? সাধারণ মনুষ্যও আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ গ্রহণ করে না ; ঈশ্বর করিলেন কেন ? (আস্তিক)—পরমাত্মা কোন প্রপঞ্চ এবং দুঃখের মধ্যে পতিত হন না এবং নিজের আনন্দও পরিত্যাগ করেন না। প্রপঞ্চ এবং দুঃখে পতিত হওয়া একদেশীর পক্ষে সম্ভব ; সর্বদেশীর পক্ষে নহে। অনাদি, চিদানন্দ এবং জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা ব্যতীত অপর কে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে ? জগৎনির্মাণের সামর্থ্য জীবের মধ্যে নাই। স্বয়ং নির্ম্মিত হইবার সামর্থ্যও জড়ের মধ্যে নাই। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, পরমাত্মাই জগতের নির্মাতা এবং তিনি সর্বদা আনন্দে অবস্থান করেন। পরমাত্মা পরমাণু হইতে যেকোন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ মাতাপিতা-রূপ নিমিত্ত কারণ হইতে উৎপত্তির ব্যবস্থা এবং নিয়মও তিনিই করিয়াছেন। (নাস্তিক)—ঈশ্বর মুক্তিরূপ সুখ পরিত্যাগ করিয়া জগতের সৃজন, ধারণ এবং প্রলয়কার্য্যের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িলেন কেন ? (আস্তিক)—ঈশ্বর সদা মুক্ত। তিনি ভোমাদের সাধনাসিদ্ধ তীর্থঙ্করদিগের স্থায় বন্ধনের পর মুক্তিপ্রাপ্ত হন না। যিনি সনাতন পরমাত্মা অনন্ত গুণ-কর্ম্ম-স্বভাববিশিষ্ট, তিনি এই অকিঞ্চিৎকর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিবার জন্য কখনও বন্ধনে পতিত হন না। বন্ধন এবং মুক্তি আপেক্ষিক, অর্থাৎ বন্ধন মুক্তিসাপেক্ষ এবং মুক্তি বন্ধনসাপেক্ষ। যিনি কখনও বন্ধ ছিলেন না, তাঁহাকে মুক্ত কিরূপে বলা যাইতে পারে ? জীব

একদেশী বলিয়া জীবের মুক্তি এবং বন্ধন প্রভৃতি সর্বদা হইতে থাকে। অনন্ত, সর্বদেশী এবং সর্বব্যাপক ঈশ্বর তোমাদের তীর্থঙ্করদিগের আয় কখনও নৈমিত্তিক বন্ধন অথবা মুক্তিচক্রে পতিত হন না। এই নিমিত্ত পরমাত্মাকে সদা মুক্ত বলা হয়।

(নাস্তিক)—ভাং সেবনের পর মাদকতার আয় জীব কর্মফল নিজে নিজেই ভোগ করে, সুতরাং ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। (আস্তিক)—যেমন রাজশাসন ব্যতীত লম্পট, দস্যু এবং তস্কর প্রভৃতি ছুর্বৃত্তগণ স্বয়ং নিজদিগকে ফাঁসী দেয় না, স্বয়ং কারাগারে গমন করে না বা গমন করিতে ইচ্ছাও করে না কিন্তু রাজ্যের আয়ব্যবস্থানুসারে রাজা বলপূর্বক তাহাদিগকে ধৃত করাইয়া উপযুক্ত দণ্ডদান করেন, সেইরূপ পরমাত্মা স্বকীয় আয় ব্যবস্থানুসারে জীবদিগকে স্ব স্ব কর্মানুযায়ী সমুচিত দণ্ডদান করেন। কোন জীব নিজ কুকর্মের ফলভোগ করিতে ইচ্ছা করে না। এই নিমিত্ত আয়াধীশ (বিচারপতি) পরমাত্মার প্রয়োজন। (নাস্তিক)—জগতে ঈশ্বর এক নহে; কিন্তু সকল মুক্ত জীবই ঈশ্বর। (আস্তিক)—এইরূপ বলা সর্বথা নিরর্থক। যদি কেহ বদ্ধ হইবার পর মুক্ত হয়, তবে পুনরায় তাহাকে অবশ্যই বন্ধনে পড়িতে হইবে; কারণ জীব স্বভাবতঃ নিত্যমুক্ত নহে। তোমাদের চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর পূর্বব বদ্ধ ছিলেন, পরে মুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা পুনরায় বন্ধনে পতিত হইবেন। আর বহু ঈশ্বর থাকতে, তাঁহারা জীবদিগের আয় পরস্পর কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন। (নাস্তিক)—ওহে মূঢ়! জগতের কর্তা কেহই নাই। জগৎ স্বয়ংসিদ্ধ। (আস্তিক)—ইহা জৈনদিগের কত বড় ভ্রম! ভাল, জগতে কর্তা ব্যতীত কোন ক্রিয়া এবং ক্রিয়া ব্যতীত কোন কার্য হইতে দেখা যায় কি? কথটা এইরূপ—গোধূমক্ষেত্রে গোধূম নিজে নিজেই পিষ্ট হইবার পর রুটি হইয়া যেন জৈনদিগের উদরে চলিয়া যায়! কাপাস নিজে নিজেই সূতা, বস্ত্র, জামা, চাদর, ধুতি এবং পাগড়ী প্রভৃতিতে পরিণত হয়! কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং কর্তা ঈশ্বর ব্যতীত এই বিচিত্র জগৎ এবং এই বিচিত্র রচনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি হঠকারিতা বশতঃ জগৎকে স্বয়ংসিদ্ধ মনে কর, তবে পূর্বোক্ত বস্ত্রাদি যে কর্তা ব্যতীত হইতে পারে তাহা প্রত্যক্ষরূপে প্রদর্শন কর। যখন তাহা করিতে পার না, তখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তোমাদের প্রমাণশূন্য বাক্য স্বীকার করিতে পারে কি?

(নাস্তিক)—ঈশ্বর কি অনাসক্ত না মোহগ্রস্ত? অনাসক্ত হইলে তিনি

জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে পতিত হইলেন কেন? যদি তিনি মোহগ্রস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে জগদ্বিশ্রমের সামর্থ্য থাকিতে পারে না। (আস্তিক)—পরমেশ্বরে বৈরাগ্য অথবা মোহ কখনও ঘটিতে পারে না। কারণ, যিনি সর্বব্যাপক, তিনি কাহাকে ত্যাগ করিবেন এবং কাহাকেই বা গ্রহণ করিবেন? পরমেশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই অথবা তাঁহার অপ্রাপ্ত কোন পদার্থ নাই। এই নিমিত্ত তিনি কোনও বস্তুর প্রতি মোহগ্রস্ত হন না। বৈরাগ্য এবং মোহ জীবের সম্ভব, ঈশ্বরে নহে। (নাস্তিক)—ঈশ্বরকে জগৎকর্তা ও জীবের কর্মফলদাতা মানিলে তিনি প্রপঞ্চী হইয়া দুঃখী হইবেন। (আস্তিক)—ভাল, বহুবিধ কর্মের কর্তা, প্রাণীদিগের কর্মফলদাতা, ধার্মিক, বিচারপতি এবং বিদ্বান মনুষ্যও কর্মে আবদ্ধ বা প্রপঞ্চী হন না, তাহা হইলে অনন্ত সামর্থ্যযুক্ত পরমেশ্বর কিরূপে প্রপঞ্চী এবং দুঃখগ্রস্ত হইতে পারেন? হাঁ, তোমরা অজ্ঞতাবশতঃ পরমেশ্বরকে তীর্থঙ্কর ও নিজেদের সদৃশ মনে কর। ইহা তোমাদের অবিজ্ঞান লীলা! যদি তোমরা অবিজ্ঞা প্রভৃতি দোষ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বেদাদি শাস্ত্রের শরণাপন্ন হও। অর্মে পতিত হইয়া যজ্ঞনা ভোগ করিতেছ কেন?

জগৎসম্বন্ধে জৈনদিগের ধারণা মত আছে, এস্থলে সূত্রের প্রমাণ অনুসারে তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে। সূত্রগুলির মূল অর্থ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া সত্যাসত্য পরীক্ষা করা যাইতেছে :—

মূল :—সামিঅণাই অণন্তে চ নুগই সংসার ঘোরকাস্তরে।

মোহাই কস্মণুরু ঠিই বিবাগ বসনুভমইজীব রো ॥

প্রকরণরত্নাকর ২য় ভাগ। ষষ্ঠীশতক ৬০। সূত্র ২ ॥

ইহা রত্নাসারভাগনামক গ্রন্থের সম্যক প্রকরণে ও গৌতম মহাবীরের সংবাদ।

ইহার সংক্ষিপ্ত এবং উপযোগী অর্থ এই যে, এই জগৎ অনাদি এবং অনন্ত। ইহার কখনও উৎপত্তি হয় নাই, বিনাশও হইবে না। ফল কথা, জগৎ কাহারও সৃষ্ট নহে। আস্তিক নাস্তিক সংবাদে লিখিত আছে, “হে মুঢ়! জগতের কর্তা কেহই নাই। ইহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই। ইহার কখনও বিনাশ হইবে না।” (সমীক্ষক)—যাহা সংযোগজ, তাহা কখনও অনাদি এবং অনন্ত হইতে পারে না। আবার উৎপত্তি ও বিনাশ কস্মণও থাকে না। জগতের যাবতীয় উৎপন্ন বস্তু সংযোগজ। ঐসকল উৎপত্তি ও বিনাশশীল দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে জগৎ উৎপত্তি এবং বিনাশশীল নহে কেন? তোমাদের তীর্থঙ্করদিগের

সম্যক্ জ্ঞান ছিল না, নতুবা এইরূপ অসম্ভব কথা লিখিবে কেন? যেমন তোমাদের গুরু, তেমন তোমরা শিষ্য। যাহারা তোমাদের কথা মানে, তাহাদের পদার্থজ্ঞান কখনও হইতে পারে না। ভাল, যে সংযোগজ পদার্থ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, তাহার উৎপত্তি এবং বিনাশ স্বীকার কর না কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে জৈনাচার্য্যাদিগের ভূগোল ও খগোল বিজ্ঞা জানা ছিল না, এখনও নাই, নতুবা নিম্নলিখিত অসম্ভব কথাগুলি তাঁহারা কিরূপে লিখিবেন এবং বিশ্বাস করিবেন?

দেখ! জৈনগণ এই সৃষ্টিতে পৃথিবীকায় এবং জলকায় প্রভৃতি অর্থাৎ পৃথিবী এবং জলের শরীরবিশিষ্ট জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ইহা কেহই স্বীকার করিতে পারে না। আরও দেখ, জৈনদের অনেক মিথ্যা কথা আছে। তাঁহারা যে সকল তীর্থঙ্করকে সম্যক্ জ্ঞানী এবং পরমেশ্বর বলিয়া মান্য করেন, তাঁহাদের কতকগুলি মিথ্যা বাক্যের নমুনা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

“রত্নসারভাগ” (জৈনগণ এই গ্রন্থকে মানেন; ইহা নানকচন্দ্র জতী ২৮শে এপ্রিল ১৮৭৯ তারিখে বারাণসীস্থ জৈন প্রভাকর প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন) গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় কালের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—

সময়ের নাম সূক্ষ্ম কাল। অসংখ্য সময়কে “আবলি” বলে। ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭০ হাজার ২ শত ১৬ “আবলিতে এক “মুহূর্ত্ত” হয়, এইরূপ ৩০ মুহূর্ত্তে এক “দিবস,” ১৫ দিবসে এক “পক্ষ,” দুই পক্ষে এক “মাস,” ১২ মাসে এক “বর্ষ” হয়। এইরূপ ৭০ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি বৎসরে এক “পূর্ব্ব” এবং এইরূপ অসংখ্য “পূর্ব্ব” এক “পল্যোপম” কাল হয়। অসংখ্য এইরূপ— ৪ ক্রোশ চওড়া এবং সেই পরিমাণ গভীর একটি কূপ খনন করিয়া, সেই কূপ “জুগুলিয়া” মনুষ্যদের নিম্নবর্ণিতরূপ খণ্ড খণ্ড লোম দ্বারা পূর্ণ করিবে। “জুগুলিয়া” মনুষ্যের লোম আধুনিক মনুষ্যের লোমের ৪ হাজার ৯৬ ভাগ সূক্ষ্ম অর্থাৎ জুগুলিয়া মনুষ্যের ৪ হাজার ৯৬ খণ্ড লোম একত্র করিলে আধুনিক মনুষ্যের একগাছা লোম হয়। জুগুলিয়া মনুষ্যের এক অঙ্গুলি পরিমাণ লোমকে সাত বার আট আট খণ্ড করিলে ২০৯৭১৫২ বিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার এক শত বাহান্ন খণ্ড হয়। এইরূপ লোমখণ্ড দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কূপ পূর্ণ করিবে। সেই কূপ হইতে এক শত বৎসর অন্তর অন্তর এক এক খণ্ড লোম বাহির করিলে যে সময়ের মধ্যে ঐসকল লোমখণ্ড বাহির হয়। কূপটি খালি হইয়া যাইবে, সে সময়ও “সংখ্যাত”। আবার যখন উক্ত

লোমখণ্ড সমূহের প্রত্যেকটিকে অসংখ্য খণ্ড করিয়া সেই লোমখণ্ডগুলি দ্বারা কূপটি এমন ঘন ভাবে পূর্ণ করিতে হইবে যে তাহার উপর দিয়া কোন চক্রবর্তী রাজার সেনা চলিয়া গেলেও দাবিবে না ; ঐসকল লোমখণ্ড হইতে এক শত বৎসর অন্তর অন্তর এক এক খণ্ড বাহির করিতে হইবে। এইরূপে কূপটি খালি করিতে যে সময় লাগিবে তাহাকে অসংখ্য “পূর্ব” বলে। এইরূপ অসংখ্য “পূর্ব” বৎসরে এক “পল্যোপম” কাল হয়। এইরূপ কূপের দৃষ্টান্ত হইতে “পল্যোপম” কাল জানিতে হইবে। এইরূপ দশ কোটি পল্যোপম কাল অতীত হইলে এক “সাগরোপম” কাল হয়। দশ কোটি সাগরোপম কাল অতীত হইলে এক “উৎসর্পণী” কাল হয়। এক “উৎসর্পণী” এবং এক “অনুসর্পণী” কাল অতীত হইলে এক “কালচক্র” হয়। অনন্ত কালচক্র অতীত হইলে এক “পুংদলপর্যন্ত” হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, অনন্ত কাল কাকে বলে ? সিদ্ধান্তগ্রন্থসমূহে যে নয়টি দৃষ্টান্তদ্বারা কালগণনা করা হইয়াছে, তাহার পরে কালকে “অনন্তকাল” বলে। জীবগণের অনন্ত “পুংদলপর্যন্ত কাল” ভ্রমণ করিতে করিতে অতিবাহিত হইয়াছে ইত্যাদি। গণিতবিজ্ঞাবিশারদ ভ্রাতৃগণ ! আপনারা জৈনগ্রন্থের কালসংখ্যা গণনা করিতে পারিবেন কি ? আর এই কালগণনাও আপনারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন কি ? দেখুন ! তীর্থঙ্করগণ কিরূপ গণিতবিজ্ঞা শিক্ষা করিয়া ছিলেন ! জৈনমতাবলম্বীদিগের মধ্যে এইরূপ বহু গুরু শিষ্য আছেন যে, তাহাদের অবিজ্ঞার পারাপার নাই।

জৈনদিগের অজ্ঞতার কথা আরও শ্রবণ করুন। রত্নসার ভাগ সমস্ত জৈনদেরই সিদ্ধান্ত গ্রন্থ, ইহা স্বাভাবিক হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত ২৪ তীর্থঙ্কর কথিত বাক্যসমূহের সারসংগ্রহ। ইহার ১৩৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত অংশে লিখিত আছে যে, মুক্তিকা প্রস্তুত প্রভৃতি বিভিন্নাকৃতি পৃথিবী বিশেষকে পৃথিবীকায় জীব বলে। তন্মধ্যে অবস্থানকারী জীবের শরীর একটি অঙ্গুলির অসংখ্য ভাগের একভাগ অর্থাৎ অতীব সূক্ষ্ম। তাহাদের আয়ুর পরিমাণ অত্যধিক পক্ষে ২২ সহস্র বৎসর। (রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ১৪৯) এক একটি বনস্পতির শরীরে অনন্ত জীব থাকে, তাহাদিগকে সাধারণ বনস্পতি বলে। এসকল কন্দমূলপ্রমুখ এবং অনন্তকায়প্রমুখ। তাহাদিগকে সাধারণ বনস্পতির জীব বলিবে। তাহাদের আয়ুর পরিমাণ অনন্ত মুহূর্ত কিন্তু এখানে পূর্বোক্ত মুহূর্ত বুঝিতে হইবে। তাহাদের এক এক শরীরে একটি ইন্দ্রিয়

অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয় আছে তন্মধ্যে এক একটি জীব থাকে তাহাদের প্রত্যেকটিকে বনস্পতি বলে। সেই জীবের দেহপরিমাণ এক সহস্র যোজন। পৌরাণিক দিগের মতে চারি ক্রোশে এক যোজন, কিন্তু জৈমমতে (১০০০০) দশ সহস্র ক্রোশে এক যোজন হয়। সেই জীবের দেহ পরিমাণ এইরূপ চারি সহস্র ক্রোশ। তাহার আয়ুর পরিমাণ অত্যধিক পক্ষে দশ সহস্র বৎসর।

এখন ছুই ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব অর্থাৎ শরীর এবং মুখ বিশিষ্ট শব্দ, কড়ি এবং উকুন প্রভৃতি জীবের বিষয় আলোচ্য। তাহাদের স্থূল দেহায়তন অত্যধিক পক্ষে আটচল্লিশ ক্রোশ এবং আয়ু পরিমাণ অধিক পক্ষে বার বৎসর। এস্থলে লেখকের ভুল হইয়াছে কারণ, এত প্রকাণ্ড শরীরবিশিষ্ট জীবের আয়ুপরিমাণ অধিক লেখা উচিত ছিল। তবে আটচল্লিশ ক্রোশ দীর্ঘ শরীরবিশিষ্ট উকুন সম্ভবতঃ জৈনদিগের শরীরেই থাকে। কেবল তাঁহারাই এইরূপ উকুন দেখিয়া থাকিবেন। এত বড় উকুন দেখিবার ভাগ্য আর কাহারও নাই!!!

(রত্নসার ভাগ পৃষ্ঠা ১৫০) ইহাদের অস্ত্রতার কথা আরও দেখ। ইহারা মনে করেন যে, বৃশ্চিক, ছারপোকা, ডাঁশ এবং মক্ষিকার শরীরের আয়তন এক যোজন এবং আয়ুপরিমাণ অত্যধিক পক্ষে ছয় মাস। দেখ ভাই! চারি ক্রোশ দীর্ঘ বৃশ্চিক আর কেহ দেখে নাই। এমন আট মাইলের বৃশ্চিক এবং মক্ষিকা প্রভৃতি সম্ভবতঃ জৈনদিগের গৃহেই থাকে এবং কেবল তাঁহারাই এসকল দেখিয়া থাকেন। পৃথিবীতে অপর কেহ এত বড় বৃশ্চিক এবং মক্ষিকা দেখে নাই। এমন বৃশ্চিক কোন জৈনকে দংশন করিলে তাঁহাদের কি দশা হইবে? জলচর মৎস্তাদির শরীরের আয়তন এক সহস্র যোজন অর্থাৎ দশ সহস্র ক্রোশ। যোজনের হিসাবে এক একটি জলচর জীবের শরীর ১০,০০০,০০০ এক কোটি ক্রোশ দীর্ঘ। তাহাদের আয়ুপরিমাণ এক কোটি পূর্ব বৎসর। এত প্রকাণ্ড জলচর জীবকে জৈন ব্যতীত অপর কেহই দেখে নাই। চতুষ্পদ হস্তী প্রভৃতির দেহায়তন ছুই হইতে নয় ক্রোশ পর্য্যন্ত এবং আয়ু পরিমাণ চুরানী হাজার বৎসর। এমন বিশালদেহ জীবও জৈন ব্যতীত অপর কেহ দেখে নাই। জৈন ব্যতীত অপর কোন বুদ্ধিমান এসকল কথা বিশ্বাস করিতেও পারে না। (রত্নসার ভাগ পৃষ্ঠা ১৫১) জলচর গর্ভজ জীবের দেহায়তন অত্যধিক পক্ষে এক সহস্র যোজন অর্থাৎ এক কোটি ক্রোশ এবং আয়ু পরিমাণ এক কোটি পূর্ব বৎসর। এত প্রকাণ্ড শরীর এবং এত দীর্ঘ আয়ু বিশিষ্ট জীব জৈনাচার্য্যগণ স্বপ্নে দেখিয়া থাকিবেন! এমন মিথ্যা কথা কখনও সম্ভবপর?

এ স্থলে পৃথিবীর পরিমাণ কিরূপ লিখিত আছে তাহা শ্রবণ করুন। (রত্নসার ভাগ, পৃষ্ঠা ১৫২)—এই বক্র লোকে অসংখ্য দ্বীপ এবং অসংখ্য সমুদ্র আছে। এ স্থলে অসংখ্য শব্দে আড়াই সাগরোপম কালে যত সময় হয় তত সংখ্যক দ্বীপ এবং সমুদ্র আছে বুঝিতে হইবে। পৃথিবীতে “জম্বুদ্বীপ” প্রথম, ইহা সকল দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। ইহার আয়তন এক লক্ষ যোজন অর্থাৎ এক “অবুর্দ” ক্রোশ। ইহার চতুর্দিকে লবণ সমুদ্র। ইহার আয়তন দুই লক্ষ যোজন অর্থাৎ দুই “অবুর্দ” ক্রোশ। জম্বুদ্বীপের চারিদিকে “ধাতকীখণ্ড” নামক দ্বীপ অবস্থিত। ইহার আয়তন চারি লক্ষ যোজন অর্থাৎ চারি “অবুর্দ” ক্রোশ। তাহার পর “কালোদধি” সমুদ্র। উহার আয়তন আট লক্ষ “অবুর্দ” ক্রোশ। তৎপরবর্তী “পুষ্করাবর্ত” দ্বীপের পরিমাণ ষোল অবুর্দ ক্রোশ। ইহার অভ্যন্তর ভাগ নানা অংশে বিভক্ত। এই দ্বীপের অর্দ্ধাংশে মনুষ্য বাস করে। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য দ্বীপ এবং সমুদ্র আছে, তাহাতে ত্রিযুগ্যোনির জীব বাস করে। (রত্নসার ভাগ, পৃষ্ঠা ১৫৩)—জম্বুদ্বীপে ছয়টি ক্ষেত্র (মহাদেশ) আছে, যথা :—হিমবন্ত, ঐরণ্ডবন্ত, হরিবর্ষ, রম্যক, দেবকুরু এবং উত্তরকুরু।

(সমীক্ষক)—ভূগোলবিজ্ঞাবিজ্ঞাতৃগণ! শ্রবণ করুন। ভূমণ্ডলের আয়তন নির্ণয় করিতে গিয়া আপনারা ভুল করিয়াছেন, না জৈনগণ ভুল করিয়াছেন? যদি জৈনগণ ভুল করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনারা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিন। যদি আপনারা ভুল করিয়া থাকেন, তাহা হইতে তাঁহাদের নিকট বুঝিয়া লউন! একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, জৈনাচার্য্যগণ এবং তাঁহাদের শিষ্যবর্গ ভূগোল, খগোল এবং গণিতবিজ্ঞা কিছুই অধ্যয়ন করেন নাই; নতুবা তাঁহারা এ সকল মহা অসম্ভব গল্প রচনা করিবেন কেন? এমন অপ্রলোকেয়া যে জগৎকে অকর্তৃক মনে করিবেন এবং ঈশ্বর মানিবেন না, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? জৈনগণ তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ কোন ভিন্ন মতাবলম্বী বিদ্বান্কে দেখিতে দেন না, কারণ তাঁহারা ঐ সকলকে তীর্থঙ্করদিগের রচিত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন। উক্ত গ্রন্থসমূহ এমন অবিজ্ঞাযুক্ত কথায় পরিপূর্ণ যে অপরকে দেখিতে দিলে রহস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে। জৈন ব্যতীত কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঐ সকল অলীক গল্প সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। জগৎকে অনাদি প্রমাণ করিবার জন্যই এ সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু এ সকল সম্পূর্ণ মিথ্যা। অবশ্য, জগতের কারণ অনাদি, যেহেতু ঐশ্বর্য তত্ত্বস্বরূপ পরমাণু অকর্তৃক। কিন্তু তন্মধ্যে।

ନିରମାତ୍ରସାରେ ନିର୍ମିତ ଅଥବା ବିକୃତ ହইବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ । ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାତ୍ର ବିଶେଷ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବତଃ ପୃଥକ ପୃଥକ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ; ସ୍ୱଭାବତଃ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱାଧୀନାତ୍ମା ମିଳିତ ହইয়া ଜଗତ୍‌ରୂପେ ନିର୍ମିତ ହইତେ ପାରେ ନା । ଅତଃ ଏବଂ ଜଗତ୍‌ର କୌଣ ଚେତନ ନିର୍ମାତା ଆହେନ, ତିନି ଜ୍ଞାନସ୍ୱରୂପ । ଦେଖ ! ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଦି ଲୋକସମୂହକେ ନିୟମେ ରାଧା ଅନାଦି, ଅନନ୍ତ, ଚେତନ ପରମାତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ । ସ୍ଥୁଳ ଜଗତ୍‌ର ମଧ୍ୟେ ସେ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ରଚନାବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟ ହୟ, ତାହା କଥନଓ ଅନାଦି ହইତେ ପାରେ ନା । ଯଦି ମନେ କର ସେ, କାର୍ଯ୍ୟଜଗତ୍‌ ନିତ୍ୟ, ତବେ ତାହାର କୌଣ କାରଣ ଥାକିବେ ନା । କିନ୍ତୁ ତାହାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ-କାରଣରୂପ ହইବେ ମାନିଲେ ନିଜେହିଁ ନିଜେର କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ହଓୟାୟ ଅନ୍ତଃକାରଣ ଏବଂ ଆତ୍ମାନ୍ତର ଦୋଷ ଘଟିବେ । କେହି ନିଜେହିଁ ନିଜେର ସ୍ୱକ୍ଷେ ଆରୋହଣ କରିତେ ପାରେ ନା । ନିଜେର ପିତା ପୁତ୍ର ନିଜେହିଁ ହইତେ ପାରେ ନା । ସ୍ୱତଃ ଜଗତ୍‌ର କର୍ତ୍ତା ଅବଶ୍ୟାହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିତେ ହইବେ ।

(ପ୍ରଶ୍ନ)—ଯଦି ଈଶ୍ୱରକେ ଜଗତ୍‌ର କର୍ତ୍ତା ମନେ କରନ, ତବେ ଈଶ୍ୱରର କର୍ତ୍ତା କେ ? (ଉତ୍ତର)—କର୍ତ୍ତାର କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କାରଣର କାରଣ ଥାକିତେ ପାରେ ନା । କାରଣ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କାରଣ ହইତେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୟ ; ଯାହା ପ୍ରଥମ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ବିଯୋଗର କାରଣ, ତାହାର କୌଣ କର୍ତ୍ତା ଅଥବା କାରଣ କିଛିତେହିଁ ଥାକିତେ ପାରେ ନା । ଈହାର ବିଶେଷ ବ୍ୟାଧ୍ୟା ଅର୍ଥମ୍ଭ ସମୁଦ୍ଧାସେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକରଣେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହইଯାହେ । ତାହା ସେହ୍ନେ ଅର୍ଥମ୍ଭ । ଯଥନ ଜୈନମିଗେର ସ୍ଥୁଳବିଷୟ ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷେହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତଥନ ପରମସ୍ତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିବିଦ୍ଧା ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷେ ଜ୍ଞାନ କିରୂପେ ଥାକିତେ ପାରେ ? ଏହି ନିମିତ୍ତ “ପ୍ରକରଣ ରତ୍ନାକର” ପ୍ରଥମ ଭାଗେ ସେମନ ଲିଖିତ ହইଯାହେ ସେ, ଜୈନ ମତେ ସୃଷ୍ଟି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ଜ୍ଞାପର୍ଯ୍ୟାୟଓ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶେ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁତେଓ ଅନନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଦ୍ଧମାନ, ତାହାଓ ଅସନ୍ତବ । କାରଣ ଯାହାର ଅନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍‌ ସୀମା ଆହେ, ତାହାର ସମନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷଓ ଅନ୍ତବିଶିଷ୍ଟ । ଯଦି ଅନନ୍ତକେ ଅସଂଧ୍ୟା ବଳା ହୟ, ତଥାପି ହইତେ ପାରେ ନା । ତବେ ଜୀବ ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷେ ଈହା ଘଟିତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷେ ନହେ । କେନନା ଏକ ଏକ ଜ୍ଞାତ୍ର ନିଜେର ନିଜେର ଏକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟକେ ଅବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାନା କେବଳ ଅବିଦ୍ଧାର କଥା । ଯଥନ ଏକଟି ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାତ୍ରଓ ସୀମା ଆହେ, ତଥନ ତାହାତେ ଅନନ୍ତ ବିଭାଗରୂପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିରୂପେ ଥାକିତେ ପାରେ ? ସେହିରୂପ ଏକ ଏକ ଜ୍ଞାତ୍ର ଅନନ୍ତ ଶୁଣ ଏବଂ ଏକ ଶୁଣ ପ୍ରଦେଶସ୍ତ୍ୱ ଅବିଭାଗରୂପ ଅନନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକେଓ ଅନନ୍ତ ମନେ କରା

কেবল বালকের কথা। যাহার অধিকরণের অন্ত আছে, তাহার অধিবাসীর অন্ত কেন থাকিবে না? এইরূপ অনেক লম্বা চওড়া মিথ্যা কথা লিখিত আছে।
জীব এবং অজীব এই দুই পদার্থ সম্বন্ধে জৈনসিদ্ধান্ত এইরূপ :—

চেতনালক্ষণে জীবঃ স্যাদজীবন্তদন্ত্যকঃ ।

সৎকর্ম্মপুদগালাঃ পুণ্যং পাপং তস্য বিপর্য্যয়ঃ ॥

ইহা জিনদত্তসূরির বচন। প্রকরণরত্নাকর প্রথম ভাগের নয়চক্রসারেও লিখিত আছে যে, জীব চেতনালক্ষণবিশিষ্ট এবং অজীব চেতনারহিত অর্থাৎ জড়। সৎকর্ম্মরূপ পুদগলকে (পরমাণু) পুণ্য এবং পাপকর্ম্মরূপ পুদগলকে পাপ বুলে।

(সমীক্ষক)—জীব এবং জড়ের লক্ষণ যথার্থরূপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু জড় পদার্থ পুদগলের (পরমাণু) পাপ পুণ্য কখনও হইতে পারে না। কারণ পাপপুণ্য করা চেতনেরই স্বভাব। দেখ! কোন জড় পদার্থেরই পাপপুণ্য নাই। জীবকে অনাদি মনে করা ত যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু অন্ন এবং অন্নজের জীবকে মুক্তি অবস্থায় সর্ব্বদা মনে করা মিথ্যা। কারণ, অন্ন ও অন্নজের সামর্থ্যও সর্ব্বদা সীমাবদ্ধ। জৈনমতে জগৎ, জীব, জীবের কর্ম্ম এবং বন্ধন অনাদি। এ বিষয়েও জৈনতীর্থঙ্করগণ ভুল করিয়াছেন। কারণ, সংযুক্ত জগতের কার্য্যকারণ, প্রবাহ বশতঃ কার্য্য, জীবের কর্ম্ম এবং বন্ধনও অনাদি হইতে পারে না। যদি অনাদি মনে কর, তবে কর্ম্ম এবং বন্ধন হইতে মুক্তি স্বীকার কর কেন? যাহা অনাদি তাহার কখনও নাশ হইতে পারে না। যদি মনে কর যে, অনাদি পদার্থেরও নাশ আছে, তাহা হইলে তোমাদের সমস্ত পদার্থেরই নাশপ্রসঙ্গ হইবে। যদি অনাদিকে নিত্য মনে করা হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম এবং বন্ধনও নিত্য হইবে। যখন সব কর্ম্মনাশের প্রসঙ্গ হইবে এবং যখন অনাদিকে নিত্য মানা হইবে তখন কর্ম্ম ও বন্ধনও নিত্য হইবে। যদি সমস্ত কর্ম্মের খণ্ডনবশতঃ মুক্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে সকল কর্ম্মের খণ্ডন মুক্তির নিমিত্ত হইল। এই নৈমিত্তিকী মুক্তি সর্ব্বদা থাকিতে পারে না। আবার কর্ম্ম ও কর্ত্তার সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া, কর্ম্ম কখনও নষ্ট হইবে না। অতএব তুমি যে তোমার এবং তীর্থঙ্করদিগের মুক্তি নিত্য মনে কর তাহা অসম্ভব।

(প্রশ্ন)—যেমন ধাত্তোর আবরণ ছাড়াইলে অথবা ধাত্তে অগ্নি সংযোগ করিলে উহার বীজ অকুরিত হয় না, সেইরূপ মুক্তিপ্রাপ্ত জীব পুনরায় জন্ম-মরণরূপ

সংসারে আগমন করে না। (উত্তর)—জীবের সহিত কর্মের সম্বন্ধ ধাত্ত বীজের সহিত আবরণের সম্বন্ধের স্থায় নহে, কিন্তু এখানে সমবায় সম্বন্ধ। অনাদিকাল হইতে জীবের সহিত কর্ম ও কর্তৃত্বশক্তির সম্বন্ধ আছে। জীবের মধ্যে কর্মশক্তিরও অভাব মনে করিলে সমস্ত জীব প্রাপ্তবৎ হইয়া যাইবে। জাহাদের মুক্তিমুখভোগেরও সামর্থ্য থাকিবে না। যদি অনাদি কালের কর্মবন্ধন ছিন্ন হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে জীব তোমার নিত্য মুক্তি হইতেও বিচ্যুত হইয়া বন্ধনে পতিত হইবে। মুক্তির সাধনরূপ কর্ম হইতে মুক্ত হইলে যদি জীবের মুক্তি স্বীকার কর তবে নিত্য মুক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া বন্ধনে পতিত হইবে। সাধনসিদ্ধ পদার্থ কখনও নিত্য হইতে পারে না। আবার যদি মনে কর যে, সাধনসিদ্ধ না হইলেও মুক্তিলাভ করা যায়, তাহা লইলে কর্ম না করিয়াও বন্ধনে পতিত হওয়া সম্ভব হইবে। যেমন বস্ত্রে ময়লা লাগে এবং ধৌত করিলে বস্ত্রের ময়লা দূরীভূত হয় এবং পুনরায় তাহাতে ময়লা লাগে, সেইরূপ “মিথ্যাত্ব” প্রভৃতি হেতু এবং রাগ ঘৃণাদির আশ্রয় বশতঃ জীব কর্মফল প্রাপ্ত হয়। যদি সম্যক্জ্ঞান, দর্শন এবং “চারিত্র” দ্বারা জীব নির্মল হয় এবং ময়লা লাগিবার কারণ বশতঃ তাহাতে ময়লা লাগে, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মুক্ত জীবও সাংসারিক হয় এবং সাংসারিক জীবও মুক্ত হয়। কারণ যেমন নিমিত্ত বশতঃ মলিনতা দূর হয়, সেইরূপ নিমিত্ত বশতঃ মলিনতা সংলগ্নও হইবে। অতএব স্বীকার কর যে, জীবের বন্ধন এবং মুক্তি প্রবাহরূপে অনাদি; কিন্তু স্বভাবতঃ অনাদি এবং অনন্তরূপ নহে।

(প্রশ্ন)—জীব নির্মল কখনও ছিল না, কিন্তু স্বভাবতঃ মলিন। (উত্তর)—যদি নির্মল কখনও ছিল না, তবে নির্মল কখনও হইতে পারিবে না। যেমন নির্মল বস্ত্রে ময়লা লাগিলে, উহা ধৌত করার সঙ্গে ময়লা দূরীভূত হয়, কিন্তু বস্ত্রের স্বাভাবিক স্বেতবর্ণ দূরীভূত হয় না; অথচ পুনরায় বস্ত্রে ময়লা লাগে, মুক্তিভেদেও সেইরূপ মলিনতা ঘটিবে। (প্রশ্ন)—জীব প্রাক্তন কর্ম বশতঃই শরীর ধারণ করে, সুতরাং ঈশ্বর মানা বুধা। (উত্তর)—যদি কেবলমাত্র কর্মই শরীরধারণের কারণ হয়, ঈশ্বর কারণ নহেন, তবে জীব কখনও এমন হীন জন্ম ধারণ করিবে না যাহাতে তাহাকে অভ্যন্তর দুঃখভোগ করিতে হয়, কিন্তু সর্বদা উত্তম উত্তম জন্মই ধারণ করিবে। যদি বল যে কর্মের বাধা আছে; তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, চোর যেমন

নিজে নিজে কারাগারে যায় না, কিংবা নিজেকে কাঁসী দেয় না, কিন্তু রাজা তাহাকে দণ্ড দেন ; সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রেরণায় জীব শরীর ধারণ করে এবং তিনি কৰ্ম্মানুসারে জীবকে ফলদান করেন এইরূপ মান। (প্রশ্ন)—মাদকতার (নেশার) স্থায় কৰ্ম্ম নিজে নিজেই হইয়া থাকে ; ফলদানের জন্ত কাহারও প্রয়োজন নাই। (উত্তর)—তাহা হইলে, যেমন পাকা মত্তপায়ীর মাদকতা অল্প এবং অনভ্যস্তের অধিক হয়, সেইরূপ যাহারা সৰ্ব্বদা অধিক পাপপুণ্য করে, তাহারা অল্প ফল এবং যাহারা অল্প পাপপুণ্য করে, তাহারা অধিক ফল প্রাপ্ত হইবে। (প্রশ্ন)—যাহার যেমন স্বভাব, সে সেইরূপ ফলপ্রাপ্ত হয়। (উত্তর)—যদি স্বভাব বশতঃই হয়, তাহা হইলে উহার নাশ বা ফলপ্রাপ্তি অসম্ভব। অবশ্য, যেমন নিশ্বল বস্ত্রে নিমিত্ত বশতঃ ময়লা সংযুক্ত হয়, আবার ময়লা ছাড়াইবার কারণবশতঃ ময়লা দূরীভূতও হইয়া যায়, সেইরূপ মনে করাই যুক্তি সঙ্গত।

(প্রশ্ন)—সংযোগ ব্যতীত কৰ্ম্ম পরিণামপ্রাপ্ত হয় না। যেমন দৃষ্টি এবং আলোর সংযোগ ব্যতীত দর্শন হয় না, সেইরূপ জীব এবং কৰ্ম্মের সংযোগ ব্যতীত কৰ্ম্ম পরিণামপ্রাপ্ত হয় না। (উত্তর)—যেমন কোন তৃতীয় পক্ষ দৃষ্টি এবং দর্শনের সংযোগ ঘটায়, সেইরূপ জীবের সহিত তাহার কৰ্ম্মফলের সংযোগ ঘটাইবার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন। কারণ জড়পদার্থ স্বয়ং নিয়মানুসারে সংযুক্ত হয় না এবং জীবও অল্পজ্ঞ বলিয়া স্বয়ং স্বকৃত কৰ্ম্মফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। এতদ্বারা সিদ্ধ হইল যে, ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত সৃষ্টিক্রম ব্যতীত কৰ্ম্মফলের ব্যবস্থা হইতে পারে না। (প্রশ্ন)—যিনি কৰ্ম্ম হইতে মুক্ত হন, তাহাকেই ঈশ্বর বলে। অনাদি কাল হইতে জীবের সহিত কৰ্ম্মের যোগ রহিয়াছে। সুতরাং জীব কখনও কৰ্ম্ম হইতে মুক্ত হয় না। (প্রশ্ন)—কৰ্ম্মের বন্ধন সাদি। (উত্তর)—সাদি হইলে কৰ্ম্মের যোগ অনাদি নহে। তাহা হইলে সংযোগের আদিতে জীব নিষ্কৰ্ম্ম ছিল। নিষ্ক্রিয়ের কৰ্ম্মসংযোগ হইলে মুক্তেরও কৰ্ম্মসংযোগ হইবে। কৰ্ম্ম ও কর্তার যে সমবায় অর্থাৎ নিত্য সম্বন্ধ তাহা কখনও ছিন্ন হয় না। অতএব নবম সমুদ্রাসে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ স্বীকার করাই সঙ্গত। জীব নিজের জ্ঞান ও সামর্থ্য যতই বৃদ্ধি করুক না কেন, তাহার জ্ঞান এবং সামর্থ্য পরিমিত ও সসীমই থাকিবে। জীব কখনও ঈশ্বরের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অবশ্য জীব যোগাভ্যাস কীরূপ যতদূর সম্ভব সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে পারে।

জৈন আইত্তগণ দেহের পরিমাণ অনুসারে জীবের পরিমাণও স্বীকার করেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে, যদি তাহাই হয়, তবে হস্তীর জীব কীটের মধ্যে এবং কীটের জীব হস্তীর মধ্যে কিরূপে সমাবিষ্ট হইবে? ইহাও মূর্খের কথা। কারণ, জীব সূক্ষ্ম পদার্থ; উহা একটি পরমাণুর মধ্যেও থাকিতে পারে। জীবের শক্তি শরীরস্থ প্রাণ, বিদ্যাৎ এবং নাড়ী প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত থাকে। তদ্বারা জীব সমস্ত শরীরের অবস্থা অবগত হয়। জীব সংসর্গবশতঃ উত্তম এবং অসংসর্গবশতঃ অধম হইয়া যায়।

ধর্মসম্বন্ধে জৈনদিগের ধারণা এইরূপ :—

মূল—রে জীব ভবচ্ছহাং ইকং চিয় হরই জিনময়ং ধম্মং ।

ইয়রাণং পরমং তো স্হকপো য়ুম্মিসি ওসি ॥

প্রকরণরত্নাকর ভাগ ২, ষষ্ঠীশতক ৬০ । সূত্রাক্র ৩ ॥

ওহে জীব! এই একমাত্র জিনমতই অর্থাৎ ত্রীবীতরাগভাষিত ধর্ম সংসারের জন্মমরণাদি দুঃখ হরণ করে। এইরূপে জৈনমতাবলম্বীদিগকে সূদেব এবং সূগুরু জানিবে। যে সকল জীব তাহাদের কল্যাণার্থ বীতরাগ ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্যন্ত দেবগণ হইতে পৃথক অশ্ব হরি, হর এবং ব্রহ্মাদি কুদেবগণের পূজা করে, তাহারা প্রতারিত হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, জৈনমতের সূদেব, সূগুরু ও সূধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অশ্ব কুগুরু, কুদেব এবং কুকর্মের সেবা করিলে তাহাদের কোন রূপ কল্যাণ হয় না।

(সমীক্ষক)—এখন সূধীগণ বিচার করুন যে, জৈন ধর্মগ্রন্থ কিরূপ নিন্দনীয়।

মূল—অরিহং দেবো সূগুরু শুদ্ধং ধম্মং চ পঞ্চ নবকারো ।

ধম্মাণং কয়চ্ছাণং নিরন্তরং বসই হিয়য়ন্নি ॥

প্রক° ভা° ২ । ষষ্ঠী° ৬০ । সূ° ১ ॥

যিনি অরিহন, দেবেশ্বরকৃত পূজাদির যোগ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ, দেবাদিদেব, শোভামান “অরিহন্ত” দেব এবং যিনি জ্ঞানবান, ক্রিয়াবান শাস্ত্রোপদেশী, শুদ্ধ, কষায়-মল রহিত, সেই ত্রীজিনভাষিত “সম্যক্” বিনয় এবং দয়ামূলক ধর্মই দুর্গত প্রাণীদিগকে উদ্ধার করে। অশ্ব হরি-হরাদির ধর্ম জীবদিগকে সংসার হইতে উদ্ধার করিতে পারে না। সেই সর্বোত্তম ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট

পঞ্চ অরিহন্তদেবকে নমস্কার। এই চারি পদার্থ যথা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, যথা—
দয়া, ক্ষমা, সমাক্ত, জ্ঞান, দর্শন এবং চারিত্র। ইহাই জৈনধর্ম্য।

(সমীক্ষক)—যেখানে মনুষ্যমাত্রেরই প্রতি দয়া নাই, সেখানে দয়া এবং
ক্ষমা কিছুই নাই। সেখানে জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞান, দর্শনের পরিবর্তে অন্ধকার
এবং “চারিত্রের” পরিবর্তে উপবাস বশতঃ মৃত্যুই রহিয়াছে। ইহা এমন কি
ভাল কথা? জৈনধর্মের নিম্নলিখিতরূপ প্রশংসা করা হইয়াছে:—

মূল—জইন কুণসি তব চরণং ন পটসি ন গুণোসি দেসি নো দাগম্।

তা ইত্তিয়ং ন সঙ্কিসিজং দেবো ইক্ক অরিহন্তো ॥

প্রকরণং ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ২ ॥

হে মনুষ্য! তোমার যদি তপশ্চর্যা এবং “চারিত্র” না থাকে, যদি তুমি সূত্র
অধ্যয়ন, প্রকরণাদির বিচার এবং সুপাত্রে দান করিতে অসমর্থ হও, তবে
আমাদের একমাত্র আরাধ্য “অরিহন্ত” দেব এবং সুগুরু সুধর্ম্য জৈনমতের প্রতি
শ্রদ্ধাবান হওয়া সর্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। তাহাই উদ্ধারের কারণ। (সমীক্ষক)—
দয়া এবং ক্ষমা উত্তম গুণ হইলেও যখন পক্ষপাতদুষ্ট হয়, তখন
দয়া নির্দয়তায় এবং ক্ষমা প্রতিহিংসায় পরিণত হয়। এইরূপ বলিবার
তাৎপর্য্য এই যে, কোন জীবকে কষ্ট না দেওয়া সকল সময়ে সম্ভবপর
নহে। ছুটকে দণ্ডমান করাও দয়ার মধ্যে গণনীয়। কারণ, এক ছুটকে দণ্ড
দেওয়া না হইলে সহস্র সহস্র লোক দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং সেই দয়া
নির্দয়তা এবং সেই ক্ষমা প্রতিহিংসা। ইহা সত্য যে, সকল প্রাণীর দুঃখনাশ
এবং সুখপ্রাপ্তির উপায় অবলম্বন করাকে দয়া বলে। কেবল জল হাঁকিয়া
পান করা এবং ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে রক্ষা করাকেই দয়া বলে না। বাস্তবিক
জৈনদিগের এই দয়া কেবল কথার কথা মাত্র। তাঁহাদের কার্য্যে তাহা
প্রকাশ পায় না। মনুষ্য যে কোন মতাবলম্বী হউক না কেন, তাহার প্রতি
দয়া করা, খাদ্য ও পানীয় প্রভৃতি দ্বারা তাহার উপকার করা এবং ভিন্ন
মতাবলম্বী বিদ্বান্দিগেরও সম্মান ও সেবা করা কি দয়া নহে? যদি
জৈনদিগের সত্যই দয়া থাকে, তবে বিবেকসারের ২২১ পৃষ্ঠায় কি
লিখিত হইয়াছে দেখ—প্রথমতঃ, জৈনগণ কোন ভিন্ন মতাবলম্বীর স্তুতি
অর্থাৎ গুণকীর্তন কখনও করিবে না। দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে “নমস্কার অর্থাৎ
বন্দনা করিবে না। তৃতীয়তঃ, “আলাপন” অর্থাৎ তাহার সহিত অধিক

কথা বলিবে না। চতুর্থতঃ, “সংলপন” অর্থাৎ ভাভার সহিত বারংবার কথা বলিবে না। পঞ্চমতঃ, তাহাকে “অন্নবস্ত্রাদি দান” করিবে না অর্থাৎ খাওয়া ও পানীয় প্রভৃতি দিবে না। ষষ্ঠতঃ, “গন্ধপুষ্পাদি দান” করিবে না অর্থাৎ তাহার প্রতিমা পূজার জন্য অগন্ধ পুষ্পাদি দিবে না। জৈনগণ এই ছয় “ঘতনা” অর্থাৎ কণ্ঠ্য কখনও করিবে না।

(সমীক্ষক)—এখন সুধীগণ বিবেচনা করুন যে, ইহার মধ্যে ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের প্রতি কত নির্দয়তা, কুদৃষ্টি এবং বিদ্বেষ রহিয়াছে। যখন অল্প মতাবলম্বীদের প্রতি এত নিষ্ঠুরতা তখন বলা যাইতে পারে যে জৈনগণ দয়াহীন। নিজ পরিবারের সেবা করার মধ্যে বিশেষ ধর্ম কিছুই নাই। জৈন মতাবলম্বীগণ এক পরিবার সদৃশ। জৈনগণ এই জগতই তাঁহাদের সেবা করেন, কিন্তু অল্প মতাবলম্বীদিগের সেবা করেন না। অতএব কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহাদিগকে দয়ালু বলিতে পারেন কি? বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১০৮ এ লিখিত আছে যে জৈনগণ মথুরার রাজার দেওয়ান নয়টাকে বিরোধী মনে করিয়া হত্যা করে এবং পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হন। ইহা কি দয়া ও ক্ষমানাশক কার্য্য হয় নাই? যখন জৈনগণ ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের প্রতি এত দূর বৈরবুদ্ধি পোষণ করেন যে, হত্যা পর্য্যন্তও করিতে পারেন, তখন তাঁহাদিগকে দয়ালুর পরিবর্তে হিংসক বলাই সার্থক। আইত প্রবচন সংগ্রহ “পরমাগমনসারে” “সম্যক্” দর্শনাদির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। সম্যক্ প্রজ্ঞান, সম্যক্ দর্শন, জ্ঞান এবং চারিত্র—এই চারিটি মোক্ষমার্গের সাধন। ষোড়শদেব এসকল বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জিন প্রতিপাদিত গ্রন্থানুসারে বিপরীত অভিনিবেশ ইত্যাদি রহিত জীব এবং অজ্ঞাত পদার্থ সম্বন্ধে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রীতি এবং বিশ্বাসপরায়ণ হওয়াকেই “সম্যক্ প্রজ্ঞান” এবং “সম্যক্ দর্শন” বলে।

রুচির্জিনোক্ত তত্ত্বেষু সম্যক্ প্রজ্ঞানমুচ্যতে।

জিন কর্তৃক উপদিষ্ট তত্ত্বসমূহের প্রতি সম্যক্ প্রজ্ঞা প্রদর্শন করা উচিত, অর্থাৎ অল্প কোন তত্ত্বের প্রতি নহে।

যথাবস্থিততত্ত্বানাং সংক্ষেপাদ্বিস্তরেণ বা।

যো বোধন্তমজ্রোহঃ সম্যগ্ জ্ঞানং মনীষিণঃ ॥

জীবাদির তত্ত্বসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তৃত জ্ঞানকে সুধীগণ সম্যক্ জ্ঞান বলেন ।

সর্বথাহনবত্য়োগানাং ত্যাগশ্চারিত্রমুচ্যতে ।

কীর্তিতং তদহিংসাদি ব্রতভেদেন পঞ্চধা ॥

অহিংসাসূনৃতাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ ।

ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের সহিত সম্বন্ধ সর্বপ্রকারে নিন্দনীয় । তাহা পরিত্যাগ করাকে “চারিত্র” বলে । অহিংসাদি ভেদে ব্রত পাঁচ প্রকার । প্রথমতঃ (অহিংসা) কোন প্রাণীকে বধ না করা । দ্বিতীয়তঃ (সূনৃত) প্রিয় বাক্য বলা । তৃতীয়তঃ (অস্তেয়) চুরি না করা । চতুর্থতঃ (ব্রহ্মচর্য্য) উপস্থ ইন্দ্রিয়ের সংযম । পঞ্চমতঃ (অপরিগ্রহ) সকল বস্তু পরিত্যাগ করা । এসকল বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলিই ভাল ; অর্থাৎ অহিংসা এবং চৌর্য্য প্রভৃতি নিন্দনীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করা শ্রেয় । কিন্তু ভিন্নমতের নিন্দা প্রভৃতি দোষ দ্বারা উত্তম বিষয়গুলিও দোষযুক্ত হইয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ, প্রথম সূত্রে লিখিত আছে যে অশ্ব হরিহর প্রভৃতির ধর্ম্ম সংসার হইতে উদ্ধার করিতে পারে না । ঘাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলে পূর্ণবিজ্ঞা এবং ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহাদিগকে হয়ে প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া কি সামান্য নিন্দার কথা ! ঘাঁহারা উল্লিখিত একান্ত অসম্ভব কথাগুলির বক্তা, সেই জৈন তীর্থঙ্করদিগের গুণকীর্তন করা কেবল হঠকারিতা মাত্র । ভাল, যে জৈনের “চারিত্র”, অধ্যয়ন এবং দান করিবার সামর্থ্য নাই, তিনি কেবল জৈনমতকে সত্য বলিলেই ভাল, আর অশ্ব মতাবলম্বী শ্রেষ্ঠ হইলেও হয়ে হইবেন কি ? ঘাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম এবং বালবুদ্ধি না বলিয়া কি বলা যাইবে ? এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, জৈনাচার্যাগণ স্বার্থপর ছিলেন । তাঁহারা পূর্ণ বিদ্বান ছিলেন না । তাঁহারা সকল মতের নিন্দা না করিলে, তাঁহাদের মিথ্যা মতে কেহই বিজড়িত হইত না এবং তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধিও হইত না । দেখ ! ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, জৈনমত নিমগ্ন করে কিন্তু বেদ মত সকলকে উদ্ধার করে । যদি অপর লোকেরা বলে যে, হরিক্ষর প্রভৃতি দেব সূদেব এবং ঋষভদেব প্রভৃতি কুদেব ; তাহা হইলে, তাহা কি জৈনদিগের পক্ষে জল্পীভিকর হইবে না ? জৈনমতের আচার্য্য এবং বিশ্বাসীদিগের আরও ভুল দেখিয়া লও ।

মূল—জিণবর আণা ভংগং উমগ্গ উসমুত্তলে সদেশণউ ।

আণা ভংগে পাবস্তা জিণময় ছকরং ধম্মম্ ॥

প্রকরং ভাগং ২ । যষ্ঠী শং ৬ । সূং ১১ ॥

উন্মার্গ এবং “উৎসূত্রের” লেশ মাত্র দেখাইলেও জিনবর অর্থাৎ বীতরাগ তীর্থঙ্করদিগের আজ্ঞাভঙ্গ হয়। তাহা দুঃখের কারণস্বরূপ এবং পাপজনক। জিনেশ্বর কর্তৃক উপদিষ্ট “সম্যক্” প্রভৃতি ধর্ম গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন। অতএব যাহাতে তাঁহার আজ্ঞাভঙ্গ না হয়, তাহাই করা কর্তব্য। (সমীক্ষক)—নিজ মুখে নিজের প্রশংসা করা, নিজের ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলা এবং পরধর্মের নিন্দা করা মূর্খের কার্য। জ্ঞানিগণ যাহার প্রশংসা করেন, তাঁহার প্রশংসাই যথার্থ। চোরও ত নিজমুখে নিজের প্রশংসা করিয়া থাকে, তাই বলিয়া কি সে প্রশংসনীয় হইতে পারে? জৈনগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন—

মূল—বহুগুণবিজ্ঞা নিলয়ো উসমুত্তভাসী তহা বিমুত্তবেবা ।

জহবরমণিজুতো বিহুবিগ্ঘকরো বিসহরো লোএ ॥

প্রকরং ভাং ২ । যষ্ঠীং সূং ১৮ ॥

বিষধর সর্পের মণি যেমন পরিত্যাজ্য, সেইরূপ যিনি জৈনমতালম্বী নহেন তিনি যত বড় ধার্মিক পণ্ডিতই হউন না কেন, তাঁহাকে বর্জন করা জৈনদিগের কর্তব্য। (সমীক্ষক)—দেখুন! ইহাদের কত দূর ভ্রম! যদি জৈনাচার্য্যগণ এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ বিদ্বান্ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বিদ্বান্দিগের প্রতি প্রীতিশীল হইতেন। যাহাদের তীর্থঙ্করগণ পর্য্যন্ত বিজ্ঞাহীন, তাঁহারা বিদ্বান্দিগের সম্মান করিবেন কেন? মল কিংবা ধূলার মধ্যে স্বর্ণ পতিত হইলে কেহ কি উহা পরিত্যাগ করে? এতদ্বারা সিদ্ধ হইল যে, জৈন ব্যতীত এমন পক্ষপাতী, হঠকারী, দুরাগ্রহী এবং বিজ্ঞাহীন আর কেহই নাই।

মূল—অই সঘপা বিঘপা বাধন্নি অপবেব স্তুতো বিপাবরয়া ।

ন চলন্তি স্কন্ধধমার ধম্মা কিবিন্ণাবপব্বেসু ॥

প্রকরং ভাং ২ । যষ্ঠীং সূং ২৯ ॥

“অগ্গদর্শনী কুলিন্দী” অর্থাৎ যাহারা জৈনমতের বিরোধী, জৈনগণ তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না। (সমীক্ষক)—ইহা কতদূর অজ্ঞতা স্মৃধীগণ

বিবেচনা করিবেন। ইহা যথার্থ যে, যাঁহার মত সত্য, তিনি কাহাকেও ভয় করেন না। জৈনাচার্য্যগণ জানিতেন যে, তাঁহাদের মত অসার, অশ্রেয় শুনিলে তাহা খণ্ডন করিলে ; অতএব সকলের নিন্দা কর এবং মূর্খদিগকে আবদ্ধ কর ॥

মূল—নামং পিতৃসম্বন্ধে অহং জেগনিদিষ্ঠাই মিচ্ছাপববাই ।

জেসিং অণুসংগা উধম্মীগ বিহোই পাবমই ॥

প্রক° ভা° ২। বী° ৬। সূ° ২৭ ॥

যে ধর্ম্ম জৈনধর্ম্মবিরুদ্ধ তাহা সকলকে পাপী করে। অতএব অশ্রেয় ধর্ম্মের পরিবর্তে জৈনধর্ম্ম স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ। (সমীক্ষক)—এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, জৈনমত সকলকে বৈর, বিরোধ, নিন্দা এবং ঈর্ষ্যা প্রভৃতি দুর্গুণরূপ সমুজ্জৈ নিমগ্ন করে। জৈনদিগের দ্বারা অপর কোন মতাবলম্বী এত নিন্দুক এবং অধাশ্মিক নহে। এক দিক হইতে সকলের নিন্দা এবং অত্যধিক আত্মপ্রশংসা করা কি শঠের কার্য্য নহে? যিনি যে মতাবলম্বী হইউন না কেন, বিচারশীল লোকেরা তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ভাল তাঁহাদিগকে ভাল এবং তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা মন্দ, তাঁহাদিগকে মন্দ বলিয়া থাকেন।

মূল—হাহা গুরুঅহ কজ্জং স্বামীনহু অচ্ছিক্সস পুক্করিসো ।

কহ জিণ বয়ণ কহ সুগুরু সাবয়া কহইয় অকজ্জং ॥

প্রক° ভা° ২। বী° ৩। সূ° ৩৫ ॥

কোথায় সর্ব্বজ্ঞভাষিত জিনবচন, জৈনদিগের সুগুরু এবং জৈনধর্ম্ম, আর কোথায় তাহার বিপরীত কুগুরু এবং ভিন্ন মতের উপদেষ্টা, অর্থাৎ জৈনদিগের সুগুরু, সুদেব ও সুধর্ম্ম এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের কুদেব, কুগুরু এবং কুধর্ম্ম। (সমীক্ষক)—বদরী বিক্রয়কারিণী নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা যেমন বলিয়া থাকে, ইহাও সেরূপ কথা। তাহারা নিজেদের টক্ কুলগুলিকেও মিষ্ট এবং অশ্রেয় মিষ্ট কুলগুলিকেও টক্ বলিয়া থাকে। ইহারা অশ্রেয় মতাবলম্বীদিগের সেবা করাও নিতান্ত পাপজনক কুকার্য্য বলিয়া মনে করেন।

মূল—সম্মো ইকং মরণং কুগুরু অণন্তা ইদেই মরণাই ।

তোবরিসম্পং গহিয়ুং মা কুগুরুসেবণম্ ভহম্ ॥

প্রক° ভা° ২। সূ° ৩৭ ॥

পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে, সর্পের মণির দ্বারা ভিন্নমতাবলম্বী শ্রেষ্ঠ পুরুষেরাও পরিত্যাজ্য। ইহা অপেক্ষাও ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের অধিক নিন্দার

কথা বলা হয় যে, জৈনেতর সকলেই কুণ্ডর অর্থাৎ সর্প অপেক্ষাও মন্দ। তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করা এবং তাহাদের সেবা ও সংসর্গ করা কখনও উচিত নহে। কারণ, সর্পসংসর্গবশতঃ একবার মাত্র মৃত্যু হয়, কিন্তু ভিন্ন মৃতাবলম্বী কুণ্ডরদিগের সংসর্গ বশতঃ অনেক বার জন্ম-মরণে পতিত হইতে হয়। অতএব হে ভক্ত! ভিন্নপন্থী কুণ্ডরদিগের নিকটেও দাঁড়াইও না। কারণ ভিন্নপন্থীদিগের অল্পমাত্র সেবা করিলেও দুঃখ ভোগ করিতে হয়। (সমীক্ষক)—দেখুন! অপর কোন মৃতাবলম্বী জৈনেদের স্থায় কঠোর, ভ্রান্ত, দ্বেষষুক্ত ও নিন্দুক আত্মভোলা নহে। তাঁহারা সম্ভবতঃ মনে করেন, যদি আমরা পরনিন্দা এবং আত্মপ্রশংসা না করি, তাহা হইলে কেহ আমাদের সেবা করিবে না এবং কেহ আমাদের সন্মানও করিবে না। কিন্তু তাঁহাদের দুর্ভাগ্য এই যে, যতদিন তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর বিদ্বানদিগের সেবা না করিবেন এবং তাঁহাদের সংসর্গে না আসিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা সত্যদর্শ্য এবং স্বার্থ জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহারা তাহাদের বিরুদ্ধ মত পরিভ্রাণ করিয়া বেদোক্ত সত্য মত গ্রহণ করুন। তাহাই তাঁহাদের পক্ষে কল্যাণজনক হইবে।

মূল—কিং ভণিমো কিং করিমো তাণহ্যাসাণ ধিঠছুঠাণং।

জে দংসি উণ লিংগং থিবংতি নরয়স্মি মুদ্ধজ্জণং ॥

প্রকং ভা০। বচী০ সূ০ ৪০ ॥

যাহার কল্যাণের আশা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই দুরাগ্রহী, কুকর্মনিপুণ, দুঃশাস্তি ব্যক্তির সম্বন্ধে কি বলা বা করা যাইবে? কেহ যদি তাহার উপকার করে, তবে সে তৎপরিবর্তে তাহার সর্বনাশ করে। যেমন কেহ দয়া করিয়া অন্ধ সিংহের চক্ষুর বন্ধন খুলিতে গেলে, সিংহ তাহাকেই ভক্ষণ করে; সেইরূপ কুণ্ডর ভিন্নপন্থীদিগের উপকার করিতে গেলে নিজেরই সর্বনাশ হয়। অতএব সর্বদা তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবে। (সমীক্ষক)—ভিন্ন পক্ষীয়গণও জৈনদিগের স্থায় চিন্তা করিলে তাঁহাদের কতদূর দুর্দশা হইবে? যদি কেহই তাঁহাদের উপকার না করে, তবে তাঁহাদের অনেক কর্ম নষ্ট হইবে। তাহা তাঁহাদের পক্ষে কিরূপ কষ্টকর হইবে! তাঁহারা অপর সকলের সম্বন্ধেও সেইরূপ চিন্তা করেন না কেন?

মূল—জহজহতুট্টই ধম্মো জহজহ দুঠাণহোয় অইউদউ।

সমদিঠিজিয়াণ তহ তহ উল্লসইম মত্তং ॥

প্রকং ভা০ ২। বচী০ সূ০ ৪২ ॥

ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে গেরূপে দর্শনভ্রষ্ট নিহুণ, পাচ্ছত্তা, উসম্মা ও কুসীলিয়াদি এবং অশ্ব দর্শনৌ, ত্রিদণ্ডী, পরিব্রাজক ও বিপ্রাদি দুই লোকদের অতিশয় বল, সম্মান ও আদর হইবে সেই সেইরূপে সম্যক্‌দৃষ্টি জীবদিগের সম্যক্‌ত্ব প্রকাশিত হইবে। (সমীক্ষক)—এখন দেখুন! এই সব জৈন অপেক্ষা অধিক ঈর্ষ্যা, ঘেষ এবং বৈরবুদ্ধিযুক্ত অপর কেহ আছে কি? অশ্রাংগ মতের মধ্যেও অবশ্য ঈর্ষ্যা-ঘেষ আছে; কিন্তু জৈনমতের দ্বারা অন্য কোন মতে এত নাই। ঘেষই পাপের মূল। সুতরাং জৈনদিগের মধ্যে পাপাচরণ থাকিবে না কেন?

মূল—সংগো বিজ্ঞাণ অহিউতে সিংধম্মাই জেপকুব্বন্তি।

মুতুগ চোরসংগং করন্তি তে চোরিয়ং পাবা ॥

প্রক. ভা. ২। বর্টিঃ সূ. ৭৫ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন মুতুগণ নাসিকাচ্ছেদাদি দণ্ডের ভয় না করিয়া চোরের সহিত সংসর্গ করে, সেইরূপ বাহারা জৈনের ধর্মে বিশ্বাস করে, তাহারাও তাহাদের অকল্যাণের ভয়ে ভীত হয় না।

(সমীক্ষক)—যে যেমন, সে অপরকেও সেইরূপ মনে করে। কেবল মাত্র জৈনমতই সাধু সজ্জনের মত, অশ্ব সমস্ত মতই চোরের মত; একথা কি সত্য হইতে পারে? মনুষ্যের মধ্যে যতদিন কুসঙ্গ বশতঃ শাস্ত বুদ্ধি থাকে, ততদিন সে ঈর্ষ্যাঘেষ পরিত্যাগ করে না। জৈনমত যেমন ভিন্ন মতের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, সেরূপ অশ্ব কোন মত নহে।

মূল—জচ্ছ পশুমহিসলরকা পবংহোমন্তি পাবন বমীএ।

পুঅন্তি তংপি সচ্চাহা হী লাবী পরায়সসং ॥ প্রক. ভা. ২।

প্রক. ভা. ২। বর্টিঃ সূ. ৭৬ ॥

পূর্ব্বে একটি সূত্রে বলা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র জৈনগণই “সম্যক্‌ত্বী”, জৈনেতর পশ্বী সকলেই “মিথ্যাভী”; অর্থাৎ জৈনগণ পুণ্যাত্মা, অশ্বেরা সকলেই পাপী। সুতরাং যে ব্যক্তি “মিথ্যাভী”র ধর্ম্ম স্থাপন করে, সে পাপী। (সমীক্ষক)—যদি অশ্বত্র চামুণ্ডা, কালিকা, জালা প্রভৃতি দেবীর পূজা উপলক্ষে কুর্মানবমী ইত্যাদি পাপজনক হয়, তবে অত্যন্ত কষ্টকর জৈনদিগের পজ্জসণ প্রভৃতি পাপজনক নহে কেন? এস্থলে বামমার্গীদিগের লীলা-খেলায় খণ্ডন যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু, জৈনগণ যে শাসনদেবী এবং

মরুতদেবী প্রভৃতিকে দেবী মানেন, তাঁহাদের পূজার খণ্ডন করিলেও ভাল হইত। যদি বলা হয়, “আমাদের দেবী হিংসক নহেন,” তবে মিথ্যা বলা হইবে। কারণ শাসনদেবী একজন লোকের এবং একটি ছাগলের চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিল। তাহা হইলে সে রাক্ষসী, দুর্গা এবং কালিকার সহোদরা ভগ্নী নহে কেন? সেইরূপ জৈনদিগের “যচ্চখাণ” প্রভৃতি ত্রতকে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, আর “নবমী” প্রভৃতিকে দূষণীয় বলাও মূঢ়তা। কারণ নিজেদের উপবাসের প্রশংসা এবং অপরদের উপবাসের নিন্দা করা মূর্খের কার্য্য। অবশ্য সত্য-ভাষণাদি ত্রত সকলের পক্ষেই ভাল; জৈন কিংবা অপর কাহারও উপবাস ভাল নহে ॥

মূল—চেসাপবং দিয়াণয় মাহণডুং বাণজর কসিরকাণম্ ।

ভত্তা ভর কঠাণং বিয়াণং জন্তি দুরেণং ॥ প্রকং ভাং ২। ষষ্ঠিঃ সূঃ ৮২ ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা বেশ্যা, চারণ এবং ভাট প্রভৃতির এবং ব্রাহ্মণ, যক্ষ, গণেশ প্রভৃতি মিথ্যাদৃষ্টি দেব-দেবীর ভক্ত; যাহারা ইহাদের অনুযায়ী তাহারা স্বয়ং দুঃখে নিমগ্ন হয় এবং অপরকেও নিমজ্জিত করে। কারণ তাহারা ঐ সকল দেব-দেবীর নিকট সমস্ত কাম্য বস্তু পাইবে বলিয়া মনে করে এবং বীতরাগ পুরুষদিগের নিকট হইতে দূরে থাকে। (সমীক্ষক)—ভিন্নপন্থীদের দেব-দেবীকে মিথ্যা এবং নিজেদের দেব-দেবীকে সত্য বলা কেবল পক্ষপাত মাত্র। জৈনগণ বামমার্গীদের দেব-দেবীর খণ্ডন করেন, কিন্তু শ্রাবকদিনকৃত্য, পৃষ্ঠা ৪৬ এ লিখিত আছে যে, শাসনদেবী রাত্রিকালে ভোজন করিবার অপরাধে এক ব্যক্তিকে চপেটাঘাত করেন এবং তাহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া তৎপরিবর্তে একটি ছাগলের চক্ষু বাহির করিয়া বসাইয়া দেন। এই দেবীকে হিংসাকারিণী বলিয়া মনে করা হয় না কেন? রত্নসাগরভাগ ১, পৃষ্ঠা ৬৭ এ লিখিত আছে যে মরুতদেবী প্রস্তুতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পথিকদিগকে সাহায্য করিতেন। ইহাকেও সেইরূপ মনে করেন না কেন?

মূল—কিংনোপি জগণি জাও জাণো জগণী ইকিং অগোবিদ্ধি ।

জইমিচ্ছরও জাও গুণে স্তমচ্ছরং বহই ॥

প্রকং ভাং ২। ষষ্ঠিঃ সূঃ ৮১ ॥

যাহারা জৈনমত বিরোধী “মিথ্যাত্বী” অর্থাৎ মিথ্যাদর্শাবলম্বী, তাহাদের

জন্ম হয় কেন ? যদিও বা জন্ম হয়, বুদ্ধি পায় কেন ? অর্থাৎ তাহাদের শীত্র মৃত্যু হওয়াই বাঞ্ছনীয় । (সমীক্ষক)—জৈনদিগের বীতরাগভাবিত দয়া ধর্ম কিরূপ দেখুন ! তাঁহারা ইচ্ছা করেন না যে, ভিন্নমতাবলম্বিগণ জীবিত থাকুক । সুতরাং তাঁহাদের দয়া ধর্ম কেবল কথার কথা মাত্র । তাঁহাদের যতটুকু দয়া আছে, তাহা ক্ষুদ্র প্রাণী এবং পশুদিগের জন্য, জৈনেতর কোন মনুষ্যের জন্য নহে ।

মূল—শুদ্ধে মগ্গে জায়া স্নহেণ মচ্ছত্তি স্তদ্ধিমগ্গমি ।

জে পুণঅমগ্গজায়া মগ্গে গচ্ছংতি তং চুপ্পং ॥

প্রকং ভাং ২ । বটীং সূং ৮৩ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জৈনকূলে জন্ম গ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভ করা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । কিন্তু জৈনেতর কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন “মিথ্যাস্বী ভিন্নপন্থীর” মুক্তিলাভ করা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় । ইহার ফলিতার্থ এই যে, কেবল জৈনমতাবলম্বীই মুক্তির অধিকারী, অপর কেহই নহে । যাহারা জৈনমত স্বীকার করে না তাহারা নরকগামী । (সমীক্ষক)—জৈনমতাবলম্বী কাহারও কি কোন দোষ নাই ? কেহ কি নরকগামী হয় না ? সকলেই কি মুক্তি পায় ? এসকল কি প্রলাপ নহে ; নির্বোধ ব্যতীত এসকল কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে ?

মূল—তিচ্ছরাণং পূআসংমত্ত গুণাণকারিণী ভণিয়া ।

সাবিয়মিচ্ছত্তয়রী জিণ সময়ে দেসিয়া পূআ ॥

প্রকং ভাং ২ । বটীং সূং ৯০ ॥

কেবল জিন-মুর্তিসমূহের পূজাই সার, জিনেতর মুর্তিসমূহের পূজা অসার । যাহারা জিনের আজ্ঞা পালন করেন তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, যাহারা করেন না, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী নহেন । (সমীক্ষক)—বাহবা ! কি বলিব !! তোমাদের মুর্ত্তিগুলি কি বৈষ্ণবপ্রভৃতি সম্প্রদায়ের মুর্ত্তিগুলির আয় জড়পদার্থদ্বারা নির্মিত নহে ? বস্তুতঃ বৈষ্ণবাদির মুর্ত্তিপূজার আয় তোমাদের মুর্ত্তিপূজাও মিথ্যা । তোমরা বল যে, একমাত্র তোমরাই তত্ত্বজ্ঞানী ; অপর কেহ তত্ত্বজ্ঞানী নহে । ইহাতে জানা যায় যে, তোমাদের মতে তত্ত্বজ্ঞান নাই ।

মূল—জিণ আণা এধর্ম্মো আণা রহি আণ ফুডং অহমুত্তি ।

ইয়মুণি উণ যতত্তংজিণ আণাএ কুণহু ধম্মং ॥

প্রকং ভাং ২ । বটীং সূং ৯২ ॥

জিনদেবের আদিষ্ট দয়া এবং ক্ষমা প্রভৃতিই ধর্ম, তন্নিম্ন সমস্তই অধর্ম্য ॥

(সমীক্ষক)—ইহা কত বড় অজ্ঞায় কথা! জৈন ব্যতীত অপর কেহই কি সত্যবাদী এবং ধর্মাত্মা নহে? অপর কোন ধার্মিক ব্যক্তিকে মাশ্রু করা কি উচিত নহে? অবশ্য যদি জৈনদিগের মুখ ও জিহ্বা চন্দ্রনির্ম্মিত না হইত এবং অপরদের মুখ ও জিহ্বা চন্দ্রনির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে এইরূপ বলা যাইতে পারিত। জৈনগণ তাঁহাদের গ্রন্থোক্ত বাক্য এবং সাধু প্রভৃতির এইরূপ উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন যে তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা ভাটের জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥

মূল—বন্নেমিনারয়া উবিজেসিন্দুরকাই সম্ভরস্তাণম্ ।

ভববাণ জণই হরিহররিক্খি সমিদ্ধী বিউদ্ধোসং ॥

প্রক° ভা° ২। ষষ্ঠী° সূ° ৯৫ ॥

ইহার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, হরি-হর প্রভৃতি দেবগণের বিভূতি নরকের কারণ। তাহা দেখিলে জৈনগণের রোমাঞ্চ হয়। যেমন রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ জিনেন্দ্রদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেও জন্ম-মরণ-দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না কেন? (সমীক্ষক)—জৈনাচার্য্যদিগের ছল, কপটতা এবং ভণ্ডামীর লীলা-খেলা দেখুন! ইহাদের মনের কথাও প্রকাশ পাইল! তাঁহারা হরি-হরাদি দেবগণ এবং তাঁহাদের উপাসকদিগের ঐশ্বর্য্য দেখিতেও পারেন না। অপর কাহারও উন্নতি দেখিলে তাঁহাদের রোমাঞ্চ হয়। সম্ভবতঃ তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, অশ্বের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তাঁহাদেরই হস্তগত হউক; কাহারও শ্রীবৃদ্ধি না হউক। সকলেই দরিদ্র হউক। আর রাজাজ্ঞার দৃষ্টান্ত দিবার কারণ এই যে, জৈনগণ রাজার অত্যন্ত তোষামোদকারী, মিথ্যাবাদী এবং ভীক। রাজা মিথ্যা বলিলেও কি তাহা স্বীকার করিতে হইবে? বাস্তবিক জৈনদের অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘ্যাষেষযুক্ত অপর কেহই নাই।

মূল—জো দেইশুদ্ধধম্মং সো পরমপ্যা জয়ন্মি নহু অম্মো ।

কিং কল্পদুহ্ম সরিসো ইয়রতরু হোইকইযাবি ॥

প্রক° ভা° ২। ষষ্ঠী° সূ° ১০১ ॥

যাহারা জৈনধর্ম্মবিরোধী তাহারা মূর্থ। যাহারা জিনেন্দ্রভাবিত ধর্ম্মের উপদেষ্টা, তাঁহারা সাধু, গৃহস্থ অথবা গ্রন্থকার যাহাই হউন না কেন, তাঁহারা তীর্থঙ্কর সদৃশ; তাঁহাদের সদৃশ কেহই নাই। (সমীক্ষক)—ধাকিবে না কেন? বালবৃদ্ধি

না হইলে তাঁহারা এমন কথা বিশ্বাস করিবেন কেন ? বেশ! যেমন আত্মপ্রশংসা ব্যতীত পরের প্রশংসা কখনও করে না, দেখা যাইতেছে ইহাও সেইরূপ ব্যবহার।

মূল—জে অমুণি অগুণ দোষাতে কহ অবুহাণহস্তিম্বা বাচ্ছা।

অহতে বিহুম বাচ্ছাতা বিসঅমি আণ তুল্লভং ॥

প্রক° ভা° ২। ষষ্ঠী° সূ° ১০২ ॥

জিনেস্স দেব, তাঁহার সিদ্ধাস্ত এবং জৈনমতের উপদেষ্টাদিগকে পরিত্যাগ করা জৈনদিগের উচিত নহে। (সমীক্ষক)—জৈনদিগের ইহা ইষ্টকারিতা, পক্ষপাত এবং অবিজ্ঞাপ্রসূত নহে, তবে কি ? কিন্তু তাঁহাদের অল্প কয়েকটি বাক্য ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই পরিত্যাজ্য। যাঁহার কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে, তিনি যদি জৈনদিগের দেব, সিদ্ধাস্ত গ্রন্থ এবং উপদেষ্টগণের বিষয় এবং তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ ও মনন করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তৎক্ষণাৎ ঐসকল পরিত্যাগ করিবেন।

মূল—বয়ণে বিহুগুরুজিণবল্লহস্মকে সিংন উল্লস ইদম্মং।

অহকহদিণ মণিতেয়ং উলুআণংহরই অক্ষভং ॥

প্রক° ভা° ২। ষষ্ঠী° সূ° ১০৮ ॥

যাঁহারা জিনবচনানুসারে আচরণ করেন, তাঁহারা পূজার্থ; যাঁহারা তদ্বিরুদ্ধ আচরণ করেন, তাঁহারা পূজ্য নহেন। জৈনগুরুদিগকেই মান্য করিবে; অপর কাহাকেও মান্য করিবে না ॥ (সমীক্ষক)—ভাল, জৈনগণ অজ্ঞানদিগকে শিষ্য করিয়া পশুর স্থায় জালে বদ্ধ না করিলে, তাহারা জাল হইতে বহির্গত হইয়া মুক্তিসাধন পূর্বক জীবন সফল করিতে পারিত। কেহ জৈনদিগকে “কুমার্গী”, “কুগুরু”, “মিথ্যাদ্বী” এবং “কুউপদেষ্টা” বলিলে তাঁহাদের কতই না দুঃখ হয়! তাঁহারা অপরকে দুঃখ দেন বলিয়া তাঁহাদের মত অনেক অসার কথায় পরিপূর্ণ ॥

মূল—তিহুঅণ জণং মরংতং দঠুণ নিঅস্তিজেন অপ্রাণং ॥

বিরমংতিন পাবা উধিক্কী ধিচ্চত্তণং অপ্রম্ম ॥ প্রক° ভা° ২। ষষ্ঠী° সূ° ১০৯ ॥

মৃত্যু পর্য্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হইলেও জৈনগণ কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি করিবে না; কারণ ঐ সকল ক্রম্য নরকে লইয়া যায়। (সমীক্ষক)—এক্ষণে কেহ জৈনদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, “তোমরা বাণিজ্যাদি কর কেন ? এসকল কন্ম পরিত্যাগ কর না কেন ? পরিত্যাগ করিলে

তোমাদের ভরণপোষণও হইতে পারে না। আর, তোমাদের উপদেশ মত সকলে এসকল কর্ম পরিত্যাগ করিলে তোমরা কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে? এইরূপ নিবুদ্ধিতাপূর্ণ উপদেশ সর্বথা নিরর্থক। ছুর্ভাগাগণ কি করিবে? বিত্তা ও সৎসঙ্গের অভাবে যাহা মনে আসিয়াছে, তাহাই বকিয়াছে।

মূল—তইয়া হমাণ অহমা কারণ রহিয়া অনাণ গব্যেণ।

জেজংপন্তি উশুভং তেসিংদিদ্ধিচ্ছপম্মিচ্চং ॥

প্রক° ভা° ২। ষষ্ঠী° সূ° ১২১ ॥

যাহারা জৈনশাস্ত্রবিরুদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস করে, তাহারা অধর্মের অপেক্ষাও অধর্ম। স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও জৈনমতবিরুদ্ধ কিছু বলিবে না এবং বিশ্বাস করিবে না। স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও ভিন্ন মত পরিত্যাগ করিবে। (সমীক্ষক)—তোমাদের আদি পুরুষ হইতে আজ পর্য্যন্ত যতজন হইয়া গিয়াছেন এবং হইবেন, তাঁহারা ভিন্ন মতকে গালি দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই করেন নাই এবং করিবেন না। ভাল, যে সকল স্থলে জৈনগণ স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা দেখেন, সে সকল স্থলে তাঁহারা শিষ্যদেরও শিষ্য হইয়া যান। তবুও তাঁহারা এমন লম্বা চওড়া মিথ্যা কথা বলিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করেন না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

মূল—জন্মীর জিগসসজিও মিরসে উস্হত্তলে সদেশণও।

সাগর কোড়া কোড়িংহিং মই অই ভী ভবরণে।

প্রক° ভা° ২। ষষ্ঠী° সূ° ১২২ ॥

যদি কেহ বলে যে, জৈনসাধুগণ যেমন ধার্মিক অশ্বেরাও সেইরূপ ধার্মিক তাহা হইলে সে কোটি কোটি বৎসর নরকে বাস করিবে এবং তাহার পরেও হীনজন্ম প্রাপ্ত হইবে। (সমীক্ষক)—বাহবা! বিত্তার শত্রুগণ! তোমরা স্তম্ভবতঃ ইচ্ছা কর যে, কেহ তোমাদের মিথ্যাকথাগুলি খণ্ডন না করুক। তাই তোমরা এসকল ভয়ঙ্কর কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছ! কিন্তু এসকল অসম্ভব। তোমাদিগকে আর কত বুঝান যাইবে? তোমরা ত মিথ্যা, পরনিন্দা পরমত বিদ্বেষ প্রদর্শন এবং বিরোধ করিবার জন্য কটিবদ্ধ হইয়া স্বার্থসিদ্ধি করাটা যেন মোহনভোগের স্থায় মনে করিয়াছ।

মূল—দূরে করণং দূরশ্চি সাহুণং তহয়ভাবণা দূরে ।

জিগধম্ম সদহাণ পিতির কহুরকাইনিঠবই ॥

প্রক° ভা° ২ । ষষ্ঠী° সূ° ১২৭ ॥

যে ব্যক্তি জৈনধর্মের কোন অনুষ্ঠান করে না, সেও কেবলমাত্র জৈনধর্ম সত্য অথু কোন ধর্ম সত্য নহে—এই বিশ্বাসবলেই দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয় ।

(সমীক্ষক)—ভাল, মূর্খদিগকে নিজেদের মতজালে আবদ্ধ করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক কি বলা যাইতে পারে ? কোনও কর্ম করিতে হইবে না, অথচ মুক্তি হইবে—এমন মূঢ় মত আর আছে কি ?

মূল—কইয়া হোহা দিবসো জইয়া স্তুগুরুণ পায়মূলশ্চি ।

উসম্মত্ত সবিসলবর হিলেওনিম্মণে স্তুজিনধম্মং ॥

প্রক° ভা° ২ । ষষ্ঠী° সূ° ১২৮ ॥

যদি আমি মনুষ্য হই তবে জিনাগম অর্থাৎ জৈনশাস্ত্র শ্রবণ করিব । “উৎসূত্র” অর্থাৎ ভিন্ন মতবিষয়ক গ্রন্থ কখনও শ্রবণ করিব না এইরূপ ইচ্ছা করিবে । এই মাত্র ইচ্ছা করিলেই মনুষ্য দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হয় ।

(সমীক্ষক)—ইহাও মূর্খদিগকে জালে আবদ্ধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে । কারণ পূর্বোক্তরূপ ইচ্ছা দ্বারা এখানকার দুঃখসাগর হইতেই উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, ভোগ ব্যতীত পূর্বজন্মের সঞ্চিত পাপের দুঃখরূপ ফল নষ্ট হয় না । এইরূপ মিথ্যা অর্থাৎ বিভ্রান্তিকর কথা না লিখিলে লোকে বেদাদি শাস্ত্রের পাঠ ও শ্রবণ করিয়া এবং সত্যাসত্য অবগত হইয়া, তাঁহাদের অবিচারপূর্ণী অসার গ্রন্থগুলি পরিত্যাগ করিত । কিন্তু অশিক্ষিত জনসাধারণকে এমন মূঢ় ভাবে বাঁধা হইয়াছে যে, কোন বুদ্ধিমান সংসঙ্গপরায়ণ ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে এই জাল হইতে মুক্ত হইতে পারেন বটে, কিন্তু জড়বুদ্ধির পক্ষে তাহা অত্যন্ত কঠিন ॥

মূল—ত্রক্কজ্জেণং হিংভণিয়ং স্তুযববহারং বিসোহিয়ংতসূ ।

জায়ই বিসুদ্ধ বোহী জিগআণা রাহ গত্তাও ॥

প্রক° ভা° ২ । ষষ্ঠী° সূ° ১৩৮ ॥

বাঁহারী জিনাচার্যাদিগের দ্বারা উপদিষ্ট সূত্র, নিরুক্তি, বৃত্তি এবং ভাষ্যচূর্ণী মানেন, তাঁহারাই শুভ ব্যবহার এবং দুঃসহ ব্যবহার (ত্রতাদি) দ্বারা স্তুখ প্রাপ্ত হন অপর মতের গ্রন্থপাঠ দ্বারা নহে ।

(সমীক্ষক)—অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া মরা ইত্যাদি কষ্ট ভোগ করাকে “চারিত্র” বলে। যদি ক্ষুৎপিপাসায় মরা ইত্যাদি চারিত্র হয়, তবে বহুলোক যে দুর্ভিক্ষে অথবা অনাদির অভাবে মরে, তাহাদেরও শুদ্ধ হইয়া শুভফল প্রাপ্ত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহারাও শুদ্ধ হয় না, তোমরাও শুদ্ধ হও না, কিন্তু সকলেই পিতাদির প্রকোপ বশতঃ রোগাতুর হইয়া স্মৃথের পরিবর্তে দুঃখ ভোগ কর। আচার্য্য, ব্রহ্মচার্য্য এবং সত্যভাষণাদিই ধর্ম্ম। অসত্যভাষণ এবং অসত্যচারণাদি পাপ। সকলের সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার এবং পরোপকার করাকে শুভ চরিত্র বলে। জৈনমতাবলম্বীদিগের ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত থাক। ইত্যাদি ধর্ম্ম নহে। পূর্বোক্ত সূত্রাদি মানিলে অল্পমাত্র সত্য এবং অধিক মিথ্যা লাভ হয়। তাহাতে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।

মূল—জইজাগসি জিণনাহো লোয়ায়া রাবিপরকএভুও ।

তাংতাং মমং তো কহমমসি লোঅ আয়ারং ॥

প্রক° ভা° ২। বর্ষী° সু° ১৪৮ ॥

ঐহাদের প্রারক উত্তম, তাঁহারা ই জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করেন, অর্থাৎ ঐহারা জিনধর্ম্ম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রারক বিনষ্ট হইয়াছে ॥ (সমীক্ষক)—এই উক্তি কি ভ্রান্ত এবং মিথ্যা নহে? অল্প মতাবলম্বীদিগের মধ্যে কি উত্তম প্রারকবান্ কেহই নাই এবং জৈনদিগের মধ্যেও কি নষ্টপ্রারক কেহই নাই? বলা হইয়াছে যে, স্বধর্ম্মী জৈনগণ পরম্পরকে কষ্ট দিবে না, কিন্তু পরম্পর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিবে, ইহাতে সিদ্ধ হইতেছে যে, জৈনগণ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত কলহ বিবাদ করা দোষজনক মনে করেন না। ইহা তাঁহাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, সংপুরুষগণ সংপুরুষদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন এবং উপদেশ প্রদান পূর্বক দুর্ভিক্ষকে সুশিক্ষিত করেন। আবার অল্পত্র বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ত্রিদিগী, পরিব্রাজকচার্য্য অর্থাৎ সন্ন্যাসী, ও তাপস অর্থাৎ বৈরাগী প্রভৃতি সকলেই জৈনমতের শত্রু। এক্ষণ দেখুন! যদি জৈনগণ সকলকে শত্রুভাবে দেখেন এবং নিন্দা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দয়া এবং ক্ষমারূপ ধর্ম্ম কোথায় রহিল? যখন কাহারও প্রতি বিশেষ পোষণ করিলে দয়া এবং ক্ষমা নষ্ট হয় এবং সেরূপ হিংসা আর নাই; তখন জৈনের আয় বিশেষের মুক্তি বিরল। যদি কেহ স্বয়ং দেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত ২৪ জন তীর্থঙ্করকে রাগদেবযুক্ত “মিথ্যাস্বী” বলে,

জৈনদিগকে সন্নিপাত্তরগ্রন্থ, জৈনধর্মকে নরক এবং বিষয় মনে করে, তবে তাহা কি তাঁহাদের পক্ষে প্রীতিকর হইবে? এই নিমিত্ত জৈনগণ নিন্দা ও পরমতদ্বৈতরূপ নরকে নিমগ্ন হইয়া অত্যন্ত ক্রোশ ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা যদি এসকল দোষ পরিত্যাগ করেন তবে তাঁহাদের বিশেষ কল্যাণ হইবে।

মূল—এগো অগরু এগো বিসাব গোচে ইআণি বিবহাণি।

তচ্ছয়জং জিণদবং পরুপ্পরস্তং ন বিচ্ছন্তি ॥

প্রক° ভা° ২। ষষ্ঠী° সূ° ১৫০ ॥

শ্রাবকদিগের পক্ষে দেব, গুরু ও ধর্ম এক। “চৈতব্যবন্দন” অর্থাৎ জিনের প্রতিমূর্ত্তি, দেবমন্দির ও জিনের সম্পত্তি রক্ষা এবং মূর্ত্তিপূজা ধর্ম ॥ (সমীক্ষক)—এখন দেখ! জৈনমত হইতেই মূর্ত্তিপূজা সংক্রান্ত যাবতীয় কলহ-বিবাদ, প্রচলিত হইয়াছে। ভ্রান্তি এবং অসত্যের মূলধারও এই জৈনমত। আশ্বদিনকৃত্য—পৃষ্ঠা ১ এ মূর্ত্তিপূজার প্রমাণ যথা—

নবকারেণ বিবোহো ॥১॥ অনুসরণং সাবউ ॥ ২ ॥ বয়াইং ইমে ॥ ৩ ॥ জোগো ॥ ৪ ॥ চিয় বন্দগগো ॥৫॥ যচ্চরখাণং তু বিহি পুচ্ছম্ ॥ ৬ ॥

এই সব শ্রাবকগণ প্রথম দ্বারে নবকারের জপ করিবে ॥ ১ ॥ দ্বিতীয় দ্বারে নবকারের জপ করিবার পর স্মরণ করিবে, “আমি শ্রাবক” ॥ ২ ॥ তৃতীয় দ্বারে অনুব্রতাদি কত তাহা স্মরণ করিবে ॥ ৩ ॥ চতুর্থ দ্বারে মনে মনে বলিবে চারি বর্গের মধ্যে মোক্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ। যথার্থ জ্ঞানদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই নিমিত্ত তাহাকে যোগ বলে। এই ষড়বিধ উপায়ে সমস্ত পাপ দূরীভূত হইলে মনুষ্য পবিত্র হয়। তাহাও যোগ; এই বিষয়ও কথিত হইবে ॥ ৪ ॥ পঞ্চম দ্বারে “চৈতব্যবন্দ” অর্থাৎ মূর্ত্তিবন্দনা, দ্রব্যভাব এবং পূজা,—এ বিষয়েও কথিত হইবে ॥৫॥ ষষ্ঠ প্রত্যাকানদ্বারে “নবকারশ্রী” প্রভৃতি বিধিপূর্বক কথিত হইবে ॥ ৬ ॥ ইত্যাদি। অতঃপর এই গ্রন্থেই নানা প্রকার বিধি লিখিত হইয়াছে যথাঃ—সাক্ষ্যভোজনকালে জিনবিষয় অর্থাৎ তীর্থঙ্করদিগের মূর্ত্তি পূজা ও দ্বার পূজা করিবে। অনেক আড়ম্বর আছে। মন্দির নির্মাণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, পুরাতন মন্দিরকে নূতন করিয়া নিষ্ঠা করিলে ও উহার জীব সংস্কার করিলে মুক্তিলাভ হয়। মন্দিরে যাইয়া ভক্তির সহিত উপবেশন করিবে এবং অত্যন্ত প্রীতি সহকারে পূজা করিবে। “নমো জিনেশ্রেভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা মূর্ত্তিসমূহকে স্নান করাইবে এবং “জলচন্দনপুষ্পধূপদীপনৈঃ” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা গন্ধাদি নিবেদন

করিবে। রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ১২ এ মূর্তিপূজার ফল লিখিত হইয়াছে যে, পুজারীকে রাজা কিংবা প্রজা কেহই রোধ করিতে পারে না।

(সমীক্ষক)—এ সকল কথা কপোলকল্পিত, কারণ অনেক জৈন-পুজারীকে রাজারা রোধ করিয়া থাকেন। রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ৩ এ লিখিত আছে যে মূর্তিপূজা দ্বারা রোগ, যক্ষণা এবং মহাপাপ দূরীভূত হয়। এক ব্যক্তি ৫ কড়ি মূল্যের ফুল নিবেদন করিয়া ১৮টি দেশের রাজত্ব লাভ করিয়াছিল। সে কুমারপাল নাম ধারণ করিয়াছিল। মূর্খদিগকে প্রলোভিত করিবার জন্য এ সমস্ত মিথ্যা কথা লিখিত হইয়াছে। কারণ অনেকে জৈন পূজা করিতে করিতে রোগাতুর থাকে এবং প্রস্তরাদি নির্মিত মূর্তির পূজা করিয়া এক বিঘা জমির উপরেও রাজত্ব লাভ করিতে পারে না! আর যদি পাঁচ কড়ি মূল্যের ফুল নিবেদন করিলে রাজ্য পাওয়া যায় তবে উহা বার বার নিবেদন করিয়া সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করে না কেন? অপরাধের জন্য রাজদণ্ডই বা ভোগ করে কেন? মূর্তিপূজাদ্বারা ভবসাগর পার হইতে পারিলে জ্ঞান, সম্যক দর্শন এবং “চারিত্রের” প্রয়োজন কি?

রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ১৩ এ লিখিত আছে যে, গৌতমের অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে জম্বুত আছে এবং তাঁহাকে স্মরণ করিলে মনোবাহিত ফল পাওয়া যায়। (সমীক্ষক)—তাহা হইলে জৈনমাত্রেরই অমর হওয়া উচিত। তাহা কিন্তু হয় না। সুতরাং কেবল মূর্খদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য এ সকল কথা বলা হইয়াছে; তাহা ছাড়া ইহার মধ্যে কোন সত্য নাই।

রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ৫২ এ ইহাদের মূর্তিপূজার শ্লোক লিখিত আছে, যথা—

জলচন্দনধূপনৈরথ দীপাস্কতকৈর্নৈবেদ্যবস্ত্রেঃ ।

উপচারবরৈর্জিনেন্দ্রান্ রুচিরৈরশ্র যজামহে ॥

আমরা জল, চন্দন, চাউল, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র এবং অতি উৎকৃষ্ট উপচার সহকারে জিনেন্দ্র অর্থাৎ তীর্থঙ্করদিগের পূজা করিব। এই জন্যই বলি যে, মূর্তিপূজা জৈনদিগের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছে! (বিবেকসার পৃষ্ঠা ২১) জিন মন্দিরে মোহ আসে না এবং ইহা ভবসাগর পার করিয়া দেয়।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৫১—৫২ এ লিখিত আছে যে, মূর্তিপূজা দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। জিন মন্দিরে গমন করিলে সদৃশ জন্মে। যে ব্যক্তি জল চন্দনাদি দ্বারা তীর্থঙ্করদিগের পূজা করে, সে নরক হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৫৫ এ লিখিত আছে যে, জিন মন্দিরে ঋষভদেবাদের মূর্তি পূজা করিলে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সিদ্ধ হয়। বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৬১ এ লিখিত আছে যে, জিন মূর্তির পূজা করিলে জগতের সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হয়। (সমীক্ষক)—এখন দেখ! ইহাদের কথা কিরূপ অস্বভাবপূর্ণ এবং অসম্ভব। যদি এইরূপে পাপ এবং কুকর্ম দূর হয়, মোহ উপস্থিত না হয়, ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সদগুণ উৎপন্ন হয়, নরক হইতে স্বর্গে বাওয়া যায়, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে এবং সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হয়; তাহা হইলে জৈনমাত্রেরই সুখী এবং সর্বসিদ্ধিপ্রাপ্ত হন না কেন?

এই বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৩ এ লিখিত আছে যে, যাঁহারা জিনমূর্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের এবং আত্মীয় স্বজনদিগের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। (বিবেকসার, পৃষ্ঠা ২২৫) শিব এবং বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্তি পূজা করা অভ্যস্ত দুষ্ণীয় অর্থাৎ নরকের কারণ। (সমীক্ষক)—শিবাদির মূর্তি নরকের কারণ হইলে জৈনমূর্তি সমূহ নরকের কারণ হইবে না কেন? যদি বলা হয়, “আমাদের মূর্তি সমূহ ত্যাগী শাস্ত্র এবং শুভলক্ষণযুক্ত; সুতরাং উৎকৃষ্ট কিন্তু শিবাদির মূর্তি সেইরূপ নহে, অতএব নিন্দনীয়”, তাহা হইলে উত্তরে বলা আবশ্যক, “আপনাদের মূর্তিসমূহ লক্ষ লক্ষ টাকার মন্দিরে থাকে এবং ঐ সকলকে চন্দন এবং কেশর প্রভৃতি নিবেদন করা হয়; তাহা হইলে ত্যাগী বলা যাইবে কিরূপে? শিবাদির মূর্তি অনাবৃত স্থানেও রক্ষিত হয়, সুতরাং ত্যাগী বলা যাইবে না কেন? আর জৈনমূর্তিকে যে শাস্ত্র বলা হয়, তাহার উত্তর এই যে, জড় পদার্থ নিশ্চল বলিয়াই শাস্ত্র। সুতরাং সকল মতের মূর্তিপূজাই নিরর্থক।

(প্রশ্ন)—আমাদের মূর্তিসমূহ বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি ধারণ করে না বলিয়া উত্তম। (উত্তর)—সকলের সম্মুখে নয় মূর্তি থাকা ও রাখা পাশবিক ব্যাপার। (প্রশ্ন)—যেমন ত্রীলোকের চিত্র অথবা মূর্তি দেখিলে কাম উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সাধু এবং যোগীর মূর্তি দেখিলে শুভগুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (উত্তর)—যদি প্রস্তরমূর্তি দর্শনের ফল শুভ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে মূর্তির জড় প্রভৃতি গুণও আপনাদের মধ্যে সংক্রমিত হইবে। জড়বুদ্ধি হইলে আপনারা সর্বথা বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন। শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদিগের সেবা ও সংসর্গ না করিলে আপনাদের মুঢ়তা বৃদ্ধি পাইবে। এই গ্রন্থের একাদশ সমুদ্রাসে মূর্তিপূজার যে সকল দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, পাষণাদি

মুক্তিপূজকদিগের পক্ষে এসকল দোষ ঘটে। জৈনদিগের মূর্তিপূজায় যেমন মিথ্যা কোলাহল প্রচলিত হইয়াছে, তাঁহাদের মন্ড্রেও সেইরূপ অনেক অসম্ভব কথা লিখিত আছে। রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ১ এ আছে :—

নমো অরিহস্তাণং নমো সিদ্ধাণং নমো আয়রিয়াণং নমো উবজ্জায়াণং
নমো লোএ সববসাহুণং এসো পঞ্চ নমুকারো সবব পাবল্লণাসণো মঙ্গলাচরণং
চ সব্বে সিপটভং হবই মঙ্গলম্ ॥ ১১ ॥

এই মন্ডের খুবই মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে। ইহা জৈনদিগের গুরুমন্ড। এই মন্ডের এমন মাহাত্ম্য বর্ণন করা হইয়াছে যে, তাহা তন্ত্র, পুরাণ এবং ভাটের বর্ণনাকেও হারাইয়া দিয়াছে। শ্রাব্ধদিনকৃত্য, পৃষ্ঠা ৩ এ লিখিত আছে—

নমুকার তউপঢ়ে ॥ ৯ ॥ জউকবং । মস্তাণমস্তো পরমো ইমুত্তি
ধেয়াণধেয়ং পরমং ইমুত্তি । তত্তাণতত্তং পরমং পবিত্তং সংসারসত্তাণ
দুহাহয়াণং ॥ ১০ ॥ তাণং অমস্তু নো অথি । জীৱণং ভবসায়রে । বুড্ডুং
তাণং ইমং মুত্তুং । ন মুকারং স্থপোয়য়ম্ ॥ ১১ ॥ কবং । অণেগজন্মং
তরসং চিআণং । দুহাণং সারীরিঅমাণুসাণুসাণং । কত্তোয় ভব্যাণভবিজ্জনােসো
ন জাবপত্তো নবকারমস্তো ॥ ১২ ॥

এই মন্ড পবিত্র এবং ইহাই পরম মন্ড। ইহাই ধ্যেয় বিষয়সমূহের মধ্যে পরম ধ্যেয়, তত্ত্বসমূহের মধ্যে পরম তত্ত্ব। এই “নবকার মন্ড” দুঃখপীড়িত সাংসারিক জীবের পক্ষে সমুদ্রতীরে উত্তীর্ণ হইবার নৌকা সদৃশ ॥ ১০ ॥ এই নবকার মন্ড নৌকা তুল্য। যাহারা এই মন্ড পরিভ্রাণ করেন, তাঁহারা ভবসাগরে নিমগ্ন হন। যাহারা ইহা গ্রহণ করেন, তাঁহারা দুঃখ অতিক্রম করেন। দুঃখমোচনকারী, পাপনাশক এবং মুক্তিজনক এই মন্ড ব্যতীত জীবের আর কিছুই নাই ॥ ১১ ॥ ইহা জন্ম-জন্মান্তরে উৎপন্ন শারীরিক দুঃখ মোচন করে এবং সাংসারিক জীবদিগেকে ভবসাগর হইতে ত্রাণ করে। জীব যতদিন নবকার মন্ড প্রাপ্ত হয় না, ততদিন পর্যন্ত ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। উক্ত মন্ডের এই অর্থ সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই একমাত্র “নবকার” মন্ড ব্যতীত অগ্নি ইত্যাদি অষ্ট মহাভয়ে অপর কোন সহায় নাই। যেমন মহারত্ন বৈদূর্য্য মণি কিংবা শত্রুভয়ে অমোঘ শস্ত্র গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ “ঐতকেবলী” গ্রহণ করিবে। এই “নবকার মন্ড” সমস্ত “ষাদশাঙ্গীর” রহস্ত। ইহার অর্থ :—

(নমো অরিহস্তাণঃ)—তীর্থঙ্করদিগকে নমস্কার। (নমো সিদ্ধাণঃ)—জৈন সিদ্ধপুরুষদিগকে নমস্কার। (নমো আয়রিয়াণঃ)—জৈনাচার্য্যদিগকে নমস্কার। (নমো উবজ্জায়াণঃ)—জৈন উপাধ্যায়দিগকে নমস্কার। (নমো লোএ সব্ব সাহুণঃ)—এই পৃথিবীতে যত জৈন সাধু আছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার।

মত্রে জৈন পদ না থাকিলেও বহু জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে যে, জৈনমতাবলম্বী ব্যতীত অপর কাহাকেও নমস্কার করিবে না। সুতরাং ইহাই যথার্থ অর্থ।

(তত্ত্ববিবেক, পৃষ্ঠা ১৬৯) যে ব্যক্তি কাষ্ঠ এবং প্রস্তরকে দেববুদ্ধি করিয়া পূজা করে, সে উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়। (সমীক্ষক)—তাহা হইলে সকলেই মূর্ত্তিদর্শন করিয়া সুখরূপ ফল প্রাপ্ত হয় না কেন? (রত্নসারভাগ পৃষ্ঠা ১০) পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি দর্শন করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। কল্পভাষ্য, পৃষ্ঠা ৫১ এ লিখিত আছে যে, সওয়া লক্ষ মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করা হইয়াছে ইত্যাদি মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে এইরূপ অনেক কথা লিখিত আছে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, জৈনমতই মূর্ত্তিপূজার মূল কারণ।

এখন জৈন সাধুদিগের লীলা খেলা দেখুন।

(বিবেকসার, পৃষ্ঠা ২২৮) কোন একজন জৈন সাধু কোশা নাম্নী একটি বেশ্যা সম্ভোগ করিবার পর ভাগী হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। (বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১০) অর্ণকমুনি চারিত্রভ্রষ্ট হইয়া কয়েক বৎসর দত্ত শেঠের গৃহে বিষয় ভোগ করিবার পর দেবলোকে গমন করিলেন। ত্রীকৃষ্ণের পুত্র চর্চগমুনির স্থালী চুরি করিলেন। পরে তিনি দেবতা হইলেন। (বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১৫৬) কেবলমাত্র সাধুর চিহ্ন ও বেশধারী হইলেও জৈনসাধুদিগকে “আবকগণ” সম্মান করিবে। শুদ্ধচরিত্র হউন অথবা দুঃচরিত্র হউন, সাধুমাত্রই পূজ্য। (বিবেকসার পৃষ্ঠা ১৬৮) জৈনসাধুগণ চরিত্রহীন হইলেও অস্ত্রাশ্রয় সম্প্রদায়স্থ সাধুদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১৭১) আবকগণ চরিত্রহীন এবং ভ্রষ্টাচারী জৈনসাধুদিগেরও সেবা করিবে। (বিবেকসার, পৃষ্ঠা ২১৬) এক চোর পাঁচ মুষ্টি কেশ ছিন্ন করিয়া “চারিত্র” গ্রহণ করিল। সে বহু কষ্ট সহ্য এবং অমুতাপ করিবার পর ষষ্ঠ মাসে “কেবল” জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধ হইল। (সমীক্ষক)—এখন জৈন সাধু এবং গৃহস্থদিগের লীলা খেলা দেখুন। ইহাদের মতে বহু দুষ্কৃত কর্ম্মকারী সাধুও সঙ্গতি লাভ করিয়াছেন। বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১০৬ এ লিখিত আছে

যে, ত্রীকৃষ্ণ তৃতীয় নরকে গিয়াছেন। বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১৪৫ এ লিখিত আছে যে ধনুস্তুরি নরকে গিয়াছেন। বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৪৮ এ কত বোগী, পৌরাণিক সাধু, কাজী এবং মোল্লা অজ্ঞতা বশতঃ তপঃক্লেশ সহ করিয়া ও দুর্গতি প্রাপ্ত হন।

রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ১৭১ এ লিখিত আছে যে নয় জন বাহুদেব, অর্থাৎ ত্রিপৃষ্ঠ বাহুদেব, দ্বিপৃষ্ঠ বাহুদেব, স্বয়ম্ভু বাহুদেব, পুরুষোত্তম বাহুদেব, সিংহপুরুষ বাহুদেব, পুণ্ডরীক বাহুদেব, দত্ত বাহুদেব, লক্ষণ বাহুদেব এবং ত্রীকান্ত বাহুদেব—যথাক্রমে একাদশ, দ্বাদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, অষ্টাদশ, বিংশতি এবং ষাটবিংশতি তীর্থঙ্করের সময়ে নরকে গিয়াছেন। আর নয় জন “প্রতি বাহুদেব,” অর্থাৎ অশ্বগ্রীব প্রতিবাহুদেব, তারক প্রতিবাহুদেব, মোদক প্রতিবাহুদেব, মধু প্রতিবাহুদেব, নিশুস্ত প্রতিবাহুদেব, বলী প্রতিবাহুদেব প্রহ্লাদ প্রতিবাহুদেব, রাবণ প্রতিবাহুদেব এবং জড়সিদ্ধ প্রতিবাহুদেব—সকলেই নরকে গিয়াছেন। কল্পভাষ্যে লিখিত আছে যে, ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্যন্ত ২৪ তীর্থঙ্কর সকলেই মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। (সমীক্ষক)—ভাল, সুধীগণ বিবেচনা করুন যে, জৈন সাধু, গৃহস্থ ও তীর্থঙ্করদিগের মধ্যে অনেক বেশী ও পরজীৱামী এবং চোর ছিল; তাহারা সকলেই স্বর্গ ও মুক্তিলাভ করিয়াছে, কিন্তু ত্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাদিগের সকলেই নরকে গিয়াছেন। ইহা কিরূপ জঘন্য কথা। বাস্তবিক যদি বিচারপূর্বক দেখা যায় তাহা হইলে জৈনসংসর্গ এমন কি জৈনদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও ভদ্রলোকের পক্ষে দূষণীয়। কারণ ইহাদের সংসর্গ থাকিলে এসকল অসম্ভব কথা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে। এসকল অভ্যস্ত হঠকারী এবং ছুরাগ্রহী লোকের সংসর্গে অনিষ্ট ব্যতীত অণু কিছুই লাভ হইতে পারে না। অবশ্য জৈনদিগের মধ্যে যাহারা সংপ্রকৃতি * তাহাদের সংসর্গ দূষণীয় নহে। বিবেকসার পৃষ্ঠা ৫৫ এ লিখিত আছে যে, গঙ্গা কাশী প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিলে কোন পরমার্থ সিদ্ধ হয় না কিন্তু জৈনদের গিরনার, পালীটাণা এবং আবু প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করে। (সমীক্ষক)—এস্থলে বিবেচ্য এই যে, জলস্থলময় জৈনতীর্থসমূহ শৈব বৈষ্ণবতীর্থ সমূহের শ্যায়ই জড় স্বরূপ। সুতরাং একের নিন্দা ও অন্তের প্রশংসা করা মূর্খের কার্য।

* কোন ভাল লোক এই অসার জৈন মতে কখনও থাকিবেন না।

জৈনদিগের মুক্তি-বর্ণন ॥

(রত্নসার ভা০ পৃষ্ঠা ২৩) মহাবীর তীর্থঙ্কর গোতমকে বলিতেছেন যে, উর্দ্ধলোকে স্বর্গপুরীর উর্দ্ধভাগে অবস্থিত এক সিদ্ধশিলা ক্ষেত্র আছে। উহা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে পর্য্যতাল্লিশ পর্য্যতাল্লিশ লক্ষ বর্গ যোজন এবং স্থূলতায় ৮ যোজন। উহা শ্বেত মুক্তাহার অথবা গোছুয় অপেক্ষাও শ্বেতবর্ণ, সূবর্ণের দ্বায় প্রকাশমান এবং স্ফটিক অপেক্ষাও নিম্নল। এই সিদ্ধশিলা চতুর্দশ লোকের সর্বোচ্চভাগে অবস্থিত। সেই সিদ্ধশিলার উপর শিবপুর ধাম। সেখানে সিদ্ধপুরুষগণ নিরবলম্বন হইয়া বাস করেন। সেখানে জন্ম-মরণাদি দোষরহিত। সেখানে সকলে আনন্দে থাকেন; পুনরায় জন্মমরণে পতিত হন না এবং সকল কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত থাকেন। ইহাই জৈনদিগের মুক্তি।

(সমীক্ষক) —বিবেচ্য এই যে, পৌরাণিক মতে বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, গোলোক এবং ত্রীপুর ইত্যাদি, খ্রীষ্টান মতে চতুর্থ আকাশ এবং মুসলমান মতে সপ্তম আকাশ মুক্তিদাম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। জৈনদিগের সিদ্ধশিলা এবং শিবপুরও তদ্রূপ। তবে জৈনদিগের মতে সে স্থান উচ্চ হইলেও যাহারা আমাদের অপেক্ষা পৃথিবীর নিম্ন দেশে থাকে, তাহাদের পক্ষে নিম্ন। উচ্চ এবং নিম্ন ব্যবস্থিত নহে। আর্য্যাবর্তবাসী জৈনগণ যে স্থানকে উপর মনে করে, আমেরিকা-বাসিগণ সে স্থানকে নিম্ন মনে করে এবং আর্য্যাবর্তবাসী যাহাকে নিম্ন মনে করে, আমেরিকাবাসী তাহাকে উপর মনে করে। যদি উক্ত শিলা পর্য্যতাল্লিশ লক্ষের দ্বিগুণ, নব্বই লক্ষ ক্রোশ হইত, তথাপি তথাকার মুক্ত জীবগণ বন্ধনের মধ্যে থাকিতেন। কারণ, সেই শিলার অথবা শিবপুরের বাহিরে গেলেই তাহাদের মুক্তি শেষ হইবে। আর ইহাও স্বাভাবিক যে, সে স্থানে থাকিতে তাহাদের প্রীতি এবং বাহিরে যাইতে বিরক্তি হইবে। যে অবস্থায় প্রীতি এবং অপ্রীতি থাকে তাহাকে মুক্তি কিরূপে বলা যাইতে পারে? প্রকৃত মুক্তি কি, তাহা এই গ্রন্থের নবম সমুদ্রাসে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তাহা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। জৈনগণ যাহাকে মুক্তি বলিয়া মনে করেন, তাহা ত একপ্রকার বন্ধন বিশেষ। সুতরাং জৈনগণও মুক্তিবিশয়ে ভ্রমে আবদ্ধ রহিয়াছেন। ইহা সত্য যে, বেদের প্রকৃত অর্থবোধ ব্যতীত কেহই মুক্তির যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে পারে না।

এখন জৈনদিগের আরও কিছু অসম্ভব কথা গ্রহণ কর। (বিবেকসার,

পৃষ্ঠা ৭৮) যখন মহাবীরের জন্ম হয়, সে সময়ে তাঁহাকে এক কোটি বাইট লক্ষ কলসীর জলে স্নান করান হইয়াছিল। (বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১৩৬) রাজা দশার্ণ মহাবীরের দর্শনার্থ গমন করেন। সে সময়ে তিনি কিঞ্চিৎ দস্ত প্রকাশ করেন। তাহা নিবারণের জন্ত সেন্যানে ১৬,৭৭,৭২,১৬০০০ ইন্ড্র এবং ১৩,৩৭,০৫,৭২,৮০,০০০০০০০ ইন্ড্রাণী উপস্থিত হন। তাহা দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

(সমীক্ষক)—এখন বিবেচ্য এই যে, এত জন ইন্ড্র এবং ইন্ড্রাণীর দাঁড়াইবার জন্ত এই পৃথিবীর স্থায় কত গুলি পৃথিবীর প্রয়োজন! শ্রাদ্ধদিনকৃত্য, আত্মনিন্দাভাবনা, পৃষ্ঠা ৩১ এ লিখিত আছে যে, বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র কূপ অথবা জলাশয় খনন করান উচিত নহে। (সমীক্ষক)—ভাল, যদি সকলেই জৈনমত গ্রহণ করে এবং কূপ, জলাশয় প্রভৃতি খনন না করায়, তাহা হইলে লোকে কোথা হইতে জল পান করিবে? (প্রশ্ন)—জলাশয় প্রভৃতি খনন করাইলে তন্মধ্যে জীব পতিত হয়; তাহাতে যাহারা খনন করায়, তাহাদের পাপ হয়। এই নিমিত্ত আমরা জৈনগণ এই কার্য্য করি না। (উত্তর)—তোমাদের বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে। কেননা যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব মরিলে পাপ হয় বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে বৃহৎ বৃহৎ গবাদি পশু এবং মনুষ্যাদি প্রাণী জলপান ইত্যাদি করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা বিবেচনা কর না কেন? (তত্ত্ববিবেক, পৃষ্ঠা ১৯৬) এই নগরীতে নন্দমণিকার নামক জমৈক শেঠ জলাশয় খনন করাইলে, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া তিনি ষোড়শ প্রকার মহারোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর পর তিনি সেই জলাশয়ে ভেদ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। মহাবীরের দর্শনের ফলে তিনি জাতিশূন্য হন। মহাবীর বলিতেছেন—“আমার আগমনবার্তা শুনিয়া, সে আমাকে পূর্ব্বজন্মের ধর্ম্মাচার্য্য জানিয়া বন্দনা করিতে আসিতেছিল। পশ্চিমধ্যে “শ্রেণিকের” অশ্ব-পদাঘাতে নিহত হইলে সে শুভদ্যানযোগের ফলে “দুর্হুরাক” নামক মহাঋদ্ধি সম্পন্ন দেবতা হয়। আমি যে এখানে আসিয়াছি, তাহা সে তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞান বলেই অবগত হইয়া আমাকে বন্দনা করে এবং অলৌকিক-শক্তি প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যায়”।

(সমীক্ষক)—যিনি এইরূপ বিভাবিরুদ্ধ অসম্ভব কথাগুলি বলিয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করা মহা ভ্রম। শ্রাদ্ধদিনকৃত্য, পৃষ্ঠা ৩৬ এ লিখিত আছে যে, সাধুগণ মৃতকের বস্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন। (সমীক্ষক)—দেখুন!

জৈনসাধুরাও মহাব্রাহ্মণদিগের সদৃশ। যুক্তকের বস্ত্র ত তাঁহারা লইবেন, কিন্তু অলঙ্কার লইবে কে? সম্ভবতঃ অলঙ্কারগুলি মৃগাবান বলিয়া গৃহেই রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহা হইলে তাঁহারা কি হইলেন? (রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ১০৫) ভোজ্য বস্তুসমূহ ভাজা করা, কুটা, পিষা এবং রন্ধন করা ইত্যাদি পাপজনক। (সমীক্ষক)—ইহাদের অজ্ঞতা দেখুন! এসকল কার্য না করিলে মনুষ্যাদি প্রাণী কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারে? তাহা হইলে জৈনগণ রোগাতুর হইয়া মরিয়া যাইবেন। (রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ১০৪) উজ্জান রচনা করিলে মালীর এক লক্ষ পাপ হয়। (সমীক্ষক)—যদি মালীর এক লক্ষ পাপ হয়, তবে অনেক জীব যে পত্র, ফল, ফুল এবং ছায়াধারা আনন্দ ভোগ করে, তাহাতে কোটি গুণ পুণ্যও হয় তাহা লক্ষ্য না করা কেমন নির্বোধের কথা! (তত্ত্ববিন্যেস, পৃষ্ঠা ২০২),—“লন্ধি” নামক জনৈক সাধু এক দিন ভ্রমক্রমে কোন বেষ্টাগৃহে গমন করেন এবং ধর্ম্যানুসারে সেই বেষ্টার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। সে বলিল, “এখানে ধর্মের কাজ নাই। কিন্তু টাকার কাজ আছে”। তখন “লন্ধি” সাধু তাহার গৃহে সাড়ে বার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা বর্ষণ করাইলেন।

(সমীক্ষক)—নষ্টবুদ্ধি ব্যতীত কে এসকল কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে? রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ৬৭ এ লিখিত আছে যে, যদি কেহ কোন স্থানে অশ্রাব্য প্রস্তরমূর্ত্তি স্মরণ করে তাহা হইলে সেই মূর্ত্তি সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে রক্ষা করে। (সমীক্ষক)—জৈন মহাশয়! আজকাল তোমাদের গৃহে চুরি ডাকাতি ইত্যাদি শত্রুভয় হইয়া থাকে। তোমরা সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া আত্মরক্ষা কর না কেন? পুলিশের থানা প্রভৃতি রাজদ্বারে বেষ্টানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াও কেন?

জৈনসাধুদের এইরূপ লক্ষণ বর্ণিত আছে—

সরজোহরণা ভৈক্ষ্যভূজো লুপ্তিতমূর্দ্ধজাঃ ।

শ্বেতান্বরাঃ ক্ষমাশীলা নিঃসঙ্গা জৈনসাধবঃ ॥১॥

লুপ্তিতা পিক্ষিকাহস্তা পাণিপাত্রা দিগম্বরাঃ ।

উর্ধ্বাঙ্গিনো গৃহে দাতুর্দ্বিতীয়াঃ স্ত্যাজিনর্ধয়ঃ ॥২॥

ভুঙ্গন্তে ন কেবলং ন স্ত্রী যোক্ষমেতি দিগম্বরাঃ ।

প্রাহুরেবাময়ং ভেদো মহান শ্বেতান্বরৈঃ সহ ॥ ৩

জিনদত্তসূরী এই সকল শ্লোকে জৈন সাধুর লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন। (সর-
জোহরণ) চমরী রাখা, ভিক্ষা ভোজন করা, মস্তকের কেশ ছিঁড়িয়া ফেলা,
শ্বেতবস্ত্র পরিধান করা, ক্ষমাশীল হওয়া এবং কাহারও সহিত সংসর্গ না করা;
এই সকল লক্ষণযুক্ত শ্বেতাশ্বর জৈনসাধুকে যতী বলে ॥ ১ ॥ দিগম্বর অর্থাৎ
কোন বস্ত্র ধারণ না করা, মস্তকের কেশ ছিঁড়িয়া ফেলা, “পিচ্ছিকা”
লোমের সম্মার্জনী বগলে রাখা, কেহ ভিক্ষা দিলে হস্তে লইয়া ভক্ষণ করা
এ সব দ্বিতীয় প্রকার দিগম্বর সাধুর লক্ষণ ॥ ২ ॥ ভিক্ষাদাতা গৃহস্থের
ভোজন সমাপ্ত হইলে বাঁহারা ভোজন করেন তাঁহারা জিনর্ষি অর্থাৎ তৃতীয়
প্রকার সাধু। দিগম্বরের সহিত শ্বেতাশ্বরের প্রভেদ এই যে, দিগম্বর মতে
স্ত্রীলোকের অপবর্গ (মোক্ষ) নাই, কিন্তু শ্বেতাশ্বর মতে আছে ॥ ৩ ॥
জৈনসাধুদিগের মধ্যে প্রভেদ এই মাত্র। তাঁহাদের মধ্যে কেশ ছিন্ন করা
সর্বত্র প্রসিদ্ধ। পাঁচ মুষ্টি কেশ ছিন্ন করা ইত্যাদি কথাও লিখিত
আছে। বিবেকসার, পৃষ্ঠা ২১৬ এ লিখিত আছে যে, এক ব্যক্তি পাঁচ
মুষ্টি কেশ ছিন্ন করিয়া চারিত্র গ্রহণ করিল অর্থাৎ পাঁচ মুষ্টি মস্তকের
কেশ উৎপাটন করিয়া সাধু হইল। (কল্পসূত্রভাষ্য, পৃষ্ঠা ১০৮) কেশ
ছিন্ন করিয়া গরুর লোমের সমান করিয়া রাখিবে। (সমীক্ষক)—জৈনগণ!
এখন বল দেখি, তোমাদের দয়া ধর্ম কোথায় রহিল? ইহা কি হিংসা
নহে? কেশ ছিন্ন স্বহস্তে করা হউক বা তাঁহার গুরু করুন অথবা
অপর কেহ করুক, উহা অত্যন্ত কষ্টকর। আর জীবকে কষ্ট দেওয়াকেই
হিংসা বলে।

বিবেকসারে লিখিত আছে যে, সম্বৎ ১৬৩৩ সালে শ্বেতাশ্বর সম্প্রদায়
হইতে তুণ্ডিয়া এবং তুণ্ডিয়া হইতে তের পহী প্রভৃতি সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে।
তুণ্ডিয়াগণ প্রস্তরাদি নির্মিত মূর্তি মানেন না এবং স্নানাহারের সময় বাতীত
সর্বদা বস্ত্রের পটি মুখে বাঁধিয়া রাখেন। জাতী প্রভৃতিও গ্রন্থপাঠের সময় মুখে
পটি বাঁধেন, অশ্রু সময়ে বাঁধেন না। (প্রশ্ন)—মুখে পটি বাঁধা অবশ্য কর্তব্য।
কারণ, “বায়ুকায় অর্থাৎ যে সকল সূক্ষ্মদেহধারী জীব বায়ুতে থাকে, তাহারা
মুখবাল্পের উষ্ণতা বশতঃ মরিয়া যায়। যাহারা মুখে পটি বাঁধে না সেই পাপ
তাহাদের হয়। এই নিমিত্ত আমরা মুখে পটি বাঁধা উচিত মনে করি।
(উত্তর)—ইহা নিছা এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের রীতি অনুসারে যুক্তিবিহীন।
কারণ জীব অজর এবং অমর; মুখবাল্প দ্বারা কোন জীব কখনও মরিতে

পারে না। তোমাদের মতেও ত জীব অজর এবং অমর। (প্রশ্ন)—জীব ত মরে না, কিন্তু উষ্ণ মুখবান্ধ হইতে তাহারা কষ্টভোগ করে। তজ্জন্তু যাহারা কষ্ট দেয়, তাহাদের পাপ হয়। অতএব মুখে পটি বাঁধা ভাল। (উত্তর)—তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সর্বথা অসম্ভব। কারণ কষ্ট না দিলে কোন জীবের কিছুতেই চলিতে পারে না। যদি তুমি মনে কর যে, মুখবান্ধারা জীবের কষ্ট হয়, তাহা হইলে চলিতে, কিরিতে, বসিতে, হস্ত উত্তোলন এবং নেত্রাদি সঞ্চালন করিতেও অবশ্য কষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং তোমরাও জীবকে কষ্ট না দিয়া পার না। (প্রশ্ন)—অবশ্য, যতদূর সম্ভব জীবের রক্ষা করাই উচিত। কিন্তু যে স্থলে রক্ষা করা অসম্ভব সেস্থলে নিরুপায়। বায়ু প্রভৃতি সমস্ত পদার্থে জীব পরিপূর্ণ রহিয়াছে মুখে বস্ত্র না বাঁধিলে বহুসংখ্যক জীব মরে এবং বস্ত্র বাঁধিলে অল্পসংখ্যক জীব মরিবে।

(উত্তর)—তোমার একথাও যুক্তিবিহীন। কারণ বস্ত্র বাঁধিলে জীবের অধিক কষ্ট হয়। যখন কেহ মুখে বস্ত্র বাঁধে, তখন তাহার মুখের বায়ু রুদ্ধ হইয়া নিম্নে অথবা পার্শ্বে এবং মৌন থাকাকালীন একত্র হইয়া নাসিকা দ্বারা বেগে বহির্গত হয়। তাহাতে বায়ু অধিক উষ্ণ হয় এবং তোমাদের মতামুসারে জীবের অধিক কষ্ট হইবে। দেখ, যেমন কোন বাটী অথবা কোন প্রকোষ্ঠের সকল দ্বার রুদ্ধ করিলে, অথবা গৃহে পর্দা খাটাইলে উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু খোলা থাকিলে তেমন হয় না, সেইরূপ মুখে বস্ত্র বাঁধিলে উষ্ণতা অধিক এবং মুখ খোলা থাকিলে উষ্ণতা অল্প হয়। তাহাতে তোমাদের মতে জীবকে অধিক কষ্ট দেওয়া হয়। মুখ বন্ধ থাকিলে বায়ু রুদ্ধ এবং জমাট হইয়া নাসারন্ধ্র দ্বারা বেগে নির্গত হইতে থাকে। তখন সম্ভবতঃ জীবদিগের উপর অধিক চাপ পড়ে এবং তজ্জন্তু তাহাদের অধিক কষ্ট হয়। দেখ! মুখ দিয়া অগ্নিতে ফুৎকার দিলে, মুখের বায়ু প্রসারিত হইয়া অল্প বেগে, কিন্তু নলদ্বারা ফুৎকার দিলে উহা একত্র হইয়া অধিক বেগে অগ্নির উপর পতিত হয়। সেইরূপ মুখে বস্ত্র বাঁধিয়া বায়ু রুদ্ধ করিলে, উহা নাসিকা দ্বারা অত্যন্ত বেগের সহিত বহির্গত হইয়া জীবদিগকে অধিক কষ্ট দেয়। এই নিমিত্ত যাহারা মুখে বস্ত্র বাঁধে তাহাদের অপেক্ষা যাহারা বস্ত্র বাঁধে না, তাহারাই অধিকতর ধার্মিক। তদ্ব্যতীত পড়িবার সময় মুখে বস্ত্র বাঁধিলে অক্ষরগুলির যথাযোগ্য স্থান এবং প্রবন্ধের সহিত উচ্চারণও হয় না। নিরনুনাঙ্গিক অক্ষরগুলির সামুনাঙ্গিক উচ্চারণ হয়। তাহা

অবশ্য দুঃখী। আবার মুখে বস্ত্র বাঁধিলে দুর্গন্ধও বৃদ্ধি পায়। কেননা শরীরের অভ্যন্তর দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। শরীর হইতে যত বায়ু বহির্গত হয় তাহা যে দুর্গন্ধযুক্ত তাহা প্রত্যক্ষ। তাহা রুদ্ধ হইলে দুর্গন্ধ অধিক বৃদ্ধি পায়। যেমন বন্ধ পায়খানা অধিক, কিন্তু খোলা পায়খানা অল্প দুর্গন্ধযুক্ত হয়, সেইরূপ মুখে বস্ত্র বাঁধিলে, দন্তধাবন, মুখপ্রক্ষালন, স্নান এবং বস্ত্র ধৌত না করিলে তোমাদের শরীর হইতে অধিকতর দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়। ফলে পৃথিবীস্থ জীবগণ নানাপ্রকার রোগাক্রান্ত হইয়া যতই কষ্ট ভোগ করে, ততই তোমাদের পাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মেলা প্রভৃতিতে অধিক দুর্গন্ধ হইলে বিন্দুচিকা বা ওলাউঠা ইত্যাদি নানা রোগ উৎপন্ন হয়। তাহাতে জীবদিগের অধিক কষ্ট হয়; কিন্তু দুর্গন্ধ অল্প হইলে রোগও অল্প হওয়ায় তাহাদিগকে অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। অতএব তোমরা অধিক দুর্গন্ধ বৃদ্ধি করিবার জন্ত অধিক অপরাধী। কিন্তু বাহারা মুখে বস্ত্র বাঁধে না প্রত্যুত দন্তধাবন, মুখপ্রক্ষালন ও স্নান করে এবং বস্ত্র পরিষ্কার রাখে তাহারা তোমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল। অন্ত্যজদিগের দুর্গন্ধযুক্ত সংসর্গ হইতে পৃথক ষাফা খুব ভাল। তাহাদের সংসর্গে থাকিলে বৃদ্ধি নির্মল হয় না, তোমাদের ও তোমাদের সহচরদিগের বৃদ্ধিও সেই কারণে বৃদ্ধি পায় না। রোগাধিক্য এবং স্বল্পবৃদ্ধিতা ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিন্দু উৎপাদন করে। দুর্গন্ধযুক্ত তোমাদের এবং তোমাদের সহচরদিগেরও সেই অবস্থা।

(প্রশ্ন)—বন্ধ গৃহে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির লিখা বহির্গত হইয়া বাহিরের জীবদিগকে কষ্ট দিতে পারে না, আমরাও মুখে বস্ত্র বাঁধিয়া এবং বায়ু রুদ্ধ করিয়া বাহিরের জীবদিগকে খুব কমই কষ্ট দিয়া থাকি। মুখে পটি বাঁধিলে বাহিরের বায়ুমধ্যস্থ জীবের কষ্ট হয় না। যেমন সম্প্রদায়বর্তী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে হস্তদ্বারা আড়াল করিলে উত্তাপ কম অনুভূত হয়, সেইরূপ মুখে বস্ত্র বাঁধিলে বাহিরে বায়ুস্থ জীবদিগের কষ্ট হয় না। নতুবা বায়ুস্থ জীবগণ শরীরধারী বলিয়া তাহাদের অবশ্য কষ্ট হইয়া থাকে। (উত্তর)—তুমি বাহা বলিলে, তাহাও বালকোচিত। প্রথমতঃ দেখ। গৃহে বায়ুসঞ্চালনের জন্ত দেওয়ালে ছিদ্র না থাকিলে, অগ্নি জ্বলিতেই পারে না। যদি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে একটি কানুসের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করিয়া দেখ। প্রদীপ তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইবে। বাহিরের বায়ুর সহিত যোগ ব্যতীত যেমন ময়ূষাদি প্রাণী পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিতে পারে

না সেইরূপ অগ্নিও জ্বলিতে পারে না। এক দিক হইতে অগ্নির বেগ রোধ করা হইলে, অল্প দিক হইতে অগ্নি অধিক বেগে নির্গত হয় এবং হস্তদ্বারা আড়াল করিলে মুখে অগ্নির উত্তাপ কম লাগে, কিন্তু হস্তে অধিক উত্তাপ লাগিতে থাকে। সুতরাং তোমাদের কথা যুক্তিসঙ্গত নহে।

(প্রশ্ন)—সকলেই জানে যে, যখন কোন নিম্নপদস্থ ব্যক্তি কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির কাণে কাণে, কিংবা কাছাকাছি হইয়া কথা বলে, তখন সে মুখে আবরণ অথবা হাত দিয়া থাকে যেন মুখ হইতে ধুধু নির্গত হইয়া তাঁহার উপর না পড়ে এবং তিনি দুর্গন্ধ অনুভব না করেন। পুস্তক পাঠ করিবার সময় ধুধু উড়িয়া অবশ্য পুস্তকের উপরে পতিত হয়, এবং পুস্তকটি উচ্ছিন্ন ও বিকৃত হয়। এই নিমিত্ত মুখে বস্ত্র বাঁধা ভাল। (উত্তর)—এতদ্বারা সিদ্ধ হইল যে, জীৱসংস্পর্শ মুখে বস্ত্র বাঁধা বুঝা। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত কথা বলিবার সময় মুখে হস্ত অথবা আবরণ দিবার উদ্দেশ্য এই যে, সেই গোপনীয় কথা যেন অপর কেহ শুনিতে না পায়। কারণ, প্রকাশ্যে কথা বলিবার সময় কেহ হস্ত কিংবা আবরণ রাখে না। সুতরাং জানা বাইতেছে যে, গোপনীয় কথার জগ্গই এইরূপ করা হইয়া থাকে। দম্ভধাবন প্রভৃতি না করায় তোমাদের মুখ প্রভৃতি অবয়ব হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয়। তখন তোমরা কাহারও নিকট, কিংবা কেহ তোমাদের নিকট বসিলে দুর্গন্ধ ব্যতীত অল্প কি আসিতে পারে? মুখে হস্তের আড়াল অথবা আবরণ দিবার আরও অনেক প্রয়োজন আছে। বহুলোকের সম্মুখে কোন গোপনীয় কথা বলিবার সময় মুখে হস্তের আড়াল কিংবা আবরণ না দিলে, অন্তলোক-দিগের দিকে বায়ু প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি ছড়াইয়া পড়ে। যখন সেই ছুই জন লোক নির্জনে স্থানে কথা বলে, তখন মুখে হস্ত অথবা আবরণ রাখা হয় না। কারণ এই যে, সে স্থানে তৃতীয় কোন স্রোতা থাকে না। যদি বলা হয় যে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির উপর ধুধু না পড়াই উদ্দেশ্য, তাহা হইলে নিম্নপদস্থ ব্যক্তির উপর ধুধু নিক্ষেপ করা কি সঙ্গত? তবে ধুধু হইতে রক্ষা পাওয়াও যায় না; কারণ, যখন কেহ দূর হইতে কথা বলে, তখন বায়ু তাহার দিক হইতে অন্তের দিকে যায়, এবং তাহার ধুধু সূক্ষ্ম ত্রসরেণুরূপে অন্তের শরীরের উপর পতিত হয়। তাহা দোষজনক মনে করা অসঙ্গত। কারণ, মুখের উষ্ণতা বশতঃ জীব মরিলে, অথবা হৃৎকোষ করিলে, বৈশাখ কিংবা জ্যৈষ্ঠমাসে সূর্যের প্রথম উত্তাপে

“বায়ুকায়” জীব একটিও জীবিত থাকিত না। সুতরাং সেই উষ্ণতা ছাড়া যখন জীব মরে না, তখন ভোমাদের সিদ্ধান্ত মিথ্যা। যদি ভোমাদের তীর্থঙ্করগণ পূর্ণবিত্ত হইতেন তাহা হইলে তাঁহারা এমন কথা কখনও বলিতেন না। দেখ! যে সকল জীবের বৃত্তি সমূহ সমস্ত অবয়বের সহিত বিद्यমান থাকে, তাহাদের পক্ষেই কষ্টবোধ করা সম্ভবপর। এ বিষয়ে প্রমাণ—

পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখসংবিত্তিঃ ॥ সাংখ্য০ অ০ ৫। সূ০ ২৭ ॥

পঞ্চ বিষয়ের সহিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেই জীব সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। বধিরকে গালি দেওয়া, অন্ধকে রূপ দেখান, অথবা অন্ধের সম্মুখে সর্প এবং ব্যাঘ্রাদি ভয়ঙ্কর জীবের চলিয়া যাওয়া নিরর্থক। সেইরূপ স্পর্শজ্ঞানহীনের পক্ষে স্পর্শ, শ্রাণশক্তিহীনের পক্ষে গন্ধ এবং জিহ্বাহীনের পক্ষে রসাস্বাদন অসম্ভব। পূর্বোক্ত বায়ুকায় জীব সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। দেখ! যখন মনুষ্যের জীব সুস্থিতি অবস্থায় থাকে, তখন তাহার সুখ-দুঃখ কিছুই অনুভব হয় না; কারণ, তখন জীব শরীরস্থ থাকিলেও, তাহার সহিত বাহ্যাবয়বগুলির সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং সুখ-দুঃখ অনুভবও হইতে পারে না। আধুনিক ডাক্তারগণ রোগীকে মাদকজব্য খাওয়াইয়া অথবা তাহার শ্রাণ করাইয়া তাহার শরীরে অস্ত্রোপচার করিয়া থাকেন। তখন রোগীর দুঃখ কিছুই অনুভব হয় না। সেইরূপ বায়ুকায় এবং অস্ত্রাশ্র হাবর দেহধারী জীবদিগের সুখ-দুঃখ কখনও হইতে পারে না। যেমন মূর্চ্ছিত অবস্থায় কোন প্রাণী সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ বায়ুকায় প্রভৃতি জীবসমূহও অত্যন্ত মূর্চ্ছিত অবস্থায় থাকে বলিয়া সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারে না তাহা হইলে ঐ সকল জীবকে দুঃখ-কষ্ট হইতে রক্ষা করার কথাই উঠিতে পারে না। যখন তাহাদের সুখদুঃখ প্রাপ্তিই প্রত্যক্ষ হয় না তখন অমুমানাদি কিরূপে যুক্তিসূক্ত হইতে পারে?

(প্রশ্ন)—তাঁহারা ত জীব; সুতরাং তাহাদের সুখ-দুঃখ হইবে না কেন?

(উত্তর)—ওহে সরলবুদ্ধি ভ্রাতৃগণ! শোন, সুস্থিতি অবস্থায় ভোমাদের সুখ-দুঃখের অনুভব হয় না কেন? সুখ-দুঃখ প্রাপ্তির হেতু আত্মার সংহিত মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ। এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, ডাক্তারগণ মাদকজব্য শ্রাণ করাইয়া অস্ত্রোপচার করিয়া থাকেন তখন রোগীর

দুঃখানুভব হয় না। সেইরূপ অতিমূর্ছিত জীবদিগেরও সুখ-দুঃখানুভব হয় না, কারণ সেন্ধলে সুখ-দুঃখের কোন সাধন নাই। (প্রশ্ন)—দেখ! আমরা হরিৎ শাক পাতা, তরকারী কন্দমূল ভক্ষণ করি না; কারণ তাহাতে বহু এবং কন্দমূলে অনন্ত জীব আছে। এসকল বস্তু ভক্ষণ করিলে, তন্মধ্যে যে সকল জীব আছে তাহাদিগকে হত্যা করা এবং দুঃখ দেওয়ার জন্য আমাদের পাপ হইবে। (উত্তর)—তোমরা অজ্ঞতা বশতঃ এইরূপ বলিতেছ। তোমরা কিরূপে মনে কর যে, হরিৎ শাক-পত্র ভক্ষণ করিলে জীবহত্যা করা কিংবা জীবের কষ্ট দেওয়া হয়? ভাল, এ সকলের যে কষ্ট হয়, তাহা তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও না; যদি দেখিতে পাও তবে আমরা দিগকেও দেখাও। কিন্তু, তোমরা কখনও তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে কিংবা আমাদের দিগকে দেখাইতে পারিবে না। প্রত্যক্ষভাবে অনুমান, উপমান এবং শব্দ প্রমাণও ঘটিতে পারে না। সুতরাং আমরা পূর্বে যে উত্তর দিয়া আসিয়াছি, এ সম্বন্ধেও তাহাই উত্তর। যে সকল জীব অত্যন্ত অন্ধকার, শূন্য এবং মাদকতায় আচ্ছন্ন থাকে, তাহারাও সুখদুঃখ অনুভব করে, এইরূপ মত প্রকাশ করায় তোমাদের তীর্থঙ্করগণ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বুঝা যায়। তাহাদের এই উপদেশ যুক্তি এবং বিজ্ঞাবিরুদ্ধ। ভাল, সীমাবদ্ধ গৃহের মধ্যে অনন্ত জীব কিরূপে থাকিতে পারে? কন্দের যখন অস্ত দেখা যায়, তখন তন্মধ্যে অবস্থানকারী জীবের অস্ত থাকিবেনা কেন? সুতরাং তোমাদের কথা নিতান্ত ভুল। (প্রশ্ন)—দেখ! তোমরা জল না ফুটাইয়া পান কর, তাহাতে খুব পাপ হয়। আমরা যেমন উষ্ণ জল পান করি সেইরূপ তোমাদেরও জল ফুটাইয়া পান করা উচিত। (উত্তর)—ইহাও তোমাদের ভ্রম। তোমরা যখন জল ফুটাও, তখন জলের মধ্যে যে সকল জীব থাকে, তাহারা মরিয়া যায়। তাহাদের শরীর জলের সহিত মিশ্র হইতে থাকে এবং সেই জল মৌরির আরকের স্থায় হয়। তোমরা তাহাদের দেহের আরক পান কর। তাহাতে তোমাদের ঘোরতর পাপ হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা জল না ফুটাইয়া পান করে, তাহাদের পাপ হয় না। কারণ জল উত্তপ্ত না করিয়া পান করিলে জলের জীবগুলি উদরস্থ হইবার পর কিঞ্চিৎ উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া নিঃশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যাইবে। বাস্তবিক জলকায় জীবদিগের সুখ-দুঃখ পূর্বোক্ত নিয়মে ঘটিতে পারে না এবং এই সম্বন্ধে কাহারও পাপ হয় না।

(প্রশ্ন)—জঠরাগ্নির উত্তাপে যদি জীবগুলি বাহির হইয়া যাইতে পারে,

তবে জল ফুটাইবার সময় উত্তাপ বশতঃ তাহারা জল হইতে বহির্গত হইবে না কেন ? (উত্তর)—হাঁ, অবশ্য বহির্গত হয়, কিন্তু তোমাদের মতামুসারে মুখবায়ুর উত্তাপে জীব মরিয়া যায়। সুতরাং জল উত্তপ্ত করিলে জীবগুলি মরিয়া যাইবে অথবা অধিক কষ্ট পাইয়া বহির্গত হইবে। তাহাদের শরীরও জলের মধ্যে সিদ্ধ হইয়া যাইবে। তাহাতে তোমাদের অধিক পাপ হইবে কিনা ? (প্রশ্ন)—আমরা স্বহস্তে জল ফুটাই না বা কোন গৃহস্থকেও ফুটাইতে আদেশ দেই না। অতএব আমাদের পাপ হয় না। (উত্তর)—তোমরা ফুটান জল ব্যবহার না করিলে এবং পান না করিলে গৃহস্থেরা জল ফুটাইবে কেন ? সুতরাং তোমরাই সেই পাপের ভাগী ; বরং তোমরা অধিকতর পাপী, কারণ যদি কোন একটি গৃহস্থকে জল ফুটাইতে বলিতে, তাহা হইলে একই স্থানে জল ফুটান হইত। কিন্তু গৃহস্থগণ জানে না যে, কখন কোন সাধু কাহার গৃহে উপস্থিত হইবেন। এইজন্ত প্রত্যেক গৃহস্থ স্ব স্ব গৃহে জল ফুটাইয়া রাখে। অতএব তোমরাই মুখ্যতঃ তাহাদের পাপের ভাগী। দ্বিতীয়তঃ অধিক কাষ্ঠ দক্ষ করিবার এবং আগুন জ্বালাইবার জন্ত উল্লিখিত যুক্তি ও প্রমাণ অনুসারে রন্ধন, কৃষি এবং বাগিছাদিতে তোমরাই অধিকতর পাপী এবং নরকগামী হইয়া থাক। যেহেতু জল ফুটান সম্বন্ধে তোমরাই প্রধানতঃ দায়ী এবং যেহেতু তোমরাই উপদেশ করিয়া থাক যে, ফুটান জল পান করা উচিত এবং জল না ফুটাইয়া পান করা উচিত নহে, অতএব তোমরাই মুখ্যতঃ সেই পাপের ভাগী এবং যাহারা তোমাদের উপদেশ মান্য করিয়া ঐরূপ কার্য করে, তাহারাও পাপী। এখন দেখ, তোমরা ঘোরতর অবিচার মধ্যে রহিয়াছ কি না। ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের প্রতি দয়া করা এবং ভিন্ন মতালম্বীদিগের নিন্দা ও অপকার করা কি সামান্য পাপ ? যদি তোমাদের ভীৰ্করদিগের মত সত্য হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর সৃষ্টিতে এত জল বর্ষণ, এত নদী প্রবাহ এবং এত জলই বা উৎপন্ন করিলেন কেন ? তিনি সূর্যকেও সৃষ্টি করিতেন না, কারণ তোমাদের মতামুসারে ইহাতে কোটি কোটি জীব মরিতে থাকে। যে সকল ভীৰ্করকে তোমরা ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস কর, তাহারা ত বিজ্ঞমান ছিলেন ; তাহারা দয়া করিয়া সূর্যের উত্তাপ দূরীভূত এবং মেঘোৎপত্তি নিবারণ করিলেন না কেন ? পূর্বের যেক্রপ বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপে যে সকল প্রাণী জীবনধারণ করে, তাহারাওই সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে, কন্দমূলাদির মধ্যে যে সকল জীব অবস্থিতি করে,

ভাষাদের পক্ষে তাহা অসম্ভব। আবার সকল জীবকে সর্বদা দয়া করাও দুঃখের কারণ। যদি সকলেই তোমাদের মতামুযায়ী হয় এবং দম্ভ্য-তন্থর প্রভৃতিকে কেহই দণ্ড না দেয়, তাহা হইলে পাপ কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিবে? অতএব দুইদিগকে যথোচিত দণ্ডদান এবং শ্রেষ্ঠদিগকে পালন করার নামই দয়া। ইহার বিপরীত আচরণ করিলে দয়া এবং ক্ষমারূপ ধর্ম্য নষ্ট হইয়া যায়। বহু জৈন দোকান করে, ব্যবসাক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলে, পরের ধন হরণ করে এবং দরিদ্রদিগকে প্রতারণা করে। এ সকল কুকর্ম্য নিবারণার্থ বিশেষ উপদেশ দেওয়া হয় না কেন? মুখে পটী বাঁধার ঢং কর কেন? শিশু-শিশু। করিবার সময় কেশোৎপাটন এবং বহুদিন ব্যাপী উপবাস দ্বারা পরের অথবা নিজের আত্মাকে কষ্ট দেওয়া, স্বয়ং দুঃখ ভোগ করিয়া অপরকেও দুঃখ দেওয়া এবং আত্মঘাতী হওয়া অর্থাৎ আত্মাকে ক্রিষ্ট করা ইত্যাদি হিংসাজনক কার্য্য কর কেন? জৈনগণ অশ্ব, বৃষ এবং উষ্ট্রের উপর আরোহণ করা এবং লোকখাটান পাপ মনে করে না কেন? তোমাদের মধ্যে সাধারণ শিশুবর্গ যে সকল অর্থশূন্য কথা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে না, তোমাদের তীর্থঙ্করগণও সে সকল সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন না। যখন তোমরা শাস্ত্র আবৃত্তি কর তখন শ্রোতা এবং তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে অনেক জীব পধিমধ্যে মরিয়া যায়। তোমরা সেই পাপের মুখ্য কারণ হও কেন? এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে বিশেষরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, জল, স্থল এবং বায়ুস্থ স্বাবর শরীর বিশিষ্ট অত্যন্ত মূর্চ্ছিত জীবদিগের সুখ বা দুঃখানুভব কখনও হইতে পারে না।

এখন জৈনদিগের আরও কিছু অসম্ভব কথার উল্লেখ করা যাইতেছে; এ সকল শ্রবণ করুন। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, নিজ হস্তের সার্ক ত্রিহস্ত পরিমাণে এক ধমুক। কাল গণনা পূর্বোক্তরূপ স্মরণ রাখিতে হইবে।

রত্নসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ১১৬—১৬৭ এ নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিত আছে—

তীর্থঙ্কর	শরীরের আয়তন	আয়ু
১। ঋষভদেব	৫০০ ধমুক দীর্ঘ	৮৪ লক্ষ পূর্ব বৎসর
২। অজিত নাথ	৪৫০ " "	৭২ " " "
৩। সম্ভব নাথ	৪০০ " "	৬০ " " "
৪। অভিনন্দন	৩৫০ " "	৫০ " " "
৫। স্তম্ভিনাথ	৩০০ " "	৪০ " " "

তীর্থকর	শরীরের আয়তন	আয়ু
৬। পদ্মপ্রভ	১৪০ ধনুঃ দীর্ঘ	৩০ লক্ষ পূর্ব বৎসর
৭। পার্শ্বনাথ	২০০ " "	২০ " " "
৮। চন্দ্রপ্রভ	১৫০ " "	১০ " " "
৯। সূর্যবিধিনাথ	১০০ " "	২ " " "
১০। শীতলনাথ	৯০ " "	১ " " "
১১। জ্যোতিঃসনাথ	৮০ " "	৮৪ " " "
১২। বাসুপুজ্যস্বামী	৭০ " "	৭২ " " "
১৩। বিমলনাথ	৬০ " "	৬০ " " "
১৪। অনন্তনাথ	৫০ " "	৩০ " " "
১৫। ধর্ম্যনাথ	৪৫ " "	১০ " " "
১৬। শাস্তিনাথ	৪০ " "	১ " " "
১৭। কুংধুনাথ	৩৫ " "	৯৫ সহস্র বৎসর
১৮। অমরনাথ	৩০ " "	৮৪ " "
১৯। মল্লীনাথ	২৫ " "	৫৫ " "
২০। মুনিমুখত	২০ " "	৩০ " "
২১। নমিনাথ	১৪ " "	১ " "
২২। নেমিনাথ	১০ " "	১ " "
২৩। পার্শ্বনাথ	৯ হাত দীর্ঘ	১ শত "
২৪। মহাবীরস্বামী	৭ " "	৭২ বৎসর।

উল্লিখিত ২৪ তীর্থকর জৈনমতের প্রবর্তক, আচার্য্য এবং গুরু। জৈনগণ তাঁহাদিগকেই পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা সকলেই মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলে স্মরণের বিবেচ্য এই যে, এত প্রকাণ্ড মানব দেহ এবং মানবের এত আয়ু হওয়া কি সম্ভবপর? এইরূপ অতি অল্প সংখ্যক মানুষই এই পৃথিবীতে বাস করিতে পারে। এ সকল জৈন-আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া পৌরাণিকগণ এক লক্ষ, দশ সহস্র এবং এক সহস্র বৎসর আয়ুর উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাও অসম্ভব। সুতরাং জৈনদিগের কথা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এখন আরও শুনিুন :—

কল্পভাষ্য, পৃষ্ঠা ৪ এ লিখিত আছে যে, “নাগকেতু” গ্রামের সমান একখণ্ড শিলা অঙ্গুলীর উপর ধারণ করিছেন। কল্পভাষ্য, পৃষ্ঠা ৩৫ এ লিখিত

আছে যে মহাবীর অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবীর উপর চাপ দিলে শেষ নাগ কম্পিত হইল। কল্পভাষ্য, পৃষ্ঠা ৪৬ এ লিখিত আছে যে, সর্প মহাবীরকে দংশন করিলে, রুধিরের পরিবর্তে দুগ্ধ নির্গত হইল এবং সেই স্বর্ণ অর্ধম স্বর্ণে চলিয়া গেল। কল্পভাষ্য, পৃষ্ঠা ৪৭ এ লিখিত আছে যে, মহাবীরের চরণের উপর পায়সার রন্ধন করা হইল, কিন্তু তাঁহার চরণ দগ্ধ হইল না। কল্পভাষ্য, পৃষ্ঠা ১৬ এ লিখিত আছে যে একটি ক্ষুদ্র পাত্রে একটি উষ্ট্র আনয়ন করা হইল। রত্নসার ভাগ ১ পৃষ্ঠা ১৪ এ লিখিত আছে যে, শরীরের ময়লা পরিষ্কার করিবে না এবং শরীর চুলকাইবে না। বিবেকসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ১৫ এ লিখিত আছে যে, “দমসার” নামক জনৈক জৈন সাধু ক্রুদ্ধ হইয়া উষেগজনক একটি সূত্র পাঠ করেন এবং তদ্বারা কোন এক নগরে আগুন লাগাইয়া দেন। তিনি তীর্থঙ্কর মহাবীরের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। বিবেকসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ১২৭ এ লিখিত আছে যে, রাজার আদেশ মান্ত করা অবশ্য কর্তব্য। বিবেকসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ২২৭ এ লিখিত আছে যে, “কোশা” নাম্নী কোন বৈশ্য একখানা ঝালার উপর রাশীকৃত সর্ষপের মধ্যে পুষ্পাচ্ছাদিত উর্দ্ধমুখ সূঁচের উপর উত্তমরূপে নৃত্য করা সত্ত্বেও তাহার চরণ সূঁচবিদ্ধ হইল না, সর্ষপের স্তূপও ছড়াইয়া পড়িল না !!! তত্ত্ববিবেক, পৃষ্ঠা ২২৮ এ লিখিত আছে যে, “স্থল” নামক কোন মুনি পূর্বোক্ত “কোশা” নাম্নী বৈশ্যার সহিত ১২ বৎসর সন্তোষ করিবার পর দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সদগতি লাভ করিলেন। কোশাও জৈনধর্ম্য পালন করিয়া সদগতি প্রাপ্ত হইল। বিবেকসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ১৮৫ এ কোন এক বৈশ্যকে জনৈক সিদ্ধ পুরুষের কাঁথা প্রতিদিন পাঁচ শত করিয়া স্বর্ণমুক্তা দিত। বিবেকসার ভাগ ১, পৃষ্ঠা ২২৮ এ লিখিত আছে যে, বলবান ব্যক্তির আদেশ, দেবাদেশ, ঘোর বনে কষ্টের সহিত জীবন যাপন এবং গুরু, মাতা, পিতা, কুলাচার্য্য, জ্ঞাতিদর্গ ও ধর্মোপদেষ্টা এই ছয় জনের বিরুদ্ধাচরণ বশতঃ ধর্ম্য পালনে ব্যতিক্রম হইলে ধর্ম্যহানি হয় না।

(সমীক্ষক)—এখন ইহাদের মিথ্যা কথাগুলি কিরূপ দেখুন। কেহ কি গ্রামের সমান এক খণ্ড প্রস্তর অঙ্গুলীর উপর ধারণ করিতে পারে? অঙ্গুষ্ঠের চাপে কি কখনও পৃথিবী ধসিয়া যাইতে পারে? শেষনাগের ত অস্তিত্বই নাই; তবে কাঁপিবে কে? ভাল, শরীরে দংশন করা হইলে তাহা হইতে যে দুগ্ধ নির্গত হয়, তাহা কেহই দেখে নাই। ইহা ইল্লজাল ব্যতীত আর

কিছুই নহে। শরীরে দংশনকারী সর্প ত স্বর্গে গেল, কিন্তু মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি তৃতীয় নরকে গেলেন, ইহা কত বড় মিথ্যা কথা! মহাবীরের চরণের উপর পায়সান্ন রন্ধন কালে চরণ পুড়িয়া গেলনা কেন? ভাল, একটি ক্ষুদ্র পাত্রে মধ্য কি একটি উষ্ট্র স্থান পাইতে পারে? শরীরের ময়লা পরিষ্কার না করিলে চর্মরোগ জন্মে, এবং দুর্গন্ধরূপ মহানরক ভোগ করিতে হয়। যে সাধু নগরে আগুণ লাগাইলেন, তাঁহার দয়া এবং ক্ষমা কোথায় গেল? যদি মহাবীরের সংসর্গেও তাঁহার আত্মা পবিত্র না হইয়া থাকে, তবে মহাবীরের মৃত্যুর পর জৈনগণ তাঁহার আশ্রয়ে কখনও পবিত্র হইবেন না। রাজার আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু জৈনগণ বণিক বলিয়া রাজার ভয় বশতঃ ইহা লিখিয়া থাকিবেন। কোশা বেষ্টার শরীর যতই লঘু হউক না কেন, সরিষাস্তূপের উপর উর্দ্ধমুখ সূঁচ রাখিয়া তরুণের নৃত্য করা সবেও সূঁচবিদ্ধ না হওয়া এবং সর্ষপ রাশি বিকীরণ না হওয়া, সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে তবে কি? যাহাই ঘটুক না কেন, কাহারও কোন অবস্থায় ধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ভাল, বস্ত্র নির্মিত কন্যা কিরূপে প্রতিনিয়ত ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারে? ইহাদের অসম্ভব কাহিনীগুলি লিখিতে গেলে এই গ্রন্থ জৈনদিগের অসার গ্রন্থগুলির স্থায় অনেক বাড়িয়া যাইবে। এই জন্য অধিক লেখা হইল না। প্রকৃত পক্ষে জৈনদিগের অল্প কয়েকটি কথা ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই মিথ্যায় পরিপূর্ণ। দেখুন:—

দোসসি দোরবি পঢ়মে। দুগুণা লবণং মিথায় ঈসং মে। বারসসসি বারসরবি। তত্যাভি ইংনি দিঠ সসি রবিণো ॥

প্রকরণ০ ভা০ ৪ সংগ্রহণী সূত্র ৭৭ ॥

এইরূপ লিখিত আছে যে জম্বুদ্বীপের আয়তন একলক্ষ বোজন অর্থাৎ ৪ লক্ষ কোশ। জৈনগ্রন্থে জম্বুদ্বীপকে প্রথম দ্বীপ বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে দুই চন্দ্র এবং দুই সূর্য্য আছে। লবণসমুদ্রে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪ চন্দ্র এবং ৪ সূর্য্য আছে। ধাতকীখণ্ডে ১২ চন্দ্র এবং ১২ সূর্য্য আছে, ইহার তিনগুণ করিলে ৩৬ হয়, তাহার সহিত জম্বুদ্বীপের ২ এবং লবণ সমুদ্রের ৪ যোগ করিলে ৪০ চন্দ্র এবং ৪২ সূর্য্য কালোদধি সমুদ্রে আছে। এইরূপে পরবর্তী দ্বীপ ও সমুদ্রসমূহের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্য আছে। পূর্ব্বোক্ত ৪২ কে তিন গুণ করিলে ১২৬ হয়। তাহার সহিত ধাতকীখণ্ডের ১২, লবণ সমুদ্রের

৪ এবং জম্বুদ্বীপের ২ যোগ করিলে পুষ্কর দ্বীপে ১৪৪ চন্দ্র এবং ১৪৪ সূর্য্য আছে। ইহাও অর্ধেক মনুষ্য-ক্ষেত্রের গণনা। যে স্থানে মনুষ্যের বসতি নাই, সে স্থানেও অনেক চন্দ্র ও অনেক সূর্য্য আছে। ঐ সকল স্থির। পূর্ব্বোক্ত ১৪৪ কে তিন গুণ করিলে ৪৩২ হয়; তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত জম্বুদ্বীপের ২ চন্দ্রমা, ২ সূর্য্য, লবণ সমুদ্রের ৪, ধাতকীখণ্ডের ১২ এবং কালোদধি সমুদ্রের ৪২ যোগ করিলে পুষ্কর সমুদ্রে ৪৯২ চন্দ্র এবং ৪৯২ সূর্য্য আছে। এ সকল বিষয় ত্রীজিনভঙ্গগীক্ষমাশ্রমণ কর্তৃক বৃহৎ “সজ্জয়গী” “যোতীস-করণক পয়স্মা”, “চন্দ্র পন্নতি” এবং “সুরপন্নতি” প্রভৃতি জৈনসিদ্ধান্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

(সমীক্ষক)—এখন ভূগোল এবং খগোলবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ শুশুন! জৈনদিগের মতে এই পৃথিবীতে এক প্রকার গণনা অনুসারে ৪৯২ এবং অন্ত-প্রকার গণনা অনুসারে অসংখ্য চন্দ্র এবং সূর্য্য আছে। আপনাদের সৌভাগ্য এই যে, আপনারা বেদানুকূল “সূর্য্যসিদ্ধান্ত” প্রভৃতি জ্যোতিষগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়া ভূগোল এবং খগোলতত্ত্ব যথার্থরূপে জানিতে পারিয়াছেন। যদি আপনারা জৈনমতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিতেন, তাহা হইলে আজ কাল জৈনগণ যেমন অন্ধকারে আছেন, আপনাদিগকেও সেইরূপ চিরজীবন অন্ধকারে থাকিতে হইত। এ সকল অজ্ঞ লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে, জম্বুদ্বীপে এক চন্দ্র এবং এক সূর্য্যের দ্বারা কাজ চলিতে পারে না। তাহাদের মনে হইল যে, এক চন্দ্র এবং এক সূর্য্য এত প্রকাণ্ড পৃথিবীকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আলোকিত করিতে পারে না। তাহাদের বিশ্বাস সূর্য্য অপেক্ষা পৃথিবী বৃহত্তর, তাহারাই এইরূপ ভ্রমে পতিত হয়।

দো সসি দো রবি পংতী এগংতরিয়াছ সাঠসংখ্যা।

মৈরুংপয়াহিংতা। মাণুসখিতে পরিঅভংতি ॥

প্রকরণং ভাং ৪। সংগ্রহসূং ৭৯ ॥

মনুষ্যলোকে চন্দ্র-পঙ্ক্তি এবং সূর্য্যপঙ্ক্তির সংখ্যা বলা যাইতেছে—
দুই চন্দ্র-পঙ্ক্তি এবং দুই সূর্য্যপঙ্ক্তি আছে। এ সকল এক এক লক্ষ যোজন অর্থাৎ ৪ লক্ষ কোশ অন্তরে ভ্রমণ করে। যেমন সূর্য্য-পঙ্ক্তির অভ্যন্তরে এক চন্দ্র-পঙ্ক্তি আছে, সেইরূপ চন্দ্র-পঙ্ক্তির অভ্যন্তরেও এক সূর্য্যপঙ্ক্তি আছে। এই ভাবে ৪ পঙ্ক্তি আছে। এক এক চন্দ্র-পঙ্ক্তি তে ৬৬ চন্দ্র,

এবং এক এক সূর্য্য-পঙ্ক্তি ৩৬ সূর্য্য আছে। উক্ত চারি পঙ্ক্তি জম্বুদ্বীপের মেরুপর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মনুষ্যক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করে। অর্থাৎ যে সময়ে জম্বুদ্বীপের মেরু হইতে একটি সূর্য্য দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করে, সেই সময়ে অপর একটি সূর্য্য উত্তর দিকে ভ্রমণ করে। সেইরূপে লবণ সমুদ্রের এক এক দিকে দুইটি করিয়া সূর্য্য ভ্রমণ করে। ধাতকীখণ্ডের ৬, কালোদধির ২১, পুষ্করার্দ্ধের ৩৬, সর্ব্বসমেত ৬৬টি সূর্য্য দক্ষিণ দিকে, এবং ৬৬টি সূর্য্য উত্তর দিকে স্ব-স্ব ক্রমানুসারে ভ্রমণ করে। দুই দিকের সূর্য্যসমষ্টি ১৩২ এবং ৬৬ করিয়া দুই দিকের চন্দ্র পঙ্ক্তিতে সর্ব্বসমেত ১৩২টি চন্দ্র মনুষ্যক্ষেত্রে ভ্রমণ করে। এইরূপে চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রাদিরও বহু পঙ্ক্তি আছে।

(সমীক্ষক)—ভ্রাতৃগণ! এখন দেখুন! এই পৃথিবীই ১৩২টি সূর্য্য এবং ১৩২টি চন্দ্র সম্ভবতঃ জৈনদিগের গৃহেই উদ্ভাপ দিয়া থাকে। ভাল! তাহাই যদি হয়, তবে তাঁহারা জীবন ধারণ করেন কেমন করিয়া? রাত্রিতেও সম্ভবতঃ তাঁহারা শীতে জমিয়া বরফ হইয়া যান! যাহারা ভূগোল এবং খগোল সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাহারা এইরূপ অসম্ভব কথা বিশ্বাস করে; অপর কাহারও পক্ষে তাহা অসম্ভব। একটি মাত্র সূর্য্যই এই পৃথিবীর স্থায় বহু ভূমণ্ডলকে আলোকিত করিতেছে, সুতরাং এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর সম্বন্ধে কি বলিবার আছে? যদি পৃথিবী ভ্রমণ না করিত এবং সূর্য্য পৃথিবীর চারি দিকে ভ্রমণ করিত, তাহা হইলে কয়েক বৎসরব্যাপী দিন এবং কয়েক বৎসরব্যাপী রাত্রি হইত। সুমেরু হিমালয় পর্ব্বত ব্যতীত অপর কোন পর্ব্বত নহে। কলসীর তুলনায় সরিষাবীজ যেমন, সূর্য্যের তুলনায় ইহা তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র। বতদিন জৈনগণ এই মতেই থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা এ সকল বিষয় বুঝিতে পারিবেন না, সর্ব্বদা অন্ধকারেই থাকিবেন।

সমস্তচরণ সহিয়াসবং লোগং ফুসে নিরবসেসং ।

সন্তয়চউদসভাএ পংচয়স্পদে সবিরঙ্গএ ॥

প্রকরণং ভাঃ ৪ । সংগ্রহ সূঃ ১৩৫ ॥

যে সকল “কেবলী” সম্যক্ চারিত্রযুক্ত, তাঁহারা “সমুদ্রবাত” অবস্থা বশতঃ চতুর্দশ ভূখনকে আত্মপ্রদেশ সদৃশ করিয়া তন্মধ্যে বিচরণ করিবেন। (সমীক্ষক)—জৈনগণ ১৪ রাজ্য স্বীকার করেন, তন্মধ্যে চতুর্দশ রাজ্যের

চুড়ার উপর অবস্থিত সর্বার্থসিদ্ধি বিমানের ধ্বজার উপর অল্প দূরে সিদ্ধশিলা এবং দিব্য আকাশ আছে। তাহার নাম শিবপুর। ষাঁহার “কেবলী” অর্থাৎ “কেবল” জ্ঞান, সর্ববজ্র এবং পূর্ণ পবিত্রতা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সেই লোকে গমন করেন এবং আত্মপ্রদেশ সম্বন্ধে সর্ববজ্র হইয়া অবস্থিতি করেন। এখন বিবেচ্য এই যে, ষাঁহার আত্মপ্রদেশ আছে, তিনি বিভূ নহেন; যিনি বিভূ নহেন, তিনি কখনও সর্ববজ্র এবং “কেবল”জ্ঞানী হইতে পারেন না। কারণ, ষাঁহার আত্মা একদেশী, তিনিই যাতায়াত করেন এবং বন্ধ, মুক্ত, জ্ঞানী বা অজ্ঞান হন। যিনি সর্বব্যাপী এবং সর্ববজ্র, তিনি কখনও তরুণ হইতে পারেন না। সুতরাং জৈন তীর্থঙ্করগণ জীৱরূপে অল্প এবং অল্পজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা কখনও সর্বব্যাপক এবং সর্ববজ্র হইতে পারেন না। কিন্তু যে পরমাত্মা অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপক, সর্ববজ্র, পবিত্র এবং জ্ঞানস্বরূপ জৈনগণ তাঁহাকে মানেন না। তাঁহাতেই সর্ববজ্র প্রভৃতি গুণ যথার্থরূপে প্রযোজ্য।

গব্ভনরতি পলিয়াউ। তিগাউ উকোসতে জহম্বেগং।

মুচ্ছিম দুহাবি অন্তমুহু। অঙ্‌গুল অসংখ ভাগতণু ॥ ২৪১ ॥

পৃথিবীতে দুই প্রকার মনুষ্য আছে—এক গৰ্ভজ, অন্য গৰ্ভব্যতীত উৎপন্ন। উৎকৃষ্ট গৰ্ভজ মনুষ্যের আয়ু তিন “পল্যোপম” এবং শরীর তিন ক্রোশ পরিমিত জানিবে। (সমীক্ষক)—ভাল, এই পৃথিবীতে তিন “পল্যোপম” আয়ু এবং তিন ক্রোশ পরিমিত শরীরবিশিষ্ট অতি অল্পসংখ্যক মনুষ্যেরই সমাবেশ হইতে পারে। যদি তাহারা তিন “পল্যোপম”, যেমন পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ বাঁচে এবং তাহাদের সম্ভানগণও তিন ক্রোশ শরীরবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে বোম্বাই এর স্থায় নগরীতে দুই এবং কলিকাতার স্থায় নগরীতে তিন কিংবা চারিজন মনুষ্য বাস করিতে পারে। জৈনগণ লিখিয়াছেন যে, এক একটি নারে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য বাস করে। তাহা হইলে তাহাদের বাসোপযোগী নগরের আয়তনও লক্ষ লক্ষ ক্রোশ হওয়া আবশ্যক। সমস্ত পৃথিবীতে এইরূপ একটি নগরেরও স্থান হইতে পারে না।

পণয়া ললরকয়োষণঃ। বিরকংতা সিদ্ধিশিলফলিহবিমলা।

তদুবরি গজোয়গংতে লোগন্তো তচ্ছ নিক্কঠিসি ॥ ২৫৮ ॥

সর্বার্থসিদ্ধি বিমানের ধ্বজার উপর ১২ যোজন পরিমিত যে সিদ্ধশিলা

আছে, তাহা দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে এবং গভীরতায় ৪৫ লক্ষ যোজন। সেই সিদ্ধশিলা সিদ্ধভূমি শুভ্র, উজ্জ্বল সুবর্ণময় এবং স্ফটিকবৎ নির্মল। কেহ কেহ ইহাকে “ঈশ্বর” এবং “প্রাগ্ভরা” বলে। এই সর্বার্থসিদ্ধিশিলা বিমান হইতে ১২ যোজন অলোক (লোকাভীত)। এই “পরমার্থ” (গুঢ় রহস্য) “কেবলী শ্রুত”গণ (মুক্ত পুরুষগণ) জানেন। এই সর্বার্থসিদ্ধিশিলা মধ্যভাগে ৮ যোজন স্থল; সে স্থান হইতে চারি দিকে এবং চারি উপদিকে হাস পাইতে পাইতে ইহা মক্ষিকার ডানার স্থায় লঘু এবং উন্মুক্ত ছত্রাকারে স্থাপিত আছে। এই শিলা হইতে উর্দ্ধে এক যোজন অন্তরে লোকাস্থ। সে স্থানে সিদ্ধগণ বাস করেন। (সমীক্ষক)—এখন বিবেচ্য এই যে, সর্বার্থসিদ্ধি বিমানের ধ্বজার উপরে ৪৫ যোজন পরিমিত শিলা জৈনদিগের মুক্তিধাম। কিন্তু স্থানটি এমন উত্তম এবং নির্মল হওয়া সত্ত্বেও তন্মধ্যে অবস্থানকারী মুক্ত জীবগণ এক প্রকার বদ্ধ। কারণ উক্ত শিলার বাহিরে গমন করিলেই তাঁহাদের মুক্তিস্থতের অবসান হয়; আর ভিতরে থাকিলে তাঁহারা বায়ুসেবনও করিতে পারেন না। এ সকল কেবল কল্পনামাত্র এবং অজ্ঞানদিগকে বিভ্রাণ্ডিত করিবার জন্য ভ্রমজাল স্বরূপ ॥

বিত্তচউরিং দিস সরীরং । বার সজোয়গতি কোসচ উকোসং জোয়গ-
সহস পণিংদিয় । উহে বুচ্ছন্তি বিসেসংতু ॥

প্রকরণং ভাং ৪ । সংগ্রহ সূং ২৬৭ ॥

সাধারণতঃ এক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট জীবের শরীর এক সহস্র যোজন, দুই ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শব্দ প্রভৃতির ১২ যোজন, চারি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ভ্রমর প্রভৃতির ৪ ক্রোশ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবের শরীর এক সহস্র যোজন অর্থাৎ চারি সহস্র ক্রোশ জানিবে। (সমীক্ষক)—চারি সহস্র ক্রোশ পরিমিত শরীরধারী হইলে অতি অল্পসংখ্যক অর্থাৎ কয়েক শত মনুষ্যের দ্বারা পৃথিবী ঘনভাবে ভরিয়া যায়, কাহারও নড়িবার চড়িবার স্থান থাকে না। অতঃপর বাসস্থান এবং পথের কথা জৈনদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যেহেতু তাঁহারা লিখিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের গৃহেই স্থান দিবেন। তবে চারি সহস্র ক্রোশ পরিমাণের শরীরবিশিষ্ট কয়েক জন মনুষ্যের বাসের জন্য ৩২ সহস্র ক্রোশ পরিমিত বাটীর আবশ্যক। জৈনদিগের সমস্ত ধন নিঃশেষে ব্যয় করিলেও এইরূপ বাটী নির্মিত হইবে না। আবার সেই বাটীর ৮ সহস্র ক্রোশ পরিমিত ছাদ নির্মাণ করিবার জন্য কড়ি বর্গা কোথায় পাওয়া যাইবে? যে ব্যক্তি

তন্মধ্যে স্তম্ভ লাগাইবে, তাহার পক্ষে ভিতরে প্রবেশ করাও সম্ভবপর হইবে না।
অতএব এ সকল কথা মিথ্যা ॥

তে খুলা পল্লৈ বিহসং খিজ্জাচে বহুতি সবেববি ।

তেইক্কিক্ অসংথে । সুল্লেমে খন্মে পকপ্পেহ ॥

প্রকরণং ভা° ৪ । লঘুক্ষেত্র । সমাস প্রকরণ সূত্র ৪ ॥

পূর্বোক্ত এক অঙ্গুলী পরিমিত লোমের খণ্ডসমূহ দ্বারা চারি বর্গ ক্রোশ পরিমাণ এবং ততদূর গভীর একটি কূপ পূর্ণ করা হয়। এক অঙ্গুলী পরিমিত লোমের, যত গুলি খণ্ড হয়, ঐ সকলের সমষ্টি ২০,৫৭,১৫২। যন যোজন পলোপমে অত্যধিক পক্ষে এক্রূপ ৩৩০, ৭৬২১০৪, ২৪৬৫৬২৫, ৪২১৯৯৬০, ৯৭৫৩৬০০, ০০০০০০০, সংখ্যক লোমখণ্ড হইবে। ইহাও সংখ্যাত কাল। পূর্বোক্ত এক লোমখণ্ডের অসংখ্যাত খণ্ড মনে মনে কল্পনা করিলে অসংখ্যাত সূক্ষ্ম রোমাণু হইবে। (সমীক্ষক)—এখন ইহাদের গণনাপদ্ধতি দেখুন! এক অঙ্গুলী পরিমিত এক গাছা লোমকে কত খণ্ড করা হইয়াছে। ইহা কি কেহ কখনও গণনার মধ্যে আনিতে পারে? আবার তাহার উপরাস্ত মনে মনে অসংখ্য খণ্ড কল্পনা করা হয়। এতদ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, সংখ্যাত কাল গণনায় ইহারা যেন হস্তদ্বারা পূর্বোক্ত খণ্ডগুলি করিয়াছেন; যখন হস্তদ্বারা করা সম্ভব হয় নাই, তখন মন দ্বারা করিয়াছেন। ভাল, এক অঙ্গুলী পরিমিত লোমের অসংখ্য খণ্ড হওয়া কি সম্ভব?

জম্বুদীপপমাণং গুলজোয়াগলরক বট্টবিরককংভী ।

লবণাসিয়াসেসা । বলয়া ভাছুগুগহুগুণায় ॥

প্রকরণং ভা° ৪ । লঘুক্ষেত্রসমা° সূ° ১২ ॥

প্রথম জম্বুদ্বীপের আয়তন এক লক্ষ যোজন। উহা শৃঙ্গগত। লবণ সমুদ্র প্রভৃতি সাত সমুদ্র এবং সাত দ্বীপের প্রত্যেকটির আয়তন জম্বুদ্বীপের আয়তন হইতে পর পর দ্বিগুণ। যেমন পূর্বে লিখিত হইয়াছে, এই একটি পৃথিবীতে জম্বুদ্বীপ প্রভৃতি সাত দ্বীপ এবং সাত সমুদ্র আছে। (সমীক্ষক)—জম্বুদ্বীপ হইতে দ্বিতীয় দ্বীপ দুই লক্ষ যোজন, তৃতীয় চারি লক্ষ যোজন, চতুর্থ আট লক্ষ যোজন, পঞ্চম ষোল লক্ষ যোজন, ষষ্ঠ ত্রিশ লক্ষ যোজন এবং সপ্তম চৌষট্টি লক্ষ যোজন দূরবর্তী। মহাসমুদ্রের আয়তনও এতটা অথবা তদপেক্ষা অধিক। তাহা হইলে এই ১৫ সহস্র ক্রোশ পরিধিবিশিষ্ট ভূমণ্ডলে এ সকলের লমাবেশ কিরূপে হইতে পারে? অতএব এ সকল কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কুরুনইচুলসী সহসা । ছেচবস্তনরঙ্গ উপই বিজয়ং ।

দোদো মহানঙ্গউ । চনুদস সহসা উপভেয়ং ॥

প্রকরণং রত্নাং ভাং ৪ । লঘুক্ষেত্রসমাং সূং ৬৩ ॥

কুরুক্ষেত্রে ৮৪ সহস্র নদী আছে । (সমীক্ষক)—ভাল, কুরুক্ষেত্র অতি ক্ষুদ্র দেশ । সে দেশ না দেখিয়া এমন মিথ্যা কথা লিখিতে ইহাদের লজ্জাও হইল না ?

যামুত্তরা উতাউ । ইগেগ সিংহাসনাউ অইপুব্বং ।

চউ স্ত বিতাস নিআসণ দিসিভবজ্জিণ মজ্জণং হোঙ্গি ॥

প্রকরণ রত্নাকর ভাং লঘুক্ষেত্র সমাং ৪ । সূং ১১৯ ॥

এই শিলার ঠিক উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে এক একটি সিংহাসন আছে জানিবে । দক্ষিণ দিকে অতিপাণ্ডু কঙ্কলা, উত্তর দিকে অতিরিক্ত কঙ্কলা নামক শিলা অবস্থিত । এসকল সিংহাসনের উপর তীর্থঙ্করগণ উপবেশন করেন । (সমীক্ষক)—জৈন তীর্থঙ্করদিগের জন্মোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত শিলাখণ্ড দেখুন ! জৈন-দিগের মুক্তিধাম সিদ্ধশিলাও এইরূপ । জৈন গ্রন্থসমূহে এমনই অনেক গোলমেলা কথা আছে । কি পর্য্যন্ত ঐ সকল বর্ণনা করা যাইবে ? যাহা হউক, জল ছাঁকিয়া পান করা, ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের প্রতি নাম মাত্র দয়া করা এবং রাত্রিকালে ভোজন না করা, এই তিনটি উত্তম বিষয় ব্যতীত ইহাদের অশিষ্ট কথা সমস্তই অসম্ভব । এখানে যতদূর লিখিত হইল তাহা হইতেই সুধীগণ অধিক জানিয়া লইবেন । এখানে উদাহরণ স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে । ইহাদের সমস্ত অসম্ভব কথাগুলি লিখিতে গেলে এত বড় পুস্তক হইয়া যাইবে যে, সমস্ত জীবনে তাহা পাঠ করিয়া শেষ করা যাইবে না । যেমন হাঁড়ির ফুটন্ত চাউলের মধ্য হইতে একটির পরীক্ষা করিলে সমস্ত চাউল পক্ক কিংবা অপক্ক জানা যায়, সেইরূপই এই সামান্য বিবরণ পাঠ করিয়া সদাশয় পাঠকবর্গ অনেক বিষয় বুঝিতে পারিবেন । সুধীগণের জন্য বিশেষ বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নাই, কারণ তাঁহারা দিগদর্শনের স্থায় অল্প দেখিয়া সম্পূর্ণ অভিপ্রায় অবগত হইয়া থাকেন ।

অতঃপর খ্রীষ্টান মত সম্বন্ধে লিখিত হইবে ॥

ইতি শ্রীমদয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিনির্ম্মিতে সত্যার্থ-প্রকাশে শ্রুতাবাবিভূষিতে

নাস্তিকমতাস্তুরগত চারবাক-বৌদ্ধ-জৈনমত খণ্ডনমণ্ডন বিষয়ে

বাদ্যঃ সমুদ্রাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ১২ ॥

অনুভূমিকা (৩)

বাইবেলের মত কেবল খ্রীষ্টানদিগের মত নহে; ইহুদী প্রভৃতিও ইহার অন্তর্গত। এই ত্রয়োদশ সমুদ্রাসে খ্রীষ্টান মতের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে। ইহার উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে, আজকাল বাইবেল মতাবলম্বী বলিতে মুখ্যতঃ খ্রীষ্টান বুঝায়; ইহুদী প্রভৃতি গৌণ। মুখ্যের উল্লেখ করিলে গৌণেরও উল্লেখ করা হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, এ স্থলে ইহুদী প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এ স্থলে কেবলমাত্র বাইবেল অবলম্বন করিয়াই ইহাদের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে; কারণ, খ্রীষ্টান এবং ইহুদী প্রভৃতি সকলেই বাইবেল বিশ্বাস করেন এবং এই গ্রন্থকে স্বীয় ধর্মের মূল কারণ মনে করেন। কয়েক জন প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান ধর্মযাজক কর্তৃক বহু ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হইয়াছে। তন্মধ্যে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত অনুবাদ পাঠ করিয়া বাইবেল সম্বন্ধে আমার মনে যে সকল সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ সকলের অল্প কয়েকটি সর্বসাধারণের বিচারার্থে এই ত্রয়োদশ সমুদ্রাসে লিখিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সত্যের প্রসার এবং অসত্যের হ্রাস হউক। কাহারও ছুৎ দেওয়া, অনিষ্ট সাধন কিংবা কাহারও প্রতি দোষারোপ করা অভিপ্রেত নহে। বাইবেল এবং খ্রীষ্টানদিগের মত বিরূপ তাহা প্রমোত্তর হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে পড়া, শুনা এবং লেখা সহজ হইবে, এবং বাদী-প্রতিবাদীরূপে খ্রীষ্টানমতের আলোচনারও সুবিধা হইবে। তদ্ব্যতীত আরও একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে যে, এতদ্বারা লোকের ধর্মবিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, এবং সত্যমত কি ও অসত্যমত কি, কর্তব্যকর্ম কি এবং অকর্তব্যকর্ম কি, তাহা জানা যাইবে; ফলে সত্য ও কর্তব্য কর্মের গ্রহণ এবং অসত্য ও অকর্তব্য কর্মের বর্জন সহজসাধ্য হইবে। সকল মত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং বুঝিয়া সম্মতি কিংবা অসম্মতি জ্ঞাপন করা, লেখা অথবা শুনান সকলের কর্তব্য। অধ্যয়ন দ্বারা যেমন পণ্ডিত হওয়া যায়, সেইরূপ শ্রবণ দ্বারাও বহুশ্রুত হওয়া

যায়। জ্ঞোতা অপরকে বুঝাইতে সমর্থ না হইলেও স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারে।
 যাঁহারা পক্ষপাতরূপ যানাকুট হইয়া অবলোকন করেন, তাঁহারা নিজেদের
 কিংবা পরের দোষগুণ দেখিতে পান না। মানবাত্মার সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার
 যথোচিত সামর্থ্য আছে। যিনি যত অধ্যয়ন কিংবা শ্রবণ করেন, তিনি তত
 নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। সকল মতবাদী পরস্পরের মত অবগত থাকিলেই
 যথোচিত বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে; কিন্তু সকল পক্ষ পরস্পরের মত না
 জানিলে, যে পক্ষ অজ্ঞ, সে পক্ষ ভ্রান্তির আবেষ্টিনের মধ্যে পতিত হয়।
 যাহাতে তাহা না হয়, সেই উদ্দেশ্যে প্রচলিত সকল মতসম্বন্ধে কিছু কিছু
 এই গ্রন্থে লেখা হইয়াছে। তদ্বারা অবশিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে কোনটি
 সত্য, কোনটি মিথ্যা, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক,
 সর্বমাত্ম সত্যসমূহ সকলের মধ্যেই একরূপ; কেবল মিথ্যা লইয়াই বিবাদ।
 যে স্থলে একটি বিষয় সত্য, অপরটি মিথ্যা, সে স্থলেও বিবাদের কারণ
 থাকে। কেবলমাত্র সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্ত বাদীপ্রতিবাদীরূপে তর্কবিতর্ক করা
 হইলে নিশ্চয় সত্যনির্ণয় হইতে পারে। এখন, আমি এই ত্রয়োদশ সমুদায়
 খ্রীষ্টানমত বিষয়ক কিঞ্চিৎ লিখিত আলোচনা সর্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত
 করিতেছি। ইহা কিরূপ, তাহা তাঁহারা বিচার করিবেন।

অলমতিলেখন বিচক্ষণবরেষু ॥

অথ ত্রয়োদশ সমুলানারম্ভঃ

অথ ক্রমচীনমত বিশ্বয়ঃ সমীক্ষিত্যামঃ ॥

অতঃপর খ্রীষ্টানমত সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে। এতদ্বারা এই মত ভ্রম প্রমাদশূণ্য বা বাইবেল ঈশ্বরকৃত কি না, তাহা সকলে জানিতে পারিবেন। প্রথমতঃ প্রাচীন বাইবেল সম্বন্ধে আলোচনা করা বাইতেছে :—

১। আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূণ্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর অবস্থিতি করিতেছিলেন। পর্ব ১। আয়ঃ ১। ২ ॥

(সমীক্ষক)—আরম্ভ কাহাকে বলে? (খ্রীষ্টান)—সৃষ্টির প্রথম উৎপত্তিকে। (সমীক্ষক)—সৃষ্টি কি এই প্রথম হইল? পূর্বে কি কখনও হয় নাই? (খ্রীষ্টান)—হইয়াছিল কি না, আমরা জানি না, ঈশ্বর জানেন। (সমীক্ষক)—যদি না জান, তবে এই পুস্তকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে কেন? যাহার সাহায্যে সংশয় দূর হইতে পারে না, তাহারই ভরসায় উপদেশ দিয়া জনসাধারণকে এই সন্দিগ্ধ মতে জড়িত করিতেছ কেন? নিশ্চিতরূপে সর্ব সংশয়নিবারক বেদ-মত গ্রহণ করিতেছ না কেন? তোমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্ব না জানিয়া ঈশ্বরকে জানিবে কিরূপে? আকাশ কাহাকে বলে? (খ্রীষ্টান)—শূণ্য এবং উপরকে। (সমীক্ষক)—শূণ্যের উৎপত্তি কিরূপে হইল? শূণ্য বিড়ু এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ; উহা উপরে ও নিম্নে একরূপ। যখন আকাশ সৃষ্টি হয় নাই, তখন শূণ্য এবং আকাশ ছিল কি না? যদি না থাকিয়া থাকে, তবে জগতের কারণ, ঈশ্বর এবং জীব কোথায় ছিল? আকাশ ব্যতীত কোন পদার্থ থাকিতে পারে না। অতএব, তোমাদের বাইবেলের উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। ঈশ্বর এবং তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম কি সামঞ্জস্যহীন অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ? (খ্রীষ্টান)—সামঞ্জস্যপূর্ণ। (সমীক্ষক)—তবে এ স্থলে ঈশ্বরসৃষ্ট পৃথিবী গঠনহীন ছিল, এইরূপ লিখিত হইয়াছে কেন? (খ্রীষ্টান)—গঠনহীন বলিতে বুঝিতে হইবে যে, উচ্চ নীচ ছিল, সমতল ছিল না। (সমীক্ষক)—

পরে কে সমতল করিল? এখনও কি উহা উচ্চ নীচ নহে? ঈশ্বরের কার্য্য সামঞ্জস্যহীন হইতে পারে না। কারণ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ; তাঁহার কার্য্যে কখনও ভ্রমপ্রমাদ হইতে পারে না। কিন্তু বাইবেলে ঐখিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরের সৃষ্টি গঠনহীন। সুতরাং এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না। প্রথমতঃ বলুন, ঈশ্বরের আত্মা কি পদার্থ? (খ্রীষ্টান)—চেতন। (সমীক্ষক)—তিনি কি সাকার না নিরাকার? তিনি কি ব্যাপক না একদেশী? (খ্রীষ্টান)—তিনি নিরাকার, চেতন এবং ব্যাপক। কিন্তু তিনি “সেনাই” নামক কোন পর্ব্বতে এবং চতুর্থ আকাশ প্রভৃতি স্থানে বিশেষরূপে অবস্থান করেন। (সমীক্ষক)—যদি ঈশ্বর নিরাকার হন, তবে তাঁহাকে দেখিতে পাইল কে? যিনি ব্যাপক, তিনি জলের উপর কখনও দৌল্যমান হইতে পারেন না। ভাল, যখন ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর হুলিতেছিল, তখন ঈশ্বর কোথায় ছিলেন? এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের শরীর অথ কোন স্থানে ছিল, অথবা তিনি তাঁহার আত্মার অংশ বিশেষকে জলের উপর দোলাইতেছিলেন। তাহা হইলে তিনি কখনও বিভূ এবং সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। বিভূ না হইলে তিনি জগতের রচনা, ধারণ, পালন, জীবের কর্ম্মব্যবস্থা এবং প্রলয় কখনও করিতে পারেন না। কারণ, যিনি স্বরূপতঃ একদেশী, তাঁহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবও একদেশী। তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। বেদে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক, অনন্ত গুণকর্ম্মস্বপ্রাবিশিষ্ট, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাব, অনাদি এবং অনন্তাদি লক্ষণযুক্ত। তাঁহাকেই বিশ্বাস কর; তাহাতেই তোমাদের কল্যাণ হইবে, অশুধা নহে ॥ ১ ॥

২। পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন ॥ পর্ব্ব ১। আ° ৩। ৪ ॥

(সমীক্ষক)—আলোক জড় পদার্থ; উহা কি ঈশ্বরের কথা শুনিল? যদি শুনিয়া থাকে, তবে সূর্য্য, প্রদীপ এবং অগ্নির আলোক আমাদের এবং তোমাদের কথা শুনে না কেন? জড় আলোক কখনও কাহারও কথা শুনিতে পায় না। ঈশ্বর কি আলোক দেখিবার পরেই জানিতে পারিলেন যে, উহা উত্তম? পূর্ব্ব কি জানিতেন না? যদি পূর্ব্ব জানিতেন, তাহা হইলে দেখিয়া “উত্তম” বলিলেন কেন? যদি না জানিতেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরই নহেন। সুতরাং বাইবেল ঈশ্বরের বাণী নহে এবং বাইবেল বর্ণিত ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন।

৩। পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক ও জলকে দুই ভাগে পৃথক করুক। ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের উদ্ধৃষ্টিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক করিলেন। তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশ মণ্ডল রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল ॥ পর্ব ১। আ° ৬। ৭। ৮ ॥

(সমীক্ষক)—আকাশ এবং জলও কি ঈশ্বরের বাক্য শুনিল ? জলের মধ্যে আকাশ না থাকিলে জল কোথায় থাকিত ? প্রথম আয়তে আকাশসৃষ্টির উল্লেখ আছে ; সুতরাং পুনরায় আকাশ নির্মাণ বৃথা। আকাশকে স্বর্গ বলা হইল ; আকাশ সর্ববাপক, সুতরাং স্বর্গ সর্বত্র হইল ; তাহা হইলে পুনরায় উপরিভাগকে স্বর্গ বলা বৃথা। সূর্য্য সৃষ্ট হইবার পূর্বে দিবারাত্রি কিরূপে হইল ? পরবর্তী আয়তগুলিও এইরূপ অসম্ভব কথায় পরিপূর্ণ ॥ ৫ ॥

৪। পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমি আদমকে নিজের স্বরূপে নিজের সাদৃশ্যে নির্মাণ করিব ; পরে ঈশ্বর আপনায় স্বরূপে আদমকে সৃষ্টি করিলেন ; ঈশ্বরের প্রতি-মূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পর্ব ১। আ° ২৬। ২৭। ২৮ ॥

(সমীক্ষক)—যদি ঈশ্বর আদমকে তাহার স্বরূপে নির্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যেমন পবিত্র, জ্ঞানধরূপ এবং আনন্দময় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত, আদমও সেইরূপ হইল না কেন ? সেইরূপ না হওয়ায়, জানা যাইতেছে যে আদম ঈশ্বরের স্বরূপে নির্মিত হয় নাই। আবার আদমকে নিজ স্বরূপে নির্মাণ করার অর্থ এই যে, ঈশ্বর নিজ স্বরূপকেই উৎপত্তিবিশিষ্ট করিলেন। তাহা হইলে তাহাকে অনিত্য বলা হইবে না কেন ? তদ্ব্যতীত তিনি আদমকে কোথা হইতে উৎপন্ন করিলেন ? (খ্রীষ্টান)—মৃত্তিকা হইতে। (সমীক্ষক)—মৃত্তিকা কিসের দ্বারা নির্মাণ করিলেন ? (খ্রীষ্টান)—নিজ সামর্থ্যদ্বারা। (সমীক্ষক)—ঈশ্বরের সামর্থ্য কি অনাদি না নবীম ? (খ্রীষ্টান)—অনাদি। (সমীক্ষক)—অনাদি হইলে, জগতের কারণ সনাতন হইল। তবে অভাব হইতে ভাব স্বীকার কর কেন ? (খ্রীষ্টান)—সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর ব্যতীত অপর কিছুই ছিল না। (সমীক্ষক)—তাহা হইলে এই জগৎ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? আর ঈশ্বরের সামর্থ্য কি জ্বা না গুণ ? যদি জ্বা হয়, তবে সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর ব্যতীত অস্ত পদার্থও ছিল।

যদি গুণ হয়, তবে গুণ হইতে জব্য নির্মিত হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, রূপ হইতে অগ্নি এবং রস হইতে জল উৎপন্ন হইতে পারে না। আবার যদি ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে জগৎ ঈশ্বরের সদৃশ গুণ, কৰ্ম ও স্বভাববিশিষ্ট হইত। কিন্তু তদ্রূপ না হওয়ায় নিশ্চিত রূপে জানা যাইতেছে যে, জগৎ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হয় নাই; কিন্তু জগতের কারণ অর্থাৎ পরমাণু ইত্যাদি নামবিশিষ্ট জড়পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বেদাদিশাস্ত্রে জগতের উৎপত্তি যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা স্বীকার কর, এবং যদ্বারা জগৎ নির্মিত হইয়াছে তাহাও অবগত হও। যদি আদমের অভ্যন্তরস্বরূপ জীবাত্তা এবং বহিঃস্বরূপ মনুষ্য একরূপ হয় তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বরূপও তাদৃশ হইবে না কেন? যেহেতু আদম ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্মিত অতএব ঈশ্বরেরও আদমের সদৃশ হওয়া আবশ্যিক ॥ ৪ ॥

৫। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে নির্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে আদম প্রাণী হইল। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্ববদিকে আদমের এক উত্থান প্রস্তুত করিলেন এবং সেই স্থানে আপনার নির্মিত আদমকে রাখিলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি হইতে সেই উত্থানের মধ্যস্থানে জীবনবৃক্ষ ও সদসংজ্ঞানদায়ক বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন। পর্ব ২। আ° ৭। ৮। ৯ ॥

(সমীক্ষক)—যখন ঈশ্বর আদমের উত্থান রচনা করিয়া তন্মধ্যে আদমকে রাখিলেন তখন কি জানিতেন না যে, তাহাকে পুনরায় সেস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিতে হইবে? যেহেতু ঈশ্বর আদমকে ধূলিছারা নির্মাণ করিলেন অতএব ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্মাণ করা হইল না। যদি ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্মাণ করা হইয়া থাকে তবে ঈশ্বরও ধূলি হইতে নির্মিত হইয়া থাকিবে। ঈশ্বর আদমের নাসারন্ধ্রে যে প্রাণবায়ু নিঃশ্বাসিত করিলেন, সে প্রাণবায়ু কি ঈশ্বরের স্বরূপ অথবা অস্ত্র কিছু ছিল? যদি বলা হয় যে, অস্ত্র কিছু ছিল, তাহা হইলে আদমকে ঈশ্বরের স্বরূপে নির্মাণ করা হয় নাই। যদি বলা হয় যে সে প্রাণবায়ু ঈশ্বরের স্বরূপ ছিল, তাহা হইলে ঈশ্বর এবং আদম পরস্পর সদৃশ। তাহা হইলে ঈশ্বরও আদমের স্থায় জন্মমৃত্যু, হ্রাসবৃদ্ধি এবং ক্ষুৎপিপাসাদি দোষ ঈশ্বরে আসিল। এইরূপ হইলে তিনি কিরূপে ঈশ্বর হইতে পারেন? সুতরাং প্রাচীন বাইবেলের এই বিবরণ সত্য বলিয়া বোধ হয় না এবং বাইবেলও ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

৬। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিজ্জায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন; আর তিনি তাহার পার্শ্বদেশ হইতে একখানা হাড় লইলেন এবং মাংস দ্বারা সেই স্থান পূর্ণ করিলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমের সেই পঞ্জরান্বি হইতে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন এবং তাহাকে আদমের নিকটে আনিলেন। পর্ব ২। ২। আ° ২১। ২২।

(সমীক্ষক)—যদি পরমেশ্বর আদমকে ধূলি দিয়া নির্মাণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আদমের স্ত্রীকেও ধূলি দিয়া নির্মাণ করিলেন না কেন? আবার যদি আদমের স্ত্রীকে অস্থিদ্বারা নির্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আদমকেও অস্থিদ্বারা নির্মাণ করিলেন না কেন? যেরূপ নর হইতে নির্গত বলিয়া নারী নাম হইল তদ্রূপ নারী হইতেও নর নাম হওয়া উচিত। পতিপত্নীর মধ্যে প্রেম থাকা বাঞ্ছনীয়। স্ত্রী পতিকে এবং পতি স্ত্রীকে ভালবাসিবে। স্মৃদীগণ দেখুন! ঈশ্বরের কি চমৎকার পদার্থবিজ্ঞা ও “ফিলসফি” দীপ্তি পাইতেছে! ঈশ্বর যদি আদমের একটি অস্থি বাহির করিয়া তদ্বারা নারী নির্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রত্যেক মনুষ্যের এক একটি অস্থি কম থাকে না কেন? অধিকন্তু প্রত্যেক নারীর শরীরে একটিমাত্র অস্থি থাকা উচিত; কারণ তাহার শরীর একটিমাত্র অস্থিদ্বারা নির্মিত হইয়াছে। যে উপাদান দ্বারা জগৎ রচিত হইয়াছে সেই উপাদানদ্বারা কি নারীদেহ নির্মিত হইতে পারিত না? এই নিমিত্ত বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টিক্রম সৃষ্টিবিজ্ঞাবিরুদ্ধ ॥ ৬ ॥

৭। সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্প সর্বাপেক্ষা খল ছিল। সে ঐ নারীকে কহিল ঈশ্বর এক বাস্তবিক বলিয়াছেন, তোমরা এই উদ্ভানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না? নারী সর্পকে কহিলেন, আমরা ত এই উদ্ভারস্থ বৃক্ষসকলের ফল খাইতে পারি; কেবল উদ্ভানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে, তাহার ফলের বিষয়ে ঈশ্বর বলিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না, স্পর্শও করিও না, করিলে মরিবে। তখন সর্প নারীকে কহিল, তুমি কোনক্রমে মরিবে না, কেননা ঈশ্বর জানেন যেদিন তোমরা তাহা খাইবে সেই দিন তোমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ সদসংজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। নারা যখন বুঝিল ঐ বৃক্ষ সুখদায়ক ও চক্ষুর লোভজনক, আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয় তখন সে তাহার ফল পাড়িয়া নিজ স্বামীকেও দিল আর নিজেও ভোজন করিল। তাহাতে তাহাদের উভয়ের চক্ষু খুলিয়া গেল এবং তাহারা বুঝিতে পারিল যে তাহারা উলঙ্গ; আর

ডুমুর বৃক্ষের পত্র সেলাই করিয়া ঘাগ্‌রা নিজেদের জন্ত প্রস্তুত করিয়া লইল। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি এই কর্ম করিয়াছ, এইজন্ত গ্রাম্য ও বন্ত পশুগণের মধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত হইবে, তুমি বৃকে হাঁটিবে, যাবজ্জীবন ধূলি ভোজন করিবে। আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব। সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তুমি তাহার পাদমূলে দংশন করিবে। পরে তিনি নারীকে কহিলেন আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সম্মান প্রসব করিবে, স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে এবং সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করিবে। আর তিনি আদমকে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফলের বিষয়ে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম—তুমি তাহা ভোজন করিও না, তুমি তোমার জীবন কথা শুনিয়া তাহার ফল ভোজন করিয়াছ এইজন্ত তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল। ভূমি যাবজ্জীবন ক্রেশে উহা ভোগ করিবে। আর উহাতে তোমার জন্ত কটক ও শেয়াল কাঁটা জন্মিবে এবং তুমি ক্ষেত্রের শাক পাতা ভোজন করিবে ॥ তৌরেত উৎপত্তি পর্ব ৩। আ० ১—৭, ১৭-১৮ ॥

(সনাক্তক)—খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইলে এই ধূর্ত সর্প অর্থাৎ শয়তানকে সৃষ্টি করিবেন কেন? সৃষ্টি করিবার জন্ত তিনিই অপরাধী। কারণ তিনি শয়তানকে দুষ্টিপ্রকৃতি না করিলে, সে কুকর্ম করিত না। তিনি ত পূর্বজন্ম স্বীকার করেন না; তাহা হইলে তিনি বিনা অপরাধে শয়তানকে দুষ্টিপ্রকৃতি করিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন? প্রকৃতপক্ষে শয়তান সর্প ছিল না, কিন্তু মনুষ্য ছিল। তাহা না হইলে সে মনুষ্যের ভাষা কিরূপে বলিত? যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী এবং অপরকে অসত্য পথে পরিচালিত করে, তাকেই শয়তান বলা উচিত। কিন্তু, এস্থলে শয়তান সত্যবাদী; তাই সে জীলোটিকে বিভ্রান্ত না করিয়া সত্য কথা বলিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ঈশ্বর আদম এবং হাব্বাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, “এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে তোমরা মরিয়া যাইবে”। যে বৃক্ষের ফল জ্ঞান এবং অমরত্ব প্রদানকারী ছিল, ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহা ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিলেন কেন? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, তিনি মিথ্যাবাদী এবং বিভ্রান্তকারী। সেই বৃক্ষের ফল মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান ও সুখদায়ক ছিল, অজ্ঞান এবং মৃত্যুজনক ছিল না। ঈশ্বর যদি সেই ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন, তবে উহা সৃষ্টিই বা করিলেন কেন? তিনি যদি উহা নিজের জন্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি তিনি অজ্ঞান এবং মরণধর্মী ছিলেন? যদি অপরের জন্ত

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ফল ভক্ষণ করায় কোন অপরাধ হয় নাই। আজকাল জ্ঞানপ্রদ এবং মৃত্যুনিবারক কোন বৃক্ষই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কি ঈশ্বর সেই বৃক্ষের বীজ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন? যাহারা এরূপ কার্য্য করে, তাহারা ভণ্ড এবং কপটাচারী। তাহা হইলে ঈশ্বরকেও ভণ্ড ও কপটাচারী বলা হইবে না কেন? পুনশ্চ, ঈশ্বর বিনা অপরাধে তিনজনকে অভিশাপ দিলেন। তাহাতে তিনি অত্যাচারী হইলেন। এই অভিশাপ তাঁহার নিজেই উপরেই পড়া উচিত। কারণ তিনিই মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন। কিরূপ “ফিলসফি” দেখ! বিনা ক্রেশে কি গর্ভধারণ এবং সন্তানপ্রসব সম্ভব? কেহ কি বিনা পরিশ্রমে জীবিকা অর্জন করিতে পারে? পূর্বে কি কটকাদি বৃক্ষ ছিল না? ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে শাক-পত্র ভোজন করাই মনুষ্যের কর্তব্য; তাহা হইলে বাইবেলের উত্তরাংশে যে মাংস ভোজনের কথা লিখিত আছে, তাহা মিথ্যা নহে কেন? পূর্বোক্ত বাক্য সত্য হইলে, শেষোক্ত বাক্য মিথ্যা। আদমের কোন অপরাধই প্রমাণিত হয় নাই; তাহা হইলে খ্রীষ্টানগণ মনুষ্যমাত্রকেই আদমের সন্তান বলিয়া অপরাধী বলেন কেন? আচ্ছা, এমন পুস্তক এবং এমন ঈশ্বর কি কখনও স্তম্ভীকর গ্রহণযোগ্য মনে করিতে পারেন? ৭ ॥

৮। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, দেখ, সদসদজ্ঞান প্রাপ্ত হইবার বিধানে আদম আমাদের স্থায় ছিল, এরূপ না হয় যে সে হস্ত বিস্তার করিয়া জীবনবৃক্ষের ফলও পাড়িয়া ভোজন করে ও অমর হয়। এই নিমিত্ত সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁহাকে আদমের উদ্যান হইতে বাহির করিয়া দিলেন; এইরূপে ঈশ্বর মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন এবং জীবনবৃক্ষের পথ রক্ষা করিবার জন্ত আদমের উদ্যানের পূর্বদিকে করোবীমগণকে ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গ রাখিলেন ॥ পর্ব ৩। আ• ২২। ২৪ ॥

সমীক্ষক—ভাল, ঈশ্বরের এমন হিংসা এবং ভ্রম হইল কেন? তিনি কেন ভাবিলেন যে, আদম জ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষ হইয়া উঠিল? সমকক্ষ হইলেই বা তাহাতে কিছু অশ্রায় ছিল কি? এমন শঙ্কাই বা হইল কেন? কেহ কখনও ঈশ্বরের সমকক্ষ হইতে পারে না। এইরূপ লেখা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, সে ঈশ্বর প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন না, কিন্তু মনুষ্যবিশেষ ছিলেন। বাইবেলে সর্বত্র মনুষ্যের স্থায় ঈশ্বরের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এখন দেখ! আদমের জ্ঞান বৃদ্ধি

হওয়াতে ঈশ্বর কতই না দুঃখিত হইলেন! আবার অমর বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করায় আদমের প্রতি তাঁহার কতই না ঈর্ষ্যা হইল! যখন তিনি পূর্বের আদমকে উদ্ধানে রাখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার এই ভবিষ্যৎ জ্ঞান ছিল না যে, আদমকে পুনরায় বহিষ্কৃত করিতে হইবে। এই নিমিত্ত খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন না। আর দেদীপ্যমান খড়্গ প্রহরীরূপে রাখাও মনুষ্যের কার্য্য, ঈশ্বরের কার্য্য নহে।

৯। পরে কালানুক্রমে কাইন উপহাররূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভূমির ফল উৎসর্গ করিল। আর হাবীলও আপন পানের * কয়েকটি প্রথম প্রস্তুতি ছষ্টপুষ্টি মেষ আনয়ন করিল। তখন সদাপ্রভু হাবীলকে ও তাহার উপহারকে গ্রহণ করিলেন; কিন্তু কাইনকে ও তাহার উপহারকে গ্রহণ করিলেন না; এই নিমিত্ত কাইন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল; তাহার মুখ বিষম হইল। তখন পরমেশ্বর কাইনকে বলিলেন—তুমি কেন ক্রুদ্ধ হইলে, তোমার মুখ কেন বিষম হইল? তৌঃ পর্ব্ব ৪। আ° ৩—৬ ॥

সমীক্ষক—ঈশ্বর হাবীলের সমাদর এবং তাহার মেষ ডালিরূপে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কাইনের সমাদর এবং তাহার ডালি গ্রহণ করিলেন না। তিনি মাংসাহারী না হইলে এইরূপ করিবেন কেন? এইরূপে বিবাদ বাধাইয়া হাবীলের মৃত্যু ঘটাইবার জন্ত তিনিই দায়ী। খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর এতদূরে মনুষ্যের স্থায় কথোপকথন করিতেছেন। উদ্ভান রচনা এবং উদ্ধানে যাতায়াতও মনুষ্যের কার্য্য। অতএব জ্ঞান। বাইতেছে যে, বাইবেল মনুষ্যকৃত, ঈশ্বরকৃত নহে ॥ ৯ ॥

১০। পরে সদাপ্রভু কাইনকে বলিলেন, তোমার ভ্রাতা হাবীল কোথায়? সে উত্তর করিল, আমি জানি না; আমি কি আমার ভ্রাতার রক্ষক? তিনি কহিলেন, তুমি কি করিয়াছ? তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমি হইতে আমাকে ডাকিতেছে। তৌঃ পর্ব্ব ৪। আ° ৯-১১ ॥

(সমীক্ষক)—কাইনকে জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্ব ঈশ্বর কি হাবীলের অবস্থা জানিত না? রক্তের শব্দ কি কাহাকেও কখনও ভূমি হইতে আহ্বান করিতে পারে? এ সকল অজ্ঞানের কথা। অতএব এই পুস্তক ঈশ্বররচিত হওয়া দূরে থাকুক, কোন বিজ্ঞানের রচিতও নহে ॥ ১০ ॥

১১। “মধুশেলহের জন্মের পর হমুক তিন শত বৎসর ঈশ্বরের সঙ্গে চলিতেছিলেন। তৌঃ পর্বঃ ৫। আঃ ২২ ॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর মনুষ্য না হইলে, হমুক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে কেন? অতএব যদি খ্রীষ্টানগণ বেদোক্ত নিরাকার ঈশ্বর বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কল্যাণ হইবে ॥ ১১ ॥

১২। (এইরূপে যখন ভূমণ্ডলে মনুষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল) ও অনেক কষ্টা জন্মিল তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা আদমের কষ্টাগণকে সুন্দরী দেখিয়া বাহার বাহাকে ইচ্ছা সে তাহাকে বিবাহ করিল। তৎকালে পৃথিবীতে দানবগণ ছিল, এবং তৎপরেও ঈশ্বরের পুত্র আদমের কষ্টাদের সহিত মিলিল। তাহাদের গর্ভে সম্মান জন্মিলে তাহারাই সেকালে প্রসিদ্ধ বীর হইলেন। আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে আদমের দুষ্কৃতি বেশী এবং তাহার অশুঃকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দই হইতেছে, তখন সদাপ্রভু পৃথিবীতে আদমের নির্মাণ করিয়া অনুশোচনা করিলেন ও মনঃপীড়া পাইলেন। আর সদাপ্রভু কহিলেন আমি যে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছন্ন করিব, মনুষ্যের সতিত পশু সর্বস্বপ জীব ও আকাশের পক্ষীদিগকেও উচ্ছন্ন করিব, কেননা তাহাদের নির্মাণ করায় আমার অনুশোচনা হইতেছে। তৌঃ পঃ ৬। আঃ ১২। ৮-৭ ॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈশ্বরের পুত্র কে? তাঁহার জ্ঞী, খসুর, খশ্কা, শ্যালক এবং আত্মীয়ই বা কে? মনুষ্যের কষ্টাদিগের সহিত ঈশ্বরের পুত্রদিগের বিবাহ হওয়ায় ঈশ্বর মনুষ্যদিগের আত্মীয় হইলেন। বিবাহজাত সম্মানগণ ঈশ্বরের পুত্র প্রপৌত্র হইল। ঈশ্বরের সম্পর্কে এ সকল কথা বলা যাইতে পারে কি? ঈশ্বরকৃত পুস্তকে এ সকল কথা কি থাকি সম্ভব? এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, বাইবেলচরিতারা বস্তু মনুষ্য ছিলেন। যিনি সর্ববজ্ঞ নহেন এবং ভবিষ্যতের বিষয় জানেন না, তিনি ঈশ্বরই নহেন, কিন্তু জীব। সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর কি জানিতেন না যে, মনুষ্য ভবিষ্যতে দুষ্কৃতপ্রকৃতি হইবে? কার্যাবসানে দুঃখ করা, শোকার্ত হওয়া, ভ্রমবশতঃ কোন কার্য করিয়া পরে অনুতাপ করা ইত্যাদি খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরে প্রয়োজ্য হইতে পারে, কারণ তিনি পূর্ণ বিদ্বান্ এবং যোগী নহেন। অতএব তিনি শাস্তি ও নিজ্ঞান বলে শোকাভিযা প্রভৃতি হইতে দূরে থাকিতে পারিতেন। ভাল, পশুপক্ষীরাও কি দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল? খ্রীষ্টান-

দিগের ঈশ্বর সর্বব্যপ্ত হইলে এমন বিষাদগ্রস্ত হইবেন কেন? অতএব তিনি বস্তুার্থ ঈশ্বর নহেন এবং এই পুস্তকও ঈশ্বরকৃত নহে। বেদোক্ত ঈশ্বর সর্ববিধ পাপ-ক্লেশ-দুঃখ-শোকাদি রহিত এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ। যদি খ্রীষ্টানগণ ঈশ্বরকে সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন, কিংবা এখনও করেন তাহা হইলে তাঁহাদের মানব জন্ম সার্থক হইত ॥ ১২ ॥

১৩। জাহাজ দৈর্ঘ্যে তিন শত হাত, প্রস্থে পঞ্চাশ হাত, উচ্চতায় ত্রিশ হাত হইবে। তুমি আপন পুত্রগণ, স্ত্রী ও পুত্রবধূদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই জাহাজে প্রবেশ করিবে। আর সমস্ত জীবজন্তুর মধ্য হইতে স্ত্রীপুরুষের যোড়া যোড়া লইয়া তাহাদের প্রাণরক্ষার্থে তোমার সহিত সেই জাহাজে প্রবেশ করাইবে, সর্বজাতীয় পক্ষী ও সর্বজাতীয় * পশু ও সর্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপের যোড়া যোড়া প্রাণরক্ষার্থে তোমার নিকট প্রবেশ করিবে। আর তোমার ও তাহাদের আহারার্থে সর্বপ্রকার খাদ্য সামগ্রী আনিয়া নিজের নিকটে সংরক্ষণ করিবে। তাহাতে নোয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারেই সেইরূপ সকল কর্ষ করিলেন। তো० প० আ० ১৫।১৮।১৯।২০।২১।২২ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, যিনি এমন বিজ্ঞানবিরুদ্ধ অসম্ভব কথা বলেন, কোন বিদ্বান কি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিতে পারেন? তাদৃশ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায়ুক্ত নৌকায় কি হস্তী, হস্তিনী, উষ্ট্র, উষ্ট্রী প্রভৃতি কোটি কোটি জন্তু নোয়ার এবং ঐ সকলের ও সমস্ত পরিবারের খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী প্রভৃতির সমাবেশ হইতে পারে? অতএব এই পুস্তক মনুষ্যকৃত এবং ইহার লেখকগণ বিদ্বান ছিলেন না ॥ ১৩ ॥

১৪। পরে নোয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বেদী নির্মাণ করিলেন এবং সর্বপ্রকার পবিত্র পশুর ও সর্বপ্রকার পবিত্র পক্ষীর মধ্যে কতকগুলিকে লইয়া বেদীর উপরে হোম করিলেন। তাহাতে সদাপ্রভু তাহার সৌরভ আশ্রণ করিলেন আর মনে করিলেন, আমি মনুষ্যের জন্ম ভূমিকে আর অভিশাপ দিব না, কারণ বাল্যকাল অবধি মনুষ্যের মনের ভাবনা দুষ্ট। সব জীবকে সংহার করিয়াছি তেমন আর কখনও প্রাণিগণকে সংহার করিব না”। তো० পর্ব० ৮। আ० ২০।২১।

(সমীক্ষক)—বেদীনির্মাণ এবং গোমামুষ্টানের উল্লেখ থাকাতে সিদ্ধ হইতেছে

যে, এ সকল শ্রম হইতে বাইবেলে গৃহীত হইয়াছে। পরমেশ্বরের কি নাসিকাও আছে যে, তিনি সৃগন্ধ আশ্রয় করিলেন? খ্রীষ্টানদিগের এই ঈশ্বর কি মনুষ্যের স্থায় অলঙ্কার নহেন? তিনি কখনও অভিশাপ দেন, কখনও অনুতাপ করেন, কখনও বলেন যে, আর অভিশাপ দিবেন না, তিনি পূর্বের অভিশাপ দিয়াছিলেন, পরে আবার দিবেন, তিনি পূর্বের সকলকে বিনাশ করিয়াছিলেন, এখন বলিতেছেন যে, আর কখনও বিনাশ করিবেন না!! এ সকল বালকের কার্য, ঈশ্বরের কার্য নহে, এমন কি কোন শিক্ষিত লোকেরও কার্য নহে; কারণ যিনি শিক্ষিত, তাঁহার বাক্য এবং প্রতিজ্ঞা অটল ॥ ১৪ ॥

১৫। পরে ঈশ্বর নোয়াকে ও তাঁহার পুত্রগণকে এই আশীর্বাদ করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন—প্রত্যেক গমনশীল জীবিত প্রাণী তোমাদের খাওয়া হইবে; আমি হরিৎ বর্ণ তরকারীর স্থায়, সে সকল তোমাদিগকে দিলাম। কিন্তু কেবল মাংস খাইও, আত্মা অর্থাৎ রক্ত সহিত মাংস ভোজন করিও না ॥ তৌঃ পর্ব ৯। আঃ ১।৩।৪ ॥

(সমীক্ষক)—একের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া অপরকে আনন্দ দান করায় খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর কি নির্দয় নহেন? যে মাতাপিতা এক সন্তানকে নিহত করাইয়া অপর সন্তানকে খাওয়ান, তাঁহারা কি পাপী হন না? ইহাও তদ্রূপ। সকল প্রাণীই ঈশ্বরের নিঃসৃত পুত্রত্ব। কিন্তু খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সেইরূপ নহেন; তাই তিনি কসাইয়ের স্থায় কার্য করিয়া থাকেন। এই ভাবে তিনিই সকল মনুষ্যকে হিংসক করিয়াছেন। সুতরাং নির্দয় হওয়ায় খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর পাপী নহেন কেন? ১৫ ॥

১৬। সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও একরূপ কথা ছিল। আর তাহারা পরস্পর কহিল,—আইস, আমরা আপনাদের নিমিত্ত এক নগর ও গগণস্পর্শী এক উচ্চগৃহ নিৰ্মাণ করিয়া আপনাদের নাম বিখ্যাত করি, সমস্ত ভূমণ্ডলে যেন আমরা ছিন্ন ভিন্ন না হই। পরে আদমের সন্তানেরা যে নগর ও উচ্চগৃহ নিৰ্মাণ করিতেছিল, তাহা দেখিতে সদাপ্রভু নামিয়া আসিলেন। আর সদাপ্রভু কহিলেন, দেখ, ইহারা সকলে একই ও এক ভাষাভাষী। এখন এইরূপ কর্ণে তাহারা প্রবৃত্ত হইল যে ইহার পরে যাহা কিছু করিতে সঙ্কল্প করিবে, তাহা হইতে নিবারণ হইবে না। আইস, আমরা নীচে গিয়া, সেই স্থানে তাহাদের ভাষায় গোলমাল জন্মাই, যেন তাহারা একে অন্নের ভাষা বুঝিতে না পারে।

আর সদাশ্রুত তথা হইতে সমস্ত ভূমণ্ডলে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন, এবং তাহার নগর পত্তন হইতে নিবৃত্ত হইল। তৌঃ পঃ ১১। আঃ ১। ৪-৮ ॥

(সমীক্ষক)—যখন সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা এবং একরূপ কথা প্রচলিত ছিল, তখন বোধ হয় মনুষ্যেরা অত্যন্ত আনন্দে থাকিত। কিন্তু উপায় কি? খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সকলের ভাষায় গোলমাল করিয়া সর্বনাশ করিয়াছেন। তজ্জন্ত তিনি অত্যন্ত অপরাধী। বাস্তবিক ইহা কি শয়তানের কার্য্য অপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণিত নহে? এতদ্বারা ইহাও জানা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সেনাই পর্বত প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন। তিনি কখনও জীবের উন্নতি কামনা করিতেন না। এ সকল অজ্ঞানের কথা, ঈশ্বরের নহে; আর এই পুস্তকও ঈশ্বরকৃত নহে ॥ ১৬ ॥

১৭। তিনি তখন আপন স্ত্রী সারীকে কহিলেন, দেখ, আমি জানি, তুমি দেখিতে সুন্দরী; এই কারণ মিস্ত্রীরা যখন তোমাকে দেখিবে, তখন তুমি আমার স্ত্রী এই বলিয়া আমাকে বধ করিবে, আর তোমাকে জীবিত রাখিবে। বিনয় করি, এই কথা বলিও যে, তুমি আমার ভগিনী; যেম তোমার অনুরোধে আমার মঙ্গল হয় ও তোমার জন্ত আমার প্রাণ বাঁচে ॥ তৌঃ পঃ ১২। আঃ ১১। ১২। ১৩ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদিগের একজন বিখ্যাত পয়গম্বর এব্রাহাম মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি কুশ্ম করিতেন। ভাল, যাহাদের পয়গম্বর এইরূপ, তাহার ক্রুরূপে বিজ্ঞান এবং কল্যাণের পথ প্রাপ্ত হইতে পারেন? ১৭ ॥

১৮। ঈশ্বর এব্রাহামকে আরও কহিলেন, তুমি ও তোমার বংশধরেরা আমার নিয়ম পালন করিবে; তুমি ও তোমার ভাবীবংশ পুরুষানুক্রমে তাহা পালন করিবে। তোমাদের সহিত ও তোমার ভাবী বংশের সহিত কৃত আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করিবে, তাহা এই, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের খতনা হইবে। তোমরা আপন আপন লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন করিবে, তাহাই তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুরুষ সন্তানের আট দিন বয়সে স্বচ্ছন্দ এবং যাহারা তোমার বংশীয় নয়, এমন পরজাতীয়দের মধ্যে যাহারা তোমাদের গৃহে জাত কিংবা সুল্যদ্বারা ক্রীত তাহাদেরও স্বচ্ছন্দ অবশ্য কর্তব্য। আর তোমাদের মাংসে আমার নিয়ম চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু যাহার লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন হইবে না এমন

অচ্ছিন্নবক্ষ আপন লোকদের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, কারণ সে আমার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। তৌঃ পর্ব ১৭। আঃ ৯-১৪ ॥

সমীক্ষক—এখন দেখুন। ঈশ্বরের একটি বিরুদ্ধ আজ্ঞা। বক্ষহেদন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, সৃষ্টির প্রাবল্যে তিনি উহা নির্মাণই করিতেন না। চক্ষুর উপরিস্থিত চর্মের স্থায় কোমল স্থানের রক্ষণই সেই চর্ম-নির্মাণের উদ্দেশ্য। সেই গুপ্ত স্থান অত্যন্ত কোমল; তদুপরি চর্ম না থাকিলে, কোন কীটের দংশনে, কিংবা সামান্য কোনরূপ আঘাতে বিশেষ কষ্ট হইতে পারে এবং মৃত্যুভাগ্যান্তে বস্ত্রে কিঞ্চিৎ মৃত না লাগিতে পারে; এই নিমিত্ত উক্ত চর্ম কঠন করা উচিত নহে। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ আজকাল এই আদেশ পালন করেন না কেন? এই আদেশ ত সর্বকালের জন্য। ইহা পালন না করিলে, ঈশ্বার সাক্ষ্য, “ব্যবস্থা পুস্তকের একবিন্দুও মিথ্যা নহে” মিথ্যা হইল। খ্রীষ্টানগণ এ বিষয়ে কিছুই চিন্তা করেন না ॥ ১৮ ॥

১৯। পরে কথোপকথন শেষ করিয়া ঈশ্বর এব্রাহামের নিকট হইতে উদ্ধে গমন করিলেন। তৌঃ পর্ব ১৭ আঃ ২২ ॥

সমীক্ষক—এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর মনুষ্য কিংবা পক্ষীসদৃশ ছিলেন। জিনি উপর হইতে নিম্নে এবং নিম্ন হইতে উপরে যাতায়াত করিতেন। তিনি একজন যাদুকরের স্থায় প্রতীয়মান হইতেছেন ॥ ১৯ ॥

২০। পরে সদাপ্রভু মমরের বনের নিকটে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তিনি দিনের উত্তাপ সময়ে তাম্বুধারে বসিয়াছিলেন, চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টি করিলেন আর দেখিলেন তিনটি পুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান। দেখিলামাত্র তিনি তাম্বুধার হইতে তাঁহাদের নিকট দৌড়িয়া গিয়াও ভূমিতে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন—হে প্রভো! বিনয় করি, যদি আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকি, তবে আপনার এই দাসের নিকট হইতে চলিয়া যাইবেন না। বিনয় করি কিঞ্চিৎ জল আনাইয়া দেই, আপনারা পা ধুইয়া এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করুন। কিছু খাও আনিয়া দেই তাহা দ্বারা আপ্যায়িত হউন। পঙ্কজ পথে অগ্রসর হইবেন, কেননা ইহারই নিমিত্ত আপন দাসের নিকট আসিয়াছেন। তখন তাঁহারা কহিলেন, যাহা বলিলে, তাহাই কর। তাহাতে এব্রাহাম সহর তাম্বুতে সারের নিকট গিয়া কহিলেন, শীঘ্র তিন মণ উত্তম ময়দা লইয়া ছানিয়া ফুলকা প্রস্তুত কর। পরে এব্রাহাম সহর বাধানে গিয়া উৎকৃষ্ট কোমল এক গোবৎস লইয়া ভৃত্যকে দিল। সে তাহা শীঘ্র পাক

করিল। তখন তিনি মাখন, ছুখ ও গোবৎসের পক্ষ মাংস লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দিলেন, তাঁহাদের নিকটে বৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন ও তাঁহারা ভোজন করিলেন।
তো০ পর্ব ১৮। আ০ ১—৮ ॥

(সমীক্ষক)—তজ্জ মহোদয়গণ দেখুন। যাঁহাদের ঈশ্বর গোবৎস ভক্ষণ করেন, তাঁহার উপাসকগণ গো, গোবৎস এবং অশ্বাশ্ব পশু ছাড়াইবে কেন? যাহার কিঞ্চিন্মাত্র দয়া নাই এবং যিনি মাংসের জন্ত লালারিত, সে কি কখনও হিংসক মনুষ্য ব্যতীত ঈশ্বর হইতে পারে? ঈশ্বরের সহিত দুই জন কে কে ছিল জানা যায় না। সম্ভবতঃ বহু মনুষ্যদিগের একটি মণ্ডলী ছিল, তন্মধ্যে প্রধান ব্যক্তির নাম বাইবেলে “ঈশ্বর” রাখা হইয়াছে। এই সকল কারণে জ্ঞানিগণ খ্রীষ্টানদিগের এই পুস্তককে ঈশ্বরকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং ঈদৃশ ব্যক্তিকেও ঈশ্বর মনে করিতে পারেন না ॥ ২০ ॥

২১। তখন সদাপ্রভু এব্রাহামকে কহিলেন, সারা কেন এই বলিয়া হাসিল যে, আমি কি সত্যই প্রসব করিব, আমি যে বুড়ী! শেষ কথা কি সদা প্রভুর অসাধ্য? তো০ প০ ১৮। আ০ ১৩। ১৪ ॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের লীলা দেখুন! তিনি বালক বা স্ত্রীলোকের আয় উচ্চাঙ্ক হন এবং টিটকারী দেন!!

২২। এমন সময়ে সদাপ্রভু আপনার নিকট হইতে সদূমমুরার উপরে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষণ করিয়া সেই সমুদয় নগর, সমস্ত অঞ্চল, নগরবাসী সকল লোক ও সেই ভূমিতে জাত সমস্ত বস্তু উচ্ছন্ন করিলেন ॥
তো০ উৎপ০ প০ ১৯। আ০ ২৪। ২৫ ॥

(সমীক্ষক)—বাইবেলের ঈশ্বরের এ লীলাও দেখুন! শিশুদের প্রতিও অণুমাত্র দয়া হইল না। তাহারা সকলেই কি অপরাধী ছিল যে, তিনি ভূমি বিপর্যাস্ত করিয়া সকলকে একসঙ্গে চাপিয়া মারিলেন? যে ঈশ্বর এইরূপ আয়, দয়া এবং নিবেদনিকর কার্য করেন, তাঁহার উপাসকগণও সেরূপ করিবেন না কেন? ২২ ॥

২৩। আইস, আমরা পিতাকে জ্বাকারস পান করাইয়া তাঁহার সহিত শয়ন করি, এইরূপে পিতার বংশ রক্ষা করিব। তাহাতে তাহারা সেই রাত্রিতে নিজেদের পিতাকে জ্বাকারস পান করাইল। পরে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সহিত শয়ন করিতে গেল। আর পরদিন জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমরা অশ্ব রাত্রিতেও জ্বাকারস পান করাই; পরে ভূমি যাইয়া তাহার

সহিত শয়ন কর। এইরূপে লোটের দুই কণ্ঠাই নিজেনের পিতা হইতে গর্ভবতী হইল ॥ তৌঃ উৎপঃ পর্ব ১৯ আঃ ৩২-৩৬।

(সমীক্ষক)—দেখুন! মত্তপানজনিত মত্ততা দশতঃ কণ্ঠা ও পিতাও কুকর্ষ হইতে বিরত হয় না, খ্রীষ্টান প্রভৃতি যে সকল লোক সেই জঘন্য মত্তপান করে, তাহাদের কুকর্ষের কি পারাপার আছে? অতএব মত্তপানের নাম করা সৎপুরুষদিগের উচিত নহে ॥ ২৩ ॥

২৪। পরে সদাপ্রভু আপন বাক্যানুসারে সারার সহিত দেখা করিলেন; সদাপ্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, সারার প্রতি তাগাই করিলেন। আর সারা গর্ভবতী হইলেন ॥ তৌঃ উৎপঃ পর্ব ২১। আঃ ১১২ ॥

(সমীক্ষক)—এখন চিন্তা করিয়া দেখুন! দর্শন দান করিয়া গর্ভবতী করা কিরূপ কার্গা হইল! পরমেশ্বর ও সারা বাতীত গর্ভস্থাপনের কোন তৃতীয় কারণ দৃষ্ট হয় কি? সুতরাং জানা গেল যে, সারা পরমেশ্বর কর্তৃক গর্ভবতী হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

২৫। পরে এভ্রাহাম প্রত্নাষে উঠিয়া রুটা ও জলপূর্ণকুড়া লইয়া হাজিরার ক্ষক্ষে দিয়া ছেলেকেও সমর্পণ করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। সে এক ঝোপের নীচে বালকটিকে ফেলিয়া রাখিল, আর তাহার সম্মুখ বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন ঈশ্বর বালকটির রব শুনিলেন ॥ তৌঃ উৎপঃ পর্ব ২১। আঃ ১৪-১৭ ॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের লীলা দেখুন! তিনি প্রথমে সারার প্রতি পক্ষপাত করিয়া হাজিরাকে সে স্থান হইতে বহিস্কৃত করিলেন। পরে হাজিরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিলে ঈশ্বর বালকের রোদন শুনিতে পাইলেন! কি আশ্চর্য্য! ঈশ্বরের হয়ত ভুল হইয়া থাকিবে যে, বালকই রোদন করিতেছে! ভাল, এসকল কি ঈশ্বর এবং ঈশ্বরকৃত পুস্তকের কথা হইতে পারে? সাধারণ ব্যক্তির কথার উপযোগী কয়েকটি সত্য বাতীত এই পুস্তকের অঙ্গবিশিষ্ট সমস্ত কথাই অসার ॥ ২৫ ॥

২৬। এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর এভ্রাহামের পরীক্ষা করিলেন। তিনি তাহাকে কহিলেন, হে এভ্রাহাম! তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অধিনায় পুত্রকে, যাহাকে তুমি ভালবাস, সেই ইস্হাককে আন। যজ্ঞ আহুতির জন্ত প্রদান কর। সে স্বীয় পুত্র ইস্হাককে বাঁধিয়া বেদীতে কাষ্ঠের উপরে রাখিলেন। পরে এভ্রাহাম হাত বাড়াইয়া আপন পুত্রকে বধ করণার্থে

ছুরী গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে আকাশ হইতে সদাশ্রমের দূত তাঁহাকে ডাকিয়া, কহিলেন, “এব্রাহাম! এব্রাহাম! পুত্রের প্রতি হাত বাড়াইও না, উহার প্রতি কিছুই করিও না, কেননা এখন আমি বুঝিলাম তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর ॥ তৌ• উৎপ• পর্ব ২২। আ• ১।২।৯-১২ ॥

(সমীক্ষক)—এখন স্পষ্টরূপে জানা গেল যে, বাইবেলের ঈশ্বর অল্পজ্ঞ, সর্বজ্ঞ নহেন। এব্রাহাম নির্বোধ না হইলে এমন কার্যই বা করিবেন কেন? বাইবেলের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইলে সর্বজ্ঞতা দ্বারা এব্রাহামের ভাবী অন্ধাকেও জানিতে পারিতেন। সূত্রাং খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর যে সর্বজ্ঞ নহেন, তাহা সুনিশ্চিত। ২৬ ॥

২৭। আপনি আপনার শবকে আমাদের কবর স্থানের মধ্যে আপনার অভ্যষ্ট কবরে রাখুন। তৌ• উৎপ• প• ২৩। আ• ৬॥

(সমীক্ষক)—শব সমাহিত করিলে সংসারের বিশেষ অপকার হয়; কারণ, শব পচিলে বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় রোগ ছড়াইয়া পড়ে। (প্রশ্ন)—দেখ আমরা যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদিগকে দাহ করা বাঞ্ছনীয় নহে। সমাহিত করা যেন শোয়াইয়া রাখা, সূত্রাং সমাহিত করাই শ্রেয়। (উত্তর)—যদি মৃত প্রিয়জনকে ভালবাস, তাহা হইলে তাহাকে গৃহে রাখ না কেন? সমাহিত করিবার প্রয়োজন কি? যে জীবাত্মাকে ভালবাসিতে, সে ত চলিয়া গিয়াছে। এখন পচা দুর্গন্ধময় মৃত্তিকার প্রতি কিসের ভালবাসা? যদি ভালই বাস, তবে মৃত্তিকার মধ্যে পুতিয়া রাখ কেন? কেহ যদি কাহাকেও বলে, “তোমাকে মাটিতে পুতিয়া রাখিব,” তাহা শুনিয়া সে প্রীত হয় না। তাহার শরীর, মুখ এবং চক্ষুর উপর বালি, প্রস্তর, ইষ্টক এবং চূণ নিক্ষেপ করা এবং বক্ষের উপর প্রস্তর রাখা কিরূপ প্রীতির কার্য? শবকে বাস্তবের মধ্যে রাখিয়া পুতিয়া রাখিলে অধিক দুর্গন্ধ নির্গত হওয়ায় বায়ু দূষিত এবং তৎকৃত দারুণ রোগোৎপত্তি হয়। উদ্যতীত এক একটি শবের জন্য ন্যূনকল্পে হয় হাত দীর্ঘ এবং চারি হাত বিস্তৃত ভূমি আবশ্যক। ঐ হিসাবে শত সহস্র লক্ষ অথবা কোটি মনুষ্যের জন্য বহু পরিমাণ ভূমি ব্যথা অবরুদ্ধ থাকে! সেই ভূমি কৃষিক্ষেত্র উত্তান অথবা বাসস্থানের উপযুক্ত থাকে না। এই নিমিত্ত পুতিয়া রাখা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যবস্থা। জলে নিক্ষেপ করা তদপেক্ষা কম দূষণীয়; কারণ জনজন্তুগণ শবকে তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু জলের ভিতরে যে অস্থি ও মল পড়িয়া

থাকে, ঐ সকল পচিয়া জগতের দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। শবকে অরণ্যে নিক্ষেপ করা অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্টজনক। কারণ মাংসভক্ষক পশুপক্ষিগণ উহাকে তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে। তথাপি শবের অস্থি, মজ্জা এবং মল পচিয়া যতই দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়, ততই ইহা জগতের অনিষ্ট কারক হয়। সুতরাং দাহ করাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। তদ্বারা সমস্ত পদার্থ অণু হইয়া উড়িয়া গিয়া বায়ুর সহিত মিলিত হয়। (প্রশ্ন)—দাহ করিলেও দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়। (উত্তর)—বিধিবিরুদ্ধ প্রণালীতে দাহ করিলে কিঞ্চিৎ দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু সমাহিত করিলে অধিক দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়। বিধিপূর্বক দাহব্যবস্থার কথা বেদে এইরূপ লিখিত আছে :—শবের হাতের তিন হাত গভীর, সাড়ে তিন হাত প্রশস্ত এবং পাঁচ হাত দীর্ঘ গর্ত খনন করিয়া উহার মধ্যে অবতরণ করতঃ অষ্টাদশ অঙ্গুলী উচ্চ একটি বেদী খনন করিবে। নূনকল্পে আধ মণ, ইচ্ছা হইলে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ চন্দন কাষ্ঠ, এবং অশ্রু, তগর কর্পূর এবং পলাশ প্রভৃতি কাষ্ঠের সহিত বেদীর উপর একত্র করিয়া তদুপরি শব স্থাপন করিবে। পুনরায় শবের উপর উচিত পরিমাণ কাষ্ঠ রাখিবে, যেন বেদির মুখ হইতে এক বিঘত খালি থাকে। পরে বেদীতে অগ্নি সংযোগ করিয়া শবের ওজনের সমপরিমাণ ঘৃত, প্রতি সের ঘৃতে এক রতি কস্তুরী এবং এক মাংস কেশর নিক্ষেপ করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। এইরূপে দাহ করিলে কিঞ্চিদ্দাত্ত দুর্গন্ধ হয় না। ইহাকেই অশ্রোষ্টি, নরমেধ অথবা পুরুষমেধ যজ্ঞ বলে। দরিদ্র পক্ষেও চিতায় অর্দ্ধ মণের কম ঘৃত নিক্ষেপ করা উচিত নহে। ভিক্ষা করিয়াই হউক, জ্ঞাতি বন্ধুরাই দিক, কিংবা রাজার সাহায্যে হউক এই পরিমাণ ঘৃত সংগ্রহ করিতেই হইবে। এই প্রাণলীতে দাহ করিবে। ঘৃতাদি কোনরূপে সংগৃহীত না হইলেও সমাহিত করা অপেক্ষা কেবল মাত্র কাষ্ঠদ্বারা শবদাহ করাও শ্রেয়ঃ। কারণ এক বিঘা (২০ বিঘত) স্থানে কিংবা একটি মাত্র বেদীতে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শব দাহ করা যাইতে পারে। শব সমাহিত করিলে ভূমি যেমন বিকৃত হয়, দাহ করিলে সেরূপ হয় না। তদ্ব্যতীত কবর দেখিলে ভয়েরও সঞ্চায় হইয়া থাকে। অতএব সমাহিত ইত্যাদি করা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ॥ ২৭ ॥

২৮। আমার কর্তা এতাহামের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য। তিনি আমার কণ্ঠকে দয়া ও সত্য ব্যবহার রহিত করেন নাই; সদাপ্রভু আমাকে ও আমার

কর্তার জ্ঞাতীদের বাটীতে পথ প্রদর্শন করিয়া আগে আগে আসিলেন ॥
তৌঃ উৎপঃ পর্ব ২৪। আঃ ২৭।

সমীক্ষক—তিনি কি কেবল এত্রাহামের ঈশ্বর ছিলেন? ঈশ্বরও কি আজকালকার ভৃত্য এবং পথপ্রদর্শকদিগের স্থায় অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন? তাহা হইলে আজকাল তিনি পথ প্রদর্শন এবং মনুষ্যের সহিত কথোপকথন করেন না কেন? অতএব এসকল কখনও ঈশ্বরের কিংবা ঈশ্বরকৃত পুস্তকের বিষয় হইতে পারে না; কিন্তু এসকল বস্তু মনুষ্যের কথা ॥ ২৮ ॥

২৯। ইস্রায়েলের সম্ভানদের নাম এই—ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীত ও কীদার, অদবিএল ভিবসন, মিশমা, দুমা, মসসা, হদর, তৈমা, ইটুর, নাকীশ ও কিদমা”। তৌঃ উৎপঃ পর্ব ২৫ আঃ ১৩-১৫ ॥

সমীক্ষক—এই ইসমাইল এত্রাহামের ঔরসে তাঁহার দাসী হাজিরার গর্ভজাত। ২৯॥

৩০। তোমার পিতা যেরূপ ভালবাসেন, তদ্রূপ সুস্থান্ধ খাচ্ছ আমি প্রস্তুত করিয়া দিই; পরে তুমি আপন পিতার নিকটে তাহা লইয়া যাও, তিনি তাহা ভোজন করুন; যেন তিনি মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে আশীর্বাদ করেন। আর রিবিকা ঘরে আপনার কাছে জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর যে যে মনোহর বস্ত্র ছিল তাহা লইল আর ঐ দুই ছাগবৎসের চৰ্ম্ম লইয়া তাহার হস্তে ও গলদেশের নিলোঁম স্থানে জড়াইয়া দিল। যাকোব আপন পিতাকে কহিলেন, আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ; আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা করিয়াছি। বিনয় করি আপনি উঠিয়া বসিয়া আমার আনীত মৃগমাংস হইতে ভোজন করুন যেন আপনার প্রাণ আমাকে আশীর্বাদ করে ॥ তৌঃ উৎপঃ পর্ব ২৭। আঃ ৯। ১০। ১৫। ১৬। ২৯॥

সমীক্ষক—দেখুন। ইনি ছিল কণ্টকতার সাগায়ে পিতার আশীর্বাদ লইয়া সিদ্ধপুরুষ এবং পরে পয়গম্বর সাজিতেছেন! ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? যখন এতাদৃশ লোক খ্রীষ্টানদিগের অগ্রণী, তখন তাঁহাদের ধর্ম্মে কি কম গোলমাল থাকিবে? ৩০ ॥

৩১। পরে যাকোব প্রত্যুষে বালিশের নিমিত্ত যে প্রস্তর রাখিয়াছিলেন তাহা লইয়া স্তম্ভরূপে স্থাপন করিলেন, তাহার উপর তৈল ঢালিয়া সেই স্থানের নাম বৈতয়েল (ঈশ্বরের গৃহ) রাখিলেন। যাকোব

মানত করিলেন এই যে প্রস্তর আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছি, ইহা ঈশ্বরের গৃহ হইবে ॥ তৌঃ উৎপঃ পর্ব ১৮। আঃ ১৮।১৯।২২ ॥

সমীক্ষক—বশু মনুষ্যদিগের কার্য দেখুন! ইহারা প্রস্তর পূজা করে এবং অপরকেও তাহাতে প্রবর্তিত করে। মুসলমানগণ ইহাকে “বয়তলমুকদ্দস” বলে। এই প্রস্তরখণ্ডই কি ঈশ্বরের গৃহ? তিনি কি ইহার মধ্যেই বাস করিতেন? বাহবা! খ্রীষ্টানগণ! কি বলিব তোমরাই ত যোর্তর পৌত্তলিক ॥ ৩১ ॥

৩২। আর ঈশ্বর রাখিলকে স্মরণ করিলেন, ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন ও তাঁহাকে গর্ভমুক্ত করিলেন। তখন তাঁহার গর্ভ হইতে তিনি পুত্র প্রসব করিয়া কহিলেন, ঈশ্বর আমার অপক্ষ হরণ করিয়াছেন ॥ তৌঃ উৎপঃ পর্ব ৩০। আঃ ২২।২৩ ॥

সমীক্ষক—বাহবা! খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর কত বড় ডাক্তার! তিনি কোন অল্পপাতি ও ঔষধের সাহায্যে নারীর গর্ভাশয় উন্মোচন করিলেন? এসকল অজ্ঞানান্ধকার ব্যতীত আর কিছুই নহে ॥ ৩২ ॥

৩৩। কিন্তু ঈশ্বর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে আরামী লাবনকের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—সাবধান! যাকোবকে ভাল মন্দ কিছুই বলিও না। এখন পিত্রালায়ে যাইবার আকাঙ্ক্ষায় স্নানবদন হওয়াতে তুমি যাত্রা করিলে বটে কিন্তু আমার দেবতাদিগকে কেন চুরি করিলে? তৌঃ উৎপঃ পর্ব ৩১। আঃ ২৪।৩০ ॥

সমীক্ষক—ইহা একটি উদাহরণ মাত্র নিগিলাম। বাইবেলে লিখিত আছে যে ঈশ্বর সহস্র ব্যক্তিকে স্বপ্নে স্বয়ং দর্শন দিয়াছেন এবং পানতোজন বার্তালাপ ও গমনাগমন ইত্যাদি করিয়াছেন। কিন্তু এখন তিনি আছেন কি না কে জানে? এখন ত স্বপ্নে কিংবা জাগরণে কাহারও ঈশ্বর দর্শন ঘটে না। যাহা ইউক জানা গেল যে বশু মনুষ্যেরা প্রস্তরাদি নির্মিত মূর্ত্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত। খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরও প্রস্তরকে দেবতা মনে করিতেন; নতুবা দেবতাদিগের অপহরণ কিরূপে সম্ভাব্য হইতে পারে? ৩৩ ॥

৩৪। আর যাকোব আপন পথে অগ্রসর হইলে ঈশ্বরের দূতগণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন যাকোব তাঁহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন, ইহারা ঈশ্বরের সেনাদল। তৌঃ উৎপঃ পর্ব ৩২। আঃ ১২ ॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর যে মনুষ্য, এখন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। কারণ, তাঁহার সেনাও আছে। তাহা হইলে তাঁহার নিকট

অস্ত্রশস্ত্রও আছে এবং তিনি যে কোন স্থানের উপর আক্রমণ করিয়া যুদ্ধও করিয়া থাকেন নতুবা সেনা রাখিবার প্রয়োজন কি ? ৩৪ ॥

৩৫। আর যাকোব তথায় একাকী রহিলেন এবং এক পুরুষ প্রভাত পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে জয় করিতে পারিলেন না দেখিয়া, তিনি যাকোবের জজ্বার মধ্যে আঘাত করিলেন। তাঁহার সহিত এইরূপ মল্লযুদ্ধ বরাতে যাকোবের উরুফলক স্থানচ্যুত হইল। পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হইল। যাকোব কহিলেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না। পুনশ্চ তিনি কহিলেন, তোমার নাম কি ? তিনি উত্তর করিলেন, যাকোব। তিনি কহিলেন, তুমি যাকোব নামে আর আখ্যাত হইবে না, কিন্তু ইস্রায়েল নামে আখ্যাত হইবে; কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ। তখন যাকুব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বিনয় করি, আপনার নাম কি বলুন। তিনি বলিলেন, কি জন্ত আমার নাম জিজ্ঞাসা কর ? পরে তথায় যাকোবকে আশীর্বাদ করিলেন। তখন যাকোব সেই স্থানের নাম ফনুয়েল রাখিলেন; কেননা তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম এবং আমার প্রাণ বাঁচিল। পরে তিনি ফনুয়েল পার হইলে সূর্য্যের জ্যোতি তাঁহার উপরে পতিত হইল। আর তিনি উরু লইয়া খোঁড়াইতে লাগিলেন। এই কারণ ইস্রায়েলের সম্বন্ধেও যেখানে ফলকের উপরিস্থ উরু-সন্ধির শিরা ভোজন করে না, কারণ তিনি যাকোবের উরুসন্ধির শিরা স্পর্শ করিয়াছিলেন ॥ তোঁ উৎপৎ পর্ব্ব। আঁ ২৪.২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২ ॥

(সমীক্ষক) — খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর যোদ্ধা বলিয়াই কুপা করিয়া সারা এবং রাখেল কে পুত্রদানের কুপা করিয়াছিলেন। ভাল, এমন ঈশ্বর কি প্রকৃত ঈশ্বর হইতে পারেন ? সেই ঈশ্বরের আরও লীলা খেলা দেখুন ! কেহ নাম জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকে কি নাম বলা উচিত নহে ? ঈশ্বর যাকোবের নাড়ী অপসৃত করায় সে পরাজিত হইল। কিন্তু ঈশ্বর যদি ডাক্তার হইতেন, তাহা হইলে তাহার উরুস্থলের নাড়ীকে আরোগ্যও করিয়া দিতেন। এইরূপে ঈশ্বর-ভক্তির জন্ত যাকোবের স্থায় অস্থায় ভক্তদিগকেও খঞ্জ হইতে হইবে। ঈশ্বর শরীরধারী না হইলে তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন এবং তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? সুতরাং এ সকল কেবল বালকোচিত ব্যাপার ॥ ৩৫ ॥

৩৬। কিন্তু যিহূদাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে দৃষ্ট হওয়াতে সদাপ্রভু তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। তাহাতে যিহূদা ওনানকে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতার স্ত্রীর কাছে গমন কর ও তাহাকে বিবাহ করিয়া নিজ ভ্রাতার জন্ত বংশ উৎপন্ন কর। কিন্তু ঐ বংশ নিজের হইবে না ইহা বুঝিয়া ওনন ভ্রাতৃজ্ঞার কাছে কাছে গমন করিলেও ভ্রাতৃবংশ উৎপন্ন করিবার অনিচ্ছাতে ভূমিতে রেতঃপাত করিল। তাহার সেই কার্য সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ হওয়াতে তিনি তাহাকেও বধ করিলেন ॥ তৌ. উৎপ. পর্ব ৩৮। আ. ৭-১০ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! ইহা কি মনুষ্যের না ঈশ্বরের কার্য? তাহার সহিত ত নীযোগ হইল, তবে ঈশ্বর তাহাকে বধ করিলেন কেন? তাহার বুদ্ধি নির্মল করিয়া দিলেন মা কেন? এতদ্বারা নিশ্চিতরূপে ইহাও জানা গেল যে, পূর্বকালে নিয়োগ প্রথা সর্বত্র প্রচলিত ছিল ॥ ৩৬ ॥

প্রাচীন বাইবেলের অন্তর্গত যাত্রা পুস্তক।

৩৭। মুসা বড় হইলে একদিন দেখিলেন, মিশ্রী তাহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে ইজ্রীয়কে মারিতেছে। তখন তিনি এদিক ওদিক চাফিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ঐ মিশ্রীরকে বধ করিয়া বালির মধ্যে পুত্ৰিয়া রাখিলেন। পরে দ্বিতীয় দিন তিনি বাহিরে গেলেন, দেখিলেন দুইজন ইজ্রাণী পরস্পর বিবাদ করিতেছে; তিনি দোষী ব্যক্তিকে কহিলেন, তোমার প্রতিবেশীকে কেন মারিতেছে? সে কহিল, তোমাকে অধ্যক্ষ ও বিচারকর্তা করিয়া আমাদের উপরে কে নিযুক্ত করিয়াছে? তুমি যেমন সেই মিশ্রীকে বধ করিয়াছ, তদ্রূপ কি অ্যামাকেও বধ করিতে চাহ? তখন মুসা ভীত হইয়া পলাইয়া গেলেন। তৌ. যা. প. ২। আ. ১১-১৫ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন। যে মুসা বাইবেলের ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা এবং আচার্য্য, তাহার চরিত্রে ক্রোধাদি দুগুণ বর্তমান। তিনি ভৃঙ্কর এবং নর-হস্তার শ্রায় রাজদণ্ড এড়াইতে চাহিতেছেন। যেহেতু তিনি সত্যগোপন করিতেছেন, অতএব তিনি মিথ্যা বলিতেও অভ্যস্ত। মুসার শ্রায় একজন লোক ঈশ্বর দর্শন করিয়া পয়গম্বর এবং ইহুদী প্রভৃতি মতের প্রবর্তক হইলেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, মুসা হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টানদিগের যাবতীয় পূর্বপুরুষ সকলেই বশ্য অবস্থায় ছিলেন; কেহই বিদ্বান ছিলেন না ॥ ৩৭ ॥

৩৮। *** তোমরা এক একটি মেঘশ্রাবক বাহির করিয়া লও, নিস্তার পর্ব্বায় বলি হনন কর। আর এক এসোব লইয়া ডাবরস্থিত রক্তে ডুবাইয়া ঘারের কপালীতে দুই দিকে ডাবরস্থিত রক্তের কিঞ্চিৎ ছাপ লাগাইয়া দিবে, এবং প্রভাত পর্য্যন্ত তোমরা কেহই গৃহঘারের বাহিরে যাইবে না। কেননা সদাপ্রভু মিশ্রীয়দিগকে আঘাত করিবার জন্য তোমাদের নিকট দিয়া গচ্ছ করিবেন, তাহাতে ঘারের উপরের দিকে কপালীতে ও ঘারের দুই দিকে সেই রক্ত দেখিলে সদাপ্রভু সেই দ্বার ছাড়িয়া অগ্রে যাইবেন, তোমাদের গৃহে সংহারকর্ত্তাকে প্রবেশ করিয়া আঘাত করিতে দিবেন না ॥ তৌঃ য়াঃ পর্ব্বঃ ২। আঃ ২১। ২২। ২৩ ॥

(সমীক্ষক) — ভাল, ইহা ইস্রাজালের শ্রায় দেখাইতেছে! এমন ঈশ্বর কি কখনও সর্ব্বস্ত হইতে পারেন? তিনি রক্তের চিহ্ন না দেখিয়া ইস্রায়েল-বংশীয়দিগের বাসভবন চিনিতে পারেন না। ইহা ত ক্ষুদ্রবুদ্ধির লক্ষণ! সুতরাং জানা যাইতেছে যে, এ সকল কোন বস্তু মনুষ্যবর্জক লিখিত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

৩৯। পরে অর্ধরাত্রের এই ঘটনা হইল, সদাপ্রভু সিংহাসনে উপবিষ্ট করোণের প্রথমজাত সন্তান হইতে আরম্ভ করিয়া মিসর দেশস্থ সমস্ত প্রথমজাত সন্তান, কারাগৃহ বন্দীর প্রথমজাত সন্তান মিসরদেশস্থ প্রথমজাত সন্তানকে ও পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকেও বিনাশ করিলেন। তাহাতে করোণ, তাঁহার দাসগণ এবং সমস্ত মিশরীয় রাত্রিতে উঠিল এবং মিশরে মহাক্রন্দন উঠিল; কেননা যে ঘরে কেহ মরে নাই, এমন ঘরই ছিল না ॥ তৌঃ য়াঃ পর্ব্বঃ ১২। আঃ ২৯ ॥ ৩০ ॥

(সমীক্ষক) — বাহবা! খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর নির্দয় হইয়া দস্যুর শ্রায় বিনা অপরাধে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে, এমন কি পশুগুলিকে পর্য্যন্ত হত্যা করিলেন! তাঁহার কি কিছুমাত্র দয়া হইল না! মিশরে অতিশয় ক্রন্দন সত্ত্বেও খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের চেষ্টা হইতে নিষ্ঠুরতা দূরীভূত হইল না। ঈশ্বরের কথা দূরে থাকুক, একজন সাধারণ লোকও এমন কার্য্য করিতে পারে না। তবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই; কেননা লিখিত আছে, “মাংসাহারিণঃ কৃতো দয়া”। খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর মাংসাহারী, তাঁহার দয়ায় কি প্রয়োজন? ৩৯ ॥

৪০। “সদাপ্রভু তোমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন। ইস্রায়েলের

সন্তানদিগকে অগ্রসর হইতে বল। আর তুমি আপন যষ্টি তুলিয়া সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার কর, সমুদ্রকে দুই ভাগ কর; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানেরা সমুদ্র মধ্যে শুষ্কপথ ধরিয়া চলিয়া যাইবে ॥ তৌঃ য়াঃ পর্ব ১৪। আঃ ১৪:১৫:১৬।

(সমীক্ষক)—কেন মহাশয়? ঈশ্বর ত পূর্বের মেঘপালের পশ্চাতে মেঘপালকের আয় ইস্রায়েলবংশীয়দিগের অনুকরণ করিতেন। কে জানে এখন তিনি কোথায় অন্তর্হিত হইলেন? নতুবা তিনি সমুদ্রের মধ্য দিয়া চতুর্দিকে রেলপথ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। তাহাতে সমগ্র সংসারের উপকার হইত; জলযান প্রভৃতি নির্মাণের জন্ত পরিশ্রম করিতে হইত না। কিন্তু উপায় কি? তিনি এখন কোথায় লুকাইয়া রহিলেন? বাইবেলের ঈশ্বর মূসার সহিত এইরূপ অনেক অসম্ভব লীলা-খেলা করিয়াছেন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, যেমন খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর, তাঁহার সেবক এবং তেমনি তাঁহার রচিত পুস্তক। এমন পুস্তক এবং এমন ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকে, সেই শ্রোয়ঃ ॥ ৪০ ॥

৪১। কেননা আমি তোমার ঈশ্বর, প্রত্যক্ষ সর্দশক্তিমান। আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদিগের উপরে বর্জাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্জাই ॥ তৌঃ য়াঃ পঃ ২০। আঃ ৫ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, ইহা কিরূপ আয়বিচার যে, পিতার অপরাধের জন্য সন্তানদিগকে চারি পুরুষ পর্যন্ত দণ্ড দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয়? সৎপিতার কুসন্তান এবং অসৎপিতার সুসন্তান কি হয় না? তাহা হইলে চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত কিরূপে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে? পঞ্চম পুরুষের পরে কেহ দৃষ্ট হইলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইবে না। বিনা অপরাধে কাহাকেও দণ্ড দেওয়া অত্যাচার ॥ ৪১ ॥

৪২। তুমি বিশ্রামদিনকে পবিত্র করিয়া স্মরণ করিও। ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য্য করিও; কিন্তু সপ্তমদিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রাম দিন। সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে আশীর্বাদ করিলেন ॥ তৌঃ য়াঃ পঃ ২০। আঃ ৮-১১ ॥

(সমীক্ষক)—কেবল রবিবারদিনই কি পবিত্র? অবশিষ্ট ছয়দিন কি অপবিত্র? পরমেশ্বর কি ছয় দিনের কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সপ্তম দিবসে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন? তিনি রবিবারকে আশীর্বাদ করিলেন, কিন্তু সোমবার প্রভৃতি ছয়টি দিনকে কি করিলেন? বোধ হয় অভিশাপ দিয়া

থাকিবেন। কোন বিদ্বান্ এমন কার্য্য করিতে পারেন না ; ঈশ্বরের পক্ষে ইহা করা কিরূপে সম্ভবপর ? রক্ষিারের কি গুণ এবং সোমবার প্রভৃতির কি দোষ যে, ঈশ্বর রবিবারকে পবিত্র ঘোষণা করিলেন এবং বর দিলেন, কিন্তু অপর দিনগুলিকে অপবিত্র ঘোষণা করিলেন ? ৪২ ॥

৪৩। তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। তোমার প্রতিবেশীর গৃহে লোভ করিও না ; প্রতিবাসী দ্রোতে, তাহার দাসে, দাসীতে, কিম্বা তাহার গরুতে কি গর্দভে, প্রতিবেশীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না। তোঁ০ যাঁ০ পঁ০ ২০। আঁ০ ১৬।১৭।

সমীক্ষক—বাহবা ! এই জন্মই ত যেমন ক্ষুধার্ত অন্নের দিকে এবং তৃষ্ণার্ত জলের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ খ্রীষ্টানগণও বিদেশীয়দিগের ধন-সম্পত্তির জন্ম লাগয়িত হইয়া থাকে। ইহা কেবল স্বার্থপর এবং পক্ষপাতীর কার্য্য। বোধ হয় খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরও তদ্রূপ। যদি বলা হয়, আমরা মনুষ্যমাত্রকেই প্রতিবাসী মনে করি, তাহা হইলে মনুষ্য ব্যতীত অপর কাহার দ্রো ও দাসী আছে যে তাহাকে প্রতিবাসী মনে করা যাইবে না ? অতএব, এসকল স্বার্থপরের কথা, ঈশ্বরের নহে ॥ ৪৩ ॥

৪৪। এখন শিশুদিগের মধ্যে সমস্ত বালককে বধ কর, এবং পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এমন সমস্ত স্ত্রীলোককেই বধ কর ; কিন্তু যে বালিকারা নিজে পুরুষের সহিত সংযুক্ত হয় নাই তাহাদিগকে নিজেদের জন্ম জীবিত রাখ ॥ তোঁ০ গণনা পর্ব ৩। আঁ০ ১৭।১৮ ॥

সমীক্ষক—বাহবা ! তোমাদের পরগন্বর মুসা এবং ঈশ্বর ধন্য ! তাঁহারা নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং পক্ষাদিকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হন না। এতদ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, মুসা ইস্ত্রিয়াদক্ত ছিলেন ; নতুবা তিনি যে সকল কন্যার পুরুষ-সংসর্গ হয় নাই, তাহাদিগকে নিজের জন্ম আনয়ন করিতে এমন নির্দয় এবং লম্পটোচিত আদেশ দিবেন কেন ? ৪৪ ॥

৪৫। কেহ যদি কোন মনুষ্যকে এমন আঘাত করে যে, তাহার মৃত্যু হয়, তবে অবশ্য প্রাণদণ্ড হইবে। আর যদি কোন ব্যক্তি অন্তকে বধ করিতে চেষ্টা না পায়, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করেন, তবে যেস্থানে সে পলাইতে পারে, এমন স্থান তোমার নিমিত্ত আমি নিরূপণ করিব ॥ তোঁ০ যাঁ০ পঁ০ ২১। আঁ০ ১২।১৩ ॥

সমীক্ষক—ঈশ্বরের এই কার্য্য শ্রায়সঙ্গত হইলে মুসা যখন এক ব্যক্তিকে

হত্যা করিয়া পুতিয়া রাখিয়া পলায়ন করিলেন, তখন ঈশ্বর তাঁহাকে দণ্ড দিলেন না কেন ? যদি বলা হয় যে, ঈশ্বর উক্ত ব্যক্তিকে বধের জন্ত মুসার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা হইলে ঈশ্বর পক্ষপাতী । কারণ রাষ্ট্রবিধি অনুসারে মুসার প্রতি দণ্ড ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইতে দিলেন না ॥ ৪৫ ॥

৪৬। তাহার সদাপ্রভুর উদ্দেশে মঙ্গলার্থে বুধদিগকে বলিদান করিল । তখন মুসা তাহার তর্কে রক্ত লইয়া ধালে রাখিলেন এবং অর্কে রক্ত বেদীর উপরে প্রক্ষেপ করিলেন । পরে মুসা সেই রক্ত লইয়া লোকদের উপরে প্রক্ষেপ করিয়া কহিলেন, দেখ, এ সেই নিয়মের রক্ত, যাহা সদাপ্রভু তোমাদের সহিত এই সকল বাক্য সম্বন্ধে স্থির করিয়াছেন । আর সদাপ্রভু মুসাকে কহিলেন, তুমি পর্বতে আমার নিকটে উঠিয়া আসিয়া এইস্থানে থাক, তাহাতে আমি দুইশত প্রস্তর ফলক এবং আমার লিখিত ব্যবস্থা ও আজ্ঞা তোমাকে দিব ॥ তৌঃ খাঃ পঃ ২৪ । আঃ ৫।৬৮।১২ ॥

সমীক্ষক—দেখুন ! এ সকল বস্তু মনুষ্যের কার্য কি না ? পরমেশ্বর বুধবলি গ্রহণ এবং বেদীর উপর রক্তের সিক্তন করেন ; ইহা দ্বিক্রম বর্বরতা ও অসভ্যতা । খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর যখন বুধের বলিদান গ্রহণ করেন তখন তাঁহার ভক্তগণ ধেনুবলির প্রসাদ গ্রহণ করিয়া উদর পূর্ণ করিবেন না বেন ? তাঁহার জগতের অনিষ্টই বা করিবেন না কেন ? বাইবেল এরূপ জঘন্য ব্যাপারে পরিপূর্ণ । বাইবেলের কুসংস্কার বশতঃ খ্রীষ্টানগণ বেদের বিরুদ্ধেও এই সকল দোষ আরোপ করিয়া থাকেন । কিন্তু, বেদে এ-সকল বিষয়ের উল্লেখ মাত্রও নাই । ইহাও জানা যাইতেছে যে খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর একজন পার্শ্বত্যা লোক ছিলেন । তিনি পর্বতে বাস করিতেন এবং মসী, লেখনী ও কাগজ প্রস্তুত করিতে জানিতেন না । এ-সকল সামগ্রীর অভাবে তিনি প্রস্তর ফলকে লিখিতেন । বস্তু মনুষ্যেরা তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিত ॥ ৪৬ ॥

৪৭। আরও কহিলেন, তুমি আমার রূপ দেখিতে পাইবে না, কেননা মনুষ্য আমাকে দেখিলে বাঁচিতে পারে না । সদা প্রভু কহিলেন, দেখ আমার নিকটে এক স্থান আছে ; তুমি ঐ টীলার উপরে দাঁড়াইবে । তাহাতে তোমার নিকট দিয়া আমার বীর যাত্রার সময়ে আমি তোমাকে শৈলের এক ফাটালে রাখিব ও আমার গমনের শেষ পর্য্যন্ত করতল দিয়া তোমাকে আচ্ছন্ন করিব ;

ঘরে আমি করতল উঠাইলে তুমি আমার পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পাইবে, কিন্তু আমার মুখের দর্শন পাওয়া যাইবে না ॥ তৌঃ যাঃ পঃ ৩৩। আঃ ২০-২৩ ॥

সমীক্ষক—এখন দেখুন, খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর মনুষ্যের স্থায় দেহধারী। তিনি মুগার সহিত কিরূপ ছল-চাতুরী করিয়া স্বয়ংসিদ্ধ ঈশ্বর হইয়া পড়িয়াছেন! বাহার কেবল পশ্চাদ্ভাগ দেখা যায়, কিন্তু আকৃতি দেখা যায় না, তাহাকে হস্তদ্বারা ঢাকাও যায় না। যখন ঈশ্বর মুসাকে হস্তদ্বারা ঢাকিলেন, তখন কি মুসা তাঁহার হস্তের আকৃতি দেখিতে পাইলেন না? ৪৭ ॥

প্রাচীন বাইবেলের লয় ব্যবস্থার পুস্তক ॥

৪৮। পরে সদাপ্রভু মুসাকে ডাকিয়া মণ্ডলীর তাম্বু হইতে এই কথা কহিলেন, তুমি ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে এই কথা বল, তোমাদের কেহ যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ করে, তবে সে পশুপাল হইতে অর্থাৎ বুঘ গাভী কিম্বা মেঘপাল হইতে আপন উপহার লইয়া উৎসর্গ করুক।” তৌঃ লয় ব্যবস্থার পুস্তক ॥ পর্ব ১। আঃ ১।২ ॥

সমীক্ষক—এখন ভাবিয়া দেখুন! খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর গাভী এবং বুঘ প্রভৃতি বলিরূপে গ্রহণ করেন এবং নিজের জন্ত বলিদানের উপদেশও দিয়া থাকেন। তাহা হইলে ঈশ্বর গবাদি পশুর রক্তপিপাসু এবং মাংসলোলুপ কি না? সুতরাং তাঁহাকে অহিংসক এবং ঈশ্বর বলা যাইতে পারে না, কেননা তিনি একজন মাংসাহারী এবং কপটাচারী মনুষ্য সদৃশ ॥ ৪৮ ॥

৪৯। পরে সে সদাপ্রভুর সম্মুখে সেই বুঘকে হনন করিবে ও হারুণের পুত্র যাজক তাহার রক্ত নিকটে আনিবে এবং যজ্ঞবেদীর চারিদিকে মণ্ডলী তাম্বুর দ্বারসমীপে স্থিত বেদীর উপরে সেই রক্ত চারি দিকে প্রক্ষেপ করিবে। আর সে ঐ হোমবলির চর্ম খুলিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিবে। পরে হারুণ যাজকের পুত্রগণ বেদীর উপরে অগ্নি রাগিবে ও অগ্নির উপর কাষ্ঠ সাজাইবে। আর হারুণের পুত্র যাজকেরা সেই বেদীর উপরিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের উপর তাহার খণ্ড সকল এবং মস্তক ও মেদ রাখিবে। পরে যাজক বেদীর উপরে সে সমস্ত দগ্ধ করিবে; ইহা হোমবলি, সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নির উপহার ॥ তৌঃ লঃ পর্ব ১। আঃ ৫।৬।৭।৮।৯ ॥

সমীক্ষক—একটু চিন্তা করিয়া দেখুন। পরমেশ্বরের ভক্ত তাঁহার সম্মুখে বৃষহত্যা করিবে এবং অপরের দ্বারা হত্যা করাইবে; ভক্ত চারিদিকে রুধির সিঞ্জন করিবে, অগ্নিতে হোম করিবে এবং পরমেশ্বর সুগন্ধ আশ্রাণ করিবেন। কসাইদিগের গৃহে যাহা হইয়া থাকে, এ সকল কি তদপেক্ষা কোন অংশে কম? এই নিমিত্ত বাইবেল ঈশ্বরকৃত নহে এবং যে ঈশ্বর বহু মনুষ্যের জীবন কার্য্য করেন, তিনি কখনও যথার্থ ঈশ্বর হইতে পারেন না ॥ ৪৯ ॥

৫০। আর সদাপ্রভু মুসাকে কহিলেন, অভিযুক্ত যাজক যদি সাধারণ মনুষ্যের জীবন পাপ করে, তবে সে স্বকৃত পাপের জন্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে নির্দোষ এক গোবৎস পাপনাশক বলিরূপে উৎসর্গ করিবে ॥ লৈ। বা। প। ৪। আ। ১। ৩। ৪ ॥

(সমীক্ষক)—এখন, পাপক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিরূপ দেখুন। কেহ পাপ করিবার পর প্রায়শ্চিত্তের জন্য গবাদি প্রয়োজনীয় পশুকে হত্যা করিবে, আর স্বয়ং ঈশ্বর হত্যা করাইবেন! ধন্য খ্রীষ্টানগণ! যিনি এই সকল কার্য্য করেন, আপনারা তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার নিকট মুক্তি প্রভৃতিও আশা করেন ॥ ৫০ ॥

৫১। আর যদি কোন অধ্যক্ষ পাপ করে, তবে আপনার উপহার স্বরূপ এক নির্দোষ পুংছাগ আনিবে। পরে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে হনন করিবে; ইহা পাপার্থক বলিদান ॥ তৌ। লৈ। প। ৪। আ। ২২। ২৩। ২৪ ॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! তাহা হইলে খ্রীষ্টান কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বিচারপতি এবং সেনাপতি প্রভৃতি পাপ করিতে ভয় পাইবেন কেন? তাঁহারা স্বয়ং যথেষ্ট পাপ করিবেন, পরে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গাভী, বাছুর এবং ছাগাদি হত্যা করিবেন! এই জন্তই ত খ্রীষ্টানেরা কোন পশু বা পক্ষীর হত্যায় শঙ্কিত হয় না। শুনুন, খ্রীষ্টানগণ! এখন এই বহু মত পরিত্যাগ করিয়া সুসভ্য ধর্ম্মমত বেদমত গ্রহণ করুন; তাহাতেই কল্যাণ হইবে ॥ ৫১ ॥

৫২। আর সে যদি মেষ আনিতে অসমর্থ হয়, তবে নিজ কৃতপাপের জন্য দুইটি ঘুঘু কিংবা দুইটি কপোত শাবককে এই দোষ মোচনের বলিস্বরূপ সদাপ্রভুর নিকট আনিবে। যাজক তাহার গলা মুচড়াইবে, কিন্তু ছিঁড়িয়া ফেলিবে না। এইরূপে যাজক তাহার কৃতপাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহার পাপের ক্ষমা হইবে। আর সে যদি দুইটি ঘুঘু কিংবা দুইটি কপোত শাবক আনিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহার কৃতপাপের জন্য তাহার উপহার স্বরূপ এক সেরের দশাংশ স্থজি

পাপার্থ বলিরূপে আনিবে। * তাহার উপরে তৈল দিবে না। তাহাতে তাহার পাপের ক্ষমা হইবে ॥ জৌ. লৈ. প. ৫। আ. ৭। ৮। ১০। ১১। ১২। ১৩ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! বোধ হয়, খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে ধনী কিংবা দরিদ্র কেহই পাপ করিতে ভীত হন না; কারণ তাঁহাদের ঈশ্বর পাপের প্রায়শ্চিত্ত সহজ করিয়া রাখিয়াছেন। খ্রীষ্টানদিগের বাইবেলে একটি অদ্ভুত কথা আছে, তাহা এই যে, বিনা কষ্টে পাপের দ্বারাই পাপখণ্ডন হইয়া থাকে; অর্থাৎ প্রথমতঃ পাপ করা হইল, অতঃপর জীবহিংসা করিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত মাংস খাইল এবং মনে করা হইল যে, পাপখণ্ডন হইয়া গিয়াছে। গলা মুচড়ান হইলে সম্ভবতঃ কপোতশাবক বহুক্ষণ ধরিয়া ধড়ফড় করিতে থাকে; তথাপি কিন্তু খ্রীষ্টানদের মনে দয়ার উদ্রেক হয় না। হইবে কেন? তাঁহাদের ঈশ্বর যে তাঁহাদিগকে হিংসা করিবার জন্তই উপদেশ দিয়াছেন সকল পাপেরই এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাহা হইলে ঈশ্বর প্রতি বিশ্বাসদ্বারা পাপমোচনের আড়ম্বর করা হয় কেন? ॥ ৫২ ॥

৫৩। আর যদি কেহ কাহারও হোমবলি উৎসর্গ করে, সেই যাজক তাহার উৎকৃষ্ট হোমবলির চর্ম্ম পাইবে এবং তন্দুরে, কটাহে কিম্বা ভৰ্জ্জনপাত্রে যত পক্ষ ভক্ষ্য নৈবেদ্য থাকে, সে সকল উৎসর্গকারী যাজকের হইবে ॥ জৌ. লৈ. পর্ব ৭। আ. ৮। ৯ ॥

সমীক্ষক—আমরা জানিলাম যে এদেশেই দেবভক্ত এবং মন্দিরস্থ পুজারিদিগের মধ্যে বিচিত্র “পোপলীলা” আছে। কিন্তু এখন দেখিতেছি খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর এবং তাঁহার পুজারিদিগের “পোপলীলা” তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক।

* যে ঈশ্বর গোবৎস, মেঘ, ছাগশাবক, কপোত এবং আটা পর্যন্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি ধন্ত! আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কপোতশাবকের গলা মুচড়াইয়া লওয়া হইত অর্থাৎ কর্তন করিবার পরিশ্রমও করিতে হইত না। এতদ্বারা অশ্রুমান করা বাইতে পারে যে, বহু মনুষ্যদিগের মধ্যে একজন বিশেষ চতুর ছিল। সে পক্ষতের উপর বাল করিত এবং নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিত। অজ্ঞ বহু মনুষ্যেরা তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লইলে, সে কোশলে পক্ষতের উপরেই পশু পক্ষী এবং অনাদি আনয়ন করাইয়া আনন্দ ভোগ করিত। ফেরিঙ্গাগণ তাহার দূতের কার্য করিতেন! সদাশয় ব্যক্তিগণ ভাবিয়া দেখুন, কোথায় বাইবেলের গোবৎস, মেঘ, ছাগ শাবক, কপোত এবং আটা ভক্ষণকারী ঈশ্বর, আর কোথায় সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, অনরহিত, নিরাকার, সর্বশক্তিমান এবং জায়কারী ইত্যাদি সদৃশগাথিত বেদোক্ত ঈশ্বর।

কেমনা চর্ম্মের মূল্য এবং ভোজ্য সামগ্রী পাইলে বোধ হয় খ্রীষ্টানগণ অত্যন্ত আমোদ প্রমোদ করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। ভাল, নিজের এক পুত্রকে হত্যা করাইয়া অশ্রু পুত্রকে তাহার মাংস ভক্ষণ করান কি কোন মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব ? মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় জীব ঈশ্বরের সম্মানতুল্য। সুতরাং তিনি কখনও এমন কার্যা করিতে পারেন না। অতএব বাইবেল ঈশ্বরকৃত নহে এবং বাইবেলের ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রতি যাহারা বিশ্বাসপরায়ণ তাহারাও কখনও ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না। লয়ব্যবস্থা প্রভৃতি পুস্তক এসকল বিষয়ে পরিপূর্ণ। কত আর উল্লেখ করা যাইবে ? ৫৩ ॥

গণনা পুস্তক ॥

৫৪। আর সেই গর্দভী দেখিল, সদাপ্রভুর দূত কোষমুক্ত খড়্গহস্তে পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। তখন গর্দভী পথ ছাড়িয়া ক্ষেত্রে গমন করিল, তাহাতে বিলিয়ম গর্দভীকে পথে আনিবার জন্ত লাঠীদ্বারা প্রহার করিল। তখন সদাপ্রভু গর্দভীর মুখ খুলিয়া দিলেন এবং সে বিলিয়মকে কহিল, আমি তোমার কি করিলাম যে তুমি এই তিন বার আমাকে প্রহার করিলে ? তৌঃ গঃ পঃ ২২। আঃ ২৩। ২৮ ॥

সমীক্ষক—পূর্বে গর্দভ পর্য্যন্তও ঈশ্বরের দূতদিগকে দেখিতে পাইত। কিন্তু আজ কাল বিশপ এবং পাদ্রী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট কেহই ঈশ্বর কিংবা তাঁহার দূতদিগকে দেখিতে পান না। তবে কি এখন খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর এবং তাহার দূতগণ নাই ? থাকিলে কি তাঁহারা গভীর নিদ্রায় অভিভূত অথবা নীড়িত আছেন, না অপর কোন ভূমণ্ডলে প্রস্থান করিয়াছেন ? তাঁহারা কি অশ্রু কোন কার্যে নিযুক্ত আছেন, খ্রীষ্টানদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন না মরিয়া গিয়াছেন ? বাস্তবিক তাঁহাদের যে কি হইয়াছে তাহা জানা যায় না। তবে যেহেতু তাঁহারা এখন নাই এবং দৃষ্টিগোচরও হন না, অতএব অনুমান হইতেছে যে তাঁহারা পূর্বেও ছিলেন না এবং দৃষ্টিগোচরও হইতেন না। এসকল কেবল মনঃকল্পিত ঔপন্যাসিক কাহিনী মাত্র ॥ ৫৪ ॥

সেয়ুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক।

৫৫। কিন্তু সেই রাত্রিতে সদাপ্রভুর এই বাকা নাথনের নিকটে উপস্থিত হইল—তুমি যাও, আমার দাস দায়ুদকে বল যে সদাপ্রভু এই কথা কহেন। তুমি কি আমার বাসের জন্ত গৃহ নির্মাণ করিবে ? ইস্রায়েলের সম্মানগণকে মিসর হইতে

বাহির করিয়া আনিবার দিন হইতে অল্প পর্যাঙ্ক আমিও কোন গৃহে বাস করি নাই, কেবল তাম্বুতে ও আবাসে থাকিয়া যাতায়াত করিতেছি ॥ তৌঃ সেমুয়েল ২য় পুঃ ১ পঃ ৭। আঃ ৪।৫।৬

সমীক্ষক—এখন আর কোন সন্দেহ রহিল না যে, খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর মনুষ্যের স্থায় দেহধারী। যিনি অনুযোগ দিতেছেন “আমি বহু পরিভ্রম এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছি। এখন যদি দাউদ গৃহ নির্মাণ করিয়া দেয়, তবে তন্মধ্যে বিশ্রাম করিব”। এমন ঈশ্বর এবং পুস্তক বিশ্বাস করিতে কি খ্রীষ্টানদিগের লজ্জা হয় না? কিন্তু উপায় কি? যখন হতভাগ্যগণ একবার আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তখন বহির্গত হইবার ক্ষমতা বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন ॥৫৫॥

রাজাদিগের পুস্তক ॥

৫৬। উনবিংশতি বর্ষের পঞ্চম মাসে, মাসের সপ্তম দিনে বাবুলের রাজা নূবুদনজরের রাজ্যে বাবুলের রাজার দাস নবুসর অদান নামক প্রধান সেনাপতি যীরুশালেমে আসিলেন। তিনি পরমেশ্বরের মন্দির, রাজভবন, যীরুশালেমের সব গৃহ ও সব বৃহৎ অট্টালিকা জ্বালাইয়া দিলেন। আর সেই রক্ষক সেনাপতির অনুগামী কসলীয় সমস্ত সৈন্য যীরুশালেমের চারি দিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল ॥ তৌঃ রাঃ পঃ ২৫। আঃ ৮।৯।১০॥

সমীক্ষক—উপায় কি? বোধ হয় খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর বিশ্রামার্থ দায়ুদের দ্বারা এক গৃহ নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন কিন্তু নবুসর অদান সেই গৃহ নষ্ট করিলে ঈশ্বর এবং তাঁহার দূতসেনা কিছুই করিতে পারেন নাই! পূর্বের খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর মহাযোদ্ধা এবং দ্বিবিজয়ী ছিলেন। তখন তাঁহার গৃহ ভগ্ন এবং দখল হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন কেন? তাঁহার দূতগণ কোথায় পলায়ন করিলেন জানা যায় না। এই সময়ে কেহ কোন কার্যো আসিল না। ঈশ্বরের পরাক্রমও যে কোথায় উধাও হইল তাহাও জানা যায় না। যদি শেযোক্ত ঘটনা সত্য হয় তবে পূর্বোক্ত বিজয়বার্তা সমস্তই নিরর্থক। ঈশ্বর মিশরদেশের শিশুদিগকে হত্যা করিয়াই শোণ্য বীর্গের পরিচয় শেষ করিয়াছিলেন? এখন তিনি শূরবীরদিগের সম্মুখে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন কেন? সুতরাং খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর নিন্দা এবং অকীর্ত্তিভাজন! এইরূপ সহস্র সহস্র অসার গল্পে পুস্তকটি পরিপূর্ণ ॥ ৫৬ ॥

ধর্মসঙ্গীত দ্বিতীয় ভাগ।

সাময়িক ঘটনাবলী সংক্রান্ত প্রথম পুস্তক।

৫৭। পরে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে মড়ক পাঠাইলেন, তাহাতে ইস্রায়েলের সমস্ত সহস্র লোক মারা পড়িল ॥ কালঃ দুঃ ২। পঃ ২১। আঃ ১৪ ॥

সমীক্ষক—এখন ইস্রায়েলবংশীয় খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের লীলাখেলা দেখুন। যে ইস্রায়েলবংশীয়দিগকে তিনি বহু বার বর প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাহাদের কল্যাণার্থ তিনি দিব্যরাত্র পরিভ্রম করিলেন, এখন ইহাৎ তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া মহামারী প্রেরণ করিলেন এবং তদ্বারা সমস্ত সহস্র লোককে বিনাশ করিলেন। এ বিষয়ে জনৈক কবি সত্যই বলিয়াছেন :—

ক্ষণে রুষ্টঃ ক্ষণে তুষ্টিঃ রুষ্টতুষ্টিঃ ক্ষণে ক্ষণে।

অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোহপি ভয়ঙ্করঃ ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি ক্ষণে প্রসন্ন এবং ক্ষণে অপ্রসন্ন হয়, অর্থাৎ এই মুহূর্ত্তে প্রসন্ন কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অপ্রসন্ন হয় তাহার প্রসন্নতাও ভীতিজনক। খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের লীলাখেলাও এইরূপ ॥ ৫৭ ॥

ঐযুবের পুস্তক ॥

৫৮। আর একদিন ঈশ্বরের পুত্রগণ সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্ত উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে শয়তানও সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্ত উপস্থিত হইল। সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিলে? শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর দিয়া কহিল, আমি পৃথিবী পর্য্যটন ও তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, আমার দাস ঐযুবকে কি তুমি পরীক্ষা করিয়াছ? কেননা তাহার তুল্য সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বরভীক ও কুক্রিয়াশীল লোক পৃথিবীতে কেহই নাই; সে এখনও আপন সিদ্ধতা রক্ষা করিতেছে, যদিও তুমি অকারণে তাহাকে বিনষ্ট করিতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছ। শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর দিয়া কহিল, লোক চর্ম্মের জন্ত চর্ম্ম, আর প্রাণের জন্ত সর্ব্বশ্ব দিবে। কিন্তু তুমি একবার হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার অস্থি ও মাংস স্পর্শ কর, সে অবশ্য তোমার সম্মুখেই তোমাকে জলাঞ্জলি দিবে। সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, দেখ সে তোমার হস্তগত; কেবল তাহার প্রাণটি থাকিতে দিও। পরে শয়তান সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে বাহির হইয়া

ঐযুনের আপাদমস্তকে আঘাত করিয়া ছুই ফোটক জন্মাইল ॥ জবুর ০
ঐযুব ০ পু ০ প ০ ২ । আ ০ ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ । ৭ ॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের ক্ষমতা দেখুন! শয়তান তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার ভক্তকে নির্যাতন করিতেছে; কিন্তু তিনি শয়তানকে দণ্ড দিতে বা ভক্তকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না এবং তাঁহার কোন দূতও শয়তানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিতেছেন না! শয়তান একাই সকলকে সম্বলু করিয়া রাখিয়াছে! খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সর্বজ্ঞও নহেন। সর্বজ্ঞ হইলে তিনি শয়তান দ্বারা ঐযুনের পরীক্ষা করাইবেন কেন? ৫৮ ॥

উপদেশ পুস্তক ॥

৫৯। এবং আমার হৃদয় নানা প্রকার প্রজ্ঞায় ও বুদ্ধিতে পারদর্শী হইয়াছে। আমি প্রজ্ঞা জানিতে এবং ক্ষিপ্ততা ও অজ্ঞানতা জানিতে মনো-যোগ করিলাম। আমি জানিলাম যে, তাহাও মনের বাক্সটি মাত্র। কেননা প্রজ্ঞার বাহুল্যে মনস্তাপের বাহুল্য হয় এবং যে জ্ঞানের বৃদ্ধি করে, সে ব্যাধার বৃদ্ধি করে ॥ জ ০ উ ০ প ০ ১ । আ ০ ১৬।১৭।১৮ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! জ্ঞান এবং বুদ্ধি পর্যায়াবচক; এই দুইটি শব্দকে পৃথক এবং জ্ঞানবুদ্ধিকে দুঃখ ও শোকের কারণ মনে করা, অজ্ঞান ব্যতীত অপর কাহার পক্ষে সম্ভব? অতএব এই বাইবেল ঈশ্বরের রচিত হওয়া দূরে থাকুক বিজ্ঞানদের রচিতও নহে। ৫৯ ॥

প্রাচীন বাইবেল সম্বন্ধে এই যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল। অতঃপর মণি প্রভৃতি রচিত নব্য বাইবেল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। খ্রীষ্টানগণ ইহাকে বিশেষ প্রমাণ মনে করেন। ইহার নাম “ইঞ্জিল” রাখা হইয়াছে ॥ এই পুস্তক কিরূপ তাহা আমরা এখন পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

মধিরচিত নব্য বাইবেল ॥

৬০। যীশুখ্রীষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মেরী যোসেফের প্রতি বাগদত্তা হইলে তাঁহাদের সহবাসের পূর্বেই জানা গেল, পবিত্র আত্মা হইতে তাঁহার গর্ভ হইয়াছে। প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন—যোসেফ, দায়ুদ সন্তান, তোমার স্ত্রী মেরীকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা আছে, তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে ॥ মথি ০ ই ০ প ০ ১ । আ ০ ১৮ । ২০ ॥

(সমীক্ষক)—এ সকল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ কথা বিশ্বাস করা মূর্থ ও বশু মনুষ্যের কার্য, সত্য বিজ্ঞানের কার্য নহে। ভাল, কেহ কি পরমেশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করিতে পারে? পরমেশ্বর স্বয়ং তাঁহার নিয়ম পরিবর্তন করিলে, কেহই তাঁহার আদেশ মান্য করিবে না। পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত। এইরূপে ত প্রত্যেক কুমারী গর্ভবতী হইলে বলিতে পারিবে যে, সে পরমেশ্বরের কৃপায় গর্ভবতী হইয়াছে। সে এইরূপ মিথ্যা বলিতে পারিবে,—“পরমেশ্বরের দূত আমাকে স্বপ্নে বলিয়া দিয়াছেন যে, পরমাত্মার কৃপায় এই গর্ভ হইয়াছে।” পুরাণেও এইরূপ সূর্য্যকর্তৃক কুন্তীর গর্ভাধান ইত্যাদি অসম্ভব গল্প রচিত হইয়াছে। নির্বোধ এবং শেয়ানা মূর্থ এ সকল অলৌকিক গল্প বিশ্বাস করিয়া ভ্রমজালে পতিত হয়। এ স্থলে এইরূপ ঘটয়া থাকিবে যে, মেরী কোন পুরুষের সংসর্গে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি অথবা অপর কেহ এই অসম্ভব কাহিনী প্রচার করিয়া থাকিবে যে, তিনি পরমাত্মা কর্তৃক গর্ভবতী হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥

৬১। তখন যীশু, শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্ত, আত্মা দ্বারা বিপিনে নীত হইলেন। আর তিনি চল্লিশ দিবসাত্ৰ অনাহারে থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন। তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, যেন এই পাথরগুলি রুটি হইয়া যায় ॥ মথিঃ ইং পঃ ৪। আঃ ১। ২। ৩ ॥

(সমীক্ষক)—এতদ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল যে, খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ নহেন, নতুবা তিনি স্বয়ং জানিতে পারিতেন। শয়তানের দ্বারা ঈশ্বার পরীক্ষা করাইবেন কেন? ভাল, আজকাল কোন খ্রীষ্টানকে ৪০ দিন এবং ৪০ রাত্রি অনাহারে রাখা হইলে তিনি কি জীবিত থাকিতে পারেন? এতদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইল যে, ঈশা ঈশ্বরের পুত্র নহেন এং তাঁহার কোন অলৌকিক শক্তিও ছিল না, নতুবা তিনি শয়তানের সম্মুখে প্রস্তুতকে রুটিতে পরিণত করিলেন না কেন? নিজেই বা অনাহারে রহিলেন কেন? অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, পরমেশ্বরনির্মিত প্রস্তুতকে কেহই রুটিতে পরিণত করিতে পারে না; ঈশ্বর নিজেও তাঁহার পূর্ব্বকৃত নিয়ম পরিবর্তন করিতে পারেন না; কারণ তিনি সর্বজ্ঞ এবং তাঁহার সকল কার্য ভ্রম-প্রমাদ রহিত ॥ ৬১ ॥

৬২। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার পশ্চাতে আইস। মনুষ্য ধরিতে

পারিবে। আর তখনই তাহারা জাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন ॥ মথি ই০ পর্ব ৪। আ০ ১৯। ২০। ২১ ॥

(সমীক্ষক)—এতদ্বারা জানা গেল যে, প্রাচীন বাইবেলে দশম আজ্ঞার পাপের উল্লেখ আছে, মাতাপিতার সেবা ও সম্মান না করিলে সম্মানদিগের আয়ুক্ষয় হইবে। ঈশা তাঁহার মাতাপিতার সেবা করেন নাই, অপরকেও মাতৃপিতৃসেবা হইতে বিরত করিয়াছেন। তাহার ফলে ঈশা দীর্ঘজীবী হন নাই। ইহাও জানা গেল যে, ঈশা জনসাধারণকে জালে আবদ্ধ করিবার জন্য মতবিশেষ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি সকলকে মৎস্যের জাল তাহার মতজালে আবদ্ধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিবেন। স্বয়ং ঈশাই যখন এইরূপ ছিলেন, তখন আধুনিক পাত্রীগণ যে জনসাধারণকে তাঁহাদের জালে আবদ্ধ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কারণ যেমন অনেক বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য জালে ধরিতে পারিলে ধীবরের যশ এবং উত্তম জীবিকা লাভ হয়, সেইরূপ বহু লোককে স্বমতে আনয়ন করিতে পারিলেও পাত্রীদিগের বিশেষ সম্মান এবং জীবিকালভ হইয়া থাকে। যে সকল লোক সরলপ্রকৃতি এবং যাহারা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণ করে নাই, পাত্রীগণ তাহাদিগকে জালবদ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে মাতাপিতা এবং আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। অতএব স্বয়ং পাত্রীদের ভ্রমজাল হইতে নিরাপদ থাকা এবং নির্বোধ ভ্রাতৃগণকেও নিরাপদে রাখিতে যত্নবান হওয়া বিদ্বান্ আর্থাদিগের কর্তব্য ॥ ৬২ ॥

৬৩। পরে যীশু সমুদয় গালীলদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি লোকদের সভায় উপদেশ দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন, বিভিন্ন রোগগ্রস্ত রোগী, দুঃখক্লিষ্ট, ভূতগ্রস্ত, মৃগীরোগগ্রস্ত ও অর্দ্ধাঙ্গ রোগীকে তাঁহার নিকট আনা হইয়াছিল। তিনি লোকদের সর্বপ্রকার রোগ ও সর্বপ্রকার পীড়া ভাল করিলেন ॥ মথি০ ই০ ম০ প০ ৪। আ০ ২৩। ২৪। ২৫ ॥

(সমীক্ষক)—মন্ত্র, পুরশ্চরণ, আশীর্বাদ, বীজ এবং ভাস্কর্য্যের কোঁটা দিয়া ভূতবিভাঙণ ও রোগনিবারণ প্রভৃতি পোপলীলা সত্য হইলে, নব্য বাইবেলের ঘটনাগুলিও সত্য। এই যুক্তি অনুসারে নির্বোধ লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য এ সকল বিষয় লেখা হইয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে ঈশার সহিত পোপদিগের সাদৃশ্য আছে। যদি খ্রীষ্টানগণ ঈশার বাক্যে বিশ্বাস করেন, তবে তাহারা এখানকার দেবদেবীপূজক পোপদিগের বাক্যে বিশ্বাস করেন না কেন? ৬৩ ॥

৬৪। যজ্ঞ তাঁহারা যাহারা মনে দীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই। কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। অতএব যে কেহ এই সকল অতি ক্ষুদ্র আঞ্জার মধ্যে কোন একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করে ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে। ই০ মথি০ প০ ৫। আ০ ৩। ৪। ১৮। ১৯ ॥

(সমীক্ষক)—যদি স্বর্গ একটি মাত্রই থাকে, তাহা হইলে রাজাও একজন মাত্রই থাকা উচিত। যত দীন আছে, তাহারা সকলেই যদি স্বর্গে যায়, তাহা হইলে স্বর্গে তাহাদের মধ্যে কে রাজা হইবে? এ বিষয় লইয়া তাহারা পরস্পর কলহ বিবাদ করিবে, তাহাতে রাজ্যব্যবস্থা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। দীন শব্দের কাঙ্গাল অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। দীন শব্দের নিরহঙ্কার অর্থও সঙ্গত নহে, কারণ দীন এবং নিরহঙ্কার একার্থবোধক নহে। যে ব্যক্তি মনে দীন, তাহার সন্তোষ কখনও হয় না। অতএব এই অর্থও যুক্তিবিরুদ্ধ। যখন স্বর্গ এবং পৃথিবী টলিবে তখন বিধান টলিবে—এইরূপ অনিত্য ব্যবস্থা মনুষ্যের হইতে পারে, সর্ববিজ্ঞ পরমেশ্বরের নহে। এইরূপ ভয় এবং প্রলোভন প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, যে কেহ এ সকল আদেশ মান্য না করিবে সে স্বর্গে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে ॥ ৬৪ ॥

৬৫। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দাও। তোমরা পৃথিবীতে নিজেদের জন্ত ধন সঞ্চয় করিও না ॥ ই০ ম০ প০ ৬। আ০ ১১। ১৯ ॥

(সমীক্ষক)—এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, যে সময়ে যীশুর জন্ম হয়, সে সময়ে জনসাধারণ বস্ত্র ও দরিজ্র অবস্থায় ছিল এবং যীশু নিজেও দরিজ্র ছিলেন। সেইজন্য তিনি প্রতিদিনের রুটির জন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন এবং সেইরূপ উপদেশ দিতেন। তাহা হইলে খ্রীষ্টানগণ ধন সঞ্চয় করেন কেন? যীশুর উপদেশ অমান্য না করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করা এবং দীন দরিজ্র হওয়া তাঁহারের কর্তব্য ॥ ৬৫ ॥

৬৬। যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে না ॥ ই০ ম০ প০ ৭। আ০ ২১ ॥

(সমীক্ষক)—এখন ভাবিয়া দেখুন। যদি প্রধান ধর্মযাজক, বিশপ এবং খ্রীষ্টানগণ মনে করেন যে, যীশু এখানে যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য তাহা

হইলে ঈশাকে প্রভু অর্থাৎ ঈশ্বর বলা তাঁহাদের উচিত নহে। এই উপদেশ লক্ষন করিলে তাঁহারা পাণী হইবেন ॥ ৬৬ ॥

৬৭। সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, তখন আমি তাহাদিগকে স্পর্শই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্মচারীরা, আমার নিকট হইতে তোমরা দূর হও। ই০ ম০ প০ ৭। আ০ ২২।২৩ ॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! যীশু বহু মনুষ্যদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য স্বর্গের বিচারপতি সাজিতে চাহিতেছেন। কেবল নির্বোধ মনুষ্যদিগকে প্রলোভিত করাই উহার উদ্দেশ্য ॥ ৬৭ ॥

৬৮। আর দেখ, একজন কুষ্ঠ রোগী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, হে প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করিতে পারেন। তখন তিনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন ও বলিলেন, আমার ইচ্ছা তুমি শুচি হও; আর তখনই সে কুষ্ঠরোগ হইতে শুচি হইল ॥ ই০ ম০ প০ ৮। আ০ ২।৩ ॥

(সমীক্ষক)—কেবল নির্বোধ মনুষ্যদিগকে আবদ্ধ করিবার জন্য এসকল বলা হইয়াছে। যদি খ্রীষ্টানগণ এসকল বিদ্যা ও সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে শুক্রাচার্য্য, ধ্বংসুরি এবং কশ্যপ প্রভৃতির আখ্যায়িকা মিথ্যা বলিবার কারণ কি? পুরাণ এবং মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে যে, দৈত্যদিগের বহু মৃত সৈন্যকে পুনর্জীবিত করা হইয়াছিল। বৃহস্পতির পুত্র কচকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পশু এবং মৎসাদ্বারা ভক্ষণ করান হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে উদরমধ্যে পুনর্জীবিত করিয়া বহির্গত করেন। শুক্রাচার্য্য স্বয়ং নিহত হন; কিন্তু কচ তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। কশ্যপ ঋষি তক্ষক কর্তৃক ভক্ষিত মনুষ্য এবং বৃক্ষকে পুনর্জীবিত করেন। ধ্বংসুরি লক্ষ লক্ষ মৃতকে পুনর্জীবিত, লক্ষ লক্ষ কুষ্ঠরোগীকে রোগমুক্ত এবং লক্ষ লক্ষ অন্ধকে চক্ষুদান ও বধিরকে কর্ণদান করেন। এ সমস্ত ঘটনা মিথ্যা বলিবার কারণ কি? এ সমস্ত মিথ্যা হইলে ঈশার কার্য্য সমূহও মিথ্যা নহে কেন? পরের বাক্যকে মিথ্যা, কিন্তু নিজের মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করা কি হঠকারিতা নহে? অতএব অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদিগের উক্তি হঠকারিতাপূর্ণ এবং বালকোচিত ॥ ৬৮ ॥

৬৯। তখন ভূতগ্রস্ত লোকেরা কবরস্থান হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; তাহারা এত বড় চর্দাস্ত ছিল যে, ঐ পথ দিয়া কেহই

বাইতে পারিত না। আর দেখ, তাহারা চোঁচাইয়া বলিল, হে ঈশ্বরের পুত্র যীশু, আপনার সহিত আমাদের কাজ কি? আপনি কি নিরুপিত সময়ের পূর্বেই আমাদের যাতনা দিতে এখানে আসিলেন? এইরূপে ভূতেরা বিনয় করিয়া তাঁহাকে কহিল, যদি আমাদের কাছে ছাড়াইবেন, তবে ঐ শূকরপালে পাঠাইয়া দিন। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, চলিয়া যাও। তখন তাহারা বাহির হইয়া সেই শূকরপালে প্রবেশ করিল। আর দেখ, সমুদয় শূকর মহাবেগে ঢালু পাড় দিয়া দৌড়িয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িল ও জলে ডুবিয়া মরিল। ই০ ম০ প০ ৮। আ০ ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩॥

(সমীক্ষক)—ভাল, এ স্থলে একটু চিন্তা করিলেই এ সকল কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ কোন মৃত ব্যক্তি কখনও কবর হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে না, কাহারও নিকট যায় না এবং কাহারও সহিত কথোপকথন করে না। অজ্ঞ লোকেরাই এ সকল কথা বলে এবং নিতান্ত বন্ধ লোকেরাই এ সকল কথা বিশ্বাস করে। শূকরগুলিকে হত্যা করাইয়া শূকর পালকদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করায় ঈশা পাপী হইয়া থাকিবেন। খ্রীষ্টানদিগের বিশ্বাস, ঈশা পাপের ক্ষমাকারী এবং তিনি সকলকে পবিত্র করেন। তবে তিনি ভূতগুলিকে পবিত্র করিতে পারিলেন না কেন? আর তিনি শূকরপালকদিগের ক্ষতিপূরণ করিলেন না কেন? আধুনিক অশিক্ষিত খ্রীষ্টান ইংরাজগণও কি এ সকল অলীক গল্প বিশ্বাস করেন? যদি বিশ্বাস করেন, তবে তাহারাও ভ্রমজালে পতিত রহিয়াছেন ॥ ৬৯ ॥

৭০। দেখ, কয়েকটি লোক তাঁহার নিকটে এক জন পক্ষাঘাতরোগীকে আনিল, সে খাটের উপরে শয়ান ছিল। যীশু তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া সেই পক্ষাঘাতরোগীকে কহিলেন, বৎস, সাহস কর, তোমার পাপের ক্ষমা হইল। কেননা আমি ধার্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকে পশ্চাত্তাপের জন্য ডাকিতে আসিয়াছি। ই০ ম০ প০ ৯। আ০ ২। ১৩ ॥

(সমীক্ষক)—পূর্বোক্ত অত্যাশ্চর্য বিষয়ের দ্বারা ইহাও অসম্ভব। কেবল মুঢ়দিগকে প্রলোভন দেখাইয়া জালে আবদ্ধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে যে, ঈশা পাপ ক্ষমা করেন। এক ব্যক্তি মত্তপান, ভাং বা অহিফেন সেবন করিলে, যেমন অপর এক ব্যক্তির নেশা হয় না, সেইরূপ একের কৃতপাপ অপরের নিকট যাইতে পারে না। পাপকারীই পাপের ফল ভোগ করে। ইহাই ঈশ্বরের দায়কারিতা। একের পাপপুণ্য অশ্রেয় প্রাপ্ত হইলে কিংবা বিচারপতি

স্বয়ং গ্রহণ করিলে, অথবা কর্তৃকর্তাকে যথাযোগ্য ফল দেওয়া না হইলে, ঈশ্বর অত্যাচারী হইয়া পড়েন। দেখুন ধর্মই একমাত্র কল্যাণকারী, ঈশা কিংবা অপর কেহ কল্যাণকারী নহেন। ধর্মাত্মা বা পাপীদিগের জন্য ঈশার বা অপর কাহারও প্রয়োজন নাই, কারণ কাহারও পাপখণ্ডন হইতে পারে না ॥৭০॥

৭১। যীশু আপনার বার জন শিষ্যকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহাদিগকে অশুচি আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দিলেন, যেন তাঁহারা তাহাদিগকে ছাড়াইতে এবং সর্বপ্রকার রোগ ও ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন। তোমরা কথা বলিবে, এমন নয়, কিন্তু তোমাদের পিতার যে আত্মা তোমাদের অন্তরে কথা কহেন তিনিই বলিবেন। মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে মিলন করাইতে আসিয়াছি ; কিন্তু খড়্গ চালাইতে আসিয়াছি। আমি পিতা হইতে পুত্রের, মাতা হইতে কন্যার এবং শাস্ত্রী হইতে পুত্র-বধুর বিচ্ছেদ জন্মাইতে আসিয়াছি। আপন পরিজনই মনুষ্যেব শত্রু হইবে ॥ ই০ ম০ প০ ১০। আ০ ১৩। ৩৩। ৩৫। ৩৬ ॥

(সমীক্ষক) —এই সকল শিষ্যের মধ্যেই এক জন কেবল মাত্র ৩০ টাকার লোভে ঈশাকে ধরাইয়া দিবে এবং অন্তের মত পরিবর্তন করিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে পলায়ন করিবে। ভাল, ভূতের যাতায়াত এবং ঔষধ বা পথ্য ব্যতীত রোগ দূর করা ইত্যাদি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা এবং এসব সৃষ্টিক্রমানুসারে অসম্ভব। অজ্ঞানেরাই এ সকল বিশ্বাস করে। যদি জীব বস্তু না হয় জীবের মধ্যে ঈশ্বরই কথা বলেন, তবে জীবের কার্য কি? তবে কি ঈশ্বরকেই সত্যভাষণের ফল সুখ এবং মিথ্যাভাষণের ফল দুঃখ ভোগ করিতে হয়? ইহাও মিথ্যা। ঈশা ভেদ ঘটাইবার এবং বিবাদ বাধাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। আজকালও জনসাধারণের মধ্যে সেই কলহ-বিবাদ চলিতেছে। পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য আনয়ন করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য। তাহাতে মনুষ্যগণ দারুণ দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ যেন কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করাকেই গুরুমন্ত্র বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন। ঈশা যখন নিজেই জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ বাধান উক্তম মনে করিতেন, তখন খ্রীষ্টানগণ তাহা করিবেন না কেন? ঈশাই পরিবারস্থ লোকদিগকে পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ করা কোন খ্রীষ্ট পুরুষের কার্য্য নহে ॥ ৭১ ॥

৭২। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কতখানা রুটি আছে? তাঁহারা কহিলেন, সাত খানা আর কয়েকটি ছোট মাছ। তখন তিনি

লোকদিগকে ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে তিনি সেই সাত খানা রুটি ও সেই কয়টি মাছ লইলেন, ধন্যবাদ পূর্বক ভাজিলেন এবং শিষ্যদিগকে দিলেন, শিষ্যরা লোকদিগকে দিলেন। তখন সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল এবং যে সকল গুঁড়াগাঁড়া অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে পূর্ণ সাত বুড়ি তাঁহারা উঠাইয়া লইলেন। যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহারা জী ও শিশু ছাড়া চারি সহস্র পুরুষ। ই० ম० প० ১৫। আ० ৩৪।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন। ইহা আধুনিক ভণ্ড সিদ্ধপুরুষ এবং যাদুকরের ছল চাতুরির স্থায়। ঐ সকল রুটির মধ্যে অণু রুটি কোথা হইতে আসিল? ঈশার এমন অলৌকিক শক্তি থাকিলে, তিনি স্বয়ং অনাহারে থাকিয়া ডুমুর ফল ভক্ষণ করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইবেন কেন? মৃত্তিকা, জল এবং প্রস্তুতাদি হইতে নিজের জন্য রুটি এবং মোহন ভোগ প্রস্তুত করিয়া লইলেন না কেন? বাস্তবিক এ সকল বালকের জুঁড়ার স্থায় দেখাইতেছে। কত সাধু বৈরাগী এইরূপ ছলনা দ্বারা নির্বোধ লোকদিগকে প্রতারিত করে ॥ ৭২ ॥

৭৩। আর তখন তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ক্রিয়ানুসারে ফল দিবেন ॥ ই० ম० প० ১৬। আ० ২৭ ॥

(সমীক্ষক)—যদি কৰ্ম্মানুসারেই ফল দেওয়া হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টানদিগের পাপক্ষমা বিষয়ক উপদেশ বুধা। আবার পাপক্ষমা সত্য হইলে কৰ্ম্মানুসারে ফলদান মিথ্যা। যদি কেহ বলেন যে, যে ব্যক্তি ক্ষমাই, তাহাকেই ক্ষমা করা হয়, যে ব্যক্তি ক্ষমার অযোগ্য, তাহাকে ক্ষমা করা হয় না; তবে তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, সকল কৰ্ম্মের যথাযোগ্য ফলদান করাতেই স্থায় এবং পূর্ণ দয়া করা হয় ॥ ৭৩ ॥

৭৪। হে অবিবাসী ও বিপথগামী মনুষ্যগণ! আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটি রাই দানার স্থায় বিশ্বাসও থাকে, তবে তোমরা এই পর্ব্বতকেও যদি বল, ‘এখান হইতে এখানে সরিয়া যাও’, তবে ইহা সরিয়া যাইবে এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না ॥ ই० ম० প० ১৭। আ० ১৭।৩০ ॥

(সমীক্ষক)—আজকাল খ্রীষ্টানগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, “আমাদের ধৰ্ম্মে এস, পাপ ক্ষমা করাইয়া লও, মুক্তিলাভ কর” ইত্যাদি। তাঁহাদের ঐ সকল উপদেশ মিথ্যা। ঈশার যদি পাপখণ্ডন এবং মনুষ্যকে বিশ্বাসী এবং পবিত্র করিবার সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাঁহার শিষ্যদের আত্মাকে

নিষ্পাপ, বিশ্বাসী এবং পবিত্র করেন না কেন? যখন তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিত, তখনও তিনি তাঁহাদিগকে পবিত্র, বিশ্বাসী এবং শুভগুণাশ্রিত করিতে পারেন নাই। কে জানে মৃত্যুর পর তিনি কোথায় আছেন? এখন তিনি কাহাকেও পবিত্র করিতে পারিবেন না। তাঁহার শিষ্যদিগের মনে এক রাই কণিকা পরিমাণ বিশ্বাসও ছিল না; কিন্তু তাঁহারাই নব্য বাইবেল রচনা করিয়াছেন। সুতরাং এই গ্রন্থ প্রমাণ হইতে পারে না। যাহারা কল্যাণকামী, তাঁহারা কোন অবিশ্বাসী, অপবিত্রাত্মা এবং অধার্মিক লোকের লিখিত গ্রন্থ বিশ্বাস করিতে পারে না। এতদ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতে পারে যে, ঈশার বাক্য সত্য হইলে কোন খ্রীষ্টানের মনে এক রাই কণিকা পরিমাণ বিশ্বাস অর্থাৎ ধর্মজ্ঞান নাই। যদি কেহ বলেন, “আমার সম্পূর্ণ কিংবা অল্প বিশ্বাস আছে, তবে তাঁহাকে বলিতে হইবে, “আপনি এই পর্বতকে স্থানান্তরিত করুন”। যদি তিনি তাহা করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস নাই; মাত্র এক রাই কণিকা পরিমাণ বিশ্বাস আছে। তিনি যদি পর্বত অপসারিত করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার মনে বিশ্বাসের বা ধর্মের লেশমাত্রও নাই। যদি কেহ বলেন যে, এখানে আত্মাভিমান প্রভৃতি দৃষ্টান্তকে রূপক অর্থে পর্বত বলা হইয়াছে তবে তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ তাহা হইলে মৃতদেহে জীবনসঞ্চার, অন্ধ, কুষ্ঠরোগী এবং ভূতগ্রস্তের আরোগ্যবিধান প্রভৃতিকেও সেইরূপে অলসের আলস্য, জ্ঞানান্ধের অজ্ঞানতা, বিষয়াসক্তের বিষয়লালসা এবং ভ্রান্তবুদ্ধির ভ্রান্তিনিবারণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ তাহা সত্য হইলে ঈশা তাঁহার শিষ্যদিগের সম্বন্ধে এ সকল কার্য করিতে পারেন নাই কেন? অতএব অসম্ভব কথা বলায় ঈশার অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইতেছে। যদি ঈশার যৎসামান্য বিজ্ঞাও থাকিত, তাহা হইলে তিনি বহু লোকদের জ্ঞান এ সকল নিরর্থক বাক্য বলিভেন না। তবে কিনা, (নিরন্তপাদপে দেশে এরগোহপি ক্রমায়তে) যে দেশে বৃক্ষ নাই, সে দেশে এরগু বৃক্ষই উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ বৃক্ষরূপে গণ্য হয়। সেইরূপ নিতান্ত বহুপ্রকৃতি মূর্খদিগের দেশে ঈশাও সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত ও বিদ্বৎসমাজে ঈশার স্থান কোথায়? ৭৪॥

৭৫। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যদি না ফির ও শিশুদের জ্ঞান না হইয়া উঠ, তবে কোনও মতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ই০ ম০ প০ ১৮। আ০ ৩॥

(সমীক্ষক)—যদি স্বেচ্ছাকৃত মানসিক পরিবর্তন স্বর্গের এবং তদ্বিরুদ্ধ মনোভাব নরকের কারণ হয়, তাহা হইলে সিদ্ধ হইতেছে যে, কেহ কাহারও পাপ-পুণ্য কখনও গ্রহণ করিতে পারে না। আর শিশুর জ্ঞায় হইবার যে উপদেশ লিখিত আছে, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, ঈশার বাক্য সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান ও সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ। ঈশা হয়ত ইহাও ভাবিয়া থাকিবেন যে, সকলে শিশুর জ্ঞায় দিনাশ্রমে চক্ষু বুঝিয়া তাঁহার বাক্য বিশ্বাস করুক। খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে এমন বালবুদ্ধির জ্ঞায় কার্য্য নহে লোকের আছে; বিজ্ঞানহীন বালবুদ্ধি না হইলে তাঁহার! এ সকল যুক্তি ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা বিশ্বাস করিবেন কেন? ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, ঈশা জ্ঞয়ং বিজ্ঞানহীন এবং বালবুদ্ধি ছিলেন; নতুবা তিনি অপরকে শিশুর জ্ঞায় হইতে উপদেশ দিবে কেন? যিনি নিজে যেমন, তিনি ইচ্ছা করেন যে, অস্তুরাও সেইরূপ হউক ॥ ৭৫ ॥

৭৬। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, ধনবানের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর। আবার তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া উটের যাওয়া সহজ ॥ ইং মং পং ১৯। আং ২৩। ২৭ ॥

(সমীক্ষক)—এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। বোধ হয় ধনাঢ্যগণ তাঁহাকে সম্মান করিতেন না; তাই তিনি এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ সত্য নহে, কারণ ধনাঢ্য ও দরিদ্রদিগের মধ্যে উত্তম ও অধম দুইই আছে। যে ব্যক্তি উত্তম কৰ্ম্ম করে, সে উত্তম এবং যে ব্যক্তি অধম কৰ্ম্ম করে, সে নিকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। আর ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশার বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বরের রাজ্য কোন নির্দিষ্ট স্থান বিশেষে অবস্থিত, উহা সর্বত্র ব্যাপ্ত নহে। তাহা হইলে, সেই ঈশ্বর যথার্থ ঈশ্বরই নহেন। যিনি যথার্থ ঈশ্বর, তাঁহার রাজ্য সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত; তন্মধ্যে প্রবেশ করা অথবা না করার কথা বলা অজ্ঞতাসূচক। আবার এস্থলে প্রশ্ন উঠিতেছে যে, ধনাঢ্য খ্রীষ্টানগণ কি সকলেই নরকে এবং দরিদ্র খ্রীষ্টানগণ কি সকলেই স্বর্গে যাইবেন? ঈশা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে ধনাঢ্যদিগের যে সঙ্গতি থাকে, দরিদ্রদিগের তাহা থাকে না। যদি ধনাঢ্যগণ বিচার পূর্বক ধর্ম্মপথে অর্থব্যয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার! উত্তম গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন কিন্তু দরিদ্রগণ হীন অবস্থাতেই নিপতিত থাকেন ॥ ৭৬ ॥

৭৭। যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যত জন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছ, পুনঃ নূতন সৃষ্টিকালে যখন মনুষ্যপুত্র আপন ঐশ্বর্যের সিংহাসনে বসিবে, তখন তোমরাও ষাটশ সিংহাসনে বসিবা; ইত্সারেলের ষাটশ বংশের বিচার করিবে। আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাস্তু, ভ্রাতা, ভগিনী, পিতা, মাতা, সম্বান বা ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার শতগুণ পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে ॥ ই০ ম০ প০ ১৯। আ০ ২৮। ২৯ ॥

(সমীক্ষক)—এখন ঈশার মনের কথা বুঝুন! তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার মৃত্যুর পরেও কেহ তাঁহার জাল হইতে বহির্গত না হউক। যে ব্যক্তি ৩০ টাকার লোভে তাহার গুরুকে ধরাইয়া দিয়া তাঁহার বধের কারণ হইয়াছিল, তাদৃশ পাপীও তাঁহার পার্শ্বে সিংহাসনে উপবেশন করিবে এবং ইত্সারেলবংশীয়দিগের প্রতি পক্ষপাত বশতঃ স্থায় বিচারই করিবে না পরন্তু তাহাদের সকল পাপ ক্ষমা করিবে এবং ইত্সারেল ব্যতীত অপর বংশীয়দিগের বিচার করিবে। অনুমান হয় যে, এই কারণেই খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টানদিগের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত করিয়া থাকেন। কোন খেতাব কোন কৃষ্ণাক্ষকে হত্যা করিলে, খেতাবের প্রতি নানারূপ পক্ষপাত করা হয় এবং তাহাকে নিরপরাধ স্থির করিয়া মুক্তি দেওয়া হয়। স্বর্গে ঈশ্বরের স্থায় বিচারও বোধ হয় এইরূপ! ইহাতে একটি গুরুতর দোষ উপস্থিত হয়। সৃষ্টির আদিতে এক জনের এবং প্রলয় রাত্রির অব্যবহিত পূর্বে অপর এক জনের মৃত্যু ঘটিল; এক জন আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিচারের প্রতীক্ষায় পড়িয়া রহিল কিন্তু অপর ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিচার হইয়া গেল। ইহা কি ভয়ানক অজ্ঞান! আবার যে ব্যক্তি নরকে যাইবে, সে অনন্তকাল নরক ভোগ করিবে; কিন্তু যে ব্যক্তি স্বর্গে যাইবে, সে সর্বদা স্বর্গ ভোগ করিবে। ইহাও নিতান্ত অজ্ঞান; কারণ সীমাবদ্ধ কর্ম এবং সাধনের ফলও সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। পুনশ্চ দুইজনের পাপপুণ্যও সমান হইতে পারে না। সুতরাং সুখ দুঃখের তারতম্য অনুসারে নানাদিক সুখদুঃখ পূর্ণ বহু স্বর্গ এবং বহু নরক থাকিলেই সুখ দুঃখ ভোগ হইতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের কোন স্থলে সে রূপ ব্যবস্থা নাই। অতএব এই গ্রন্থ ঈশ্বরকৃত নহে এবং ঈশাও কখনও ঈশ্বরের পুত্র হইতে পারেন না। একজন লোকের শত শত মাতাপিতা থাকা বড়ই অনর্থের কথা। এক জনের একই পিতা এবং একই মাতা থাকাই স্বাভাবিক। মুসলমানগণ স্বর্গে এক জন

পুরুষের ৭২টি স্ত্রীলাভ হয় ইত্যাদি লিখিয়াছেন। অনুমান হইতেছে যে, তাঁহারা এসকল ব্যাপার এস্থল হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৭৭ ॥

৭৮। প্রাতঃকালে নগরে ফিরিয়া যাইবার সময়ে তিনি ক্ষুধিত হইলেন। পথের পার্শ্বে একটা ডুমুরগাছ দেখিয়া তিনি তাহার নিকটে গেলেন কিন্তু পত্র বিনা আর কিছুই তাহাতে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি গাছটিকে কহিলেন, আর কখনও তোমাতে ফল না ধরুক এবং হঠাৎ সেই ডুমুর গাছটা শুকাইয়া গেল। ই০ ম০। প০ ২১। আ০ ১৮। ১৯॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ বলিয়া থাকেন যে, ঈশা নিত্যন্ত শাস্ত্রপ্রকৃতি, শমগুণাশ্রিত এবং ক্রোধাদি দোষরহিত ছিলেন। কিন্তু এই কথায় জানা যাইতেছে যে, তিনি ক্রুদ্ধস্বভাব, ঋতুজ্ঞানবিহীন এবং বশুপ্রকৃতি ছিলেন। ভাল, বৃক্ষ জড়পদার্থ; তিনি কি অপরাধে উহাকে অভিশাপ দিলেন? অভিশাপের ফলে বৃক্ষটি তৎক্ষণাৎ শুক হইয়া গেল। বোধ হয় তাঁহার অভিশাপে উহা শুক হয় নাই; কাহারও দ্বারা ঔষধ প্রয়োগের ফলে বৃক্ষটির শুক হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে ॥ ৭৮ ॥

৭৯। আর সেই সময়ের ক্রেশের পরেই সূর্য্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র জোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে তারাগণের পতন হইবে ও আকাশ মণ্ডলের সেনা সকল বিচলিত হইবে ॥ ই০ ম০ প০ ২৪। আ০ ২৯॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! ঈশা কোন বিজ্ঞাবলে জানিতে পারিলেন যে, আকাশ হইতে নক্ষত্র ভূতলে পতিত হয়? আকাশের কোন সেনাই বা পতিত হইবে? যদি ঈশার কিঞ্চিদ্বাত্রও বিজ্ঞা পড়া থাকিত, তবে তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে এই সকল তারা ভূমণ্ডলের স্থায় এক একটি লোকবিশেষ স্মরণ্য ঐসকলের পতন অসম্ভব। ইহাতে জানা যাইতেছে যে ঈশা সূত্রধর-কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বদা কাষ্ঠ বিদারণ, ছেদন, ভেদন এবং সংযোজন প্রভৃতি সূত্রধরের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার মনে চিন্তার উদয় হইল, “আমিও এই বশুদেশে পয়গম্বর হইতে পারিব”। অতঃপর তিনি উপদেশ দিতে লাগিলেন। ভাল মন্দ অনেক কথাই তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইল। তথাকার বশু লোকেরা তাঁহার উপদেশ মানিয়া লইলেন। তদানীন্তন ইউরোপ আধুনিক ইউরোপের স্থায় উন্নতিশীল থাকিলে তাঁহার এসকল অলৌকিক শক্তিপ্রদর্শন কিছুমাত্র সম্ভবপর হইত না। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয়দিগের কিঞ্চিং বিজ্ঞানগতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা সুবিধাবাদ ও

দুরাগ্রহ ২শত: এই অসার মত পরিভাগ করিয়া সর্বতোভাবে সত্য বৈদিক ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন না, ইহাই তাঁহাদের ক্রটি ॥ ৭৯ ॥

৮০। আকাশ ও পৃথিবী নড়চড় হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের নড়চড় কখনও হইবে না। ই০ ম০ প০ ২৪। আ০ ৩৫ ॥

(সমীক্ষক)—ইহাতেও ঈশার অজ্ঞতা এবং মূর্খতা প্রকাশ পাইতেছে। ভাল, আকাশ নড়িয়া কোথায় যাইবে? আকাশ অতীব সূক্ষ্ম, উহা চক্ষুগোচর নহে, তাহা হইলে আকাশের অপসরণ কে দেখিতে পায়? তদ্ব্যতীত নিজ মুখে আত্মপ্রশংসা করা ভাল লোকের কার্য্য নহে ॥ ৮০ ॥

৮১। পরে তিনি বামদিকে অবস্থিত লোকদিগকে বলিবেন, ওহে শাপগ্রস্ত লোক সকল! আমার নিকট হইতে দূর হও, শয়তানের ও তাহার দূতগণের জন্ত যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে প্রবেশ কর। ই০ ম০ প০ ২৫। আ০ ৪১ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, নিজ শিষ্যদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করা এবং অপর লোকদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা কি ভয়ঙ্কর পক্ষপাতিতা! কিন্তু যখন আকাশই থাকিবেনা, তখন অনন্ত অগ্নি-নরক এবং স্বর্গ কোথায় থাকিবে? যদি ঈশ্বর শয়তানকে এবং তাহার দূতদিগকে সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নরকের জন্ত এসকল আয়োজন করিতে হইত না। এক শয়তানই যে ঈশ্বরকে ভয় করে না, তিনিই বা কেমন ঈশ্বর? শয়তান ঈশ্বরের দূত হওয়া সত্ত্বেও তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল; তথাপি যে ঈশ্বর প্রথমেই তাহাকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ অথবা নিহত করিতে পারেন নাই, তাহার ঈশ্বরতাই বা কিরূপ? শয়তান ঈশাকেও ৮০ দিন ধরিয়া নির্যাতন করিল, তথাপি ঈশা তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না, সুতরাং তাহারও ঈশ্বরের পুত্র হওয়া বৃথা। অতএব ঈশা ঈশ্বরের পুত্র নহেন এবং বাইবেলের ঈশ্বরও ঈশ্বর হইতে পারে না ॥ ৮১ ॥

৮২। তখন বার জন শিষ্যের মধ্যে একজন যাহাকে ঈশ্বরিয়্যোতী যিহূদা বলা যায়, সে প্রধান যাজকদের নিকটে গিয়া কহিল, আমাকে কি দিতে চান বলুন, আমি যীশুকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিব। তাহার। তাহাকে ত্রিশ রৌপ্যও দেওয়া ঠিক করিলেন। ই০ ম০ প০ ২৬। আ০ ১৪। ১৫ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! এস্থলে ঈশার সমস্ত অলৌকিকত্ব এবং ঈশ্বরত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। তাহার প্রধান শিষ্য তাঁহার সাক্ষাৎ সংসর্গে থাকিয়াও

পবিত্রাত্মা হইল না ; তাহা হইলে ঈশা মৃত্যুর পর অপরকে কিরূপে পবিত্রাত্মা করিবেন ? যাঁহারা ঈশায় বিশ্বাসী তাঁহারা তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া কতই না প্রভাবিত হইয়াছেন। যিনি সাক্ষাৎ সংসর্গে থাকিয়া শিশুদিগের কোনরূপ কল্যাণ করিতে পারিলেন না, তিনি মৃত্যুর পর কাহার কি কল্যাণ করিবেন ? ৮২ ॥

৮৩। পরে তাঁহারা ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে ঘীশু রুটি লইয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন এবং শিশুদিগকে দিলেন, আর কহিলেন লও, ভোজন কর, ইহা আমার শরীর। পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধনুবাদ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে ইহা হইতে পান কর। কারণ ইহা আমার অর্থাৎ নব বিধানের রক্ত। ই০ ম০ পর্ব্ব ২৬। আ০ ২৬। ২৭। ২৮ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, জ্ঞানহীন বহু মনুষ্য বাতীত কোন সভ্য মনুষ্য কি শিশুদিগের ভোজ্য বস্তুকে নিজের মাংস এবং পানীয় বস্তুকে রুধির বলিতে পারে ? কিন্তু আধুনিক খ্রীষ্টানগণ ইহাকেই প্রভুভোজন বলেন ; অর্থাৎ তাঁহারা ঈশার মাংস এবং রুধির ভাবনা করিয়া ভোজ্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা কিরূপ জঘন্য ব্যাপার ! যাঁহারা গুরুর মাংস ভোজন ও রুধিরপানের ভাবনা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা কিরূপে অপরাধীদিগের মাংসভোজন ও রুধিরপান পরিত্যাগ করিবেন ? ৮৩ ॥

৮৪। পরে তিনি পিতাকে এবং দুইজনের দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর দুঃখার্ত ও ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মুহূৰ্ত্ত দুঃখার্ত হইয়াছে। পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে পিতা, যদি সম্ভব হয়, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক ॥ ই০ ম০ প০ ৩৬। আ০ ৩৭। ৩৮। ৩৯ ॥

(সমীক্ষক)—যদি ঈশা মনুষ্যের পরিবর্তে ঈশ্বরের পুত্র, ত্রিকালদর্শী ও বিদ্বান হইতেন, তাহা হইলে এমন অশোভন কার্যা করিতেন না। এতদ্বারা ন্যস্তরূপে জানা যাইতেছে যে, ঈশা কিংবা তাঁহার শিষ্যগণ এই মিথ্যা প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছেন যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র, ভূত-ভবিষ্যৎবেত্তা এবং পাপক্ষমাকারী। বস্তুতঃ বৃথিতে হইবে, তিনি একজন সরলপ্রকৃতি সাধারণ অশিক্ষিত লোক ছিলেন ; বিদ্বান, যোগী কিংবা সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন না ॥ ৮৪ ॥

৮৫। তিনি যখন কথা কহিতেছেন, দেখ সেই বার জনের একজন রিহুদা আসিল এবং তাহার সঙ্গে বিস্তর লোক খড়্গ ও লাঠী লইয়া প্রধান

যাজকদের ও প্রাচীনবর্গের লোকদের নিকট হইতে আসিল। যে তাঁহাকে ধরিয়া দিতেছিল, সে তাহাদিগকে এই সঙ্কেত বলিয়াছিল, আমি যাহাকে চুশ্বন করিব, সে ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাহাকে ধরিবে। সে তখনই যীশুর নিকট গিয়া বলিল, “গুরুদেব প্রণাম” আর তাঁহাকে আগ্রহ পূর্বক চুশ্বন করিল।..... তখন তাহারা নিকটে আসিয়া যীশুর উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে ধরিল।... তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।.....অবশেষে দুই জন মিথ্যা সাক্ষী আসিয়া বলিল, এই ব্যক্তি বলিয়াছিল, আমি ঈশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে, আবার তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতে পারি। তখন মহাযাজক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কিছুই উত্তর দিতেছ না, ইহারা তোমার বিরুদ্ধে কত কিছু সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু যীশু নির্বাক্ রহিলেন। তখন মহাযাজক যীশুকে বলিলেন, আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বরের নামে দিব্য দিতেছি; আমাদিগকে বল দেখি, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র? যীশু উত্তর করিলেন, “তুমিই ত বলিলে”। তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিলেন, এ ঈশ্বরের নিন্দা করিল, আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন? দেখ এখন তোমরা ঈশ্বর নিন্দা শুনিবে; তোমাদের কি বিবেচনা হয়? তাহারা উত্তর করিয়া কহিল, “এ মরিবার যোগ্য”। তখন তাহারা তাঁহার মুখে ধুধু দিল ও তাঁহাকে ঘুষি মারিল। আর কেহ তাহাকে চপেটাঘাত করিয়া কহিল, রে খ্রীষ্ট, আমাদের কাছে ভবিষ্যৎ বাণী বল, কে তোকে মারিল? পিতর বাহির প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলেন; আর একজন দাসী তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, তুমিও সেই গালীলীর যীশুর সঙ্গে ছিলে। কিন্তু তিনি সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, তুমি কি বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তিনি ফটকের নিকটে গেলে, আর এক দাসী তাঁহাকে দেখিয়া সে স্থানের লোকদিগকে কহিল, এ ব্যক্তি সেই নাসরী যীশুর সঙ্গে ছিল। তিনি আবার অস্বীকার করিলে, তিনি দিব্য করিয়া কহিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না।...তখন তিনি অভিশাপ পূর্বক সালাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি সে ব্যক্তিতে চিনি না॥ ই০ ম০ প০ ২৬। আ০ ৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৬১।৬২। ৬৩।৬৪।৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১।৭২।৭৪॥

(সমীক্ষক) — এখন দেখুন! ঈশার এমন ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি ছিল না যদ্বারা তিনি শিষ্যদিগের মনে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে পারিতেন। তাঁহাকে ধরাইয়া দেওয়া, অস্বীকার করা এবং মিথ্যা শপথ করার পরিবর্তে জীবন বিসর্জন

করাই তাঁহার শিষ্যদের কর্তব্য ছিল। ঈশার কোন অলৌকিক শক্তি ছিল না। প্রাচীন বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে, লুতের গৃহে অতিথিদিগকে বধ করিবার জন্ত বহু লোক আক্রমণ করিয়াছিল। সেই স্থানে ঈশ্বরের দুইজন দূত ছিলেন; তাহারা তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিলেন। যদিও ইহা একটি অসম্ভব গল্প, তথাপি ইহা হইতে জানা যায় যে দূতগণের যে সামর্থ্য ছিল, ঈশার তাহাও ছিল না। কিন্তু আজকাল খ্রীষ্টানগণ ঈশার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে কতই না গর্ব করিয়া থাকেন! ভাল এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া মরা অপেক্ষা স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া, যোগে সমাধিস্থ হইয়া কিংবা অশ্ব কোন রূপে মৃত্যুবরণ করাই উত্তম ছিল। কিন্তু বিজ্ঞা ব্যতীত সেইরূপ বুদ্ধি কোথা হইতে আসিবে? আবার ঈশা ইহাও বলিয়াছেন ॥ ৮৫ ॥

৮৬। আমি এখন আমার পিতার কাছে মিনতি করিতেছি না। তিনি আমার জন্ত ষাটশ বাহিনী অপেক্ষা অধিক স্বর্গদূত পাঠাইবেন না ॥ ইং মং পঃ ২৬ আঃ ৫৩ ॥

সমীক্ষক—তিনি ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন, নিজের এবং পিতার দর্পও করিতেছেন; কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেছে না। দেখুন! কিরূপ আশ্চর্যের বিষয়, যখন মহাযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, “এসকল লোক তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে, তুমি ইহার উত্তর দাও”; তখন ঈশা নীরব হইয়া রহিলেন। তিনি ইহা ভাল করেন নাই, সত্য প্রকাশ করাই উচিত ছিল। তাঁহার পক্ষে এইরূপ অহঙ্কার করা এবং তাঁহার হত্যাকারীদিগের পক্ষেও তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা উচিত কার্য্য হয় নাই। তাহারা যে অপরাধের জন্ত তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার সে অপরাধ ছিল না। কিন্তু, তাহারাও ত বহু প্রকৃতির লোক ছিল; তাহারা জ্ঞানবিচার কি বুঝিবে? যদি ঈশা অনর্থক নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া ছলনা না করিতেন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি এমন দুর্ব্যবহার না করিতেন, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই ভাল হইত। কিন্তু এত বিজ্ঞা, ধর্ম ও জ্ঞানপরায়ণতা ইহারা কোথায় পাইবেন? ৮৬ ॥

৮৭। যীশুকে অধ্যক্ষের সম্মুখে দাঁড় করান হইল। অধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ইহুদীদের রাজা? যীশু তাঁহাকে বলিলেন—“তুমিই বলিলে”। আর যখন প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীন বর্গ তাঁহার উপরে দোষারোপ করিতেছিল, তিনি তখন কিছুই উত্তর করিলেন না। তখন পীলাত তাঁহাকে কহিলেন, “তুমি কি শুনিতেছ না, উহার তোমার বিপক্ষে কত

বিষয় সাক্ষ্য দিতেছে”! তিনি তাঁহার এক কথারও উত্তর দিলেন না; ইহাতে অধ্যক্ষ অতিশয় আশ্চর্য্য মনে করিলেন। গীলাত তাহাদিগকে বলিলেন, যাহাকে খ্রীষ্ট বলে সেই যীশুকে কি করিব? তাহারা সকলে কহিল, উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক। তিনি যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্ত সমর্পণ করিলেন। তখন অধ্যক্ষের সেনাগণ যীশুকে রাজবাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকটে সকল সেনাদলকে একত্র করিল। আর তাহারা তাঁহার বস্ত্র খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে একখানা লোহিত বস্ত্র পরিধান করাইল। আর কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাহারা তাঁহার মস্তকে দিল ও তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটি নল দিল; পরে তাঁহার সম্মুখে জাম্বু পাতিয়া, তাঁহাকে বিক্রপ করিয়া বলিল, “যিহূদি-রাজ, প্রণাম! আর তাহারা তাঁহার গাত্রে ধুধু দিল ও সেই নল লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল। আর তাঁহাকে বিক্রপ করিবার পর বস্ত্রখানি খুলিয়া ফেলিয়া তাহারা আবার তাঁহার নিজের বস্ত্র পরাইয়া দিল এবং তাঁহাকে ক্রুশে দিবার জন্ত লইয়া চলিল। পরে গলগথা নামক স্থানে, অর্থাৎ যাহাকে মাথার খুলির স্থান বলে, সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহারা তাঁহাকে পিত্তমিশ্রিত জ্বাকারস পান করিতে দিল; তিনি তাহা চাখিয়া পান করিতে চাহিলেন না। আর উহারা তাঁহার মস্তকের উপরে তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহার দোষের কথা লিখিয়া লাগাইয়া দিল। তখন দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইল, একজন দক্ষিণ পার্শ্বে, আর একজন বাম পার্শ্বে। তখন যে সকল লোক সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা মাথা নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার নিন্দা করিয়া কহিল, “ওহে, তুমি না মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুল। আপনাকে রক্ষা কর, যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস।” সেইরূপ প্রধান যাজকেরা অধ্যাপকগণের ও প্রাচীনবর্গের সহিত বিক্রপ করিয়া কহিল, “এ ব্যক্তি অশ্রান্ত লোককে রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না; ও ত ইস্রায়েলের রাজা। এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আসুক; তাহা হইলে আমরা উহার উপরে বিশ্বাস করিব; ও ঈশ্বরে ভরসা রাখে, এখন তিনি নিস্তার করুন, যদি ঈশ্বর উহাকে চান; কেননা ও বলিয়াছে,—আমি ঈশ্বরের পুত্র। আর যে দুইজন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল তাহারাও সেইরূপে তাঁহাকে তিরস্কার করিল। আর ষিপ্রছর হইতে তৃতীয় প্রহরের মধ্য সময়ে যীশু উচ্চ রবে চাৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, “এলী এলী লামা

শব্দভানী”। অর্থাৎ “ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ” ? তাহাতে যাহারা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই কথা শুনিয়া কহিল, এ ব্যক্তি এলিয়াকে ডাকিতেছে। আর তাহাদের মধ্যে একজন অমনি দৌড়িয়া গেল, এক খানা স্পঞ্জ লইয়া তাহাতে ড্রাকারস ভিজাইল, একটা নলে লাগাইয়া তাহা তাঁহাকে পান করিতে দিল। পরে যীশু আবার উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ই০ ম০ প০ ২৭। আ০ ১১—১৪। ২২—৩৪। ৩৭—৫০ ॥

(সমীক্ষক)—দুর্বৃত্তগণ ঈশার প্রতি সকল প্রকার দুর্বাবহার করিয়াছিল। কিন্তু ঈশারও দোষ ছিল। কারণ কেহই ঈশ্বরের পুত্র নহে; ঈশ্বর কাহারও পিতা নহেন। কাহারও পিতা হইতে হইলে, তাঁহাকে কাহারও ঈশ্বর, কাহারও শ্যালক এবং কাহারও সম্বন্ধী ইত্যাদি হইতে হইবে। যখন অধাক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাঁহার সত্য বলাই উচিত ছিল। তাঁহার পূর্ববর্ণিত অলৌকিক কার্যগুলি সত্য হইলে তিনি ক্রুশ হইতে অবতরণ করিয়া সকলকে শিষ্য করিয়া ফেলিতেন। তিনি যদি সত্যই ঈশ্বরের পুত্র হইতেন, তাহা হইলে ঈশ্বরও তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। তিনি ত্রিকালদর্শী হইলে, পিতৃমিশ্রিত ড্রাকারস আশ্বাদন করিয়া ছাড়িবেন কেন ? পূর্বেই ত জানিতে পারিতেন। তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইলে, এমন চীৎকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবেন কেন ? সুতরাং জানা উচিত যে, যিনি যতই চতুর হউন না কেন, পরিণামে সত্য সত্যই এবং মিথ্যা মিথ্যাই হইয়া থাকে। আর ইহাও জানা গেল যে, ঐ সময়ে ঈশা বহু মনুষ্যদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ উন্নত ছিলেন; নতুবা তাঁহাকে এমন দুঃখ ভোগ করিতে হইবে কেন ? ৮৭ ॥

৮৮। আর দেখ, মহাভূমিকম্প হইল, কেননা প্রভুর এক দূত নামিয়া আসিয়া সেই কবরদ্বার হইতে পাথরখানা সরাইয়া দিলেন এবং তাহার উপরে বসিলেন।...তিনি এখানে নাই ? কেননা তিনি উঠিয়াছেন, যেমন বলিয়াছিলেন।...শিষ্যদিগকে সংবাদ দিবার জন্ত দৌড়িয়া গেলেন। আর দেখ যীশু তাঁহার সম্মুখবর্তী হইলেন, কহিলেন, তোমাদের মঙ্গল হউক; তখন তাঁহারা নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ ধরিলেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না; তোমরা যাও, আমার ভ্রাতৃগণকে সংবাদ দেও, যেন তাহারা গালীলে যায়; সেইখানে তাহারা আমাকে দেখিতে পাইবে। পরে একাদশ শিষ্য গালিলে যীশুর নিরূপিত পর্বতে গমন করিলেন,

আর তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন ; কিন্তু কেহ কেহ সন্দেহ করিলেন ।
তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কইলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও
পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে । আর দেখ, আমি যুগান্ত
পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি ॥ ই০ ম০ প০ ২৮ । আ০ ২।৬।
৯।১০।১৬।১৭।১৮।২০ ॥

(সমীক্ষক)—ইহাও সৃষ্টিক্রম এবং বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য
নহে । ঈশ্বরের নিকট দূত থাকি, তাঁহাদিগকে যে সে স্থানে প্রেরণ করা এবং
স্বর্গ হইতে তাঁহাদের অবতরণ ইত্যাদি বিবরণ দ্বারা ঈশ্বরকে কি “তহশীলদার”
অথবা “কালেক্টার” সদৃশ করা হয় নাই ? ঈশা কি সশরীরেই স্বর্গে
গমন করিলেন ? আবার মৃত্যুর পর তিনি কি পুনর্জীবিত হইয়া উঠিলেন ?
ত্রীলোকেরা তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন । তাহা হইলে
তাঁহার কি তখন সেই শরীরই ছিল ? সেই শরীর ত তিন দিন কবরের মধ্যে
ছিল ; তবে উহা পচে নাই কেন ? নিজের মুখে “আমি সর্বাধিকারী হইয়াছি”
বলা কেবল আত্মস্তম্ভিতা মাত্র ! কবর হইতে উত্থানের পর শিষ্যদিগের
সহিত মিলিত হওয়া এবং তাহাদের সহিত সকল বিষয়ে কথোপকথন করা অসম্ভব ।
এ সকল সত্য হইলে, আজকালও কেহ কবর হইতে পুনর্জীবিত হইয়া উত্থান
করে না কেন ? সশরীরে স্বর্গেই বা গমন করে না কেন ?

এ পর্য্যন্ত মণ্ডলিখিত সুসমাচার বিষয়ে লিখিত হইল । অতঃপর মার্কলিখিত
সুসমাচার সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে ॥ ৮৮ ॥

মার্কলিখিত সুসমাচার ।

৮৯ । একি সেই সূত্রধর নয় ? ই০ মার্ক০ প০ ৬ । আ০ ৩ ॥

(সমীক্ষক)—প্রকৃত পক্ষে যুসফ সূত্রধর ছিলেন, সূত্রধর ঈশাও
সূত্রধর ছিলেন । ঈশা কয়েক বৎসর সূত্রধরের কার্য্য করিয়া পরে পয়গম্বর
হইলেন এবং পয়গম্বর হইতে ঈশ্বরের পুত্র হইয়া পড়িলেন । বশু মম্বুষোর
তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিল । তাহাতেই তিনি অত্যন্ত
চতুরতা দেখাইতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু কাঠকাটা-চিরাই তাঁহার বৃত্তি ছিল ॥ ৮৯ ॥

লুকলিখিত সুসমাচার ।

৯০ । যীশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে সং কেন বলিতেছ ? একজন ব্যক্তিরকে
সং আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর ॥ ই০ লুক০ প০ ১৮ । আ০ ১৯ ॥

(সমীক্ষক)—ঈশা স্বয়ং যখন বলিতেছেন যে, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টানগণ পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মা—এই তিন কোথায় পাইলেন ? ৯০ ॥

৯১। তখন তাঁহাকে হেরোদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। যীশুকে দেখিয়া হেরোদ অতিশয় আনন্দিত হইলেন, কেননা তিনি তাঁহার বিষয় শুনিয়াছিলেন, এই জন্ত অনেক দিন হইতে তাঁহাকে দেখিতে বাঞ্ছা করিয়া ছিলেন এবং তাঁহার কৃত কোন অলৌকিক কার্য্য দেখিবার আশা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু যীশু তাঁহাকে কোন উত্তর দিলেন না ॥ ই০ লুক০ পর্ব্ব ২৬। আ০ ৮।৯ ॥

(সমীক্ষক)—মধিলিখিত সুসমাচারে ইহার উল্লেখ নাই। সুতরাং এই সাক্ষ্য বিকৃত। সকল সাক্ষীর বিবৃতি একরূপ হওয়া উচিত। যদি ঈশা চতুর এবং শক্তিশালী হইতেন, তাহা হইলে তিনি হেরোদকে উত্তর দিতেন এবং তাঁহার অলৌকিক শক্তিও প্রদর্শন করিতেন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, ঈশার দ্বিষ্টা এবং অলৌকিক শক্তি কিছুই ছিল না ॥ ৯১ ॥

যোহনলিখিত সুসমাচার।

৯২। আদিতে বাক্য ছিল এবং বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহা তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই। তাহার মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতি ছিল ॥ ই০ যোহন প০ ১। আ০ ১।২।৩।৪ ॥

(সমীক্ষক)—আদিতে বাক্য বাতীত শব্দ থাকিতে পারে না। অতএব শব্দ ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল বলা বুৎ। শব্দ কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না। শব্দ যখন আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, তখন শব্দ ঈশ্বরের পূর্বে ছিল কিংবা ঈশ্বর শব্দের পূর্বে ছিলেন, এইরূপ প্রয়োগ ঘটিতে পারে না। অধিকন্তু কারণ ব্যতীত শব্দদ্বারা কখনও সৃষ্টি হইতে পারে না। শব্দ ব্যতিরেকেও সৃষ্টিকর্তা নিঃশব্দে সৃষ্টি করিতে পারেন। জীবন কি? জীবন কোথায় ছিল? যদি এই বচন দ্বারা জীবকে অনাদি মনে করা হয়, তাহা হইলে আদমের নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রণালিত করার কথা মিথ্যা। কেবল কি মনুষ্যেরই জীবন উজ্জ্বল? পশুদির জীবন কি উজ্জ্বল নহে? ৯২ ॥

৯৩। আর রাত্রিভোজের সময়ে শয়তান তাঁহাকে সমর্পণ করিবার

সংকল্প শিমোনের পুত্র ঈকুরিয়োতী যিহুদার হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছিল ॥
যোঃ ই০ পর্ব ১৩। জাঃ ২ ॥

(সমীক্ষক)—ইহাও সত্য নহে। খ্রীষ্টানদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, “যদি শয়তান সকলকেই বিভ্রান্ত করে, তাহা হইলে শয়তানকে বিভ্রান্ত করে কে”? যদি বলা হয় যে, শয়তান নিজেই নিজেকে বিভ্রান্ত করে, তাহা হইলেও মনুষ্যও নিজে নিজেকে বিভ্রান্ত করিতে পারে, শয়তানের প্রয়োজন কি? যদি পরমেশ্বরই শয়তানের সৃষ্টিকর্তা হন এবং শয়তানকে বিভ্রান্ত করেন, তাহা হইলে খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর শয়তানের শয়তান; তিনিই শয়তানের দ্বারা সকলকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন। ভাল, এমন কার্য কি পরমেশ্বরের পক্ষে সম্ভব? সত্য বলিতে গেলে, যিনি খ্রীষ্টানদিগের এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং যিনি ঈশাকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনিই শয়তান! বাস্তবিক এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত নহে, এই পুস্তকে বর্ণিত ঈশ্বরও যথার্থ ঈশ্বর নহেন এবং যীশুও ঈশ্বর পুত্র হইতে পারেন না ॥ ৯৩ ॥

৯৪। তোমাদের হৃদয় উন্মিষ্ট না হউক, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম; কেননা আমি তোমাদের জন্ম স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্ম স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেইখানে থাক। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমিই পথ, সত্য ও জীবন; আমার মধ্য দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকট পৌঁছিতে পারে না। আমাকে জানিলে আমার পিতাও জানিবে ॥ ই০ যোঃ প০ ১৪। জাঃ ১২। ৩৪। ৬। ৭ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! ঈশার এ সকল কথা কি পোপ-লীলা অপেক্ষা কোন অংশে কম? এমন প্রপঞ্চ রচনা না করিলে, কে তাঁহার মতজালে জড়িত হইত? ঈশা কি তাঁহার পিতার অধিকার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন? ঈশ্বর যদি ঈশার বশীভূত হন, তবে তিনি পরাধীন। যিনি পরাধীন তিনি ঈশ্বরই নহেন। বাস্তবিক ঈশ্বর কাহারও অনুরোধ শুনে না। ঈশার পূর্বে কি কেহ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন নাই? এইরূপে স্থানাদির প্রলোভন প্রদর্শন করা এবং নিজ মুখে নিজেকে পন্থা, সত্য ও জীবন বলা সম্পূর্ণ আত্মসম্মতির পরিচায়ক। সুতরাং এ সকল কথাও সত্য হইতে পারে না ॥ ৯৫ ॥

৯৫। আমি তোমাদিগকে সত্য সত্য বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি সেও তাহা করিবে, এমন কি এ সকল হইতেও বড় বড় কার্য্য করিবে। যোঃ ইঃ পর্ব্ব ১৪। আঃ ১২ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! যদি খ্রীষ্টানগণ ঈশাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মৃতসঞ্জীবনাদি কার্য্য করিতে পারেন না কেন? তাঁহারা যদি বিশ্বাস বলে বিশ্বয়জনক কার্য্য করিতে না পারেন, তবে নিশ্চয় জামিতে হইবে যে, ঈশাও তাহা করেন নাই। ঈশা স্বয়ং বলিতেছেন, “তোমরাও আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করিবে”; তাহা সত্ত্বেও কোন খ্রীষ্টান সেইরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। তাহা হইলে এমন অজ্ঞানান্ধ কে আছে যে, ঈশার মৃতসঞ্জীবন প্রভৃতি বিশ্বাস করিবে? ৯৫ ॥

৯৬। ঈশ্বর অদ্বিতীয় এবং সত্য। ইঃ যোঃ ১৭। আঃ ৩ ॥

(সমীক্ষক)—যদি ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টানগণ যে তাঁহাকে তিন বলেন তাহা সর্ব্বথা মিথ্যা ॥ ৯৬ ॥

নবা বাইবেলের বহুলাংশ এইরূপ বিরুদ্ধ কথায় পরিপূর্ণ।

যোহনের প্রকাশিত বাক্য।

এখন যোহনের অদ্ভুত কথাগুলি শ্রবণ করুন—

৯৭। তাঁহাদের মস্তকের উপর স্তূর্ণ মুকুট। সেই সিংহাসনের সম্মুখে সপ্ত প্রদীপ জলিতেছে, তাহা ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। আর সেই সিংহাসনের সম্মুখে কাচময় এক সমুদ্র আছে এবং সিংহাসনের চারি দিকে চারি প্রাণী আছে। তাহাদের আগে পিছে নেত্রযুক্ত আছে। যোঃ প্রঃ পঃ ৪। আঃ ৪। ৫। ৬ ॥

(সমীক্ষক)—দেখুন, খ্রীষ্টানদিগের স্বর্ণ যেন একটি নগর এবং তাঁহাদের ঈশ্বর যেন একটি অলস প্রদীপ! স্বর্ণমুকুট প্রভৃতি অলঙ্কার ধারণ এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে নেত্রবিশিষ্ট জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব। তদ্ব্যতীত সে স্থলে সিংহ প্রভৃতি চারিটি পশুরও উল্লেখ আছে। এ সকল কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? ৯৭ ॥

৯৮। আর যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, আমি তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একখানা পুস্তক দেখিলাম; তাহার ভিতর ও বাহির লিখিত ও সপ্ত মুদ্রার মুদ্রাক্রিত। ঐ পুস্তক খুলিবার ও তাহার ছাপা সকল ভাগিবার যোগ্য কে? কিন্তু

স্বর্গে, পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচে সেই পুস্তক খুলিতে অথবা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে কাহারও সাধ্য হইল না। তখন আমি বিস্তর রোদন করিতে লাগিলাম, কারণ সেই পুস্তক খুলিবার ও তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবার যোগ্য কাহাকেও পাওয়া গেল না। যোঃ প্রঃ ১। পর্ব ৫। আঃ ১২। ৩। ৪ ॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গে সিংহাসন এবং মানব-মূলত্ব আড়ম্বর আছে। তদ্ব্যতীত বহু শীলমোহরযুক্ত পুস্তকও আছে। স্বর্গস্থ কিংবা পৃথিবীস্থ কাহারও উহা খুলিবার বা দেখিবার অধিকার নাই। যোহন রোদন করিতে থাকিলে, একজন প্রাচীন লোক বলিলেন যে, ঈশাই উহা খুলিতে পারেন। একটি প্রবাদ বাক্য আছে—যাহার বিবাহ তাহারই গীত গাও। ঈশার উপরেই সমস্ত মাহাত্ম্য আরোপ করা হইতেছে; কিন্তু এ সকল কেবল কথার কথা মাত্র ॥ ৯৮ ॥

৯৯। পরে আমি দেখিলাম ঐ সিংহাসনের ও চারি প্রাণীর এবং প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক মেঘশাবক দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে যেন বধ করা হইয়াছিল; তাহার সপ্ত শৃঙ্গ ও সপ্ত চক্ষু; সেই চক্ষু সমস্ত পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। যোঃ প্রঃ পঃ ৫। আঃ ৬ ॥

(সমীক্ষক)—যোহনের স্বপ্নে কিরূপ মনোবৃত্তি রহিয়াছে দেখুন! উক্ত স্বর্গে কেবল খ্রীষ্টানগণ, চারিটি পশু এবং ঈশা ব্যতীত অপর কেহই নাই! নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহলোকে ঈশার ছুইটিমাত্র চক্ষু ছিল, শৃঙ্গের নামমাত্রও ছিল না; কিন্তু স্বর্গে তাঁহার সাতটি চক্ষু এবং সাতটি শৃঙ্গ হইল, আবার ঐ সকল প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের আত্মা! হৃৎথের বিষয় খ্রীষ্টানগণ এ সকল বিষয় কেন বিশ্বাস করিয়াছেন? তাঁহারা ত কিঞ্চিৎ বুদ্ধিও কার্যে প্রয়োগ করিতে পারিতেন ॥ ৯৯ ॥

১০০। তিনি যখন পুস্তকখানি গ্রহণ করেন, তখনও চারি প্রাণী ও প্রাচীন বর্গের চন্নিবশ জন মেঘশাবকের সাক্ষাতে প্রণিপাত করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের কাছে একটি বীণা ও স্তম্ভধ্বনি ধূপে পরিপূর্ণ পবিত্র লোকদের কাম্য স্বর্ণময় বাটি ছিল। যোঃ প্রঃ পঃ ৫। আঃ ৮ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, যে সময়ে ঈশা স্বর্গে ছিলেন না, সে সময়ে এই হতভাগ্যগণ ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং আরতি প্রভৃতি দ্বারা কাহার পূজা করিত? এখন প্রোটেষ্ট্যান্ট খ্রীষ্টানগণ মূর্তিপূজা খণ্ডন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের স্বর্গ মূর্তিপূজার গৃহস্বরূপ। ১০০ ॥

১০১। পরে আমি দেখিলাম যখন, সেই মেঘশাবক সেই সাতটির মধ্যে প্রথম মুজাটি খুলিলেন, তখন আমি সেই চারি প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণীর মেঘ গর্জনের তুল্য এই বাণী শুনিলাম—আইস। আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, এক শুক্লবর্ণ অশ্ব এবং তাহার উপরে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি ধনুর্ধারী, তাঁহাকে এক মুকুট প্রদত্ত হইল এবং তিনি জয় করিতে করিতে সবই জয় করিবার জন্ত বাহির হইলেন। যখন তিনি দ্বিতীয় শীলমোহর খুলিলেন তখন লাল ঘোড়া বাহির হইল। পৃথিবী হইতে ঐক্য নষ্ট করার আদেশ তাহাকে প্রদত্ত হইল। তৃতীয় শীলমোহর খুলিলে এক কৃষ্ণবর্ণ ঘোড়া দেখা গেল। চতুর্থ শীলমোহর খুলিলে এক পীতবর্ণ ঘোড়া দেখা গেল। তাহার উপর মৃত্যু আরোহণ করিয়া আছে ইত্যাদি ॥ যো. প্র. প. ৬। আ. ১-৫। ৭। ৮ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন, এসকল গল্প পুরাণের গল্প অপেক্ষাও অধিকতর অসম্ভব কিনা! পুস্তকের শীলমোহরের মধ্যে অশ্ব এবং অশ্বারোহী কিরূপে থাকিতে পারে? যিনি এসকল স্বপ্নপ্রলাপকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহার অজ্ঞতা সম্বন্ধে যত অধিক বলা যায় ততই কম ॥ ১০১ ॥

১০২। তাঁহারা উচ্চ রবে ডাকিয়া কহিলেন, হে পবিত্র সত্যময় অধিপতি, বিচার করিতে এবং পৃথিবীর নিবাসীদিগকে আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে কতকাল বিলম্ব করিবে? তখন তাঁহাদের প্রত্যেককে শুক্লবস্ত্র দেওয়া হইল, এবং তাঁহাদিগকে বলা হইল যে, তাঁহাদের সঙ্গী দাস ও ভ্রাতৃগণকে তোমাদের জ্ঞায় বধ করিতে করিতে যতক্ষণ তাহা শেষ না হয় ততক্ষণের জন্য কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিতে হইবে। যো. প্র. প. ৬। আ. ১০। ১১ ॥

(সমীক্ষক)—এইরূপে খ্রীষ্টানেরা “দায়রা সোপর্দ” হইয়া বিচারের জন্য ত্রন্দন করিবেন কিন্তু ষাঁহারা বেদমতাবলম্বী তাঁহাদের বিচার হইতে কিঞ্চিৎমাত্রও বিলম্ব হইবে না। যদি খ্রীষ্টানদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, “আজকাল কি ঈশ্বরের আদালত বন্ধ আছে? বিচারকার্যের অভাবে তিনি কি নিদ্রমা হইয়া বসিয়া আছেন”? তাহা হইলে তাঁহারা এই প্রশ্নের কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারিবেন না। আবার খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরকে সহজে ভুলানও যাইতে পারে। কারণ ঈশ্বর খ্রীষ্টানদিগের অনুরোধে সহসা তাঁহাদের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করেন। তিনি এমন নৃশংসপ্রকৃতি যে, মৃত্যুর পরেও বৈর নির্ঘাতন করেন। খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে শাস্তি কিঞ্চিৎ মাত্রও নাই। যেখানে ক্ষমা নাই, সেখানে কি দুঃখের পারাপার আছে? ১০২ ॥

১০৩। আর ডুমুর গাছ প্রবল বায়ুতে দোলায়িত হওয়ার যেমন তাহার অপক ফলগুলি ঝড়িয়া যায়, তেমনই আকাশমণ্ডলস্থ তারাসকল পৃথিবীতে পতিত হইল; আর আকাশ কাঁগজের স্থায় কুঁচকিয়া পৃথক্ হইল ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ৬। আঃ ১৩। ১৪ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন, ভবিষ্যদ্বক্তা যোহন অজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি এইরূপ আবোল তাবোল অসার কথা বলিয়াছেন। প্রত্যেকটি নক্ষত্র এক একটি লোক বিশেষ; তাহা হইলে সমস্ত নক্ষত্র কিরূপে পৃথিবীর উপর পতিত হইতে পারে? সূর্যাদির আকর্ষণ নক্ষত্রসমূহকে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে দিবে কেন? যোহন আকাশকে কি চাটাই মনে করিয়াছিলেন? আকাশ সাকার পদার্থ নহে যে, কেহ উহাকে জড়াইয়া কিংবা একত্র করিয়া লইবে। বাস্তবিক যোহন প্রভৃতি সকলেই বহু মনুষ্য ছিলেন, তাঁহারা এসকল বিষয় কি জানিবেন? ১০৩ ॥

১০৪। পরে আমি ঐ মুজ্রাক্রিত লোকদের সংখ্যা শুনিলাম; ইস্রায়েল সম্ভ্রানদের সমস্ত বংশের একলক্ষ চুয়াল্লিশ সহস্র লোক মুজ্রাক্রিত। যীহূদাবংশের দ্বাদশ সহস্র লোক মুজ্রাক্রিত। যোঃ প্রঃ পঃ ৭। আঃ ৪। ৫ ॥

(সমীক্ষক)—বাইবেলের বর্ণিত ঈশ্বর কি কেবল ইস্রায়েলবংশীয় মনুষ্যদিগের প্রভু না সমস্ত জগতের প্রভু? কেবল বহু মনুষ্যদেরই প্রভু না হইলে, তিনি তাহাদের সংসর্গে থাকিবেন কেন? তিনি কেবল তাহাদেরই সাহায্য করিতেন, অপর কাহারও নামও করিতেন না, ইহারই বা কারণ কি? অতএব তিনি যথার্থ ঈশ্বর নহেন। ইস্রায়েলবংশীয়দের উপর শীল মোহরের ছাপ লাগাইয়া দেওয়া অল্পজ্ঞতার লক্ষণ হইতে পারে, কিংবা উহা যোহনের মিথ্যা কল্পনা ॥ ১০৪ ॥

১০৫। এইজন্ত ইহার ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আছে এবং তাহার দিবারাত্র তাঁহার মন্দিরে তাঁহার আরাধনা করে। যোঃ প্রঃ পঃ ৭। আঃ ৩। ১৫ ॥

(সমীক্ষক)—ইহা কি মহা পৌত্তলিকতা নহে? খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর কি দেহধারী মনুষ্যের স্থায় একদেশী নহেন? তিনি কি রাত্রিকালে নিজ্ঞাও যান না? তিনি যদি রাত্রিকালে নিজ্ঞিত থাকেন, তাহা হইলে সে সময়ে তাঁহার পূজা কিরূপে হইতে পারে? সম্ভবতঃ তাঁহার নিদ্রাও লোপ পায়। যে ব্যক্তি দিবারাত্র জাগিয়া থাকে তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে এবং সে অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে ॥ ১০৫ ॥

১০৬। পরে আর এক দূত আসিয়া বেদীর নিকটে দাঁড়াইলেন, তাঁহার হস্তে স্বর্ণনির্মিত ধূপ দানী ছিল এবং তাহাতে প্রচুর ধূপ প্রদত্ত হইল। তাহাতে পবিত্র ব্যক্তিগণের প্রার্থনার সহিত দূতের হস্ত হইতে ধূপের ধূম ঈশ্বরের সম্মুখে উঠিল। পরে ঐ দূত ধূপদানী লইয়া তাহা বেদীর অগ্নিতে পূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ ও ভূমিকম্প হইল। যোঃ প্রঃ পঃ ৮। আঃ ৩। ৪। ৫ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গে ত বেদী, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং তুরীবাণ আছে। সুতরাং বৈরাগীদিগের মন্দির অপেক্ষা তাঁহাদের স্বর্গ কি কম? বরং তাঁহাদের স্বর্গে জাকজমক কিছু অধিক ॥ ১০৬ ॥

১০৭। প্রথম দূত তুরী বাজাইলেন, আর রক্ত মিশ্রিত শিলা ও অগ্নি হইয়া তাহা পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে পৃথিবীর এক তৃতীয় অংশ পুড়িয়া গেল ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ৮। আঃ ৭ ॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! খ্রীষ্টানদিগের ভবিষ্যদ্বক্তা! ঈশ্বর ও ঈশ্বরের দূত, তুরীর শব্দ এবং প্রলয়ের লীলা কেবল শিশুর ক্রীড়ার স্থায় দেখাইতেছে। ১০৭ ॥

১০৮। পরে পঞ্চম দূত তুরী বাজাইলেন, আর স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পড়িতেছে এইরূপ একটা তারা দেখিলাম; তাহাকে অগাধ কুণ্ডের কূপের চাবি প্রদত্ত হইল। তাহাতে সে অগাধ কূপ খুলিল, আর ঐ কূপ হইতে বৃহৎ ভাটির ধূমের স্থায় ধূম উঠিল। পরে ঐ ধূম হইতে পঙ্গপাল বাহির হইয়া পৃথিবীতে আসিল। আর তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ বৃশ্চিকের ক্ষমতার স্থায় ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। আর তাহাদিগকে বলা হইল কেবল সেই মনুষ্যদেরই পীড়ণ কর যাহাদের ললাটে ঈশ্বরের মুদ্রা নাই। তাহাদিগকে কেবল পাঁচ মাস পর্য্যন্ত যাতনা দিবার অনুমতি প্রদত্ত হইল। যোঃ প্রঃ পঃ ৯। আঃ ১-৫ ॥

(সমীক্ষক)—তুরীশব্দ শুনিয়া কি নক্ষত্রসমূহ স্বর্গে সেই দূতগণের উপর পতিত হইল? এখানে ত পতিত হয় নাই। ভাল, ঈশ্বর কি প্রলয়ের জন্ত সেই কূপটি রাখিয়া ছিলেন? তিনিই কি পঙ্গপালগুলিকে পুষিয়া রাখিতেন? বোধ হয়, পঙ্গপালগুলি শীল মোহর দেখিলেই ঐসকল লোককে দংশন করা হইবে কি না জানিতে পারিত! নির্বোধ লোকদিগকে ভয় দেখাইয়া খ্রীষ্টান করিবার ও প্রতারণা করিবার জন্ত এইরূপ বলা হইত, “তুমি যদি খ্রীষ্টান না হও তাহা হইলে তোমাকে পঙ্গপাল দংশন করিবে”। যে দেশে বিচ্ছাচর্চা নাই, সেই দেশেই এসকল সম্ভব, আখ্যাদর্শে নহে। আর ইহাই কি প্রলয়? ১০৮ ॥

১০৯। ঐ অখারোহী সৈন্তের সংখ্যা বিশ কোটি। যোঃ প্রঃ পঃ ৯। আঃ ১৬ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, স্বর্গে এত গুলি অশ্ব কোথায় থাকিত? কোথায় না বিচরণ করিত? উহারা স্বর্গে কতই না মল পরিত্যাগ করিত এবং তাহাতে কতই না দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইত! অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা আর্ঘ্যগণ এমন স্বর্গ, এমন ঈশ্বর এবং এমন মতকে জলাঞ্জলি দিয়াছি। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কৃপায় এসকল ঝড়ো আঁঠানদিগের মন্তিক হইতে দূর হইলেও মঙ্গল ॥ ১০৯ ॥

১১০। পরে আমি আর এক শক্তিমান দূতকে স্বর্গ হইতে নামিয়া আনিতে দেখিলাম। তাঁহার পরিচ্ছদে মেঘ, তাঁহার মস্তকের উপরে মেঘ ও ধনুক, তাঁহার মুখ সূর্য্যতুলা, তাঁহার চরণ অগ্নিস্তম্ভতুলা। তিনি সমুদ্রে দক্ষিণ চরণ ও স্থলে বাম চরণ রাখিলেন। যোঃ প্রঃ পঃ ১০। আঃ ১। ২। ৩ ॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! এসকল দূতের বৃন্তাস্ত পুরাণের কাহিনী কিংবা ভাটের গল্প অপেক্ষাও অধিক কৌতুকজনক ॥ ১১০ ॥

১১১। পরে দণ্ডের স্থায় এক নল আমাকে দেওয়া হইলে এক জন কহিলেন—উঠ, ঈশ্বরের মন্দিরকে, যজ্ঞবেদীকে ও যাহারা তাহার মধ্যে ভজনা করে তাহা-দিগকে ওজন কর। যোঃ প্রঃ পঃ ১১। আঃ ১ ॥

(সমীক্ষক)—এখানকার কথা ত দূরে থাকুক, স্বর্গেও আঁঠানদিগের জন্ম মন্দির নির্মিত হইয়াছে এবং মন্দিরের মাপও লওয়া হইয়াছে। যেমন তাঁহাদের স্বর্গ তেমনই তাঁহাদের কথা। উদাহরণ স্বরূপ, প্রভু-ভোজনের সময় আঁঠানগণ ঈশার মাংস ও রুধির কল্লনা করিয়া রুটিভক্ষণ এবং মত্তপান করেন। গীর্জার ক্রুরের প্রতিমূর্ত্তি রাখাও এক প্রকার মূর্ত্তিপূজা ॥ ১১১ ॥

১১২। পরে ঈশ্বরের স্বর্গস্থ মন্দির মুক্ত হইল, তাহাতে মন্দিরের মধ্যে তাঁহার বিধানের সিন্দুক দেখা গেল। যোঃ প্রঃ পঃ ১১। আঃ ১৯ ॥

(সমীক্ষক)—বোধ হয়, স্বর্গের মন্দির সর্বদা বন্ধ থাকে, কখনও কখনও খোলা হয়। পরমেশ্বরের কোন মন্দির থাকা কি সম্ভব? বেদোক্ত সর্বব্যাপী পরমাত্মার কোন মন্দির থাকা অসম্ভব। অবশ্য আঁঠানদিগের ঈশ্বর সাকার। তিনি স্বর্গে কিংবা পৃথিবীতে থাকুন, এখানকার স্থায় স্বর্গেও শব্দ-বস্তুবিহীন পৌঃ পৌঃ চঃ চঃ সহকারে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ আঁঠানগণ কখনও কখনও ধর্মবিধানের সিন্দুক দেখিয়া থাকেন! তদ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ

হয় তাগ জানা যায় না। বোধ হয় মনুষ্যদিগকে প্রলোভিত করিবার জন্য এ সকল কাণ্ড করা হইয়া থাকে ॥ ১১২ ॥

১১৩। আর স্বর্গমধ্যে এক বড় আশ্চর্য্য দেখা গেল। একটি জ্বীলোক, সূর্য্য শতাব্দীর পরিচ্ছন্ন ও চন্দ্র তাহার পদের নীচে এবং তাহার মস্তকের উপরে দ্বাদশ তারার এক মুকুট। সে গর্ভবতী, আর ব্যথিতা হইয়া চোঁচাইতেছে, সম্ভ্রান প্রসঙ্গের জন্য বাবা হইতেছে। স্বর্গমধ্যে আর এক আশ্চর্য্য দেখা গেল। দেখ, এক প্রকাণ্ড লোহিতবর্ণ অজগর। তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ এবং সপ্ত মস্তক সপ্ত রাজমুকুট, আর তাহার লাজুল আকাশের এক তৃতীয়াংশ নক্ষত্রকে আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১ আঃ ১২ ১১২/৩৪ ॥

(সমীক্ষক) —কখন লম্বা-চওড়া গল্প বলা হইয়াছে, দেখুন। খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গেও ইতভাগিনী জ্বীলোকটি চাৎকার করিতেছে। কেহহ তাহার দুঃখের কথা শুনিতেন না এবং কেহ তাহার দুঃখ দূর করিতেও পারিতেছে না। অজগর যে পুচ্ছদ্বারা নক্ষত্র সমূহের এক তৃতীয়াংশকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল, সেই পুচ্ছ কত বড় ছিল? নক্ষত্র সমূহের এক তৃতীয়াংশকে সে পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল। ভাল, পৃথিবী ত ক্ষুদ্র, কিন্তু নক্ষত্রগুলি এক একটি বিশাল ভূমণ্ডল। ইতবাং পৃথিবীর মধ্যে একটি নক্ষত্রের সমাবেশ হইতে পারে না। তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যিনি এত গল্প লিখিয়াছেন নক্ষত্রসমূহের এক তৃতীয়াংশ তাহারই গৃহের উপর পতিত হইয়া থাকিবে। আর যে অজগর পুচ্ছ দ্বারা প্রকাণ্ড ছিল যে, সে নক্ষত্রসমূহের এক তৃতীয়াংশ জড়িত করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই অজগরও বোধ হয় তাহারই গৃহে থাকত ॥ ১১৩ ॥

১১৪। আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল, মীথায়েল ও তাহার দূতগণ অজগরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১২। আঃ ৭ ॥

(সমীক্ষক) —যদি কেহ খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গে গমন করিয়া থাকে, তাহাকে তথাকার যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। অতএব এখানে থাকিতেই এমন স্বর্গের আশা পরিত্যাগ করুন। যে স্থানে শান্তিভঙ্গ এবং উপজব ঘটবে, সেই স্থানই খ্রীষ্টানদিগের উপযুক্ত ॥ ১১৪ ॥

১১৫। আর সেই বৃহৎ অজগর নিক্ষিপ্ত হইল; এ সেই পুরাতন সর্প যাহাকে শয়তান বলা হয়, যে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায় ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১২। আঃ ৯ ॥

(সমীক্ষক)—যখন শয়তান স্বর্গে ছিল, তখন কি সে মনুষ্যদিগকে প্রভাবিত করিত না? শয়তানকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ অথবা নিহত করা হয় না কেন? যদি শয়তান সংসারের সকলকেই প্রলোভিত করে, তবে শয়তানকে প্রলোভিত করে কে? যদি সে নিজেই নিজেকে প্রলোভিত করে, তবে যাহারা প্রলোভিত হয়, তাহারাও শয়তান ব্যতীতই প্রলোভিত হইতে পারে। যদি ঈশ্বর শয়তানকে প্রলোভিত করেন, তবে তিনি ঈশ্বরই নহেন। দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরও শয়তানকে ভয় করেন; কারণ তিনি শয়তান অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইলে শয়তানকে পাপ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ড দিতেন। কিন্তু জগতে শয়তানের যত রাজ্য তাহার সহস্রাংশের একাংশও খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের রাজ্য নয়। গোচর হয় “এই কারণেই খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর শয়তানকে তাহার দুষ্কর্মে বাধা দিতে পারেন না। সুতরাং জানা গেল যে, আজকাল খ্রীষ্টান রাজ্যাধিকারিগণ যেমন দস্যু-তস্করদিগকে দণ্ড দণ্ডান করেন, খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সেরূপ করেন না। তাহা হইলে এমন নির্বোধ কে আছে যে, সে বেদমত পরিত্যাগ করিয়া কপোলকল্পিত খ্রীষ্টানমত গ্রহণ করিবে? ১১৫ ॥

১১৬। হায়! পৃথিবী ও সমুদ্রবাসিগণ, শয়তান তোমাদিগের নিকট নামিয়া গিয়াছে ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১২। আঃ ১২ ॥

(সমীক্ষক)—ঈশ্বর কি কেবল সেখানেরই অধিপতি এবং রক্ষক? তিনি কি পৃথিবী এবং মনুষ্যাদি প্রাণীর অধিপতি এবং রক্ষক নহেন? তিনি যদি পৃথিবীরও রাজা হন, তাহা হইলে শয়তানকে বিনাশ করিতে পারিলেন না কেন? শয়তান সকলকে প্রভাবিত করিতেছে, তাহা দেখিয়াও ঈশ্বর তাহাকে বাধা দিতেছেন না। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, দুই ঈশ্বর আছেন, তাঁহাদের একজন সংপ্রকৃতি, অল্প জন অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী অথচ দুষ্ক প্রকৃতি ॥ ১১৬ ॥

১১৭। তাহাকে বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। তাহাতে সে ঈশ্বরের নিন্দা করিতে মুখ খুলিল। তাহার নামের, তাহার তাঁবুর ও স্বর্গবাসীদের নিন্দা করিতে হইবে। আর পবিত্র ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করিবার ও তাহাদিগকে জয় করিবার ক্ষমতা এবং সব বংশের, ভাষার ও দেশের উপরে অধিকার প্রদত্ত হইল ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১৩। আঃ ৫। ৬। ৭ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, পৃথিবীর লোকদিগকে বিজ্ঞান করিবার জন্ত শয়তান ও পশু প্রভৃতিকে প্রেরণ করা এবং সংপ্রকৃতি মনুষ্যদিগকে তাহাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত করা কি দম্ভ্যদলপতির কার্য্য নহে? কোন ঈশ্বরভক্ত এমন কার্য্য করিতে পারেন না ॥ ১১৭ ॥

১১৮। পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, সেই মেঘশাবক সিয়োন পর্বতের উপরে দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাঁহার সহিত এক লক্ষ চুয়াল্লিশ সহস্র লোক। তাহাদের ললাটে তাঁহার নাম ও পিতার নাম লিখিত ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১৪। আঃ ১ ॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! ঈশার পিতা এবং ঈশা সিয়োন পর্বতে অবস্থান করিতেন। কিন্তু ১, ৪৪০০০ মনুষ্যের গণনা কিরূপে করা হইল? স্বর্গবাসীদিগের সংখ্যা কি কেবল ১,৪৪০০০? অবশিষ্ট কোটি কোটি খ্রীষ্টানের, মন্তক শীলমোহরযুক্ত করা হইল কেন? তাঁহারা সকলেই কি নরকে গেলেন? সিয়োন পর্বতে গিয়া খ্রীষ্টানদিগের দেখা উচিত যে সেখানে সেনার সহিত ঈশার পিতা আছেন কিনা। যদি থাকেন, তবে যাহা লিখিত আছে তাহা সত্য, নতুবা সমস্তই মিথ্যা। যদি তাঁহারা অজ্ঞ কোন স্থান হইতে সে স্থানে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোথা হইতে আসিলেন? যদি বলা হয় যে, স্বর্গ হইতে আসিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি পক্ষী যে, এমন বিশাল সেনা লইয়া উপরে এবং নিম্নে উড়িয়া যাতায়াত করিতে পারেন? যদি যাতায়াত করেন তাহা হইলে ঈশ্বর একজন পরিদর্শনকারী জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সদৃশ। সে ক্ষেত্রে এক, দুই অথবা তিনজন ঈশ্বরের দ্বারা চলিবে না, কিন্তু প্রত্যেক ভূমণ্ডলের জন্ত ন্যূনকল্পে এক এক জন ঈশ্বরের প্রয়োজন হইবে। কারণ এক, দুই কিংবা তিন জন ঈশ্বরের পক্ষে বহু ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করা ও বিচারপতির কার্য্য করা অসম্ভব ॥ ১১৮ ॥

১১৯। হাঁ, আত্মা কহিতেছেন, তাহারা আপন আপন শ্রম হইতে বিপ্রাম পাইবে; কারণ তাহাদিগের কার্য্য সকল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১৪। আঃ ১৩ ॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর ত বলিতেছেন তাঁহাদের কর্ম্ম তাঁহাদের সঙ্গেই থাকিবে অর্থাৎ সকলকে কর্ম্মানুসারেই ফল প্রদত্ত হইবে। কিন্তু ইহারা বলেন যে, ঈশা তাঁহাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ এবং তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। সুধীগণ বিচার করুন যে এ স্থলে ঈশ্বরের না খ্রীষ্টানের

বাক্য সত্য। দুইটি বিরুদ্ধ বাক্যের মধ্যে একটি অবশ্য মিথ্যা, কারণ দুইটিই সত্য হইতে পারে না। খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের কিংবা খ্রীষ্টানদিগের বাক্য মিথ্যা হউক, তাহাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না ॥ ১১৯ ॥

১২০। আর ঈশ্বরের রোষের মহাকুণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। পরে নগরের বাহিরে ঐ কুণ্ডে তাহা দলন করা গেল, তাহাতে কুণ্ড হইতে রক্ত বাহির হইল এবং অশ্বগণের বজ্রা পর্যাস্ত উঠিয়া এক শত ক্রোশ পর্যাস্ত প্রবাহিত হইল ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১৪। আঃ ১৯২০ ॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! এ সকল গল্প পুরাণকেও অতিক্রম করিয়াছে। বোধ হয় খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইলে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করেন। তাহার কোপের কুণ্ড পূর্ণ হইল, তবে কি তাঁহার ক্রোধ জল কিংবা অপর কোন তরল পদার্থ যে, তদ্বারা কুণ্ডটি পরিপূর্ণ হইল? এক শত ক্রোশ পর্যাস্ত রুদ্ধির প্রবাহিত হওয়া অসম্ভব। বায়ু সংযোগে ক্রোধের তৎক্ষণাৎ ঘনীভূত হইয়া যায়; তাহা হইলে উহা ক্রীড়পে প্রবাহিত হইতে পারে? সুতরাং এ সকল কথা মিথ্যা ॥ ১২০ ॥

১২১। স্বর্গে সাক্ষার তাম্বুর মন্দির খুলিয়া দেওয়া হইল ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১৫। আঃ ৫ ॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইলে সাক্ষার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি ত নিজেই সমস্ত জানিতে পারেন। সুতরাং নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, তিনি সর্বজ্ঞ নহেন কিন্তু মনুষ্যের স্থায় অল্পজ্ঞ। তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের কার্য্য করা কি সম্ভব? না, না, না, কখনই না। আবার এই প্রকরণে দূতদিগের সম্বন্ধে অনেক অসম্ভব কথা লেখা হইয়াছে; এই সকলকে কেহই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। কত আর লেখা যাইবে? এই প্রকরণ এসকল বিষয়ে পরিপূর্ণ ॥ ১২১ ॥

১২২। ঈশ্বর উগর অপরাধ সকল স্মরণ করিয়াছেন। সে যেরূপ ব্যবহার করিত, তোমারও তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর, আর তাহার ক্রিয়ানুসারে বিত্ত প্রতিক্ষণ তাহাকে দাও ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১৮। আঃ ৫।৬ ॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর অশ্রায়কারী। কারণ, যাহার বাদশ বা যত কণ্ড, তাহাকে তাদৃশ এবং তত ফলদান করাকে স্থায়, এবং নুনানধিক দান করাকে অশ্রায় বলে। যিনি স্বয়ং অশ্রায়কারী তাহার উপাসকগণ অশ্রায় করিবে না কেন? ১২২ ॥

১২৩। মেঘশাবকের বিবাহ উপস্থিত হইল এবং তাঁহার ভাৰ্য্যা আপনাকে প্রস্তুত করিল ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১৯। আঃ ৭ ॥

(সমীক্ষক)—এখন শুনুন? খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গে বিবাহও হইয়া থাকে! ঈশ্বর স্বর্গেই ঈশার বিবাহ দিয়াছিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈশার শ্মশুর, শাশুড়ী এবং শ্যালক কাহার ছিলেন? ঈশার কয়টি সন্তান ছিল? বীৰ্য্যনাশ বশতঃ বল, বুদ্ধি, পরাক্রম এবং আয়ু হ্রাস পাওয়ায় আজ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত নাই; কারণ সংযোগজ্ঞ পদার্থের বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। অজ্ঞাবধি খ্রীষ্টানগণ ঈশার প্রতি বিশ্বাসবান হইয়া প্রতারণিত হইতেছেন, জানি না আরও কত কাল প্রতারণিত হইতে থাকিবেন ॥ ১২৩ ॥

১২৪। তিনি সেই অজগরকে ধরিলেন; এ সেই পুরাতন অপবাদক এবং শয়তান। তিনি তাহাকে সহস্র বৎসর বদ্ধ রাখিলেন আর তাহাকে অগাধ কুণ্ডের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানের মুখ বদ্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন; যেন ঐ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ না হইলে সে সব দেশের লোককে আর ভ্রান্ত করিতে না পারে ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ২০। আঃ ২৩ ॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! বহু কষ্টে শয়তানকে ধৃত করিয়া এক সহস্র বৎসর কারারুদ্ধ রাখা হইল। কারামুক্ত হইয়া সে কি সকলকে প্রতারণিত করিবে না? এমন দুর্বৃত্তকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখা কিংবা বধ করাই উচিত ছিল। তবে বাস্তবপক্ষে খ্রীষ্টানদের শয়তান বলিয়া কেহই নাই। শয়তান খ্রীষ্টানদিগের ভ্রম মাত্র। কেবল জনসাধারণকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া স্বীয় জালে আবদ্ধ করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। জনৈক ধূর্ত কয়েক জন নির্বোধকে বলিল, “চল তোমাদিগকে দেবতা দর্শন করাইব”। সে একা নিৰ্জ্জন স্থানে এক ব্যক্তিকে চতুর্ভুজ সাজাইয়া একটি ঝোপের মধ্যে ঠাঁড় করাইয়া রাখে এবং সে স্থানে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া বলে, “চক্ষু মুদিয়া থাকিবে, যখন খুলিতে বলিব, তখন খুলিবে; যখন চক্ষু মুদিতে বলিব তখন মুদিবে; নতুবা অন্ধ হইয়া যাইবে”। তাহার চতুর্ভুজ মূর্তির সম্মুখে আসিলে ধূর্ত বলিল, “দর্শন কর” আবার তৎক্ষণাৎ বলিল না, “চক্ষু মুদ” তখন নিমেষে সেই চতুর্ভুজ মূর্তি ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইল। তখন ধূর্ত বলিল, “চক্ষু খোল, নারায়ণ দর্শন কর, তোমাদের নারায়ণ দর্শন হইয়া গেল”। খ্রীষ্টানদিগের কথাও সেইরূপ। তাঁহার বলিয়া থাকেন, “যে ব্যক্তি আমাদের ধর্ম বিশ্বাস করে না, সে শয়তান কর্তৃক বিভ্রান্ত হইবে”। খ্রীষ্টান

ব্যতীত অন্যান্য মতাবলম্বীদিগেরও এইরূপ অনেক লীলা খেলা আছে। কাহারও তাহাদের প্রবন্ধনাট্যালে জড়িত হওয়া উচিত নহে ॥ ১২৪ ॥

১২৫। তাঁহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী এবং আকাশ পলায়ন করিল। তাহাদের নিমিত্ত আর স্থান পাওয়া গেল না। আর আমি দেখিলাম, ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত মৃত ব্যক্তি সেই সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। পরে পুস্তক খোলা গেল। আর একখানি পুস্তক অর্থাৎ জীবনপুস্তক খোলা গেল, এবং পুস্তক সমূহের লিখিত প্রমাণে আপন আপন কার্যানুসারে মৃতদের বিচার হইল ॥ যোঃ প্রাঃ পঃ ২০। আঃ ১১। ১২ ॥

(সমীক্ষক)—কিরূপ বালকোচিত কথা শুন্মুন! আচ্ছা, পৃথিবী এবং আকাশ কিরূপে পলাইতে পারিবে? এসকল কিসের উপরেই বা অবস্থান করিবে? বাঁহার নিকট হইতে এসকল পলায়ন করিল, তিনি কোথায় এবং তাঁহার সিংহাসনই বা কোথায় ছিল? যদি মৃতদিগকে পরমেশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বোধ হয়, তিনিও উপবিষ্ট কিংবা দণ্ডায়মান ছিলেন। তবে এখানকার কাল আদালতে অথবা দোকানে যেরূপ চলে, পুস্তকের বর্ণনা অনুসারে স্বর্গেও কি ঈশ্বরের কার্য সেইরূপে চলিতে থাকে? ঈশ্বর কি নিজেই জীবদিগের কর্মতালিকা লিখিয়াছিলেন না তাঁহার গোমস্তাগণ লিখিয়াছিল? এসকল কথা বিশ্বাস করিয়া খ্রীষ্টান প্রভৃতি অনীশ্বরকে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরকে অনীশ্বর করিয়াছেন ॥ ১২৫ ॥

১২৬। তাঁহাদের মধ্যে একজন আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া কহিলেন—আইস, আমি তোমাকে সেই বধূকে অর্থাৎ মেঘশাবকের ভার্য্যাকে দেখাই ॥ যোঃ প্রাঃ পঃ ২১। আঃ ৯ ॥

(সমীক্ষক)—ঈশা সম্ভবতঃ স্বর্গে ভাল বধূ অর্থাৎ পত্নীলাভ করিয়া আনন্দভোগ করিতেছিলেন। যে সকল খ্রীষ্টান স্বর্গে গমন করেন, তাঁহারাও বোধ হয় সেস্থানে স্ত্রী এবং সম্ভান সম্ভতি লাভ করেন এবং অত্যধিক জনসমাগম বশতঃ রোগোৎপত্তি হওয়ায় অনেকে মৃত্যুগ্রস্তও হইয়া থাকেন! এমন স্বর্গকে দূর হইতে করযোড়ে নমস্কার ॥ ১২৬ ॥

১২৭। আর তিনি সেই নলদ্বারা নগর মাপিলেন। উহা সাড়ে সাত শত ক্রোশ পরিমিত হইল, তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতা এক সমান। পরে তাহার প্রাচীর মাপিলে, মনুষ্যের অর্থাৎ দুতের পরিমাণ অনুসারে একশত চুয়াল্লিশ হস্ত হইল। প্রাচীরে গাঁধুনি সূর্য্যকাস্তমণির এবং নগর নির্মল কাচের সদৃশ

স্বচ্ছ সুবর্ণময়। নগরের প্রাচীরের ভিত্তিমূল সকল সর্ববিধ মূল্যবান প্রস্তরে ভূষিত। প্রথম ভিত্তিমূল সূর্য্যকাস্তুর, দ্বিতীয় নীলকাস্তুর, তৃতীয় রক্তকাস্তুর, চতুর্থ মরকতের, পঞ্চম বৈদূর্য্যের, ষষ্ঠ মাগিকোর, সপ্তম পীতমণির, অষ্টম পরাগমণির, নবম পুষ্পরাজের, দশম লশুনীর, একাদশ ধূত্রকাস্তুর, দ্বাদশ মটীষের। আর দ্বাদশ দ্বার দ্বাদশটি মুক্তা, এক এক দ্বার এক এক মুক্তার নির্মিত এবং নগরের পথ স্বচ্ছ কাচবৎ বিমল সুবর্ণময় ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ২১। আঃ ১৬—২১ ॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গের বর্ণনা শুনুন! মৃত্যুর পর তাঁহারা স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিতে থাকিলে এরূপ বিশাল নগরের স্থায় স্বর্গেও তাঁহাদের সকলের সমাবেশ হইতে পারে না। কারণ সেখানে মনুষ্যের আগমন আছে, কিন্তু সেস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন নাই। আর স্বর্গকে যে মহামূল্য রত্ন ও সুবর্ণনির্মিত নগররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা কেবল নির্বোধ মনুষ্যদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া জালে জড়িত করিবার ছলনা মাত্র। স্বর্গ নগরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা সম্ভবপর, কিন্তু উহার উচ্চতা সাড়ে সাত শত ক্রোশ কিরূপে হইতে পারে? সুতরাং এসকল মিথ্যা কপোলকল্পনা মাত্র। এত বড় প্রকাণ্ড মুক্তা কোথা হইতে আসিল? যাঁহারা এসকল লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের গৃহস্থিত কলসের মধ্য হইতে আসিয়া থাকিবে! এসকল গল্প পুরাণেরও বাবা ॥ ১২৭ ॥

১২৮। আর অপারিত্র বস্তু অথবা ঘৃণ্য কস্ম ও মিথ্যাচারে রত কেহ কদাচ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ২১। আঃ ২৭ ॥

(সমীক্ষক)—যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টানদিগের বলিবার কারণ কি যে, পাপীরাও খ্রীষ্টান হইলে স্বর্গে যাইবে? ইহা অবশ্য সত্য নহে, সত্য হইলে যে যোহন এসকল মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন তিনিও বোধ হয় স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ইশাও বোধহয় স্বর্গে যান নাই কারণ যদি এক জন পাপীও স্বর্গে যাইতে না পারে, তাহা হইলে যিনি বহু পাপীর পাপভার বহনকারী, তিনি কিরূপে স্বর্গবাসী হইতে পারেন? ১২৮ ॥

১২৯। এবং কোন পাপ আর হইবে না; আর ঈশ্বরের ও মেঘশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকিবে। তাঁহার দাসেরা তাঁহার আরাধনা করিবে ও ঈশ্বরের মুখদর্শন করিবে এবং তাঁহার নাম তাহাদের ললাটে থাকিবে। সেখানে রাজি আর হইবে না এবং প্রদীপের আলোকে কিংবা সূর্য্যের আলোকে লোকদের কিছু প্রয়োজন হইবে না, কারণ ঐতু ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত

করিবেন এবং তাহারা সদা সর্বদা রাজত্ব করিবে ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ২২ ।
আঃ ৩৪১২ ॥

(সমীক্ষক) — খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গবাস কিরূপ দেখুন ! ঈশ্বর এবং ঈশা
কি সর্বদা সিংহাসনে বসিয়া থাকিবেন, আর ভূভাগ ঈশ্বরের মুখপানে তাকাইয়া
থাকিবে ? এখন বলুন দেখি, খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের মুখ কি ইউরোপীয় মুখের
স্থায় শ্বেতবর্ণ, অথবা নিগ্রোর মুখের স্থায় কৃষ্ণবর্ণ, অথবা আর কোন দেশীয়ের
মুখের স্থায় ? খ্রীষ্টানদিগের এই স্বর্গও এক প্রকারের বন্ধন । কারণ, সে স্থানে
ছোট বড় বিচার আছে । আর যখন সেই একই নগরে বাস করিতে বাধ্য তখন
কষ্ট হইবে না কেন ? তদ্ব্যতীত যাহার মুখ আছে, তিনি কখনও সর্বজ্ঞ এবং
সর্বেশ্বর হইতে পারেন না ॥ ১২৯ ॥

১৩০ । দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি এবং আমার প্রতিফল আমার সঙ্গে ।
যাহার যেমন কার্য্য, তাহাকে তেমনই ফল দিব ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ২২ ।
আঃ ১২ ॥

(সমীক্ষক) — যদি সত্যই মনুষ্য কন্মানুসারে ফল প্রাপ্ত হয়, তবে পাপ
কখনও ক্ষমা করা হয় না ; যদি ক্ষমা করা হয়, তবে বাইবেলের বাক্য মিথ্যা ।
যদি বলা হয় যে, পাপ ক্ষমা করার কথাও বাইবেলে লিখিত আছে, তবে
পুনঃপার বিরুদ্ধ বলিয়া তাহা মিথ্যা । অতএব এ সকল কথা বিশ্বাস করা
যাইতে পারে না । আর কত লেখা যাইবে ? খ্রীষ্টানদিগের বাইবেলে এইরূপ
লক্ষ লক্ষ খণ্ডনযোগ্য বিষয় আছে । এ স্থলে বাইবেলের ক্রিষ্ণেন্দর্শন মাত্র
দেওয়া হইল । এতদ্বারা সুধীগণ বিস্তৃতরূপে বুঝিয়া লইবেন । এই পুস্তকে অল্প
কয়েকটি মাত্র সত্য আছে ; অবশিষ্ট মিথ্যায় পরিপূর্ণ । অসত্যের সংসর্গে
সত্যও বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না ; এই কারণে বাইবেল বিশ্বাসযোগ্য নহে ।
কিন্তু বেদগ্রহণ করা হইলেই বিশুদ্ধ সত্য গৃহীত হয় ॥ ১৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্রায়ানন্দসরস্বতীস্বামিনির্ম্মিতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে
কৃষ্ণচীন মতবিষয়ে ত্রয়োদশঃ সমুদ্রাঙ্গঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ১৩ ॥

অনুভূমিকা (৪)

এই চতুর্দশ সমুদ্রাসে অল্প কোন গ্রন্থের পরিবর্তে কেবলমাত্র কুরাণের অভিপ্রায় অনুসারেই মুসলমান মতবিষয় লিখিত হইয়াছে, কারণ মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে কুরাণবিশ্বাসী। সম্প্রদায়গত মতভেদবশতঃ শব্দ এবং অর্থাদি সম্বন্ধে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কুরাণ সম্বন্ধে সকলেই এক মত। কুরাণ আরবী ভাষায় লিখিত। মৌলবীগণ উর্দুভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। আরবীভাষাবিৎ বিখ্যাত পণ্ডিতদিগের দ্বারা সংশোধিত সেই উর্দু অনুবাদের হিন্দী অনুবাদ দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। যদি কেহ বলেন যে, এই অনুবাদ অশুদ্ধ; তাহা হইলে সর্বাগ্রে মৌলবীদিগের অনুবাদ খণ্ডন করা কর্তব্য এবং পরে এ বিষয়ে লেখা তাঁহাদের কর্তব্য।

কেবল মানবজাতির উন্নতি এবং সত্যাসত্যনির্ণয় এই আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। সকল মত সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। তদ্বারা সকলে পরস্পরের মত বিচার, দোষখণ্ডন ও গুণগ্রহণের সুযোগ পাইবে। মুসলমান মত কিংবা অল্প কোন মতের অনর্থক নিন্দা বা প্রশংসা করা অভিপ্রেত নহে। কিন্তু যাহা ভাল তাহাকে ভাল এবং যাহা মন্দ তাহাকে মন্দ বলিয়া জানাই সকলের কর্তব্য। তাহাতে কেহ কাহারও উপর মিথ্যা দোষারোপ এবং সত্যের অপলাপ করিতে পারে না। সত্যাসত্য প্রকাশিত হইবার পরেও স্বীকার করা বা না করা সকলের ইচ্ছাধীন; এ বিষয়ে বলপ্রয়োগ করা যায় না। নিজের কিংবা পরের দোষকে দোষ এবং গুণকে গুণ জানিয়া গুণগ্রহণ ও দোষখণ্ডন এবং হঠকারীদিগের হঠকারিতা ও ছুরাগ্রহ হ্রাস করাই সজ্জনদিগের রীতি।

পক্ষপাতিতা দ্বারা জগতে কতই না অনর্থ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে! ইহা সত্য যে, এই অনিশ্চিত ও ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরের অনিষ্ট করিয়া স্বয়ং লাভ হইতে বঞ্চিত হওয়া এবং অপরকে বঞ্চিত করা মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে।

এ স্থলে সত্যবিরুদ্ধ কিছু লেখা হইয়া থাকিলে, ভক্ত মহোদয়গণ তাহা জানাইবেন। উচিত বিবেচিত হইলে তাহা স্বীকার করা যাইবে। কারণ হঠকারিতা, ছুরাগ্রহ, ঈর্ষ্যা-শেষ এবং বাদ বিবাদ ঘটাইবার বা বুদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কিছু লিখিত হয় নাই। যাহাতে কেহ কাহারও অনিষ্ট করিতে না পারে, কিন্তু সকলেই পরস্পরের হিতসাধনে যত্নবান হয় তাহাই আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য।

এই চতুর্দশ সমুদ্রাসে মুসলমানমত বিষয় ভক্তমহোদয়দিগের নিকট নিবেদন করিতেছি। তাহার বিচার পূর্বক যাহা হিতকর তাহা গ্রহণ এবং যাহা অহিতকর তাহা বর্জন করুন।

অলমতিবিস্তরেণ বুদ্ধিমদ্ব্যর্থোষু ॥

ইত্যনুভূমিকা

অথ চতুর্দশ সমুদ্রসারভূঃ

অথ যখনমতবিষয়ঃ সমীক্ষিষ্যামহে :

অতঃপর মুসলমানগণের মতবিষয়ে লিখিত হইবে।

১। আল্লাহের নামের সহিত আরম্ভ ; তিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু।
মঞ্জিল ১। সিপারা ১। সূরত ১ ॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানেরা বলেন যে কুরাণ খুদার বাণী। কিন্তু এই বচন হইতে জানা যাইতেছে যে, ইহার অপর কোন রচয়িতা আছে। কারণ ইহা পরমেশ্বরের চিত্ত হইলে “আল্লাহের নামের সহিত আরম্ভ,” বলা হইত না ; “মনুষ্যদিগের প্রতি উপদেশের জন্য আরম্ভ,” বলা হইত। যদি মনে করা হয় আল্লাহ মনুষ্যদিগকে উপদেশ দিতেছেন, “তুমি এইরূপ কর” তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না ; কারণ তাহাতে পাপের আরম্ভও খুদার নামে হইবে এবং তাঁহার নাম কলঙ্কিত হইবে। যদি তিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সৃষ্টিতে মনুষ্যদের সুখের জন্য অন্য প্রাণীদিগকে দ্বারুণ কষ্ট দিয়া হত্যা করিয়া মাংসভোজনের আদেশ দিলেন কেন ? ঐসকল প্রাণী কি নিরপরাধ নহে ? তাহারা কি ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে ? “পরমেশ্বরের নামে উত্তম কর্মের আরম্ভ,” কুকর্মের নহে, এইরূপ বলাই উচিত ছিল। পূর্বোক্ত বাক্যে অসঙ্গতি আছে, কেননা চৌর্য্য, লাম্পট্য এবং মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি পাপকর্মের আরম্ভও কি পরমেশ্বরের নামের সহিত করিতে হইবে ? বোধ হয় এই কারণেই মুসলমান কসাইরা গবাদির কণ্ঠচ্ছেদ করিবার সময়েও “বিস্মিল্লাহ” ইত্যাদি পাঠ করিয়া থাকে। উক্ত বচনের ইহাই অর্থ মনে করিয়া মুসলমানেরা কুকর্মের আরম্ভও ঈশ্বরের নাম লইয়া করিয়া থাকে। মুসলমানদের খুদা দয়ালুও নহেন ; কারণ পূর্বোক্ত প্রাণীদের প্রতি তাঁহার দয়া হয় না। উক্ত বাক্যের অর্থ যদি মুসলমান না জানেন, তবে এই বাক্যের প্রকাশও বুঝা ; যদি অন্য অর্থ করেন, তবে সেই প্রকৃত অর্থ কি ? ১ ॥

২। সকল স্তুতি পরমেশ্বরের জন্ত; তিনি “পরবরদিগার” অর্থাৎ সমস্ত সংসারের পালনকর্তা। তিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু। মং ১। সিং ১। সুরতুল্কাতিহা। আং ১।২ ॥

(সমীক্ষক)—যদি কুরাণের খুদা জগতের পালনকর্তা হইতেন এবং সকলের প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে তিনি মুসলমানের হস্তে ভিন্নমতাবলম্বী ও পন্থাদির হত্যার আদেশ দিতেন না। তিনি ক্ষমাকারী বলিয়া কি পাণীকেও ক্ষমা করিবেন? তাহা হইলে পরে দেখা যাইবে, “কাফিরদিগকে হত্যা কর” বলিবেন কেন? যাহারা কুরাণ এবং পরগন্থর মানে না তাহাদিগকে কাফির বলা হয়। এই নিমিত্ত কুরাণ ঈশ্বরকৃত বলিয়া মনে হয় না। ২ ॥

৩। বিচার দিবসের অধিপতে! আমরা তোমাকেই ভক্তি করি, তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর। মং ১। সিং ১। সূং ১। আং ৩।৪।৫ ॥

(সমীক্ষক)—খুদা কি সকল সময়ে ছায়া বিচার করেন না? কোন বিশেষ দিনেই কি তিনি ছায়া বিচার করেন? ইহা অজ্ঞায় মনে হয়। তাঁহাকে ভক্তি করা ও তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করা অবশ্য সঙ্গত; কিন্তু তাই বলিয়া কুকর্ষের জন্তও কি তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিতে হইবে? সত্যমার্গ কি কেবল মুসলমানেরই না অশ্বেরও? মুসলমানেরা সত্যমার্গের অনুসরণ করেন না কেন? যে পথে কুকর্ষ করা যায়, সেই পথকেই তাঁহার সরল মার্গ মনে করেন কি? যাহা ভাল, তাহা যদি সকলের পক্ষেই ভাল হয়, তবে মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই। অশ্বের মধ্যেও যাহা ভাল তাহা স্বীকার না করিলে তাঁহার পক্ষপাতী ॥ ৩ ॥

৪। তুমি যাগাদিগকে কৃপা করিয়াছ, তাহাদের পথ আমাদিগকে প্রদর্শন কর। যাহাদের প্রতি তুমি “গজব” অর্থাৎ অত্যন্ত কোপদৃষ্টি করিয়াছ এবং যাহারা পথভ্রষ্ট তাহাদের পথ আমাদিগকে প্রদর্শন করিও না। মং ১। সিং ১। সূং ১। আং ৬।৭ ॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানগণ পূর্বজন্ম এবং প্রাপ্তন পাপপুণ্য স্বীকার করেন না সুতরাং কাহারও প্রতি “নিয়ামত” অর্থাৎ ফজল বা দয়া প্রদর্শন করায় এবং কাহারও প্রতি না করায় খুদা পক্ষপাতী হইবেন। পাপপুণ্য ব্যতীত হৃৎখস্খ প্রদান করা অজ্ঞায়। অকারণ দয়া বা কোপদৃষ্টি করা অস্বাভাবিক। ঈশ্বর দয়া করিতে কিংবা

ক্রুদ্ধ হইতে পারেন না। পূর্বসম্বিত পাপপুণ্য না থাকায় তিনি কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ বা দয়ালু হইতে পারেন না। যেহেতু এই সুরতের টিপ্পনীতে লিখিত আছে যে “এই সূরা আল্লাহ্ সাহেব মনুষ্যদের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন; যেন তাহারা সর্বদা এইরূপ বলিতে থাকে,” অতএব “আলিফ বে” ইত্যাদি অক্ষর খুদাই তাহাদিগকে শিখাইয়া থাকিবেন। কিন্তু অক্ষরজ্ঞান ব্যতীত তাহারা উক্ত সুরত কিরূপে পাঠ করিল? তবে কি তাহারা কেবল কণ্ঠদ্বারাই উচ্চারণ করিতে ও করাইতেছিল? তাহা হইলে সম্ভবতঃ সমস্ত কুরাণটি মুখে মুখেই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। এখন বুঝিতে হইবে যে, যে পুস্তকে পক্ষপাত আছে, তাহা ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না। আরবী ভাষায় লিখিত হওয়ায় আরবীদিগের পক্ষে কুরাণ পাঠ করা সহজ কিন্তু অপর ভাষাভাষীদিগের পক্ষে কঠিন। তাহাতে খুদা পক্ষপাতী হন। এই নিমিত্ত পরমেশ্বর সৃষ্টির অন্তর্গত সকল দেশের অধিবাসীদিগের প্রতি জ্ঞায়বিচার করিয়া, সকল দেশের ভাষা হইতে পৃথক সংস্কৃতভাষায় বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ এই ভাষা জানিতে হইলে, সকল দেশের লোককে একই রূপ পরিভ্রম করিতে হয়। এই ভাষায় কুরাণ প্রকাশ করিলে পূর্বোক্ত দোষ ঘটিত না ॥ ৪ ॥

৫। এই পুস্তকে কোন সংশয় নাই। ইহা ধার্মিকদিগের পথপ্রদর্শন করে। তাহারা পরোক্ষ বিষয় বিশ্বাস করে, নমাজ পড়ে এবং আমার প্রদত্ত ধন হইতে ব্যয় করে। পূর্বে যে পুস্তকের অথবা তোমার পূর্বে যে পুস্তকের অবতরণ হইয়াছে তাহারা সেই পুস্তক ও কয়ামত বিশ্বাস করে এবং তাহাদের প্রভুর শিক্ষানুসারে চলে। তাহারই মুক্তি পাইবে। নিশ্চয় যাহারা কাফির, তাহাদিগকে তোমার ভয় প্রদর্শন করা বা না করা সমান। তাহারা বিশ্বাস করিবে না; আল্লাহ্ তাহাদের চিন্তা ও করণ শীলমোহর দ্বারা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ এবং তাহাদের জ্ঞান কণ্ঠের পরিভ্রম রহিয়াছে। মং ১। সিং ১। সূ. ২। আ. ১। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭।

(সমীক্ষক)—খুদার নিজ মুখে নিজ পুস্তকের প্রশংসা কি আশ্চর্য্যকরিতা নহে? যাহারা পরহেজগার অর্থাৎ ধার্মিক তাহারা স্বভাবতঃ সত্যমার্গে থাকেন কিন্তু যাহারা অসত্য মার্গে থাকে কুরাণ তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে না; তবে কুরাণের প্রয়োজন কি? পাপপুণ্য এবং পুরুষকার বিচার না করিয়াই খুদা কি তাহার ধনভাগ্য হইতে ধন ব্যয় করিতে দেন? তবে সকলকে দেন না কেন? মুসলমানদের পরিভ্রম করিতে হয় কেন?

যদি বাইবেল ইঞ্জিলের উপর বিশ্বাস করা উচিত, তবে কুরাণের উপর যেরূপ বিশ্বাস মুসলমানেরা করিয়া থাকেন সেইরূপ বাইবেলেও বিশ্বাস করেন না কেন? বাইবেলে বিশ্বাস করিলে কুরাণের * প্রয়োজন কি? যদি বলা হয় যে, কুরাণে অধিক কথা আছে, তাহা হইলে বোধ হয়, খুদা প্রথম পুস্তকে ঐসকল লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন! যদি না ভুলিয়া থাকেন, তবে কুরাণরচনা নিম্প্রয়োজন। আমরা কোন কোনটি ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে কুরাণ এবং বাইবেলের মধ্যে মিল দেখিতে পাই। তাহা হইলে বেদের দ্বায় একটি সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করা হইল না কেন? কেবল মাত্র কয়ামতই বিশ্বাস করিতে হইবে অথ কিছুই বিশ্বাসযোগ্য নহে? ১।২।৩॥ কেবল খ্রীষ্টাণ এবং মুসলমানেরাই খুদার নির্দেশ অনুসারে চলেন? তাঁহাদের মধ্যে পান্নী কি কেহই নাই? তাঁহারা কি অধার্মিক হইলেও মুক্তি পাইবেন? অথবা কি ধার্মিক হইয়াও মুক্তি পাইবে না? যদি তাহাই হয়, তবে কি ঈশ্বরের অজ্ঞতা ও অদ্বায় প্রকাশ পায় না? ৪॥ যাহারা মুসলমান মত মানে না, তাহাদিগকে কাফির বলা কি “একতরফা ডিক্রী” নহে? যদি পরমেশ্বর তাহাদের কর্ণ এবং অন্তঃকরণ শীলমোহর দ্বারা রুদ্ধ করায় তাহারা পাপ করে, তাহা হইলে তাহাদের দোষ নাই, দোষ খুদার। সুতরাং তাহাদের সুখদুঃখ এবং পাপপুণ্য হইতে পারে না। যাহারা স্বাধীনভাবে পাপপুণ্য কিছুই করে না, তাহাদিকে দণ্ড দিবার কারণ কি? ৫॥

৬। তাহাদের অন্তরে রোগ আছে। আল্লাহ্ তাহাদের রোগ বৃদ্ধি করিয়াছেন। মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ৯॥

(সমীক্ষক)—আচ্ছা, বিনা অপরাধে তাহার রোগ বৃদ্ধি করিতে খুদার কি দয়া হইল না? তাহাতে সেই হতভাগ্যদের কতই না কষ্ট হইয়া থাকিবে! ইহা কি শয়তান অপেক্ষাও অধিকতর শয়তানি করা নহে? খুদা কাহারও অন্তঃকরণ শীলমোহর দ্বারা অবরুদ্ধ, কিংবা কাহারও রোগ বৃদ্ধি করিতে পারেন না; স্বকৃত পাপই রোগবৃদ্ধির কারণ ॥ ৬॥

৭। যিনি তোমাদের জন্ত পৃথিবীরূপ শয্যা ও আকাশরূপ ছাদ রচনা করিয়াছেন। মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ২২॥

* বাস্তবিক এই শব্দটি “কুরআন”; কিন্তু হিন্দীতে লোকে ইহাকে “কুরাণ” বলে। সেই কারণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

(সমীক্ষক)—ভাল, আকাশ কি ছাদ হইতে পারে? আকাশকে ছাদ মনে করা অজ্ঞতাসূচক এবং হাস্যকর। অপর কোন ভূমণ্ডলকেও ছাদ মনে করা তাঁহার নিজস্ব কল্পনা মাত্র ॥ ৭ ॥

৮। যে বস্তুতে তোমার সন্দেহ আছে আমি আমার পয়গম্বরের নিকট সেই বস্তু অবতীর্ণ করিয়াছি। যদি সত্যবাদী হও, তবে সেইরূপ একটি সূরত লইয়া আইস, আল্লাহ্ বাতীত তোমার অপর যে যে সাক্ষী আছে, তাহাদিগকে আহ্বান কর; নতুবা মনুষ্য যে অগ্নির ইন্ধন, সেই অগ্নি এবং অবিশ্বাসীদের জন্ত যে প্রস্তর প্রস্তুত আছে তাহা হইতে ভীত হও। মং ১। সিং ১। সূঃ ২। আঃ ২৩। ২৪ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, ইহাও কি একটি কথা যে, তাদূশ একটি “সূরত” রচিত হওয়া অসম্ভব? সত্তাটি আকবরের সময়ে মৌলবী ফৈজী কি বিন্দু ব্যবহার না করিয়াই কোরাণ সঙ্কলন করেন নাই? নরকের অগ্নি কিরূপ? পার্থিব অগ্নিকে কি ভয় করিতে হইবে না? ইহাতে যাহা পতিত হয়, তাহা দগ্ধ হইয়া যায়। কুরাণে যেমন লিখিত আছে যে, কাফিরদের জন্ত প্রস্তর প্রস্তুত করা হইয়াছে, পুরাণেও সেইরূপ বর্ণিত আছে যে, স্নেহীদের জন্ত ঘোরতর নরক প্রস্তুত রহিয়াছে। এই দুইটি বর্ণনার মধ্যে কোনটিকে সত্য মনে করা যাইবে? নিজ নিজ মতানুসারে উভয় পক্ষই স্বর্গগামী; কিন্তু এক পক্ষের মতানুসারে অপর পক্ষ নরকগামী। সুতরাং উভয় মতই মিথ্যা। কিন্তু সকল মতানুসারেই সত্য এই যে, ধার্মিকেরা সুখ এবং পাপীরা দুঃখ ভোগ করিবে ॥ ৮ ॥

৯। যাহারা বিশ্বাসী এবং উত্তম কর্ম করে, তাহাদিগকে আনন্দের সংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্ত বহিস্ত (স্বর্গ) রহিয়াছে। তাহার নিম্নভাগে নদী প্রবাহিত হইতেছে। যখন সে স্থানে ভোজনার্থ তাহাদিগকে ফল দেওয়া হইবে, তখন তাহারা বলিবে যে, সেই বস্তু তাহাদিগকে পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের জন্ত পবিত্র রমণীগণ সর্বদা আহ্বান করিতেছে। মং ১। সিং ১। সূঃ ২। আঃ ২৪ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, কুরাণের এই বহিস্ত পৃথিবী অপেক্ষা কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ? পৃথিবীতে যে সকল বস্তু আছে, স্বর্গেও মুসলমানদের সে সকল আছে; বিশেষতঃ কেবল এইমাত্র যে, এ স্থানে মনুষ্য যেমন জন্মে, মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বাতায়াক্ত করে, স্বর্গে সেইরূপ নহে। এ স্থানে সুন্দরী নারীরা চিরকাল জীবিত

ধাকে না কিন্তু সেখানে থাকে। তাহা হইলে যত কাল কয়ামতের রাত্রি না আসে, ততকাল এই দুর্ভাগা নারীদের দিনগুলি কিরূপে অতিবাহিত হয়? অবশ্য, যদি তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া হয় এবং তাঁহার আশ্রয়ে তাহাদের দিনগুলি যদি কাটিয়া যায়, তবে ভাল। কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে মুসলমানদের এই বহিস্ত গোগুলিয়া গোঁসাইদের গোলোক ও মন্দির সদৃশ! গোলোকে নারীর সম্মান অধিক পুরুষের সম্মান নাই। সেইরূপ, খুদার গৃহেও নারীদের সম্মান অধিক, এবং তাহাদের প্রতি খুদার প্রেমও অধিক, পুরুষদের প্রতি কম। এই হেতু খুদা সুন্দরী নারীদিগকে সর্বদা বহিস্তে রাখিয়াছেন; পুরুষদিগকে রাখেন নাই। খুদার ইচ্ছা বাতীত নারীরা কিরূপে চিরকাল স্বর্গে থাকিতে পারে? যদি তাহারা খুদার ইচ্ছানুসারেই থাকে, তবে খুদা তাহাদের প্রতি আসক্ত হইয়াও পড়িতে পারেন। ৯ ॥

১০। আদমকে সকল বস্তুর নাম শিখাইয়া দেওয়া হইল। তৎপর তিনি ফেরিস্তাদিগকে সম্মুখে করিয়া বলিলেন, “যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আমাকে এ সকল বস্তুর নাম বল।” তিনি বলিলেন, “হে আদম! এ সকলের নাম বল।” আদম সকল বস্তুর নাম বলিয়া দিলে খুদা ফেরিস্তাদিগকে বলিলেন, “আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আমি নিশ্চয়, পৃথিবী ও আকাশের গুপ্ত বস্তুসমূহকে এবং প্রকট বা গুপ্ত কর্ম-সমূহকে জানি? মং ১। সিং ১। সুং ২। আং ১৯। ৩১ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল এইরূপে স্বর্গীয় দূতদিগকে প্রভাবিত করিয়া আত্মপ্রাণা করা কি খুদার কার্য্য হইতে পারে? ইহা ত কেবল প্রভারণা মাত্র; কোনও বিদ্বান্ ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং এমন ঔদ্ধত্যও দেখান না। ঈদৃশ কার্য্যদ্বারাই কি খুদা অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের ইচ্ছা করিতেছেন? অবশ্য, বাহার যেমন ইচ্ছা, বস্তু মনুষ্যদের মধ্যে ভ্রান্তমত চালাইতে পারে এবং তাহা চলাও সম্ভব, কিন্তু সত্যদের মধ্যে তাহা সম্ভব নহে ॥ ১০ ॥

১১। আমি যখন ফেরিস্তাদিগকে বলিলাম, “বাবা আদমকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর।” তখন সকলে তাহা করিল; কিন্তু শয়তান অস্বীকার ও গর্ব্ব করিল, কারণ সেও কাফির। মং ১। সিং ১। সুং ২। আং ৩১ ॥

(সমীক্ষক)—এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, খুদা সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানের বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলে শয়তানকে সৃষ্টিই করিবেন কেন? খুদা ভেজস্বীও নছেন; কারণ, শয়তান

তাঁহার আত্মা লজ্জন করা সত্ত্বেও তিনি তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। আরও দেখুন! এক শয়তান কাফির খুদাকেও হতবুদ্ধি করিল। তাহা হইলে যেখানে মুসলমানদের মতে কোটি কোটি কাফির আছে, সেখানে তাঁহাদের খুদা এবং তাঁহারা কি করিতে পারেন? খুদা কখনও কাহারও রোগ বৃদ্ধি করেন, কাহাকেও পথভ্রষ্ট করেন, এ সকল তিনি শয়তানের নিকট শিখিয়া থাকিবেন! শয়তানও বোধ হয় এ সকল খুদার নিকটে শিক্ষা করিয়াছে; কারণ খুদা ব্যতীত শয়তানের গুরু অপর কেহই হইতে পারে না ॥ ১১ ॥

১২। আমি বলিলাম, “আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী বহিস্তে থাকিয়া আনন্দের সহিত যেখানে ইচ্ছা ভোজন কর; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকট যাইও না, গেলে পাণী হইবে”। শয়তান তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া বহিস্তের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিল। তখন আমি বলিলাম, “অবতরণ কর, তোমাদের পবম্পরের মধ্যে কেহ শত্রু আছে; তোমাদের বাসস্থান পৃথিবী এবং সে স্থানে তোমরা এক এক সময়ে এক এক বস্তু লাভ করিবে”। আদম তাহার প্রভুর কিছু কথা শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিল। মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ৩৩। ৩৪ ॥

(সমীক্ষক) — খুদা কেমন অল্পজ্ঞ দেখুন! এইমাত্র আশীর্ব্বাদ করিলেন, “স্বর্গে থাক”, আবার পর মুহূর্ত্তেই বলিলেন, “বাহির হও”। তিনি ভবিষ্যৎ জ্ঞাত থাকিলে বরই বা দিবেন কেন? দেখা যাইতেছে যে তিনি বিভ্রান্তকারী শয়তানকে দণ্ড দিতে অক্ষম। তিনি কাহার জন্ত সেই বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন? নিজের জন্ত করিয়াছিলেন কিংবা পরের জন্ত? পরের জন্ত করিয়া থাকিলে নিষেধ করিবার কারণ কি? সুতরাং এ সকল কথা ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বরকৃত পুস্তকের হওয়া অসম্ভব। আদম সাহেব খুদার নিকট কত বিষয় শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন? তিনি কিরূপে পৃথিবীতে আসিলেন? স্বর্গ কি পর্ব্বত কিংবা আকাশের উপর অবস্থিত? তিনি তাহা হইতে কিরূপে অবতরণ করিলেন? পাণীর জায় উড়িয়া আসিলেন, কিংবা প্রস্তরখণ্ডের জায় উপর হইতে পতিত হইলেন? যেহেতু মৃত্তিকাদ্বারা আদমশাহেবকে নিৰ্ম্মাণ করা হইয়াছে, অতএব জানা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টানদের স্বর্গেও মৃত্তিকা আছে। বোধ হয়, সেখানকার ফেরিস্তারাও সেইরূপে নিৰ্ম্মিত হইয়াছেন। কারণ পার্শ্বিক শরীর ব্যতীত ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ হইতে পারে না। পার্শ্বিক শরীর থাকিলে মৃত্যুও

আছে ; তাহা হইলে মৃত্যুর পর তাঁহারা স্বর্গ হইতে কোথায় গমন করেন ? মৃত্যু না, থাকিলে জন্মও থাকে না। কিন্তু জন্ম থাকায় মৃত্যুও নিশ্চয় আছে। তাহা হইলে ত্রীলোকেরা যে চিরকাল স্বর্গে বাস করে বলিয়া কুরাণে লিখিত আছে, তাহা মিথ্যা ; কারণ তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং স্বর্গবাসীদের মৃত্যুও অবশ্যস্বাভাবী ॥ ১২ ॥

১৩। ভয় কর সেই দিনকে, যে দিন কোন জীব কোন জীবের ভরসা রাখিবে না, কাহারও অনুরোধ রক্ষিত হইবে না, কাহারও নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হইবে না এবং কেহ সাহায্যও পাইবে না ॥ মং ১। সিং ১। সুং ২। আং ৪৮ ॥

(সমীক্ষক) :—বর্তমানে কি ভয় করিবে না ? কুকার্যে সর্বদা ভয় পাওয়া উচিত। অনুরোধ স্খীত না হইলে, ইহা কিরূপে সত্য হইতে পারে যে, পয়গম্বরের সাক্ষ্য অথবা সুপারিশ বশতঃ খুদা স্বর্গ প্রদান করিবেন ? খুদা কি কেবল স্বর্গবাসীদেরই সহায় ? তিনি কি নরকবাসীদের সহায় নহেন ? তাহা হইলে তিনি পক্ষপাতী ॥ ১৩ ॥

১৪। আমি মুসাকে পুস্তক এবং অলৌকিক শক্তি দিলাম এবং তাহাকে বলিলাম, “তুমি নিষ্পিত বানর হইয়া যাও”। সম্মুখবর্তী এবং পার্শ্ববর্তীদিগকেও এই ভয় দেখাইলাম এবং বিশ্বাসীদিগকে শিক্ষা দিলাম। মুং ১। সিং ১। সুং ২। আং ৫৩। ৬৫। ৬৬ ॥

(সমীক্ষক) :—মুসাকে পুস্তক দেওয়া হইয়া থাকিলে কুরাণ প্রকাশ বুঝা। বাইবেলে ও কুরাণে লিখিত আছে যে, ঈশ্বর মুসাকে অলৌকিক শক্তি দিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ যাহা পূর্বে ছিল, তাহা এখনও থাকা উচিত। যেহেতু এখন কাহারও অলৌকিক শক্তি নাই, সুতরাং পূর্বেও ছিল না। যেমন আজকালও স্বার্থপরেরা অজ্ঞানদের নিকট পাণ্ডিত্যের ভান করে, বোধ হয়, সে কালেও ঐরূপ ভণ্ডামি করা হইত। খুদা এবং তাঁহার সেবকগণ এখনও বিজ্ঞমান আছেন ; কিন্তু খুদা আজকাল তাঁহার সেবকদিগকে অলৌকিক শক্তি প্রদান করেন না কেন ? আজকাল কেহ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিতে পারে না কেন ? ঈশ্বর মুসাকে পুস্তক দিয়া থাকিলে পুনরায় কুরাণপ্রেরণের কি প্রয়োজন ছিল। সংকল্প করা এবং অসংকল্প না করা সম্বন্ধে উপদেশ সর্বত্র একই প্রকার ; ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে একই কথা লিখিলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে। মুসা প্রভৃতিকে যে যে পুস্তক দেওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে

খুদা কি কোন ভুল করিয়াছিলেন? যদি খুদা কেবল ভয় দেখাইবার জন্য নিন্দিত বানর হইতে বলিয়া থাকেন, তবে হয়ন্ত তাঁহার বাক্য মিথ্যা অথবা তিনি ছলনা করিয়া থাকিবেন। যিনি এ সকল কথা বলেন, তিনি খুদা নহেন এবং যে পুস্তকে এ সকল কথা আছে, তাহাও খুদার রচিত নহে ॥ ১৪ ॥

১৫। এইরূপে খুদা মৃতদিগকে পুনর্জীবিত এবং তোমাদিগকে তাঁহার সাক্ষাতিক চিহ্ন সমূহ প্রদর্শন করেন, যেন তোমরা বুঝিতে পার। মং ১। সিং ১। সুং ২। আং ৬৭ ॥

(সমীক্ষক)—খুদা কি মৃতদিগকে পুনর্জীবিত করিতেন? তবে এখন করেন না কেন? কয়ামতের রাত্রি পর্য্যন্ত জীবদিগকে কি কবরের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইবে? আজ কাল কি তাহারা দায়রা সুপর্দা আছে? কেবল এই কয়েকটিই কি ঈশ্বরের নিশান? পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি কি তাঁহার নিশান নহে? জগতে যে বিচিত্র সৃষ্টিরচনা দৃষ্ট হয়, তাহা কি সামান্য নিশান? ১৫ ॥

১৬। তিনি নিত্যকাল বহিস্ত অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসী। মং ১। সিং ১। সুং ২। আং ৭৫ ॥

(সমীক্ষক)—কোন জীবেরই অনন্ত পাপ-পুণ্য করিবার সামর্থ্য নাই। এই কারণে কেইই সর্বদা স্বর্গে বা নরকে থাকিতে পারে না। যদি খুদা এইরূপ ব্যবস্থা করেন, তবে তিনি অত্যাচারী এবং অজ্ঞ। কয়ামতের রাত্রিতে জ্ঞানবিচার হইলে মনুষ্যের পাপপুণ্য সমান হওয়া উচিত। কর্ম্ম অনন্ত না হইলে, কর্ম্মফল কিরূপে অনন্ত হইবে? যদি বলা হয় যে, সাত কিংবা আট সহস্র বৎসরেরও কাছাকাছি স্থিতি হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার পূর্বে খুদা কি নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়াছিলেন? কয়ামতের পরেও কি তিনি নিষ্কর্মা থাকিবেন? এ সকল বালকের কথা; কারণ পরমেশ্বরের কার্য্য সর্বদাই বর্ত্তমান। যাহার যে পরিমাণ পাপপুণ্য, তিনি তাহাকে সেই পরিমাণ ফল প্রদান করেন সুতরাং কুরাণের এ কথা সত্য নহে ॥ ১৬ ॥

১৭। আমি তোমাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছি যে, তোমরা নিজেরা পরস্পরের রক্তপাত করিবে না এবং পরস্পরকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবে না। তোমরা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তোমরাই তাহার সাক্ষী। কিন্তু তোমরাই আবার পরস্পরকে হত্যা করিতেছ এবং নিজদের মধ্যে একদলকে অপরের গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতেছ। মং ১। সিং ১। সুং ২। আং ৭৭ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, প্রতিজ্ঞা করা এবং প্রতিজ্ঞা করান অল্পজ্ঞের কার্য, পরমাত্মার নহে। সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর সাধারণ মনুষ্যের আয় কঠোরতা অবলম্বন করিবেন কেন? ইহা কিরূপ ধার্মিকের কার্য যে, কোল নিজেরা পরস্পরের রক্তপাত এবং স্বমতাবলম্বীদেরকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবে না, অথচ ভিন্নমতাবলম্বীদের রক্তপাত করিবে এবং তাহাদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবে? ইহা মিথ্যাচার, মূর্খতা এবং পক্ষপাতিতা। পরমেশ্বর কি পূর্বে জানিতেন না যে, তাহারা প্রতিজ্ঞাবিরুদ্ধ কার্য করিবে? জানা যাইতেছে যে, মুসলমানদের ঈশ্বরও অনেকটা খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সদৃশ, এবং কুরাণ স্বতন্ত্র রচনা নহে। কারণ কুরাণের কয়েকটি উপদেশ ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই বাইবেলে আছে ॥ ১৭ ॥

১৮। যাহারা পারলৌকিক জীবনের বিনিময়ে ঐহিক জীবন ক্রয় করিয়াছে, তাহাদের পাপ কখনও লঘু করা হইবে না, তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না। মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ৭৯ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, ঈশ্বরের ঐ এমন ঈশ্বা-দেষ হইতে পারে? কাহাদের পাপ লঘু করা হইবে? কাহাদিগকেই বা সাহায্য করা হইবে? তাহারা পাপী হইলে দণ্ডদানের পরিবর্তে তাহাদের পাপ লঘু করা অশ্রায় হইবে। দণ্ডদান পূর্বক পাপ লঘু করা হইলে, এস্থলে যাহাদের উল্লেখ আছে, তাহারাও দণ্ড পাইয়া লঘু হইতে পারে। দণ্ডদান করিয়াও লঘু করা না হইলে অশ্রায় হইবে। যাহাদের পাপ লঘু করিবার কথা, তাহারা ধর্মাত্মা হইলে তাহারা স্বভাবতঃই লঘু থাকে; তবে খুদা কি করিবেন? অতএব এ সকল বিধানের লেখা নহে। স্ব স্ব কৰ্ম্মানুসারে ধার্মিকদিগের সুখ এবং অধার্মিকদিগের দুঃখ সর্বদা হওয়া উচিত ॥ ১৮ ॥

১৯। আমি নিশ্চয় মূসাকে পুস্তক দিয়াছি এবং তারপর পয়গম্বরকে আনাইয়াছি এবং মেরীর পুত্র যীশুকে ও তৎসঙ্গে রুহলকুদসকেও * প্রকট দৈবীশক্তি দিয়াছি। যে বস্তু তোমাদের প্রীতিকর নহে যখন সে বস্তু লইয়া পয়গম্বর আসিলেন, তখন তোমরা অহঙ্কার করিলে, একটি মতকে মিথ্যা বলিলে এবং এক জনকে হত্যা করিলে। মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ৮০ ॥

(সমীক্ষক)—যেহেতু কুরাণে সাক্ষ্য আছে যে, মূসাকে পুস্তক দেওয়া

হইয়াছে অতএব মুসলমানদের তাহা বিশ্বাস করা আবশ্যক। উক্ত পুস্তকের দোষগুলিও মুসলমান মতে প্রবেশ করিয়াছে। তদ্ব্যতীত দৈবীশক্তির কথা সমস্তই মিথ্যা। নির্বোধ সরলপ্রকৃতি লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য এসকল মিথ্যা প্রচার করা হইয়াছে। কারণ সৃষ্টিক্রম এবং বিজ্ঞানবিরুদ্ধ সমস্তই মিথ্যা। যদি তখন দৈবশক্তি ছিল, তবে এখন নাই কেন? এখন না থাকায় তখনও যে ছিল না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥

২০। ইহার পূর্বে তাহারা কাফিরদের উপর বিজয় ইচ্ছা করিতেছিল। যখন সেই বস্তু আসিল, তখন তাহারা চিনিতে পারা সত্ত্বেও শীঘ্র কাফির হইয়া গেল। কাফিরদের উপর আল্লাহের অভিশাপ আছে। মং ১। সিং ১। সূঃ ২। আঃ ৮২ ॥

(সমীক্ষক) —তোমরা যেমন ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে কাফির বল, তাহারাও কি সেইরূপ তোমাদিগকে কাফির বলে না? তাহারাও কি তাহাদের মতের ঈশ্বরের পক্ষ হইতে তোমাদিগকে দিক্কার দেয় না? তাহা হইলে কে সত্য, কেই বা মিথ্যা বল! বিচার পূর্বক অনুসন্ধান করিলে সকল মতেই মিথ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু সত্য, সর্বত্র একরূপ। কেবল মূর্খতাই বাদবিবাদের মূল ॥ ২০ ॥

২১। বিশ্বাসীদিগের প্রতি আল্লাহের আনন্দ বার্তা এই যে, যাহারা ফেরিস্তাগণ, পয়গম্বরগণ, জিব্রাইল এবং মাইকেলের শত্রু আল্লাহও সে সকল কাফিরের শত্রু। মং ১। সিং ১। সূঃ ২। আঃ ৯০ ॥

(সমীক্ষক) —মুসলমান মতে খুদার অংশীদার নাই। তাহা হইলে এই অংশীদারবাহিনী কোথা হইতে আসিল? যাহারা কাহারও শত্রু তাহারা কি ঈশ্বরেরও শত্রু? তাহা সত্য নহে, কারণ ঈশ্বর কাহারও শত্রু হইতে পারেন না ॥ ২১ ॥

২২। তোমরা বল, “ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি”; আমি তোমাদের পাপ ক্ষমা করিব। যাহারা সংকল্প করে, তাহাদিগকে অধিক ক্ষমা করিব ॥ মং ১। সিং ১। সূঃ ২। আঃ ৫৪ ॥

(সমীক্ষক) —ভাল, খুদার এই উপদেশ সকলকে পাপে প্রবর্তিত করিবে কি না? কারণ পাপ ক্ষমার আশ্বাস পাইলে কেহ পাপ করিতে ভীত হয় না। সুতরাং যিনি এইরূপ বলেন তিনি খুদা হইতে পারেন না এবং ইহাও খুদার রচিত পুস্তক হইতে পারে না। কেন না খুদা সত্যকারী,

তিনি কখনও অত্মায় করেন না কিন্তু পাপ ক্ষমা করিলে তিনি অত্মায় কারী হন ॥ ২২ ॥

২৩। মুসা স্বজাতীয়দের জন্ত জল প্রার্থনা করিলে, আমি তাহাকে নিজ দণ্ডকে প্রস্তরের উপর আঘাত করিতে বলিলাম। তখন প্রস্তর হইতে বারটি প্রস্তবর্ণ নির্গত হইল ॥ মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ৫৬ ॥

(সমীক্ষক) — দেখুন! এমন অসম্ভব কথা আর কেহ বলিবে? এক খণ্ড প্রস্তরের উপর দণ্ডাঘাতে বারটি প্রস্তবর্ণের উৎপত্তি সর্বথা অসম্ভব। অবশ্য সেই প্রস্তরখণ্ডের অভ্যন্তরে গর্ত খনন করিয়া সেই গর্ত জলপূর্ণ এবং ছাদশ ছিড়যুক্ত করিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে, অতথা ইহা অসম্ভব ॥ ২৩ ॥

২৪। আল্লাহ তাহাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রধান এবং দয়ার পাত্র করেন। মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ১০৫ ॥

(সমীক্ষক) — যে ব্যক্তি প্রধান এবং দয়ার পাত্র হইবার যোগ্য নহে তাহাকেও কি তাহা করা হইবে? তাহা হইলে ঈশ্বর অত্যন্ত অত্মায় করিবেন এবং কেই বা ধর্ম্মানুষ্ঠান কেই বা পাপ বর্জন করিবে? যেহেতু সমস্তই কর্ম্মকলের পরিবর্তে খুদার প্রদত্ততার উপর নির্ভর করিতেছে অতএব সকলের ওদাসীদ্ব্য বশতঃ কর্ম্মক্ষেত্র প্রসঙ্গ হইবে ॥ ২৪ ॥

২৫। কাকিরগণ যেন ঈর্ষাবশতঃ তোমাদের বিশ্বাস বিচলিত না করে; কারণ তাহাদের মধ্যে বিশ্বাসীদের অনেক বন্ধু আছে। মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ১০৯ ॥

(সমীক্ষক) — দেখুন! ঈশ্বর স্বয়ং তাহাদিগকে সাবধান করিতেছেন, “যেন কাকিরগণ তোমাদের বিশ্বাস বিচলিত না করে”। তাহা হইলে খুদা কি সর্বজ্ঞ নহেন? পরমেশ্বর সম্পর্কে এসকল কথা সত্য হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥

২৬। তোমরা যে দিকে মুখ ফিরাইবে সেই দিকেই পরমেশ্বরের মুখ আছে ॥ মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ১১৫ ॥

(সমীক্ষক) — ইহা সত্য হইলে মুসলমানদের মক্কার দিকে মুখ ফিরাইবার কারণ কি? যদি বলা হয় যে মক্কাভিমুখে মুখ ফিরাইবার জন্ত তাঁহাদের উপর আদেশ আছে; তাহা হইলে এই আদেশও আছে, “যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে মুখ কর”। তাঁহার কি একটি কথা সত্য অপরটি মিথ্যা? যদি আল্লাহের মুখ থাকে তবে এক মুখ সকল দিকে থাকিতে পারে না, এক দিকেই থাকিবে। সুতরাং ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে ॥ ২৬ ॥

২৭। যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা তিনি যখন কিছু করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাহা করিতে হয় না ; তিনি কেবল বলেন “হইয়া যাও” তাহাতেই হইয়া যায়। মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ১১৭ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, খুদার আজ্ঞা “হইয়া যাও” ইহা কে শুনিল ? তিনি কাহাকে শুনাইলেন ? কিই বা হইয়া গেল ? কি কারণেই বা হইল ? লিখিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্বে এক খুদা ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু কিছুই ছিল না। তাহা হইলে এ সংসার কোথা হইতে আসিল ? কারণ ব্যতীত কোন কার্যই হইতে পারে না, তাহা হইলে কারণ ব্যতীত এই বিশাল জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল ? সুতরাং ইহা কেবল বালকের কথা ॥ ২৭ ॥

(পূর্ব পক্ষী)—না, না, খুদার ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন হইল। (উত্তর পক্ষী)—তোমাদের ইচ্ছায় একটি মাছির ঠাং নির্মিত হইতে পারে কি ? তবে কিরূপে বলিতেছ যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সমস্ত জগৎ নির্মিত হইয়াছে ? (পূর্বপক্ষী)—খুদা সর্বশক্তিমান এই কারণে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। (উত্তরপক্ষী)—খুদা কি অল্প খুদাও সৃষ্টি করিতে পারেন ? তিনি কি মূর্থ, রোগী এবং অজ্ঞানও হইতে পারেন ? (পূর্বপক্ষী)—তাহা কখনও সম্ভব নহে। (উত্তরপক্ষী)—অতএব পরমেশ্বর তাঁহার কিংবা অশ্বের গুণকর্মস্বভাবের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারেন না। সংসারে কিছু নির্মাণ করিতে বা করাইতে হইলে ভিনটি পদার্থের প্রয়োজন হয় ; যথা নির্মাণকর্তা-যেমন কুস্তকার, দ্বিতীয় ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, তৃতীয় সাধন যদ্বারা ঘট নির্মিত হয়। কুস্তকার, মৃত্তিকা এবং সাধন হইলেই ঘট নির্মিত হয়। যেমন ঘট নির্মিত হইবার পূর্বে কুস্তকার, মৃত্তিকা এবং সাধন বিद्यমান থাকে সেইরূপ জগৎ সৃষ্টির পূর্বে জগতের কারণ প্রকৃতি ও তাহার অনাদি গুণকর্মস্বভাব বিद्यমান থাকে। এই নিমিত্ত কুরানের উক্তি অসম্ভব ॥ ২৭ ॥

২৮। যেহেতু আমি মনুষ্যের জন্ত কাবার সুখকর পবিত্র স্থান নির্মাণ করিয়াছি অতএব তোমাদের নমাজের জন্ত এতাহামের স্থানে গমন কর। মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ১২৫ ॥

(সমীক্ষক)—খুদা কি কাবা নির্মাণের পূর্বে কোন পবিত্র স্থান নির্মাণ করেন নাই ? করিয়া থাকিলে কাবা নির্মাণের কোন প্রয়োজন ছিল না, না করিয়া থাকিলে যাহারা পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই ছর্ভাগাদের জন্ত

কোন পবিত্র স্থান ছিল না। পূর্বের পবিত্র স্থান নির্মাণের কথা ঈশ্বরের মনে হয় নাই ॥ ২৮ ॥

২৯। বিমুঢ়াত্মা ব্যতীত এমন কে আছে যে, এত্রাহামের ধর্ম্য হইতে বিচ্যুত হইবে? আমি তাহাকেই মনোনীত করিয়াছি। নিশ্চয়ই, সে পরলোকে ধার্মিক হইবে। মং ১। সিং ১। সূ. ২ আ. ১৩০ ॥

(সমীক্ষক)—ইহা কিরূপে বলি সম্ভব যে যাহারা এত্রাহামের ধর্ম্য মানে না, তাহারা মূর্খ? খুদা কেবল এত্রাহামকেই মনোনীত করিলেন, ইহার কারণ কি? যদি ধর্ম্যাত্মা বলিয়া মনোনীত করা হইয়া থাকে তবে আরও বহু ধর্ম্যাত্মা থাকিতে পারেন। ধর্ম্যাত্মা না হওয়া সত্ত্বেও মনোনীত করা হইয়া থাকিলে অশ্রদ্ধা হইয়াছে। অবশ্য ইহা সত্য যে অধর্ম্যাত্মা ঈশ্বরের প্রিয় নহে কিন্তু ধর্ম্যাত্মাই প্রিয় ॥ ২৯ ॥

৩০। নিশ্চয়, আমি তোমাকে আকাশের দিকে মুখ ফিরাইতে দেখিয়াছি। নিশ্চয় আমি তোমাকে সেই কাবা অভিমুখী করিব; তাহা তোমার পক্ষে শ্রীতিকর হইবে। অতএব তোমার মুখ মসজিদুল হরামের দিকে ফিরাও। যেখানেই থাক না কেন তোমার মুখ সেই দিকেই ফিরাইয়া লও ॥ মং ১। সিং ২। সূ. ২। আ. ১৪৪ ॥

(সমীক্ষক)—ইহা কি যেমন তেমন পৌত্তলিকতা? ইহা ত ত্যক্তর পৌত্তলিকতা! (পূর্বপক্ষী)—আমরা মুসলমানেরা মূর্তিপূজক নহি, কিন্তু মূর্তিভজক। আমরা মক্কার মসজিদকে খুদা মানি না। (উত্তরপক্ষী)—তোমরা; যাহাদিগকে পৌত্তলিক বল, তাহারাও মূর্তিকে ঈশ্বর মানে না, কিন্তু মূর্তির সম্মুখে পরমেশ্বরেরই উপাসনা করে। তোমরা মূর্তিভজক হইলে সেই বড় মূর্তি মক্কার মসজিদ ভগ্ন কর নাই কেন? (পূর্বপক্ষী)—বাহবা! আমাদের প্রতি ত কুরাণে আদেশ আছে যে, মক্কার দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে। কিন্তু তাহাদের প্রতি বেদের আদেশ নাই; সুতরাং তাহারা পৌত্তলিক নহে কেন? আমরা কেন পৌত্তলিক হইতে বাইব? আমাদের পক্ষে খুদার আদেশ অশ্রদ্ধা পালনীয়। (উত্তরপক্ষী)—তোমাদের জন্ত যেমন কুরাণে, তাহাদের জন্তও সেইরূপ পুরাণে আদেশ আছে। তোমরা যেমন কুরাণকে খুদার বাণী, পৌরাণিকেরাও সেইরূপ পুরাণকে খুদার অবতার বাসদেবের বাণী মনে করেন। পৌত্তলিকতা বিষয়ে তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; বরং তোমরা বৃহৎ,

এবং তাহারা ক্ষুদ্র মূর্তির পূজক। যেমন কেহ নিজের গৃহ হইতে বিড়াল ভাড়াইতে না। তাড়াইতে তন্মধ্যে উষ্ট্র প্রবেশ করে, সেইরূপ মহম্মদ সাহেবও মুসলমান মত হইতে ক্ষুদ্র মূর্তিকে অপসারিত করিতে গিয়া তন্মধ্যে মক্কার মসজিদরূপী পর্বতাকার বৃহৎ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহা কি সামান্য পৌত্তলিকতা? অবশ্য তোমরাও যদি আমাদের দ্বায় বৈদিক মত অবলম্বন কর তাহা হইলে মূর্তিপূজাদি কুকর্ম হইতে অব্যাহতি পাইতে পার; নতুনা নহে। যতদিন তোমরা নিজেদের বৃহৎ মূর্তিকে অপসারিত না কর ততদিন পর্যন্ত ক্ষুদ্র মূর্তিপূজা খণ্ডন করিতে লজ্জা বোধ করা এবং মূর্তিপূজা হইতে বিরত থাকিয়া নিজেদের পবিত্র করা কর্তব্য ॥ ৩০ ॥

৩১। যাহারা আল্লাহের মার্গে নিহত হয়, তাহাদিগকে মৃত বলিও না; তাহারা জীবিত। মং ১। সিং ১। সূঃ ২। আঃ ১৪৪ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, ঈশ্বরের মার্গে মরিবার ও মারিবার প্রয়োজন কি? বল না কেন যে, স্বার্থসিদ্ধিই প্রয়োজন! লোভ দেখাইলে লোকেরা উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিলে, ফলে আমরা বিজয়ী হইব; লোকেরা নির্ভয়ে হত্যা ও লুণ্ঠন করিবে, তদ্বারা আমরা ঐশ্বর্যাশালী হইয়া বিবরানন্দ ভোগ করিব; এইরূপ স্বার্থসিদ্ধিই এ সকল বিপরীত কার্যের উদ্দেশ্য ॥ ৩১ ॥

৩২। আল্লাহ কঠোর হৃৎখদাতা। শয়তানের অনুসরণ করিও না; সে নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যক্ষ শত্রু। অসৎ এবং নিলজ্জ কার্য ব্যতীত অস্ত্র কোন কার্য করিতে সে আদেশ দেয় না। তোমরা যাহা জান না, সে তাহাই আল্লাহের সম্বন্ধে বলিবে। মং ১। সিং ২। সূঃ ২। আঃ ১৫১।১৫৪।১৫৫ ॥

(সমীক্ষক)—দয়ালু খুন কি পাপী ও পুণ্যাত্মাদিগকে কঠোর হৃৎখদেন? তিনি কি মুসলমানদের প্রতি সদয় এবং অস্ত্রের প্রতি নির্দয়? তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না। ঈশ্বর পক্ষপাতী না হইলে ধার্মিকদিগের প্রতি সদয় হইবেন এবং অধার্মিকদিগকে দণ্ড দিবেন। অতএব মহম্মদ সাহেবকে মধ্যমর্তীরূপে মানিবার এবং কুরাণ বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে শয়তান সকলের অনিষ্টকারী এবং শত্রু, তাকে খুদা সৃষ্টিই বা করিলেন কেন? ভবিষ্যতে কি ঘটিলে, তাহা কি তিনি জানিতেন না? যদি বলা হয় যে তিনি জানিতেন, কিন্তু পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তবে তাহাও সত্য নহে, কারণ পরীক্ষা করা অসম্ভব কার্য। তিনি সর্ববজ্ঞ, তিনি সকলের সদস্য কর্ম সম্যক্রূপে জানেন। পুনশ্চ,

শয়তান সকলকে বিভ্রান্ত করে, কিন্তু শয়তানকে বিভ্রান্ত করে কে? যদি বলা হয় যে, শয়তান নিজে নিজেই বিভ্রান্ত হয়, তবে অশ্বেরাও নিজে নিজে বিভ্রান্ত হইতে পারে। মধ্যবর্তী শয়তানের প্রয়োজন কি? যদি খুদাই শয়তানকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন, তবে তিনি শয়তানের শয়তান। ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি কুপথগামী হয়, সে কুসঙ্গ এবং অজ্ঞতাবশতঃ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে ॥ ৩২ ॥

৩৩। মৃত প্রাণী, কৃষির, শূকরের মাংস এবং যে বস্তু সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কাহারও নাম লওয়া হইয়াছে তাহা তোমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। মং ১। সিং ১২। সূঃ ২। আঃ ১৫৯ ॥

(সমীক্ষক)—এস্থলে বিচার্য্য এই যে, স্বয়ং মৃত কিংবা কাহারও দ্বারা হত, উভয়ই সমান। অবশ্য কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও মৃত্যু সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। শূকরের মাংস ত নিষিদ্ধ; তবে কি মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ করা উচিত? পশ্বাদিকে * কঠোর যজ্ঞ দিয়া পরমেশ্বরের নামে প্রাণী হত্যা করা কি উত্তম কার্য্য? তাহাতে ঈশ্বরের নাম কলঙ্কিত হয়। পরমেশ্বর এ সকল প্রাণীকে পূর্ব জন্মের অপরাধ ব্যতীত মুসলমানদের হস্তে দারুণ কষ্টদানের ব্যবস্থা করিলেন কেন? তাহাদের প্রতি কি তাঁহার দয়া নাই? তাহারও কি তাঁহার সম্মানতুল্য নহে? গবাদি উপকারী পশুর হত্যা নিষেধ না করায়, খোদা হত্যার প্রশ্রয় দিয়া জগতের অনিষ্টকর হিংসারূপ পাপে কলঙ্কিত হইয়াছেন। এ সকল খুদার এবং তাঁহার পুস্তকের কথা কখনও হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

৩৪। রোজার রাত্রিতে নিজ নিজ পত্নীর সহিত মদনোৎসব বৈধ করা হইয়াছে। তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের এবং তোমরা তাহাদের আবরণস্বরূপ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা চুরি অর্থাৎ বাভিচার করিয়া থাক। তজ্জগ্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে পুনরায় ক্ষমা করিয়াছেন। তোমরা তাহাদের সহিত মিলিত হও এবং আল্লাহ্ তোমাদের জগ্য যে সম্মান-প্রাপ্তি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান কর। যে পর্য্যন্ত তোমাদের জগ্য কৃষ্ণবর্ণ সূত্র হইতে শ্বেতবর্ণ সূত্র প্রকট, অর্থাৎ রাত্রি হইতে দিন প্রকাশিত না হয়, সে পর্য্যন্ত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ কর। মং ১। সিং ২। আঃ ১৮৭ ॥

* হিন্দী সত্যার্থ প্রকাশে “শজ্জ” আছে। ইহাকে ছাপার ভুল ধরিয়া “পশু” করা গেল। — অনুবাদক।

(সমীক্ষক)—এখানে নির্ণয় হইতেছে যে সময়ে মুসলমান মত প্রবর্তিত হয়, সে সময়ে কিংবা তাহার পূর্বে, কেহ কোন পৌরাণিককে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবে, “একমাসব্যাপী চান্দ্রায়ণ ত্রতের নিয়ম কি?” চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে খাণ্ড-গ্রাসের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং মধ্যাহ্নভোজন সম্বন্ধীয় শাস্ত্রবিধি না জানিয়া, হয়ত সেই পৌরাণিক বলিয়া থাকিবে যে, চন্দ্রমা দর্শন করিয়া ভোজন করা উচিত। মুসলমানেরা তাহা এইরূপ বুঝিয়া থাকিবেন। কিন্তু ত্রতকালে জীসমাগম পরিত্যাজ্য। খুদা একটি কথা বাড়াইয়া বলিয়াছেন, “তোমরা যদি ইচ্ছা কর, তবে জীসংসর্গ করিও এবং রাত্রিকালে যতবার ইচ্ছা ভোজন করিও”। আচ্ছা, ইহা কিরূপ ত্রত হইল? দিবসে ভোজন করা হইল না, কিন্তু রাত্রিতে ভোজন চলিতে লাগিল। দিবাভাগে ভোজন না করিয়া রাত্রিকালে ভোজন করা সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ ॥ ৩৪ ॥

৩৫। যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, আল্লাহের পথে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর। তাহাদিগকে যে স্থানে পাইবে, সে স্থানে হত্যা করিবে। হত্যা অপেক্ষা অবিশ্বাস নিন্দনীয়। যে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস দূরীভূত এবং আল্লাহের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর। যাহারা তোমাদের উপর যত বল প্রয়োগ করে, তাহাদের উপর তোমরা তত বল প্রয়োগ কর। ম• ১। সি• ২। সু• ২। আ• ১৯০। ১৯১। ১৯৩। ১২৪ ॥

(সমীক্ষক)—কুরানে এ সকল কথা না থাকিলে মুসলমানেরা ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, সে সকল করিত না। বিনা অপরাধে কাহাকেও হত্যা করা মহাপাপ। যাহারা মুসলমান মত বিশ্বাস করে না মুসলমানেরা তাহাদিগকে কাকির বলে। তাহাদের মতে অবিশ্বাসী রাখা অপেক্ষা হত্যা করা ভাল। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, যাহারা তাহাদের ধর্ম মানে না, তাহাদিগকে হত্যা করা বিধেয়। তাহারা তাহা করিয়াও আসিতেছে। ধর্মের জন্ত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহারা রাজ্য হারাইয়াছে এবং তাহাদের মত ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। চুরির প্রতিশোধ কি চুরি? চোর আমাদের বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধ করে, আমরাও কি চোরের বিরুদ্ধে সে সকল অপরাধ করিব? তাহা করা সর্বতোভাবে অজ্ঞায়। যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের গালি দেয়, আমরাও কি তাহাকে গালি দিব? ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বরভক্ত কোন বিষয় এইরূপ বলিতে পারেন না। ইহা ঈশ্বরকৃত পুণ্ডকের নহে কিন্তু স্বার্থপর অজ্ঞানের কথা ॥ ৩৫ ॥

৩৬। আল্লাহের পক্ষে কলহ প্রীতিকর নহে। হে বিশ্বাসী মনুষ্যগণ। তোমরা ইসলামে প্রবেশ কর। ম• ১। সি• ২। সূ• ২। আ• ২০৫১২ ৮।

(সমীক্ষক)—যদি পরমেশ্বর কলহ বিবাদ পছন্দ না করেন, তাহা হইলে তিনি মুসলমানদিগকে কলহ বিবাদের প্রেরণা দেন কেন? কলহপ্রিয় মুসলমানদের সহিত মিত্রতাই বা করেন কেন? কেহ মুসলমান মত গ্রহণ করিলেই কি খুদা আনন্দিত হন? তাহা হইলে তিনি মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতী। তিনি নিখিল জগতের ঈশ্বর নহেন। এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরাণ ঈশ্বরকৃত নহে এবং কুরাণোক্ত ঈশ্বরও যথার্থ ঈশ্বর নহেন ॥ ৩৬ ॥

৩৭। খুদা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে জীবিকার অনন্ত সাধন প্রদান করেন। ম• ১। সি• ২। সূ• ২। আ• ২১২ ॥

(সমীক্ষক)—পরমেশ্বর কি পাপ-পুণ্য বিচার না করিয়াই জীবিকার সাধন প্রদান করেন? তাহা হইলে ভালমন্দ করা একরূপই হইল। কারণ সুখদুঃখ প্রাপ্তি তাহারাই ইচ্ছাধীন। এই কারণেই মুসলমানেরা ধর্মবিমুখ হইয়া খেচ্ছাচার করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ সকল কুরাণোক্ত বাক্য বিশ্বাস না করিয়াও ধর্মাস্থা হন ॥ ৩৭ ॥

৩৮। তাহারা তোমাকে রজস্বলা সঙ্ঘর্ষে প্রবল করিলে তুমি বলিও যে, তাহারা অপবিত্র। ঋতুকালে তাহাদের নিকট হইতে পৃথক থাকিও। যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা পবিত্র না হয়, ততদিন তাহাদের নিকট যাইও না। তাহারা স্নান করিবার পর, খুদা যে স্থান দিয়া তাহাদের নিকট যাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন, সে স্থান দিয়া যাইও। তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের ক্ষেত্র; অতএব ইচ্ছানুসারে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গমন করিও। বৃথা শপথ করিলে আল্লাহ্ তোমাদের দোষ গ্রহণ করেন না। ম• ১। সি• ২। সূ• ২। আ• ২২। ২২৩। ২২৪ ॥

(সমীক্ষক)—রজস্বলার স্পর্শ ও সংসর্গ না করার কথা লেখা হইয়াছে; তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু ত্রীলোককে ক্ষেত্রভূত্য এবং তাহার সহিত খেচ্ছাচার করিতে বলা হইয়াছে; তাহাতে মনুষ্যেরা ইঞ্জিয়ানুসৃত হইবে। খুদা মিথ্যা শপথের দোষ গ্রহণ না করিলে সকলেই মিথ্যা শপথ ও প্রতিজ্ঞাতত্ত্ব করিবে এবং খুদা মিথ্যার প্রশংসনাত্মক হইবেন ॥ ৩৮ ॥

৩৯। এমন মনুষ্য কে আছে যে, আল্লাহ্কে ঋণদান করিবে? ভাল, ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞ তাহাকে দ্বিগুণ দান করিবেন। ম• ১। সি• ২। সূ• ২। আ• ২৪৫ ॥

(সমীক্ষক)—আচ্ছা, ঈশ্বরের ঋণ * গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? নিখিল বিশ্বত্ৰুটি কি মনুষ্যের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করেন? কখনই না। কেবল নির্বোধেরাই ইহা বলিতে পারে। ঈশ্বরের ধনভাণ্ডার কি শূন্য হইয়া গিয়াছে? তিনি কি হুণ্ডির কার্য্যে এবং বাণিজ্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন? হুঁ, দ্বিগুণ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গ্রহণ করিবেন? কোন বণিক কি এইরূপ করিতে পারে? যে ব্যক্তি দেউলিয়া হইয়াছে, কিংবা যাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক, তাহাকেই এইরূপ কার্য্য করিতে হয়, ঈশ্বরকে তাহা করিতে হয় না ॥ ৩৯ ॥

৪০। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসী হইল না এবং কেহ কেহ কাকির হইয়া গেল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা যুদ্ধ করিত না। আল্লাহ্ যেমন ইচ্ছা তেমন করেন। ম• ১। সি• ৩। সূ• ২। আ• ২৫৩ ॥

(সমীক্ষক)—ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই কি সমস্ত কলহ-বিবাদ হইয়া থাকে? ঈশ্বর কি ইচ্ছা করিলে পাপ কার্য্যও করিতে পারেন? তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরই নহেন। কলহ-বিবাদ বাধান ও শাস্তিভঙ্গ করা কোন সৎপুরুষের কার্য্য নহে। এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, এই কুরাণ ঈশ্বর রচিত নহে, কোন ধার্মিক এবং বিদ্বান ব্যক্তিও ইহার রচয়িতা নহেন ॥ ৪০ ॥

৪১। পৃথিবী ও আকাশস্থ সমস্ত বস্তুই তাঁহার জন্ত। তাঁহারই ইচ্ছায় আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী তাঁহার সিংহাসন রহিয়াছে। ম• ১। সি• ৩। সূ• ২। আ• ২৫৫ ॥

(সমীক্ষক)—পরমাত্মা জীবদিগের জন্ত আকাশ এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি নিজের জন্ত কিছুই করেন নাই। তিনি পূর্ণকাম, কোন বস্তুই অপেক্ষা রাখেন না। তাঁহার যদি সিংহাসন থাকে, তবে তিনি একদেশী হইলেন এবং একদেশী হইলে তিনি ঈশ্বর নহেন, কারণ ঈশ্বর সর্বব্যাপক ॥ ৪১ ॥

৪২। আল্লাহ্ সূর্য্যকে পূর্ব দিক হইতে আনয়ন করেন; সূতরাং তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে আনয়ন কর। তাহাতে অবিশ্বাসীরা হতবুদ্ধি হইয়া

* তপসীর হসেনীতে এই আয়তের উপর ভাষ্যের টিপ্পনী লিখিত আছে যে, ঐক ব্যক্তি মহম্মদ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, হে ঈশ্বর দূত! খুদা ঋণ চান কেন? তিনি উত্তর দিলেন, তোমাকে স্বর্গে পৌছাইবার জন্ত। সে বলিল আপনি জামীন হইলে আমি দিব। মোহম্মদ সাহেব তাঁহার জামীন হইলেন। খুদার ভরসা হইল না। তাঁহার দূতের ভরসা হইল ॥

গেল। নিশ্চয়, আল্লাহ্ পানীদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না। মং ১। সিং ৩। সূং ১। আং ২৫৮ ॥

(সমীক্ষক) —কেমন অজ্ঞতা দেখুন! সূর্য্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে কিংবা পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে গমনাগমন করে না; কিন্তু নিজ পরিধিতেই ভ্রমণ করে। অতএব নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, কুরাণ-রচয়িতা ভূগোল ও খগোল বিজ্ঞা জানিতেন না। যদি পানীদের পথপ্রদর্শন না করেন, তবে ধার্মিকদের জ্ঞান তাঁহার প্রয়োজন নাই; ধার্মিকেরা ত ধর্ম্মপথেই থাকেন। যাহারা ধর্ম্ম ভুলিয়া যায়, তাহাদিগকেই পথ প্রদর্শন করিতে হয়। কুরাণের খুদার পক্ষে সে কর্তব্য পালন না করা গুরুতর ভ্রম ॥ ৪২ ॥

৪৩। তিনি বলিলেন, চারিটি পাখী লইয়া উহাদের আকৃতি চিনিয়া রাখ; তাহার পর তাহাদের এক এক খণ্ড পর্ব্বতের উপর রাখিয়া তাহাদিগকে ডাক। পাখী শীঘ্র দৌড়াইয়া তোমার নিকট চলিয়া আসিবে। মং ১। সিং ৩। সূং ২। আং ২৬০ ॥

(সমীক্ষক) —বাহবা! দেখ, মুসলমানদের খুদা ভানুমতীর খেলার জায় বাহুখেলা খেলেন! এ সকল কার্য্যাদারা কি খুদার ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত হয়? স্মৃগণ এমন খুদাকে জলাঞ্জলি দিয়া দূরে অবস্থান করিবেন। কেবল মূর্খেরাই তাঁহার জালে আবদ্ধ হইবে। ইহাতে খুদার মর্য্যাদার পরিবর্তে হীনতাই প্রকাশ পায় ॥ ৪৩ ॥

৪৪। তিনি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই নীতিশিক্ষা দেন। মং ১। সিং ৩। সূং ২। আং ১৬৯ ॥

(সমীক্ষক) —যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে নীতিশিক্ষা দেওয়া হইলে বোধ হয় যাহাকে ইচ্ছা ত্বনীতিও শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ঈশ্বরোচিত কার্য্য নহে। যিনি পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলকে নীতিশিক্ষা দান করেন, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই আশু, অপর কেহই আশু নহে ॥ ৪৪ ॥

৪৫। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ক্ষমা করিবেন কিংবা দণ্ড দিবেন; কারণ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। মং ১। সিং ৩। সূং ২। আং ২৮৪ ॥

(সমীক্ষক) —ক্ষমাইকে ক্ষমা না করা এবং ক্ষমার অযোগ্যকে ক্ষমা করা কি মূর্খ স্বেচ্ছাচারী রাজার কার্য্য নহে? যদি ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পানী কিংবা পুণ্যাত্মা করেন, তাহা হইলে জীব পাপ-পুণ্যের জ্ঞান দারী নহে। ঈশ্বর ইচ্ছানুসারে মনুষ্যকে পানী কিংবা পুণ্যাত্মা করিলে জীবের

স্থখদুঃখও হওয়া উচিত নহে। অতএব যেমন কোন সৈন্য সেনাপতির আজ্ঞামুসারে কাহাকেও হত্যা কিংবা রক্ষণ করিলে সে তজ্জন্ত দায়ী হয় না, সেইরূপ কেহই নিজ স্থখ-দুঃখের জন্ত দায়ী নহে ॥ ৪৫ ॥

৪৬। যাহারা ধর্মপরায়ণ তাহাদিগকে ইহা অপেক্ষা কি উত্তম সংবাদ দিব, বল যে আল্লাহের নিকট বহিস্ত আছে; সে স্থানে নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেস্থানে পবিত্র রমণীগণ সর্বদা অবস্থান করে। ঈশ্বর ভূতাদিগের সহিত তাহাদিগকে দেখিয়া প্রীতিলাভ করেন। ম• ১। সি• ১। সূ• ৩। আ• ১১ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, ইহা কি স্বর্গ না বেশাদির প্রমোদ কানন? এই ঈশ্বরকে কি ঈশ্বর অথবা রমণীবিলাসী বলা যাইবে? যে পুস্তকে এসকল কথা লিখিত আছে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি সেই পুস্তককে ঈশ্বররচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন? ঈশ্বর পক্ষপাত করেন কেন? যদি রমণীগণ চিরকাল স্বর্গে বাস করে তবে তাহারা কি পৃথিবীতে জন্মের পর সেস্থানে গিয়াছে অথবা সেস্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে? যদি এস্থানে জন্মের পর সেস্থানে গিয়া থাকে আর যদি প্রলয় রাত্রির পূর্বেই তাহাদিগকে সেস্থানে আহ্বান করা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের স্বামীদিগকেও আহ্বান করা হয় নাই কেন? তদ্বাচীত প্রলয় রাত্রিতে সকলের বিচার হইবার যে নিয়ম আছে তাহা এসকল জ্ঞীলোকের বেলায় ভঙ্গ করা হইল কেন? যদি তাহারা সেস্থানেই জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রলয় পর্য্যন্ত কিরূপে জীবন যাপন করিয়াছিলেন? যদি তাহাদের জন্ত পুরুষও ছিল তাহা হইলে যে সকল মুসলমান এস্থান হইতে স্বর্গে গমন করেন খুদা তাহাদিগকে জ্ঞী কোথা হইতে দেন? খুদা জ্ঞীলোকের জ্ঞার পুরুষদিগকে চিরস্বর্গবাসী করিলেন না কেন? এই হেতু মুসলমানদের খুদা অজ্ঞায়কারী এবং নির্বোধ ॥ ৪৬ ॥

৪৭। ইসলাম ধর্ম নিশ্চয়ই আল্লা হইতে প্রেরিত হইয়াছে। ম• ১। সি• ৩। সূ• ৩। আ• ১৮ ॥

(সমীক্ষক)—ঈশ্বর কি কেবল মুসলমানদেরই? অজ্ঞ কাহারও নহেন? তের শত বৎসর পূর্বে ঈশ্বরপ্রেরিত কোন মত কি ছিল না? ইহাতে জানা যাইতেছে যে কুরাণ ঈশ্বরকৃত নহে কিন্তু কোন পক্ষপাতী ইহার রচয়িতা ॥ ৪৭ ॥

৪৮। প্রত্যেক জীব যাহা উপার্জন করিয়াছে তাহা তাহাকে সম্পূর্ণ দেওয়া হইবে; কাহারও প্রতি অজ্ঞায় করা হইবে না। বল, হে আল্লাহ্!

তুমি রাজ্যের অধীশ্বর। তুমি যাহাকে দিতে ইচ্ছা কর তাহাকে দাও ; যাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে ইচ্ছা কর তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লও। যাহাকে সম্মান দিতে ইচ্ছা কর তাহাকে সম্মান দাও, যাহাকে অপমানিত করিবে তাহাকে অপমানিত কর ; সমস্তই তোমার হস্তে। সর্বোপরি তুমিই বলবান। তুমিই দিনের মধ্যে রাত্ৰিকে এবং রাত্ৰির মধ্যে দিনকে প্রবিষ্ট করাও। তুমিই জীবিত হইতে মৃতকে এবং মৃত হইতে জীবিতকে আনয়ন কর। তুমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অপরিমিত অন্ন দান কর। মুসলমানের পক্ষে মুসলমান ব্যতীত কোন কাফিরের সহিত মিত্রতা করা উচিত নহে। এমন কার্য ঈশ্বরের অনুমোদিত নহে। যদি তোমরা আল্লাহকে চাও তবে আমার অনুসরণ কর। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন। নিশ্চয় তিনি করুণাময়। মং ১। সিং ৩। সূং ৩। আং ২১২ ২২২ ৩১২ ৪১২ ৭ ॥

(সমীক্ষক)—যদি প্রত্যেক জীবকে তাহার সম্পূর্ণ কর্মফল দেওয়া হয় তাহা হইলে ক্ষমা করা হয় না ; আবার ক্ষমা করা হইলে সম্পূর্ণ কর্মফল দেওয়া হয় না এবং অগ্নায় হইবে। উত্তম কর্ম ব্যতীত রাজ্য দান করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ভাল, কখনও কি মৃত জীবিত এবং জীবিত মৃত হইতে পারে? ঈশ্বরের ব্যবস্থা অচ্ছেদ্য ও অন্তঃস্থ, তাহার কোন পরিবর্তন হইতে পারে না। পক্ষপাত দেখুন, যাহারা মুসলমান মতাবলম্বী নহে তাহাদিগকে কাফির বলা, তাহাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদের সহিত মিত্রতা করিতে নিষেধ করা এবং দুইপ্রকৃতি মুসলমানের সহিতও মিত্রতা করিতে উপদেশ প্রদান করা ঈশ্বরের বহির্ভূত। এই কারণেই কুরানের খুদা এবং মুসলমানগণ অজ্ঞ ও পক্ষপাতী। এই কারণেই মুসলমানেরা অন্ধকারে রহিয়াছেন। আবার মহম্মদ সাহেবের লীলাখেলা দেখুন! তিনি বলিতেছেন, “তোমরা যদি আমায় পক্ষে থাক, তবে খুদা তোমাদের পক্ষে থাকিবেন। তোমরা পক্ষপাত রূপ পাপ করিলে তিনি ক্ষমাও করিবেন”। এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, মহম্মদ সাহেবের অন্তঃকরণ পবিত্র ছিল না, তাই তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কুরান রচনা করিয়াছেন কিংবা করাইয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

৪৯। যখন ফেরিস্তাগণ বলিলেন, “মেরি! আল্লাহ্ তোমাকে পছন্দ করিয়াছেন এবং জগতের সকল নারী অপেক্ষা তোমাকেই পবিত্র করিয়াছেন”। মং ১। সিং ৩। সূং ৩। আং ৪১ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, আজ কাল খুদা কিংবা তাঁহার কোন ফেরিস্তা কাহারও সহিত কথোপকথন করিতে আসেন না, পূর্বের কিরূপে আসিতেন? যদি বলা হয় যে, পূর্বকালে লোকেরা পুণ্যাঙ্গা ছিলেন, এখনকার লোকেরা পুণ্যাঙ্গা নহেন, এই কারণে আসেন না; তবে তাহাও মিথ্যা। যে সময়ে খ্রীষ্টান ও মুসলমান মতের উৎপত্তি হয়, সে সময়ে ঐ সকল দেশে বহু ও অল্প লোক অধিক ছিল। তৎকাল এসকল বিজ্ঞানবিরুদ্ধ মত প্রচলিত হইয়াছিল। এখনকার দিনে বহুলোক সুশিক্ষিত; সুতরাং এসকল সাম্প্রদায়িক মত চলিতে পারে না। এসকল অসার মত বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক দিনের পর দিন লোপ পাইতেছে ॥৪৯॥

৫০। আল্লাহ্ তাহাকে বলিলেন, “হইয়া যাও”, সে হইয়া গেল। কাফিরগণ প্রতারণা করিল, আল্লাহ্ ও তাহাদের সহিত প্রতারণা করিলেন। আল্লাহ্ অনেক ছল চাতুরি করেন। মং ১। সিং ৩। সূং ৩। আং ৪৬। ৫৩ ॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানেরা সৃষ্টির পূর্বের ঈশ্বর ব্যতীত অপর কিছুই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহা হইলে খুদা কাহাকে বলিলেন? কেই বা হইয়া গেল? মুসলমানেরা সাত জন্মেও ইহার উত্তর দিতে পারিবেন না। যেহেতু উপাদান কারণ ব্যতীত কার্য হওয়া অসম্ভব, অতএব কারণ ব্যতীত কার্যোৎপত্তি যেমন মাতাপিতা ছাড়াই আমার শরীর হইয়াছে এইরূপ স্বীকার করার স্থান অসম্ভব। যিনি প্রতারিত হন এবং প্রতারণা ও গর্ব করেন তিনি কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন না। কোন সৎ লোকের পক্ষেও এসকল সম্ভব নহে ॥ ৫০ ॥

৫১। আল্লাহ্ তোমাদিগকে তিন সহস্র ফেরিস্তাবারা সহায়তা করিতেন। তাহা কি তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না? মং ১। সিং ৪। সূং ৩। আং ১২৩ ॥

(সমীক্ষক)—যদি আল্লাহ্ তিন সহস্র স্বর্গীয় দূতদ্বারা মুসলমানদের সহায়তা করিয়া থাকেন তাহা হইলে এখন যে বহু মুসলমানরাজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে তৎকাল তিনি সহায়তা করেন না কেন? সুতরাং মূর্খদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া জালবন্ধ করিবার জন্য এসকল কথা বলা হইয়াছে। ইহা নিতান্ত অন্তায় ॥ ৫১ ॥

৫২। কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সহায়তা কর। আল্লাহ্ তোমাদের উত্তম সহায়ক এবং কার্যসাধক। তোমরা যদি আল্লাহের মার্গে নিহত কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হও তবে ঈশ্বরের দয়া অতি উত্তম জানিও। মং ১। সিং ৪। সূং ৩। আং ১৪৬। ১৪৯। ১৫৬ ॥

(সমীক্ষক)—এখন মুসলমানদের ভ্রম দেখুন! তাঁহারা ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে বধ করিবার জন্য খুদার নিকট প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর কি নির্বোধ যে তাঁহাদের প্রার্থনা স্বীকার করিবেন? খুদা মুসলমানদের কার্যকর্তা হইলে, তাঁহাদের কার্যও নষ্ট হয় কেন? দেখা যাইতেছে যে, খুদাও তাঁহাদের প্রতি মোহাসক্ত! যিনি এমন পক্ষপাতী, তিনি ধর্ম্মাঙ্গাদিগের উপাস্ত হইতে পারেন না ॥ ৫২ ॥

৫৩। আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরোক্ষ-জ্ঞাতারূপে সৃষ্টি করেন না, কিন্তু তিনি তাঁহার মনোনীত পরগণ্ধরদিগের দ্বারা তোমাদিগকে জানান। অতএব আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে বিশ্বাস কর। মং ১। সিং ৪। সূং ৩। আং ১৫৯ ॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানগণ খুদা ব্যতীত অপর কাহারও উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন না এবং কাহাকেও খুদার সহযোগী বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহা হইলে পরগণ্ধর সাহেবকে ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে খুদার অংশীদার করা হইল কেন? যেহেতু আল্লাহ্ পরগণ্ধরকে বিশ্বাস করিতে লিখিয়াছেন, অতএব পরগণ্ধর তাঁহার অংশীদার। তাহা হইলে খুদাকে “লাশরীক” অর্থাৎ অংশীদারবিহীন বলা সঙ্গত হয় নাই। যদি এই অর্থ করা হয় যে, মহম্মদ সাহেবকে পরগণ্ধর মানা কর্তব্য, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, মহম্মদ সাহেবের প্রয়োজন কি? যদি খুদা মহম্মদ সাহেবকে পরগণ্ধর না করিয়া স্বয়ং তাঁহার অভিপ্রেত কার্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি শক্তিহীন ॥ ৫৩ ॥

৫৪। হে বিশ্বাসিগণ! সন্তোষ অবলম্বন কর, পরস্পর পরস্পরকে ধারণ কর। যুদ্ধে রত থাক এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। তাহা হইলে তোমরা মুক্তিলাভ করিবে। মং ১। সিং ৪। সূং ৩। আং ১৭৮ ॥

(সমীক্ষক)—এই কুরাণের খুদা এবং পরগণ্ধর উভয়ই যুদ্ধাসক্ত। যিনি যুদ্ধের আজ্ঞাদাতা, তিনি শান্তিভঙ্গকারী। খুদা কিংবা ধর্ম্মবিরুদ্ধ যুদ্ধ প্রভৃতিকে নামমাত্র ভয় করিলেই কি মুক্তি পাওয়া যায়? অবশ্য, ঈশ্বরকে ভয় করা না করা সমান, তবে ধর্ম্মবিরুদ্ধ যুদ্ধকে ভয় করা যুক্তিসঙ্গত ॥ ৫৪ ॥

৫৫। আল্লাহের নির্দ্ধারিত নিয়ম এই যে, যে ব্যক্তি আল্লার এবং রসূলের বাক্য মান্ত করিবে, সে বহিস্তে গমন করিবে। সেখানে নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহা অভ্যস্ত প্রয়োজনীয় ॥ যে ব্যক্তি আল্লাহের ও তাঁহার

আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, সে নির্দ্বারিত নিয়মের বাহির হইয়া বাইবে। তাহাকে চিরস্থায়ী অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে; তাহার জন্ত গ্রানি ও দুঃখ রহিয়াছে।
মং ১। সিং ৪। সূং ৪। আং ১৩। ১৪॥

(সমীক্ষক)—খুদা স্বয়ং পরগম্বর মহম্মদ সাহেবকে তাঁহার অংশীদার করিয়া লইয়াছেন এবং তিনিই কুরাণে তাহা লিখিয়াছেন। দেখুন, পরগম্বর সাহেব খুদার এমন প্রিয় পাত্র যে, খুদা তাহাকে বহিস্তে অংশীদার করিয়া লইয়াছেন। মুসলমানদের খুদা কোন বিষয়েই স্বতন্ত্র নহেন, সুতরাং তাঁহাকে “লাশরীক” বলা বৃথা। ঈশ্বরকৃত পুস্তকে এ সকল থাকি অসম্ভব ॥ ৫৫ ॥

৫৬। আল্লাহ্ ত্রসরেণু পরিমাণ অস্তায়ও করেন না। যে কল্যাণজনক কার্য্য করিবে, তাহাকে তিনি দ্বিগুণ দিবেন। মং ১। সিং ৫। সূং ৪। আং ৩৭ ॥

(সমীক্ষক)—যদি খুদা একটি ত্রসরেণু পরিমাণ অস্তায়ও না করেন তাহা হইলে তিনি কৃতপুণ্যের দ্বিগুণ ফল দেন কেন? তিনি মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতই বা করেন কেন? কৃতকর্ম্মের দ্বিগুণ বা নূন ফল প্রদান করা খুদার অস্তায় ॥ ৫৬ ॥

৫৭। যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে বাহিরে আসে, তখন তোমার বাক্যের বিপরীত চিন্তা করে। আল্লাহ্ তাহাদের পরামর্শ লিখিয়া রাখেন ॥ তিনি তাহাদের কৃতকর্ম্মের জন্ত তাহাদিগকে বিপরীতগামী করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন, তুমি কি তাহাদিগকে সংপথে আনয়ন করিতে ইচ্ছা কর? কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করেন, তাহারা কখনও সংপথ প্রাপ্ত হয় না। মং ১। সিং ৫। সূং ৪। আং ৮০। ৮৭ ॥

(সমীক্ষক)—যদি আল্লাহ্ খাতা প্রস্তুত করিয়া কথাগুলি লিখিতে থাকেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার খাতা লিখিবার প্রয়োজন কি? মুসলমানদের মতে শয়তান সকলকে বিভ্রান্ত করে, তজ্জন্ত সে অপরাধী। কিন্তু খুদাও যদি জীবকে পথভ্রষ্ট করেন, তাহা হইলে খুদা এবং শয়তানের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? হাঁ, প্রভেদ এইটুকু হইতে পারে খুদা বড় শয়তান ও সে ছোট শয়তান। মুসলমানদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে বিভ্রান্ত করে সেই শয়তান। সুতরাং প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাহাদের খুদাও শয়তান স্থানীয় ॥ ৫৭ ॥

৫৮। তাহারা যদি তাহাদের হস্ত রোধ না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে

ধৃত কর, যে স্থানে তাহাদিগকে দেখিতে পাও, সেই স্থানেই হত্যা কর। মুসলমানের মুসলমানকে বধ করা উচিত নহে। যদি কেহ অজ্ঞাতসারে কোন মুসলমানকে বধ করে, তাহা হইলে একজন মুসলমানকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবে। নিহত ব্যক্তির রক্তের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, সে তাহার পরিবারকে অর্থ প্রদান করিবে। তাহার পরিবার ক্ষমা করিলে তাহা দিতে হইবে না। কেহ জ্ঞাতসারে কোন মুসলমানকে নিহত করিলে চিরকাল নরকে বাস করিবে। তাহার উপর আল্লাহের ক্রোধ এবং দিক্কার পতিত হইবে। * মং ১। সিং ৪। সূং ৪। আং ৯০। ৯১। ৯২ ॥

(সমীক্ষক)—কি ঘোরতর পক্ষপাত দেখুন! যে মুসলমান নহে, তাহাকে যে স্থানে পাওয়া যাইবে, সে স্থানেই বধ করিবে; কিন্তু কোন মুসলমানকে বধ করিবে না। ভ্রম বশতঃ মুসলমানকে বধ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু ভিন্নধর্মাবলম্বীকে বধ করিলে স্বর্গলাভ! এমন উপদেশ রসাতলে যাউক। এমন পুস্তক, এমন পয়গম্বর, এমন খুদা এবং এমন মতের দ্বারা অনিষ্ট ব্যতীত উপকার হইতে পারে না। এ সকল না থাকাই ভাল। এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ মতবাদ হইতে দূরে থাকিয়া বেদোক্ত সমস্ত বিষয় মাশ্রু করা উচিত। কারণ বেদে অসত্যের লেশমাত্রও নাই। মুসলমানকে বধ করিলে নরকে গমন করিতে হয়; কোন কোন মতবাদের মতে মুসলমানকে বধ করিলে স্বর্গলাভ হয়। এখন বলুন! এই দ্বিবিধ মতের মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য? এবং কোনটি ত্যাজ্য? এ সকল মূঢ়কল্পিত মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া বেদোক্ত মত গ্রহণ করাই সকলের কর্তব্য। আর্গ্যমতে অর্থাৎ উন্নতচরিত্র লোকদিগের পথে বিচরণ করা এবং দৃশ্য অর্থাৎ চুষ্টপ্রকৃতি লোকদিগের পথ হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ এইরূপ লিখিত আছে ॥ ৫৮ ॥

৫৯। শিক্ষা প্রকট হইবার পর যে ব্যক্তি রসূলের সন্তিত বিরোধ এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধ পক্ষ গ্রহণ করিয়াছে, আমি নিশ্চয় তাহাকে নরকে প্রেরণ করিব। মং ১। সিং ৫। সূং ৪। আং ১১৩ ॥

(সমীক্ষক)—খুদা ও রসূল কিরূপ পক্ষপাতী দেখুন! মহম্মদ সাহেব প্রভৃতি মনে করিতেন যে, খুদার নামে এইরূপ না লিখিলে, তাঁহাদের “মজহব”

* এ স্থলে আধুনিক কুরাণের পাঠ হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

(সম্প্রদায়) বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না, ধন-সম্পত্তি লাভ হইবে না এবং আনন্দ ভোগ করাও চলিবে না। এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, মহম্মদ সাহেব স্বার্থসিদ্ধিতে ও পরার্থনাশে নিপুণ ছিলেন। সুতরাং তিনি “আপ্ত” (ধর্মের সাক্ষাৎ জ্ঞাত) ছিলেন না এবং তাঁহার বাক্যও আপ্ত এবং বিদ্বানদিগের দ্বারা কখনও প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না ॥ ৫৯ ॥

৬০। যে ব্যক্তি আল্লাহ্, ফেরিস্তাগণ, পুস্তক, রহুল এবং “করামত” (প্রলয়) সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয় পথভ্রষ্ট। যাহারা বিশ্বাসী হইয়া পুনরায় কাফির হয়; পরে বিশ্বাসী হয় এবং পুনরায় কাফির হয়, এবং যাহাদের অবিশ্বাস বুদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না ও সম্মার্গ প্রদর্শন করিবেন না। মং ১। সিং ৫। সূঃ ৪। আঃ ১৩৪। ১৩৫ ॥

(সমীক্ষক)—এখনও কি বলা হইবে যে, খুদা “লাশরীক” ? “লাশরীক” বলিবার সঙ্গে বহু “শরীক” বা অংশীদার স্বীকার করা কি পরস্পর বিরোধী নহে ? তিন বার ক্ষমা করিবার পর খুদা কি আর ক্ষমা করেন না ? তিন বার অবিশ্বাসের পর কি তিনি পথ প্রদর্শন করেন ? তিনি কি চতুর্থ বারের পর আর পথ প্রদর্শন করেন না ? চারি বার অবিশ্বাসী হইলে, অবিশ্বাস অনেক বুদ্ধি পাইবে ॥ ৬০ ॥

৬১। আল্লাহ্ নিশ্চয় দুর্বৃত্ত এবং কাফিরদিগকে নরকে একত্র করিবেন ? নিশ্চয়, দুর্বৃত্তেরা আল্লাহ্কে প্রতারণিত করে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতারণিত করেন। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা মুসলমান পরিত্যাগ করিয়া কাফিরের সহিত মিত্রতা করিও না ॥ মং ১। সিং ৫। সূঃ ৪। আঃ ১৪০। ১৪২। ১৪৪ ॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানেরা স্বর্গে এবং অপর সকলে নরকে যাইবে, এ বিষয়ে প্রশ্ন কি ? বাহবা! যিনি দুর্বৃত্তদের দ্বারা প্রতারণিত হন এবং নিজের অন্তরে প্রতারণিত করেন, এমন খুদা আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকুন। তিনি প্রতারণকদের সহিত মিলিত হউন এবং প্রতারণকরা তাঁহার সহিত মিলিত হউক। কারণ—

যাদুশী শীকুলা দেবী তাদুশঃ খরবাহনঃ ॥

যে যেমন, তাহার সহিত তাদুশ লোকের মিলন হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যে খুদা প্রতারণক তাঁহার উপাসকগণও প্রতারণক হইবে না কেন ? মুসলমান দুষ্কপ্রকৃতি হইলেও তাহার সহিত মিত্রতা করা এবং মুসলমান ছাড়া

ভিন্নমতাবলম্বী সংপ্রকৃতি হইলেও তাহার সহিত শত্রুতা করা কি কাহারও পক্ষে উচিত হইতে পারে ? ৬১ ॥

৬২। হে মম্বুয়গণ । নিশ্চয়, পয়গম্বরের পরমেশ্বরের নিকট হইতে সত্য লইয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছেন । অতএব তোমরা তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর । আল্লাহ্ একমাত্র উপাস্ত । মং ১। সিং ৬। সূঃ ৪। আঃ ১৭০। ১৭১ ॥

(সমীক্ষক) —পয়গম্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপনের কথা লিখিত থাকায়, বিশ্বাস সন্দেহে পয়গম্বর কি খোদার “শরীক” অর্থাৎ সহযোগী হইলেন না ? যদি পয়গম্বর আল্লাহের নিকট যাতায়াত করেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ ব্যাপক নহেন, কিন্তু একদেশী । ব্যাপক না হইলে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না । কুরাণে ঈশ্বরকে স্থলবিশেষে সর্বদেশী এবং স্থলবিশেষে একদেশী লেখা হইয়াছে । এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরাণ এক জনের রচিত নহে ; কিন্তু ইহার রচয়িতা বহু ব্যক্তি ॥ ৬২ ॥

৬৩। মৃত জীব, রুধির, শূকরমাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে প্রদত্ত কোন বস্তু, গলবন্ধনে, যষ্টি কিংবা শৃঙ্গের আঘাতে নিহত, উপর হইতে পতিত কিংবা হিংস্র জন্তু কর্তৃক ভক্ষিত জীব তোমাদের পক্ষে হারাম (নিষিদ্ধ) করা হইয়াছে । মং ১। সিং ৬। সূঃ ৫। আঃ ৩ ॥

(সমীক্ষক) —কেবল এ সকল বস্তুই কি নিষিদ্ধ ? আরও বহু প্রকার পশু, তির্ঘ্যক জীব এবং কীট প্রভৃতি কি মুসলমানের পক্ষে হালাল (বৈধ) ? অতএব ইহা মম্বুস্তুর কল্পনা, ঈশ্বরের নির্দেশ নহে এবং ইহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না ॥ ৬৩ ॥

৬৪। আল্লাহ্কে যথেষ্ট ঋণদান কর । তোমাদের মধ্যে যাহা দোষজনক, আমি তাগ দূর করিব এবং তোমাদিগকে বহিস্তে প্রেরণ করিব । মং ২। সিং ৬। সূঃ ৫। আঃ ১২ ॥

(সমীক্ষক) —বোধ হয়, মুসলমানদের খুদার গৃহে বিশেষ ধন-সম্পত্তি নাই ; নতুবা তিনি ঋণ গ্রহণ করিবেন কেন ? “তোমাদিগকে কুর্কশ হইতে মুক্ত করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করিব” এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছেন কেন ? এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, মহম্মদ সাহেব খুদার নামে স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছেন ॥ ৬৪ ॥

৬৫। আল্লাহ্ বাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে ক্ষমা করেন ; বাহাকে ইচ্ছা তাহাকে

যজ্ঞাণা দেন। বাহা আমি কাহাকেও দেই নাই, তাহা আমি তোমাদিগকে দিয়াছি। মং ২। সিং ৬। সূং ৫। আং ১৬। ১৮ ॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানদের খুদা শয়তানের দ্বায় বাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পানী করেন; সুতরাং তিনিও পুণ্যফলে স্বর্গে এবং পাপের ফলে নরকে গমন করেন; কেননা তিনি পাপ বা পুণ্য কার্য্য করেন। যেহেতু জীব পরাধীন, অতএব যেমন সৈনিক সেনাপতির অধীনে থাকিয়া কাহাকেও রক্ষা, কাহাকেও বিনাশ করে, কিন্তু তাহার সদসৎ কার্য্যের জন্ত তাহার পরিবর্তে সেনাপতি দায়ী হয়, সেইরূপ জীবও স্বকর্ষের জন্ত দায়ী নহে; কিন্তু পরমেশ্বরই দায়ী ॥ ৬৫ ॥

৬৬। আল্লাহের আদেশ পালন কর এবং রসুলের আদেশ পালন কর। মং ২। সিং ৭। সূং ৫। আং ৯২ ॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! এতদ্বারা খুদার যে “শরীক” আছে, তাহা প্রকাশ পাইতেছে। অতএব খুদাকে “লাশরীক” মনে করা বৃথা ॥ ৬৬ ॥

৬৭। পূর্বের বাহা করা হইয়াছে, আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন। যদি কেহ পুনরায় কুর্কর্ষ করে, তবে আল্লাহ্ তাহার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবেন। মং ২। সিং ৭। সূং ৫। আং ৯৫ ॥

(সমীক্ষক)—কৃত পাপ ক্ষমা করার অর্থ, পাপ করিতে আদেশ দিয়া পাপবৃদ্ধি করা। যে পুস্তকে পাপক্ষমার কথা আছে, তাহা ঈশ্বর কিংবা বিধানের রচিত নহে; কিন্তু উদ্দারা পাপের বৃদ্ধি হয়। অবশ্য, ভবিষ্যতে পাপমুক্ত থাকিবার জন্ত কাহারও নিকট প্রার্থনা করা এবং পূর্বকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্ত চেষ্টা ও অনুতাপ করা কর্তব্য। কিন্তু পাপাচরণ পরিভাগ না করিয়া কেবল অনুতাপ করিলে কোন ফল হইতে পারে না ॥ ৬৭ ॥

৬৮। বাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় নাই, সে যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে এই মিথ্যা বলে, “আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে, আল্লাহের দ্বায় আমিও প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করাইব” তাহা হইলে তাহার চেয়ে অধিক পাপী কে আছে? মং ২। সিং ৭। সূং ৬। আং ৯৩ ॥

(সমীক্ষক)—এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, যখন মহম্মদ সাহেব বলিতেছেন, “ঈশ্বরের প্রেরণায় আমার নিকট কুরাণের পদাবলী আসিতেছে, তখন অপর কেহও মহম্মদ সাহেবের দ্বায় লীলা রচনা করিয়া বলিয়া থাকিবে, “আমার নিকটেও কুরাণের পদাবলী অবতরণ করিতেছে, আমাকেও পয়গম্বর বলিয়া মান্ত

কর"। সম্ভবতঃ মহম্মদ সাহেব তাহা নিরস্ত করিয়া নিজ মর্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকিবেন ॥ ৬৮ ॥

৬৯। নিশ্চয়, আমি তোমাকে উৎপন্ন এবং তোমার আকৃতি নির্মাণ করিয়াছি। আমিই ফেরিস্তাদিগকে বলিয়াছিলাম, “আদমকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর”। তাহারা দণ্ডবৎ প্রণাম করিল, কিন্তু শয়তান দণ্ডবৎ প্রণাম করিল না। আল্লাহ্ বলিলেন, “আমি তোমাকে আশ্রয় দিলাম; কে তোমাকে বারণ করিল যে তুমি প্রণাম করিলে না?” শয়তান বলিল, “আমি তাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে অগ্নি হইতে, কিন্তু তাহাকে মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন করিয়াছ”। আল্লাহ্ বলিলেন, “তুমি ঐ স্থান হইতে নামিয়া যাও; তুমি ঐ স্থানে থাকিয়া অহঙ্কার করিবার উপযুক্ত নহ”। শয়তান বলিল, “যে দিন জীবগণ কবর হইতে উগিত হইবে, সে দিন পর্য্যন্ত আমার সম্বন্ধে শৈথিল্য করা হউক”। আল্লাহ্ বলিলেন, “নিশ্চয়, তোমার সম্বন্ধে শৈথিল্য করা হইবে”। শয়তান বলিল, “আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যেহেতু তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছ, অতএব তাহাদের জন্য তোমার সম্মার্গের উপর অবস্থান করিব; কিন্তু, প্রায়ই তাহাদিগকে কৃতজ্ঞ দেখিবে না”। আল্লাহ্ বলিলেন, “তুর্দশাগ্রস্ত হইয়া এ স্থান হইতে বাহির হইয়া যাও; তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমার পক্ষে যাইবে, আমি তাহাদিগকে তোমার সহিত নরকে নিক্ষেপ করিব”। মং ২। সিং ৮। সূ. ৭। আ. ১১—১৮ ॥

(সমীক্ষক)—এখন মনোনিবেশপূর্বক খুদা ও শয়তানের কলহ শ্রবণ করুন। চাপরাসীর স্থায় খুদার এক ফেরিস্তা ছিলেন। তিনিও খুদার নিকট তার মানিলেন না এবং খুদা তাহার আত্মাকেও পবিত্র করিতে পারিলেন না। পরে যে পাপী হইয়া বিজ্রোহ করিবে তিনি সেই বিজ্রোহীকে ছাড়িয়া দিলেন। পরে অপরকে পাপপথে পরিচালিত করাই তাহার কাণ্ড হইল। ইহাতে খুদা অত্যন্ত ভুল করিলেন। যেহেতু শয়তান সকলকে কুপথে লইয়া যায় এবং খুদা শয়তানকেও পথভ্রষ্ট করেন, অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, খুদা শয়তানের শয়তান। শয়তান খুদাকে প্রত্যক্ষ বলিতেছে, “তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছ”। অতএব খুদার মধ্যে পবিত্রতাও দৃষ্ট হইতেছে না; প্রত্যুত দেখা যাইতেছে যে, তিনিই সমস্ত কুকণের নেতা ও মূলকারণ। এমন খুদা মুসলমানদেরই হওয়া সম্ভব, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদিগের নহে। পুনশ্চ মুসলমানদের খুদা মসুমোর স্থায় ফেরিস্তাদিগের

সহিত কথোপকথন করেন; সুতরাং তিনি দেহধারী, অর্জুনি এবং অস্তায়কারী। এই নিমিত্ত জ্ঞানিগণ মুসলমান মত অনুমোদন করিতে পারেন না ॥ ৬৯ ॥

৭০। নিশ্চয়, আল্লাহ্ তোমাদের প্রভু। তিনি আকাশ এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে উৎপন্ন করিয়া উর্কলোকে সিংহাসনে আসীন হইলেন। দীনতার সহিত তোমার প্রভুকে ডাক। মং ২। সিং ৮। সূঃ ৭। আঃ ৫৭। ৭৫ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, যে ঈশ্বর ছয় দিনে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং “অর্শ” অর্থাৎ উর্কলোকে জ্যোতির্ময় সিংহাসনে বিশ্রাম করেন, তিনি কখনও সর্ববশক্তিমান এবং সর্বব্যাপক হইতে পারেন? সর্বব্যাপক ও সর্ববশক্তিমান না হইলে তিনি খুদা হইতে পারেন না। মুসলমানদের খুদা কি বধির যে, চাঁৎকার করিয়া ডাকিলেই শুনিতে পান? সুতরাং এ সকল ঈশ্বরের বাক্য নহে, এবং কুরাণও ঈশ্বরকৃত নহে। খুদা ছয় দিনে জগৎ রচনা করিয়া সপ্তম দিনে সিংহাসনে বিশ্রাম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন! তিনি কি অজ্ঞাবধি ঘুমাইতেছেন, না জাগিয়া আছেন? জাগিয়া থাকিলে কোন কার্যে নিযুক্ত আছেন, অথবা নিদ্রমা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন? ৭০ ॥

৭১। পৃথিবীতে কাহারও সহিত কলহবিবাদ করিও না। মং ২। সিং ৮। সূঃ ৭। আঃ ৭৪ ॥

(সমীক্ষক)—ইহা ত উত্তম কথা! কিন্তু অশুভ্র “জিহাদ” (ধর্মযুদ্ধ) ও কাফির-হত্যার কথাও লিখিত আছে। এগন বলুন! এ সকল পরস্পর বিরোধী কি না? অতএব জানা যাইতেছে যে, মহম্মদ দুর্বল অবস্থায় প্রথমোক্ত এবং শক্তিশালী অবস্থায় শেষোক্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এতদ্বলে দুই প্রকার শিক্ষা পরস্পর-বিরোধী, অতএব উভয়ই মিথ্যা ॥ ৭১ ॥

৭২। অতঃপর তিনি একবার তাঁহার যষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং উহা প্রত্যক্ষ অঙ্গুর হইল। মং ২। সিং ৯। সূঃ ৭। আঃ ১০৭ ॥

(সমীক্ষক)—এই লিখিত বৃত্তান্ত হইতে জানা যাইতেছে যে, খুদা এবং মহম্মদ সাহেবও এ সকল মিথ্যা কথা বিশ্বাস করিতেন। তাহা হইলে তাঁহারা উভয়েই বিদ্বান ছিলেন না। চক্ষুদ্বারা দর্শন ও কর্ণদ্বারা শ্রবণের নিয়ম কেহই পরিবর্তন করিতে পারে না। সুতরাং এ সকল ইন্দ্রজাল মাত্র ॥ ৭২ ॥

৭৩। অতঃপর আমি তাহাদের বিক্রম বশ্চা, পঙ্গুপাল, মৎকুন, ভেক এবং

রুধির প্রেরণ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইলাম। তাহাদিগকে নদীতে ডুবাইয়া দিলাম এবং ইস্রায়েলের সম্ভ্রানদিগকে নদী পার করিয়া দিলাম নিশ্চয়, তাহারা যে মতে আছে, তাহা ও তাহাদের কার্য মিথ্যা। মং ২ সিং ৯। সূং ৭। আং ১৩৩। ১৩৬। ১৩৮। ১৩৯ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! যেমন কোন প্রভাবক এই বলিয়া কাহাকেও ভয় দেখায়, “তোমাকে বধ করিবার জন্য সর্প প্রেরণ করিব”, ইহাও সেইরূপ। ভাল, যে খুদা এমন পক্ষপাতী যে, একটি জাতিকে নদীতে নিমগ্ন এবং অপর একটি জাতিকে নদী হইতে উদ্ধার করেন, তিনি অধার্মিক নহেন কেন? যে মত সহস্র সহস্র কোটি কোটি লোকের ধর্মবিশ্বাসকে মিথ্যা এবং নিজেকেই সত্য বলিয়া ঘোষণা করে, সে মতের স্থায় মিথ্যা অপর কোন মত হইতে পারে না? কোন মতবিশ্বাসীদিগের মধ্যে সকলেই ভাল, কিংবা সকলেই মন্দ হইতে পারে না। এইরূপ একতরফা ডিক্রী দেওয়া নিতান্ত মূর্খোচিত কার্য। তাহাদের প্রাচীন বাইবেলের মত কি মিথ্যা ছিল? কিংবা অপর কোন মতকে কি মিথ্যা বলা হইয়াছে? যদি অপর কোন মতকে মিথ্যা বলা হইয়া থাকে, তবে সে মত কোনটি? কুরাণে কি নামে তাহার উল্লেখ আছে? ৭৩ ॥

৭৪। অতএব ভূমি আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে। তাহার প্রভু পর্বতের উপর আলোকবিস্তার এবং পর্বত চূর্ণ পিচূর্ণ করিলেন। তখন মুসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পতিত হইলেন। মং ২। সিং ৯। সূং ৭। আং ১৪৬ ॥

(সমীক্ষক)—যিনি দৃষ্ট হন, তিনি ব্যাপক হইতে পারেন না। যদি খুদা পূর্বে এমন অলৌকিক কার্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বর্তমানেও সেরূপ অলৌকিক কার্য দেখান না কেন? ইহা সর্বতোভাবে বিরুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসের অযোগ্য ॥ ৭৪ ॥

৭৫। সকালে এবং বৈকালে ভয় ও দীনতার সহিত উচ্চৈঃস্বরে শব্দোচ্চারণ না করিয়া নিজ প্রভুকে স্মরণ কর। মং ২। সিং ৯। সূং ৭। আং ২০৫ ॥

(সমীক্ষক)—কুরাণে কোন কোন স্থলে উচ্চৈঃস্বরে নিজ প্রভুকে ডাকার, আবার কোন স্থলে মৃদু স্বরে শব্দোচ্চারণ করিয়া স্মরণ করার কথা লিখিত আছে। এখন বলুন, দুই প্রকার কথার মধ্যে কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা? পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য উন্মাদের প্রলাপমদৃশ। অবশ্য, ভুলে কোন বিরুদ্ধ কথা বলিবার পর স্বীকার করিলে দোষ থাকে না ॥ ৭৫ ॥

৭৬। তাহারা তোমাকে লুপ্তিত জ্ঞান সঞ্চকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিও যে,

তাহা আল্লাহ ও রসূলের জন্ত এবং আল্লাহকে ভয় করিও। মং ২। সিং ৯।
সূ. ৮। আ. ১ ॥

(সমীক্ষক)—নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাহারা লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি করে ও করায়, তাহারা খুদা, পয়গম্বর এবং বিশ্বাসী বলিয়া গণ্য হইবে। আবার আল্লাহকে ভয় করার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতি প্রভৃতি কুকর্মও করা হইবে, অথচ বলিতে লজ্জাও হইবে না, “আমাদের মত উত্তম”! অতএব চরিত্রাচারে পরিভ্রাণ করিয়া সত্য বেদমত গ্রহণ না করা অপেক্ষা নিন্দনীয় আর কি হইতে পারে? ৭৬ ॥

৭৭। কাফিরদের মূলোচ্ছেদ করিবে। নিশ্চয়, আমি তোমাকে এক সহস্র ফেরিস্তা অশুচরদ্বারা সাহায্য এবং কাফিরদের চিস্তে ভীতি সঞ্চার করিব। তাহাদের গলদেশ এবং প্রত্যেক সন্ধি ছিন্ন কর। মং ২। সিং ৯। সূ. ৮। আ. ৭। ২। ১২ ॥

(সমীক্ষক)—খুদা ও পয়গম্বর কেমন নির্দয় দেখুন! তাহারা মুসলমান-মতে অবিশ্বাসীদিগের মূলোচ্ছেদ ঘটাইবেন! খুদা কাফিরদের মূলচ্ছেদ এবং গলচ্ছেদ, হস্তপদের সন্ধিচ্ছেদ করিতে আজ্ঞা দিবেন এবং সাহায্য করিবেন! এমন খুদা কি লঙ্ঘনের রাবণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন? অবশ্য এসকল প্রপঞ্চ খুদার নহে, কুরাণ রচয়িতার; খুদার হইলে এমন খুদা আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকুন এবং আমরাও তাহার নিকট হইতে দূরে থাকি ॥ ৭৭ ॥

৭৮। আল্লাহ্ মুসলমানদের সঙ্গে আছেন। হে বিশ্বাসী মনুষ্যগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের আস্থান মানিয়া চল। আল্লাহ্ ও রসূলের ধন-সম্পত্তি এবং নিজের নিকট গচ্ছিত ধন-সম্পত্তি হরণ করিও না। আল্লাহ্ কপটতাপূর্ণ বড়যন্ত্র করিতেছিলেন; তাদৃশ বড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ্-ই-শ্রেষ্ঠ। মং ২। সিং ৯। সূ. ৮। আ. ১৯। ২৪। ২৭। ৩০ ॥

(সমীক্ষক)—সমস্ত সৃষ্টির ঈশ্বর হইয়াও আল্লাহ্ কি মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতী? তাহা হইলে তিনি অধ্যাত্মিক। তিনি কি বধির যে, উচ্চৈশ্বরে না ডাকিলে শুনিতে পান না? খুদার সহিত রসূলকে অংশীদার করাও কি নিতান্ত অজ্ঞায় নহে? আল্লাহের কোন পরিপূর্ণ ধনভাগ্য আছে যে, তাহা হইতে ধন চুরি করা হইবে? রসূলের ধন-সম্পত্তি এবং নিজের নিকট গচ্ছিত ধন-সম্পত্তি ব্যতীত অল্প ধন-সম্পত্তি কি চুরি করিতে হইবে? বিভ্রাটীন এবং অধ্যাত্মিক লোকেরা এইরূপ উপদেশ দিতে পারে। ভাল, যে খুদা স্বয়ং প্রভাবক

এবং প্রতারকদের সহযোগী, তাঁহাকে ভণ্ড ও অধাৰ্মিক বলা হইবে না কেন? অতএব কুরাণ খুদার রচিত নহে, কিন্তু কোন ভণ্ড ও প্রতারকের রচিত ॥ ৭৮ ॥

৭৯। যে পর্যাস্ত কাফিরগণ বলহীন থাকে এবং আল্লাহের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্যাস্ত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাক। নিশ্চয় জানিও, তোমাদের লুণ্ঠিত ধন-সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ এবং রসূলের। মং ২। সিং ৯। সূং ৮। আং ৫৯। ৪১ ॥

(সমীক্ষক) —মুসলমানদের খুদা ভিন্ন অণ্ড কে এমন অত্মায় যুদ্ধ করিয়া ও করাইয়া শাস্তিভঙ্গ করিবে? এখন দেখুন! কেমন এই 'মজহব'! আল্লাহ্ ও রসূলের জ্ঞান সমস্ত জগৎকে লুণ্ঠন করিতে ও করাইতে হইবে। ইহা কি লুণ্ঠনকারীর কার্য্য নহে? লুণ্ঠিত ধন-সম্পত্তির অংশীদার হইলে খুদাকেও দস্যাবৃত্তি অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। এমন লুণ্ঠনকারীর প্রতি পক্ষপাত করিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বও খর্ব হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, জগতে অশাস্তি উপজব বিস্তার করিয়া মনুষ্যদিগকে ভ্রমে নিপতিত করিবার জ্ঞান এমন পুস্তক, এমন খুদা এবং এমন পয়গম্বরের আগমন কোথা হইতে হইল? এমন মত প্রচলিত না হইলে জগদ্বাসী আনন্দে থাকিত ॥ ৭৯ ॥

৮০। যদি তোমরা কখনও দেখিতে, তবে জানিতে কিরূপে ফেরিস্তাগণ কাফিরদের শরীর হইতে আত্মা বহির্গত করে; কিরূপে তাহাদের মুখে ও পৃষ্ঠে প্রহার করে এবং কিরূপে কাফিরগণ নরকাগ্নির দহন-জ্বালা সহ করে! তাহাদের পাপের জ্ঞান আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি। আমি ফেরোয়ার স্বজাতীয়দিগকে ডুবাইয়াছি। তোমরা তাহাদের জ্ঞান যাহা করিতে পার, তজ্জ্ঞান প্রস্তুত হও। মং ২। সিং ৯। সূং ৮। আং ৫০। ৫৪। ৬০ ॥

(সমীক্ষক) —বর্ত্তমান যুগে যখন রুশিয়া রুমের এবং ইংলণ্ড মিশরের জুর্দগা উপস্থিত করিল, তখন ফেরিস্তারা কোথায় নিজ্জিত ছিলেন? যদি ইহা সত্য হয় যে, পূর্বের খুদা তাঁহার সেবকদের শত্রুকে বধ করিতেন এবং ডুবাইয়া দিতেন; তবে আজ-কালও সেরূপ করেন! কিন্তু আজ কাল আর তাগ হয় না। সুতরাং এ সকল বিশ্বাসযোগ্য নহে। দেখুন! ইহা কিরূপ ভ্রমজ্ঞ আদেশ যে, বিশ্বাসিগণ অবিমানীদের উপর যথাপাধ্য অভিযান করিবে? কোন বিধান, ধার্মিক এবং দয়ালু ব্যক্তি এমন আদেশ দিতে পারেন না; তথাপি লিখিত হইয়াছে যে, খুদা দয়ালু এবং স্নায়কারী। এতদ্বারা জানা যাইতেছে

যে আয় এবং দয়া প্রভৃতি সদৃশ মুসলমানদের খুদা হইতে বহুদূরে অবস্থান করে ॥ ৮০ ॥

৮১। হে নবী! আল্লাহের সাহায্য এবং মুসলমানদের মধ্যে যাহারা তোমার দিকে তাহাদের সাহায্য, তোমার দিকে যথেষ্ট। হে নবী! মুসলমানদিগকে যুদ্ধের জন্ত উত্তেজিত কর। অটল অধ্যবসায়সম্পন্ন তোমাদের বিশ জন তাহাদের দুই শত জনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। অতএব লুপ্তিত জব্দ ভোগ কর; তাহা হালাল (বৈধ) এবং পবিত্র। আল্লাহ্কে ভয় কর; তিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু। মং ২। সিং ১০। সূং ৪। আং ৬৪, ৬৫, ৬৬ ॥

(সমীক্ষক)—ইহা কিরূপ আয়, বিজ্ঞা ও ধর্ম যে, নিজ পক্ষভুক্ত কেহ অন্বেষণ করিলেও তাহাকে সমর্থন এবং লাভবান করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে? যিনি প্রজাদের শাস্তিভঙ্গ করিয়া যুদ্ধ করেন ও করান এবং লুপ্তিত জব্দকেও বৈধ বলেন, তাহাকেই ক্ষমাকারী ও দয়ালু বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের কথা দূরে থাকুক, কোন সংলোকের পক্ষেও ইহা সত্য হইতে পারে না। এতদ্বারা জানা যাহতেছে যে, কুরাণ ঈশ্বরের বাণী নহে ॥ ৮১ ॥

৮২। তন্মধ্যে তাহারা চিরকাল থাকিবে। আল্লাহের নিকট পুণ্যের মহান পুরস্কার আছে। হে ধর্মবিশ্বাসিগণ! তোমাদের পিতৃ ও ভ্রাতৃগণ কাফিরদের সহিত মিত্রতা করিলে তাহাদিগকে মিত্র মনে করিও না। আল্লাহ্ তাঁহার রমূল এবং মুসলমানদের প্রতি সান্বনা প্রেরণ করিয়াছেন। পরমেশ্বর যে সৈন্ত প্রেরণ করিয়াছেন, তোমরা তাহা দেখ নাই। তিনি অবিশ্বাসীদিগকে যন্ত্রণা দিয়াছেন। ইহাই কাফিরদের প্রতি দণ্ড। আল্লাহ্ যাহাদের প্রতি ইচ্ছা, তাঁহাদের প্রতি বারংবার তদ্রূপ করিবেন। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। মং ২। সিং ১০। সূং ৯। আং ২২, ২৩, ২৪, ২৫ ॥

(সমীক্ষক)—আল্লাহ্ স্বর্গবাসীদের নিকটে অবস্থান করিলে সর্বব্যাপক কিরূপে হইতে পারেন? সর্বব্যাপক না হইলে তিনি সৃষ্টিকর্তা বিচারপতি হইতে পারেন না। কাহাকেও তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং বন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন করা অনায়াস। অবশ্য, তাহাদের অনায়াস উপদেশ গ্রহণ করা উচিত নহে, কিন্তু সর্বদা তাহাদের সেবা করা উচিত। যদি ইহা সত্য হয় যে, খুদা পূর্বে মুসলমানদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন এবং তাহাদের সাহায্যার্থ সৈন্ত প্রেরণ করিতেন। তাহা হইলে এখন তাহা করেন না কেন? যদি ইহাও সত্য হয় যে, খুদা পূর্বে কাফিরদিগকে দণ্ড দিতেন এবং

বারংবার আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে এখন তিনি কোথায় গেলেন ? খুদা কি যুদ্ধবাতীত ধর্মসংস্থাপন করিতে পারেন না ? এমন খুদাকে সর্বদা জলাঞ্জলি দেওয়া আমাদের কর্তব্য। খুদা কি একজন খেলোয়াড় ? ৮২ ॥

৮৩। আল্লাহ্ স্বয়ং, কিংবা আমাদের দ্বারা তোমাদিগকে দণ্ডান করেন আমরা তাহা দেখিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছি। মং ২। সিং ১০। সূং ৯। আং ৫২ ॥

(সমীক্ষক)—আচ্ছা, মুসলমানেরা কি ঈশ্বরের পুলিশ যে, তিনি স্বয়ং কিংবা তাহাদের দ্বারা ভিন্নমতাবলম্বীকে ধৃত করিবেন ? আরও যে কোটি কোটি মনুষ্য আছে, তাহারা কি ঈশ্বরের অপ্রিয় ? মুসলমানদের মধ্যে যাহারা পাপী তাহারাও কি ঈশ্বরের প্রিয় ? এরূপ হইলে ইহা ত অন্ধকারাবৃত নগরীতে স্বেচ্ছাচারী নির্বোধ রাজার ব্যবস্থা। আশ্চর্যের বিষয়, বুদ্ধিমান মুসলমানেরাও এই ভিত্তিহীন যুক্তিবিরুদ্ধ মত বিশ্বাস করেন ॥ ৮৩ ॥

৮৪। আল্লাহ্ বিশ্বাসী নরনারীদিগকে স্বর্গভোগের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সেই স্বর্গের নিম্নভাগে নদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা সর্বদা সে স্থানে অবস্থান করিবে। আদনের স্বর্গস্থ পবিত্র উদ্ভানের মধ্যে তাহাদের বাসস্থান থাকিবে। কিন্তু আল্লাহের প্রসন্নতা লাভ করাই তাহাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতা। মনুষ্যেরা খুদাকে উপহাস করিয়া থাকে ; খুদা তাহাদিগকে বিক্রম করে। মং ২। সিং ১০। সূং ৯। আং ৭২। ৭৯ ॥

(সমীক্ষক)—ইহা কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্ত খুদার নামে নরনারীদিগকে প্রলোভিত করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ প্রলোভন না দেখাইলে কেহই মহম্মদ সাহেবের জালে আবদ্ধ হইত না। অশ্রান্ত মতবাদীরা এইরূপ করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা পরস্পরকে উপহাস করিয়া থাকে ; কিন্তু ঈশ্বরকে উপহাস করা কাহারও উচিত নহে। এই কুরাণ যেন একটি বড় খেলার বস্তু ॥ ৮৪ ॥

৮৫। কিন্তু রশূল এবং তাঁহার ধর্মবিশ্বাসিগণ তাঁহাদের ধনপ্রাণ লইয়া জিহাদ করেন ; তাঁহাদেরই কল্যাণ হইবে। * * * * তাহারা জানে না যে, আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয় শীলমোহর দ্বারা অবরুদ্ধ করিয়াছেন। মং ২। সিং ১০। সূং ৯। আং ৮৮। ৯৩ ॥

(সমীক্ষক)—কেমন স্বার্থপরতা দেখুন ! যাহারা মহম্মদ সাহেবকে বিশ্বাস করে, তাহারাই ভাল ; যাহারা তাঁহাকে বিশ্বাস করে না, তাহারাই

মন্দ ! ইহা কি পক্ষপাত এবং মূঢ়তা নহে ? খুদা তাহাদের শীলমোহর লাগাইয়া দিয়া থাকিলে তাহারা পাপকার্য্যের জন্ত অপরাধী হইবে না, কিন্তু খুদাই অপরাধী হইবেন ; কারণ, তিনি সেই হতভাগ্যদের হৃদয় শীলমোহরদ্বারা আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সৎকর্মে বাধা দিয়াছেন । ইহা কি ভয়ঙ্কর অশ্রাব্য ! ৮৫ ॥

৮৬। তাহাদের প্রদত্ত ধন সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া, তাহাদের অন্তর ও বাহির পবিত্র কর। নিশ্চয়, আল্লাহ্ বহিস্তের বিনিময়ে মুসলমানদের জীবন ও ধন সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। তাহারা ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া যুদ্ধে অপরকে নিহত করিবে এবং নিজেরাও নিহত হইবে। মং ২। সিং ১১। সূঃ ৯। আঃ ১০৩। ১১১ ॥

(সমীক্ষক)—বাহবা ! মহম্মদ সাহেব গোকুলিয়া গৌসাইদের স্থায় কার্য্য করিলেন ! কারণ, ধন সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া পবিত্র করা গৌসাইদেরই কার্য্য। বাহবা ! খুদা ত চমৎকার ব্যবসায় খুলিয়াছেন ! তিনি মুসলমানদের হস্তে দরিদ্রদিগের প্রাণহরণ লাভজনক মনে করিয়াছেন। তিনি অসহায়দিগকে হত্যা করিয়া নির্দয়দিগকে স্বর্গস্থান দান করিলেন ! তাহাতে মুসলমানদের খুদা নির্দয়, অশ্রাব্যকারী এবং বুদ্ধিমান ধার্মিকদিগের ঘৃণার পাত্র হইলেন ॥ ৮৬ ॥

৮৭। হে বিশ্বাসী মুসলমানগণ ! তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী কাফিরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ; তাহারা যেন দেখিতে পায় যে, তোমাদের মধ্যে মূঢ়তা আছে ! তাহারা যে প্রতি বৎসর দুই একবার দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তাহা কি তাহারা দেখিতে পায় না। তথাপি তাহারা “তোবা” (অনুতাপ) এবং শিক্ষাগ্রহণ করে না। মং ২। সিং ১১। ৯। আঃ ১২৩। ১২৬ ॥

(সমীক্ষক)—বিশ্বাসঘাতকতা দেখুন ! খুদা মুসলমানদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে, প্রতিবেশী হউক, কিংবা কাহারও ভৃত্য হউক, যখনই সুযোগ পাইবে, তখনই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে এবং তাহাকে আঘাত করিবে। কুরাণের এই লেখার জন্য মুসলমানদের দ্বারা এইরূপ কার্য্য অনেক হইয়া গিয়াছে। যদি এখন তাহারা কুরাণের এসকল উপদেশ দুষণীয় বুঝিয়া পরিত্যাগ করেন, তবে বড় ভাল হয় ॥ ৮৭ ॥

৮৮। নিশ্চয়, আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ছয় দিনে আকাশ

এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া সিংহাসনে বসিয়া সকল কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন।
মং ৩। সিং ১১। সূং ১০। আং ৩॥

(সমীক্ষক)—আসমান ও আকাশ একই পদার্থ। উহা সৃষ্ট নহে, কিন্তু
অনাদি। কিন্তু কুরাণে লিখিত আছে যে, আকাশ সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাতে
জানা যাইতেছে যে, কুরাণ রচয়িতা পদার্থবিজ্ঞা জানিতেন না। পরমেশ্বরের
কি সৃষ্টি করিতে ছয় দিন লাগে? কিন্তু, “আমার আজ্ঞায় হউক এবং হইয়া
গেল,” কুরাণের এই লেখা অনুসারে, ছয় দিন কখনও লাগে না। সুতরাং ছয়
দিনের উল্লেখ মিথ্যা। খুদা ব্যাপক হইলে আকাশে অবস্থান করিবেন কেন?
খুদা কার্যের তত্ত্বাবধান করেন, অতএব তোমাদের খুদা মনুষ্য সদৃশ। কিন্তু
যিনি সর্ববজ্র, তিনি কি স্থানবিশেষে অবস্থান করিয়া কার্যের তত্ত্বাবধান করেন?
এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞ, বশু মনুষ্যেরাই এই পুস্তক
রচনা করিয়াছে ॥ ৮৮ ॥

৮৯। মুসলমানদের জন্তই দয়া এবং উপদেশ। মং ৩। সিং ১। সূং ১১। আং ৫৭ ॥

(সমীক্ষক)—খুদা কি কেবল মুসলমানদেরই? তিনি কি অশু কাহারও
নহেন? তিনি কি পক্ষপাতী যে, কেবল মুসলমানদেরই প্রতি দয়া করেন, অশু
কাহারও প্রতি দয়া করেন না? যদি বিশ্বাসী বলিতে মুসলমান বুঝায়, তবে
তাহার জন্ত শিক্ষার প্রয়োজন নাই। খুদা যদি মুসলমান ভিন্ন অপর কাহাকেও
উপদেশ না দেন, তবে তাঁহার জ্ঞানই বুঝা ॥ ৮৯ ॥

৯০। তোমাদের মধ্যে কে কর্মদক্ষ আল্লাহ্ সে বিষয়ে পরীক্ষা করিতে
পারেন। যদি জিজ্ঞাসা কর, মৃত্যুর পর তোমরা নিশ্চয় উত্থাপিত হইবে…………।
মং ৩। সিং ১১। সূং ১১। আং ৭ ॥

(সমীক্ষক)—খুদা কণ্ঠের পরীক্ষা করেন; সুতরাং তিনি সর্ববজ্র নহেন।
যদি মৃত্যুর পর উত্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে দায়রানুপর্দ রাখা হয় এবং
মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত না হওয়ার নিয়ম ভঙ্গ করা হয়। তাহাতে খুদার ঈশ্বরত্ব
খর্ব হয় ॥ ৯০ ॥

৯১। বলা হইল, “হে পৃথিবী! তোমার জল উদরস্থ কর, হে আকাশ!
জলবর্ষণ সূচিত কর; তখন জল শুষ্ক হইয়া গেল। হে স্বজাতীয়গণ! এই
উদ্রীহ তোমাদের জন্ত ঈশ্বরের নিশান। অতএব উহাকে ঈশ্বরের পৃথিবীতে
ছাড়িয়া দাও, সে ভোজন করিতে করিতে বিচরণ করুক। মং ৩। সিং ১১।
সূং ১১। আং ৪৩। ৬৪ ॥

(সমীক্ষক)—কেমন বালকোচিত কথা! পৃথিবী এবং আকাশ কি কথা শুনিতে পায়? বাহবা! খুদার উষ্ট্রীও আছে! তাহা হইলে উষ্ট্রীও আছে, আর হস্তী, অশ্ব, গর্দভ প্রভৃতিও আছে। খুদার উষ্ট্রীদ্বারা ক্ষেত্রের শস্য খাওয়ান কি ভাল কথা? খুদা কি উষ্ট্রীর উপর আরোহণও করিয়া থাকেন? তবে তাঁহার গৃহে নবাবী জাঁকজমকও আছে ॥ ৯১ ॥

৯২। যতদিন আকাশ এবং পৃথিবী থাকিবে, ততদিন তাহারা সর্বদা তন্মধ্যে অবস্থান করিবে। যাহারা ভাগ্যবান, তাহারা যতদিন আকাশ এবং পৃথিবী থাকিবে, ততদিন বহিস্তে থাকিবে ॥ মং ৩। সিং ১২। সুং ১১। আং ১০৮। ১০৯ ॥

(সমীক্ষক)—যদি কয়ামতের পর কেহ স্বর্গে, কেহ বা নরকে চলিয়া যায়, তাহা হইলে আকাশ এবং পৃথিবী কাহার জন্ত থাকিবে? আর যদি যতদিন আকাশ এবং পৃথিবী থাকে, ততদিন স্বর্গে অথবা নরকে থাকিতে হয়, তাহা হইলে চিরকাল স্বর্গে অথবা নরকে থাকার কথা মিথ্যা। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এসকল কথা বলিতে পারে, ঈশ্বর কিংবা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ বলা অসম্ভব ॥ ৯২ ॥

৯৩। তখন ইউসুফ তাঁহার পিতাকে বলিলেন, বাবা! আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। মং ৩। সিং ১২। সুং ১২। আং ৪—১০১ ॥

(সমীক্ষক)—যেহেতু এই প্রকরণ পিতাপুত্র সংবাদরূপ আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ, অতএব কুরাণ ঈশ্বররচিত নহে, কিন্তু মনুষ্যলিখিত মনুষ্যের ইতিহাস ॥ ৯৩ ॥

৯৪। যিনি স্তম্ভ ব্যতীত আকাশকে স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই আল্লাহ্। তোমরা তাহা দেখিতেছ। তিনি সিংহাসনে উপবেশন পূর্বক চন্দ্র-সূর্য্যকে আঞ্জাবহ করিয়াছেন। তিনিই পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ এবং আকাশ হইতে জল অবতারণ করিয়াছেন; তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে। তিনি ইচ্ছানুসারে কাহাকেও মুক্তহস্তে আহাৰ্য্য দান করেন; কাহারও আহাৰ্য্যের পরিমাণ সঙ্কুচিত করেন। মং ৩। সিং ১৩। সুং ১৩। আং ২। ৩। ১৭। ২৬ ॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানদের খুদা পদার্থবিজ্ঞা জানিতেন না, নতুবা গুরুত্ব-বিহীন আকাশকে স্তম্ভের উপরে স্থাপনের গল্প-গুজব লিখিতেন না। যদি খুদা উর্জ্বলোকে স্থানবিশেষে অবস্থান করেন, তবে তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপক হইতে পারেন না। তাঁহার মেঘসম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানা থাকিলে আকাশ হইতে জল অবতরণের কথা লিখিয়া পুনরায় পৃথিবী হইতে জল

উত্থাপনের কথা লিখিলেন না কেন? ইহাতে নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, কুরাণরচয়িতা মেঘসম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানিতেন না। উত্তম ও অধম কৰ্ম্ম ব্যতীত সুখ দুঃখ প্রদান করিলে তিনি সদা পক্ষপাতী নিরক্ষর ভট্টাচার্য্য ॥ ৯৪ ॥

৯৫। বল, নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাহারা তাঁহার অভিযুখী হয়, তাহাদিগকে তাঁহার দিকে যাইবার পথ প্রদর্শন করেন। মং ৩। সিং ১৩। সূং ১৩। আং ২৭ ॥

(সমীক্ষক)—যদি আল্লাহ্ মনুষ্যকে পথভ্রষ্ট করেন, তাহা হইলে তাঁহার ও শয়তানের মধ্যে পার্থক্য কি? মনুষ্যকে পথভ্রষ্ট করে বলিয়া শয়তান খারাপ; যদি খুদাও তাহা করেন, তবে তাঁহাকেও খারাপ শয়তান বলা হইবে না কেন? আর বিভ্রান্ত করিবার পাপে তিনিও নরকগামী হইবেন না কেন? ৯৫ ॥

৯৬। এইরূপ আমি আরবী ভাষায় কুরাণ প্রেরণ করিয়াছি। যদি তোমার নিকট এই জ্ঞান প্রকাশিত হইবার পর তুমি তাহাদের পক্ষ গ্রহণ কর.....। তুমি এই সংবাদ সকলের নিকট প্রেরণ করিবে। এতদ্ব্যতীত তোমার অপর কোন কর্তব্য নাই। হিসাব গ্রহণের ভার আমার উপর। মং ৩। সিং ১৩। সূং ১৩। আং ৩৭। ৪০ ॥

(সমীক্ষক)—কোন দিক হইতে কুরাণ অবতীর্ণ হইয়াছে! খুদা কি উপরে থাকেন? তাহা হইলে তিনি একদেশী বনিয়া ঈশ্বরই হইতে পারেন না, কেননা তিনি সর্বত্র একরস এবং ব্যাপক। বার্তা বহন করা বার্তাবাহকেরই কার্য্য। যিনি মনুষ্যের স্থায় একদেশী তাহারই বার্তাবাহকের প্রয়োজন। সেইরূপ হিসাব দেওয়া লওয়াও মনুষ্যের কার্য্য, ঈশ্বরের নহে, কেননা ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। সুতরাং নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, কুরাণ কোন অল্পজ্ঞ মনুষ্যের রচিত ॥ ৯৬ ॥

৯৭। তিনি চন্দ্র সূর্য্যকে সর্বদা ঘূর্ণায়মান করিয়াছেন। নিশ্চয়, মনুষ্য অজ্ঞায়কারী ও পাপাচারী। মং ৩। সিং ১৩। সূং ১৪। আং ৩৩। ৩৪ ॥

(সমীক্ষক)—চন্দ্র সূর্য্যই কি সর্বদা ভ্রমণ করে? পৃথিবী কি ভ্রমণ করে না? পৃথিবী ভ্রমণ না করিলে কয়েক বৎসরব্যাপী রাত্রি এবং দিন হইবে। মনুষ্য স্বভাবতঃ অজ্ঞায়কারী এবং পাপাচারী হইলে কুরাণের উপদেশ বুধা। কারণ যাহারা স্বভাবতঃ অজ্ঞায়কারী, তাহার কখনও পুণ্যাদ্বা হইবে না।

কিন্তু পৃথিবীতে পুণ্যাত্মা এবং পাপী সর্বত্র দৃষ্ট হয়। সুতরাং এইরূপ উক্তি ঈশ্বর রচিত পুস্তকে থাকিতে পারে না ॥ ৯৭ ॥

৯৮। যখন আমি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ করিব এবং তাহার মধ্যে নিজ আত্মা নিঃশ্বসিত করিব, তখন তোমরা তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবে। শয়তান বলিল “হে আমার পালনকর্তা! যেহেতু তুমি আমাকে পঞ্চভ্রষ্ট করিয়াছ, অতএব আমি পৃথিবীতে তাহাদের জন্ত পাপ সজ্জিত রাখিব এবং তাহাদিগকে পঞ্চভ্রষ্ট করিব”। মং ৩। সিং ১৪। সূং ১৫। আং ২৯—৪৬ ॥

(সমীক্ষক)—যদি খুদা নিজ আত্মা আদম সাহেবের মধ্যে নিঃশ্বসিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আদম সাহেবও খুদা হইলেন। তিনি খুদা না হইলে সিঁজনা অর্থাৎ প্রণিপাত প্রভৃতি ভক্তি প্রদর্শন বিষয়ে খুদা তাঁহাকে নিজের সহযোগী করিলেন কেন? যেহেতু খুদাই শয়তানকে বিভ্রান্ত করেন, অতএব তিনি শয়তানের শয়তান, শয়তানের জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং গুরু নহেন কেন? তোমাদের মতে শয়তান বিভ্রান্তকারী; খুদা শয়তানকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন; শয়তানও ঈশ্বরের সাক্ষাতে বলিয়াছে “আমি বিভ্রান্ত করিব,” তথাপি ঈশ্বর তাহাকে দণ্ডিত করিয়া কারাগারে বন্দী কিংবা বধ করিলেন না কেন? ৯৮ ॥

৯৯। নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছি। আমার যখন ইচ্ছা তখন বলি, “তাহা হউক” এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া যায়। মং ৩। সিং ১৪। সূং ১৬। আং ৩৬। ৪০ ॥

(সমীক্ষক)—যদি ঈশ্বর সকল জাতির মধ্যে পয়গম্বর প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্যমাত্রই পয়গম্বরের মতানুসারে চলিতেছে; তবে কেহ কাকির হইবে কেন? তোমাদের পয়গম্বর বাতীত অগ্র পয়গম্বরের কি সম্মান নাই? ইহা ত সর্বতোভাবে পক্ষপাতের কথা। যদি সকল দেশেই পয়গম্বর প্রেরিত হইয়া থাকেন, তবে আখ্যাবর্তে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হইয়াছেন? সুতরাং ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যখন খুদা ইচ্ছা করেন, এবং বলেন, “পৃথিবী হইয়া যাউক”; পৃথিবী জড় পদার্থ, শুনিতে পায় না, তাহা হইলে তাঁহার আদেশ কিরূপে প্রতিপালিত হয়? যদি তখন খুদা ব্যতীত অপর কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত না হয়, তবে কে শুনিল? কিই বা হইয়া গেল? এ সকল অজ্ঞানের কথা অজ্ঞানরাই বিশ্বাস করিয়া থাকে ॥ ৯৯ ॥

১০০। তাহারা ঈশ্বরের জন্ত কণ্ঠা অর্পণ করে; কিন্তু আল্লাহ্ পবিত্র, তাহারা যাহা ইচ্ছা করে, তাহা তাঁহার মধ্যে আছে। আল্লাহের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি নিশ্চয় পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছি। মং ৩। সিং ১৪। সুং ১৬। আং ৫৭। ৬৩ ॥

(সমীক্ষক)—আল্লাহ্ কণ্ঠাঘারা কি করিবেন? মনুষ্যেরই কণ্ঠার প্রয়োজন! কণ্ঠা অর্পণ করা হয়, কিন্তু পুত্র অর্পণ করা হয় না কেন? ইহার কারণ কি? শপথ করা ঈশ্বরের নহে, কিন্তু মিথ্যাবাদীরই কার্য। সচরাচর মিথ্যাবাদীকেই শপথ করিতে দেখা যায়। সত্যবাদী শপথ করিবে কেন? ১০০ ॥

১০১। আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়, কর্ণ এবং চক্ষু শীলমোহর দ্বারা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। সকল জীবকে কৃতকর্মের ফল সম্পূর্ণ দেওয়া হইবে। কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা করা হইবে না। মং ৩। সিং ১৪। সুং ১৬। আং ১০৮। ১১ ॥

(সমীক্ষক)—খুদা স্বয়ং শীলমোহর দ্বারা রুদ্ধ করায় এ সকল লোক বিনা অপরাধে বিনষ্ট হইল। তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করা হইল। ইহা গুরুতর অপরাধ। আবার বলা হইতেছে যে যাহার যে পরিমাণ কর্ম, তাহাকে সেই পরিমাণ দেওয়া হইবে, ন্যূনাধিক দেওয়া হইবে না। অত্যাচার, তাহারা তা স্বাধীনভাবে পাপ করে নাই; কিন্তু খুদাই করাইয়াছেন, এই জন্ত করিয়াছে। তাহাদের কোন অপরাধ হয় নাই; তাহাদের পরিবর্তে ঈশ্বরেরই ফল পাওয়া উচিত। আবার যদি কর্মফল সম্পূর্ণ দেওয়া হয়, তবে ক্ষমা করার কারণ কি? ক্ষমা করা হইলে ত্রায় থাকে না। এইরূপে উচ্ছৃঙ্খলতা ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব; কেবল নির্দোষ বালকের পক্ষেই তাহা সম্ভব ॥ ১০১ ॥

১০২। আমি কাফিরদের অবরোধের জন্ত নরক নির্মাণ করিয়াছি এবং প্রত্যেকের গলায় তাহার কর্মপুস্তক সংলগ্ন করিয়াছি। শেষ বিচারের দিন তাহার জন্ত একখানি পুস্তক বাতির করিব; সে তাহা খোলা দেখিবে। নূহের পর আমি বহু জাতি ধ্বংস করিয়াছি। মং ৪। সিং ১৫। সুং ১৭। আং ১৮। ১৩। ১৭ ॥

(সমীক্ষক)—যাহারা কুরাণ, পয়গম্বর, কুরাণের খুদা, সন্তম আকাশ এবং নমাজ প্রভৃতি বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে কাফির এবং নরকগামী বলা পক্ষপাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা কি কখনও সম্ভব যে, কুরাণ-বিশ্বাসীমাত্রই ভাল, মতান্তরবিশ্বাসী মাত্রই মন্দ? ইহা বলা নিতান্ত

বালকোচিত যে, প্রত্যেকের গলায় কৰ্মপুস্তক সংলগ্ন আছে। আমরা ত কাহারও গলায় তাহা দেখিতে পাই না। কৰ্মফল দানের জন্ত ইহার প্রয়োজন হইলে মনুষ্যের হৃদয় এবং নেত্রাদিকে শীলমোহর দ্বারা অবরুদ্ধ করা এবং পাপ ক্ষমা করা ইত্যাদি বলিয়া কি খেলা করা হইয়াছে? কয়ামতের রাত্রিতে খুদা যে পুস্তক বাহির করিবেন, আজ কাল তাহা কোথায়? খুদা কি বণিকের স্তায় খাতা লিখিতে থাকেন? এস্থলে বিচার্য্য এই যে, জীবের পূর্বজন্ম না থাকিলে কৰ্মও থাকিতে পারে না; তাহা হইলে কৰ্মপুস্তক কিরূপে লেখা হইল? কৰ্ম না থাকা সত্ত্বেও লেখা হইয়া থাকিলে জীবের প্রতি অশ্রায় করা হইয়াছে। সদসৎ কৰ্ম ব্যতীত সুখ দুঃখ দান করা হইল কেন? যদি বলা হয় যে, তাহা খুদার ইচ্ছা; তাহা হইলেও খুদা অশ্রায় করিয়াছেন। কারণ সদসৎ কৰ্মব্যতীত নূনাধিক সুখদুঃখরূপ ফলদান করাকে অশ্রায় বলে। সেই সময়ে খুদা কি নিজেই পুস্তক পাঠ করিবেন, না তাঁহার কোন “সেরিস্তাদার” (সহকারী) পাঠ করিয়া শুনাইবেন? যে সকল জীব দীর্ঘকাল ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে, যদি খুদা বিনা অপরাধে তাহাদিগকে বশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অশ্রায়কারী। যিনি অশ্রায়কারী তিনি খুদা হইতে পারেন না ॥ ১০২ ॥

১০৩। প্রমাণ স্বরূপ, আমি সমুদ্রকে একটি উষ্ট্রী দিয়াছি। যাহাকে পারি, তাহাকে প্রলুদ্ধ করিয়াছি। সেইদিন আমি সকলকে তাহাদের দলপতির সহিত আহ্বান করিব। তাহাদের দক্ষিণ হস্তে কৰ্মপত্র দেওয়া হইয়াছে। মং ৪। সিং ১৫। সূং ১৭। আং ৫৯। ৬৪। ৭১।

(সমীক্ষক)—বাহবা! খুদার আশ্চর্য্য নিশানগুলির মধ্যে একটি উষ্ট্রীও তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ অথবা পরীক্ষার সাধন। যদি খুদা সকলকে বিভ্রান্ত করিবার জন্ত শয়তানকে আদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে খুদাই শয়তানের সর্দার এবং তিনিই সকলকে পাপে প্রবৃত্ত করেন, এমন খুদাকে খুদা বলা নিতান্ত অল্পবুদ্ধির কার্য্য। যদি খুদা কেবল কয়ামত অর্থাৎ প্রলয়কালেই পয়গম্বর এবং তাঁহার মতাবলম্বীদিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে প্রলয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত সকলকে “দায়রাসোপর্দ” থাকিতে হইবে। বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা সকলের পক্ষেই দুঃখকর। এই নিমিত্ত বিচারপতির পক্ষে সত্বর স্তায়বিচার করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ বিচার “পোপাবাইএর” বিচারসদৃশ। যদি কোন বিচারপতি বলেন যে, পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত চোর

এবং সাধুরা একত্র না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও দণ্ড অথবা পুরস্কার দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে ইহাও সেইরূপ কথা হইবে। যেমন একজন পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বিচারাধীন রহিয়াছে, অপর একজন আজই মৃত হইল, কিন্তু উভয়ের বিচার একই সময়ে হইবে। এইরূপ হওয়া উচিত নহে। শ্যায় বিচার সম্বন্ধে বেদ এবং মনুস্মৃতি দেখুন। ইহাতে বিচার কার্যো ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় না। জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে দণ্ড কিংবা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ভাল, এমন পুস্তকের রচয়িতা ও উপদেষ্টা কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন কি? কখনই নহে ॥ ১০৩ ॥

১০৪। তাহাদের চিরবাসের জন্য উদ্ভান রচিয়াছে। সেই উদ্ভানের নিম্ন-দেশে নদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা সে স্থানে সুবর্ণ কঙ্কণ এবং হরিদ্বর্ণ রেশমীবস্ত্র পরিধান করিয়া উপাধানযুক্ত সিংহাসনে উপবেশন করিবে। পুণ্য, উত্তম, স্বর্গলাভও উত্তম। মং ৪। সিং ১৫। সূং ১৮। আং ৩১ ॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! কুরাণের স্বর্গ কি চমৎকার! তন্মধ্যে আনন্দ-ভোগের জন্য উদ্ভান, অলঙ্কার, বস্ত্র, সিংহাসন এবং উপাধান আছে। কোন বিচক্ষণ বিচারশীল ব্যক্তি এখানকার তুলনায় মুসলমানদের বহিস্তে অশ্রায় ব্যতীত অন্য কিছু অধিক দেখিতে পাইবেন না। সে অশ্রায় সসীম কশ্মের অসীম ফল। প্রতিদিন মিষ্টান্ন ভোজন করিলে কিছুকাল পরে তাহা বিষতুল্য প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ সর্বদা সুখ ভোগ করিলে, সুখই অবশেষে দুঃখরূপ হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত, মহাকল্প পর্য্যন্ত মুক্তিসুখ ভোগ করিয়া পুনরায় জন্ম লাভ করাই সত্য সিদ্ধান্ত ॥ ১০৪ ॥

১০৫। এসকল নগরের অধিবাসীরা অশ্রায় কাণ্য করিলে আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করি এবং ভবিষ্যতে অশ্রায় কার্য্য করিলে ধ্বংস করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি। মং ৪। সিং ১৫। সূং ১৮। আং ৫৯ ॥

(সমীক্ষক)—আচ্ছা, কোন নগরের অধিবাসীমাত্রেই কি পাপী হওয়া সম্ভব? ঈশ্বর অশ্রায় দেখিবার পর প্রতিজ্ঞা করেন, পূর্বে জানিতেন না; পরে প্রতিজ্ঞা করায় তিনি সর্বজ্ঞ নহেন। (ধ্বংস করায়) প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি নির্দয় ॥ ১০৫ ॥

১০৬। সেই বালকের মাতা-পিতা উভয়েই বিশ্বাসী ছিলেন। এইজন্য আমাদের আশঙ্কা ছিল যে, সে তাহাদিগকে অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মভ্রষ্টা করিতে পারে। যখন তিনি সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল।

তিনি দেখিলেন যে কৰ্দমময় প্রস্তবণের মধ্যে সূর্য্য নিমগ্ন হইতেছে। তাহারা বলিল, ঐজুলকরনৈন। নিশ্চয় যাজ্জ ও মাজ্জ উৎপীড়নকারী। মং ৪। সিং ১৬। সূং ১৮। আং ৮০। ৮৮। ৯৪ ॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! এই খুদা কেমন নির্বোধ! তাঁহার আশঙ্কা হইল যে, বালকের মাতা-পিতা পথভ্রষ্ট হইয়া পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ কখনও বলা যাইতে পারে না। তাঁহার আরও নিবুদ্ধিতা দেখুন! কুরাণরচয়িতা জানিতেন যে, রাত্রিকালে সূর্য্য কোন ঝিলের মধ্যে ডুবিয়া যায় এবং প্রাতঃকালে পুনরায় সেই ঝিল হইতে বহির্গত হয়। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক গুণ বড়, সুতরাং ঝিল, নদী বা সমুদ্রের মধ্যে কিরূপে ডুবিতে পারে? এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরাণরচয়িতা ভূগোল এবং খগোল বিদ্যা কিছুই জানিতেন না; নতুবা এমন বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা লিখিলেন কেন? যাহারা এই পুস্তক বিশ্বাস করেন, তাহারাও অজ্ঞ; নতুবা এমন মিথ্যাপরিপূর্ণ পুস্তক বিশ্বাস করিবেন কেন? খুদার কি অজ্ঞায় দেখুন! তিনি পৃথিবীর স্রষ্টা, রাজা এবং বিচাবপতি হইয়াও যাজ্জ ও মাজ্জকে পৃথিবীতে উপদ্রব করিতে দেন। ইহাও পরমেশ্বরের স্বভাব-বিরুদ্ধ। অতএব এনা লোকেরাই এই পুস্তক বিশ্বাস করে, জ্ঞানিগণ ইহা বিশ্বাস করেন না ॥ ১০৬ ॥

১০৭। এই পুস্তকে মেরীর যে বৃত্তান্ত আছে, তাহা স্মরণ কর। মেরী স্বগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করেন। তাঁহার পরিধানে একখানি বস্ত্র ছিল। আমি আমার আত্মা অর্থাৎ ফেরিস্তাকে প্রেরণ করি। তিনি ছুটি পুষ্ট মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া মেরীর নিকট উপস্থিত হন। মেরী বলিলেন, “আমি আত্মরক্ষার্থ দয়াময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি, তাহাতে তুমি সংঘত হও”। ফেরিস্তা উত্তর করিলেন, “আমি তোমার অধীশ্বর প্রেরিত, তুমি অপর কেহই নহি। তোমাকে পবিত্র সন্তান দিবার জন্য অ’মি প্রেরিত হইয়াছি”। মেরী বলিলেন, “কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই এবং আমি পাপাচারিণী নহি; আমার পূর্ব্ব কিরূপে হইবে? * * * * তিনি গভ ধারণ করিলেন এবং তাঁহার সত্বিত দূর আবাস স্থানে অর্থাৎ জঙ্গলে চলিয়া গেলেন। মং ৬। সিং ১৬। সূং ১৯। আং ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০ ॥ ২২ ॥

(সমীক্ষক)—সুধীগণের বিচার্য্য এই যে, ফেরিস্তা খুদার আত্মা; সুতরাং খুদা হইতে পৃথক নহেন। পুনশ্চ, কুমারী মেরীর সন্তানোৎপত্তি নায়সঙ্গত নহে; কারণ, তিনি কাহারও সংসর্গ ইচ্ছা করেন নাই; কিন্তু, খুদার আদেশে ফেরিস্তা

তাঁহাকে গৰ্ভবতী করিলেন। ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ। কুরাণে আরও অনেক অশ্লীল কথা লিখিত আছে; ঐ সকল উল্লেখ করা উচিত বিবেচনা করি না ॥ ১০৭ ॥

১০৮। তুমি কি দেখ নাই যে, কাফিরদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য আমি শয়তানদিগকে প্রেরণ করিয়াছি। মং ৪। সিং ১৬। সুং ১৯। আং ৮৩ ॥

(সমীক্ষক)—যেহেতু কাফিরদিগকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্ত খুদা স্বয়ং শয়তানদিগকে প্রেরণ করেন, অতএব তাহাদের অপরাধ নাই; তাহারা দণ্ডনীয়ও নহে। খুদার আদেশে যে সকল কার্য হয়, খুদারই তাহার ফলভাগী হওয়া উচিত। তিনি যদি সত্যই শ্রায়বান হন, তাহা হইলে তিনি নিজেই ঐ সকল কুকর্মের ফল স্বরূপ নরক ভোগ করুন। যিনি শ্রায় বিসম্বন্ধন দিয়া অশ্রায় করেন, তিনি অশ্রায়কারী; যিনি অশ্রায়কারী তিনি পাপী ॥ ১০৮ ॥

১০৯। যাহারা “তোবাঃ” বলিয়া অনুতাপ এবং বিশ্বাসী হইয়া সংকর্ষের অনুষ্ঠান করে, নিশ্চয়, আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করি। মং ৪। সিং ১৬। সুং ২০। আং ৮২ ॥

(সমীক্ষক)—কুরাণে লিখিত আছে যে, কেহ “তোবাঃ” বলিলে তাহার পাপ ক্ষমা করা হয়। এই উক্তি সকলকে পাপে প্রবৃত্ত করে, কেন না তাহাতে পাপ করিবার সাহস অনেক বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এই পুস্তক এবং ইহার রচয়িতা পাপীদের উৎসাহদাতা এবং পাপবৃদ্ধির সহায়। এই নিমিত্ত এই পুস্তক পরমেশ্বরকৃত নহে এবং এতদ্বর্ণিত খুদাও পরমেশ্বর হইতে পারে না ॥ ১০৯ ॥

১১০। যাহাতে পৃথিবী দোহলামান না হয় তজ্জন্য আমি তন্মধ্যে পর্বত নিৰ্ম্মাণ করিয়াছি। মং ৪। সিং ১৭। সুং ২১। আং ৩১ ॥

(সমীক্ষক)—পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে ইত্যাদি যদি কুরাণ-রচয়িতার জানা থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনও লিখিতেন না যে, পর্বতসমূহ ধারণ করায় পৃথিবী বিচলিত হয় না। তাঁহার মনে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকিবে যে, পর্বত-সমূহ না থাকিলে পৃথিবী বিচলিত হইত! কিন্তু, তাহার এইরূপ বলা সত্ত্বেও ভূমিকম্পে পৃথিবী বিচলিত হয় কেন? ১১০ ॥

১১১। আমি সেই স্ত্রীলোকটিকে শিক্ষা দিলাম; সে তাহার গুপ্ত অঙ্গ রক্ষা করিল এবং আমি তন্মধ্যে আমার আত্মা নিঃশ্বসিত করিলাম। মং ৪। সিং ১৭। সুং ২১। আং ৯১ ॥

(সমীক্ষক)—এ সকল অশ্লীল কথা খুদার পুস্তকে থাকা অসম্ভব। খুদার কথা দূরে থাকুক, কোন সভ্য মনুষ্যও এসকল বলিতে পারে না।

যদি মনুষ্যের পক্ষে এসকল লেখা শোভন না হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বরের পক্ষে কিরূপে শোভন হইতে পারে? তত্ত্বজ্ঞ কুরাণ দুষণীয়। কুরাণে উত্তম উপদেশ থাকিলে বেদের আয় কুরাণও অত্যন্ত প্রশংসনীয় হইত ॥ ১১১ ॥

১১২। তুমি কি দেখ নাই যে, আকাশস্থ চন্দ্র, সূর্য্য, তারা এবং পৃথিবীস্থ পর্ব্বত, বৃক্ষ এবং জন্তু প্রভৃতি সকলেই আল্লাহ্কে দণ্ডবৎ প্রণাম করে? * * * তাহাদিগকে সূর্য্য কক্ষণ, মুক্তা এবং পশমী বস্ত্র পরিতে দেওয়া হইবে। যাহারা আমার গৃহের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাদের জন্তু তাহা পবিত্র রাখিবে। নিজ নিজ শরীরের ময়লা দূর করিবে; নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করিবে এবং পুরাতন বাটীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিবে। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিবে। মং ৪। সিং ১৭। সুং ২২। আং ১৮। ২৩। ২৬। ২৯। ৩৪ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, জড় পদার্থ ত পরমেশ্বরকে জানিতেই পারে না, ভক্তি কিরূপে করিবে? অতএব এই পুস্তক কখনও ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না, মনে হয় ইহা কোন ভ্রান্ত মনুষ্যরচিত। বাহবা! কি চমৎকার স্বর্গ! সে স্থানে স্বর্ণ ও মুক্তার অলঙ্কার এবং পরিধানের জন্তু রেশমী বস্ত্র পাওয়া যায়! এই বহিস্ত্র এখানকার রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু পরমেশ্বরের বাসগৃহ আছে, সুতরাং তিনি হয়ত সেই গৃহে অবস্থানও করেন। তাহা হইলে ইহাকে পৌত্তলিকতা বলা হইবে না কেন? আর অশ্রান্ত পৌত্তলিকদের খণ্ডন করিবার কারণ কি? খুদা পূজা সামগ্রী গ্রহণ করেন, নিজের বাসগৃহ প্রদক্ষিণ করিতে আদেশ দেন এবং পশুহত্যা করাইয়া মাংসভোজনও করান, সুতরাং তিনি মন্দিরবাসী ভৈরব, ভূর্গা সদৃশ, এবং ঘোরতর মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তক। কারণ মূর্ত্তি অপেক্ষা মসৃজিদ বৃহত্তর মূর্ত্তি। এই হেতু খুদা ও মুসলমানগণ বৃহৎ মূর্ত্তিপূজক এবং পৌরাণিক ও জৈনগণ ক্ষুদ্র মূর্ত্তিপূজক ॥ ১১২ ॥

১১৩। নিশ্চয়, শেষ বিচারের দিন, তোমরা পুনরায় উত্থাপিত হইবে। মং ৪। সিং ১৮। সুং ২৩। আং ১৬ ॥

(সমীক্ষক)—মৃত জীবগণ কি কবরে, না অশ্রু কোন স্থানে থাকিবে? যদি কবরেই থাকিতে হয়, তাহা হইলে পুণ্যাত্মারাও কি পচা, ভূর্গন্ধময় শরীরে দুঃখভোগ করিবেন? ইহা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা নহে। তদ্ব্যতীত অত্যধিক ভূর্গন্ধ বশতঃ রোগোৎপত্তি হওয়ায় খুদা এবং মুসলমানগণ পাপভাগী হন ॥ ১১৩ ॥

১১৪। সে দিন তাহাদের জিহ্বা এবং তাহাদের হস্ত-পদ তাহাদের কার্য সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিবে। আল্লাহ্ আকাশ এবং পৃথিবীর আলোক স্বরূপ। তাঁহার আলোক প্রাচীরসংলগ্ন দীপাধারে স্থিত এবং তারার ন্যায় দেদীপ্যমান কাচাধারে আবৃত দীপালোক সদৃশ। সেই প্রদীপ পবিত্র জৈতুন বৃক্ষের তৈলযোগে জ্বলিতে থাকে এবং সেই জৈতুন বৃক্ষ পূর্ব ও পশ্চিম দেশীয় নহে; উহার তৈল অগ্নিসংযোগ বিনাও আলোক বিস্তার করে। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্বীয় জ্যোতিষ্মারা পথ প্রদর্শন করেন। মং ৪। সিং ১৮। সুং ২৪। আং ২৪। ৩৫ ॥

(সমীক্ষক)—হস্ত পদাদি জড়পদার্থ কখনও সাক্ষ্য দিতে পারে না। ইহা সৃষ্টিক্রমবিরুদ্ধ, সুতরাং মিথ্যা। খুদা কি অগ্নি কিংবা বিদ্যুৎ? যে উপমা দেওয়া হইতেছে তাহা ঈশ্বর সম্বন্ধে নহে, কিন্তু সাকার বস্তু সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ॥ ১১৪ ॥

১১৫। আল্লাহ্ প্রাণীমাত্রকে জল হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন; তন্মধ্যে কোন কোন প্রাণী উদরের উপর ভর করিয়া চলে। যে কেহ আল্লাহ্ ও রসূলের আজ্ঞা পালন করে, তাহাকে বল, “আল্লাহ্ ও রসূলের আজ্ঞা পালন কর; রসূলের আজ্ঞা পালন কর। যেন তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়”। মং ৪। সিং ১৮। সুং ২৪। আং ৪৫। ৫২। ৭০। ৭১ ॥

(সমীক্ষক)—ইহা কিরূপ “ফিলজফি” যে, প্রাণীদের শরীরে সর্ববিধ উপাদান দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বলা হইতেছে, তাহাদিগকে কেবলমাত্র জল হইতে উৎপন্ন করা হইয়াছে? ইহা কেবল অবিজ্ঞাসূচক। যদি আল্লাহের আদেশের সহিত পয়গম্বরের আদেশও পালন করা কর্তব্য হয়, তাহা হইলে তিনি খুদার অঙ্গীকার হইলেন কিনা? তাহা হইলে কুরাণে খুদাকে “লাশরীক” লেখা হইল কেন? এইরূপ প্রচারই বা কর কেন? ১১৫ ॥

১১৬। সে দিন মেঘদ্বারা আকাশ বিদীর্ণ হইবে এবং ফেরিস্তাদিগকেও অবতীর্ণ করা হইবে। অতএব কাফিরদের বাক্যে বিশ্বাস করিও না; তাহাদের সহিত ভয়ঙ্কর কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হও। আল্লাহ্ তাহাদের কুকর্ম সমূহকে শূন্যপথে পরিণত করিবেন। যে ব্যক্তি অনুতাপ ও উত্তম কর্ম করে, নিশ্চয় সে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়। মং ৪। সিং ১৯। সুং ২৫। আং ২৫। ৫২। ৭০। ৭১ ॥

(সমীক্ষক)—মেঘদ্বারা আকাশ বিদীর্ণ হওয়া কখনও সত্য হইতে

পারে না ; কারণ, আকাশ মূর্ছ পদার্থ নহে যে বিদীর্ণ হইবে । মুসলমান-দের কুরাণ শাস্ত্রভঙ্গ, কলহ এবং বিজ্রোহ ঘটায় ; এই নিমিত্ত ধার্মিক জ্ঞানিগণ উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন না । পাপের পুণ্য পরিণত হওয়ায় চমৎকার বাবস্থা ! ইহা কি তিল ও মাসকলাইএর মত যে বদল দেওয়া যাইতে পারে ? যদি “তোবাঃ” করিলে পাপখণ্ডন এবং ঈশ্বরলাভ হয়, তাহা হইলে কেহই পাপ করিতে ভীত হইবে না সুতরাং এ সকল কথা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ॥ ১১৬ ॥

১১৭। আমি মুসাকে প্রত্যাদেশ দিয়াছি, “রাত্রিকালে আমার ভৃত্যগণকে লইয়া প্রস্থান কর, নিশ্চয় তোমাদের অনুসরণ করা হইবে ।” ফিরোন নগরের মধ্যে লোক সংগ্রহ করিবার জন্ত কর্মচারী প্রেরণ করিলেন । যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই পথ প্রদর্শন করেন এবং তিনিই আমাকে খাদ্য ও পানীয় প্রদান করেন । আমার আশা আছে যে, শেষ বিচারের দিন তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন । মং ৫ । সিং ১৯ । সূঃ ২৬ । আঃ ৫২ । ৫৩ । ৭৮ । ৭৯ । ৮২ ॥

(সমীক্ষক)—খুদা মুসাকে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়া থাকিলে পুনরায় দাউদ, যীশু এবং মহম্মদ সাহেবকে পুস্তক প্রেরণ করিলেন কেন ? পরমেশ্বরের বাক্য সর্ববদা একরূপ এবং অভ্রান্ত । সুতরাং প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিবার পর কুরাণ পর্য্যন্ত পুস্তক-সমূহ প্রেরণ করায় ব্যতিতে হইবে যে, প্রথম পুস্তক অপূর্ণ এবং ভ্রান্তিযুক্ত ছিল । কুরাণের পূর্ববর্তী তিনটি পুস্তক সত্য হইলে নিশ্চয় কুরাণ মিথ্যা । কারণ পবম্পর বিরোধী চারিটি পুস্তকই সর্ববদা সত্য হইতে পারে না । যদি খুদা রুহ অর্থাৎ জীব উৎপন্ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জীবের কি কখনও মৃত্যু অর্থাৎ অভাবও হইবে ? যদি পরমেশ্বরই মনুষ্যাদি প্রাণীদিগকে খাদ্য ও পানীয় প্রদান করেন, তবে কাহারও রোগ হওয়া উচিত নহে এবং সকলকে একরূপ খাদ্য প্রদান করা কর্তব্য । পক্ষপাত করিয়া কাহাকেও উৎকৃষ্ট, কাহাকেও নিকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া অশাস্ত । উদারগম্বরূপ রাজাকে উৎকৃষ্ট ও কাঙ্গালকে নিকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া অশাস্ত । পরমেশ্বরই সকলের ভোজ্য, পানীয় ও পথ্যদাতা হইলে কাহারও রোগ হওয়া উচিত নহে । কিন্তু মুসলমানদেরও রোগ হইয়া থাকে । যদি খুদাই আরোগ্যদাতা হন, তাহা হইলে মুসলমানদের শরীরে রোগ থাকা উচিত নয় । যদি থাকে তবে খুদা পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নহেন, যদি পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হন তবে মুসলমানদের শরীরে রোগ থাকে কেন ? যদি খুদাই মৃত্যুসংঘটন ও পুনরুজ্জীবনকারী হন, তাহা হইলে পাপপুণ্য তাঁহারই হইয়া

ধাকে। জীবগণের জন্ম-জন্মান্তরের কর্মানুযায়ী ব্যবস্থা হইলে খুদার কোন অপরাধই হয় না; কিন্তু পাপ ক্ষমা করিলে এবং কয়ামতের (প্রলয়) রাত্রিতে বিচার করিলে তিনি পাপের প্রশ্রয়দাতা এবং পাপী হইয়া পড়েন। আবার, তিনি যদি পাপ ক্ষমা না করেন, তবে নিশ্চয় কুরাণের উক্তি মিথ্যা হইবে ॥ ১১৭ ॥

১১৮। 'তুমি কেবল আমাদেরই জায় একজন; তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে কোন চিহ্ন আনয়ন কর। তিনি বলিলেন, "এই উষ্ট্রী একটি চিহ্ন, সে একবার জনপান করিবে।" মং ৫। সিং ১৯। সুং ২৬। আং ১৫৪। ১৫৫ ॥

(সমীক্ষক) — ভাল, কেহ কি বিশ্বাস করিতে পারে যে, প্রস্তর হইতে উষ্ট্রী নির্গত হয়? বহু মনুষ্যেরাই এ সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছিল। আবার উষ্ট্রীকে নিশানরূপে উপস্থিত করাও বহু ব্যবহার। ইহার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই। এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত হইলে তন্মধ্যে এ সকল নিরর্থক কথা থাকিত না ॥ ১১৮ ॥

১১৯। হে মুসা! নিশ্চয়ই আমি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। তোমার যষ্টি নিক্ষেপ কর। অনন্তর তিনি দেখিলেন যে, উহা সর্পাকৃতি হইয়া নড় চড় করিতেছে! ঈশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, "হে মুসা! ভয় পাইও না, পয়গম্বর আমার সম্মুখে ভয় পায় না। আল্লাহ্ আছেন, দ্বিতীয় উপাস্য কেহই নাই। তিনি মহান উজ্জলোকের অধীশ্বর। আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইও না। মুসলমান হইয়া আমার নিকট আগমন কর। মং ৫। সিং ১৯। সুং ২৭। আং ৯। ১০। ২৬। ৩১ ॥

(সমীক্ষক) দেখুন! আল্লাহ্ নিজ মুখেই বলিতেছেন যে, তিনি মহান এবং শক্তিশালী। কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আত্মপ্রশংসা করেন না; খুদা কিরূপে তাহা করিতে পারেন? ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, কোন বহু মনুষ্য ইল্লাজাল দেখাইয়া বহু মনুষ্যদিগকে বশীভূত করিয়াছে এবং স্বয়ং খুদা সাজিয়াছে। ঈশ্বরকৃত পুস্তকে এইরূপ গল্প থাকা অসম্ভব। খুদা মহান "অর্শ" অর্থাৎ সপ্তম আকাশের অধীশ্বর হইলে একদেশী হওয়ার ঈশ্বর হইতে পারেন না। উপদ্রব করা দুষণীয় হইলে খুদা এবং মহম্মদ সাহেব আত্মপ্রশংসায় পুস্তকটি পরিপূর্ণ করিলেন কেন? মহম্মদ সাহেব বহু লোকে বধ করিয়াছেন; তাহাতে তিনি উপদ্রবকারী হইলেন কি না? এই কুরাণ পুনরুক্তি এবং পূর্বাপর বিরুদ্ধ বাক্যে পরিপূর্ণ ॥ ১১৯ ॥

১২০। পর্বত সমূহ দেখিলে মনে হইবে যে, ঐ সকল দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রহিয়াছে।

ঐ সকল পর্বত মেঘের নায় অপসারিত হইবে। তাহাই ঈশ্বরের কৰ্ম্মনৈপুণ্য। তিনি সকল বস্তুকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়াছেন। তোমরা যাহা কর, তিনি তাহা জানেন এবং সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকেন। মং ৫। সিং ২০। সূং ২৭। আং ৮৮ ॥

(সমীক্ষক)—সম্ভবতঃ কুরাণরচয়িতার দেশেই পর্বত মেঘের নায় সঞ্চালিত হয়, অন্য কোন দেশে তাহা হয় না। বিজ্রোহী শয়তানকে ধৃত করিয়া দণ্ড না দেওয়ার খুদা যে কিরূপ সতর্ক, তাহাও জানা যাইতেছে। তিনি অত্যাধিক একজন বিজ্রোহীকে ধৃত করিয়া দণ্ড দিতে পারিলেন না; ইহা অপেক্ষা অসতর্কতার প্রমাণ আর কি হইতে পারে? ১২০ ॥

১২১। তখন মুসা তাহাকে মুঠ্যাঘাত করিলে তাহার আয়ু শেষ হইল। সে বলিল, “প্রভো! আমি আমার আত্মার প্রতি অস্থায় করিয়াছি; আমাকে ক্ষমা করুন”। তখন আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিলেন। আল্লাহ্ ক্ষমাকারী এবং দয়ালু। তোমার প্রভু যাহা ইচ্ছা ও পছন্দ করেন, তাহাই সৃষ্টি করেন। মং ৫। সিং ২০। সূং ২৮। আং ১৫। ১৬। ৬৮ ॥

(সমীক্ষক)—এখন আরও দেখুন! মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের খুদা এবং মুসা পরগণ্ডর উভয়েই অস্থায়কারী কি না। কেননা মুসা নরহত্যা করিলেও খুদা তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। খুদা কি ইচ্ছানুসারেই সৃষ্টি করিয়া থাকেন? তিনি কি কাহাকেও রাজা, কাহাকেও দরিদ্র, কাহাকেও বিদ্বান এবং কাহাকেও মূর্থ করিয়াছেন? তাহা হইলে কুরাণ সত্য নহে এবং খুদাও অস্থায়কারী বলিয়া ঈশ্বর হইতে পারেন না ॥ ১২১ ॥

১২২। আমি মনুষ্যকে আজ্ঞা দিয়াছি যে, মাতাপিতার প্রতি সম্মানবোধ করিবে; কিন্তু যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই, যদি সে বিষয়ে আমার সহযোগী হইতে ইচ্ছা করিয়া তাহারা উভয়ে তোমাকে সম্মত করিবার জন্ত চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদের আদেশ পালন করিবে না, কিন্তু আমার অভিযুক্ত হইবে। নিশ্চয়, আমি নূহকে তাহার স্বজাতীয়দিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। নূহ তাহাদের মধ্যে পক্ষাশ কম এক সহস্র বৎসর অবস্থান করিয়াছিল। মং ৫। সিং ২০। সূং ২৯। আং ৭। ১৩ ॥

(সমীক্ষক)—মাতাপিতার সেবা করা উত্তম; ইহাও যুক্তিসঙ্গত যে, যদি তাহারা খুদার আশীদার থাকা সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে বলেন, তবে তাহাদের আদেশ পালন করা উচিত নহে। কিন্তু তাহারা যদি মিথ্যা ভাষণাদির জন্ত আদেশ করেন, তবে কি তাহা পালন করিতে হইবে?

সুতরাং এ স্থলে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অর্ধেক ভাল, অর্ধেক মন্দ। খুদা কি কেবল নূহ এবং পয়গম্বরদিগকেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন? তাহা হইলে অন্যান্য জীবদের প্রেরয়িতা কে? যদি খুদাই সকলের প্রেরয়িতা হন তবে সকলেই পয়গম্বর হয় না কেন? যদি পূর্বকালে মনুষ্যের আয়ু এক সহস্র বৎসর ছিল, তবে এখন তাহা হয় না কেন? সুতরাং ইহা সত্য নহে ॥ ১২২ ॥

১২৩। আল্লাহ্ প্রথম বার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিবেন; পরে তোমরা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে। যে দিন বর্ষা অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন আসিবে, সে দিন পাপীরা নিরাশ হইবে। কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী এবং যাহাদের কর্ম উত্তম, তাহাদিগকে উত্তানের মধ্যে ভূষিত করা হইবে। আমি বাত্যা প্রেরণ করিলে তোমরা তাহাদের শত্রু ক্ষেত্র হরিৎবর্ণ (শুষ্ক) দেখিতে পাইবে। এইরূপে আল্লাহ্ তাহাদের চিত্ত শীলমোহর দ্বারা অরুদ্ধ রাখেন, তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না। মঃ ৫। সিঃ ২১। সূঃ ৩০। আঃ ১০। ১২। ১৫। ৫১ ॥ ৫৯ ॥

(সমীক্ষক) —যদি আল্লাহ্ দুই বার মাত্র সৃষ্টি করেন, তিন বার নহে, তাহা হইলে তিনি বোধ হয় সৃষ্টির আদিতে এবং দ্বিতীয়বার সৃষ্টির পর নিষ্কর্তা থাকেন। সুতরাং এইরূপে দুই একবার সৃষ্টির পর তিনি অকর্তৃগা হইয়া পড়িবেন এবং তাঁহার শক্তিও বৃথা হইবে। শেষ বিচারের দিন পাপীদের নিরাশ হওয়া ভাল কথা; কিন্তু, ইহার অর্থ এই হওয়া উচিত নহে যে, মুসলমান ব্যতীত অপর সকলকে পাপী বলিয়া নিরাশ করা হইবে। কিন্তু কুরাণে নানাস্থানে পাপী বলিতে মুসলমান ভিন্ন অল্প মতাবলম্বীকেই বুঝায়। যদি উত্তানে বাস করা এবং বেশ-ভূষা দ্বারা শরীর সুসজ্জিত করাই মুসলমানদের স্বর্গ হয়, তাহা হইলে সেই স্বর্গ এই পৃথিবীরই সদৃশ। সুতরাং সে স্থানে উত্তানপালক এবং স্বর্ণকারও আছে; অথবা খুদা স্বয়ং উত্তানপালক এবং স্বর্ণকার প্রভৃতির কার্য্য করিতে থাকেন। যদি সে স্থানে কাহারও অলঙ্কার কম থাকে, তবে হয় ত সে চুরিও করে, ফলে স্বর্গ হইতে নরকেও নিষ্কিপ্ত হয়। তাহা হইলে “সর্বদা স্বর্গে থাকিবে” এই বাক্যও মিথ্যা। যদি খুদা কৃষকের কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধেও তত্ত্বাবধান করেন, তাহা হইলে কৃষিকার্য্য হইতেই তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকিবেন। যদি স্বীকার করা হয় যে, খুদা স্বকীয় জ্ঞানবলে সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহা হইলে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করা আত্মপ্রাণা প্রকাশ করা ব্যতীত

আর কিছুই নহে। যদি আল্লাহ্ নীলমোহর দ্বারা জীবদ্ভিগের চিত্ত অবরুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করেন, তবে তাহাদের পাপের জন্ত তাহাদের পরিবর্তে তিনিই দায়ী। যেমন জয়-পরাজয় সৈন্যাদ্যক্ষেত্রই হইয়া থাকে, সেইরূপ উক্ত পাপ খুদারই হইবে ॥ ১২৩ ॥

১২৪। সেই জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থের অন্তর্গত এই আয়াতগুলি। তোমরা দেখিতেছ যে, আল্লাহ্ স্তম্ভ ব্যতীত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাহাতে পৃথিবী দোহলা-মান না হয়, তজ্জন্ত তিনি তন্মধ্যে পর্বত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তোমরা কি দেখিতে পাও না যে, আল্লাহ্ দিনের মধ্যে রাত্রি এবং রাত্রির মধ্যে দিন প্রবিষ্ট করেন? তোমরা কি দেখিতে পাও না যে, আল্লাহের কৃপায় সমুদ্রমধ্যে জলযান সমূহ চলিতেছে? তিনি তোমাদিগকে তাঁহার এসকল নিশান প্রদর্শন করিতেছেন। মং ৫। সিং ২১। সূ. ৩১। আ. ২। ১০। ২০। ৩১ ॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! কি জ্ঞানপূর্ণ পুস্তক! ইহাতে সর্বতোভাবে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ভাবে আকাশের উৎপত্তি, স্তম্ভসংযোগ এবং পৃথিবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্ত পর্বত-সন্নিবেশ প্রভৃতির কল্পনা বর্ণিত হইয়াছে। যাহাদের অতি সামান্য জ্ঞানও আছে, তাহারা এসকল কথা লিখিতে ও বিশ্বাস করিতে পারে না। আবার বিভাবত্তা দেখুন! যদিও দিনের স্থানে রাত্রি এবং রাত্রির স্থানে দিন থাকিতে পারে না, তথাপি দিনের মধ্যে রাত্রি এবং রাত্রির মধ্যে দিন অনুপ্রবিষ্ট করা হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা নিতান্ত অজ্ঞতানুচক। এই নিমিত্ত কুরাণ জ্ঞানপূর্ণ পুস্তক হইতে পারে না। মনুষ্যের ক্রিয়া-কৌশলাদি দ্বারা পরিচালিত জলযান ঈশ্বরের কৃপায় চলিতেছে বলা কি জ্ঞানবিরুদ্ধ নহে? লৌহ ও প্রস্তর নির্মিত জলযান সমুদ্রে পরিচালিত হইলে, খুদার নিশান জলমগ্ন হয় কি না? অতএব এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত নহে; ইহার রচয়িতা বিদ্বান্ও নহেন ॥ ১২৪ ॥

১২৫। তিনি আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত সৃষ্টির তত্ত্বাবধান করেন। যে দিনের পরিমাণ তোমাদের গণনায় এক সহস্র বৎসর, সে দিন সমস্তই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে। তিনি যাবতীয় পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাতা, সর্বশক্তিমান এবং দয়াময়। পরে তিনি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় করিয়া তাহার মধ্যে নিজ আত্মা নিঃশ্বসিত করিলেন। বলা হইল যে মৃত্যুদূত তোমাদের নিকট প্রেরিত হইবে, সেই তোমাদের আত্মাকে শরীর হইতে বহির্গত করিবে। আমি ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক জীবকেই নির্দেশ দিতাম; কিন্তু যে বাক্য আমি

হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহা অবশ্য সিদ্ধ হইবে। আমি বলিয়াছি, নিশ্চয় আমি দৈত্য ও মনুষ্য দ্বারা নরক পরিপূর্ণ করিব। মং ৫। সিং ২১। সূং ৩২। আং ৫। ৬। ৯। ১১। ১৩ ॥

(সমীক্ষক)—এখন সমাক্রমে প্রমাণিত হইল যে, মুসলমানদের খুদা মনুষ্যবৎ একদেশী। ব্যাপক হইলে তাঁহার স্থানবিশেষ হইতে ব্যবস্থা, অবতরণ এবং আরোহণ ইত্যাদি হইতে পারে না। যদি খুদা ফেরিস্তাদিগের প্রেরয়িতা হন এবং আকাশে লম্বমান থাকিয়া তাঁহাদিগকে পরিচালিত করেন, তাহা হইলে তিনি একদেশী। তাহা হইলে ফেরিস্তাগণ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া কোন কার্য্য নষ্ট করিলে কিংবা কোন মৃত জীবকে ছাড়িয়া দিলে তিনি কিরূপে জানিতে পারেন? অবশ্য তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপক হইলে তিনি জানিতে পারেন; কিন্তু খুদা তদ্রূপ নহেন, নতুবা ফেরিস্তা প্রেরণ এবং নানা জনকে নানারূপ পরীক্ষা করিবার কি প্রয়োজন ছিল? পুনশ্চ এক সহস্র বৎসরে দূতগণের যাতায়াতের ব্যবস্থা হইতে জানা যাইতেছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান নহেন। যদি মৃত্যুদূত থাকেন, তবে তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা আছে? যদি বলা হয় যে, মৃত্যুদূতও নিত্যস্থায়ী, তাহা হইলে অমরত্ব বিষয়ে তিনি খুদার সহযোগী। একজন দূতের পক্ষে একই সময়ে বহু জীবকে নরকে যাইবার জন্ত আদেশ করা অসম্ভব। যদি খুদা স্বেচ্ছায় জীবদিগকে বিনা পাপে নরকে প্রেরণ করিয়া তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কৌতুক অশ্রুভব করেন, তবে তিনি অনায়কারী, পাপী এবং নির্দয়। যে পুস্তকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরকৃতও নহে, বিদ্বানের রচিতও নহে। যিনি দয়ালু এবং ন্যায্যবান নহেন, তিনি কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন না ॥ ১২৫ ॥

১২৬। বল যে, যদি মৃত কিংবা নিহত হইবার ভয়ে পলায়ন কর তবে কিছুতেই লাভবান হইবে না। হে পয়গম্বরপত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ প্রকাশ্যে কুকর্ণে লিপ্ত হইলে তজ্জন্ত দ্বিগুণ যন্ত্রণা দেওয়া হইবে; তাহা ঈশ্বরের পক্ষে সহজ। নং ৫। সিং ২১। সূং ৩৩। আং ১৬। ৩০ ॥

(সমীক্ষক)—বোধ হয় মহম্মদ সাহেব এই উদ্দেশ্যে ইহা লিখিয়া বা লিখাইয়াছেন যে, কেহ যেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে হইতে পলায়ন না করে অথবা মরিতে ভয় না করে। তাহাতে তাঁহার বিজয়, ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি এবং মজ্জহব বিস্তার হইতে পারে। পয়গম্বরপত্নীগণ নির্লজ্জ আচরণ করিবেন না, কিন্তু পয়গম্বর সাহেব কি তাহা করিবেন? এ অপরাধে তাঁহার

পত্নীদের হুঃখ ভোগ করা এবং তাঁহার নিরাপদ থাকা কি জায়-
সঙ্গত ? ১২৬ ॥

১২৭ । তোমরা স্ব স্ব গৃহে অবরুদ্ধ থাক এবং আল্লাহ্ ও পয়গম্বরের
আদেশ পালন কর, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে ॥ জৈদ (মহম্মদের
পালিত পুত্র) তাহার পত্নীসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা স্থির করিলে
আমি তোমার সহিত তাহাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করি, যেন
বিশ্বাসীদের পক্ষে পালিত পুত্রের পত্নী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অবস্থা স্থিরীকৃত
হইবার পর, তাহাকে বিবাহ করা অপরাধজনক না হয় । এ বিষয়ে
আল্লাহের আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে । পয়গম্বরের নিন্দা নাই, কারণ
মহম্মদ কাহারও পিতা নহেন । যে সকল ধর্মবিশ্বাসবতী নারী যৌতুক
ব্যতীত পয়গম্বরকে স্বীয় জীবন সমর্পণ করিবে, তাহারা ধর্ম্মানুসারে তাঁহার গ্রহণ
যোগ্য হইবে । তাহাদের মধ্যে তুমি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে ত্যাগ
কিংবা গ্রহণ করিতে পার, তাহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না ।
হে ধর্ম্মবিশ্বাসী মনুষ্যগণ ! তোমরা পয়গম্বরের গৃহে প্রবেশ করিও না ।
মং ৫ । সিং ২২ । সূ ৩৩ । আং ৩৩ । ৩৭ । ৩৮ । ৪০ । ৫০ । ৫১ । ৫৩ ॥

(সমীক্ষক) — ইহা নিতান্ত অশ্রায় যে, নারীরা গৃহে বন্দীর স্থায় অবরুদ্ধ
এবং পুরুষেরা মুক্ত থাকিবে । বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, বিশুদ্ধ স্থানে ভ্রমণ এবং
সৃষ্টির বিবিধ পদার্থ দর্শন করিতে নারীদের কি ইচ্ছা হয় না ? এই অপরাধ
বশতঃ মুসলমান যুবকেরা বিশেষ ভ্রমণপ্রিয় ও বিধয়াসক্ত হইয়া থাকে ।
আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশ কি এক ও অবিরুদ্ধ, অথবা পৃথক ও পরস্পর
বিরুদ্ধ ? এক ও অবিরুদ্ধ হইলে উভয়েই আদেশ পালন করা বুধা ।
পৃথক ও বিরুদ্ধ হইলে একটি সত্য ও অপরটি মিথ্যা । তাহা হইলে একজন খুদা
অন্যজন শয়তান । খুদার কি কোন অংশীদার আছে ? ধন্য কুরাণের খুদা !
ধন্য পয়গম্বর ! ধন্য কুরাণ ! পরের অনিষ্ট করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করা যাঁহার
উদ্দেশ্য, তিনিই এ সকল প্রপঞ্চ রচনা করেন । এতদ্বারা ইহাও সিদ্ধ
হইতেছে যে, মহম্মদ সাহেব অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন, নতুবা পালিত পুত্রের
পত্নীকে গৃহিণী করিলেন কেন ? আবার, যিনি একরূপ কাঁচা করিলেন তাঁহার
খুদাও তাঁহার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া অন্তায়কে স্থায় বলিয়া নির্দেশ
দিলেন । বশ্য মনুষ্যেরাও পুত্রবধূকে ছাড়িয়া থাকে । কিন্তু পয়গম্বরের
বিধয়াসক্তির লীলা-খেলায় কোনরূপ প্রতিবন্ধ না থাকা কতদূর অশ্রায় ! যদি

পয়গম্বর কাহারও পিতা ছিলেন না, তবে জৈদ কাহার পালিত পুত্র ছিল? আর ইহা লেখাই বা হইল কেন? ইহার উদ্দেশ্যও স্বার্থসিদ্ধি; তজ্জন্ত পয়গম্বর সাহেব পুত্রবধূকেও গৃহিণী না করিয়া ছাড়েন নাই, তবে অশ্রুত তিনি ক্রুরপে আত্মরক্ষা করিবেন! এইরূপ চাতুরীদ্বারাও কখনও কুকর্মের নিন্দা দূর হইতে পারে না। পরস্মীও পয়গম্বরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে নিকাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাও কি বৈধ হইবে? আর ইহাও ঘোর অধর্ম যে, নবী যে কোন পত্নীকে পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু তাঁহার অপরাধ থাকিলেও তাঁহার পত্নীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না! যেমন পয়গম্বর সাহেবের গৃহে কাহারও ব্যভিচার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করা উচিত নহে সেইরূপ পয়গম্বর সাহেবেরও কাহারও গৃহে প্রবেশ করা উচিত নহে। নবী কি নিঃশঙ্কভাবে যাহার তাহার গৃহে প্রবেশ করিবেন এবং মাননীয়ও থাকিবেন? ভাল, কোন জ্ঞানান্বিত কি বিশ্বাস করিতে পারে যে, এই কুরাণ ঈশ্বরকৃত, মহম্মদ সাহেব পয়গম্বর এবং কুরাণের খুদা যথার্থ পরমেশ্বর? ইহা নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় যে আরব এবং অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ যুক্তিহীন ধর্মবিরুদ্ধ উপদেশ মানিয়া লইয়াছে ॥ ১২৭ ॥

১২৮। পয়গম্বরকে কষ্ট দেওয়া কিংবা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নীদিগকে নিকাহ করা তোমাদের উচিত নহে। নিশ্চয় ঈশ্বরের সমক্ষে তাহা মহাপাপ। যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে যন্ত্রণা দেয় তাহারা আল্লাহ্ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়। যাহারা মুসলমান নরনারীকে উৎপীড়িত করে; নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাচার এবং প্রত্যাঙ্গ পাপের কলভাগী। তাহারা অভিশপ্ত; তাহাদিগকে যে স্থানে পাইবে, সে স্থানে ধৃত করিবে এবং নির্বিবচারে হত্যা করিবে। হে আমাদের প্রভো! তাহাদিগকে হুঃখ দাও এবং ভয়ঙ্কররূপে অভিশপ্ত কর। মঃ ৫। সিঃ ২২। সূঃ ৩৩। আঃ ৫৩। ৫৭। ৫৮। ৬১। ৬৮ ॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! খুদা কি ধর্মতঃ তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন? অবশ্য, রসূলকে উৎপীড়ন করিতে নিষেধ করা যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু অপরকে উৎপীড়ন করিতে রসূলকেও নিষেধ করা উচিত ছিল। তাহা করা হইল না, কেন? কাহাকেও কষ্ট দিলে আল্লাহ্ কি দুঃখিত হন? তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরই নহেন। কেবল আল্লাহ্ এবং রসূলকে কষ্ট দিতে নিষেধ করার ইহাই কি সিদ্ধ হইতেছে না যে, আল্লাহ্ এবং রসূলের পক্ষে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে হুঃখ দেওয়া উচিত? মুসলমান নরনারীকে হুঃখ দেওয়া যেমন

দূষণীয়, অপর কাহাকেও ছুঃখ দেওয়া ও সেইরূপ দূনীয়। ইহা স্বীকার না করা পক্ষপাতিতা। ধর্মবিপ্লবী খুদাও নহী; ইহাদের আয় নির্দয় পৃথিবীতে বড়ই বিরল। কিন্তু কুরাণে যেমন লিখিত আছে যে, মুসলমান ভিন্ন অল্প মতাবলম্বীদিগকে যে স্থানে পাইবে, সে স্থানেই ধৃত করিয়া বধ করিবে; যদি কেহ মুসলমানের বিরুদ্ধে সেরূপ নির্দেশ দেয় তাহা কি মুসলমানের পক্ষে প্রীতিকর হইবে? পয়গম্বর প্রভৃতি কি হিংস্রপ্রকৃতি! তাঁহারা অপরকে দ্বিগুণ যজ্ঞা দিবার জন্ত পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন! ইহাও পক্ষপাতিতা, স্বার্থপরতা এবং ঘোরতর অধর্ম। এই কারণে বর্তমান সময়েও বহু শঠপ্রকৃতি মুসলমান এরূপ কার্য করিতে ভয় পায় না। ইহা সত্য যে, অশিক্ষিত মনুষ্য পশুর আয় জীবন যাপন করে ॥ ১২৮ ॥

১২৯। যিনি বায়ু-প্রেরণ, মেঘ উত্থাপন এবং মৃতগণকে নিজের নিকট আহ্বান করেন তিনিই আল্লাহ্। আমি এই রূপেই দক্ষ পৃথিবীকে পুনর্জীবিত করি এবং এই রূপেই কবর হইতে সকলের পুনরুত্থান হইবে। তিনি নিজ কৃপাশুণে আমাদের চিরবাসের জন্ত গৃহনির্মাণ করিয়াছেন। সে স্থানে শ্রম আমাদিগকে স্পর্শ করেনা এবং আমরা ক্লান্তি অনুভব করি না। মং ৫। সিং ২২। সূং ৩৫। আং ৯। ৩৫ ॥

(সমীক্ষক)—গাহবা! ঈশ্বরের কি ফিলজফি! তিনি বায়ু প্রেরণ করিয়া তদ্বারা মেঘসমূহ সঞ্চালিত করেন এবং মৃতগণকে পুনর্জীবিত করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে না; কারণ তাঁহার কার্য সর্বদা একই নিয়মে হইয়া থাকে। গৃহ থাকিলে নিশ্চয় উহা নির্মিত হইয়াছে; নির্মাণ বাতীত গৃহ অসম্ভব; আবার নির্মিত বস্তু চিরস্থায়ী হইতে পারে না। পরিশ্রম না করিলে দেহধারীকে ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। দেহধারী কখনও রোগ হইতে অব্যাহতি পায় না। এক জীব সহিতও সংসর্গ করিলে রোগমুক্ত থাকি যায় না; বহু জীবসংসর্গে ইন্দ্রিয়স্থ সংস্রোগ করিলে কতই না দুর্দশা হয়! এই কারণে মুসলমানদের স্বর্গবাসও চিরস্থায়ী হইতে পারে না ॥ ১২৯ ॥

১৩০। আমি জ্ঞানপূর্ণ কুরাণের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তুমি সম্মার্গ প্রদর্শনার্থ প্রেরিতদিগের মধ্যে অন্যতম। সর্বশক্তিমান এবং দয়াময় খুদা ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। মং ৫। সিং ২৩। সূং ৩৬। আং ২। ৩। ৪। ৫।

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! কুরাণ ঈশ্বরকৃত হইলে ঈশ্বর কুরাণের

নামে শপথ করিবেন কেন? নবী খোদার প্রেরিত হইলে পালিত পুত্রের জীবন প্রতি মোহাসক্ত হইবেন কেন? কুরাণ-বিশ্বাসী মাত্রকেই সরলমার্গগামী বলা নিরর্থক; কারণ যে পথে সত্যবিশ্বাস, সত্যবাদিতা, সত্যানুষ্ঠান, পক্ষপাত-রহিত-জ্ঞায় ও ধর্ম্মাচরণ প্রভৃতি আছে, তাহাই সরল পথ। ইহার বিপরীত পথ পরিত্যাজ্য। কুরাণে মুসলমানদের মধ্যে কিংবা মুসলমানদের খুদার আচরণে এমন স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি মহম্মদ সাহেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হইতেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ এবং গুণবান্ হইতেন। অতএব কুলবিক্রয়কারিণী যেমন নিজের কুলকে টক বলে না, ইহাও সেইরূপ আত্মপ্রশংসা ॥ ১৩০ ॥

১৩১। যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন সকলে সহসা কবর হইতে উত্থিত হইয়া তাহাদের প্রভুর নিকট ধাবমান হইবে। তাহাদের চরণ তাহাদের কর্ণ সম্বন্ধে সাক্ষাদান করিবে। তাহার আজ্ঞা ব্যতীত আর কিছুই নাই। যখন তিনি কিছু উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন বলেন, “হইয়া যাও” তখন তাহা হইয়া যায়। মং ৫। সিং ২৩। সূং ৬৬। আং ৫১। ৬৫। ৮২॥

(সমীক্ষক)—এখন এই সকল অর্থশূন্য কথা শুনিুন! চরণ কি কখনও সাক্ষাদান করিতে পারে? সে সময়ে আজ্ঞাদাতা খুদা ব্যতীত অন্য কে ছিল? কাহাকে আজ্ঞা দেওয়া হইল? কে শুনিল? কিই বা হইয়া গেল। যদি না ছিল তবে ইহা মিথ্যা এবং যদি ছিল তাহা হইলে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না এবং ঈশ্বর সকল পদার্থের সৃষ্টিকর্তা, এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহা মিথ্যা ॥ ১৩১ ॥

১৩২। তাহাদিগকে বিশুদ্ধ, শ্বেতবর্ণ এবং নগ্নপায়ীর আনন্দজনক মত্তপূর্ণ পাত্র হইতে মত্ত পরিবেশন করা হইবে। তাহাদের নিকটে আবৃত অশুসদৃশী, চারুনয়না এবং অমনতমুখী রমণীগণ বসিয়া থাকিবে। আমরা কি মরিন না? লুত নিশ্চয় পয়গম্বরদিগের মধ্যে অগ্রতম ***আমি তাহাকে এবং তাহার পরিবারস্ব সঙ্কলকে মুক্তিমান করি; কিন্তু পশ্চাদ্ভর্ত্তাদিগের মধ্যে এক বৃদ্ধা ছিল। অতঃপর আমি অপর সকলকে বিনাশ করি। মং ৬। সিং ২৩। সূং ৩৭। আং ৪৫। ৪৬। ৪৮। ৫৯। ১৩৩। ১৩৪। ১৩৫। ১৩৬ ॥

(সমীক্ষক)—আচ্ছা, বলুন দেখি। এখানে মুসলমান মতে মত্ত জঘন্য পদার্থ কিন্তু মুসলমানদের স্বর্গে মত্তের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহার কারণ কি? অবশ্য এখানে যে মুসলমানদিগকে মত্তপান হইতে বিরত

করা হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু এখানকার পরিবর্তে তাঁহাদের স্বর্গেও অনেক কুৎসিৎ ব্যাপার আছে। বোধ হয় স্বর্গে জ্বীলোকেদের জন্ত কাহারও চিন্তা স্থির থাকে না এবং কঠিন রোগও হয়। স্বর্গবাসিগণ শরীরধারী হইলে নিশ্চয় মৃত্যুগ্রস্ত হইবে; শরীরধারী না হইলে ভোগবিলাসও করিতে পারিবে না সুতরাং তাহাদের স্বর্গে যাওয়াও বৃথা হইবে। যদি লৃতকে পয়গম্বর মানেন তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে বাইবেলে যে লিখিত আছে তাঁহার কস্তারা তাঁহার সহিত সমাগম করিয়া দুইটি সন্তান উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করেন কি? যদি বিশ্বাস করেন, তবে তাদৃশ ব্যক্তিকে পয়গম্বর মানা বৃথা। যদি খুদা এ হেন লোক এবং তাহাদের সহযোগীদিগকে মুক্তিদান করেন, তাহা হইলে তিনিও তাহাদেরই সদৃশ। যে খুদা বৃদ্ধার ত্রায় কাহিনী বলেন এবং পক্ষপাত করিয়া অপরকে বধ করেন, তিনি কখনও যথার্থ ঈশ্বর হইতে পারেন না। এমন খুদা কেবল মুসলমানদের গৃহেই থাকিতে পারেন, অশুভ্র নহে ॥ ১০২ ॥

১০৩। তাহাদের চিরবাসের জন্ত স্বর্গ উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাহারা তাকিয়া লইয়া উপবেশন করিবে; তাহাদের জন্ত ফল এবং পানীয় সামগ্রী আনীত হইবে এবং আনন্দনয়না ও সমবয়স্কা রমণীগণ তাহাদের নিকটে অবস্থান করিবে।*** ফেরিস্তাগণ সকলেই প্রণিপাত করিল; কিন্তু শয়তান প্রণাম করিতে স্বীকৃত হইল না। সে কাফিরদের মধ্যে একজন ছিল এবং আত্মস্তুতি প্রকাশ করিল। ঈশ্বর তাহাকে বলিলেন “ওহে শয়তান! আমি যাহাকে দুই হস্তে নির্মাণ করিয়াছি, তাহাকে প্রণিপাত করিতে তোমার আপত্তি কি? তুমি কি বৃথা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছ; তুমি কি উচ্চপদস্থদিগের মধ্যে একজন যে, এইরূপ অহঙ্কার করিলে”? শয়তান বলিল, “তুমি আমাকে অগ্নি হইতে কিন্তু তাহাকে মৃত্তিকা হইতে নির্মাণ করিয়াছ; আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ”। ঈশ্বর বলিলেন, “তুমি এই স্বর্গধাম হইতে দূর হও; নিশ্চয়, তুমি বিভাড়িত হইলে। নিশ্চয়, শেষ বিচারের দিন তোমার উপর আমার অভিসম্পাত রহিল”। শয়তান বলিল “প্রভো! মৃতদিগের পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত আমার সম্বন্ধে শৈথিল্য প্রদর্শন করুন”। ঈশ্বর বলিলেন “নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হইবে, তুমি তাহাদের অন্ততম”। শয়তান বলিল, “আমি তোমার নামে শপথ করিতেছি, নিশ্চয় আমি সকলকে পথভ্রষ্ট করিব”। মং ৬। সিং ২৩। সূ. ৩৮। আ. ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৬৭—৭২ ॥

(সমীক্ষক)—যদি কুরাণের বর্ণনামুসারে স্বর্গে উত্তান, কুঞ্জ, নদী এবং

বাসগৃহাদি থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল চিরকাল ছিল না এবং চিরকাল থাকিতেও পারে না। কারণ, সংযোগত্ব পদার্থের সংযোগের পূর্বে এবং ভাবী বিয়োগের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। যদি স্বর্গই চিরকাল না থাকে, তবে স্বর্গবাসিগণ কিরূপে থাকিবে? কুরাণে লিখিত আছে যে, স্বর্গে গদী, উপাধান, ফল এবং পানীয় সামগ্রী পাওয়া যায়। এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, যে সময়ে মুসলমান মত প্রবর্তিত হয়, সে সময়ে আরবদেশ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল না। এই নিমিত্ত মহম্মদ সাহেব তাকিয়া প্রভৃতির কথা শুনাইয়া দরিদ্রদিগকে স্বমতে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। যে স্থানে জ্বীলোক থাকে, সেস্থানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ হইতে পারে না। বিশেষতঃ, স্বর্গে এই জ্বীলোকেরা কোথা হইতে আসে? তাহারা কি চির-স্বর্গবাসিনী, কিংবা স্থানান্তর হইতে আগত? স্থানান্তর হইতে আগত হইলে, নিশ্চয় আবার চলিয়া যাইবে। কিন্তু চির-স্বর্গবাসিনী হইলে, শেষবিচারের দিনের পূর্বে তাহারা কি করিতেছিল? আবার খুদার তেজস্বিতা দেখুন! ফেরিস্তাগণ সকলেই তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া আদম সাহেবকে প্রণিপাত করিলেন; কিন্তু শয়তান তাঁহার আদেশ পালন করিল না। খুদা তাহাকে বলিলেন, “আমি আমার দুই হস্তে তোমাকে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছি; তুমি অহঙ্কার করিও না। এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কুরাণের খুদা হস্তবয়বিশিষ্ট মনুষ্যবিশেষ; অতএব তিনি কখনও সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না। শয়তান যথার্থই বলিয়াছিল, “আমি আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” তাহাতে খুদা ক্রুদ্ধ হইলেন কেন? খুদার গৃহ কি কেবল আকাশেই আছে, পৃথিবীতে নাই? তাহা হইলে পূর্বে কাবাকে (মক্কার মসজিদ) ঈশ্বরের গৃহ বলা হইল কেন? পুনশ্চ পরমেশ্বর নিজেকে কিরূপে সৃষ্টি হইতে পৃথক করিলেন? সমস্ত সৃষ্টি ত তাঁহারই। এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরাণের খুদা কেবল স্বর্গেরই অধীশ্বর। আবার খুদা শয়তানকে দিক্কার দিয়া বন্দী করিলেন। শয়তান বলিল, “প্রভো! আমাকে প্রলয়ের দিন পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিন।” খুদা তোষামদে বশীভূত হইয়া প্রলয়ের দিন পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। শয়তান মুক্তি পাইয়া খুদাকে বলিল, “আমি এখন মনুষ্যদিগকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত করিব এবং বিপ্লব বাধাইব।” তখন খুদা বলিলেন, “তুমি যাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিবে, আমি তাহাদিগকে তোমার সহিত নরকে প্রেরণ করিব।” এখন সুধীগণ বিচার করুন যে, খুদাই কি শয়তানকে বিভ্রান্ত করেন কিংবা শয়তান নিজে-নিজেই বিভ্রান্ত হয়? যদি খুদাই বিভ্রান্ত করেন, তবে নিশ্চয় তিনি শয়তানের

শয়তান। যদি শয়তান নিজে নিজেই বিভ্রান্ত হয়, তবে সকল জীবই নিজে নিজে বিভ্রান্ত হইতে পারে; শয়তানের কোন প্রয়োজন থাকে না। খুদা এই বিভ্রোহী শয়তানকে মুক্তিদান করায় জানা যাইতেছে যে, তিনি পাপকার্যে শয়তানের সহযোগী। যে ব্যক্তি স্বয়ং চুরি করাইয়া ওজ্জ্বল্য অপরকে দণ্ড দেয়, তাহার অত্যায়ে সীমা নাই ॥ ১৩৩ ॥

১৩৪। আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করেন, তিনি নিশ্চয় ক্ষমাকারী এবং দয়ালু। শেষ বিচারের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁহার মুষ্টির তিতর এবং আকাশ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে জড়ান থাকিবে। প্রভুর আলোকে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হইবে। কর্মপত্র রাখা হইবে এবং পয়গম্বর ও সাক্ষীদিগের উপস্থিতিতে বিচার ও মীমাংসা হইবে। মং ৬। সিং ২৪। সূ. ৩৯। আ. ৫৩। ৬৭। ৬৯ ॥

(সমীক্ষক)—যদি খুদা সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তিনি সমগ্র সংসারকে পাপে নিমগ্ন করেন এবং তিনি নির্দয়। কারণ কোন ছুর্বৃত্তকে দয়া ও ক্ষমা করিলে সে অধিকতর ছুর্বৃত্ত হইয়া এই ধর্মাত্মার দুঃখের কারণ হইবে। কিন্তুমাত্র অপরাধও ক্ষমা করা হইলে সমস্ত জগৎ অপরাধে পরিপূর্ণ হইবে। পরমেশ্বর কি অগ্নির জ্বায় জ্যোতিঃ বিস্তার করেন? কর্মপত্র কোথায় জমা রাখা হয়? কেই বা তাহা লিখে? যদি খুদা পয়গম্বর এবং সাক্ষীদিগের উপর নির্ভর করিয়া বিচার কার্য নির্বাহ করেন, তবে তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ নহেন। যদি তিনি জ্বায় বিচার করেন এবং কাহারও প্রতি অস্থায় না করেন, তাহা হইলে অবশ্য তিনি জীবের কর্মানুসারেই করিয়া থাকেন। ঐ কর্ম সকল পূর্ব এবং বর্তমান জন্মেরও হইতে পারে। তবে আবার ক্ষমা করা, অন্তঃকরণ অবরুদ্ধ করা, শিক্ষাদান না করা, শয়তান দ্বারা বিভ্রান্ত করা এবং ভাবী বিচারাধীন রাখা সর্বতোভাবে ন্যায়বিরুদ্ধ ॥ ১৩৪ ॥

১৩৫। সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর এই পুস্তক প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি পাপ ক্ষমা এবং অনুতাপ স্বীকার করেন। মং ৬ সিং ২৪। সূ. ৪১। আ. ২। ৩ ॥

(সমীক্ষক)—আল্লাহের নামে নির্বোধেরা এই পুস্তক মানিয়া লউক, এই উদ্দেশ্যে ইহা বলা হইয়াছে। এই পুস্তকে কিঞ্চিৎ সত্য আছে; অবশিষ্ট সমস্তই অসত্য। কিন্তু যেটুকু সত্য আছে, তাহাও অসত্যের সংমিশ্রণে বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। এই নিমিত্ত কুরাণ, কুরাণের খুদা এবং কুরাণ-বিশ্বাসিগণ পাপপ্রবর্তক, পাপকর্মী ও পাপবুদ্ধিকারী। পাপ ক্ষমা করা ঘোরতর অধর্ম। পাপ ক্ষমা করা হইবে, এই ধারণা বশতঃ মুসলমানেরা পাপ ও উপদ্রব করিতে ভয় পায় না ॥ ১৩৫ ॥

১৩৬। তিনি দুই দিনে সপ্ত স্বর্গ নির্মাণ করিয়া প্রত্যেক স্বর্গে তরুণযোগী আজ্ঞা প্রেরণ করিলেন। তাহারা সেন্থানে উপস্থিত হইলে তাহাদের চক্ষু, কর্ণ ও চর্ম তাহাদের কৃত কর্মের সাক্ষ্যদান করিবে। তাহারা তাহাদের চর্মকে বলিবে, “তুমি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ কেন?” চর্ম বলিবে, “কারণ আল্লাহ্ আমাদের সকলকে ও সব বস্তুকে আহ্বান করিয়াছেন।” নিশ্চয় তিনি মৃতকে পুনর্জীবিত করেন। মং ৬। সিং ২৪। সুং ৪১। আং ১২। ২০। ২১। ৩৯॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! মুসলমানগণ! তোমরা যে খুদাকে সর্বশক্তিমান বলিয়া বিশ্বাস কর, তিনি কি দুই দিনে সাত স্বর্গ মাত্র নির্মাণ করিতে সমর্থ হইলেন? যিনি সর্বশক্তিমান তিনি ত মুহূর্তমধ্যেই সব নির্মাণ করিতে পারেন! ভাল, ঈশ্বর চক্ষু, কর্ণ এবং ত্বক্কে জড় পদার্থ করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন, তবে এ সকল কিরূপে সাক্ষ্যদান করিবে? যদি সাক্ষ্যই দিবে, তবে ঐ সকলকে জড়পদার্থ করিবার কারণ কি? ঈশ্বর নিজে পূর্বাগর নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য করেন কেন? আরও বেশী অসত্য এই যে, চর্ম জীবদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে জীবেরা চর্মকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি আমাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিলে কেন?” চর্ম উত্তর করিল, “ঈশ্বর আমারদ্বারা সাক্ষ্যদান করাইলেন; আমি কি করিব?” ভাল, ইহা কি কখনও সম্ভব? যদি কেহ বলে, “আমি বন্ধার পুত্রের মুখ দেখিয়াছি,” তবে জিজ্ঞাস্য হইবে “পুত্র থাকিতে বন্ধা কেন?” বন্ধার পুত্র হওয়াই অসম্ভব। উক্ত বাক্যও এইরূপ মিথ্যা। যদি ঈশ্বর মৃতকে পুনর্জীবিত করেন, তবে পূর্বে বধ করিবার কারণ কি? ঈশ্বর স্রষ্টা মরিতে পারেন কি? যদি পারেন, তবে মরা দোষজনক মনে করার কারণ কি? প্রলয় রাত্রি পর্য্যন্ত জীবগণ কোন মুসলমানের গৃহে অবস্থান করিবে? খুদা জীবগণের সহর বিচার না করিয়া, বিনা অপরাধে তাহাদিগকে বিচারাধীন রাখিলেন কেন? এ সকল কার্য্য ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব খর্ব্ব করে। ১৩৬॥

১৩৭। তাহার নিকট আকাশ এবং পৃথিবীর চাবি আছে। তিনি ইচ্ছানুসারে কাহারও জন্ত খাজনাগার উন্মুক্ত করেন, কাহাকেও কষ্ট দেন; তিনি যাহা চাহেন উৎপন্ন করেন, কাহাকেও পুত্র, কাহাকেও কন্যা, কাহাকেও পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং কাহাকেও বন্ধা করেন। এমন শক্তিশালী কেহই নাই যে, ঈশ্বর তাহার সহিত কথোপকথন

করিবেন। কিন্তু, ঈশ্বর হৃদয়ে কিংবা যবনিকার * অন্তরাল হইতে জ্ঞানপ্রকাশ করেন, অথবা বার্তাবাহক ফেরিস্তা প্রেরণ করেন। মং ৬। সিং ২৫। সুং ৪২। আং ১২। ৪৯। ৫০। ৫১ ॥

(সমীক্ষক)—বোধ হয় ঈশ্বরের নিকট চাবির ভাণ্ডার পূর্ণ আছে; কেননা তাঁহাকে সকল স্থানের তালা খুলিতে হয়! ইহা বালকের কথা। খুদা কি পাপ পুণ্য বিচার না করিয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ঐশ্বর্যশালী, অথবা ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত করেন? তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী। কুরাণ রচয়িতার চাতুর্য্য দেখুন! তদ্বারা স্ত্রীলোকেয়াও বিমোহিত হইয়া জালে আবদ্ধ হইয়া বাইতে পারে। যদি সত্যই ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা তাহাই উৎপন্ন করেন, তাহা হইলে তিনি কি দ্বিতীয় ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে পারেন? না পারিলে তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা ব্যাহত হইল। ভাল, খুদা ত মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পুত্র-কন্যা দান করেন, কিন্তু, মোরগ, মৎস্য ও শূকর প্রভৃতি যাহাদের বহু শাবক জন্মে ঐ সকলের দ্বারা কে? পুনশ্চ, স্ত্রী-পুরুষের সমাগম ব্যতীত পুত্র-কন্যা দেওয়া হয় না কেন? কোন কোন নারীকে স্বেচ্ছায় বন্ধ্যা রাখিয়া দুঃখ দেওয়া হয় কেন? বাহবা! খুদার কেমন তেজস্বিতা দেখুন! তাঁহার সম্মুখে কেহই কথা বলিতে পারে না। কিন্তু তিনি পূর্বে বলিয়াছেন যে, যবনিকার অন্তরাল হইতে তাঁহার সহিত কথা বলা যায়, ফেরিস্তাগণ ও পয়গম্বর তাঁহার সহিত কথা বলেন। তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহারা যথেষ্ট স্বার্থসিদ্ধি করেন। খুদা সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী হইলে যবনিকার অন্তরাল হইতে কথা বলা কিংবা ডাকযোগে সংবাদ লওয়ার ন্যায় সংবাদ জানা ও লেখা নিরর্থক। যিনি তাহা করেন তিনি খুদাই নহেন, কিন্তু চতুর মনুষ্য বিশেষ। অতএব এই কুরাণ কখনও ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না ॥ ১৩৭ ॥

* এই আয়তের ভাষা “তফসীরহইসেনী”তে লিখিত আছে যে, মহম্মদ সাহেব যবনিকাদ্বন্দের ভিতর হইতে খোদার শব্দ শুনিয়াছিলেন। এক খানি যবনিকা জরীযুক্ত ও অপরাখানি খেতমুক্তাযুক্ত ছিল। দুইটি যবনিকার মধ্যবর্তী স্থান অতিক্রম করিতে সত্ত্ব বৎসর লাগিত। স্ত্রীধূগণের বিবেচ্য এই যে, ইনি কি খুদা না কোন পদানশীন মহিলা? এ সকল লোক ঈশ্বরের কি দুর্দশাই না করিয়াছে! কোথায় বেদ-উপনিষদ প্রভৃতি সত্যগ্রন্থপ্রতিপাদিত পবিত্র পরমাশ্রা, আর কোথায় যবনিকার অন্তরালে কথোপকথনকারী কোরাণের খুদা! বাস্তবিক, অশিক্ষিত আরববাসীরা কোথা হইতে সত্যোপদেশ পাইবে?

১৩৮। ঈশা যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত আগমন করিলেন.....
.....। মং ৬। সিং ২৫। সূং ৪৩। আং ৬৩ ॥

(সমীক্ষক)—ঈশা খুদার প্রেরিত হইলে খুদা ঈশার উপদেশবিরুদ্ধ কুরাণ রচনা করিলেন কেন? নব্য বাইবেল (নিউটেষ্টামেন্ট)ও কুরাণবিরুদ্ধ স্মৃতির এই দুইটি পুস্তকের কোনটিই ঈশ্বরকৃত নহে ॥ ১৩৮ ॥

১৩৯। তাহাদিগকে ধৃত করিয়া টানিতে টানিতে নরকে লইয়া যাও; তাহারা সে স্থানে থাকিবে। আমি চাকুনয়না ও গোরবর্ণা নারীদের সহিত তাহাদের বিবাহ দিব। মং ৬। সিং ২৫। সূং ৪৪। আং ৪৭। ৫৪ ॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! আয়বান খুদা প্রাণীদিগকে ধৃত করেন এবং টানিয়া আনেন! মুসলমানদের খুদাই যখন এইরূপ তখন সেই খুদার উপাসকরূপে তাহারা যে অসহায় এবং দুর্বলদিগকে ধৃত করিয়া টানিয়া আনিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আবার খুদা সাংসারিক লোকের ন্যায় বিবাহও দিয়া থাকেন। স্মৃতির বৃত্তিতে হইবে যে, তিনি মুসলমানদের মধ্যে ঘটকের কার্য্যও করিয়া থাকেন ॥ ১৩৯ ॥

১৪০। তোমরা যখন কাফিরদিগের সম্মুখীন হইবে, তখন তাহাদের জীবন নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের গলায় আঘাত করিতে থাকিবে। তাহাদিগকে কঠোর ভাবে কারারুদ্ধ করিবে। তোমাদের নগরী অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী যে সকল নগরীর অধিবাসিগণ তোমাদিগকে বিভাড়িত করিয়াছিল আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি; কেহই তাহাদিগকে সাহায্যদান করে নাই। ধার্মিকদিগকে যে স্বর্গের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি তাহার স্বরূপ এই যে তন্মধ্যে শুদ্ধসলিলা নদী এবং দুগ্ধধারা বহিতেছে, উত্তর স্বাদ কখনও পরিবর্তিত হয়না। সেন্ধান্নে মন্তপাত্তীদিগের আনন্দের জন্ত মদিরার নদী এবং মধুনদী প্রবাহিত হইতেছে। প্রভু স্বর্গবাসীদের জন্ত সকল প্রকার ফল দান করিয়াছেন। মং ৬। সিং ২৬। সূং ৪৭। আং ৪। ১৩। ১৫ ॥

(সমীক্ষক)—এই নিমিত্ত এই কুরাণ, খুদা এবং মুসলমানগণ বিজ্রোহ-সৃষ্টিকারী, সকলের দুঃখের কারণ, স্বার্থপর এবং নির্দয়। কুরাণে যেরূপ লিখিত আছে যদি ভিন্নমতাবলম্বিগণও মুসলমানদের প্রতি তজ্রূপ আচরণ করেন তাহা হইলে মুসলমানদের ব্যবহার তাঁহাদের পক্ষে যেরূপ কষ্টকর তাঁহাদের ব্যবহারও মুসলমানদের পক্ষে তজ্রূপ কষ্টকর হইবে কি না? যাহারা মুহম্মদ সাহেবকে বিভাড়িত করিয়াছিল খুদা তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন;

এইজ্ঞা তিনি নিতান্ত পক্ষপাতী। ভাল, যেখানে বিপুল জল, দুগ্ধ, মত্ত এবং মধুনদী আছে, সেখানে কি সংসার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে? দুগ্ধের নদীও কি সম্ভব? দুগ্ধ অল্প সময়ের মধ্যেই বিকৃত হইয়া যায়। এই নিমন্ত সুখীগণ কুরাণের মত বিশ্বাস করেন না ॥ ১৪০ ॥

১৪১। যখন আঘাতে পৃথিবী কম্পিত এবং পর্বত সমুদ্র চূর্ণ চূর্ণ হইয়া কীটপতঙ্গের স্থায় উড়িতে থাকিবে তখন কাহারাই বা দক্ষিণ দিকে কাহারাই বা বাম দিকে থাকিবে?...তাহারা সোনার তারে বোনা উপাধনযুক্ত পান্থকের উপর মুখোমুখী হইয়া অবস্থান করিবে। বালকগণ মত্তের পেয়ালা লইয়া তাহাদের নিকট যাতায়াত করিবে। তাহাদের নিকট ঘাস, ঘটী এবং পেয়ালায় বিপুল মত্ত থাকিবে। তাহাতে তাহাদের শিরঃপীড়া হইবে না এবং তাহারা বিকল কণা বলিবেনা। তাহারা ইচ্ছামত ফল এবং পশুপক্ষীর মাংস পাইবে। আবৃত মুক্তার স্থায় স্নানরত রমণীগণ এবং প্রশস্ত শয্যা তাহাদের জন্য থাকিবে। নিশ্চয় আমি বিশেষভাবে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাদিগকে কুমারী করিয়াছি। তাহারা সৌভাগ্যবতী ও সমবয়সী।...তোমরা তদ্বারা উদর পূর্ণ করিবে। আমি পতনশীল নক্ষত্রসমূহের নামে শপথ করিতেছি। মং ৭। সিং ২৭। সূং ৫৬। আং ৪.৫।৬।৮।৯। ১৫—২৪। ৩৫-৩৭।৫৩।৭৫ ॥

(সমীক্ষক)—এখন কুরাণরচয়িতার লীলা খেলা দেখুন। পৃথিবী ত ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে এবং তখনও থাকিবে। এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কুরাণরচয়িতা পৃথিবীকে স্থির বলিয়াই জানিতেন। আচ্ছা, পর্বতগুলিকেও পক্ষীর স্থায় উড়াইয়া দেওয়া হইবে? কীট পতঙ্গ পরিণত হইলেও তাহারা সূক্ষ্মশরীরধারী থাকিবে; তাহা হইলে তাহাদের পুনর্জন্ম হইবেনা কেন? বাহবা! খুদা শরীরধারী না হইলে তাহার দক্ষিণ এবং বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান হওয়া কিরূপে সম্ভব? যদি সেখানে সোনার তারে বোনা পালঙ্ক থাকে তাহা হইলে সেখানে সূত্রধর এবং স্বর্ণকারও আছে! বোধ হয় ছারপোকাও দংশন করে এবং রাত্রিকালে স্বর্গবাসীদের নিদ্রারও ব্যাঘাত করে! স্বর্গবাসীরা কি উপাধানে হেলান দিয়া নিশ্চেষ্টভাবে কাল যাপন করে না কোন কার্যো নিযুক্ত আছে? কেবল বসিয়া থাকিলে অল্প পরিপাক না হওয়ায় তাহারা বোধ হয় রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। যদি সেখানে কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে বোধহয় তাহাদিগকে সেখানের শ্রমজীবীর স্থায় পরিশ্রম করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়! তাহা হইলে পৃথিবীর তুলনায় স্বর্গের বিশেষত্ব কি? অবশ্য কিছুই নাই। যদি ঐসকল বালক চিরকাল

স্বর্গে বাস করে তাহা হইলে তাহাদের মাতাপিতা, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি সেখানে থাকে। তাহা হইলে সেখানে বৃহৎ নগরের ছায় জনসমাগম আছে, সুতরাং মলমূত্রাদি অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হওয়ায় অনেকে রোগাক্রান্তও হইয়া থাকে। পুনশ্চ, সেখানে লোকেরা ফল ভক্ষণ করে, গ্লাসে জল এবং পেয়ালায় মজ্জপান করে, তাহাতে কাহারও শিরঃ পীড়া হয় না বা কেহই বিরুদ্ধ কথা বলে না। ফল এবং পশু-পক্ষীর মাংসও যথেষ্ট পরিমাণে ভক্ষণ করায় সেখানে নানা দ্রুংখ। অশ্বিসমূহ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকে; তদ্ব্যতীত সেখানে কসাইদের দোকানও হয় ত চলে। বাহবা, কি চমৎকার স্বর্গ, ইহার আর কত প্রশংসা করা যাইবে? এই স্বর্গ ত আরবদেশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে। আর স্বর্গবাসীরা মাংস-ভক্ষণ ও মজ্জপান করিয়া উন্নত হইয়া যায়, এই নিমিত্ত তাহাদের জন্ম সুন্দরী স্ত্রীলোক এবং বালকদেরও প্রয়োজন হয়, নতুবা মাতালদের মস্তিষ্কের উত্তাপ এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে, তাহারা একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িবে। সেখানে বহু স্ত্রী-পুরুষের শয়ন-উপবেশনের জন্য বহু সংখ্যক প্রশস্ত শয্যারও প্রয়োজন হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বর স্বর্গে কুমারদিগকে উৎপন্ন করেন, তাহা হইলে কুমারীদিগকেও নিশ্চয় উৎপন্ন করেন। ভাল, খুদা লিখিয়াছেন যে, যাহারা পৃথিবী হইতে আশা লইয়া স্বর্গে যাইবে, কুমারীদের সহিত তাহাদের বিবাহ হইবে, কিন্তু, চিরস্বর্গবাসী কুমারদের কাহাদের সহিত বিবাহ হইবে, তাহা লিখিত হয় নাই। তবে কি তাহারাও কুমারীদিগের ন্যায় স্বর্গভোগাভিলাষীদের হস্তে সমর্পিত হইবে? এ বিষয়েও কোন ব্যবস্থা লিখিত হয় নাই। ঈশ্বর এত গুরুতর ভ্রমে পতিত হইলেন কেন? আবার, সমবয়সী সৌভাগ্যবতী স্ত্রীলোকদের পতি লাভ করিয়া স্বর্গে বাস করার ব্যবস্থাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। কারণ, স্ত্রী অপেক্ষা পতির বয়স দ্বিগুণ কিংবা আড়াই গুণ হওয়া উচিত। এই ত মুসলমানদের স্বর্গের বিবরণ! নরকবাসীদের সম্পর্কে লিখিত আছে যে, তাহারা “খোহড়” (একজাতীয় কটকবৃক্ষ) বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া উন্নত পূর্ণ করিবে। তাহা হইলে নরকে কটকবৃক্ষও আছে এবং উহার কটক জীবদিগকে বিদ্ধও করে। নরকবাসিদিগকে উষ্ণ জল পান করিতে হয়, এ সকলও দ্রুংখজনক। সচরাচর মিথ্যানাদীরাই শপথ করিয়া থাকে, সত্যবাদীরা কখনও শপথ করে না। যদি খুদাও শপথ করেন, তাহা হইলে তিনিও মিথ্যানাদী হইতে পৃথক নহেন ॥ ১৪১ ॥

১৪২। নিশ্চয়, যে সকল লোক আল্লাহের পথে যুদ্ধ করে, তাহারা ই তাঁহার প্রিয়পাত্র। মং ৭। সিং ২৮। পুং ৬১। আং ৪।

(সমীক্ষক)—বাহবা! যথাথই বটে, যে খুদা এইরূপ উপদেশ দ্বারা হতভাগ্য আরববাসীদিগকে সকলের সহিত কলহ বিবাদে লিপ্ত ও শত্রুতাবাপন্ন করিয়া দুঃখে নিপতিত করিয়াছেন এবং যে ঈশ্বর সাম্প্রদায়িক ধর্মের পতাকা উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া যুদ্ধবিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাকে কোন বুদ্ধিমান মনুষ্য ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। যিনি মানবজাতির মধ্যে বিবাদ বৃদ্ধি করেন, তিনি সকলের দুঃখের কারণ ॥ ১৪২ ॥

১৪৩। হে নবী! খুদা যাহা তোমার জন্ত “হালাল” (বৈধ) করিয়াছেন, তুমি তোমার পত্নীদের প্রসন্নতার জন্য তাহা “হারাম” (নিষিদ্ধ) করিতেছ কেন? আল্লাহ্ ক্ষমাকারী এবং দয়ালু।.....পরগম্বর তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের অপেক্ষা মহীয়সী, মুসলমানধর্ম বিশ্বাসিনী, সেবাপরায়ণা, অনুতপ্তা, রোজাপালনকারিণী, ভক্তিমতী, পুরুষম্পৃষ্টা অথবা অপুরুষম্পৃষ্টা স্ত্রী প্রদান করিবেন। মং ৭। সিং ২৮। সূং ৩৬। আং ১। ৫ ॥

(সমীক্ষক)—এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিলে ঈশ্বরকে মহম্মদ সাহেবের অন্তঃপুরের এবং বাহিরের ব্যবস্থাকারী ভূতাস্বরূপ মনে হইবে। প্রথম আয়ত সম্বন্ধে দুইটি আখ্যায়িকা আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, মহম্মদ সাহেবের মধুর সরবৎ অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁহার কয়েক স্ত্রীর মধ্যে এক স্ত্রীর গৃহে সরবৎ পান করিতে বিলম্ব হওয়ায় অপর স্ত্রীদের পক্ষে তাহা অসহ্য হইল। তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিবার পর মহম্মদ সাহেব শপথ করিলেন যে, তিনি আর কখনও মধুর সরবৎ পান করিবেন না। দ্বিতীয় আখ্যায়িকা এই যে, তাঁহার কয়েক স্ত্রীর মধ্যে একদিন এক স্ত্রীর পালা ছিল। রাত্রিকালে মহম্মদ সাহেব তাঁহার নিকট গমন করেন; কিন্তু তিনি তখন গৃহে ছিলেন না, পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। মহম্মদ সাহেব একজন দাসীকে ডাকিয়া পবিত্র করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সেই স্ত্রী দুঃখিতা হইলেন। তাহাতে মহম্মদ সাহেব শপথ করিলেন যে, তিনি আর কখনও তেমন কার্য করিবেন না এবং সে বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে তাঁহার স্ত্রীকে নিষেধ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু পরে তাহা অন্য স্ত্রীদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন। এ উপলক্ষে খুদা এই আয়তের অবতারণা করেন,—“আনি যে বস্তু তোমার

জন্তু বৈধ করিয়াছি, তুমি তাহা অবৈধ করিতেছ কেন ?” সুধীগণ বিচার করুন, খুদা কি কোথায়ও কাহারও পারিবারিক ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন ? এ সকল ঘটনার মধ্যে মহম্মদ সাহেবের আচরণ জানা যাইতেছে। যাঁহার অনেক স্ত্রী, তিনি কিরূপে ভগবন্তকৃত অথবা পয়গম্বর হইতে পারেন ? যিনি পক্ষপাত পূর্বক এক স্ত্রীর অসম্মান এবং অপর স্ত্রীর সম্মান করেন, তিনি পক্ষপাতী এবং অধাৰ্ম্মিক নহেন কেন ? যিনি বহু পত্নীতেও সন্তুষ্ট না হইয়া দাসীর প্রতি আসক্ত হন, তাঁহার লজ্জা, ভয় এবং ধৰ্ম্ম কোথায় ? কেহ বলিয়াছেন :—

কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা ॥

কামাতুর বাক্তির পাপানুষ্ঠানে ভয় অথবা লজ্জা থাকে না। মুসলমানদের খুদা যেন পয়গম্বর সাহেব এবং তাঁহার পত্নীদের মধ্যে দিবাদ মীমাংসার জন্তু মধ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছেন ! এখন সুধীগণ চিন্তা করিয়া দেখুন যে, এই কুরাণ কি ঈশ্বরকৃত, কিংবা কোন বিদ্বান, কিংবা কোন অজ্ঞান ও স্বার্থপরের রচিত। দ্বিতীয় আয়ত হইতে স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, মহম্মদ সাহেবের কোন পত্নী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে খুদা তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্তু এই আয়তের অবতারণা করেন ;—“তুমি যদি গোলযোগ কর, আর মহম্মদ সাহেব তোমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার খুদা তাঁহাকে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টা অপুরুষম্পৃশ্যা পত্নীদান করিবেন।” যাঁহার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে, তিনি অবশ্য বুঝিতে পারেন যে, ইহা ঈশ্বরের না স্বার্থপর মনুষ্যের কার্য্য। এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, খুদা কিছুই বলিতেন না ; কিন্তু মহম্মদ সাহেব নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্তু, দেশ-কাল বুঝিয়া খুদার পক্ষ হইতে সমস্ত বলিয়া দিতেন। যাঁহারা বলেন যে ইহা ঈশ্বরের কার্য্য, তাঁহাদিগকে আমরা কেন, যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বলিবেন যে, খুদা যেন নাপিত সাজিয়া মহম্মদ সাহেবের বিবাহের জন্তু ঘটকালি করিয়া বেড়াইতেন ॥ ১৪৩ ॥

১৪৪। হে নবী ! কাফিরদের সহিত সংগ্রাম কর এবং গুপ্ত শত্রুদের প্রতি কঠোর ব্যবহার কর। মং ৭। সিং ২৮। সূঃ ৬৬। আঃ ৯ ॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানদের খুদার কাণ্ড দেখুন ! তিনি ভিন্নমতাবলম্বীদের সহিত বিবাদ করিবার জন্তু পয়গম্বরকে এবং মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। এই নিমিত্ত মুসলমানগণ সর্বদা কলহ-বিবাদে লিপ্ত থাকে।

পরমাত্মা তাহাদের প্রতি কৃপা করুন যেন তাহারা উপজীব পরিভ্যাগ করিয়া সকলের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করে ॥ ১৪৪ ॥

১৪৫। সে দিন আকাশ বিদীর্ণ ও শিথিল হইবে। স্বর্গীয় দূতগণ একপার্শ্বে অবস্থান করিবেন। সে দিন আট জন দূত প্রভুর সিংহাসন উত্তোলন করিবেন; তোমরা সম্মুখে আনীত হইবে এবং কোন গুপ্ত বিষয় গোপন থাকিবে না। যাহার দক্ষিণ হস্তে কৰ্ম্মপত্র দেওয়া হইবে, সে বলিবে, “আমার কৰ্ম্মপত্র পাঠ কর;” কিন্তু যাহার বাম হস্তে কৰ্ম্মপত্র দেওয়া হইবে, সে বলিবে, “হায়! হায়! আমাকে এই কৰ্ম্মপত্র না দিলেই ভাল হইত! মং ৭। সিং ২৯। সূং ৬৯। আং ১৬। ১৭। ১৮। ১৯ ২৫॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! ফিলজফি! কি জ্ঞায় শাস্ত্র! ভাল, আকাশ কি কখনও বিদীর্ণ হইতে পারে? আকাশ কি বস্তুতুল্য যে বিদীর্ণ হইবে? যদি উল্লোককে আকাশ বলা হইয়া থাকে, তবে তাহা নিজ্ঞানবিরুদ্ধ। কুরাণের খুদা সে শরীরধারী, এ বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ রহিল না। কারণ, সিংহাসন উপবেশন করা এবং আট জন বাহকদ্বারা সিংহাসন উত্থাপন করান মূর্ত্তিমানেরই কার্য। সম্মুখে এবং পশ্চাতে যাতায়াত করাও মূর্ত্তিমানের পক্ষেই সম্ভব। খুদা মূর্ত্তিমান হইলে একদেশী; আবার একদেশী হইলে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপক ও সর্বশক্তিমান নহেন এবং জীবদিগের সব কৰ্ম্মও কখনও জানিতে পারেন না। পুণ্যাত্মাদিগকে দক্ষিণ হস্তে কৰ্ম্মপত্র দেওয়া, তাহা পাঠ করান এবং তাহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করা; পাপাত্মাদিগকে বামহস্তে কৰ্ম্মপত্র দেওয়া, তাহাদিগকে নরকে প্রেরণ করা এবং কৰ্ম্মপত্র পাঠ করিয়া জ্ঞায়বিচার করা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়! ভাল, ইহা কি সর্বজ্ঞের কার্য হইতে পারে? কখনও নহে। এ সকল শিশুর ক্রীড়া মাত্র ॥ ১৪৫ ॥

১৪৬। সেদিন ফেরিস্তাগণ ও আত্মাসমূহ তাহার দিকে উত্তরন করিবে। সে দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বৎসর। যখন (জীবগণ) কবর হইতে নির্গত হইয়া দৌড়াইতে থাকিবে, তখন মনে হইবে যেন তাহারা কোন মূর্ত্তি অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। মং ৭। সিং ২৯। সূং ৭০। আং ৪। ৪২॥

(সমীক্ষক)—দিন পঞ্চাশ সহস্র বৎসরের হইলে রাত্রিও পঞ্চাশ সহস্র বৎসরের হইবে না কেন? এত দীর্ঘ রাত্রি না হইলে এত দীর্ঘ দিন কখনও হইতে পারে না। এই পঞ্চাশ সহস্র বৎসর ধরিয়া খুদা, ফেরিস্তাগণ এবং কৰ্ম্মপত্রধারী জীবগণ কি বসিয়া, দাঁড়াইয়া অথবা অন্ত কোনরূপে জাগিয়া

থাকিবে? তাহা হইলে সকলে রোগাক্রান্ত হইয়া পুনরায় মরিয়া যাইবে। জীবগণ কি কবর হইতে নির্গত হইয়া ঈশ্বরের আদালতের দিকে ধাবমান হইবে? কবরের মধ্যে অবস্থান কালে তাহারা কিরূপে সমন প্রাপ্ত হয়? দুর্ভাগ্যাপাশ্রা ও পুণ্যাস্রাদিগকে এককাল কবরের মধ্যে বিচারাধীন বন্দী করিয়া রাখা হইল কেন? আজকাল বোধ হয় খুদার আদালত বন্ধ আছে এবং খুদার সহিত ফেরিস্তাগণও নিষ্কর্মা রহিয়াছেন। নতুবা তাঁহারা কি করিতেছেন? হয়ত স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট আছেন; নতুবা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, ঘুমাইতেছেন, নাচ-তামাসা দেখিয়া বিলাস-বিশ্রাম সম্ভোগ করিতেছেন। এমন অজ্ঞানান্ধকার আর কোন রাজ্যে নাই! বহু মনুষ্য ভিন্ন কে আর এ সকল কথা বিশ্বাস করিবে? ১৪৬ ॥

১৪৭। নিশ্চয়, তিনি তোমাদিগকে নানারূপে উৎপন্ন করিয়াছেন। তোমরা কি দেখে নাই, ঈশ্বর কিরূপে উপযূ'পরি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে চন্দ্রকে আলোকদাতা এবং সূর্য্যকে প্রদীপ করিয়াছেন? মং ৭। সিং ২৯। সূং ৭১। আং ১৪। ১৫। ১৬ ॥

(সমীক্ষক) — ঈশ্বর জীবদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকিলে তাহারা কখনও অমর ও নিত্য হইতে পারে না। উৎপন্ন বস্তু নিশ্চয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং সৃষ্ট জীব কিরূপে অনন্তকাল স্বর্গে বাস করিবে? আকাশ নিরাকার এবং বিভূ; সুতরাং আকাশকে কিরূপে উপযূ'পরি নির্মাণ করা হইল? অতঃ কোন পদার্থেরও আকাশ নাম রাখা বৃথা। এক আকাশের উপর অতঃ আকাশ উপযূ'পরি নির্মিত হইয়া থাকিলে আকাশদ্বয়ের মধ্যস্থলে চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে পারে না। কারণ চন্দ্র সূর্য্য মধ্যস্থলে রাখিলে উপরের একাংশ ও নিম্নের একাংশ আলোকিত হইবে; কিন্তু দ্বিতীয় আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বত্র অন্ধকার থাকিবে। কিন্তু এইরূপ দেখা যায় না; সুতরাং ইহা সর্ববতোভাবে মিথ্যা ॥ ১৪৭ ॥

১৪৮। এ সকল মস্জিদ আল্লাহের জন্ত; অতএব আল্লাহের সহিত অপর কাহাকেও আহ্বান করিও না। মং ৭। সিং ২৯। সূং ৭২। আং ১৮ ॥

(সমীক্ষক) — এই উপদেশ সত্য হইলে মুসলমানগণ “লাইলাহ ইলিল্লা: মহম্মদরুসুল্লা:” — এই কল্যাণ খুদার সহযোগীরূপে মহম্মদ সাহেবকে আহ্বান করে কেন? ইহা কুরাণবিরুদ্ধ। যদি বলা হয় যে তাহা নহে, তবে কুরাণের বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। যদি মস্জিদ খুদার গৃহ হয়, তবে মুসলমানেরাও মহা পৌত্তলিক। কারণ যদি ক্ষুদ্র মূর্তিকে ঈশ্বরের গৃহ বলিয়া বিশ্বাস করায়

পৌরাণিক ও জৈনদিগকে পৌত্তলিক বলা হয়, তাহা হইলে মুসলমানদিগকেও পৌত্তলিক বলা হইবে না কেন ? ১৪৮ ॥

১৪৯। সূর্য ও চন্দ্র একত্র করা হইবে। মং ৭। সিং ২৯। সূং ৭৫। আং ৯ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, চন্দ্র ও সূর্য কি কখনও একত্র হইতে পারে ? দেখুন ! ইহা কিরূপ নির্বোধের কথা। চন্দ্র ও সূর্য একত্র করিবার কি প্রয়োজন ছিল ? অগ্ন্যাগ্ন লোকসমূহ একত্র না করার পক্ষে যুক্তি কি ? ঈশ্বর কি এমন এমন অসম্ভব কথা বলিতে পারেন ? এ সকল বিদ্বানের কথা নহে, কিন্তু মূর্খের কথা ॥ ১৪৯ ॥

১৫০। চিরস্বর্গবাসী বালকগণ তাহাদের নিকট যাতায়াত করিবে। সেই বালকদিগকে দেখিলে তোমার মনে হইবে যেন মুক্তাবলী বিকীরণ রহিয়াছে। তাহাদিগকে রক্তত বন্ধনদ্বারা ভূষিত করা হইবে এবং তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে পবিত্র মদিরাপান করাইবেন। মং ৭। সিং ২৯। সূং ৭৬। আং ১৯। ২১ ॥

(সমীক্ষক)—কেন মহাশয় ! সে স্থানে মুক্তাবলী বালকদিগকে রাখিবার প্রয়োজন কি ? যুবকেরা বা স্ত্রীলোকেরা কি তাহাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারে না ? ছুইপ্রকৃতি লোকেরা যে বালকদের সহিত অস্বাভাবিক পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তাহার মূলে কুরাণের এই বচন থাকা কি আশ্চর্যের বিষয় ? স্বর্গে প্রভু ও সেবকভাব, প্রভুর সুখ ও সেবকের শ্রমক্লেশ এই পক্ষপাত কেন ? আবার খুদাই যদি তাহাদিগকে মত্তপান করান, তবে তিনিও তাহাদের সেবকতুল্য ! তাহা হইলে খুদার মহত্ত্ব কি রহিল ? স্বর্গে স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গ, গর্ভস্থিতি এবং সন্তানোৎপত্তি হয় কি না ? না হইলে ইন্দ্রিয় স্নেহ সম্ভোগ বৃথা হইবে এবং হইলে ঐ সকল জীব কোথা হইতে আসে ? খুদার সেবা ব্যতীত তাহারা স্বর্গে কিরূপে জন্মগ্রহণ করে ? যদি জন্মে তাহা হইলে ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তি ব্যতীতও তাহারা অনায়াসে স্বর্গলাভ করে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্মবিশ্বাস বলে এবং কেহ কেহ তদ্ব্যতীতও স্বর্গসুখ লাভ করে। ইহা অপেক্ষা অগ্নায় আর কি হইবে ? ১৫০ ॥

১৫১। কক্ষামুসারে ফল দেওয়া হইবে। পানপাত্র পূর্ণ আছে। সেই দিন স্বর্গীয় দূতগণ এবং “রুহ” শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে। মং ৭। সিং ৩০। সূং ৭৮। আং ২৬। ৩৪। ৩৮ ॥

(সমীক্ষক)—কৰ্ম্মানুসারে ফল দেওয়া হইলে হুহ, ফেরিস্তা ও মুক্তার আয় সুন্দর বালকগণ কোন কৰ্ম্মফলে চির-স্বৰ্গবাসী হইয়াছে ? তাহার পাত্রপূর্ণ মত্তপান করিয়া মাদকতা বশত কলহ বিবাদে লিপ্ত হইবে না কেন ? এস্থলে রুহ একজন ফেরিস্তা। তিনি ফেরিস্তাদিগের মধ্যে সৰ্ব্বপ্রধান। খুদা কি শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রুহ এবং অগ্ন্যাগ্ন ফেরিস্তাদিগের দ্বারা সৈন্তব্যূহ রচনা করিয়া তদ্বারা জীবদিগকে দণ্ডদান করিবেন ? তখন খুদা কি দণ্ডায়মান না উপবিষ্ট থাকিবেন ? যদি কয়ামতের পূর্বে খুদা তাঁহার সমস্ত সেনা একত্র করিয়া শয়তানকে ধৃত করেন, তবে তাঁহার রাজ্য নিকটক হইতে পারে। ইহারই নাম ঈশ্বরত্ব ॥ ১৫১ ॥

১৫২। তখন সূর্য্যকে ভাঁজ করিয়া গুটাইয়া লওয়া হইবে এবং নক্ষত্র সমূহ মলিন ও পৰ্ব্বতসমূহ বিচলিত হইবে। তখন আকাশের চন্দ্র খুলিয়া ফেলা হইবে। মং ৭। সিং ৩০। সূং ৮১। আং ১১২। ৩১১ ॥

(সমীক্ষক)—গোলাকার সূর্য্যমণ্ডলকে ভাঁজ করিয়া গুটাইয়া লওয়া হইবে বলা মূঢ়তাসূচক। নক্ষত্রসমূহ কিরূপে মলিন হইবে ? জড় পৰ্ব্বত কিরূপে বিচলিত হইবে ? আকাশকে কি পশুতুল্য মনে করা হইয়াছে যে উহার চন্দ্র খুলিয়া ফেলা হইবে ? এ সকল উক্তি নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ও বক্তৃত্বভাবের পরিচায়ক ॥ ১৫১ ॥

১৫৩। তখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে, নক্ষত্রসমূহ স্থলিত হইবে, সমুদ্র ছিন্ন হইবে এবং কবরগুলিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া উত্থাপিত করা হইবে। মং ৭ সিং ৩০। সূং ৮২। আং ১। ২ ৩ ৪ ॥

(সমীক্ষক)—বাহবা ! কুরাণ-রচয়িতার কি ফিলজফি ! আকাশ কি করিয়া বিদীর্ণ হইবে ? নক্ষত্র-সমূহ কিরূপে স্থলিত হইবে ? সমুদ্র কি কাষ্ঠ যে ছিন্ন হইবে ? কবরগুলি কি মৃত যে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবে ? এ সকল বালকের কথা ॥ ১৫৩ ॥

১৫৪। দুর্গ-প্রাসাদবিশিষ্ট আকাশের নামে শপথ। সেই মহান কুরাণ স্বর্গীয় লৌহ পেটিকায় সুরক্ষিত আছে। মং ৭। সিং ৩০। সূং ৮৫। আং ১১২। ১২২ ॥

(সমীক্ষক)—কুরাণ-রচয়িতা ভূগোল কিংবা খগোল কিছুই পাঠ করেন নাই, নতুবা তিনি আকাশকে দুর্গ-প্রাসাদবিশিষ্ট বর্ণন করিবেন কেন ? যদি মেঘাদি রাশিকে দুর্গপ্রাসাদ বলা হইয়া থাকে, তবে নক্ষত্র-সমূহকেও দুর্গ-প্রাসাদ

বলা হইবে না কেন ? বাস্তবিক, ঐ সকল দুর্গ-প্রাসাদ নহে, কিন্তু নক্ষত্র লোক । কুরাণ কি খুদার নিকট আছে ? যদি কুরাণ খুদার রচিত হয়, তাহা হইলে খুদাও যুক্তি ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে নিমগ্ন রহিয়াছেন ॥ ১৫৪ ॥

১৫৫। নিশ্চয় তাহার প্রতারণা করে ; কারণ তাহার প্রতারণা । আমিও প্রতারণা করি, কারণ আমি প্রতারণা । মং ৭। সিং ৩০। সূং ৮৬। আং ২৫। ২৬॥

(সমীক্ষক)—প্রতারণা করা প্রতারণার কার্য্য । খুদাও কি প্রতারণা ? চুরির প্রতিশোধ কি চুরি এবং মিথ্যার প্রতিশোধ কি মিথ্যা ? কোন ভদ্রলোকের গৃহে চোর চুরি করিলে সেই ভদ্রলোককেও কি চোরের গৃহে চুরি করিতে হইবে ? খলু কুরাণ রচয়িতা ! ১১৫ ॥

১৫৬। যখন তোমার প্রভু এবং স্বর্গীয় দূতগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আগমন করিবেন, তখন সে স্থানে নরকও আনীত হইবে । মং ৭। সিং ৩০। সূং ৮৯। আং ২২। ২৩॥

(সমীক্ষক)—বলুন দেখি ! মুসলমানদের ঈশ্বর কি পুলিশ কর্মচারী অথবা সৈন্যবাহিনীর স্থায় শ্রেণীবদ্ধভাবে দলবল লইয়া যাতায়াত করেন ? নরক কি কলসীর তুল্য যে উহা যেখানে ইচ্ছা সেখানে লইয়া যাওয়া যাইবে ? নরক এত ক্ষুদ্র হইলে তন্মধ্যে অসংখ্য বন্দীর সমাবেশ কিরূপে হইবে ? ১৫৬ ॥

১৫৭। খুদার পয়গম্বর তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, “খুদার এই উদ্ভীকে রক্ষা করিও এবং ইহাকে জলপান করাইও” । কিন্তু পরে তাহার মিথ্যা এবং প্রতারণা মনে করিয়া সেই উদ্ভীর পদচ্ছেদ করিল । তজ্জন্ত তাহাদের প্রভু তাহাদের মধ্যে মহামারী প্রেরণ করিলেন । মং ৭। সিং ৩০। সূং ৯১। আং ১৩। ১৪॥

(সমীক্ষক)—খুদাও কি উদ্ভীর উপর আরোহণ করিয়া চলা ফিরা করিয়া থাকেন ? তাহা না হইলে উদ্ভী রাখিবার প্রয়োজন কি ? খুদা তাহার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কয়ামতের পূর্বে তাহাদের উপর মহামারী প্রেরণ করিলেন কেন ? তাহা হইলে, নিশ্চয় তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে । সুতরাং শেষ বিচারের দিন, পুনরায় তাহাদের বিচার হওয়া, নিশ্চয় মিথ্যা । উদ্ভীর বৃন্তাস্ত হইতে অনুমান হয় যে, আরবদেশে উদ্ভী ব্যতীত অপর কোন ভারবাহী জন্তু কম । অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, কোন আরববাসীই কুরাণের রচয়িতা ॥ ১৫৭ ॥

১৫৮। যদি সে বিরত না হয়, তবে নিশ্চয়, আমরা তাহাদের পাপী ও মিথ্যাবাদী মন্ত্রকের সম্মুখভাগের কেশাকর্ষণ করিব । আমরা নরকের দুর্ভাগিকে ডাকিব । মং ৭। সিং ৩০। সূং ৯৬। আং ১৫। ১৬ ॥

(সমীক্ষক)—ছেঁচুড়াইয়া টানিয়া আনা নীচ চাপরাঙ্গীর কার্য ; তাহা হইতেও খুদা অত্যাতি পাইলেন না ! ভাল, মস্তকও কি কখনও মিথ্যাবাদী ও অপরাধী হইতে পারে ? যিনি জেলখানার দারোগার স্থায় ফেরিস্তাদিগকে ডাকিয়া পাঠান, তিনি কি কখনও জীব না হইয়া খুদা হইতে পারেন ? ১৫৮ ॥

১৫৯। নিশ্চয়, আমি কদরের রাত্রিতে কুরাণ অবতীর্ণ করিয়াছি। কদর রাত্রি কি, তাহা তোমরা কিরূপে জানিবে ? সেই রাত্রিতে ফেরিস্তাগণ যাবতীয় কার্যের জ্ঞাত তাঁহাদের আদেশ লইয়া অবতরণ করেন। মং ৭। সিং ৩০। সূঃ ৯৭। আঃ ১২। ৪॥

(সমীক্ষক)—যদি একই রাত্রিতে কুরাণের অবতরণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে অমুক আয়তের উক্ত সময়ে শনৈঃ শনৈঃ অবতরণ কিরূপে সত্য হইতে পারে ? রাত্রির অন্ধকার হওয়া সম্বন্ধে কি সন্দেহ আছে ? পূর্বের আমরা লিখিয়া আসিয়াছি যে, আকাশের উপর নীচ কিছুই নাই। কিন্তু এস্থলে লিখিত আছে যে, সঙ্গীয় দূতগণ এবং পবিত্রাত্মা খুদার আদেশে সংসারের বাবস্থা করিবার জ্ঞাত আগমন করেন, সুতরাং স্পষ্ট জানা গেল যে, খুদা সত্যবাদী একদেবী।

এ পর্যান্ত আমরা কুরাণে খুদা, ফেরিস্তাগণ এবং পয়গম্বর সম্বন্ধে আলোচনা দেখিয়াছি ; কিন্তু এখন চতুর্থ এক “পবিত্রাত্মা”র আবির্ভাব হইল। জানি না এই চতুর্থ “পবিত্রাত্মা” কি। অবশ্য খ্রীষ্টান মতে পিতা, পুত্র ও “পবিত্রাত্মা” আছেন। খ্রীষ্টানদের এই তিন মানিতে দিয়া চতুর্থ আর একটি বন্ধি পাইয়াছে। যদি মুসলমানগণ বলেন যে, তাঁহারা এই তিনটিকে খুদা মানেন না, তবে তাহাই হউক, কিন্তু “পবিত্রাত্মা” পৃথক হওয়ায় খুদা, ফেরিস্তাগণ এবং পয়গম্বরকে পবিত্রাত্মা বলা যাইবে কি না ? যদি তাঁহারা পবিত্রাত্মা হন, তাহা হইলে ব্যক্তি বিশেষকে “পবিত্রাত্মা” বলা হইবে কেন ? পুনশ্চ খুদা অস্বাদি পশু, দিন রাত্রি এবং কুরাণ প্রভৃতির শপথ করেন। শপথ করা সংলোকের কার্য নহে।

কুরাণবিসয়ক আলোচনা সুধীগণের নিষ্ঠা উপস্থিত করা হইল। এখন এই পুস্তক কিরূপ, তাহা তাঁহারাষ্ট বিচার করুন। আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া যে, এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত ত নহেই, কোন বিদ্বানের রচিত জ্ঞানের পুস্তকও নহে। এই পুস্তকের বহু দোষের মধ্যে অল্প কয়েকটি মাত্র প্রকাশ করা হইল। উদ্দেশ্য এই যে, কেহ যেন প্রতারণিত হইয়া জীবন নষ্ট না করে। এই পুস্তকে যে কয়েকটি সত্য আছে, ঐ সকল বেদ ও অজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের

অনুকূল বলিয়া আমার পক্ষে যেমন স্বীকার্য্য, সেইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ ছুরাগ্রহ ও পক্ষপাতরহিত বিদ্বান এবং বুদ্ধিমানদিগের পক্ষেও স্বীকার্য্য। অবশিষ্ট সমস্ত অবিজ্ঞা ও ভ্রমজাল ব্যতীত কিছুই নহে। তাহা মানবাত্মাকে পশুতুল্য করিয়া মানবজাতির মধ্যে শাস্তিভঙ্গ, উদ্বেজনা, উপজব এবং দুঃখ বৃদ্ধি করে। আরও জানিবার বিষয় এই যে, কুরাণ পুনরুক্তি দোষের ভাণ্ডার স্বরূপ। পরমাত্মা সব মনুষ্যের প্রতি কৃপা করেন, যেন তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রীতিশীল হইয়া মিলিতমূত্রে পরস্পরের সুখবৃদ্ধির জন্ত যত্নবান থাকে। আমি যেমন আত্মপর বিচার এবং পক্ষপাত না করিয়া, বিভিন্ন মত-মতান্তরের দোষ প্রকাশ করিতেছি, বিদ্বানমাত্রেই সেইরূপ করিলে পারস্পরিক বিবাদের অবসান, আনন্দ, মিলন, মৈত্রিক্য এবং সত্যলাভ হইবে।

আশা করি কুরাণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তদ্বারা বুদ্ধিমান এবং ধার্মিক পাঠকগণ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া লাভবান হইবেন। যদি ভ্রমবশতঃ কিছু যুক্তিবিরুদ্ধ লেগা হইয়া থাকে, তবে তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন। পরিশেষে একটি কথা এই যে, মুসলমানদের মধ্যে অনেকে বলেন, লিখেন এবং মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয় অথর্ববেদে লিখিত আছে। ইহার উত্তর এই যে, অথর্ববেদে এ বিষয়ের নাম নিশানও নাই।

(প্রশ্ন)—আপনি কি সমস্ত অথর্ববেদ পাঠ করিয়াছেন? তাহা হইলে অল্লোপনিষৎ দেখুন। তাহাতে এ বিষয় স্পষ্টরূপে লিখিত আছে।

অথাহল্লোপনিষদং ব্যাখ্যাশ্রামঃ ॥

(এক্ষণে অল্লোপনিষদ ব্যাখ্যাত হইবে)

অশ্বাশ্বাঃ ইল্লো মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধত্তে ॥ ইল্লল্লো বরুণো রাজা পুনর্দদুঃ ॥ ইয়া মিত্রো ইল্লাং ইল্লল্লো ইল্লাং বরুণো মিত্রস্তেজস্বামঃ ॥ ১ ॥ হোতারমিত্রো হোতারমিত্র মহাসুরিন্দ্রাঃ ॥ অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মাণং অল্লাম্ ॥ ২ ॥ অল্লোরসূল মহামদরকবরশ্চ অল্লো অল্লাম্ ॥ ৩ ॥ আদল্লাবুকমেককম্ ॥ অল্লাবুক নিখাতকম্ ॥ ৪ ॥ অল্লো যজ্ঞেন হতাহত্ভা ॥ অল্লা সূর্য্য চন্দ্র সর্ব্ব নক্ষত্রাঃ ॥ ৫ ॥ অল্লা ধাষীণাং সর্ব্বদিব্যাং ইন্দ্রায় পূর্ব্বং মায়া পরমমন্তুরিকাঃ ॥ ৬ ॥ অল্লঃ পৃথিব্যা অন্তরিক্ষং বিশ্বরূপম্ ॥ ৭ ॥ ইল্লাঁ কবর ইল্লাঁ কবর ইল্লাঁ ইল্লল্লোতি ইল্ললাঃ ॥ ৮ ॥ ওম্ অল্লাইল্ললা অনাদিস্বরূপায় অথর্ব্বণা ইয়ামা হুং হ্রীং জনানপশূনসিকান জলচরান্ অদৃক্

কুরু কুরু ফট্ ॥ ৯ ॥ অম্বর সংহারিণী হুং হ্রীং অল্লোরসূল মহমদরকবরশ্ব
অল্লো অল্লাম ইল্লেতি ইল্লামঃ ॥ ১০ ॥

ইত্যল্লোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ইহাতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, মহম্মদ সাহেব রসূল ; অতএব প্রমাণিত হইল যে, মুসমান-মত বেদমূলক ।

(উত্তর)—যদি তুমি অথর্ববেদ পাঠ না করিয়া থাক, তবে আমার নিকট এস এবং আছোপাস্ত্র পাঠ কর ; অথবা যে কোন অথর্ববেদীর নিকট বিংশতিকাণ্ডযুক্ত অথর্ববেদ মন্ত্রসংহিতা পাঠ কর ; কোথায়ও তোমাদের পয়গম্বর সাহেবের নাম বা তাঁহার মতের চিহ্ন দেখিতে পাইবে না । অথর্ববেদ, ইহার গোপথ ব্রাহ্মণ, অথবা ইহার কোন শাখায় অল্লোপনিষদ্ নাই । অনুমান হইতেছে যে, ইহা আকবর শাহের সময়ে কাহারও দ্বারা রচিত হইয়াছিল । দেখা যাইতেছে যে, ইহার রচয়িতা কিঞ্চিৎ আরবী এবং সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । কারণ, ইহাতে আরবী এবং সংস্কৃত ভাষার পদ দৃষ্ট হয় । দেখা “অস্মাভ্যাং ইল্লে মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধত্তে” ইত্যাদি দশ অঙ্কে লিখিত ; তন্মধ্যে “অস্মাভ্যাং” ও “ইল্লে” আরবী এবং “মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধত্তে” সংস্কৃত ; এইরূপ সর্বত্র দৃষ্ট হয় । তাহাতে জানা যায় যে, উক্ত গ্রন্থ-রচয়িতার আরবী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাই জানা ছিল । অর্থ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উগা কৃত্রিম, অসঙ্গত এবং বেদ ও ব্যাকরণ বিরুদ্ধ । এই উপনিষদের ক্রায় আরও বহু উপনিষৎ পক্ষপাতী ভিন্নমতাবলম্বীদিগের দ্বারা রচিত হইয়াছে, যথা—স্বরোপনিষদ্, নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী, এবং গোপালতাপনী ইত্যাদি ।

(প্রশ্ন)—আপনি যেরূপ বলিতেছেন, আজ পর্যান্ত কেহ সেরূপ বলে নাই । সুতরাং আপনার কথা কিরূপে মানিব ? (উত্তর)—তোমরা মান, বা না মান, তাহাতে আমার কথা মিথ্যা হইতে পারে না । আমি যেরূপ এই অল্লোপনিষৎ যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছি, সেইরূপে যদি তুমিও অথর্ববেদ, গোপথ ব্রাহ্মণ এবং অথর্ববেদের শাখাসমূহ হইতে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থে অবিকল পূর্বোক্ত লেখা দেখাইতে পার এবং অর্থসঙ্গতি দ্বারাও তাহা শুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিতে পার, তবেই তোমার অভিমত স্বীকৃত হইতে পারে ।

(প্রশ্ন)—দেখুন ! আমাদের মত কেমন ভাল ! ইহাতে সকল প্রকার লুপ্ত এবং পরিণামে মুক্তি আছে । (উত্তর)—প্রত্যেক মতবাদীই বলে যে,

তাহার মতই উত্তম, অন্য সকল মত খারাপ এবং তাহার মত ব্যতীত অপর কোন মতে মুক্তি হইতে পারে না। এখন, আমি কাহার কথা সত্য মনে করি ? তোমার কিংবা তাহাদের ? আমার বিশ্বাস এই যে, সত্যবাদিতা, অহিংসা এবং দয়া প্রভৃতি সৎগুণ সকল মতেই উত্তম ; ইহা ছাড়া কলহ-বিবাদ, ঈর্ষ্যা-দ্বেষ এবং মিথ্যাবাদিতা প্রভৃতি সকল মতেই হেয়। যদি তুমি সত্যাকা হও, তবে বৈদিক মত গ্রহণ কর

অতঃপর “স্বমন্তব্যামন্তব্য প্রকাশ” সংক্ষেপে লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদযানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে স্মৃতিবিভূষিতো
যবনমতবিষয়ে চতুর্দশঃ সমুদ্রাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥১৪॥

ওঁ স্বমন্তব্যামন্তব্য প্রকাশঃ ॥

যে সর্বভিত্তিসিদ্ধান্ত অর্থাৎ সার্বভৌমিক ও সার্বজনিক ধর্ম সকলে সর্বদা
 মান্য করিয়া আসিতেছে, এখনও মান্য করে এবং ভবিষ্যতেও মান্য করিবে ;
 এবং যে ধর্মের বিরোধী কেহই হইতে পারে না, তাহাকে সনাতন ও নিত্যধর্ম
 বলে । অজ্ঞ লোকেরা অথবা ভিন্নমতবাদী কতক বিভ্রান্ত লোকেরা যে বিরুদ্ধ
 জ্ঞান এবং ধারণা পোষণ করে, তাহা সুধীগণের পক্ষে গ্রহণীয় নহে ; কিন্তু আপু
অর্থাৎ সত্যবিশ্বাসী, সত্যবাদী, সত্যকর্মা, পরহিতব্রত ও পক্ষপাতরহিত জ্ঞানিগণ
যাহা বিশ্বাস করেন, তাহাই সকলের পক্ষে বিশ্বাসের উপযুক্ত ; তাঁহারা
যাহা বিশ্বাস করেন না, তাহা বিশ্বাস ও প্রমাণযোগ্য নহে । ইশ্বর এবং
যাবতীয় পদার্থ সম্বন্ধে বেদাদি সত্য শাস্ত্রনামুহে যাহা লিখিত আছে এবং
ত্রুক্ষা হইতে জৈমিনি পর্য্যন্ত মুনি-ঋষিগণ যাহা বিশ্বাস করিতেন, আমিও
তাহাই বিশ্বাস করি এবং তাহাই সজ্জনদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছি । আমি
জানি যে, যাহা তিন কালে সকলের পক্ষে সমভাবে বিশ্বাসের উপযুক্ত, তাহাই
 আমার মত । কোন নবীন কল্পনা বা মত প্রচলিত করিও, এমন উদ্দেশ্যের
 লেশমাত্রও আমার নাই ; কিন্তু স্বয়ং সত্য বিশ্বাস করা এবং অপরকেও সত্য
 বিশ্বাস করিতে প্ররম্ব করাই আমার উদ্দেশ্য । আমি যদি পক্ষপাত করিতাম,
 তাহা হইলে আর্য্যাবর্তের প্রচলিত মত সমূহের মধ্যে কোন একটির প্রতি বিশেষ
 আগ্রহশীল হইতাম । কিন্তু, আমি আর্য্যাবর্ত কিংবা অপর কোন দেশের ধর্ম-
 বিরুদ্ধ আচার-ব্যবহার গ্রহণ এবং ধর্ম সঙ্গত আচার-ব্যবহার বর্জন, কিংবা
 বর্জনের ইচ্ছাও করিনা ; কারণ তাহা করা মানবতার বহির্ভূত । যিনি
 মননশীল হইয়া সকলের সুখ-দুঃখ ও লাভালাভ নিজের স্থায় মনে করেন,
 এবং যিনি শক্তিশালী অস্বায়কারীকে ভয় করেন না, কিন্তু দুর্বল ধর্ম্মাচারী
 হইতেও ভীত হন, তাহাকেই মনুষ্য বলে । কেবল তাহাই নহে, কিন্তু ধর্ম্মাচারী
 যতই অসচায়, দুর্বল ও গুণহীন হউন না কেন, তিনি তাঁহার শক্তি প্রয়োগ করিয়া

তাহাদের রক্ষা ও উন্নতিবিধানে যত্নবান থাকেন এবং তাহাদের প্রিয় আচরণ করেন। অধাৰ্ম্মিক ব্যক্তির সাহায্যকারী, সহায়সম্পন্ন, প্রবলপরাক্রমযুক্ত এবং গুণবান হইলেও তিনি সর্বদা তাহাদের অধঃপতন ও বিনাশ সাধনে সচেষ্ট থাকেন এবং তাহাদের অপ্রিয় আচরণ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, যতদূর সম্ভব, অশ্রায়-কারীদিগকে সর্বতোভাবে হীনবল এবং শ্রায়কারীদিগকে শক্তিশালী করিবার জন্ত দারুণ দুঃখভোগ, এমন কি প্রাণ বিসৰ্জন করিতে হইলেও এই মানবতাক্রম ধৰ্ম্মসাধনে পশ্চাৎপদ না হওয়াই মনুষ্যের কর্তব্য।

এ বিষয়ে শ্রীমন্মহারাজ ভৰ্তৃহরি এবং অশ্রায় জ্ঞানীদিগের রচিত কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

* নিন্দস্ত নীতিনিপুণা, যদি বা স্তবস্ত,

লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেক্টম্ ॥

অতৌব বা মরণমস্ত যুগান্তরে বা

শ্রায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥১॥ ভৰ্তৃহরিঃ ।

ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্,

ধৰ্ম্মং ত্যজেজ্জীবিতশ্যাপি হেতোঃ ।

ধৰ্ম্মো নিত্যঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে,

জীবো নিত্যো হেতুরশ্র ত্বনিত্যঃ ॥ ২ ॥ মহাভারতে ।

এক এব সুহৃদ্ধৰ্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ ।

শরীরেণ সমং নাশং সৰ্ব্বমশ্রদ্ধি গচ্ছতি ॥ ৩ ॥ মনুঃ ।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পস্থা বিততো দেবদানঃ ।

যেনাক্রমন্ত্যযয়ো হাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যশ্চ পরমং নিধানম্ ॥৪॥

নহি সত্যং পরো ধৰ্ম্মো নানৃত্যং পাতকং পরম্ ।

নহি সত্যং পরং জ্ঞানং তস্যাং সত্যং সমাচরেৎ ॥ ৫ ॥ উপনিষদ্ ॥

* ১। সাংসারিক নীতিনিপুণ লোকেরা নিন্দা বা স্তুতি করুক, ধন-সম্পদ আশুক বা যাউক, অজ্ঞাই কিংবা যুগান্তরে মৃত্যু হউক, জ্ঞানিগণ কখনও শ্রায় পথ হইতে বিচলিত হন না।

২। কামনা, ভয় অথবা লোভবশতঃ, এমন কি প্রাণরক্ষার জন্তও ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ধৰ্ম্ম নিত্য, কিন্তু সুখ-দুঃখ অনিত্য; জীব নিত্য কিন্তু তাহার পাপপুণ্যরূপ হেতু অনিত্য।

এ সকল মনস্বীরচিত শ্লোকের মৰ্মানুসারে সকলেরই দৃঢ়নিশ্চয় থাকা কর্তব্য। যে যে বিষয়ে আমার যেরূপ বিশ্বাস, এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে। এই গ্রন্থের পৃথক পৃথক প্রকরণে এসকল বিষয়ের বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

১। প্রথমতঃ, “ঈশ্বর”—বঁাহার ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা প্রভৃতি নাম, যিনি সচ্চিদানন্দাদি লক্ষণযুক্ত, বঁাহার গুণ, কর্ম ও স্বভাব পবিত্র, যিনি সর্ববজ্র, নিরাকার, সর্বব্যাপক, জগদ্রহিত, অনন্ত, সর্বশক্তিমান, দয়ালু, জ্ঞায়কারী, সকল সৃষ্টির কর্তা, ধর্তা, হর্তা এবং সত্য ও জ্ঞানানুসারে জীবদিগের কর্মফলদাতা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত, তাঁহাকেই পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করি।

২। চারি “বেদ”কে—(বিজ্ঞা ধর্মযুক্ত, ঈশ্বরপ্রণীত, সংহিতা মন্ত্র-ভাগকে) অত্রাস্ত ও স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করি। বেদ স্বতঃপ্রমাণ, বেদের প্রমাণ অণ্ড কোন গ্রন্থসাপেক্ষ নহে। যেমন সূর্য্য ও প্রদীপ স্বভাবতঃ স্ব স্ব স্বরূপ প্রকাশ করে এবং ভূমণ্ডল প্রভৃতিরও প্রকাশক, চারি বেদও সেইরূপ। চারি বেদের ব্রাহ্মণ, ছয় অঙ্গ, ছয় উপাঙ্গ, চারি উপবেদ এবং ১১২৭ (এগার শত সাতাইশ) শাখা আছে। এসকল গ্রন্থ ব্রহ্মাদি মহর্ষিরচিত বেদব্যাখ্যা স্বরূপ পরতঃ প্রমাণ। এগুলি বেদানুকুল হইলেই প্রমাণ ; তন্মধ্যে বেদবিরুদ্ধ বচনগুলিকে অপ্রমাণ মনে করি।

৩। ধর্মাদর্শ—বেদের অবিরুদ্ধ পক্ষপাতরহিত, জ্ঞানোচরণ, সত্যভাষণ এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ইত্যাদি “ধর্ম”। বেদবিরুদ্ধ পক্ষপাতযুক্ত অন্ত্যোচরণ, মিথ্যাভাষণ এবং ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন ইত্যাদি “অধর্ম”।

৪। জীব—যাহা ইচ্ছা, ঘেষ, স্পৃহ, হিংসা এবং জ্ঞানাদি গুণযুক্ত; অল্পজ্ঞ এবং নিত্য তাহাকে “জীব” মানি।

৫। ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ—ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ বৈধর্ম্য্য বশতঃ ভিন্ন ; কিন্তু, ব্যাপ্য ব্যাপকত্ব ও সাধর্ম্য্য বশতঃ অভিন্ন। অর্থাৎ যেমন মূর্ত্ত জল আকাশ হইতে কখনও পৃথক ছিল না, পৃথক নহে এবং

৩। ধর্মই একমাত্র মুক্ত্যন্তঃ ; ধর্মই মৃত্যুর পর অমুগমন করে। অণ্ড সমস্তই শরীরনাশের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

৪। সত্যেরই জয়, মিথ্যার জয় কদাপি নহে। সত্যের দ্বারা বিদ্বান্দিগের পথ বিস্তৃত হয়। সত্যবলে ঋষিগণ পূর্ণকাম হইয়া পরমাত্মরূপে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

৫। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম ও জ্ঞান নাই, মিথ্যা অপেক্ষা জঘন্য পাপ নাই। অতএব সর্বদা সত্যোচরণ করিবে।

পৃথক থাকিবেনা, সেইরূপ পরমেশ্বরের সহিত জীবের ব্যাপ্য ব্যাপক, উপাস্য উপাসক এবং পিতা পুত্র ইত্যাদি সম্বন্ধ স্বীকার করি।

৬। ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতি—প্রথম ঈশ্বর, দ্বিতীয় জীব এবং তৃতীয় প্রকৃতি অর্থাৎ জগতের কারণ—এই তিন পদার্থ “অনাদি”, ইহাকে নিত্যও বলে। নিত্য পদার্থের গুণকর্মস্বভাবও নিত্য।

৭। “প্রবাহরূপে অনাদি”—সংযোগজ ভ্রব্য, গুণ ও কর্ম বিরোগের পর থাকে না; কিন্তু যে সামর্থ্য প্রথম সংযোগের কারণ, তাহা ঐ সকলের মধ্যে অনাদি। তদ্বারা পুনরায় সংযোগ ও বিরোগ ঘটয়া থাকে। এই তিনটিকে প্রবাহরূপে অনাদি বলিয়া মানি।

৮। “সৃষ্টি”—পৃথক পৃথক ভ্রব্যসমূহের জ্ঞান ও যুক্তি পূর্বক মিলিত হইয়া নানারূপে গঠিত হওয়ারূপে সৃষ্টি বলে।

৯। “সৃষ্টির প্রয়োজন”—সৃষ্টিদ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টিনিমিত্ত গুণকর্মস্বভাবের সফলতা হয়; যেমন যদি কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে, “নেত্রের প্রয়োজন কি”? সে উত্তরে বলে “দর্শন”। সেইরূপ সৃষ্টিদ্বারাই পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তির সফলতা এবং জীবের সমুচিত কর্মফলভোগ ইত্যাদি সম্ভব।

১০। “সৃষ্টি সাকর্ষক”—সৃষ্টিরচনা দেখিলেই সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেহেতু পদার্থসমূহের মধ্যে এমন সামর্থ্য নাই যে, নিজে নিজে যথাযোগ্য মিলিত হইয়া বীজাদিস্বরূপে নির্মিত হইতে পারে, অতএব সৃষ্টিকর্তা অবশ্য আছেন।

১১। “বন্ধ” সনিমিত্তক—অবিদ্যাই বন্ধনের হেতু। ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্নের উপাসনারূপ পাপকর্ম এবং অজ্ঞান প্রভৃতির ফল হ্রঃখ, এই হ্রঃখের নাম বন্ধন; কারণ অনিচ্ছা সত্বেও ইহা ভোগ করিতে হয়।

১২। “মুক্তি”—সর্ববিধ হ্রঃখ ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্বব্যাপক ঈশ্বর এবং তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করাকে মুক্তি বলে। নির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত মুক্তির আনন্দ ভোগ করিবার পর পুনরায় জীবকে সংসারে আগমন করিতে হয়।

১৩। “মুক্তির সাধন”—ঈশ্বরোপসনা অর্থাৎ যোগাভ্যাস, ধর্ম্মানুষ্ঠান, অন্ধকর্ষ্যদ্বারা বিদ্যোপার্জন, আশু বিদ্বান্দিগের সংসর্গ, সত্যবিদ্যা, সুবিচার এবং পুণ্যকার ইত্যাদি মুক্তির সাধন।

১৪। “অর্থ”—যাহা ধর্ম্য দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অর্থ, যাহা অধর্ম্য দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহা অনর্থ।

১৫। “কাম”—যাহা ধর্ম্য ও অর্থ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে কাম বলে।

১৬। “বর্ণাশ্রম”—গুণ ও কর্মের যোগ্যতানুসারে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা স্বীকার করি।

১৭। “রাজা”—যিনি শুভ গুণকর্মস্বভাবদ্বারা প্রকাশমান; যিনি পক্ষপাতরহিত হইয়া ত্রায় ও ধর্ম্যানুসারে প্রজাদিগের সহিত পিতৃবৎ আচরণ করেন এবং তাহাদিগকে পুত্রতুল্য জানিয়া তাহাদের উন্নতি ও সুখবৃদ্ধিকল্পে সর্বদা যত্নবান থাকেন, তাঁহাকে রাজা বলে।

১৮। “প্রজা”—যাঁহার গুণকর্ম্য স্বভাব পবিত্র, যিনি পক্ষপাতরহিত হইয়া ত্রায় ও ধর্ম্যাচরণ সহকারে রাজা ও সর্বসাধারণের উন্নতি কামনা করেন এবং যিনি রাজার বিরুদ্ধে বিজ্রোহ না করিয়া তাঁহার সহিত পুত্রবৎ আচরণ করেন, তাঁহাকে প্রজা বলে।

১৯। “শ্রায়কারী”—যিনি সর্বদা বিচার পূর্বক অসত্যবর্জন ও সত্যগ্রহণ করেন, যিনি অশ্রায়কারীদিগকে বিভাড়িত করিয়া শ্রায়কারীদিগের উন্নতি বিধান এবং নিজের ত্রায় সকলের মুখ কামনা করেন, তিনিই শ্রায়কারী। আমি তাঁহার আচরণ সঙ্গত মনে করি।

২০। “দেব”—বিদ্বানদিগকে “দেব”, মুখদিগকে “অমুর”, পাপীদিগকে “রাক্ষস” এবং অনাচারীদিগকে “পিশাচ” মনে করি।

২১। দেবপূজা—পূর্বোক্ত বিদ্বান, মাতা, পিতা, আচার্য্য, অতিথি, শ্রায়বান্ রাজা, ধর্ম্যাশ্রা, পতিব্রতা স্ত্রী এবং স্ত্রীব্রত পতি—ইহাদের সম্মানকে দেবপূজা এবং তাহার বিপরীত আচরণকে অদেব পূজা বলি। ইহারাই পূজ্য। পাষণ-নির্ধিত জড়মূর্ত্তিকে সর্বধা অপূজ্য মনে করি।

২২। “শিক্ষা”—যদ্বারা বিভা, সভ্যতা, ধর্ম্যপরায়ণতা এবং জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি বর্দ্ধিত ও অজ্ঞতা প্রভৃতি দূরীভূত হয়, তাহাকে শিক্ষা বলে।

২৩। “পুরাণ”—ভাগবতাদি গ্রন্থ পুরাণ নহে; কিন্তু ব্রহ্মাদি রচিত “ঐতরেয়” প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহেরই নাম পুরাণ, ইতিহাস, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী বলিয়া মনে করি।

২৪। “তীর্থ”—সত্যভাষণ, বিভাচর্চা, সংসঙ্গ, যমাদি যোগাভ্যাস, পুরুষকার এবং বিজ্ঞানান প্রভৃতি যে সকল শুভকর্ম্যদ্বারা দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সে সকলকে তীর্থ বলি, অশু জলস্থলপ্রভৃতি তীর্থ নহে।

২৫। “প্রারক ও পুরুষকার”—যেহেতু পুরুষকার হইতে সঞ্চিত প্রারক উৎপন্ন হয় এবং পুরুষকার সুপরিচালিত হইলে সমস্তই শুদ্ধ ও বিকৃত হইলে সমস্তই বিকৃত হয়, অতএব প্রারক অপেক্ষা পুরুষকার শ্রেষ্ঠ।

২৬। “মনুষ্টোর কর্তব্য”—সুখ-দুঃখ এবং লাভালাভ বিষয়ে সকলের সহিত আত্মবৎ ব্যবহার করা শ্রেয়ঃ ; বিপরীত আচরণ নিন্দনীয়।

২৭। “সংস্কার”—যদ্বারা শরীর, মন এবং আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, তাহার নাম সংস্কার। গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত বোড়শবিধ সংস্কারকে কর্তব্য বলিয়া মনে করি। দাহান্তে মৃতের জ্ঞান করণীয় কিছুই নাই।

২৮। “যজ্ঞ”—বিদ্বান্দিগের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন, শিল্পকার্যে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান উপযোগ, বিজ্ঞানদান, শুভগুণবৃদ্ধি এবং অগ্নিহোত্ৰানুষ্ঠানকে যজ্ঞ বলে। অগ্নিহোত্ৰ দ্বারা বায়ু, বৃষ্টি, জল এবং ওষধি পবিত্র হয় ; তাহাতে জীবগণ সুখানুভব করে। ইহাকে উত্তম মনে করি।

২৯। শ্রেষ্ঠ মনুষ্যদিগকে “আর্য্য” এবং দুইপ্রকৃতি মনুষ্যদিগকে “দম্বা” বলে। আমারও এই মত স্বীকার্য্য।

৩০। “আর্য্যাবর্ত্ত”—এ দেশের নাম “আর্য্যাবর্ত্ত”, কারণ আদি সৃষ্টি হইতে আর্য্যগণ এ দেশে বাস করিতেছেন। আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিক্র্যাচল, পশ্চিমে অটক নদী এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডের নাম “আর্য্যাবর্ত্ত”। বাঁহারা এদেশে চিরকাল বাস করিতেছেন, তাঁহাদের নাম আর্য্য।

৩১। “আচার্য্য”—যিনি সাক্ষোপাঙ্গ বেদের অধ্যাপক, যিনি সত্যাচার গ্রহণ এবং মিথ্যাচার বর্জন করান, তাঁহাকে আচার্য্য বলে।

৩২। “শিষ্য”—যিনি সত্যবিজ্ঞা ও সত্যশিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত ; যিনি ধর্ম্মশাস্ত্রা ও বিজ্ঞানাজ্ঞী এবং যিনি আচার্য্যের প্রিয় আচরণ করেন, তাঁহাকে শিষ্য বলে।

৩৩। “গুরু”—মাতা এবং পিতা গুরু ; ভ্রাতৃত্বীত বাঁহার উপদেশে সত্যগ্রহণ এবং অসত্য বর্জন করা হয়, তাঁহাকেও গুরু বলে।

৩৪। “পুরোহিত”—যিনি যজ্ঞমানের হিতকারী এবং সত্যোপদেশী, তাঁহার নাম পুরোহিত।

৩৫। “উপাধ্যায়”—যিনি বেদের অংশ বিশেষ কিংবা বেদাঙ্গসমূহের অধ্যাপক, তাঁহার নাম উপাধ্যায়।

৩৬। “শিষ্টাচার”—ধর্ম্মাচরণ ও ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা বিজ্ঞানাভ করিয়া প্রত্যক্ষাদি

প্রমাণের সাহায্যে সত্যাসত্য নির্ণয় করাকে শিষ্টাচার বলে। যিনি তাহা করেন তিনি শিষ্ট।

৩৭। “প্রমাণ”—প্রত্যক্ষাদি অষ্টবিধ প্রমাণ স্বীকার করি।

৩৮। “আপ্ত”—যিনি বসার্থ বক্তা ও ধর্ম্যাত্মা এবং যিনি সকলের মুখের জন্ত সচেষ্ট থাকেন, তাঁহাকেই আপ্ত বলি।

৩৯। “পরীক্ষা”—পরীক্ষা পাঁচ প্রকার। প্রথমতঃ ঈশ্বর ও তাঁহার গুণ-কর্ম-স্বভাব এবং বেদবিজ্ঞা; দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষাদি অষ্টবিধ প্রমাণ; তৃতীয়তঃ, সৃষ্টিক্রম; চতুর্থতঃ, আপ্তদিগের ব্যবহার; পঞ্চমতঃ নিজ আত্মার পবিত্রতা এবং বিজ্ঞা। এই পঞ্চবিধ পরীক্ষা দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্যবর্জন করা কর্তব্য।

৪০। “পরোপকার”—যদ্বারা সকলের দুঃখাচার ও দুঃখ দূরীভূত এবং শিষ্টাচার ও মুখ বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে পরোপকার বলে।

৪১। “স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র”—জীব নিজ কর্মে স্বতন্ত্র, কিন্তু কর্মের ফলভোগ বিষয়ে ঐশ্বরিক বিধানের পরতন্ত্র। পরমেশ্বরও সেইরূপ তাঁহার সত্য ও মঙ্গল কর্মে স্বতন্ত্র।

৪২। “স্বর্গ”—অতীত মুখভোগ এবং তাহার সাধনপ্রাপ্তির নাম “স্বর্গ”।

৪৩। “নরক”—অতীত দুঃখভোগ ও দুঃখের সাধনপ্রাপ্তির নাম নরক।

৪৪। “জন্ম”—শরীর ধারণ পূর্বক প্রকট হওয়ার নাম জন্ম। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভেদে জন্ম ত্রিবিধ।

৪৫। “জন্ম ও মৃত্যু”—শরীরের সহিত জীবাশ্মার সংযোগ হওয়াকে জন্ম এবং বিরোগ হওয়াকে মৃত্যু বলে।

৪৬। “বিবাহ”—স্বেচ্ছায় প্রকাশ্যভাবে বধাবিধি পাণিগ্রহণের নাম বিবাহ।

৪৭। “নিয়োগ”—বিবাহের পর পতির মৃত্যু ঘটিলে কিংবা অজ্ঞ কোন কারণে পতিবিরোগ ঘটিলে, কিংবা পতির স্থায়ী নপুংসকর প্রভৃতি রোগে, স্ত্রীর স্ববর্ণ অথবা তদপেক্ষা উচ্চ বর্ণ পুরুষ দ্বারা এবং আপৎকালে পুরুষের তাদৃশ স্ত্রীতে সম্মানোৎপত্তি করাকে নিয়োগ বলে।

৪৮। “স্তুতি”—গুণজ্ঞান, গুণকীর্তন এবং গুণপ্রবণের নাম স্তুতি। স্তুতির ফল স্ত্রীতি ইত্যাদি।

৪৯। “প্রার্থনা”—যে জ্ঞান-বজ্ঞানাদি নিজশক্তির অতীত, কিন্তু ঈশ্বরের

সহিত যোগবশতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঈশ্বরের নিকট তাহা যাক্সা করাকে প্রার্থনা বলে। প্রার্থনার ফল নিরহঙ্কার ইত্যাদি।

৫০। “উপাসনা”—ঈশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাবের জ্ঞান নিজের গুণ-কর্ম-স্বভাব পবিত্র করা এবং ঈশ্বর সর্বব্যাপক, আমি তাঁহার নিকটে আছি এবং তিনি আমার নিকটে আছেন, এইরূপ জ্ঞানসহকারে যোগাভাস দ্বারা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করার নাম উপাসনা। উপাসনার ফল জ্ঞানোন্নতি ইত্যাদি।

৫১। সগুণ ও নিগুণ “স্তুতি প্রার্থনা উপাসনা”—পরমেশ্বরে যে সকল গুণ বিদ্যমান তাঁহাকে সে সকল গুণবিশিষ্ট এবং যে সকল গুণের অভাব, সে সকল গুণরহিত জানিয়া প্রশংসা করাকে যথাক্রমে সগুণ ও নিগুণ স্তুতি বলে। শুভগুণগ্রহণ এবং দোষবর্জন্যর্থ পরমাত্মার সহায়তা প্রার্থনা করাকে যথাক্রমে সগুণ ও নিগুণ প্রার্থনা বলে। পরমেশ্বর সর্বগুণময় এবং সর্বদোষরহিত জানিয়া নিজ আত্মাকে তাঁহাতে এবং তাঁহার আজ্ঞার সমর্পণ করাকে সগুণ এবং নিগুণ উপাসনা বলে।

আমার সিদ্ধান্ত সমূহ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। এ সকলের বিশেষ ব্যাখ্যা এই “সত্যার্থ-প্রকাশে” বিভিন্ন প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। “ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা” গ্রন্থেও এ সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল বিষয় সকলের পক্ষে বিশ্বাসের উপযুক্ত, আমিও সে সকল বিশ্বাস করি; যেমন সকল মতেই সত্যবাদিতা শ্রেষ্ঠ, অসত্যবাদিতা হেয়; এইরূপ সিদ্ধান্ত আমিও মানি। মত-মতান্তরের বিরোধ আমার নিকট প্রীতিকর নহে। কারণ, সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচারের ফলে মনুষ্যেরা অন্ধবিশ্বাসে জড়িত হইয়া পরম্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমি অসত্য খণ্ডন এবং সত্যপ্রচার দ্বারা সকলকে একই মতে আনিবার জন্ত যত্নবান রহিয়াছি। আমার অভিপ্রায় এই যে, সকলে বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম্পর পরম্পরের প্রতি পরমপ্রীতিপরায়ণ হউক এবং সকলেই পরম্পরের সাহায্যে সুখী হউক। সর্ববলক্ষ্মিমান পরমাত্মারও সহায়তা এবং আগুদিগের সহানুভূতি প্রভাবে আমার এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বর পৃথিবীর সর্বত্র প্রসারিত হউক। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা সকলে সহজে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সিদ্ধ করিয়া উন্নতি ও আনন্দ লাভ করিতে থাকুন। ইহাই আমার জীবনের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

অলমতিবিস্তরেণ বুদ্ধিমদ্ব্যর্থ্যে ॥

ওম্ শমো মিত্রঃ শং বরুণঃ । শমো ভবত্বর্ষ্যমা ॥ শম ইন্দ্রো
 বৃহস্পতিঃ । শমো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ । নমো ব্রহ্মণে । নমস্তে বায়ে ।
 ক্ষমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি । ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্ ।
 স্মৃতমবাদিষম্ । সত্যমবাদিষম্ । তন্মামাবীৎ । তদ্বস্তারমাবীৎ । আবীণ্যাম্ ।
 অবীত্বস্তারম্ । ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

সমাপ্তোহয়মুক্তরাক্ষঃ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যাণাং পরমবিহ্বাং শ্রীবিরজানন্দসরস্বতী স্বামিনাং
 শিষ্যেণ শ্রীমদয়ানন্দসরস্বতীস্বামিনা বিরচিতঃ স্বমন্তব্যামন্তব্যসিদ্ধান্তসমন্বিতঃ
 সূত্রমাণযুক্তঃ সূত্ৰাবাবিভূষিতঃ সত্যার্থপ্রকাশোহয়ং
 গ্রন্থঃ সম্পূর্তিমগমৎ ॥

সম্পূর্ণঃ

বর্ণানুক্রমিক প্রমাণসূচী

অ			
এই সমুদায়বিষয়!	৪৮৮	অথোদরমন্তরণ কুরুতে	২১২
অকামগ্র ক্রিয়া	৫০, ২৭৮	অদণ্ডান্ দণ্ডয়নরাজা	১৭৯
অগ্নি বায়ুরবিভ্যস্ত	২১৬	অদৃষ্টঃ বিজ্ঞা	৬৪
অগ্নিক্রমে জনং শীতং	৪৫২	আত্তিগ্রাভাগি	৩৬, ৯১
অগ্নি বৈধিকো ভূবনঃ	৩১৭	অন্ততে অত্তি চ ভূতানি	১২
অগ্নি বর্ষ অংশঃ	৩০৯	অদেবব্যাপতিয়ী	১১২
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাঃ	৪৫২	অধর্মচর্যয়া পূর্বোবর্ণো	৯০
অগ্নিহোত্রং সমাদায়	১২৯	অধর্মদণ্ডনং লোকে	১৭৯
অগ্নে নয় স্থপথা রায়ে	৯৫	অধর্মোদৈশধতে তাবৎ	১০৭
অগ্নে অগ্নবেদো বাযো	২১৭	অধোদৃষ্টি নৈকৃতিকঃ	১০৯
অগ্নেবর্ষং প্রথমমুখা	২৫৮	অব্যক্ষান্ বিবিধান্	১৫৬
অজ্ঞাদজ্ঞাং সমুদায়	১২৫	অধ্যাপনমধ্যায়ন	৯১
অজ্ঞামেকাং	২০০, ২২৩	অধ্যাপনং ব্রহ্মবজ্জঃ	১০১
অজ্ঞোভবতি বৈ	১৮৯, ৪৩৪	অধ্যায়রতিরাসীনো	১৩৪
অগ্নমহনিতি	৬২	অনন্ডবান্দাধার পৃথিবী	২৪৫
অতএব চানুগাধি	৩১১	অনাদেরাগম	৪৭০
অতপা হননীয়ানঃ	১০৮	অনাহুতঃ প্রবিশতি	১১৪
অতপ্ততর্ন	৩১১, ৩৩২	অনাবৃষ্টিঃ শঙ্কাদনা	২৫৮
অতিগিদেবোভব	২৮৩	অনিত্যাস্তচিত্তঃখা	২৫০
অতিথিগৃহীনাগচ্ছৎ	৩৪৫	অনিমিত্ততো ভাবোৎ	২৩০
অত্রপূর্বাঃ মহাদেবঃ	৩৫১	অনুপপত্তেস্ত ন শারীরঃ	৩২২
অভ্য চরাচর গ্রহণাৎ	১২	অনুপপত্তঃ পরিজ্ঞায়	১৭৯
অত্র নাস্তিকা আহুঃ	২৩০	অনুপপত্তঃ শুচিদক্ষঃ	১৫৩
অথ কিমেতৈব	২৯৮	অনুপপত্তঃ সাবউ	৪৯৯
অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধ	১৩	অনেন ক্রমযোগেন	৪৮
অথ তৎচচনেনৈব	৪৭১	অনেন বিবিনা সর্ক	১৩৫
অথ ত্রিবিধ দুঃখা	২১, ২৭৭	অনেন অন্নান জীবে	২০৭
অথ যানি অষ্টাচত্বারিংশ	৪২	অন্তর্যামাধিদেবাদিনু	৩২২
অথ যানি চতুশ্চত্বা	৪২	অন্তঃ শাক্তাঃবহিঃশৈবাঃ	৩৯১
অথ যোগাভ্যাসনম্	২১	অন্তঃশাক্তাঃপদেব্যাঃ	৫২২
অথ শাক্তাভ্যাসনম্	২১	অন্তঃশাক্তাঃপ্রবিশন্তি	৩৩৯
অথাতো পক্ষিজ্ঞাসা	২১	অন্তঃ হি গোঃ	৩০৯
অথাতোপক্ষঃ বাধ্যা	২১	অন্তঃ শাক্তাঃসর্কদোষাণাং	৪১০
অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা	২১	অন্তঃশাক্তাঃশুভগে পতিং	১২৪
অথ জ্ঞানান্নিতো বৈভা	৪৬২	অন্তঃশাক্তাঃপ্রকৃষ্যত	১৪৩
		অপরাধান্নপন্নং যুগপৎ	৪৮
		অপানি পাদোজ্জ্বলো	১৯৮
		অপি যৎস্বকরং কৰ্ম	১৫৩
		অপাং সমীপে নিয়তো	৩৮
		অপ্রযুক্তঃ স্ত্রীার্থে	১০০
		অপ্পু নীততা	৫৭
		অভাবাদ্ ভাবোৎপত্তি	২৩০
		অভ্যাসি বিজ্ঞাতীনঃ	২৮৮
		অভাবং বাদরিরাহ	২৫১
		অভিবাদনশীলম্	৪৭
		অভ্যাস মঞ্জনাচাক্ষোঃ	৪৮
		অভ্যাদমামি সমিধ	১৩০
		অমাতো দণ্ডায়তো	১৫৪
		অমায়ৈব বর্তেত	১৫৯
		অয়মায়াব্রহ্ম	২০৫
		অস্মিৎ দেবো স্তুতক	৪৮৪
		অর্চত প্রার্চত প্রিয়	৩৪৫
		অর্থকামেষসক্তানাং	৫১, ২৭৯
		অর্থ সম্পদনার্থং	১৭১
		অর্থানুপার্জ্য বহুশো	৪৫৯
		অলঙ্ক চৈবলিপ্সেত	১৫৯
		অলঙ্কমিচ্ছেন্দণ্ডেন	১৫৯
		অভিচার্যং বহুধাবর্ত	১৩২
		অভিচার্য মন্তরে	১৩২
		অভিচার্য শিতারাগদেবা	২৬৪
		অব্যাক্ষীং সৌমান্যী	৮১
		অত্রতানামমন্ত্রাণাং	১৪৯
		অষ্টবর্ষা ভবেদ গোত্রী	৮১
		অষ্টাদশ পুবাণানাং	৩৬১
		অষ্টাপাং তু শূদ্রম্	১৮০
		অষ্টমাত্রাহি শিল্পং	৫৫৩
		অষ্টালন্তংগবালন্তং	১২৬
		অষ্টশত সমুচ্ছাদো	১১৪
		অসতো মা সদগময়	১৯৫
		অসদ্ বা ইদমগ্রাসীৎ	২২৪
		অসপি গুচা যা মাতুঃ	৭৮
		অস্তেদং কাব্যং কারণং	৬৪

অশ্লিষ্ট ৮	৩২২
অহঙ্কৃত্যবেশেত	১৮২
অহম্মমহম্মম্	১২
অহম্মিহ্মো ন পরাজি	১৮৬
অহং ব্রহ্মাশ্চি	২০৫
অহং ভুবং বসুনঃ	১৮৬
অহিংসয়েজিয়াসট্কে:	১৩২
অহং ভৈরবন্তং ভৈরবী	৩৬
অহিংসয়েব ভূতা	৪৮, ২৮১
অহিংসাস্থতা	৫৮

আ

আকার সহিতা বুদ্ধি	৪২৩
আকৃষেণ রতসা	২৪৬, ৩৭১
আচারান্নভতে জায়ু:	১১১
আচারাদ্বিচ্যুতো	৫১
আচারঃ পরমো ধর্ম:	৫০
আচারঃ প্রথমো ধর্ম:	২৮৩
আচার্য উপনয়মানো	২৮৩
আচার্য ব্রহ্মচর্যেণ	৩৪৫
আচার্যদেবো ভব	২৮৩
আজ্যংমেষ:	৫০৯
আজ্ঞজ্ঞানং সমারম্ভ:	১১২
আঠৈব হাথনোসাকী	১৭৭
আঠৈবেদনগ্র আসীং	২২৬
আদানমগ্রিয়করং	১৬৯
আদাবন্তে চ	২২৬
আদিত্য সংযোগাৎ	৫৮
আধেনবো ধুনয়স্তাম	৮২
আধেরশক্তিযোগ	৬৪
আনাঃ অংশকলা:	৪৩৫
আপো নরা ইতি	১১
আপ্তোপদেশঃ শব্দ	৫২
আপ্তাঃ সর্কেষু বর্ণেষু	১৭৬
আপ্তিং সর্ককার্য্যাণাং	১৬৭
আপ্তাঃ গুণদোযজ্ঞ:	১৬৭
আপ্তো পুষ্করক্রমীং	১৪৬
আপ্ত কুচিচা ধৈর্য	২৭২
আপ্ততা পুরুষজ্ঞানং	১৭১
আপ্তাধিষ্ঠিতা বা পুত্রা:	২৮৬

আলভ্যং মদমোহো চ	১১৩
আলোপনিষদ্	৬৬৯
আবৃত্তানাং কুরুকুলাদ্	১২৬
আসনং চৈব যানং চ	১৫
আসমুদ্রাতুর্বৈ পূর্বাং	২৪১
আসীদীদং তমো	২২৭
আহনয় মিথোহন্তোং	১৫৬

ই

ইচ্ছাঘেষ প্রযত্ন	৫৮, ২০৪
ইতরথাক্ষ পরম্পরা:	৫০১
ইতহেমমিতি যতন্তু দ্বিগুণ:	৫৮
ইতিহাস পুরাণম্	৫৬১
ইতিহাসপরগাভ্যাং	৩৬১
ইতি বৈরাগ্যো	৩৭২
ইত্যপি নিগনো ভবতি	২১৮
ইদানীমিব সর্কত্র	২৭৮
ইন্দ্রাণিলদমাকাণাম	১৪৭
ইন্দ্রিয়দোষাং সংস্কার	৬৩
ইন্দ্রাষ্টদশভি:	৩০৩
ইন্দ্রিয়নাং জয়ে যোগ	১১০
ইন্দ্রিয়নাং নিরোপেণ	১৩৪
ইন্দ্রিয়নাং প্র-৭, ২৭১, ২৮০	
ইন্দ্রিয়নাং বিচর ৫৬, ২৮০	
ইন্দ্রিয়নাং নিরোপেণ	১৩৪
ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎ ৫৩, ১৮৯	
ইন্দ্রো জয়াতি ন পরা	১৪৫
ইন্দ্রা মিত্রঃ বরুণমগ্নি	৩
ইমং মগ্নং পত্নী পঠেৎ	২৬
ইমদেবা অসপত্ন ১৪৬, ১৭১	
ইমাং স্বমজ্ঞ নীত:	১১৮
ইয়ং বিশৃঙ্খিত আবৃত্তা	২২১
ইহেমমিতি যত:	

ঈশ্বরাসিদ্ধে:	২০০
ঈশাবাস্তমিদং সর্ক:	১৮৬
ঈশ্বরঃ কারণং পরমকর্ম	১৩০

উ

উচ্চাদাদার পৃথিবীমুত	২৪৫
উচ্চাসত্ত্বাপৃথিবী	২৮৫

উচ্চাবচেষু ভূতেষু	১৩৫
উতস্বঃ পশুন্ন দদশ	৬৯
উতশৃঙ্গেউতার্যো	২৪২
উৎক্ষেপণমবক্ষেপণ	৬০
উথার পশ্চিমে যামে	১৬৪
উৎপত্ত্যন্তোচাবন্তেচ	৩৫১
উদর্ঘ নার্যাতিজীব	১১১
উপস্থগুদরং জিহ্বা	১৭৯
উপদেগ্ণোপদেষ্ট্রাং	৫০৫
উনযোডশবর্ষ	৮৩
উপস্থিতং প্রতিজ্ঞাত	২
উপকথ্যারিমাণীত	১৬৯

ঋ

ঋগ্বেদবিদ্যাযজুর্বিদ্য	১৪৯
ঋগ্বেদজং দেবযজ্ঞং ভূত	১০১
ঋচোঅক্ষরে পরমে ৬৯, ১৮৬	
ঋতং চ স্বাধ্যায় প্রাণেন ৪৪	
ঋতুকাশিভিগামী স্তাং	১০৭
ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ	১৩৩
ঋত্বিকপুত্রোহিতচাঠো	১০৮
ঋষয়ো (মন্বন্তরঃ)	২১৮

এ

এক এব গুহ্যদ্রব্ধো	১০৮
একজ- ভবো	৮২
একঃ পাপানি	১১০
একঃ প্রজাপতে গুহ্যদ্রব্ধো	১১০
একমেবতু শৃদন্ত প্রভু:	২৩
একদ্বয়মগুণং	৬০
একঃ শরীত সর্কত্র	৪৯
একঃ শতঃ যোদযতি	১৫৫
একাকিন্শচাত্মিকৈ	১৬৫
একোচপি বেদবিদ্রব্ধং	১৫৯
একোবহুদ্রব্ধীত্যাখ্যানং	১৭৭
একাদশ্যাম্নে পাপানি	৬৮৪
এগো অগ্নু এগো	১৯৯
এতদেব প্রসূতন্ত	১৯৭
এতমগ্নিঃ বদন্ত্যোকে	৩
এতেন দিগন্তরালানি	৭৮
এতেন ন্তিত্য	৬৪

এতেসুহীদং সর্গং বসু	২৪৮
এবং গৃহাশ্রমেস্থিঃ	১২৯
এবংগুণত্যাগাং পূর্বং	৩১১
এবমেবংলু সৌম্যারেন	২২৭
এবং বিজয়মানশু	১৫৯
এবং সর্গ বিধায়	১৬৩
এবং সর্গানিমান্রাজা	১ ২
এষ বোধবিহিতো	১৩৮
এষামনুতম স্থানে	১৭৮
এষ স্থানে বৃত্তিষ্টিং	১৭৪

ঐ

ঐন্দ্রং স্থানমভিপ্রেমু	১৮০
ঐং, ঐীং, ঐীং	১৮৯

ও

ও অগ্নয়ে স্বাচা	১০৪
ও পঞ্চক	৩
ও নমো নারায়ণায়	৩১২
ও ব্রহ্মান্দয়ো দেবাস্তুপ্য	১০২
ও ভূহুবঃ স্বঃ তৎসনি	৪
ও মরীচ্যাদয় ঋনয়সু	১০৩
ও ভূরগ্নয়ে প্রাণায়	৩৯
ও মিত্যোতদক্ষরমুদ্	৩২২
ও মিত্যোতদক্ষরমিদ্	৩২২
ও সাক্ষ্যগায়ৈন্দ্রায় নমঃ	১০৫
ও সত্যানামকর্তাপুরুষ	৩১৯
ও শরো মিত্রং শং বরুণঃ	১
ও সোমসদঃ পিতর	১০৩

ঔ

ঔরসঃ ক্ষেত্রচৈশ্চব	১২৩
কইয়া হোহী দিবসো	৪৯৭
কতম একো দেব	৩৪৫
কত্মানং সম্প্রদানঞ্চ	৩৪,৭৭
কশু নূনং কতমশ্রামতা	২৫৮
ককং অনেগজন্মং	৫০২
কশপঃ কন্ধ্যাং পণ্ডকো	৩৬৭
কশু নূনং কতম্	২৫৮
কামজেনু প্রসক্তোহি	১৫১

কামমামরাভিষ্ঠেং	৮৪
কামাশ্রুতা ন	৪৬,২৭৮
কামাদেশগুণং পূর্বং	১৭৯
কারণভাবাং কার্য্য	৬২
কারণ গুণ	৬২, ২৭
কারণভাবাং কার্য্য	৬২
কার্য্য কারণভাবাক্ষা	৪৫৬
কার্য্যাস্তুরা প্রাহুর্ভাবাক্ষ	৫৭
কার্য্যোপাধিনয়ং জীবঃ	২০৮
কার্য্যাপণং ভবেদগুঃ	১৮০
কিং ভনিমোকিং	৪৯০
কিং গোপি জননি	৪৯২
কুরুনইচুলসী সহসা	৫২৪
কুরুন্নবেহ কৰ্ম্মাণি	১১৬
কুহস্বিন্দোবা কুহবস্তো	১২০
কুন্তিঃ কমণ্ডলুমৌণ্ডং	৪৬২
কুন্তা বিধানং মূলভু	১৬৮
কপ্তকেশনপশ্চাৎ	১০৪
কেশান্তঃ যোড়শে	২৭৯
ক্রিয়াগুণবৎসমবাসি	৫৬
ক্রিয়াগুণব্যপদেশা	৬৩
কুধ্যন্তনং ন প্রতি	১১৫
ক্লেশকৰ্ম্ম বিপাকশ	১২৯
ক্ষণিকাঃ সর্গসংস্কারা	৫৬২
ক্ষত্রিয়শু পরোধর্ম্মঃ	১৬৩
ক্ষীণশু চৈব ক্রমশো	১৬৫
ক্ষিপ্রং বিজানান্তি	১১৫

গ

গঙ্গা গজ্জতি যো	৩৫৮
গন্ধর্বা গুহ্যকা যক্ষা	১০৫
গন্তীরোক্তাম ভেদেন	৪০৯
গতুনরতিপলিয়াউ	৫১১
গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ	১৬৪
গুরু লোভী চেলা	৩৬১
গুরুনাশ্রমতঃ স্নাত্তা	৭৮
গুরুং বা বালবুদ্ধো বা	১৮১
গুরু ব্রাহ্মা গুরুবিষ্ণু	৫৬০
গুরোঃ প্রোতশু শিষ্যস্তু	২৬
গুণ্যাংশ স্থাপয়ে	১৬৮

গুহাং প্রবিষ্টানাত্মানো	৩২২
গৃহস্থস্ত যদা পশ্চৈবলী	১২৯
গ্রামস্থাদিপতিং	১৫০
গ্রামেদোষান্ সমুৎ	১৫০
ঘ	
ঘট্টেকয়া ক্রোশদংশৈ	৩১৬
চ	
চতশ্চৈবস্বাঃ শরীরশু	৪৩
চতুর্ভিরপি চৈত্ববৈত	১৩১
চারগাশ্চ স্থপর্ণাশ্চ	২৭৫
চিতিতন্যাত্ৰেন তদা	৩২১
চিদ চিদ ঘে পরে	৪৬৬
চিয় বন্দন নগো	৫৯৯
চেতনা লক্ষণো জীবঃ	৭৮১
চেসানবং দিয়ঃ	৪৯২

ছ

ছাদয়তাক্মিন্দু	৩৭৬
ছন্দোব্রাহ্মণানি চ	২১৮
ছিন্নেমূলে বক্ষো নশ্রুতি	২০২

জ

জইন কুন্সি তব	৪৮৫
জই জানসি জিন	৪৯৮
জচ্ছ পশুমহিসরলকা	৪১১
জন্মাদশু যতঃ	২২২
জযীদ জিনসম্	৪৯৬
জংবদীপপমানং গুল	৪২৩
জলচন্দন ধূপনৈরথ	৫০০
জচ্ছখানং	৪৯৯
জগাম গোকুলং প্রতি	৩৭১
জলপবিতর স্থলপবি	৩৯৭
জহ জহ তুট্টহ ধম্মো	৪৯০
জাতো বা নচিরং	৮৩
জিগ আণা এ ধম্মো	৪৯৩
জ্ঞানং পরমং গুহ্যং	৩৬৮
জিগবর আনা ভংগং	৪৮৮
জীবেশোচ বিত্তকা	২৮৮
জে অমুণি অণ্ডন	৪৯৫
জোগো	৫৯৫
জোদেইগুচ্ছধম্মং	৪৯৫

জ্যোষ্ঠা যবীয়সো	১২৩	তন্মাদানৌ সর্ক	৪১০	দণ্ডবাহোনতমার্গং	১৬৮
জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি পটৈঃ	৪৬০	তন্মাদ্বা এতন্মাং	৬,২৩১	দশাবরা বা পরিষত্তং	১৪৯
বা		তন্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা	১৮	দশ কামসমুখানি	১৫০
বল্লা মল্ল নটাস্টৈব	২৭৫	তন্মাক্ষয়ং সহায়াতং	১১০	দশমেহহ্নি	
ট		তন্মৈ স বিজ্ঞানু	৪৩২	দহস্তে ধায়মানানং	৩৬,১৩৫
টকা ধর্মষ্টকা কর্ম	৫৩৫	তত্ত্বাহঃ সং প্রণেতারং	১৪৮	দং দুর্গায়ৈ নমঃ	৩৮৯
ত		তত্ত্বমধ্যে সপর্যাপ্তং	১৫৫	দিবিসোমো অধি	২৪৭
ত আকাশেন বিভক্তে	৫৭	তাণং অরন্তনো অধি	৫০২	দিনোহুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ	৩২২
তইয়া হমান অহমা	৪২৬	তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম	৩৩১	দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশ	১৮২
তচ্চৈতত্ত্ববিশিষ্টদেহ	৫৫	তামনেন বিধানেন	১২২	দুঃখমায়তনং চৈব	৪৬১
তং রাজা প্রণয়ন্	১৪৮	তাপসা যতয়ো বিপ্রা	২৭৪	দুঃখজ্ঞপ্রবৃত্তিঃ দোষ	
তং চৈদেতশ্চিন্ বয়সি	৫২	তিচ্ছরানং পূজ্যা	১২৩	দুঃখ সংসারম	৪৬১
তং সভা চ সমিতিশ্চ	১১৫	তিহ্মণ জনং মরং তং	৪৯৫	দুর্বাচারোহি পুরুষো	১১১
তক্ষেদেতশ্চিন্ বয়সি	৪২	তীক্ষ্ণশ্চৈব মুহূশ্চ	১৬৩	দুষ্যোগঃ সর্ববর্গাশ্চ	১৪৮
ততশ্চ জীবনোপায়ো	৪১৩	তেজোরূপ স্পর্শদং	৫৭	দুহিতা দুহিতা	৭৯
তং প্রাতিতং স্বধর্ম্মেণ	৭৮	তেজোহসি তেজো	১২	দৃভং চৈব	৫৩১
ততো বিরাডজায়ত	৫	তেথুলাপল্লৈ নিহসং	৫২১	দৃভ এবহি	১৫৪
তজ্ঞানতত্ত্বং পরমং	৫০২	তে ব্রহ্মলোকৈহ পরাস্ত	২৫৯	দৃষিতোহপি চন্দ্রক্ষয়ঃ	১৩৪
তত্র যং প্রীতি সংজ্ঞং	২৭১	তে ব্রহ্মলোকৈমু	১৩৩	দূরে করণং	৪৯৭
তত্র স্থিতাঃ প্রজাঃ	১৪	তেষাং প্রামাণি	১৫০	দুরকাদী বৃহদ্বাহুঃ	১১১
তত্রাহিংসাসত্য	১৫১২	তেষামর্থ নিমুক্তীভ	১১৯	দৃষ্টিপুতং ত্র্যমেং	৩২,১৭৪
তৎস্বষ্টা তদেবাত্ত	২০৭	তেষামাজমৃগাদনং	১১৩	দেশনাপোকনা	৪৫৯
তং শ্রাদায়দসম্পন্নং	১১৫	তেষাং স্বমতিপ্রায়	১৫৯	দেবত্বং সাদ্বিক্য যাস্তি	২৭৪
তথা কার্য্যং সমর্পেদ	৪১০	তৈঃ সাক্ষং চিত্তয়ে	১১৩	দেবরঃ কস্মাদ	১২১
তদধাশ্রোত্বেহেদ্বার্যাং	১৫১	তং প্রাতিতং স্বধর্ম্মেন	৭৮	দেবরাদঃ সপি গুদা	১৩৩
তদভ্যাস্তবিনোক্ষো	২৫২	তং রাজা প্রণয়ন্	১৪৮	দেবাদীনং ভগং সর্কঃ	৩৭৪
তদাশ্রুকস্তদন্তুর্ধ্যাগী	২০৭	তং সভা চ সমিতিশ্চ	১১৪	দো মসি দো রবি	৫১৮,৫১৯
তদাভিষ্টুঃ স্বরূপেইব	২৭৬	ত্রয়ো নেন্দ্র কর্ত্ত্বরো	১৫১	দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়া	৬১
তদৈক্যত বহুঃ শ্রাং	২২৪	ত্রয়াণামপি	২৭১	দ্রব্যগুণকর্ম্মণাং	৬০
তদ্বৃষ্টজ্ঞানম্	৬৬	ত্রিষপ্যোতেবদন্তং	১০৮	দ্রব্যগুণং দ্রব্যং	৬১
তদ্বিজ্ঞানার্গং	৪১২	ত্রীণি বর্ষাষ্টাদিকৈত	৮৩	দ্রব্যং গুণং	৬১
তন্মামদন্তু তদজ্ঞানং	১	ত্রীণি রাজানো	১৪৪	দ্রব্যং জনবাদক	৪৯
তপত্যা দিত্যাদৈচৈব	১৪৭	ত্রৈবিজ্ঞো চৈতুকস্তর্কী	১৭৯	দ্রব্যশ্রযা গুণবান্	৫৯
তপঃশ্রদ্ধয়ে ত্যপ	১৩০	ত্রৈবিজ্ঞোভ্যস্ময়ীং	১১০	দ্রব্যোত্ত্বরণাং	১৫৯
তপোম্পাবিত্রং বিস্তৃত	১১১	স্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি	১	দ্রব্যো রপ্যোত্ত্বয়োর্মূলং	১৫১
তম আসীন্তমসাগৃঢ়	১২	দ		দ্বাদশাচবজ্জয়বিধং	২৫৬
তমসো লক্ষণং কামো	২৭৩	দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ	১৪৮	দ্বা সপর্ণা সবৃজা	২২২
তন্মাং কাশ্চপ্য ইমাঃ	৩৬৭	দণ্ডোহি স্তমহস্তেজো	১৪৮		
তন্মাদনোদারাত্ত	১০১	দণ্ডস্ত পাতনং চৈব	১৫১	দ্বজ্জর্গং মহীজর্গং	১৫৫

ধর্ম এব ভতো হস্তি	১৭৪	নষ্টে মূলে নৈব	২২০	পংডতাই পানে পড়ী	৪০৬
ধর্মচর্যায়া জগতো বর্ণঃ	২০	ন স্পৃঃ ন বিস্মনাঃ	১৫৬	পনরা লনরকযোয়	৫২১
ধর্মজঃ চ রুতজঃ	১৭১	ন স্বর্গোনাঃ পবর্গো	১৫২	পতিতোহপি দ্বিজঃ	১৬
ধর্মপনজী সদালুক	১০৯	নাভতায়িত্বধে	১৮০	পরীক্ষানোকান্	৩৩০
ধর্ম প্রধানং পুরুষং	১১০	নাধর্মশ্চরিতো লোকে	০৭	পরীক্ষাপ্রিয়া ইব হি	৭৯
ধর্মবিশেষ প্রসূতাদ্	৫৬	নানক ব্রহ্মজানী	১০০	পশুশ্চেন্নহতঃ	৩১০, ১৫৩
ধর্মোন্নিজস্বর্গে	১৭৪	নাপৃষ্ঠঃ কস্তচিদ্ জ্ঞান	২৮১	শূনাং রক্ষণং দান	৯৩
ধর্ম শঠৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্	১০৯	নাপ্রাপ্যমভিবাঙ্কস্ত	১১৩	পানং দুর্জ্জনঃ সংসর্গ	১১৬
ধিক ধিক কপালং	৩২৪	নামুত্র হি সহায়ার্থং	১১০	পাদোহধর্মশ্চ	১৭৫
ধৃতিঃ কমা	১২৫	নায়ুদ্বাসনং প্রাপ্ততঃ	১৫৭	পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব	১৫১
ন		নারায়ণং পদ্মভবং	৪৩৭	পাদোহধর্মশ্চ কঠোরং	১৪
ন কাষ্টে বিগতে	১৩৭	নাবিরতো দুশ্চরিতান	১৩১	পাৰিগুনো বিকর্মস্থান	১০৬
নগরে নগরে চৈকং	১৬০	নাশ্চ ছিদ্রং পরো	১৫৯	পাশ-কো ভগ্নজীৱঃ	৩১৮
ন চাগম বিধিঃ	৪৬৮	নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ	৩৪১	পিতাচার্য্যঃ স্ত্রয়মাভ	১৮০
ন গ্রাহমিতি বাকাং	৪১০	নাস্তি বটোগেহ ইতি	৬৩	পিতৃভিত্তিভূতিশ্চ	৯৮, ৩০৬
ন চতুর্ধৈমিত্যর্থ্য	৫৫	নাসতো বিগতে	২৬৮	পুত্রেষণায়াম্	১৩৩
ন পুনর্নাবর্ততে নচ	২৫৮	নাহং মোহঃ ব্রহ্মি	৪১১	পুনাংসংদাহয়েৎ পাপং	১৮২
ন চ হত্যং স্থলাকটং	১৫৬	নিগ্রহং প্রকৃতীনাং	১৬৬	পুনাগাতখিলানি চ	৩৬১
ন চাত্যর্প প্রদানে	১৬৮	নিন্দ্যাস্বষ্টাস্ চাত্যাস্	২৭	পুনাং বিতা	৩৬১
ন জাতু কামঃ	২৮০	নিভ্যয়াঃ সদরজস্ত	১৩৭	পুর্ব ব্রহ্মেণং সর্বং	২০১
ন ত স্ত্র কার্য্যং	১৯৮	নিভ্যেভানাননিভ্যে	৮	পুরুষো বহবো রাজন্	১০০
ন তস্ত্র প্রতিমা অস্তি	১৫৯	নিয়ত ধর্মসাহিত্যম্	৬৫	পুত্রো দেবদং পতি	৩৫৫
ন তিষ্ঠতি ভূয়ঃ	১০১	নিবর্তিতাত্ম যাবদ্বি	১৫৩	পুত্রমো বাব যজ্ঞস্ত্র	৬২
নতু কার্য্যাতাব্যং	৬২	নিবেদিভিঃ সপৌব	৪১০	পুত্রোহিতং প্রকুর্কীত	১৭৫
ন তেন বাক্তোভবতি	২৮১	নিবেদতে প্রশস্তানি	১৩	পুর্কীদং শকঃ শশ্রমন	৮৫
নয়ুক্রেরে তউপয়ে	৫০২	নিজমণং প্রবেশনমি	৫১	পৃথিব্যাহপন্তেকো	৫৬
ন নিরোধো	২৫১	নেতবোহুপপন্তেঃ	৩২২	পৃথিব্যাদিক্রপদসগন্ধ	৬৫
ন মিত্রকরণদাজ্জ	১৮৮	নেহ নানাস্তি কিলন	২২৭	পৈশুগ্রং সাহসং হোহঃ	১৫১
নমো ব্রহ্মণে	১	নৈতিকো নাস্ত্যনধ্যায়ে	৪৭	প্রচ্ছদন বিহারণা	৩৭
নমো অরিস্তাণং	৫০২	নোচ্ছিন্দানাত্মনোমলং	১৬৩	প্রজানাং রক্ষণং দানম্	৯৩
নক্ষত্রক্ষনদীনায়ীং	৮০	নোচ্ছিষ্টং কস্তচিদ্	২৯১	প্রজানাং ব্রহ্ম	২০৫
নমস্তীর্ণায়চ	৩৫৯	নোদ্ব্যহং কপিনাং	১০০	প্রতাহং লোক দুষ্টেষ্ট	১৮৫
ন বদেদ্যাবনীং	৩২৫	প		প্রতাহং দেশদুষ্টেষ্ট	১৭৩
নব কারণে বিবোধো	৪৯৩	পঞ্চবিশেষতোবমে	৫৩	প্রম্ভাবতারয়ো	৩৭২
ন বেত্তি যো যস্ত	৪৪২	পঞ্চাবয়বাং জগৎসংদিতি	৫১২	প্রত্যক্ষানুমানং চ	৫৬২
ন বৈশম্যদ্রব্যস্ত	১৩৩	পঞ্চাশত্তাং আদেয়ো	১৭৩	প্রদানশক্তিযোগাক্ষেৎ	২০০
ন মাংস ভক্ষণে	৩০৯	পঞ্চেন্দ্রিয়ানি শক্য বা	৪৬২	প্রবৃত্তে তৈরবী চক্রে	৩০৬
ন হায়নৈ ন পশিতৈ	২৮১	পঠিতব্যং তদপি	৩৯৪	প্রমাণানি চ কুর্কীত	১৬২
নষ্টেযুতে প্রভৃতিতে	১২৬			প্রমানান্তাবা	২০০
				প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথা	১১৩

প্রশাসিতারং সর্কেবা	৩	ভভারং লভ্যঃ	১০২	মোলান্ শাস্ত্রবিদঃ	১৫৩
প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাং সাধ্য	৫৪	ভাবোহুত্ববৃত্তেরব	৬২	ম্লেচ্ছ দেশস্থতঃ পরঃ	২৪২
প্রজাপত্যাং নিরূপেষ্টিং	১৩৩	ভরম রোগ তব হি	৮০৩	ম্লেচ্ছ বাচস্প্যর্থাবাচঃ	২৪২
প্রহর্ষয়েদ্ বলং	১৬৯	ভবান্ কল্প বিকল্পেণ	৩৮	য	
প্রাজ্ঞং কুলীনং শূরং	১৭২	ভাবং জৈমিনিবিকল্পা	২১৬	য আত্মা অপহৃত	২৫৭
প্রাণা ইহাগচ্ছত্ব	৩৩৮	ভিত্তিতে হৃদয়গ্রহি	২০	যং বদন্তি তমো ভূতা	১৪৯
প্রাণাপাননিমেষো	৪৮, ২০৪	ভিন্দ্যাদেব তড়াগানি	১৯	য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনো	২০৭
প্রাতঃকালে শিবং	৩৫৮	ভৃগুজেন কেবলং	৫০৭	যচ্চাস্ত্র শূক্ৰতং কিঞ্চিদ্	১৫৭
প্রাণায় নমো বস্ত্র সর্ক	৪	ভূরসি ভূমিবস্ত্র দতিরসি	৩	যচ্চক্ষুযা ন পশ্যতি	৩৩৯
প্রাণারামা ব্রহ্মনস্ত	১৩৫	ভূত্বং স্বঃ তৎসবিতু	৩৪	যচ্চাত্তদদতস্তদসৎ	৬৩
প্রাণারামৈর্মহেন্দ্রোবান্	১৩৫	ভেদব্যাপদেশাচ্চ	৩২১	যচ্চেন্দ্রাঃ মনসী প্রাজ্ঞ	১৩২
প্রাতঃ প্রাতঃগৃহপতি	১০১	ভেদব্যাপদেশাচ্চাত্তঃ	৩২২	যচ্চোত্রেন ন শৃণোতি	৩৩৯
প্রতিতো ধর্মকার্যার্থং	১২৪			যচ্চাপ্রতো দূরমুদৈতি	১৯৩

ফলং কতকবাক্য

ব

বক্ষ্যাত্তমেহ শিবৈত্ম্যাক্ষে	১২৪	মজ্জা মাংসঃ মীনঃ	৩০৫	যতীনাং কাঞ্চনং	১৫১
বচস্তুবিত্ত্বং নিলয়ো	৪৮৮	মঘবন্ মর্ত্য বাইদ	২৭৭	যতশ্চ ভয়মাশঙ্কৎ	১৬৮
বহুস্তঃ পরিগৃহীয়াৎ	১৭৬	ময়দ্বাক্ষণায়োর্কৈদনাম	২১৮	যতো বা ইমানি	১১
বুদ্ধি বুদ্ধি করণাশু	১০০	মন্তেতানি যদারাজা	১৬৬	যৎকর্ম কুরা কুর্য্যশ্চ	১৭৩
বুদ্ধা চ সর্কবৃত্তেন	১৫৫	মহাত্ম্যপি সম্যকানি	৮০	যত্নঃ হুঃখসংযুক্তম	১৭১
ব্রহ্মচর্যাশ্রমঃ সমাপ্য	১১৯	মহমা নাও প্রতাপ	৮১	যত্নঃ শ্রমে হসংযুক্তম্	২৭১
ব্রহ্মচর্যেণ কত্তাব্যদান	৭৫	মাতা পিতা তথা	৮২	যৎ প্রজ্ঞান্মুতচেতো	১৯৩
ব্রহ্ম সঙ্কর করণাৎ	৫১০	মাতা চৈব পিতা তত্ৰা	৮১	যত্র ধর্ম্মোহাদর্শেণ	১৭১
ব্রহ্ম ব' ইদমগ্র	২১৫	মাতাপিতৃভ্যাং	১০৮	যত্র নারীস্ব পূজ্যস্তে	৯৮
ব্রহ্মবিশ্বস্তেঃ ধর্ম্মো	২২৫	মাতা শক্রঃ পিতা	৩১	যৎ প্রাণেন ন	৩৩৯
ব্রহ্মব্যাক্যং জনাধিনঃ	৩০২	মাতৃদেবো ভব	৩৩৫	যত্র শ্রামোলোহি	১৫৮
ব্রাহ্মঃ প্রাপ্তেয়ং সংসার	১৫৭	মাতৃদেবো ভব, পিতৃ	১৮৩	যৎ সর্কগেচ্ছতি	১৭৩
ব্রাহ্মে মহঃস্ত বৃত্যত	১০৭	মাতৃদান্ পিতৃদান	২৩	যথা কাষ্টময়োহতী	২৮১
ব্রাহ্মে জৈমিনিরূপত্ব	৩৩১	মাতৃদানিঃ পরিত্যজ্য	৩০৬	যথা নদী নদাঃ সর্কে	১১৮
ব্রাহ্মোদৈব স্তৌধব্যঃ	২৫	মানসঃ মনসৈবায়ম্	২৭২	যথা প্রবোনোপলেন	১০৯
ব্রাহ্মগন্ত্যগাঃ বর্ণানাম্	৬১	মা নো মহাস্তমুত	১৯৫	যথা ফলেন যজ্ঞোত্তে	১৬৩
ব্রাহ্মগন্ত চতুঃষষ্টিঃ মহন্তি	১৮০	মা নো বদিঃ	২৮৩ ৩৫৫	যথঃ লাহন্নমস্ত্যাত্তঃ	১৬৩
ব্রাহ্মগোষ্ঠ মুখমাসীন্	৮৮	মারয় মারয় উচ্চাটন	৩২৯	যথা বথা হি পুরুষঃ	১০০
ব্রাহ্মগান্ তিহাসান	৭২, ৩৬৩	মাংসানাং খাদনঃ	৫৫৩	যথাবস্থিত তদ্বানঃ	৫৮৬

ভ

ভগতি চেতি অবতার	৪০৬	মুগদাকো দিব্যশ্রুতঃ	১৭১	যথোর্বনাতিঃ স্তম্ভতে	২১৬
ভজং ভজমিতি ক্রিয়াদ্	৯৯	মূলে মূলভাবাদমূল	১৩০	যথেনঃ নাভিসং	১৬৭
		মেরোর্জদেশে দেবর্ষে	১৮৩	যৎ যৎ পরবশং কর্ম	১১১
		মোহাত্মা স্মরণঃ	১৫৯	যদহরেব বিরজেষু	১৩১

যদা তু জ্ঞাৎ	১৬৬	যেন যেন যথাক্বেন	১৮০	লোভংস্বাহাঙ্কয়ান্নৈ	১৭৮
যদাপরবলানাঙ্ক	১৬৬	যেন কৰ্ম্মাণ্যাপযৌ	১৯৩	লোভী শুক্ৰ লালচী	৩৫১
যদ্ দ্বয়োরনয়ো	১৭৭	যেনাশ্বিন্ কৰ্ম্ম	২৭৩		
যদা প্রকৃষ্টা মত্তেত	১৬৭	যেনাত্ম পিতরো যাতা	৮৮		
যদা ভাবেন ভবতি	১৩৭	যেনেদংভূতং ভুবনং	১৯৩	বকবচ্চিস্তয়েদৰ্শান্	১৫৯
যদা মত্তেত ভাবেন	১৬৭	যোগাঙ্গাশ্লুষ্ঠানাতি	৩৬	বৰ্জ্জয়েশ্বধু মাংসঞ্চ	৪৮ ২৮৮
যদা পঞ্চাবতীষ্টে	২৭৬	যোগশ্চিৎত্বস্তিনিরোধঃ	২৭৬	বনেষুচ বিহুতৈবং	১৩১
যদা যদা হি ধৰ্ম্মশ্চ	২০১	যোদত্বা সৰ্বভূতেভ্যঃ	১৩৩	বন্নেমিনরেয়া উবিজে	৬৯৭
যদাবগচ্ছেদায়ত্যাগা	১৬৭	যোজনধিত্য দ্বিজোবেদ	৪৮	বহুস্বং পরিগৃহীয়াৎ	১৭৬
যদযৎ পরবশঃ কৰ্ম্ম	১১২	যোহবনত্তেত তে	৭১ ২৭৮	বয়নে বিশৃঙ্খলজিন	৪৯৫
যদি গচ্ছেৎ পরং	৭৫৩	যো বৈ ব্রহ্মাণঃ	২১৭	বলশ্চ স্বামিনশ্চৈব	১৬৭
যদি তত্রাপি সম্প্রশ্নে	১৬৬	যো যদৈববাং শুনো	২৭২	বয়াইংইমে	৪৯৯
যদি হি জ্ঞান	৯৮			বান্য বড়া দয়ালকা	৩৩১
যদগ্ৰহান নিবন্তস্তে	২৮			বশে কৃষ্ণেজ্জয় গ্রামং	২৮০
যদ্ দ্বয়োরনরোকেণ	১৭৭	রক্তস্বলা পুষ্করং তীর্থং	৩০৬	বহু গুণ বিজ্ঞা	৪৮৮
যদানসান মত্তেত	৩৩৯	রথেন বায়ুবেগেন	৩৭১	বাগ্দণ্ডং প্রথমং	১৭৯
যমেন বায়ু ন সত্য	৩৭১	রক্ত হৈ কালিয়া	৩৭১	বাগ্দণ্ডৈস্তম্বরাষ্ট্রৈব	১৮০
যদাচানভ্যুদতং	৩৩৯	রথাস্থং হস্তিনং ছত্রং	১৫৭	বাচাৰ্থ্য নিবতাঃ	১১১
যদানসান ধ্যায়তি	১৩	রাগাদিজনান সন্তান	৫৬৩	বিক্রোশস্তো যশ্চ	১৬৩
যদান্ সেবেত সত্যং	৫৭	রাগাদীনং গণো যঃ	৫৬২	বিক্রয় শূর্ণং বিচচার	৩৩৩
যস্ত ভীতঃ পরাবৃত্তঃ	১৫৭	রাজধৰ্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি	১৫৪	বিজানীহাৰ্থ্যান্ যে	২৭১
যদ্বাদেচো অপাতকক্	২১৫	রাজা ভবত্যানেনাস্ত	১৭৪	বিশ্বঃ বজ্রবয়ঃ কৰ্ম্মো	২৮১
যদ্বাদেচোপাশ্রমিণো	১২৮	রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব	২৭৫	বিশ্বকালো বিপ্লবীত	৩০১
যদ্বাদেচোমুখ্যাস্তথান্	৮৯	রাজশ্চ দহাকৃদ্ধার	১৫৭	বিজানং জ্ঞানতো	২৮১
যদ্বাদেচো সাম	১৯৩	রাজোহি রক্ষাধিকৃতাঃ	১৬০	বিতিক উরিচ্চি	৭১২
যদ্বাদেচোমোভূতা	১৪৯	রাষ্ট্রমেব বিশ্রাহস্তি	১৫১	চিত্তং চাহবিত্তং চ	২৫০
যস্ত নাম মহদ্বয়ঃ	৩৫৯	রাষ্ট্রং বা অশ্বমেধঃ	৩০৯	বিজ্ঞাবিদাস মনসো	৩৩
যস্ত মন্ত্রং ন জ্ঞানস্তি	১৬৭	রাষ্ট্রশ্চ সংগ্রহে নিতাঃ	১৫৯	বদ্বিঃ দেবিতঃ	২৭৮
যস্ত বিদ্বান হি বদতঃ	১৭৭	চিজিনোক্ত তত্ত্বেষু	৫৮৬	বি স্বং চ নৃপস্বং	১৫২
যস্ত বাঙ্ মনশোত্তমো	৫৮	কত্রাকান্ কঠদেশে	৩২৩	বিশ্বানি চ রত্নানি	১৫১
যস্তন্তনঃ পুরে নাস্তি	১৮১	কপরসগন্ধকম্পর্ষতী	৫৬	বিশ্বতী শস্ত তৎ সৰ্বং	১৬০
যামুস্তরা উতাত্তি	৫২৭	কপরসগন্ধকম্পর্ষাঃ	৫৯	বিশ্বতাশং শতেশং চ	১৬০
যাংমেধা দেবগণাঃ	১৯২	কপরসম্পর্ষবত্যা	৫৭	বিশেষণ ভেদব্যাপ	৩২২
যাত্তনবস্তানি কৰ্ম্মাণি	২১	কপ বিজ্ঞান বেদনা	৫৫৯	বুদ্ধিলুপ্ততি যদ	২৮৮
যাত্তম্যাকং সূচরিতানি	৩১	রে জীব ভবহুহাই	৫৮৪	বিশ্ব নি দেব সবিভু	৩৯
যাবজ্জীবং যুগং	৪৫০, ৪৫৩			বৃষো হি ভগবান ধৰ্ম্ম	১৭৭
যা বেদাবাহাঃ	৩৫১	লক্ষণ প্রমাণাভ্যাং	৬৭	বেতনশ্চৈব চাদানং	১৭৩
যুগপজ্জ্ঞানাত্মং	৫৯	লুকিতা পিচ্ছিকাহস্তা	৭০৭	বেদপড়ত ব্রহ্মাধরে	৪০০
যুবা স্রবাসাঃ পরিবীত	৮৭	লোভঃ স্বপ্নোদিকৃতঃ	২৭৩	বেদমত্যাচাৰ্য্যাহস্তে	৪৯
যেকাৰ্য্যিকেষ্যোহৰ্ধ	১৬৩	লোভাৎ সহস্রদণ্ডস্ত	১৭৮	বেদঃ স্মৃতিঃ	৫১, ২৭৮

বেদান্ত্যাসম্পোজ্ঞানং	২৭২	ষ	সত্য সত্যং মে পাহি	১৪৫	
বেদশাস্ত্র পুরাণানি	৩০৬	ষট্টিংশদাঙ্কিকং	৪১	সরস্ত চরণ সহিয়া সকাঃ	৫২০
বেদানধীতা বেদো বা	৭৮	ষড়্ভিজ্ঞো দশবলো	৪৬৭	সম্যধিনিধুত্তমলম্	১২৬
বেদান্ত বিজ্ঞান	১৩৩	স		সমানতীর্থে বাসী	৩৫৯
বেদান্ত্যাগশ্চ	৫৭, ২৮০	স এষ পূর্বেষাম্	১৫, ২১৭	সমান যান কর্ম্মা চ	১৬৫
বেদাপকরণে চৈব	৫৭	সকল মূলঃ কামোঃ	২৭৮	সমীক্য স ধৃতঃ	১৫৮
বেদোহখিলো ধর্ম্মমূলং	২৭৮	সংহতাং যোদয়ে	১৬৫	সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্য	৫৮
বৈশ্বদেবস্ত সিন্ধু	১০৪	সংগো বিজ্ঞান	৫২১	সম্বন্ধাভাবান্নান্যম্	২০০
ব্যবস্থিত পৃথিব্যাং	৫৭	সংশোধ্য ত্রিবিধং	১৬৮	সম্পাদ্যাহি বির্তাব	৩১২
চৈদিতৈকঃ কর্ম্মতি	২৭২	স সংখ্যায়াঃ প্রযত্নেন	১২৮	স য এষোণিমা	২০৭
ব্যসনস্ত চ মৃত্যোশ্চ	১৫১	স তাত্ত্বনপরিক্রামেং	১৬০	সরস্তোহরণা ভৈক্ষ	৫০৭
বোধন্তীতি গ্রাহঃ	৩৭২	সত্তামাত্রোচ্চেৎ	২০৩	সরস্বতীদৃষদতো	২৫১
বৌদ্ধানাং স্মরণো	৪৬১	সত্যং ক্রিয়াং প্রিয়ং	৯২	স রাজা পুরুষোদ গুঃস	১৫৮
ব্রহ্মজগৎ হিংস্রমি	৫২৭	সত্যং সাক্ষ্যে ক্রবন্	১৭৭	স বা এষ এতেন	২১৭
শ		সত্যেন পুষতে সাক্ষী	১৭৭	সর্বং পৃথকঃ ভাবলক্ষণ	২৩১
শক্রসেবিনি মিহে চ	১৬৮	সত্যধর্ম্মার্ত্তৈশ্চ	১০৮	সর্বং স্ব স্বপদং ব্রহ্ম নেহ	২২৫
শরীরঃ কর্ণগাং প্রাণাং	১১২	সত্যং জ্ঞানমনস্তং	২৭১	সর্বং পদবংশ দুঃখং	১১২
শরীরভেদঃ কর্ম্মদোষ	২৭২	সত্যো রতানাং	১১৫	সর্বদ্ব সমবেক্ষেদং	২৭৮
শরোমিহ	১	সত্যো নোত্তীতি	২৪৫	সর্বদ্বঃ স্মরণো	৫৬৭
শরীরশ্চোহতয়েহপি	৩৩৩	সত্তরজন্তমসং	২০৩	সর্ব জ্ঞাবিতরাগাদি	৫৫৮
শ্রোমো দনস্তপঃ শোঃ	৯১	সত্ত্বং জ্ঞানং তমোহ	২৭২	সর্ব জ্ঞাত্বা বাক্যং	৫৭০
শ্রাণতীত্যঃ সমাত্যঃ	২০৩	সদকারণ দমিত্যম	৬৪	সর্বদ্বঃ স্মরণো	৫৬৭
উচিনা সত্যসন্ধেন	১০৮	সচ্চাসং	৬৩	সর্ব মনিত্যমুৎপত্তি	২৩০
উদ্ধে মগ্গে	৫২৩	সদা প্রকট্যঃ ভাবং		সর্বস্ত স্মরণো দুঃখা	৫৫২
উনাংচ পতিতানাঞ্চ	১০৫	সদসং		সর্বো বেদা যৎপদমাম	৩
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি	৯০	স দাপার পৃথিবীঃ	২০৬	সর্বো নিত্যং পদ	২৩০
শৃং শ্রোত্রং ভবতি	২৫৫	স দেশান্ বিবিধান্		সর্বো বামেব দানানাং	৭৭
শেচাস্ত জামদো যত্র	৯৮	স দিতি যতো দ্রব্য	৬২	সর্বং পৃথগ্ভাব	২৩১
শৌচ সন্তোষ	৪৫, ১২৭	সদেব সৌম্যো	২০৬, ২০৩	সর্বোপাটয়ন্তব্য	১৬৭
শৌর্য্যং তেজো ধৃতি	৯২	সন্তুষ্টো ভাষ্যাত্তত্ত্বা	৮৪, ৯৮	সর্বো ওমাবধর্ম্মে রাজা	১১৬
শ্রাবণস্যামলে	৫১০	সন্তজ্য গ্রাম্যাত্তারং	১২২	স্বাক্যং সংসং সন্ধ্যাং	১৬৭
শ্রীকৃষ্ণ শরণং মম	৫০৮	সন্ধিং তু বিবিধং	১৬৫	স সংখ্যায়াঃ প্রযত্নেন	১২৮
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম	৩৭২	স পর্য্যগাং স্তব্ধং	১২২	সহজা দেশকালোথা	৫১০
প্রভু, স্পৃষ্টা চ	২৮১	স ব্রহ্মা স বিষ্ণুঃ	৩	সা চৈদক্ষতযোনিঃ	১১৬
প্রতিস্থুতিং	১১৩, ২৭৮	সমকন্দর্পনাং সাক্ষ্য	১৭৬	সাক্ষ্য দৃষ্টকৃত্তাত্ত্ব	১৭৬
প্রতিরপি প্রধান	২০০	সৈন্যপত্যাং চ রাজাং চ	১৪২	সানি অনাহি অনন্তে	৮৭৫
প্রত্যং প্রজ্ঞাভূগং যত	১০৩	সপ্তো ইক্ষং	৪৮২	সামান্তং বিশেষ ইতি	৬১
প্রোক্তোপলক্ষিত্ব	৫২	সপ্তকৃত্তা বর্ণস্ত	১১১	সামুদ্রঃ পার্গাভিধি	৩০
প্রোক্তোপলক্ষিত্ব	৫২	সত্যং বা ন প্রবেষ্টব্য	১৭৪	সাম্যং সাম্যং গৃহপরিণো	১০১
প্রোক্তোপলক্ষিত্ব	৫২	সত্যং সাক্ষিণঃ	১৭৭	সাম্যং সাক্ষিণঃ	১০১

সাহসেযু চ সর্বেষু	১৭৬	জীপুং ধর্মো বিভাগশ্চ	১৭৩	স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ	১৩০
সাহসে বর্তমানস্ত	১৮১	জীশূক্রো নাধীয়াতামিতি	৭৪	স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈ	৪৬
সীমাবিবাদ ধর্মশ্চ	১৭৪	জ্ঞাণং সাক্ষ্যং জ্ঞয়ঃ	১৭৬	স্বাধ্যায়েনার্চ্য়েদৃষীন্	১০১
সুখার্থিনো কুতো বিজ্ঞা	১১৪	স্বাহুরয়ং ভারহারঃ	৬৮	স্বাধ্যায়েন জপৈ	৮৭
সুসারথি রথানিব	১৯৩	স্বাধরাঃ ক্রিমি কৌটাশ্চ	২৭৪	হস্তিনশ্চ তুরঙ্গশ্চ	২৭৫
সুপ্তস্বং জ্যোৎসং	৩৭২, ২৪৮	স্থিরাঃ বঃ সন্তায়ুধা	১৪৬	হাসাং পিবতি	৩০৭
সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা	২৩৫	স্পর্শবান্ বায়ুঃ	৪৭	হাহা গুরুঅঅ	৪৮৯
সেনাপতি বলাধ্যক্ষ	১৬৮	স্যান্দনাত্থৈঃ সঃম	১৬৫	হরি হরতি পাপানি	৩৫৮
সোহর্গ্নভবতি বায়ুশ্চ	১৫৭	শ্রান্নাস্তি জীবো	৪৬১	হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত	৭, ১৮৮
সৈনাপত্যং চ'রাজ্যং	১৫৯	শ্রাদবক্তব্যো জীব	৪৬১	হিমাদ্রে সচিবস্তাথে	৩৭২
সোমঃ প্রথমো বিবিদে	১২২	শ্রাদান্তি নাস্তি	৪৬৫	হিরণ্যভূমি	১৭১, ২২১
সোহসহায়েন	১৮	শ্রাদান্তি অবক্তব্যো	৪৬১	হিনক্রিয়ং নিম্পুরুষং	৮০
সোহয়ং দেবদত্তো	২০৮	স্বভাবেনৈব যদ	১৭৬	হেমং হি কর্তৃরাগাদি	৪৬৬
সৌভ্রামণ্যং সুরাং	৩০৯	স্বয়ংভূর্য্যাথাতথ্যাতোহ	২১৫	হ্রাং হ্রীং হ্রং	৩৮৯
স্নেয়োৱদ্ধাতথো বিজ্ঞা	৯৯	স্বয়ং কৃতশ্চ	১৬১	হ্রীং, শ্রীং, ক্লীং	৩৮৯
স্নিগ্ধাস্বরোচয়ানায়ং	৯৮	স্বর্গস্থিতা যদা	৪৫৩	হ্রং ফট্ স্বাহা	৩৮৯

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা		ছত্র		অশুদ্ধি		শুদ্ধি
৩৯	...	১৩	...	ভূভুব	...	ভূভুবঃ
৪৮	...	৪	...	মনসে	...	মনসো
৪৯	...	১৪	...	চার্যো	...	চার্যো
৭১	...	২৬	...	সম্পৃক্তা	...	সম্পৃক্তা
৮২	...	১৪	...	রজঃস্বলা	...	রজঃস্বলা
১০৪	...	২৩	...	গৃহে	...	গৃহে
১১১	...	২৫	...	ভাগা	...	ভাগী
১১১	...	২৬	...	ল্লায়ু	...	ল্লায়ু
১১৯	...	১৯	...	না করাই	...	করাই
১৩৪	...	২১	...	কুসং	...	কুসন্ত
১৪০	...	২৭	...	সাম্প্রদায়িক	...	সাম্প্রদায়িক
১৪১	...	৯	...	পরপেকারী	...	পরোপকারী
১৪৬	...	৮	...	জৈষ্ঠ্যায়	...	জ্যৈষ্ঠ্যায়
১৮৪	...	১০	...	খনি	...	খনি
২২৪	...	৯	...	উপনিষদেব	...	উপনিষদেব
২২৪	...	১৪	...	নেহ	...	নেহ
৩৬০	...	২০	...	শ্রী গুরবেঃ	...	শ্রী গুরবে নমঃ
৪৫২	...	৪	...	অজ্ঞান	...	অজ্ঞান
